শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং

আদিলীলা।

শ্রীভগবচ্ছ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পার্ষদ-

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত।

মূল-শ্লোক, টীকা, বঙ্গানুবাদ পয়ার ও ত্রিপদীর কঠিন কঠিন

স্থানের সরল ও বিশদ ব্যাখ্যা সহিত।

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশবিভূষণ-

পণ্ডিতকুল চূড়ামণি-

শ্রীবৃন্দারণ্যবাস-নিত্যধামপ্রাপ্ত প্রভুপাদ

৺রাধিকানাথ গোস্বামি কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কাশীমবাজার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর শ্রীধাম নবদ্বীপে

পঞ্চম-বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে

মাননীয় গৌড়-রাজর্ষি ধর্ম্মরাজ

শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের

অর্থ সাহায্যে

শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৫৫।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ

শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস হইতে

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

শ্রীগৌরাব্দ—৪২৮।

সমর্পণ-পত্র।

নিখিল বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রচারক ও সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষক

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-সেবাপরায়ণ পরম ভাগবত গৌড়-রাজর্ষি

মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ভক্তিসাগর বাহাদুর

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সেবা পরায়ণেষু—

মহারাজ !

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুতে আপনার অচলা ভক্তি। সেই ভক্তি-বলেই আপনি গতিশীল ট্রেনের মধ্যে পতিত হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন। সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্র-লীলা নানা-শাস্ত্র মন্থন করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে যাহাতে সাধারণ ভক্তজনের সহজ বোধগম্য হয়, সেইরূপ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। আপনি একজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। তাঁহার বিমলচরিত্র ও লীলা আস্বাদন করিবার জন্যই এই ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থখানি আপনার শ্রীকরকমলে সাদরে অর্পণ করিলাম। আশা করি, আপনি ইহার রসাস্বাদন পূর্ব্বক বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করুন।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

সূচী-পত্রম্।

আদিলীলা।

মধ্যলীলা।

অন্ত্যলীলা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর্জয়তি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্।

আদিলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

ভুবনমঙ্গলাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর্জয়তি।
কষিত কনকবর্ণং প্রেমনিষ্যন্দপূর্ণং
বিকশিত শতপর্ণাচুম্বিচঞ্চৎ পদাজ্জম্।
জিত শশধর কম্র "শ্রীমুখ শ্রীপ্রপন্নং"
দলিত কলিকলঙ্কং নৌমি চৈতন্যচন্দ্রম্ ॥
বাসোরাসোৎ কলিত ললিতং মঞ্জু মঞ্জীররাবং
বর্হাপীড়ং পরিবৃততনুং গোপকন্যাকদম্বৈঃ।
বংশীস্যান্দন্মধুরিমমদামোদমানং বনান্তে
শ্রীমদ্রাধারমণ মনিশং গোপবেশং স্মরামি ॥

গ্রন্থারম্ভে একমেব পরমোপাস্য বস্তু গুর্বাদিরূপেন পঞ্চধা প্রতীয়ত ইতি-দর্শয়ন্ প্রারিপ্সিতস্য পরম মঙ্গলাত্মকস্যাপি গ্রন্থস্য শিষ্টাচারাদিষ্টনমস্কাররূপ মঙ্গলমাচরতি। বন্দ ইতি। গুরূন্ শ্রীদীক্ষাগুরুং শিক্ষাগুরূংশ্চ বন্দে। ঈশ-ভক্তান্ শ্রীবাসাদীন্, ঈশাবতারান্ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যাদীন্, তৎ তস্য ঈশস্য প্রকাশান্, শ্রীমন্নিত্যানন্দাদীন্, তচ্ছক্তীঃ, শ্রীগদাধরপণ্ডিতাদীন্ বন্দে। কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ঈশং স্বয়ং ভগবন্তঞ্চ বন্দে। যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ গুরুভক্তাবতার প্রকাশশক্তিরূপেণ পঞ্চ-

---

গুরুবর্গকে (দীক্ষা, শিক্ষা ও শ্রবণগুরু) ও শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দকে, শ্রীমদদ্বৈত প্রভৃতি ঈশ্বরের অংশাবতারগণকে, শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি ঈশ্বরের প্রকাশ-

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥
যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো যঃ ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ম্
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩ ॥

ধারাধ্যাতে সএব কলৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপেনাবতীর্য্য শ্রীগুরু শ্রীবাস শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-নিত্যানন্দগদাধরাদিরূপেন পঞ্চধাভাতীতিভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ বন্দে। কিম্ভূতৌ গৌড়োদয়ে গৌড়দেশ এব উদয় উদয়াচলস্তস্মিন্ সহ একদা উদিতৌ উদয়ং প্রাপ্তৌ কিম্ভূতৌ পুষ্পবন্তৌ। একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকর নিশাকরাবিতি অতএব চিত্রৌ আশ্চর্য্যৌ পুনঃ কিম্ভূতৌ শং কল্যাণং দত্তো যো শন্দৌ। পুনঃ কিম্ভূতৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

পুনরপি বস্তুনির্দ্দেশরূপমঙ্গলমাচরতি যদদ্বৈতমিত্যাদি। উপনিষদি বেদ-শীর্ষকে যৎ অদ্বৈতং ব্রহ্মনিরূপিতমস্তীতিশেষঃ। তৎ অস্য চৈতন্যকৃষ্ণস্য তনুভা তনোর্দ্দেহস্য কান্তিঃ। যোগশাস্ত্রে য আত্মা পরমাত্মা অন্তর্যামী প্রকৃত্যাদিনিয়ামকঃ পুরুষঃ কারণার্ণবশায়ী; সোঽস্য অংশবিভবঃ ঐশ্বর্য্যরূপঃ। ষড়্‌ভিরৈশ্বর্য্যৈর্বিশিষ্টঃ যো পূর্ণো ভগবান্ স স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যএব। অতএব ইহ জগতি কৃষ্ণচৈতন্যাৎ পরং অন্যৎ পরতত্ত্বং ন ॥ ৩ ॥

মূর্ত্তি সমূহকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশ্বরের শক্তিবর্গকে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

গৌড়মণ্ডলরূপ উদয়গিরিতে এককালীন কোটী সূর্য্যচন্দ্রবৎ সমুদিত আশ্চর্য্যরূপ মঙ্গলদাতা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

অদ্বৈতবাদিগণ (শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ) উপনিষদে অদ্বৈত (দ্বৈতরহিত) ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করেন, তিনিও এই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, যোগশাস্ত্রে যিনি অন্তর্যামী পুরুষরূপী প্রকৃতির নিয়ামক কারণার্ণবশায়ী পরমাত্মা তিনি ইহাঁর অংশস্বরূপ ঐশ্বর্য্যশালী। ভক্তিযোগে যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যদ্বারা পূর্ণ শ্রীভগবান্, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অতএব ইহ জগতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অপেক্ষা পরতত্ত্ব নাই ॥ ৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীগৌরাঙ্গ।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ * ॥ ৪ ॥
রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ † ॥ ৫ ॥

আশীর্বাদরূপমঙ্গলমাচরতি। অনর্পিতেতি, বো যুষ্মাকং হৃদয়রূপগুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ পক্ষে সিংহঃ স্ফুরতু। যঃ শচীনন্দনঃ কলৌ স্বভক্তিশ্রিয়ং স্বভজনসম্পত্তিং করুণয়া সমর্পয়িতুং অবতীর্ণঃ। কথম্ভূতাং অনর্পিতচরীং কেনাপি ন অর্পিত পূর্ব্বাং। নমু কপিল দেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদিভ্যো ভগবদ্ভজনং কিং নোপদিষ্টং তত্রাহ সকল রস সত্ত্বাবেপি উন্নত উজ্জ্বলরসো যস্যাং তাং ভক্তি-শ্রিয়ং। তথা চোজ্জ্বলরস প্রধানা ভক্তির্নোপদিষ্টেতি ভাবঃ। কথম্ভূতঃ পুরটাৎ স্বর্ণাদপি সুন্দর দ্যুতিসমূহেন সন্দীপিতঃ। এবং সতি পর্ব্বত কন্দরায়াং উদিতঃ সিংহো যথা তত্রত্যান হস্তিনো নাশয়তি তথা যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরায়াং উদিতঃ শচীনন্দনস্বরূপ সিংহঃ হৃদ্রোগরূপ হস্তিনো নাশয়ত্বিতি ধ্বনিঃ ॥ ৪ ॥

পুনরপি বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলমাচরতি রাধাকৃষ্ণেত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণস্য নরাকৃতি পরব্রহ্মণঃ প্রণয়স্য প্রেম্নঃ বিকৃতির্বিলাসঃ নিজানন্দানুভূতিসাধনরূপা স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তিঃ শ্রীরাধা অতস্তৌ শক্তিশক্তিমন্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ একাত্মানাবপি পুরা অনাদিকালাৎ ভুবি শ্রীবৃন্দাবনে দেহভেদং গতৌ। অধুনা কলিযুগে তদ্দ্বয়ং

যাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি কোন যুগে কোন অবতার কর্ত্তৃক অর্পিত হয় নাই, সেই স্বীয় উজ্জ্বল রস অর্থাৎ শৃঙ্গাররসদ্বারা পরিপুষ্ট ভক্তিরূপ সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণ জনগণকে বিতরণ করিবার জন্য, যিনি কৃপা করিয়া কলি-যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি স্বর্ণ হইতেও অতি সুন্দর কান্তিযুক্ত সেই শ্রীশচীনন্দন হরি আপনাদিগের হৃদয়রূপ কন্দরে স্ফুরিত হউন ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমের বিকাররূপা অর্থাৎ বিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীরাধা।

---

* বিদগ্ধমাধবে। ১। ২

† শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ব্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ব্ভোদশায়ীচ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা
নন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

রাধাকৃষ্ণদ্বয়ং ঐক্যমাপ্তং প্রাপ্তং চৈতন্যাখ্যং যদ্ প্রকটং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপং নৌমি স্তৌমি, নন্থ কীদৃকৃতদ্দ্বয়মৈক্যমাপ্তং তত্রাহ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং। অত্র রাধা-ভাব কান্তিযুক্তত্বাদৈক্যত্বেনোৎপ্রেক্ষা ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য বাঞ্ছাত্রয়পরিপূরণরূপমবতার মূলপ্রয়োজনমাহ শ্রীরাধায়া ইত্যাদি। শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়স্য প্রেম্নো মহিমা মাহাত্ম্যং কীদৃশো বা? অনয়া রাধয়া মদীয়োঽদ্ভুতমধুরিমা আশ্চর্য্যমাধুর্য্যাতিশয়ো যেন প্রেম্না, আস্বাদ্যঃ আস্বাদয়িতুং শক্যঃ, স মধুরিমা কীদৃশো বা; মদনুভবাৎ মামনুভূয় অস্যাঃ সৌখ্যং সুখাতি-শয়ঃ কীদৃশং বা? ইতি লোভাৎ তত্ত্রয়ানুভবার্থং লোভাতিশয়াৎ; তস্যাভাবযুক্তঃ সন্ শচীগর্ব্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্রে হরীন্দুঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ সমজনি প্রাদুর্ব্বভূব ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দতত্ত্বমাহ সঙ্কর্ষণ ইত্যাদি পঞ্চভিঃ। পরব্যোম্নি চতুর্ব্যূহস্থিতো মহা সঙ্কর্ষণঃ, কারণার্ণবশায়ী প্রথমঃ পুরুষাবতারঃ, প্রকৃত্যন্তর্যামী মহাবিষ্ণুঃ। গর্ব্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী দ্বিতীয়ঃ। পয়োব্ধিশায়ী ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্ট্যন্তর্যামী

অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্ম হইলেও তাঁহারা যে অনাদিকাল হইতে স্বকীয়পরে ভিন্ন দেহভেদ স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিযুগে ঐ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীরাধার ভাবকান্তিদ্বারা সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ চৈতন্যনামক আবির্ভাববিশেষকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কি প্রকার? যে আমার সম্বন্ধীয় প্রণয়দ্বারা শ্রীরাধিকা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, আমার সেই মাধুর্য্যই বা কি প্রকার? এবং আমাকে অনুভবনিবন্ধন শ্রীরাধার যে সুখাতিশয় হয় সেই সুখই বা কি রূপ? এই তিন বিষয় অনুভবের লোভহেতু শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে হরিরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন ॥৬॥

যিনি চতুর্ব্যূহ-মধ্যস্থিত সঙ্কর্ষণ কারণার্ণবশায়ী মহাসমষ্টির অন্তর্যামী প্রথম

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥

তৃতীয়ঃ। শেষ অনন্তশ্চ যস্য অংশকলা অংশশ্চ কলাচ স নিত্যানন্দরামো মূল-সঙ্কর্ষণং, শ্রীবলদেবো মম শরণমস্তু ॥ ৭ ॥

সামান্যেনাভিধায় বিশেষেণাহ মায়াতীত ইত্যাদি। মায়াতীতে ব্যাপিনি সর্ব্বব্যাপকে ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্টে বৈকুণ্ঠলোকে চতুর্ব্যূহমধ্যে যস্য সঙ্কর্ষণাভিধেয়ং রূপং প্রকাশতে তং শ্রীনিত্যানন্দাভিধং রামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

মায়া ভর্ত্তেত্যাদি। মায়ায়াঃ প্রকৃতের্ভর্ত্তা নিয়ামকঃ অজাণ্ডসংঘস্য ব্রহ্মাণ্ড-সমূহস্য আশ্রয়ঃ অঙ্গং যস্য সঃ, যস্য কারণাম্ভোধি মধ্যে শেতে, এবম্ভূতঃ স আদিদেবঃ প্রথমঃ পুমান্ পুরুষঃ মহাবিষ্ণু র্যস্য একাংশঃ মুখ্যাংশঃ তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামমহং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥

পুরুষ মহাবিষ্ণু, যিনি হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ সহস্র-শীর্ষা বিরাট, যিনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং যিনি অনন্তদেব, ইঁহারা যাঁহার অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ নামক বলরাম বা মূলসঙ্কর্ষণের আমি শরণাগত হইলাম ॥ ৭ ॥

মায়াতীত পূর্ণৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিব্যূহের মধ্যে সঙ্কর্ষণ নামক যাঁহার রূপ প্রকাশিত আছে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণাগত হইলাম ॥ ৮ ॥

যিনি সাক্ষাৎ মায়াধীশ অর্থাৎ মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মাণ্ড সমূহ যাঁহার অঙ্গ হইতে উদ্ভব হইয়াছে, যিনি কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন সেই আদি অবতার পুরুষ মহাবিষ্ণু যাঁহার এক অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরামের শরণাগত হইলাম ॥ ৯ ॥

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ব্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০ ॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎ কলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশন্তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

যস্যাংশাংশ ইত্যাদি। স গর্ব্ভোদশায়ী দ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ. হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী যস্য অংশস্যাংশঃ, স শ্রীনিত্যানন্দাখ্যং রামমহং প্রপদ্যে। নম্নু কোঽসৌ রাম ইত্যপেক্ষয়ামাহ—যস্য লোকসংঘাত এব নালং যত্র তৎ, নাভিপদ্মং লোকস্রষ্টু-র্ধাতুর্ব্রহ্মণঃ সূতিকাধাম উৎপত্তিস্থানম্॥ ১০॥

যস্যাংশাংশাংশ ইত্যাদি। যস্যেতি অখিলানাং ব্যষ্টিজীবানাং পরমাত্মা অন্তর্যামী পোষ্টা পালয়িতা চ যো দুগ্ধাব্ধিশায়ী বিষ্ণুস্তৃতীয়ঃ পুরুষো ভাতি বিরাজতে স যস্য অংশাংশস্য অংশঃ, যস্য ক্ষৌণীভর্ত্তা ভূভৃৎ অনন্তঃ স যস্য কলা তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১১॥

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বমাহ। মহাবিষ্ণুরিতি দ্বাভ্যাং জগৎকর্ত্তা; মহাবিষ্ণু যো মায়য়া অদো বিশ্বং সৃজতি তস্য অবতার এব অয়ং ঈশ্বরঃ—অদ্বৈতাচার্য্যঃ॥ ১২॥

চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক লোক সকল যাঁহার আশ্রয় এবং যাঁহার নাভিপদ্ম লোক পিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান সেই গর্ভোদশায়ী বিরাট পুরুষ যাঁহার অংশের অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণাগত হইলাম॥ ১০॥

নিখিল জীবের অন্তর্যামী ও পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশাংশের অংশ এব ধরণীধর সুপ্রসিদ্ধ অনন্তদেবও যাঁহার কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরামের শরণাগত হইলাম॥ ১১॥

যে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন, সেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর তাঁহারই অবতার॥ ১২॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥ ১৪ ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎ সর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫ ॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীল গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥

ইদানীং তন্নামনিরুক্ত্যা তত্ত্বমাহ। হরিণা কৃষ্ণচৈতন্যেন সহ অদ্বৈতা-দ্বৈতো অদ্বৈতং ভক্তিশংসনাৎ কথনাদ্বৈতোঃ আচার্য্যং তং অদ্বৈতাচার্য্যং অহং আশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বমাহ। পঞ্চতত্ত্বাত্মকং পঞ্চতত্ত্বস্বরূপং কৃষ্ণং নমামি। ভক্তরূপস্বরূপকং শ্রীমান্নিত্যানন্দচন্দ্রং, ভক্তাবতারং শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রং, ভক্তাখ্যং শ্রীবাসাদীন্, ভক্ত-শক্তিকং শ্রীগদাধরাদীন্, কৃষ্ণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং ॥ ১৪ ॥

জয়তামিতি। রাধামদনমোহনৌ জয়তাং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং, কথম্ভূতৌ সুরতৌ কৃপালু। "কৃপালুস্সুরতৌ সমা" বিত্যমরঃ। পঙ্গোঃ স্থানান্তরগমনেঽশক্তস্য শ্লেষেণ অনন্যশরণস্য মম মন্দমতে র্মন্দপ্রজ্ঞস্য জ্ঞানাদিসাধনে প্রবৃত্তিরহিতস্য অর্থাৎ একান্তস্য গতীগমাতে ইতিগতিঃ ফলং তথাভূতৌ। পুনঃ কথম্ভূতৌ-মম সর্ব্বস্বরূপে পদাম্ভোজে যয়ো স্তৌ ॥ ১৫ ॥

যিনি হরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত দ্বৈতভাবরাহিত্য প্রযুক্ত অদ্বৈত, যিনি ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া আচার্য্য এবং যিনি ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১৩ ॥

যিনি প্রথম স্বয়ং ভক্তরূপ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ, দ্বিতীয় ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দরূপ; তৃতীয় ভক্তাবতাররূপ অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যরূপ, চতুর্থ ভক্তাখ্য অর্থাৎ শ্রীবাসাদিরূপ, পঞ্চম ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধরাদিরূপ এই পঞ্চতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

পঙ্গু অর্থাৎ গতিশক্তিহীন, অতএব জ্ঞানাদিসাধনে অক্ষম এই প্রকার মন্দ বুদ্ধি জনের গতি, এবং যাঁহাদিগের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্ব, সেই পরমদয়ালু শ্রীরাধা ও মদনমোহনদেব জয়যুক্ত হউন ॥ ১৫ ॥

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ১৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে(১) করিয়াছেন আত্মসাথ(২)।
এ তিনের চরণ বন্দ তিনে মোর নাথ ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার—।
(৩)বস্তু-নির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ॥

দীব্যদিতি। দিব্যৎ পরম শোভাময়ে বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমাধঃ মূলে রত্নময়-মন্দিরং তন্মধ্যে রত্নসিংহাসনস্যোপরি রাধাগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ পরম প্রিয়তম শ্রীললিতাদিসখীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥

শ্রীমানিতি। শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী রাসপ্রবর্ত্তকঃ। বংশীবটস্য তটস্থিতঃ মূল-দেশে স্থিতঃ বেণুস্বনৈর্বেণুধ্বনিভির্গোপী গোপসুন্দরীঃ পরমানুরাগবতীঃ কর্ষণ্ সন্ গোপীনাথ নোঽস্মাকং শ্রিয়ে প্রেমসম্পত্তৈ অস্তু ভবতু ॥ ১৭ ॥

পরম শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের মূলে সুন্দর রত্নময় মন্দিরমধ্যস্থ রত্নসিংহাসনোপরি বিরাজিত এবং প্রিয় নর্ম্ম সখীগণকর্ত্তৃক সেবিত শ্রীরাধিকা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি ॥ ১৬ ॥

যিনি সর্ব্বার্থ পরিপূর্ণ রাসরসপ্রবর্ত্তক বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত এবং স্বীয় বেণুধ্বনিদ্বারা সুন্দরী গোপাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করিতেছেন সেই গোপী-নাথ আমাদের কুশলের জন্য হউন ॥ ১৭ ॥

১। গৌড়িয়াকে—গৌড়দেশবাসী শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবকে।
২। আত্মসাথ—আপনার বলিয়া সেবাকার্য্যে অঙ্গীকার করিয়াছেন।
৩। বস্তুনির্দ্দেশ—তত্ত্বনিরূপণ।

প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব নমস্কার।
সামান্য-বিশেষরূপে দুইত প্রকার॥
তৃতীয়-শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ॥
চতুর্থ-শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ॥
সেই শ্লোকে কহি ২বাহ্য-অবতার-কারণ।
পঞ্চ-ষষ্ঠ-শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন॥
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত-তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহি(৩) মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার॥
সকল বৈষ্ণব শুন করি এক মন।
চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্রমতে নিরূপণ॥
৪কৃষ্ণ, ৫গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন—বিলাস॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ॥

২। বাহ্যাবতার-কারণ—নাম ও প্রেমপ্রচার।

৩। তহিমধ্যে—তাহার মধ্যে।

৪। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে, গুরুতত্ত্বরূপে শক্তিতত্ত্বরূপে, এবং প্রকাশতত্ত্বরূপে বিলাস অর্থাৎ লীলা করিয়া থাকেন।

৫। গুরুদ্বয়—দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুদ্বয়।

তথাহি।

বন্দে গুরূনীশভক্তানিত্যাদি ॥ *

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁ সবার চরণ-আগে করিয়ে বন্দন ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
ইঁহা সবার পদ-আগে করি নমস্কার ॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস১ প্রধান।
তাঁ সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥
অদ্বৈত আচার্য্য—প্রভুর অংশ-অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥
২নিত্যানন্দরায়—প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দ, যাঁর মুঞি দাস ॥
৩গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥
৪শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥

১। শ্রীবাস শ্রীভগবানের প্রধান ভক্ত, ইনি ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর অংশ অর্থাৎ অবতারতত্ত্ব।

২। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর স্বরূপপ্রকাশ, ইনি প্রকাশতত্ত্ব।

৩। শ্রীগদাধর মহাপ্রভুর স্বীয় শক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তি। ইনি শক্তিতত্ত্ব।

৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান—"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ং রূপ স উচ্যতে।"

অন্যকে অপেক্ষা করিয়া যাঁহার রূপ প্রকট হয় নাই, অর্থাৎ মহাপ্রভু ভগবান হইতে প্রাদুর্ভূত বা ভগবত্তাদ্বারা আবিষ্ট ভগবান নহেন। যাঁহার ভগবত্ত অনন্যাপেক্ষ অন্যের ভগবত্তাকে অপেক্ষা করে না, পরন্তু যাঁহার ভগবত্তা স্বয়ং সিদ্ধ, তাঁহাকেই স্বয়ং ভগবান বলা হয়। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং—"ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্"।

যিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, যাদবগণ-কুলদেবতা বালয়া এবং ব্রজবাসিগণ নিজায়াত্ত

১সাবরণ মহাপ্রভুকে করি নমস্কার।
এই ছয় তেহোঁ যৈছে, করি সে বিচার ॥
২যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ১১।১৭।২৭।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুরিতি ॥ ১৮ ॥

৩শিক্ষাগুরুকে ত জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥

• আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজানীয়াৎ। গুরুবরং মুকুন্দ প্রেষ্ঠত্বে স্মরেত্যুক্তেরিতি দীপিকাদীপনং ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন হে উদ্ধব! আচার্য্য অর্থাৎ গুরুদেবকে মদীয় প্রিয় স্বরূপ বলিয়া জানিবে, কদাপি মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিবে না। কারণ গুরু সর্ব্ব দেবময় * ॥ ১৮ ॥

বলিয়া যাঁহাকে অনুভব করেন, যিনি সুরভীগণের পরিপালক এবং সর্ব্ববিধ কারণ সমুহের অধিপতি সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর।

১। সাবরণ—আবরণের সহিত অর্থাৎ পার্ষদগণের সহিত।

২। যদ্যপি আমার গুরু—যদ্যপি আমার গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে ভিন্নদেহে প্রতীত হইয়া তদীয় গৌণ প্রকাশের মধ্যে তদীয় সেবকরূপেই গণ্য হইতেছেন, তথাপি তিনি আমার গুরু, এবং গুরুতেই যখন শ্রীভগবানের প্রকাশ দেখা যায়, তখন আমি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ অর্থাৎ আবির্ভাবান্তর বা বিলাসাখ্য প্রকাশ বলিয়াই জ্ঞান করিব।

৩। শিক্ষাগুরু—শিক্ষাগুরু দুইজন, অন্তর্যামী শিক্ষাগুরু ও অপর ভক্তশ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে অন্তর্যামী শিক্ষাগুরুই কৃষ্ণের স্বরূপ, কারণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিজাংশ, ঐ অংশ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন।

---

* শ্রীগুরুতত্ত্বসম্বন্ধে গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী সমস্ত প্রাচীন আচার্য্যগণের

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।২৯।৬

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধ মুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব
ন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি॥ ১৯॥

শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়াম্ :—১০।১০

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ২০॥

আস্তামেবান্য ভজনবার্ত্তাপি ত্বৎকৃতোপকারস্য ত্বয্যাত্ম নিবেদনেনৈব নিষ্কৃতি-র্নাস্ত্যেত্যাহ—নৈবেতি। অপচিতিং প্রত্যুপকারং আনৃণ্যমিতি যাবৎ কবয়ো-ব্রহ্মবিদোঽপি নৈব প্রাপ্নুবন্তি। যতস্তৎকৃতমুপকারং স্মরন্তঃ, ঋদ্ধমুদঃ—উপচিত পরমানন্দাঃ। উপকারমেবাহ যো ভবান্ বহিরাচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ অন্তশ্চৈত্য বপুষা অন্তর্য্যামিরূপেণ অশুভং বিষয়বাসনাং বিধুন্বন্ নিরস্যন্ স্বগতিং নিজরূপং প্রকটয়তি তস্য তব॥ ১৯॥ শ্রীধরস্বামী।

নমু স্বরূপেণ গুণৈর্বিভূতিভিশ্চানন্তং ত্বা কথং গুরূপদেশমাত্রেণ তে গ্রহীতুং ক্ষমেরন্নিতি চেত্তত্রাহ—তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যং মদ্যোগং বাঞ্ছতাং প্রীতিপূর্ব্বকং মম যাথার্থ্যজ্ঞানজেন রুচিভরেণ ভজতাং। তং বুদ্ধিযোগমহং স্বভক্তিসুখরসিকো দদাম্যর্পয়ামি যেন তে মামুপযান্তি তদ্বুদ্ধিং তথাহমুদ্ভাবয়ামি যথানন্তগুণবিভূতিং মাং গৃহীত্বোপাস্য চ প্রাপ্নুবন্তীতি॥ ২০॥ শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ।

হে ঈশ! বেদবিদ্ শ্রোত্রিয়গণ ব্রহ্মার আয়ু প্রাপ্ত হইয়াও আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা আপনার প্রদত্ত উপকার স্মরণ করিয়াই পরমানন্দিত হয়েন। আপনি তাঁহাদিগের উপকারার্থ বাহিরে গুরুরূপে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ও অন্তরে অন্তর্যামীরূপে সৎ প্রবৃত্তিদ্বারা দেহিগণের বিষয়বাসনা নিরাস করিয়া নিজরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন॥ ১৯॥

যাঁহারা নিরন্তর ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করিয়া

শাস্ত্রবিচারসিদ্ধ মত এই—গুরু সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রকাশ; অতএব সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে গুরু কোন অংশেই ভিন্ন নহেন; কিন্তু শাস্ত্র এবং সদাচার মতে শ্রীগুরুদেব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে কোন অংশে ভিন্ন না হইলেও রাগানুগীয় সাধকবৃন্দ তদীয়জ্ঞানে তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। যথা—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ রুক্ত স্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" শ্রীরাধিকানাথগোস্বামী।

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩০-৩২।
যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।
তথাহি।
জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
স রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ২১॥

অথ তত্র পরমভাগবতায় ব্রহ্মণে শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যং নিজং শাস্ত্রং উপদেষ্টুং তৎপ্রতিপাদ্যতমং বস্তুচতুষ্টয়ং প্রতিজানীতে জ্ঞানমিত্যাদি। মে মম ভগবতো-জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্যনির্দ্ধারণং ময়াগদিতং সৎ গৃহাণ, ইত্যন্যো ন জানীতীতি ভাবঃ। যতঃ পরমগুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমং 'মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ', তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ; নচ এতাবদেব, কিঞ্চ সরহস্যং তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতং, তচ্চ প্রেমভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে, তথা তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ, তচ্চ সতি স্বপরাধাখ্যবিঘ্নে নষ্টে ঝটিতি বিজ্ঞানরহস্যে প্রকটয়েৎ, তস্মাত্তস্য জ্ঞানস্য সহায়ঞ্চ গৃহাণেত্যর্থঃ, তচ্চ শ্রবণাদি-ভক্তিরূপ-মিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। যদ্বা সরহস্যমিতি তদঙ্গস্যৈব বিশেষণং জ্ঞেয়ং, সুহৃদোরিব মিথঃ সংবর্দ্ধকয়োরেকত্রাবস্থানাৎ॥ শ্রীজীবগোস্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভঃ।

তত্র সাধ্যয়োর্বিজ্ঞানরহস্যয়োরাবির্ভাবার্থমাশিষং দদাতি যাবানহমিতি। যাবান্ স্বরূপতো যৎপরিমাণকোঽহং, যথা ভাবঃ সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণোঽহমিত্যর্থঃ, যানি স্বরূপান্তরঙ্গানি রূপাণি শ্যামচতুর্ভুজত্বাদীনি, গুণাভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ কর্ম্মাণি তত্তল্লীলাঃ যস্য স যদ্রূপগুণকর্ম্মকোঽহং, তথৈব তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানং যাথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাত্তে তবাস্তু। এতেন চতুঃশ্লোকার্থস্য নির্বিশেষ-পরত্বং স্বয়মেব পরাস্তং; বক্ষ্যতে চ চতুঃশ্লোকীমেবোদ্দিশতা শ্রীভগবতা স্বয়মুদ্ধবং প্রতি পুরাময়েত্যাদৌ জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসমিতি। তত্ত্ববিজ্ঞানপদেন রূপা-

---

থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ (সম্যক্ দর্শনরূপ যোগ) প্রদান করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ২০॥

শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে স্বয়ং উপদেশ প্রদান করাইয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মন্! শব্দদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও পরম গুহ্যতম যে বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভব, এবং রহস্য অর্থাৎ প্রেমভক্তি ও প্রেমভক্তির সাধন তোমাকে বলিতেছি গ্রহণ কর।

স্বরূপতঃ আমার যে পরিমাণ আকৃতি ও যতদূর সত্তাযুক্ত অর্থাৎ লক্ষণ যে প্রকার এবং শ্যামত্ব ও চতুর্ভুজত্বাদি রূপসকল, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণসকল সেই-

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩২

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥ ২২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩৩

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ২৩ ॥

দীনামপি স্বরূপভূতত্বং ব্যক্তং, অত্র বিজ্ঞানাশীঃ স্পষ্টা, সহস্যাশীশ্চ পরমানন্দাত্মক তত্তদ্ যাথার্থ্যানুভবেনাবশ্যং প্রমোদয়াৎ ॥২১॥ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত-ক্রমসন্দর্ভঃ।

অহমেবেতি। এতদেব সম্যগুপদিশন্ যাবানিত্যস্যার্থং স্ফুটয়তি অহমেবাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং আসং স্থিতঃ নান্যৎ কিঞ্চিৎ যৎ সৎ স্থূলং অসৎ সূক্ষ্মং পরং তয়োঃ-কারণং প্রধানং তস্যাপ্যন্তর্মুখতয়া তদা ময্যেব লীনত্বাৎ, অহঞ্চ তদা আসমেব, কেবলং নচান্যদকরবং, পশ্চাৎসৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্মি, যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেবাস্মি, প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽপ্যহমেব, অনেন চানাদ্যনন্তত্বাদদ্বিতীয়ত্বাচ্চ পরিপূর্ণোঽহমিত্যুক্তং ভবতি ॥২২॥ শ্রীধরস্বামী।

যথাত্মমায়াযোগেনেত্যনেন মায়য়া অপি পৃষ্টত্বাদ্বক্ষ্যমাণোপযোগিত্বাচ্চ মায়াং নিরূপয়তি ঋতেঽর্থমিতি। বিনাপি বাস্তবমর্থং যদ্যতঃ কিমপ্য নিরুক্তং আত্মাধিষ্ঠানে প্রতীয়েত সদপিচ ন প্রতীয়েত তৎ আত্মনো মম মায়াং বিদ্যাৎ; যথা আভাসো দ্বিচন্দ্রাদিরিতি অর্থং বিনা প্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ যথা তমইতি সতোঽপ্রতীতৌ ॥ ২৩ ॥ শ্রীধরস্বামী।

রূপ ও গুণানুযায়ী লীলাসকল সে সমস্ত বিষয়ই আমার কৃপায় এ সকল তত্ত্বজ্ঞান তোমার অনুভব হউক ॥ ২১ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমি সকলের আদি কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, সৎ অর্থাৎ স্থূল, অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং ঐ স্থূল সূক্ষ্মের কারণস্বরূপ প্রকৃতি বা অন্য কিছুই ছিল না, আবার সৃষ্টির পরেও আমি বর্ত্তমান আছি। এই যে দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ ইহাও আমিই, আর প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি, ইহাদ্বারা শ্রীভগবান জানাইলেন যে তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত এবং তিনি অদ্বিতীয় এই হেতু তিনি পরিপূর্ণ ॥ ২২ ॥

মায়া নিরূপণ করিতেছেন—পরম পুরুষার্থভূত অর্থাৎ সত্যবস্তু আমা ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি হয়, আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহার স্বতঃ প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। ঐ মায়ার স্বরূপ আভাস ও অন্ধকারসদৃশ। আভাস-স্থানীয়া মায়ার নাম জীবমায়া, এবং অন্ধকার-স্থানীয়া মায়ার নাম গুণমায়া। জ্যোতির্বিম্বের স্বীয় প্রকাশ হইতে ব্যবহিত প্রদেশে

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩৪
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহং ॥ ২৪ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩৫
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২৫ ॥

অথ তস্যৈব প্রেম্নোরহস্যত্বং বোধয়তি যথা মহান্তীতি। যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষ্বপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতানামপ্যনুপ্রবিষ্টান্যন্তঃস্থিতানি ভান্তি তথা লোকাতীত বৈকুণ্ঠস্থিতত্বেনাপ্রবিষ্টোঽপ্যহং তেষু তত্তদ্গুণ বিখ্যাতেষু প্রণতজনেষু প্রবিষ্টো-হৃদি স্থিতোঽহং ভামি ॥ ২৪ ॥ শ্রীজীবগোস্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভঃ।

অথ ক্রমপ্রাপ্তং রহস্যপর্য্যন্তস্য সাধকত্বাৎ রহস্যত্বেনৈব তদঙ্গমুপদিশতি। এতাব-দেবেতি, আত্মনো মম ভগবতস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ং; কিং তৎ যদেকমেববস্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ বিধিনিষেধাভ্যাং সদাসর্ব্বত্র স্যাৎ ইতি উপপদ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা এতাবানেব লোকেঽস্মিন্নিত্যাদি। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামিত্যাদি, মন্মনাভব মদ্ভক্ত ইত্যাদি চ।" ব্যতিরেকেন যথা মুখবাহূরুপাদেভ্য ইত্যাদি। সর্ব্বত্রৈব ভগবদ্ভজনমেবোপ-দিষ্টম্ ॥ ২৫ ॥ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত-ক্রমসন্দর্ভঃ।

কথঞ্চিৎ উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবির নাম আভাস। উহা যেমন জ্যোতিবিম্বের বাহিরেই প্রকাশ পায়, জ্যোতিবিম্ব ব্যতীত উহার প্রতীতির অভাব হয়, তদ্রূপ জীবমায়া আমার বাহিরেই প্রকাশ পায় এবং আমাব্যতীত তাহার প্রতীতির অভাব হয়। এইরূপ অন্ধকার যেমন জ্যোতিঃপ্রকাশের অন্যত্র প্রতীত হয় ও জ্যোতিবিশিষ্ট চক্ষু ব্যতিরেকে তাহার স্বতঃ প্রতীতি হয় না, তদ্রূপ গুণমায়া আমা হইতে অন্যত্র প্রতীত হয় এবং মদাশ্রয় ব্যতীত তাহার স্বতঃপ্রতীত হয় না ॥ ২৩ ॥

যেমন ক্ষিতি, জল, বায়ু, বহ্নি, এই পঞ্চ মহাভূত সকল সর্ব্ববিধ প্রাণীর বাহিরে ও ভিতরে অবস্থান করে, তদ্রূপ, আমিও সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া অন্তরে মনোবৃত্তিতে ও বাহিরে ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশিত হই ॥ ২৪ ॥

পরমাত্মা ভগবান বিশ্বকার্য্যে সর্ব্বত্র সকল সময় বর্ত্তমান আছেন এবং প্রলয় কালে সমস্ত নষ্ট হইলেও তাহাতে তিনি বর্ত্তমান থাকিবেন। যাঁহারা সেই ভগবানের যাথার্থ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিধি ও নিষেধ দ্বারা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে উপপন্ন হন তাহাই শ্রীগুরুর নিকট শিক্ষা করিবেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীবিল্বমঙ্গলস্য শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ১ম শ্লোকঃ

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে,
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলা স্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥২৬॥

অথ প্রেমোন্মত্তঃ স্বালয়াৎ লালসয়া শ্রীবৃন্দাবনায় প্রস্থানং কুর্ব্বন্নেব শ্রীলীলাশুকঃ স্বগুরোঃ স্বগুরুত্বেনৈব স্বেষ্টদৈবতস্য চ সংকীর্ত্তনরূপং মঙ্গলমাচরতি। ইদং মঙ্গলাচরণমন্যেষাং গ্রন্থকারাণামিব ঈপ্সিতপূর্ত্তিবিঘ্ননিরসনপ্রয়োজনং ন ভবতি, প্রেমোন্মাদপ্রলাপেঽস্মিন্ গ্রন্থকরণপ্রস্তাবাভাবাৎ। তত্রাপি দাক্ষিণাত্যানাং সামান্যানামেব সংস্কৃতোক্তিবিতাস্য তু কবীন্দ্রত্বাৎ পদ্যোক্তিঃ। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবানাং স্বভাবোঽয়ং যচ্ছয়ন-ভোজন-গমনাদিষু গুর্ব্বিষ্টদেবতাস্মরণং। তদ্যথা চিন্তামণিরিতি। সোমগিরিস্তন্নামা মে মম গুরুর্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে; কীদৃক্? চিন্তামণিঃ আশ্রয়মাত্রেণাভীষ্টপূরকত্বাৎ চিন্তামণিত্বং সর্ব্বোৎকর্ষতাচাস্য; কিম্বা জয়তি তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থঃ। তথাহি কাব্যপ্রকাশে—'জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে।' অতস্তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থ ইতি। তথা, মে মমেষ্টদেবো ভগবাংশ্চ জয়তি, কোঽয়ং ভগবান্? ইত্যত আহ,—শিখিপিঞ্ছৈস্তান্যেব বা মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ; ইতি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এব, জয়তি ইতি বর্ত্তমানপ্রযোগেন নিত্যলীলা সূচিতা। "আচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি।" 'দদামি বুদ্ধিযোগং তমিত্যাদি।' 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিত্যাদি' দিশা। তথা, "কর্ণাকর্ণি সখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতিপ্রক্রিয়া, পত্যুর্ব্বঞ্চনচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি। বাধির্য্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুৎকর্ণতেতি ব্রতান্, কৈশোরেণ তবাস্য কৃষ্ণগুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে।" ইত্যাদি দিশাচ। তস্য তত্তন্মাধুর্য্যাদ্যনুভবাদৌ সএব মে গুরুরিত্যাহ, স কীদৃক্? মে শিক্ষাগুরুঃ। বক্ষ্যতে চৈতৎ প্রেমদস্বেত্যাদৌ, শিখিপিঞ্ছমৌলিরিতি তচ্ছ্রীবিগ্রহস্ফূর্ত্ত্যা 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথ' ইত্যাদিনা 'যন্মত্যলীলোপয়িকমিত্যাদিনা' 'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিনা' চ বর্ণিতং তত্তন্মাধুর্য্যমনুভূয় তদঙ্গোপমানযোগ্যপদার্থান্ মনসি বিচিন্ত্য তেষামতীবাযোগ্যতামালোচ্য তৎপদনখশোভয়ৈব তে নির্জ্জিতা ইত স্ফূর্ত্ত্যা, তথা, শ্রীরাধায়াস্তন্মাধুর্য্যাকৃষ্টচিত্ততাস্ফূর্ত্ত্যা চ শব্দশ্লেষেণ সমাদধদাহ, যৎপাদেতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কোমলত্বারুণ্যসর্ব্বাভীষ্টপূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুলীনখাগ্রেষু লীলয়া যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং তজ্জন্যসুখং

আশ্রয়মাত্র সর্ব্বাভীষ্টপূরক চিন্তামণিস্বরূপ সোমগিরি যিনি আমার দীক্ষাগুরু।

শ্রীমদ্ভাগবতে—২।৯।৩৬

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥ ২৭॥

জয়শ্রীর্লভতে। তদেব বক্ষ্যতি—'কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাং। বেদনেন্দু-বিনির্জ্জিতঃ শশীত্যাদৌ,' বহুত্র। শ্লেষেণ দ্যূতনর্ম্মজলকেলিসুরতাদিষু চ জয়েনোৎ-কর্ষেণ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ, কিম্বা, সৌন্দর্য্যাদিপাতিব্রত্যাদিসৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যাদি-ভির্গৌর্য্যাদ্যরুন্ধত্যাদি ব্রজকিশোরিকাকুলাদয়োঽপি নির্জ্জিতা যয়া সা। জয়-যোগাৎ জয়া সা চাসৌ প্রিয়োঽপ্যংশিনীত্বাৎ শ্রীশ্চ জয়শ্রীঃ রাধৈব; 'নারায়ণস্ত্বমি-ত্যাদৌ, নারায়ণোঽঙ্গমিত্যাদি' দিশাচ। "বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি" ইতি দিশাচ কৃষ্ণস্য মূলনারায়ণত্বেন তৎ-প্রেয়স্যা স্তস্যা অপি মূললক্ষ্মীত্বাৎ। কীদৃশী? সাপি স্বস্য লজ্জাশীলত্বাৎ সদৈবাধো-মুখী স্থিত্বা প্রথমং তচ্ছ্রীচরণনখদর্শনাৎ তচ্ছোভাব্ধিমগ্ননেত্রা মোহিতা সতী লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যে ভাবোদ্গারবিশেষা স্তৈর্ধর্ম্মমর্য্যাদালজ্জাদিত্যাগপূর্ব্বকো যঃ স্বয়ম্বর স্তদ্রসং লভতে। তন্মাধুর্য্যাণাং স্বানুরাগস্য চ প্রতিক্ষণং নবনবত্বেনানু-ভাবাৎ বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ। কেষাঞ্চিন্মতে সোমগিরিরপি বিশেষণং। যৎপাদে-ত্যাদি। অত্র কামাদ্যরিষড়্বর্গচক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চক্লেশোত্থবিষয়াদ্যন্তরায়াণাং জয়-সম্পত্তির্যৎপাদনখরাবলম্বিনীত্যর্থঃ। কিম্বা, বর্ত্মোদ্দেশগুরুর্মন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরু-রিতি গুরুত্রয়েষ্টদেবস্মরণমিতি কেচিদাহুঃ। অত্র চিন্তামণিঃ সা বেশ্যা জয়তি, তদ্বাক্যমাত্রেণ স্বস্য জাতানুরাগত্বাত্তস্যাং সর্ব্বোৎকর্ষতা॥ ২৬॥

নন্বতিগম্ভীরার্থং চতুঃশ্লোকীভাগবতমিদং কথং ময়া অবগন্তুং শক্যং বিবদ-মানানাং মত-বৈবিধ্যাদিত্যত আহ—এতন্মতং মদীয়ং সমাগনুতিষ্ঠ সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ বিমৃশেত্যর্থঃ। কল্পবিকল্পেষু মহাকল্পানুকল্পেষু॥ ২৭॥ শ্রীধরস্বামী।

এবং চিন্তামণি নাম্নী বেশ্যা যিনি আমার শিক্ষা গুরু, যাঁহার বাক্য দ্বারায় শ্রীভগ-বানে আমার জাতানুরাগ হইয়াছিল, তাঁহারা জয়যুক্ত হউন এবং যাঁহার পদ-কল্প-তরু-পল্লব-শেখরে জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীরাধিকা লীলাবশতঃ স্বয়ম্বর সুখ অর্থাৎ শৃঙ্গার-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন, সেই শিখিপিচ্ছ-মৌলি ভগবান শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন॥ ২৬॥

অতএব হে ব্রহ্মণ্! তুমি আমার এই মত একাগ্রচিত্তে উত্তমরূপে অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে কি মহাকল্পে কি অনুকল্পে কখনই মুগ্ধ হইবে না॥ ২৭॥

১ জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২৬।২৬।

ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৮ ॥

উক্তিভির্হিতোপদেশৈরিতি তীর্থদেবাদিসঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানিতি দর্শয়তি ॥ ২৮ ॥ শ্রীধরস্বামী।

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ ভক্তিপ্রতিবন্ধকর বাসনাকে ভক্তির মহিমা প্রতিপাদক সদুপদেশদ্বারা ছেদন করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

১। শ্রীকৃষ্ণ চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ অন্তর্যামী-গুরুরূপে সাধারণ জীবের চক্ষুর গোচর হন না, সেই জন্য তিনি মহান্তস্বরূপে শিক্ষাগুরু হন, ইহাও সাধারণ নিয়ম, যেহেতু শুদ্ধচিত্ত ভক্তিনিষ্ঠ জীবে অন্তর্যামীরূপেও শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়া থাকেন।

২। মহান্তস্বরূপে—যাঁহাদের সঙ্গ করিয়া ভক্তিশিক্ষা লাভ করা যায়, সেই মহৎ বৈষ্ণবস্বরূপে। মহৎ বৈষ্ণবের লক্ষণ এই, যথা :—শ্রীমদ্ভাগবতে—

সন্তোহনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ তথাহি—তত্রৈব মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ইত্যাদি। অন্বয়ার্থ :—

সন্তঃ—শাস্ত্রজ্ঞঃ। অনপেক্ষ—কর্ম্মজ্ঞানাদিতে এবং নিজের নিমিত্ত দেবতা কিম্বা মনুষ্যকেও যাঁহারা অপেক্ষা করেন না। মচ্চিত্তাঃ—ভগবদ্গতচিত্ত। প্রশান্তাঃ—অক্রোধী। শমদর্শিনঃ—যদি কেহ দ্বেষ করে তাহাতে অক্ষুব্ধচিত্ত, যেহেতু বন্ধু ও তটস্থাদিতে তুল্যদৃষ্টি। নির্ম্মমাঃ—মমতারহিত। নিরহঙ্কারাঃ—অহঙ্কাররহিত। নির্দ্বন্দ্বা—মানাপমানে তুল্য। নিষ্পরিগ্রহাঃ—পুত্রকলত্রাদি-ত্যাগ কিম্বা তাঁহাদিগেতে আশক্তি শূন্য। এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত শ্রেষ্ঠ ভক্তগণই মহান্ত নামে অভিহিত হন এবং ইহারাই ভক্তিশিক্ষার গুরু। পূর্ব্ব পয়ারে যাঁহাদিগকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে তাঁহারাই মহান্ত।

মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপেই যে ভগবান্ শিক্ষাগুরু হন, এইটীই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু কদাচিৎ ভক্তিগন্ধহীনের দ্বারাতে কেহ ভক্তিশিক্ষা লাভ করেন, যেমন শ্রীএকাদশ-প্রোক্ত অবধূতের শিক্ষাগুরু পিঙ্গলা বেশ্যা, ব্যাধ প্রভৃতি। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্তেশ্বর রাধিকানাথ গোস্বামিপ্রভুকর্ত্তৃক ব্যাখ্যা।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৫।২৫।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ *

শ্রীমদ্ভাগবতে ৯।৪।৬৮।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৩০ ॥

সৎসঙ্গস্য ভক্ত্যঙ্গতামুপপাদয়তি—সতামিতি। বীর্য্যস্য সম্যক্‌বেদনং যাসু তাঃ বীর্য্যসংবিদঃ, হৃৎকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ সুখদাঃ তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোঽবিদ্যা নিবৃত্তির্বর্ত্ম যস্মিন্ হরৌ। প্রথমং শ্রদ্ধা, ততো রতিঃ, ততো ভক্তিঃ অনুক্রমিষ্যতি ক্রমেণ ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥ শ্রীধরস্বামী।

সাধবো মহ্যং—মম হৃদয়ং—প্রাণতুল্যপ্রিয়া ইত্যর্থঃ। সাধূনামপি অহং হৃদয়ং। তে সাধবঃ, মত্তো অন্যৎ ন জানন্তি তত্ত্বতয়া নানুভবন্তি। অহমপি তেভ্যো অন্যৎ ন জানামি। অতঃ সাধূনাং অনুগ্রহং বিনা অহং দুর্ল্লভ ইতি ভাবঃ। বীররাঘবাচার্য্য ॥ ৩০ ॥

কপিলদেব কহিলেন মা! সাধু সকলের সহিত মিলন হইলে, যে আমার মাহাত্ম্য প্রকাশক কথা উপস্থিত হয় তাহা হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক, ঐ সকল পবিত্র চরিত্রকথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তিস্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই:—শ্রীভগবৎ-কথা স্বভাবতই সুখদায়িকা, তন্নিমিত্ত প্রথমতঃ পতিতোদ্ধরণাদি চরিত্র শ্রবণদ্বারা "আমিও উদ্ধার পাইব" বলিয়া উহাতে জীবের বিশ্বাস হয়, তাহার পর রতি অর্থাৎ ভাব-ভক্তি এবং পরে প্রেমভক্তির উদয় হয়। ইহাই ক্রমসন্দর্ভের ব্যাখ্যা। শ্রীরাধিকানাথ।

শ্রীভগবান দুর্ব্বাসাকে কহিলেন, সাধুগণ আমার হৃদয় এবং অতীব প্রিয়, আমি ও সাধুগণের হৃদয়, তাঁহারা আমাভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না, এবং আমিও তাঁহাদিগকে ভিন্ন জানি না ॥ ৩০ ॥

---

* শ্রীভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে সতত অবস্থান করেন বলিয়া ভক্ত ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ থাকিবার স্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১৩।১০।

ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ৩১॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক সাধকগণ আর॥
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
(১)অংশ অবতার এক গুণাবতার আর(২)॥

ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং, কিন্তু তীর্থানুগ্রহার্থমিত্যাহ,—ভবদ্বিধা ইতি। মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থানি মলিনানি সন্তি, সন্তঃ পুনস্তীর্থীকুর্ব্বন্তি। স্বান্তং মনঃ তত্রস্থেন স্বস্যান্তঃস্থিতেন বা ইতি॥ ৩১॥ শ্রীধরস্বামী।

বিদুরকে যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে প্রভো! ভবাদৃশ ভাগবত জন তীর্থস্বরূপ। তীর্থসকল পাপীদিগের সংস্পর্শে মলিন হইলে, আপনারা তীর্থে গমন করিয়া হৃদয়স্থ গদাধর ভগবানের দ্বারা ঐ সকল মলিন তীর্থসমূহ পবিত্র করিয়া থাকেন॥ ৩১॥

---

(১) তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।
সঙ্কর্ষণাদি মৎস্যাদির্যথা তত্তৎ স্বধামসু॥

যিনি বিলাসসদৃশ অর্থাৎ স্বয়ংরূপে অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্প পরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে অংশাবতার কহে।

(২) গুণাবতারা স্তত্রাথ কথ্যন্তে পুরুষাদিহ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ স্থিতিসর্গাদিকর্ম্মণে॥

দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে বিশ্বের পালন, সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত আবির্ভূত বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্র, এই তিন গুণাবতারের কথা বলিব। যথা—প্রথমে যদ্যপি একই গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ এই বিশ্বের স্থিতি, পালন ও সংহারের নিমিত্ত সত্ত্ব, রজ, ও তম এই প্রকৃতির গুণত্রয়ে যুক্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞামাত্র ধারণ করেন, তথাপি জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ শুভফল সত্ত্বতনু হরি হইতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই শ্লোকের কারিকা নিয়ামকতারূপে গুণের সহিত সম্বন্ধকে যোগ বলে। অতএব সেই পুরুষ কখনই গুণের সহিত মিলিত হন না, বিশেষত তন্মধ্যে যিনি স্বয়ং প্রভুর স্বাংশ বিষ্ণু তিনি কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হন না। লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে।

(১)শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশ সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি॥
এইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একেত প্রকাশ হয় আর বিলাস॥
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারেহ ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬৯।২।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ ৩২॥

চিত্রমিতি। এতদ্বত অহো! চিত্রং অস্মদাদ্যচিন্ত্যশক্তিময়ং। কিন্তৎ। একে দ্ব্যষ্ট-সাহস্রং স্ত্রিয়ং উদাবহদিতি। নম্বন্যেষামিতোহপ্যনেকেহধিকা বিবাহা দৃশ্যন্তে, তত্রাহ—যুগপদিতি। নমু সৌভর্য্যাদিবৎ শ্রীনারদাদিষ্বপি কায়ব্যূহত্বাদিশক্তয়ঃ সন্তি, তর্হি যৌগপদ্যেহপি সিদ্ধে কথং তস্যাপি বিস্ময় স্তত্রাহ—একেন বপুষেতি, নম্বেকস্মিন্নেব বপুষি বিস্তীর্ণানেককরাদিত্বং বিধায় তত্তেষামপি ন চিত্রং স্যাৎ। সৌভর্য্যাদিতোহপি মহাপ্রভাবত্বাৎ। তত্রাহ—গৃহেষু পৃথগিতি। তত্র তত্র গৃহে পৃথক্ পৃথগাবির্ভাবাদিকং বিধায়েত্যর্থঃ। অতএব উদাবহদিতি আঙঃ প্রয়োগঃ। সচ ছন্দসি ব্যবহিতাংশ্চেতি ন্যায়েনাসম্যগুদাবহদিতি যোজ্যং। অথ তদ্ধেতুকং

ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একাকী এক শরীর দ্বারা পৃথক্

(১) জ্ঞানশক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥

জ্ঞান শক্ত্যাদি বিভাগদ্বারা জনার্দ্দন যেসকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আবেশ বলে। যেমন বৈকুণ্ঠে নারদ, শেষ সনকাদি দশমস্কন্ধে ৩৯ তম অধ্যায়ে অক্রূরমহাশয় যমুনা-জলে নিমগ্ন হইয়া যখন বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন, তখন তিনি এই শেষ ও নারদ চতুঃসনাদি দর্শন করিয়াছিলেন। লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে।

লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে, ১৮ শ্লোকঃ।

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যত ইতি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৩।৩।

* রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

তস্য৽ দ্বারকায়ামাগমনমাহাত্ম্যেন। ইত্যেতদ্বিভাব্যেত্যর্থঃ। দৃষ্টং তাদৃশশ্রীকৃষ্ণ-বৈভবমিতি শেষঃ॥ শ্রীজীবগোস্বামীকৃতবৈষ্ণবতোষণী ॥ ৩২ ॥

নমু চন্দ্রাবলী-রাধিকাদীনাং রুক্মিণীসত্যভামাদীনাঞ্চ সদ্মসু বহুতয়া স্থিতঃ কৃষ্ণঃ স্মর্য্যতে, তেষু বহুষু কোঽংশী কস্তংশ ইতি চেৎ? তত্রাহ—প্রকাশস্তিতি। ভেদেষু বিলাস-সাংশরূপেষু প্রাগুক্তেষু, ন গণ্যতে নান্তর্ভবেদিত্যর্থঃ। হি হেতৌ। নো পৃথগিতি—বিশেষবিভাতেনাপ্যন্যত্বেন বিশিষ্টো ন ভবেৎ। প্রকাশ-লক্ষণমাহ—অনেকত্রেতি। নন্দমন্দিরাৎ বসুদেবমন্দিরাচ্চ নির্গতঃ কৃষ্ণ স্তাসাং তাসাঞ্চ মন্দিরেষু যুগপৎ প্রবিষ্টো বিভাতীত্যেকস্যৈব বিগ্রহস্য যুগপদেব বহুতয়া বিরাজমানতা, স প্রকাশাখ্যো ভেদঃ পূর্ব্বোক্তভেদেভ্যোঽন্যএব। কুতঃ? ইত্যাহ—সর্ব্বথেতি—আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকরূপ্যাদিত্যর্থঃ। বলদেব-বিদ্যাভূষণকৃতটীকা ॥ ৩৩ ॥

তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি—রাসোৎসব ইতি অক্ষরচতুষ্টয়াধিকেন সার্দ্ধেন। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতা-নামুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাং কথম্ভূতেন যৎ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং মামেবাশ্লিষ্টবা-নিতি মন্যেরন্, তেন তদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। নমু, একস্য কথং

পৃথক্ গৃহে আবির্ভূত হইয়া একই সময়ে ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

প্রকাশ কোনরূপ ভেদের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। যে হেতু তাহা কোন অংশেই স্বস্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়। তথাহি—আকার, গুণ ও লীলায় ঐক্য থাকিয়া একই বিগ্রহের যুগপৎ অনেক স্থানে আবির্ভাব হইলে, তাহাকে প্রকাশ বলে ॥ ৩৩ ॥

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল মণ্ডিত রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলে, গোপীগণের কণ্ঠধারণপূর্ব্বক দুই দুই গোপীর মধ্যে এরূপ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আলিঙ্গন

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥

লঘু ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে তত্র বিলাসঃ।

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ ৩৫ ॥

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥
কৃষ্ণের নিজশক্তি(১) হয় এ তিন প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে(২) মহিষীগণ আর ॥

তথা প্রবেশঃ সর্ব্বসন্নিহিতে বা কুতঃ? স্বৈকনিকটস্থত্বাভিমান স্তাসামিত্যর্থ উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ। শ্রীধরস্বামী ॥ ৩৪ ॥

বিলাসলক্ষণমাহ—স্বরূপমিতি। অন্যাকারং বিলক্ষণাঙ্গসন্নিবেশম্। তস্য মূলরূপস্যাব্যবহিতস্য, বিলাসতঃ লীলাবিশেষাৎ। আত্মসমং স্বমূলতুল্যম্। প্রায়েণেতি—কৈশ্চিদ্‌গুণৈরূপমিত্যর্থঃ। তে চ "লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥" (ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুঃ) ইত্যুক্তা যথা নারায়ণে ন্যূনাঃ। এবমন্যত্র। বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃতটীকা ॥ ৩৫ ॥

করিলেন যে, গোপীগণ প্রত্যেকে কৃষ্ণকে স্ব স্ব নিকটস্থ এবং ইনি আমাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন এইরূপ জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

স্বয়ং প্রভুর যে অন্যাদৃশ স্বরূপ লীলা বিশেষ হেতু প্রতিভাত হয় এবং শক্তি প্রকাশে প্রায়ই তাঁহার সদৃশ তাঁহাকে বিলাস বলে। যেমন গোবিন্দের বিলাস পরম-ব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং পরম-ব্যোমনাথের বিলাস আদিব্যূহ বাসুদেব ॥ ৩৫ ॥

১। নিজশক্তি—হ্লাদিনীশক্তি।
২। পুরে—বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাপুরে।

ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে(১) প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান॥
স্বয়ংরূপ(২) কৃষ্ণ কায়ব্যূহ, তাঁর সম।
(৩)ভক্ত সহিত সব হয় আবরণ॥
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন।
এসবার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ॥
এক শ্লোকে কহিল সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেত করি বিশেষ বন্দন॥

* বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য-চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম॥

১। সভাতে প্রধান—বৈকুণ্ঠপুরে লক্ষ্মীগণ এবং দ্বারকাপুরে মহিষীগণ হইতে প্রধান, ইহাদ্বারা ব্রজগোপীগণের অতিশয় মহিমা প্রকাশিত হইল।

ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে—ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সর্ব্বাতিশায়ী পরম মহামাধুরী প্রকটিত হয়।

২। স্বয়ংরূপঅনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপ স উচ্যতে। যথা—ব্রহ্মসংহিতায়াম্।
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

অন্যকে অপেক্ষা করিয়া যাঁহার রূপ প্রকট হয় নাই; তাঁহাকেই স্বয়ংরূপ বলে। যথা—ব্রহ্মসংহিতায়, যিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, যাদবগণ কুলদেবতা বলিয়া এবং ব্রজবাসিগণ নিজ যাও বলিয়া যাহাকে অনুভব করেন, যিনি সুরভীগণের পরিপালক এবং সর্ব্ববিধ কারণসমূহের অধিপতি, সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। গোপীগণ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ, সুতরাং তাঁহার সমান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সমান ইহা অভেদাংশে দৃষ্টান্ত। তত্ত্বে, গোপীগণ হ্লাদিনী শক্তি।

৩। ভক্তসহিত—শ্রীবাসাদি সহিত। সব—শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যাদি। আচরণ—শ্রীকৃষ্ণের নারদাদি সদাশিব হলহরাদির ন্যায় শ্রীমহাপ্রভুর আবরণ-দেবতাস্বরূপ।

---

* এই শ্লোক গ্রন্থকারের। ইহার টীকা ও অনুবাদ ২য় পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশ পূর্ব্ব শৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান-
তমো নাশ কৈল করি বস্তু-তত্ত্ব দান॥
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।২।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ৩৬॥

ইদানীং শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীমদ্ভাগবতস্য কাণ্ডত্রয়বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি—ধর্ম্ম ইতি। অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে, পরমত্বে হেতুঃ, প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধন-লক্ষণধর্ম্মো নিরূপ্যতে, অধিকারিতোঽপি ধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ—নির্ম্মৎসরাণাং পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ, তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাং এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—বেদ্যমিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং নতু বৈশেষিকানামিব দ্রব্যগুণাদিরূপং। যদ্বা, বাস্তবশব্দেন

মহামুনি শ্রীনারায়ণ রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে ফলাভিসন্ধি লক্ষণ কপটধর্ম্মের প্রকৃষ্টরূপে নিরাসপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণীর হিতকামী রাগদ্বেষ বিরহিত সাধুগণের অনুষ্ঠেয় কেবল ঈশ্বরারাধনারূপ পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, ইহাতে বাত পিত্ত শ্লেষ্মাদি-

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামি-চরণৈঃ।
প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবমিতি চ ॥*

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমঃ-ধর্ম্ম ॥
যাহার প্রসাদে এই তমঃ হয় নাশ।
তমঃ নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥
তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম সংকীর্ত্তন, সর্ব্ব আনন্দ স্বরূপ ॥

বস্তুনোহংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্তেব ন ততঃ পৃথগিতি। বেদ্যং প্রযত্নেন বিনৈব জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ। ততঃ কিমত আহ—শিবদং পরমসুখদং। কিঞ্চ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়োন্মূলনঞ্চ, অনেন জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতং। কর্ত্তৃতোহপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণ স্তেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ কৃতে। দেবতা-কাণ্ডগতং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—পরৈঃ শাস্ত্রৈ স্তদুক্ত-সাধনৈর্ব্বা ঈশ্বরো হৃদি কিম্বা সদ্য এবাবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে। বাশব্দঃ কটাক্ষে। কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব, অত্র শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরেব তৎক্ষণাদবরুধ্যতে। নম্ন, ইদমেব তর্হি কিমিতি সর্ব্বে ন শৃণ্বন্তি? তত্রাহ—কৃতিভিরিতি। শ্রবণেচ্ছা পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদত্র কাণ্ডত্রয়ার্থস্য যথা যথাবৎ প্রতিপাদনাৎ ইদমেব সর্ব্ব-শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং, অতো নিত্যমেতদেব শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

জনিত শরীরে, কাম ক্রোধাদি জনিত মানস এই দ্বিবিধরূপ আধ্যাত্মিক মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি নিবন্ধন আধিভৌতিক ও যক্ষ রাক্ষসাদি নিবন্ধন আধি-দৈবিকরূপ তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী এবং পরম সুখপ্রদ পরমার্থভূত বস্তুর বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, অন্যান্য শাস্ত্রদ্বারা ঈশ্বরকে হৃদয়ে অচিরে অবরুদ্ধ করা যায় না, যদিও বা পারা যায়, তবে সে দীর্ঘ কালে অতিকষ্টে কিন্তু পুণ্যবান মানবগণ এই শাস্ত্র কেবলমাত্র শ্রবণের ইচ্ছা করিলেই ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। ইহাতে নিরূপিত হইল যে, জ্ঞান, কর্ম্ম, উপাসনারূপ কাণ্ডত্রয়াপেক্ষা যে প্রধান তাহাও দেখান হইল ॥ ৩৬ ॥

---

* প্র-শব্দদ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিকেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
(১)দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেম হয় বশ॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্ত-গুহার তমঃ করে নাশ॥
এই দুই সূর্য্য-চন্দ্র পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন॥
বক্তব্য বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥

উক্তঞ্চ।

মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতেতি॥*

---

(১) দুই ভাগবত—এক অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরাণ ও ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্র, দ্বিতীয় ভগবৎভক্তি—রসিকজন।

---

* অল্পাক্ষরে সারগর্ভ বাক্যের নাম বাগ্মিতা।

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের (১)অজ্ঞানাদি দোষ।
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞান হবে পাইবে সন্তোষ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর (২)ভক্ত ভক্তি নাম প্রেমরস-তত্ত্ব॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব (৩)বস্তু-তত্ত্ব-সার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৬৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদি-
বন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১) অজ্ঞানাদি—অজ্ঞান, বিপর্য্যাস, ভেদ, ভয় ও শোক এই পাঁচটীর নাম অজ্ঞানাদি দোষ।

অজ্ঞান—স্বরূপের অপ্রকাশ।

বিপর্য্যাস—দেহাদিতে অহংবুদ্ধি।

ভেদ—ভোগেচ্ছা।

ভয়—ভোগপ্রতিঘাত।

শোক—ভোগনাশ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ প্রকার দোষ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

১ মোহ, ২ তন্দ্রা, ৩ ভ্রম, ৪ রূক্ষরসতা, ৫ উল্বন কাম, ৬ লোলতা, ৭ মদ, ৮ মাৎসর্য্য, ৯ হিংসা, ১০ খেদ, ১১ পরিশ্রম, ১২ অসত্য, ১৩ ক্রোধ, ১৪ আকাঙ্ক্ষা, ১৫ আশঙ্কা, ১৬ বিশ্ব বিভ্রম, ১৬ বিষমত্ব ১৮ পরাপেক্ষা।

(২) ভক্ত ভক্তি—ভক্ত, ভক্তি নাম, প্রেম ও রস ইহারা তত্ত্বস্বরূপ।

(৩) বস্তুতত্ত্ব—বস্তুতত্ত্বের স্বরূপ।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥
কৃষ্ণোৎকীর্তনগাননর্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিলাসাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গনে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে! তব লসল্লীলাসুধাস্বধুর্নী ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে, যদনুগ্রহাৎ বালোঽপি মূর্খোঽপি শ্লেষেণ অর্ভকোঽপি নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ। অত্র যচ্ছব্দঃ উত্তরবাক্যার্থত্বেনোপাত্ত-বিষয়ত্বাৎ ন তচ্ছব্দাপেক্ষী।

হে চৈতন্য! দয়ানিধে! তব লসল্লীলাসুধাস্বধুর্নী—লীলারূপসুধাময়ী গঙ্গা মম জিহ্বামরুপ্রাঙ্গনে বহতু, কিম্ভূতা? কৃষ্ণোৎকীর্তনং কৃষ্ণস্য নাম লীলাগুণাদিনাং উচ্চৈর্ভাষণং গানঞ্চ নর্তনঞ্চ তত্তেষাং কলা বৈদগ্ধী সৈব পাথোজনীনি কমলানি তৈর্ভ্রাজিতা শোভিতা, পুনঃ কিম্ভূতা? সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণী-বিলাসাস্পদং। অত্র কমলবনযুক্তগঙ্গাজলবিহাররূপৈকক্রিয়ত্বেনাপি যথা আকৃতিপ্রকৃতিভেদেন হংসচক্রমধুপাদীনাং ভিন্নতা, তথা কৃষ্ণোৎকীর্তনাদি-কমলযুক্তশ্রীচৈতন্যলীলাগঙ্গাজলবিহাররূপৈকক্রিয়ত্বেনাপি ভাবাদিভেদেন ভক্তানাং বিভিন্নত্বং। বিলাসাস্পদমিতি বিশেষণস্য অজহল্লিঙ্গত্বাৎ ন বিশেষ্যলিঙ্গভাক্ত্বং। পুনঃ কিম্ভূতা? কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ ॥ ১ ॥

যাহার কৃপায় অজ্ঞব্যক্তিও নানাবিধ কুম্ভীরব্যাপ্ত সিদ্ধান্ত-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি।

যিনি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক উচ্চ নাম সংকীর্তন, গান ও নর্তন বৈদগ্ধীরূপ কমল-সমূহদ্বারা সুশোভিত যিনি রসিক ভক্তমণ্ডলীরূপ হংস চক্রবাক ও ভ্রমর সকলের বিহারের স্থান এবং যাহার মধুর ও অস্ফুট ধ্বনি শ্রবণদ্বয়ের আনন্দ-দায়ক, এবম্বিধ হে দয়ানিধে! শ্রীচৈতন্যদেব! তোমার সেই সমুজ্জ্বল লীলাসুধা-বাহিনী গঙ্গা আমার জিহ্বারূপ মরুপ্রদেশে প্রবাহিত হউক ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥

তথাহি—*

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ২ ॥

(১)ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন ॥
অনুবাদ কহি, পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥
(২)স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥

১। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান এই তিনটী অনুবাদ, এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটী—"বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ শক্তি ধর্ম্ম বা গুণরহিত সত্তামাত্র প্রকাশের নাম ব্রহ্ম। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা অততীতি ব্যাপ্নোতীতি আত্মা, যিনি সর্ব্বব্যাপক তিনি আত্মা, সবিশেষ অর্থাৎ কতিপয় শক্তিবিশিষ্ট প্রকাশের নাম পরমাত্মা। ভগবান ভগে বিদ্যতে যস্য সঃ সমগ্র ঐশ্বর্য্য সমগ্র বীর্য্য সমগ্র যশ, সমগ্র সম্পদ ও পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য এই ছয়টী যাহার আছে, পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি প্রকাশের নাম ভগবান।

২। স্বয়ং ভগবান—যিনি সমস্ত অবতার হইতে শ্রেষ্ঠবস্তু, যাহাতে পূর্ণানন্দ পূর্ণজ্ঞান ও পরম মহত্ত্ব অর্থাৎ যাহা হইতে মহৎবস্তু আর নাই এ সকল বিদ্যমান আছে এবং যাহাকে শ্রীভাগবতে নন্দনন্দন বলিয়া গান করেন, তিনিই

---

* এই শ্লোক গ্রন্থকারের নিজ কৃত। ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাঞি ॥
প্রকাশ বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১।
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৩ ॥

তাঁহার (১)অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
(২)উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥

নমু, তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্মজিজ্ঞাসৈব,ধর্ম্ম এব হি তত্ত্বমিতি কেচিৎ। তত্রাহ—বদন্তীতি। তত্ত্ববিদস্ত তদেব তত্ত্বং বদন্তি, কিং তৎ, যৎ জ্ঞানং নাম, অদ্বয়মিতি ক্ষণিক-বিজ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নমু, তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব, নৈবং তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিত্যাহ—ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি, সাত্বতৈর্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে ॥ ৩ ॥ শ্রীধরস্বামী ॥

তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ অদ্বয় অর্থাৎ দ্বিতীয়রহিত যে জ্ঞান তাহাকেই তত্ত্ব বলেন, সেই তত্ত্বকে উপনিষদবিদ্‌গণ ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভবিদ্‌গণ পরমাত্মা এবং সাত্বতগণ ভগবান কহেন ॥ ৩ ॥

স্বয়ং ভগবান, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীধাম নবদ্বীপে চৈতন্য গোঁসাই রূপে অবতীর্ণ।

১। অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ—শ্রীকৃষ্ণের বা অদ্বয়তত্ত্বের যে শুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রাকৃত অঙ্গের জ্যোতির্ম্মণ্ডল তাহাকেই উপনিষদে সুনির্ম্মল ব্রহ্ম বলেন।

২। উপনিষদ্—উপ+নি+ষদ্ ধাতু হইতে তথাহি—মুণ্ডকে "য ইমাং ব্রহ্মবিদ্যামুপয়ন্ত্যা অত্মভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তস্তেষাং গর্ভজন্মজরারোগাদ্যনর্থপূগং নিশাতয়তি পরং বা ব্রহ্ম গময়ত্যবিদ্যাদি সংসারকারণার্থতাত্যন্তমমবসাদয়তি বিনাশয়তীত্যুপনিষৎ।" সাধুগণ, শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যানামক যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আত্মভাব অর্থাৎ প্রেমাস্পদতাদ্বারা তাঁহাদিগের গর্ভজন্ম জরারোগাদি ক্লেশসমূহকে বিনাশ করেন এবং সংসারের কারণ অবিদ্যা ও অন্যতম অনর্থ সকলকে বিনাশ করেন ও সর্ব্বাভিব্যঞ্জক ব্রহ্মকে বা ব্রহ্মাতীত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন, সেই শাস্ত্রকে উপনিষদ্ কহে।

(১)চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫।৪৬।

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪ ॥

অস্যার্থ :—

"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভুতি।
সে ব্রহ্ম গোবিন্দের প্রভা হয় অঙ্গ-কান্তি ॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেহোঁ মোর পতি(২)।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি ॥"

জগদণ্ডকোটিকোটিষু অশেষবসুধাদিভিঃ বিভূতিভির্ভিন্নং নিষ্কলং অনন্তং অশেষভূতং যদ্ব্রহ্ম যস্য প্রভবতঃ শ্রীগোবিন্দস্য প্রভা কান্তিঃ, তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি। অত্র কারিকে। নিষ্কলাদিস্বরূপং তদ্ব্রহ্মাণ্ডাবুদ-কোটিষু। বিভূতিভির্ধরাদ্যাভিভিন্নং ভেদমুপাগতং। সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ, তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্ফুটীকৃতঃ ॥ ৪ ॥

১। চর্ম্মচক্ষে—সূর্য্যের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপ থাকিলেও চর্ম্মচক্ষে অর্থাৎ মনুষ্যচক্ষে ঐ সূর্য্য নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপ শক্তিধর্ম্ম ও গুণাদির প্রকাশ হয় না, কেবল বিশিষ্টাকারে প্রকাশ হয়, এরূপে কেবল জ্যোতির্ম্মণ্ডল-রূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু দেবগণের দিব্যচক্ষে সূর্য্যের শক্তি, ধর্ম্ম ও গুণাদির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানমার্গে বিচরণশীল জ্ঞানিগণের জ্ঞানচক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্মণ্ডল ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, কিন্তু ভক্তগণের ভক্তিচক্ষে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিবর্গ, ধর্ম্ম, গুণ ও কর-চরণাদি প্রকাশিত হয়।

২। পতি—পালনকর্ত্তা।

১১শ স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অঃ ৪৭ শ্লোকঃ।

বাতরশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ ৫॥

আত্মা অন্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
(১)অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥

শ্রীগীতা ১০ম অঃ ৪২ শ্লোকঃ।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন!।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৬॥

সন্ন্যাসিনোহি ব্রহ্মচর্য্যাদিক্লেশৈঃ কথঞ্চিত্তরন্তি, বয়ং ত্বনায়াসেনৈব তরিষ্যাম ইত্যাহ—বাতরশনা ইতি। ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ঊর্দ্ধরেতসঃ॥ ৫॥ শ্রীধরস্বামী।

এবমবয়বশো বিভূতীরুপবর্ণ্য সামস্ত্যেন তাঃ প্রাহ—অথবেতি। বহুনা পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন বিভূতিবিষয়কেন জ্ঞানেন তব কিং প্রয়োজনং। হে অর্জ্জুন! চিদচিদাত্মকং হরবিরিঞ্চিপ্রমুখং কৃৎস্নং জগদহমেকেনৈব প্রাকৃত্যাদ্যন্তর্যামিনা পুরুষাখ্যেনাংশেন বিষ্টভ্য স্রষ্টৃত্বাৎ সৃষ্ট্বা ধারকত্বাদ্ধৃত্বা ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্য পালকত্বাৎ পালয়িত্বাচ স্থিতোঽস্মীতি সর্জ্জনাদীনি মদ্বিভূতয়ঃ মদ্ব্যাপ্তেষু সর্ব্বেষ্বৈশ্বর্য্যাদি সর্ব্বাণি বস্তূনি মদ্বিভূতিতয়া বোধ্যানীতি॥ ৬॥ বলদেববিদ্যাভূষণকৃতটীকা।

উদ্ধব কহিলেন হে ভগবন্! দিগম্বর ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্লেশ সহনশীল ব্রহ্মাভ্যাসে রত ঊর্দ্ধরেতা শান্ত সন্ন্যাসিগণ ও নির্ম্মলচিত্ত মুনিগণ তোমার ব্রহ্মরূপ নির্ব্বিশেষ ধামে গমন করিয়া থাকেন॥৫॥

হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতিবিষয়ে তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আমি একমাত্র প্রকৃত্যাদির অন্তর্যামী—পুরুষাখ্য অংশ অর্থাৎ পরমাত্মরূপে এই চিৎ-জড়াত্মক জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি॥ ৬॥

---

(১) যে প্রকার আকাশস্থ এক সূর্য্য অনন্ত স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনন্তরূপে প্রকাশ পান, সেই প্রকার নিত্যধামস্থ শ্রীকৃষ্ণ অনন্তজীবে পরমাত্মারূপে অনন্ত প্রতীয়মান হয়েন।

১ম স্কন্ধে ৯ম অং ৪২ শ্লোকঃ।

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিত মাত্মকল্পিতানাং।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৭ ॥

(১)সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোঁসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণ তত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম ॥

সোঽহং কৃতার্থোঽস্মীত্যাহ—তমিমমিতি। তমজং সম্যগধিগতঃ প্রাপ্তোঽস্মি,সম্যক্ত্বমাহ—বিধূতভেদমোহঃ। তদর্থং ভেদস্যোপাধিকত্বমাহ; আত্মকল্পিতানাং স্বয়ং নির্ম্মিতানাং শরীরভাজাং প্রাণিনাং হৃদি হৃদি প্রতিহৃদয়ং ধিষ্ঠিতং অধিষ্ঠিতং অকারলোপস্ত্বার্ষঃ। নৈকধা অনেকধা অধিষ্ঠানভেদাদনেকধা ভাতমিত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং দৃশং দৃশং প্রতি একমেবার্কং অনেক-প্রতীতমিতিবেতি ॥ ৭ ॥ শ্রীধরস্বামী।

সূর্য্য যেরূপ প্রত্যেক দৃষ্টিতে অর্থাৎ বৃক্ষাদির উপরিস্থিত হইয়া কোন স্থানে অব্যবধান, কোন স্থানে সব্যবধান, কোন স্থানে সম্পূর্ণ, কোন স্থানে অসম্পূর্ণাদি বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ এই ভগবান জন্মরহিত হইয়াও স্বয়ং স্বনির্ম্মিত জীবগণের প্রতি-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বহুপ্রকারে প্রকাশিত হয়েন। অদ্য তাঁহার কৃপায় ভেদ ও নানাত্ব জ্ঞানরূপ মোহ বিধূত হইয়া তাঁহাকে সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম ॥ ৭ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন একই সূর্য্য বহুদূরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক বিস্তীর্ণাত্মতা স্বভাব দ্বারা ভিন্নরূপে প্রকাশ পান, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অচিন্ত্য-শক্তি-দ্বারা জীব-হৃদয়ে পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হয়েন।

---

(১) সেই গোবিন্দই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাক্ষাৎ শব্দের অর্থ এই যে, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কোন অংশে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥
জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
(১)অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা ॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ॥
ইহোঁত দ্বিভুজ তিহোঁ ধরে চারি হাত।
ইহোঁ বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥

১০ম স্কন্ধে ১৪শ অঃ ১৪শ শ্লোকঃ।

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৮ ॥

তর্হি নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাঃ,মম কিমায়াতং তত্রাহ—"নারায়ণস্ত্ব"মিতি। নহীতি কাক্বা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি। কুতোঽহং নারায়ণ ইতি চেদত আহ—সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি, এবমপি কিং নারায়ণো ন ভবসি? নারঃ জীবসমূহো অয়নমাশ্রয়ো যস্য স তথেতি, ত্বমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মত্বান্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ!

তুমি যখন সর্ব্বদেহীর আত্মা তখন তুমি কি নারায়ণ নহ? নার শব্দের অর্থ জীব সমূহ, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীব সমূহ যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই

---

(১) অতএব সূর্য্য—নরলোকে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্মণ্ডলরূপে দৃষ্ট হইলেও স্বর্লোকে দেবগণ সমক্ষে সবিশেষ রূপে অর্থাৎ "রক্তাব্জযুগ্মাভয়দানহস্তং, কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্। মাণিক্য মৌলিং দীননাথমীড়ে কন্দুককান্তিং বিলসৎ ত্রিনেত্রম্।" রক্তপদ্ম সদৃশ ও অভয়প্রদ যাঁহার উভয়হস্ত,যাঁহার গলদেশে কেয়ূর হার ও কর্ণে কুণ্ডল, মণিমাণিক্য দ্বারা খচিত যাঁহার শিরোভূষণ এবং কন্দুক পুষ্পের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি ও ত্রিনেত্র দ্বারা যিনি শোভা পাইতেছেন এবম্প্রকার দীননাথ সূর্য্যকে স্তব করি। প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে সূর্য্যের বিশেষ কর-চরণাদিবিশিষ্ট রূপ আছে। এইরূপ উপাসনা ভেদে ঈশ্বরকে দূরস্থ উপাসক নির্ব্বিশেষ করিয়া এবং নিকটস্থ উপাসক সবিশেষ অর্থাৎ মূর্ত্তি বিশিষ্ট দেখেন।

অস্যার্থঃ।

শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা মাতা—আমি তোমার তনয় ॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ ॥
কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা! তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥
ব্রহ্মা বলে তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ ॥

ত্বং নারায়ণো নহীতি পুনঃ কাকুঃ। অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ ততশ্চ নারস্যায়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স তথেতি পুনস্ত্বমেবাসাবেতি। কিঞ্চ, ত্বমখিল-লোক-সাক্ষী অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি; অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। নন্বেবং নারায়ণ-পদ-ব্যুৎপত্তৌ ভবেদেবং তত্ত্বন্যথা প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নারায়ণো অঙ্গমিতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাশ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদ্যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ। তথাচ স্মর্য্যতে, "নারাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্ব্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ" ইতি। তথা "আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।" নন্বু মন্মূর্ত্তেরপরিচ্ছিন্নত্বাৎ কথং জলাদ্যাশ্রয়ত্বং অত আহ—তচ্চাপি সত্যং নেতি ॥ ৮ ॥

নারায়ণ শব্দের বাচ্য। অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই তুমি নারায়ণ। কারণ, নারের অর্থাৎ জীব-সমূহের বা তত্ত্ব-সমূহের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকেও নারায়ণ বলা যায়। তুমি সর্ব্বলোক-সাক্ষী বলিয়া নারায়ণ। কারণ, যিনি লোক সকলকে জানেন বা সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাকেও নারায়ণ বলা যায়। আবার নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে উৎপন্ন যে জল এই দুইটী যাঁহার আশ্রয় সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমারই অংশ অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশেষ। তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নহেন। তবে সেই নারায়ণের যে তাদৃশ পরিচ্ছিন্নত্ব তাহা সত্য নহে। পরন্তু তোমার লীলাই। অথবা নারায়ণ রূপ তোমার সেই মূর্ত্তিও সত্য, উহা মায়িক নহে ॥ ৮ ॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টে যত জীব রূপ ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয় ।
জীবের নিদান তুমি তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥
নার শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয় ।
অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ ।
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ ॥
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার ।
তাহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা ।
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা ॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন ।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
ইথে যত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম্ম ।
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সব মর্ম্ম ॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি ।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতিগতি ॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন ।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন ।
জীব হৃদি জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥
ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ ।
সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন ॥

কারণাব্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী ॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্যামী।
ব্রহ্মাণ্ড বৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টি জীব অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥
ইঁহা সভার দর্শনাদ্যে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৫।১৬ শ্লোকস্য শ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং ধৃতঃ শ্লোকঃ।

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ পদং বিদুঃ ॥ ৯ ॥

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই সবে মায়া পার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১১।৩৯

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধি স্তদাশ্রয়া ॥ ১০ ॥

তুরীয়স্য লক্ষণমাহ,—বিরাট্—স্থূলদেহঃ, হিরণ্যগর্ভঃ—সূক্ষ্মদেহঃ, কারণং—অবিদ্যারূপকারণদেহঃ,—এতে ঈশস্য উপাধয়ঃ, যৎ ত্রিভিঃ—বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ-কারণরূপোপাধিভির্হীনং তৎ তুরীয়ং পদং বিদুঃ—বদন্তি, পণ্ডিতা ইতিশেষঃ ॥৯॥

কুত ইত্যপেক্ষায়ামৈশ্বর্য্যলক্ষণমাহ—এতদিতি। ঈশস্যেশনমৈশ্বর্য্যং নাম এতদেব কিন্তৎ? প্রকৃতিস্থোঽপি তস্যা গুণৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ সদা ন যুজ্যতে ইতি যৎ। যথা আত্মস্থৈরানন্দাদিভিরাত্মাশ্রয়াপি বুদ্ধির্ন যুজ্যতে তদ্বৎ; বৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তো বা, আত্মস্থৈঃ সত্তাপ্রকাশাদিভির্যথা বুদ্ধির্যুজ্যতে ইতি আত্মা তথা যুজ্যতে এবং বা

বিরাট্ অর্থাৎ স্থূল দেহ. হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সূক্ষ্ম-দেহ,এবং কারণ অর্থাৎ অবিদ্যা এই তিনটী ঈশ্বরের উপাধি। এই তিন উপাধির সহিত সম্বন্ধ রহিত যে বস্তু তাহাকেই তুরীয় বলে ॥ ৯ ॥

ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য যে, শ্রীভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি যেমন প্রাকৃত বস্তুতে অর্থাৎ

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ ইথে কি সংশয় ॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ ॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব বিবরণ ॥
এই শ্লোকতত্ত্ব লক্ষণ ভাগবত সার।
পরিভাষা রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥
অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ ইহঁ মনুষ্য আকার ॥
এই মতে নানা রূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত পদ্য দক্ষ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।১১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥*

শুন ভাই এই শ্লোকের করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব তিন তাহার প্রচার ॥
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তাঁর রূপ ॥

অসদাত্মা দেহঃ তত্রস্থৈস্তগুণৈঃ তদাশ্রয়া বুদ্ধিঃ তদুপাধির্জীবো যুজ্যতে এবং প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈর্ন যুজ্যত ইতি যৎ এতদীশনমীশস্যেতিভাবঃ ॥ ১০ ॥

আনন্দাদি গুণে যুক্ত হয় না। সেই প্রকার প্রকৃতি গুণময় প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়াও ঈশ্বর প্রকৃতির গুণে লিপ্ত হয়েন না ॥ ১০ ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব কহিয়া থাকেন। ঐ তত্ত্ব কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও পরমাত্মা কোথাও ভগবান্ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ৩১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বাচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৮

এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১২॥

নন্বেষাং সর্ব্বেষাং তুল্যত্বমেব বা অস্তি বা তারতম্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ—এতে চেতি। এতে পূর্ব্বোক্তাঃ চশব্দাদনুক্তাশ্চ পুংসঃ প্রথমনির্দ্দিষ্টস্য পুরুষস্য অংশকলাঃ। কেচিদংশাঃ মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদ্যাঃ। কেচিৎ কলাঃ কুমারনারদাদয়ঃ আবেশাঃ, যদুক্তং ভাগবতামৃতে, "জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ। বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়" ইতি। তথা পাদ্মে, "আবিষ্টোঽভূৎ কুমারেষু নারদে চ হরির্বিভুঃ।" তথা তত্রৈব "আবিবেশ পৃথুং দেবঃ শঙ্খী চক্রী চতুর্ভুজ"ইতি। "এতত্তে কথিতং দেবি! জামদগ্নের্মহাত্মনঃ। শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভো"রিতি। "কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্। অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতি"মিতি। তত্র কুমারনারদাদিষু জ্ঞানভক্তিশক্ত্যংশাবেশঃ। পৃথ্বাদিষু ক্রিয়াশক্ত্যংশাবেশঃ। তে চাবেশা মহাশক্ত্যা অল্পশক্ত্যা চেতি দ্বিবিধাঃ। প্রথমাঃ কুমারনারদাদ্যাঃ অবতারশব্দেনোচ্যন্তে। দ্বিতীয়াঃ মরীচিমন্বাদ্যাঃ বিভুতিশব্দেনেতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ স কৃষ্ণস্তু ভগবান্ ন হ্যংশঃ নচাংশী পুরুষঃ কিন্তু ভগবান্। "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভি"রিতি পদ্যোক্তো যঃ পুরুষস্তাবতারী ভগবান্ স এবেতার্থঃ। "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়ে"-দিতি দর্শনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে, ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বং, তেন কৃষ্ণ এব ভগবান্ মূলভূত ইতি। এতদেব পুনঃ স্পষ্টীকুর্ব্বন্নাহ—স্বয়মিতি। তেন পুরুষাবতারিণো ভগবতো মহানারায়ণাদপি কৃষ্ণস্যোৎকর্ষঃ সাধিতঃ। অতএব ছান্দোগ্য-পঞ্চমপ্রপাঠকে "জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম যৎ প্রাণা আদিত্যো" ইত্যাদ্যুক্ত্বা পশ্চাদুপসংহৃতং "কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়ে"ত্যাদিনা। তেনাত্র পুরুষাদিভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠো দেবকীপুত্র এব জ্ঞেয়ঃ। তদপ্যবতারমধ্যে তস্য গণনম্। ভূর্লোকস্থমথুরাদিধামবিলাসিত্বান্নরলীলত্বাৎ প্রাপঞ্চিকলোকেষু করুণাধিক্যাদা-বির্ভাবতিরোভাবাভ্যাঞ্চ। তথা চ গোপালতাপনী শ্রুতিঃ, "স হোবাচাব্জযোনির-বতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ কো ভবিতা যেন লোক স্তুষ্যন্তি দেবা স্তুষ্টা ভবন্তি। যং স্মৃত্বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ তরন্তীতি," নন্‌,"তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস ন" ইতি। "দিষ্ট্যাম্ব! তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায়ন"

ইতি। "তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতা" বিত্যাদি বহুবাক্যবিরোধে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যেকেনৈব বাক্যেন কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বং কথং ব্যবস্থিতম্। অত্রোচ্যতে— শ্রীভাগবতশাস্ত্রারম্ভে জন্মাদ্যস্যেত্যাদ্যোহয়ং সর্ব্বভগবদবতারবাক্যানাং সূচকত্বাৎ সূত্রম্। তত্র "চৈতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়"মিতি পরিভাষা-সূত্রম্। যত্র যত্রাবতারাঃ শ্রূয়ন্তে তত্রাপ্যমূন্ পুরুষাংশত্বেন জানীয়াৎ, কৃষ্ণন্তু স্বয়ং ভগবত্ত্বেনেতি। প্রতিজ্ঞারূপমিদং সর্ব্বত্রোপতিষ্ঠতে। পরিভাষা হ্যেকদেশস্থা সকলং শাস্ত্রমভি-প্রকাশয়তি যথা বেশ্ম প্রদীপ ইতি প্রাহুঃ। সা চ শাস্ত্রে সকৃদেব পঠ্যতে নত্বভ্যাসে-নেতি বাক্যানাং কোটিরপি অনেনৈকেনাপি মহারাজচক্রবর্ত্তিনেব শাসনীয়া ভবে-দিত্যেতদ্বিরুদ্ধায়মানানাং তেষাং বাক্যানামেতদনুগুণার্থতৈব তত্র তত্র ব্যাখ্যেয়া। কিঞ্চ, তেষাং বাক্যানাং প্রাকরণিকত্বেন দুর্ব্বলত্বাৎ অস্য তু শ্রুতিরূপত্বেন প্রাব-ল্যাৎ। শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পরদৌর্ব্বল্যমর্থবিকর্ষাদিতি ন্যায়েন তান্যেবার্থান্তরতয়া সঙ্গমনীয়ানি। ন তু তদনুরোধেনৈতদিত্যতঃ "শ্রীধর-স্বামিপাদৈরপি তত্র তত্র তথৈব সমাহিতমিতি। নন্বু, মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারাণাং কৃষ্ণস্য চ দ্বিভুজত্বচতুর্ভুজত্ববালত্বকিশোরত্বাদ্যাকারাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং নিত্যত্বশ্রবণাৎ অনেকেশ্বরত্বপ্রসক্তিঃ। মৈবং বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকমিতি দশমাদ্যথা একস্যৈব জীবস্য কালভেদেনাল্পশক্তিকবহুশক্তিকানন্তনশ্বরস্বভিন্নবিগ্রহধারিত্বং প্রতীয়তে। এবমেকস্যৈবেশ্বরস্য সর্ব্বব্যাপকস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা যৌগপদ্যেনৈবানন্তনিত্যস্বাভিন্নবিগ্রহ-ধারিত্বম্। জীবানামনন্তানামানন্ত্যং ঈশ্বরস্যৈকস্যৈবানন্ত্যমিতি জীবদৃষ্ট্যৈব তদ্বিল-ক্ষণ ঈশ্বরশ্চ প্রত্যেতব্য ইতি। নন্বানন্দমাত্রস্য চিদ্বস্তুনো ব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য কিং নামাংশিত্বমংশত্বং বা পরিচ্ছিন্নস্যৈব বস্তুনো ভাগবিভাগাদিসম্ভবাৎ। যদুক্তং মহাবারাহে—"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহা তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ। পরমানন্দসন্দোহাঃ জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্ব-গুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতা" ইতি সত্যম্। তদপি তস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-কারুণ্যাদিশক্তিপ্রাকট্যতারতম্যেনৈবাংশত্বপূর্ণত্বব্যবস্থা। আবির্ভাবিতপূর্ণসর্ব্ব-শক্তিত্বং পূর্ণত্বং। আবির্ভাবিত-যথাপ্রয়োজনাল্পশক্তিত্বমংশত্বম্। যদুক্তং ভাগবতামৃতে—"শক্তের্ব্যক্তি স্তথাব্যক্তি স্তারতম্যস্য কারণমিতি।" শক্তিঃ সমাপি পুর্য্যাদিদাহে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ শীতাদ্যার্ত্তিক্ষয়ে চাগ্নিপুঞ্জাদেব সুখং ভবেদিতি। এবঞ্চ পূর্ণত্বাংশত্বাভ্যামুৎকর্ষাপকর্ষৌ মহানুভাবমুনীনামপ্যনু-ভবসিদ্ধৌ জ্ঞেয়ৌ। যথা তৃতীয়ে—"আসীনমুর্ব্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্। বিবিৎসব স্তত্ত্বমতঃ পরস্য কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্। স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহুমানয়ন্তং যদ্বাসুদেবাভিধমামনন্তীতি।" অতশ্চিদ্বস্তুনঃ পরমেশ্বরস্যাংশাংশিত্বভেদো ন বিরুদ্ধঃ। যদুক্তং বারাহে—"স্বাংশশ্চাথ

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥
তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভালত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান ॥
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার ॥
তারে কহে কেন কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥

বিভিন্নাংশ" ইতি স্বেধাংশ ইষ্যতে ইত্যাদি। তত্র মৎস্যাদিনামাবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বেঽপি যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণম্। কুমার-নারদাদিষ্বাধিকারিকেষু যথোপযোগমংশকলাবেশঃ ইতি শ্রীধরস্বামিপাদাঃ। অত্র প্রাচাং কারিকাঃ—"নৃসিংহো জামদগ্ন্যশ্চ কল্কী পুরুষ এব চ ভগবত্ত্বে চ তত্রাদি-রৈশ্বর্য্যস্ত প্রকাশকাঃ। নারদোঽথ তথা ব্যাসো বরাহো বুদ্ধ এব চ। ধর্ম্মাণামেব বৈবিধ্যাদমী ধর্ম্মপ্রদর্শকাঃ। রামো ধন্বন্তরির্যজ্ঞঃ পৃথুঃ কীর্ত্তিপ্রদর্শিনঃ। বল-রামো মোহিনী চ বামনঃ শ্রীপ্রধানকাঃ। শ্রীরত্র সৌন্দর্য্যম্। দত্তাত্রেয়শ্চ মৎস্যশ্চ কুমারঃ কপিল স্তথা। জ্ঞানপ্রদর্শকা এতে বিজ্ঞাতব্যা মনীষিভিঃ। নারায়ণো নরশ্চেতি কূর্ম্মশ্চ ঋষভস্তথা। বৈরাগ্যদর্শিনো জ্ঞেয়া স্তত্তৎকর্ম্মানুসারতঃ। কৃষ্ণঃ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাণাং মহোদধিঃ। অন্তর্ভূতসমস্তাবতারো নিখিলশক্তিমানিতি। সর্ব্বেষাং সাধারণপ্রয়োজনমাহ—ইন্দ্রারয়োঽসুরা স্তৈ স্তন্মতৈশ্চ ব্যাকুলমুপদ্রুতং লোকং মৃড়য়ন্তি সুখিনং কুর্ব্বন্তি। যুগে যুগে তত্তৎসময়ে ॥ ১২ ॥

শ্রীসূত কহিলেন, পূর্ব্বে যে সকল অবতারের নামোল্লেখ হইয়াছে এবং যাঁহাদের হয় নাই তাঁহারা পুরুষের কেহ অংশ কেহ কলা, কিন্তু সেই সকল অবতারমধ্যে বিংশতিতম অবতার রূপে কথিত হইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং ভগবান্; অবতারগণ অসুরোপদ্রুত লোক সকলকে যুগে যুগে সুখী করেন ॥১২॥

তথাহি—কাব্যপ্রকাশালঙ্কারে, একাদশীতত্ত্বে চ।

অনুবাদমনুক্ত্বাতু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাদ্বিধেয় ॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥
তৈছে ইহা অবতার সব হইল জ্ঞাত।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সম্বাদ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত।
অতএব কৃষ্ণশব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সম্বাদ ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইহা হইল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করি তা ব্যাখ্যান ॥

অনুবাদ অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিষয় না বলিয়া বিধেয় বলা উচিত নহে। কেননা যে বাক্যের আশ্রয় নির্দিষ্ট হয় নাই, এমন কোন বস্তু কোথাও প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেনা যেহেতু তদ্বাক্যে বিধেয়াবিমর্ষ দোষ হয় ॥ ১৩ ॥

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ ॥
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। ২।১০।১২

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ১৪ ॥

দশলক্ষণং পুরাণং প্রাহেত্যুক্তং, তানি দশ লক্ষণানি দর্শয়তি—অত্রেতি। মন্বন্তরাণি চ ঈশানুকথাশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ সর্গাদয়ো অত্র দশার্থা লক্ষ্যন্তে। নন্বেবমর্থভেদাচ্ছাস্ত্রভেদঃ স্যাত্তত্রাহ—দশমস্যাশ্রয়স্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপং] একস্যৈব প্রাধান্যান্নায়ং দোষ ইত্যর্থঃ। নন্বত্র নৈবং প্রতীয়তে অত আহ—শ্রুতেন শ্রুত্যৈব স্তুত্যাদিস্থানেষু অঞ্জসা সাক্ষাৎ বর্ণয়ন্তি, অর্থেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যাচ তত্ত্বদাখ্যানেষু ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতির গুণপরিণামহেতু পরমেশ্বরকর্ত্তৃক পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের সৃষ্টির নাম সর্গ। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টির নাম বিসর্গ। ভগবানের সৃষ্ট-বস্তুর সেই সেই মর্য্যাদা পালনে যে উৎকর্ষ, তাহার নাম স্থান। ভক্তানুগ্রহের নাম পোষণ। কর্ম্মবাসনার নাম উতি। মন্বন্তরাধিপতিগণের সদ্ধর্ম্মের নাম মন্বন্তর। হরির অবতার-চরিত এবং তাঁহার ভক্তের কথার নাম ঈশানুকথা। ভগবান্ যোগনিদ্রাগত হইলে তাঁহাতে উপাধির সহিত জীবের লয়ের নাম নিরোধ। অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম মুক্তি। যাহা হইতে সৃষ্টি হয় ও যাহাতে লয় হয় এবং যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই ব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে যিনি প্রসিদ্ধ তিনি আশ্রয়।

আশ্রয় জানিতে কহি এ সব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং স্বামিনোক্তং—১০।১।১
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥
"কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥
অংশ শক্ত্যাবেশ রূপে দ্বিবিধাবতার
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার ॥
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্বভরি" ॥
এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ নাহি কিছু ভেদ ॥
"চিচ্ছক্তি, স্বরূপ-শক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবান্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥

আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং—আশ্রিতানাং ভক্তানাং সঙ্কর্ষণাদীনাং আশ্রয়ো বিগ্রহঃ যস্য, পরং ধাম জগদ্ধাম চ দশমে দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণাখ্যং তৎ দশমং লক্ষ্যং আশ্রয়পদার্থং নমামীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

এই আশ্রয়তত্ত্ব জ্ঞানার্থে সর্গাদি নয়টীর লক্ষণ মহাত্মাগণ কোন স্থানে শ্রুতি দ্বারা, কোন স্থানে সাক্ষাৎ ও কোন স্থানে তাৎপর্য্যের দ্বারা বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

যাঁহার শ্রীবিগ্রহ সঙ্কর্ষণাদি ভক্তবৃন্দের একমাত্র আশ্রয়, এবং যিনি জগতের আশ্রয়, সেই পরমধাম শ্রীকৃষ্ণনামক দশমস্কন্ধের লক্ষ্য—দশম-পদার্থকে আমি নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরগণ।
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত”।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সব স্থিতি॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥
স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥ ১৬॥

ঈশ্বরঃ পরম ইতি। কৃষিভূ ইতি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ কৃষ্ণশব্দবাচ্যঃ তস্মাদীশ্বরঃ সর্ব্ববশয়িতা তদিদমুপলক্ষিতং। বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীকৃষ্ণস্তৈবার্থান্তরেণ। অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং। কালরূপেণ ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যত ইতি। কলয়তি নিয়ময়তি সর্ব্বমিতি কালশব্দার্থঃ। যস্মাদেব তাদৃগীশ্বর স্তস্মাৎ পরমঃ পরা সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীঃ শক্তয়ো যস্মিন্। তদুক্তং শ্রীভাগবতে—রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুত ইতি নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতে ইত্যাদি তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুত ইতিচ। তথৈবাগ্রে—শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি। তাপন্যাঞ্চ কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতমিতি। যস্মাদেব তাদৃক্পরম স্তস্মাদাদিশ্চ তদুক্তং শ্রীদশমে “শ্রুত্বা জিতং জরা-সন্ধ”মিতি। টীকাচ স্বামিপাদানাং আদৌ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা। একাদশে তু “পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোহস্মি” ইতি। নচৈতদাদিত্বং তস্যান্যবাপেক্ষং কিন্ত্বনাদিন বিদ্যতে আদির্যস্য তাদৃশং। তাপন্যাঞ্চ একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইত্যুক্তা নিত্যো নিত্যানামিতি। যস্মাদেব তাদৃশতস্মাদি তস্মাৎ সর্ব্বকারণকারণং সর্ব্বকারণঃ মহৎস্রষ্টা পুরুষ স্তস্যাপি কারণং। তথাচ শ্রীদশমে যস্যাংশাংশাংশভাগেনেতি। টীকাচ যস্যাংশঃ পুরুষ স্তস্যাংশো মায়া তস্যাংশা গুণাঃ তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি। সচ্চিদা-

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভাল মতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র-কুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
অতএব চৈতন্য গোঁসাঞি পরতত্ত্ব সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা॥
সেহোত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন॥
"কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সবার"॥
কেহো কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥

নন্দবিগ্রহ ইতি সচ্চিদানন্দলক্ষণো যো বিগ্রহ স্তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। তাপনীরহস্য-শীর্ষয়োঃ "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণ" ইতি। ব্রহ্মাণ্ডে "নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ" ইতি। তদেবমস্য তথালক্ষণশ্রীকৃষ্ণরূপত্বে সিদ্ধে চোভয়-লীলাভিনিবিষ্টত্বেন ক্বচিৎ বৃষ্ণীত্বং ক্বচিদ্গোবিন্দত্বঞ্চ দৃশ্যতে। যথা দ্বাদশে শ্রীসূতঃ, "শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাখ্য বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দ গোপ-বনিতাব্রজভৃত্যগীত তীর্থশ্রব শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্" ইতি। চিন্তামণি-রিত্যাদি। গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি। দশমে গোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভী-বাক্যং "ত্বং ন ইন্দ্র জগৎপতে" ইতি। অস্তু তাবৎ পরমগোলোকাবতীর্ণানাং তাসাং। গবেন্দ্রত্বমিতি। তাপনীষু চ ব্রহ্মণা তদীয়মেব স্বেনারাধনং প্রকাশিতং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি॥ ১৬॥

যিনি অনাদি হইয়াও আদি, সেই সর্ব্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দ নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীযশোদানন্দনই পরমেশ্বর॥ ১৬॥

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে॥
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে।
চৈতন্য গোঁসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১০৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশমঙ্গলাচরণে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

——*:*——

তৃতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥

* তথাহি—বিদগ্ধমাধবে ১অঃ ২য় শ্লোকঃ।
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে, যৎ যস্য পাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ—চরণাশ্রয়রূপবলেন আকরব্রাতাৎ—আকররূপশাস্ত্রসমূহাৎ অজ্ঞোঽপি সিদ্ধান্তসন্মণীন্ সংগৃহ্লাতি ॥ ১ ॥

যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়প্রভাবে অজ্ঞ অর্থাৎ ভক্তিহীন ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকর (খনি) সমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি সকল (প্রেমের ভাবসমূহ) সম্যক্‌রূপে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি কোন যুগে কোন অবতারকর্ত্তৃক অর্পিত হয় নাই, সেই স্বীয় উজ্জ্বল রস, অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসদ্বারা পরিপুষ্ট ভক্তিরূপ সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণ জনগণকে বিতরণ করিবার জন্য, যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সুবর্ণ হইতেও অতিসুন্দর কান্তিযুক্ত সেই শ্রীশচীনন্দন হরি আপনাদিগের হৃদয়রূপ কন্দরে স্ফুরিত হউন ॥ ২ ॥

---

* ইহার টীকা ৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার১।
ব্রহ্মার একদিনে তিহোঁ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥

---

(১) অর্থ:—গোলোকে ও ব্রজে; গোলোকে—বৈকুণ্ঠের উপরিতন স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণলোকে; ব্রজে—অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা মর্ত্ত্যালোকে আবির্ভূত স্বনামপ্রসিদ্ধ মথুরামণ্ডলরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণলোকে। সহ—যুগপৎ।

যে ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া শেষ হয়না তাহাকে নিত্য বলে। ঐরূপ অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলার আরম্ভ হইয়াছে সমাপ্তি হয় না। কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে সেই সেই লীলা ধারাবাহিকরূপে বিদ্যমান থাকায় কোন কালেই সেই সেই লীলার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্য।

উভয়স্থানে অর্থাৎ ব্রজে এবং গোলোকে ভগবানের নিত্যবিহার সম্বন্ধে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে যাহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তাহাই এই স্থলে দেওয়া গেল।

এবং তত্র চিরং তিষ্ঠন্মর্ত্ত্যালোকস্থিতং ত্বিদম্।
মথুরামণ্ডলং শ্রীমদপ্যন্তঃ খলু তাদৃশম্॥ ১॥
তত্তৎ শ্রীগোপগোপীভি স্তাভির্গোভিশ্চ তাদৃশৈঃ।
পশুপক্ষিকৃমিক্ষ্মাভৃৎসরিত্তর্ব্বাদিভির্বৃতম্॥ ২॥
তথৈবাবিরতং শ্রীমৎকৃষ্ণচন্দ্রেন তেনহি।
বিস্তার্য্যমাণয়া তাদৃক্ ক্রীড়াশ্রেণ্যাপি মণ্ডিতম্॥ ৩॥
তৎ কদাচিদিত স্তত্র কদাপি বিদধে স্থিতিম্।
ভেদং নোপলভে কঞ্চিৎ পদয়োরধুনৈতয়োঃ॥ ৪॥
গমনাগমনৈর্ভেদো যঃ প্রসজ্জেত কেবলম্।
তঞ্চাহং তত্তদাসক্ত্যা ন জানীয়ামিব স্ফুটম্॥ ৫॥
অস্মাৎ স্থানদ্বয়াদন্যৎ পদং কিঞ্চিৎ কথঞ্চন।
নৈব স্পৃশতি মে দৃষ্টিঃ শ্রবণং বা মনোঽপিবা॥ ৬
অন্যত্র বর্ত্ততে কাপি শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
তাদৃশা স্তস্য ভক্তা বা সন্তীতি মন্যতে ন হৃৎ॥ ৭॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তরি।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগে গেল তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজের ভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥

আপনে করিমু ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সভারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪র্থ অঃ ৮ম শ্লোকেঽর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৩॥

৩য় অঃ ২৪ শ্লোকঃ।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ৪॥

নমু, তত্তৎকা রাজর্ষয়োঽপি ধর্ম্মগ্লানিমধর্ম্মাভ্যুত্থানং চাপনেতুং প্রভবন্তি তাবতে-হর্থায় কিং সম্ভবসীতি চেদন্তি মদন্যদ্দুষ্করং কার্য্যং তদর্থং সম্ভবামীতি আহ—পরীতি। সাধূনাং মদ্রূপগুণনিরতানাং মৎসাক্ষাৎকারকাঙ্ক্ষতাং তেন বিনাতিব্যগ্রাণাং তদ্বৈয়া-গ্রক্লপাৎ দুঃখাৎ পরিত্রাণায়াতিমনোজ্ঞস্বরূপসাক্ষাৎকারেণ। তথা দুষ্কৃতাং দুষ্ট-কর্ম্মকারিণাং মদন্যৈরবধ্যানাং দশগ্রীবকংসাদীনাং তাদৃগ্‌ভক্তদ্রোহিনাং বিনাশায় ধর্ম্মস্য মদেকার্চ্চনধ্যানাদিলক্ষণস্য শুদ্ধভক্তিযোগস্য বৈদিকস্যাপি মদিতরৈঃ প্রচার-য়িতুমশক্যস্য সংস্থাপনায় সংপ্রচারায়েত্যেতৎ ত্রয়ং মৎসম্ভবস্য কারণমিতি। যুগে যুগে তত্তৎসময়েন চ দুষ্টবধেন হরৌ বৈষম্যং তেন দুষ্টানাং মোক্ষানন্দলাভে সতি তস্যানুগ্রহরূপত্বেন পরিণামাৎ॥ ৩॥

ততঃ কিং স্যাদিত্যাহ—উৎসীদেয়ুরিতি। অহং সর্ব্বশ্রেষ্ঠশ্চেৎ শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং, তর্হি মে লোকা উদসীদেয়ুর্বিভ্রষ্টমর্য্যাদাঃ স্যুঃ, তদ্বিভ্রংশে সতি যঃ সঙ্করঃ স্যাত্তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাম্। এবঞ্চ প্রজাপতিরহমিমাঃ প্রজাঃ সাঙ্কর্য্যদোষে-ণোপহন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাং। তথাচৈষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাং অসংভেদায়েতি শ্রুত্যা লোকমর্য্যাদাবিধারকত্বেন পরিগীতস্য মে তন্মর্য্যাদাভেদকত্বং স্যাদিতি।

সাধুগণের (আমার ভক্তগণের) পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুরাত্মগণের (আমার ও আমার ভক্তদ্রোহিগণের) বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম (আমার অর্চ্চন-ধ্যানাদি-রূপ ভক্তি) সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই॥ ৩॥

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়া যাইবে,

শ্রীগীতায়াং ৩য় অঃ ২১ শ্লোকঃ
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥

যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেমদিতে ॥

তথাহি—লঘুভাগবতামৃতে ৯৩ অঙ্কধৃতশ্লোকঃ।
সন্ত্ব্যবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি। ৬ ॥

এবমুপদিশতোঽপি হরের্যৎ কিঞ্চিৎ স্বভক্তসুখেচ্ছাঃ স্বৈরাচরিতং দৃষ্টং তৎ খলু বিধায়কেন তদ্বচসানুপেতত্বাদীশ্বরীয়ত্বাচ্চাবরৈর্নৈবাচরণীয়ং। যদুক্তং শ্রীমতা শুকেন। "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ। নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্‌যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষমিতি" ॥ ৪ ॥

লোকসংগ্রহপ্রকারমাহ—যদ্‌যদিতি। শ্রেষ্ঠো মহত্তমো যৎ কর্ম্ম যথাচরতি তৎ কর্ম্ম তথৈবেতরঃ কনিষ্ঠোঽপ্যাচরতি। স শ্রেষ্ঠ স্তস্মিন্ কর্ম্মণি যচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং কুরুতে মন্যতে, লোকঃ কনিষ্ঠোঽপি তদনুযায়ী তদেবানুবর্ত্ততেঽনুসরতি। শাস্ত্রোপেতং শ্রেষ্ঠাচরণং কল্যাণলিপ্সুনা কনিষ্ঠেনানুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ তেজস্বিনঃ শ্রেষ্ঠস্য চ যৎ ক্বচিৎ স্বৈরাচরণং তত্ত্বাবৃত্তং। তস্য শ্রেষ্ঠকৃতত্বেঽপি শাস্ত্রোপেতত্বাভাবাৎ ॥ ৫ ॥

পঙ্কজনাভস্য—কৃষ্ণস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ—মঙ্গলরূপাঃ বহবোঽবতারাঃ সন্তি,কৃষ্ণাৎ অন্যঃ কঃ লতাসু অপি প্রেমদঃ ভবতি ইত্যন্বয়ঃ। যত্তু রামে বনবাসায় নির্য্যাতে বৃক্ষাদিভিরপি রুদিতমিতি শ্রীরামায়ণেঽপ্যুক্তং তৎখলু তদৈব বিচ্ছেদদুঃখেনৈব ইহ তু সংযোগেঽপি প্রতিদিনমপি তদস্তীতি "ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং

আর আমিও বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব, এবং এই সমস্ত প্রজানাশেরও কারণ হইব ॥ ৪ ॥

মহৎব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, কনিষ্ঠ জনও তাহাই করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া নিরূপণ করেন, কনিষ্ঠ জনও তাহার অনুসরণ করে ॥৫॥

পঙ্কজনাভ ভগবানের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বহু বহু অবতার আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য এমন কে আছেন, যিনি লতা-জাতিকেও প্রেম দান করিতে সমর্থ। শ্রীরামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীরামচন্দ্র বনগমনের জন্য নির্গত হইলে, বৃক্ষ-

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানারঙ্গে (১)॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ (২) নাশে যাহার হুঙ্কারে॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তি-রসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥
ডুভৃঞ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (৩)।
কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥

যদ্ গো-দ্বিজ দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।" "প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেম-হৃষ্টতনবে ববৃষুঃ স্ম" ইত্যাদি বাক্যাদবগতম্। দূরপ্রবাসে তু পরিষদাং সৌন্দর্য্যমাত্রশেষতয়া অবস্থিতিমাত্রমভূৎ ইতি, ততো মহানতিশয়ঃ। অত্র "গোপ্য স্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারসমমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্" ইত্যাদি বাক্যে সত্যপি অন্তোদাহরণক্ষমভি-যুক্তবাক্যত্বেন নির্ণায়কত্বাৎ॥ ৬॥

লতা পর্য্যন্তও রোদন করিয়াছিল; ইহাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের লতাজাতিতে প্রেমদ গুণ দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু তাহাদের সে রোদন, শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদ-দুঃখ জনিত; আর শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদেও ব্রজের লতাপ্রভৃতি রোদন করিয়া থাকে। এবং শ্রীকৃষ্ণের সুদূর প্রবাস লাবণ্যমাত্র শেষাবস্থায় পার্ষদগণ অবস্থান করেন; একারণ শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেমদ গুণ মহা-অতিশয়, তাহাই ব্যক্ত হইল॥ ৬

---

(১) নানারঙ্গে—নানাপ্রকার লীলা।

(২) পাপরূপহস্তী। কল্মষ—ভক্তির বিরোধিকর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতম। কল্মষদ্বিরদ—দুর্ব্বাসনাদিরূপ মত্তহস্তী।

(৩) চিৎ ধাতুর অর্থ সংজ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণং চেতয়তি যঃ সঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। যিনি

তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। ১০।৮।৯ শ্লোকঃ

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৭ ॥

শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥
ইদানী দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। ১১। ৫।২৫ শ্লোকঃ।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতম্ ॥ ৮ ॥

প্রতিযুগং তনুং গৃহ্নতোঽস্য তব কুমারস্য শুক্লাদয়ো ত্রয়ো বর্ণা আসন্, ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গত ইত্যন্বয়ঃ। যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাদেবং ব্যাখ্যেয়ং। যথা—ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়মবতারী যথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উত্তরত্রাপি অন্বেতি। এবঞ্চ বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টবিংশ-চতুর্যুগীয়-দ্বাপরকলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি তদ্যুগাবতারৌ শ্যামকৃষ্ণৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ ॥ ৭ ॥

দ্বাপরে ইতি। শ্যামঃ অতসী-কুসুম-সঙ্কাশঃ নিজানি চক্রাদীনি আয়ুধানি যস্য সঃ শ্রীবৎসো নাম বক্ষসো দক্ষিণে ভাগে রোম্নাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স আদির্যেষাং করচরণাদিগত-পদ্মাদীনাং তৈরঙ্কৈরঙ্কিতৈশ্চিহ্নৈর্লক্ষণৈঃ বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদিভিঃ পতাকাদিভিশ্চ ॥ ৮ ॥

হে নন্দ! তোমার এই পুত্র, যুগে যুগেই শরীর ধারণ করেন; ইহার শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিনটী বর্ণ গত হইয়াছে, ইদানী—দ্বাপর যুগে, ইনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবসন এবং চক্রাদি আয়ুধধারী হইয়া শ্রীবৎস ও কৌস্তুভাদি চিহ্নের সহিত অবতীর্ণ হয়েন ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে বোধ করান তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অথবা শ্রীকৃষ্ণস্য সম্যক্ জ্ঞানং যতঃ সঃ, শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ জ্ঞান যাহা হইতে হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল-লোচন।
তিলফুলসম নাসা সুধাংশু-বদন॥
শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণ-ভক্তি পরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্ব ভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন॥
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ॥

তথাহি—মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ সর্গে সহস্রনাম-স্তোত্রে।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ॥ ৯॥

সুবর্ণবর্ণ ইতি। 'হেমাঙ্গঃ হিরন্ময়ঃ পুরুষ' ইতি শ্রুতেঃ, চন্দনাঙ্গদী আহ্লাদজনকঃ—কেয়ূরযুক্তঃ—সন্ন্যাসকৃৎ মোক্ষাশ্রমঃ চতুর্থং কৃতবান্ শমঃ সন্ন্যাসিনাং

সুন্দর অক্ষর আছে যাহাতে, তাহার নাম সুবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ; কৃষ্ণকে যিনি বর্ণনা করেন, তাঁহার নাম সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ—যিনি বেদোক্ত হিরণ্ময় পুরুষ, চন্দনাঙ্গদী—আহ্লাদজনক কেয়ূরযুক্ত; সন্ন্যাসকৃৎ—যিনি চতুর্থাশ্রম গ্রহণ

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন সার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। ১১।৫।২৯ শ্লোকঃ।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০ ॥

প্রাধান্যেন জ্ঞানসাধনং শমমাচষ্টে ইতি। নিষ্ঠাঃ শান্তিঃ পরায়ণঃ প্রলয়কালে নিতরাং তত্রৈব তিষ্ঠন্তি ভূতানি ইতি নিষ্ঠা সমস্তাবিদ্যা-নিবৃত্তিঃ শান্তিঃ সা ব্রহ্মৈব পরায়ণঃ পুনরাবৃত্তি-শঙ্কারহিতঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তরং কলিযুগাবতারং পূর্ব্ববদাহ—কৃষ্ণেতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌর স্তং সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত" ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণলব্ধং ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গত ইত্যুক্তেঃ; শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতত্বাচ্চ। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাৎ যুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদা দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি; কৃষ্ণবর্ণং—কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যত্র, যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে'সমাহূতা'ইত্যাদি পদ্যে'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন' তত্র টীকায়ং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ। শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্ব-পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণোল্লাস-বশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্য স্তমেবোপদিশতি য স্তং। অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। সর্ব্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশ-শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্

করিয়াছেন, শম—যাঁহার ভগবন্নিষ্ঠ;বুদ্ধি, শান্ত—সুশীল, এবং শান্তিপরায়ণ—নিবৃত্তি পরায়ণ ॥ ৯ ॥

যিনি অন্তরে কৃষ্ণ অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ অর্থাৎ কোন অত্যন্ত প্রিয়জনবিশেষের অঙ্গকান্তি গ্রহণনিমিত্ত যিনি কৃষ্ণ হইয়াও

শুন ভাই এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥
কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে ॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥
কেহ তারে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ।
আর-বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥
দেহ-কান্ত্যে হয় তিহোঁ অকৃষ্ণ বরণ।

শ্রীকৃষ্ণরূপস্তৈবার্ভিববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি—সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। অঙ্গান্যেব পরম-মনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি। সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোহসাবিতি গৌড়-বারেন্দ্র-বঙ্গোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। যদ্বা, অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-মহানুভাব-চরণ-প্রভৃতয় স্তৈ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তং। তদেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ, ন যত্র যজ্ঞেশসখা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি সংকীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সংকীর্ত্তন-প্রাধান্যতদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টং। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত" ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যেণ। "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ইতি॥ ১০ ॥

গৌর; তাঁহাকে কলিযুগে সুবুদ্ধিগণ অঙ্গ (নিত্যানন্দাদ্বৈত), উপাঙ্গ (তদবয়ব শ্রীবাসাদির) অস্ত্র (অঙ্গোপাঙ্গই অস্ত্র) এবং পার্ষদের সহিত সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াষ্টকে ১ম শ্লোকঃ ।

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাম্ ।
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১১ ॥

অকৃষ্ণ-বরণে কহে পীত-বরণ
প্রত্যক্ষ তাহার তপ্ত কা[illegible]নের দ্যুতি ।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥
জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে ।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম ।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায় ।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥

জগন্নাথ-ক্ষেত্রান্মাতৃদর্শনায় গৌড়মাগতস্য শ্রীচৈতন্যস্যাস্মিন্ দ্বিতীয়েঽষ্টকে বর্ণনং কলাবিতি । স চৈতন্যাকৃতির্দেবঃ নোঽস্মান্ কৃপয়তু কৃপাবিষয়ান্ করোতু । চৈতন্যাকৃতিশ্চিন্মূর্ত্তিঃ ; "আকৃতিস্তু স্ত্রিয়াং রূপে সামান্যবপুষোরপী"তি মেদিনীকারঃ । পক্ষে—চৈতন্যনাম্নী আকৃতির্যস্য স শ্রীশচীপুত্র ইত্যর্থঃ । দেবঃ সর্ব্বারাধ্যপাষণ্ডিবিজিগীষুশ্চ । স ক ইত্যপেক্ষ্যাহ, বিদ্বাংসঃ কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদিবাক্যার্থতাৎপর্য্যজ্ঞাঃ । যং কলৌ চতুর্থযুগে, উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রধানৈর্মখবিধিভির্ভক্তি-যজ্ঞৈঃ স্ফুটং সা[illegible] যজন্তেঽর্চ্চয়ন্তি, যং কীদৃশমিত্যাহ, কৃষ্ণাঙ্গমন্দ্রনীলমণিশ্যামলাবয়বমেব দ্যুতিভরাদকৃষ্ণং পীতং, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং" ইত্যুক্তেঃ । যদ্যপি ত্বিষাঽকৃষ্ণমিত্যুক্তেঃ, শুক্লকপিলাদিত্বমপ্যায়াতি তথা "প্যাসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুং । শুক্লরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" ইতি শ্রীদশমে গর্গোক্তৌ পারিশেষ্যেণ পীতক[illegible]ভাত্যুক্তং স্যুষ্ঠু । যং ভীষ্ময়ো বিদ্বাংসোঽখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং সর্ব্বপরিব্রাজামুপাস্যং পূজ্যঞ্চ প্রাহুঃ । সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তনিষ্ঠাশান্তিঃ পরায়ণঃ" । ইতি যতিরাজং বদন্তীত্যর্থঃ ॥১১॥

কলিযুগে বিদ্বান্‌গণ, সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা যাঁহাকে সাক্ষাৎ অর্চ্চনা করেন, যিনি ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যামলাঙ্গ হইলেও কান্তিরাজিদ্বারা গৌরবর্ণ,

তথাহি—স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াষ্টকে ৮ম শ্লোকঃ।

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি নহি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১২॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন॥
অন্য অবতার সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে॥

তথাহি—স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রথমাষ্টকে ১ ম শ্লোকঃ

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ১৩॥

নিখিলকল্যাণকরত্বং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি—স্মিতেতি। যস্য স্মিতালোকঃ—স্মিতঃ পূর্ব্বকঃ কৃপাকটাক্ষঃ জগতাং—তদ্বর্ত্তিপ্রাণিনাং শোকং হরতি, যস্য গিরাস্তু প্রারম্ভঃ—সম্ভাষণোপক্রমঃ জগতাং কুশলপটলীং—কল্যাণসংহতিং পল্লবয়তি—বিস্তারয়তি, যস্য পদালম্ভঃ—চরণাশ্রয়ণং কং বা জনং প্রেমনিবহং—কৃষ্ণপ্রেমসন্ততিং ন প্রণয়তাপিতু সর্ব্বং জনং তং প্রাপয়তীত্যর্থঃ॥ ১২॥

শ্রীবৃন্দারণ্যে স্থিতঃ শ্রীরূপঃ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থং শ্রীচৈতন্যং "কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদি" শাস্ত্রাত্তদনুগ্রহাচ্চ সাক্ষাদীশ্বরমনুভূয় তদ্দেন বর্ণয়ংস্তদ্দর্শনমাশাস্তে—

এবং যিনি নিখিল পরিব্রাজকদিগেরও উপাস্য বলিয়া ভীষ্মকাদিকর্ত্তৃক কথিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন॥ ১১॥

যাঁহার ঈষদ্ধাস্যযুক্ত কৃপাকটাক্ষ জগতের প্রাণিবৃন্দের শোক হরণ করে, যাঁহার সম্ভাষণোপক্রম জগতের কল্যাণসমূহ বিস্তার করে এবং যাঁহার চরণাশ্রয় করিলে কোন জনই বা কৃষ্ণ-প্রেমনিবহ প্রাপ্ত না হয়? (অর্থাৎ সর্ব্বজনই উহা প্রাপ্ত হয়) সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় করুণা করুন॥ ১২॥

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসাদি মনুষ্যদেহধারী শিব বিরিঞ্চিপ্রভৃতি দেবগণ

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র * করে স্বকার্য্য সাধন।
অঙ্গ শব্দের অর্থ শুন দিয়া মন॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান॥

সদেত্যাদিভিঃ। স চৈতন্যো মে দৃশোর্নেত্রয়োঃ পদং পুনরপি কিং যাস্যতি? "পদং ব্যবসিতি-ত্রাণস্থানলক্ষাঙ্ঘ্রি বস্তুষি"তি নানার্থবর্গঃ। মন্নেত্রব্যবসায়ং তদ্বিষয়তাং—স কদা গমিষ্যতীতি তাদৃগ্ ভাগ্যং কদা মে স্যাদিতিভাবঃ। স কীদৃগিত্যাহ—গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ—শিববিরিঞ্চ্যাদিভির্গীর্ব্বাণৈঃ—দেবৈঃ সদা—নিত্যমুপাস্যঃ—সেব্যঃ; নমু তৎসন্নিধৌ তে ন প্রতীয়ন্তে? তত্রাহ, ধ্রুবেতি। কৃষ্ণাবতারে সাক্ষাদেব তমুপাসিতবন্তঃ, ইহ ত্বাচার্য্যহরিদাসাদিবপুষোপাসত ইত্যর্থঃ। প্রণয়িতাং—তস্মিন্ প্রীতিং বহন্তিঃ—প্রাপ্নুবদ্ভিঃ। কিং কুর্ব্বন্নিত্যাহ—স্বভক্তেভ্যঃ—স্বরূপদামোদরাদিভ্যো নিজভজনমুদ্রাং—স্বভক্তিপরিপাটিমুপদিশন্, শুদ্ধাং—কর্ম্মযোগাদ্যনাবৃতাং। অয়মর্থঃ—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস" ইত্যেকাদশে চতুর্থযুগাবতারো বর্ণিতঃ, স এব কৃষ্ণচৈতন্যঃ। হরিকীর্ত্তন-প্রধানস্য যজ্ঞস্য তদসাধারণধর্ম্মস্য তত্রৈব দর্শনাৎ। অসাধারণধর্ম্মেণ লক্ষণেন হি লক্ষ্যং পরিচীয়তে। "জন্মাদ্যস্য যত" ইতি সূত্রে যথা জগজ্জন্মাদিহেতুত্বেন তেন তল্লক্ষ্যং ব্রহ্ম পরিচিতং। সচাবতারো গীর্ব্বাণৈঃ সেব্য ইতি। "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্য"মিতি। তদনন্তরোক্তেঃ। অসকৃদাবির্ভাবিনমেতৎ শ্রুতিরপি দ্যোতয়তি। "মহন্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষং সত্বশেষ প্রবর্ত্তক ইতি এবং সাক্ষাদীশ্বরতয়া নিশ্চিতেঽপি তস্মিন্ যদি কস্যচিন্মন্দমতেরনাস্থা স্যাৎ, সা তু তৎপ্রসাদাদেবেতি জ্ঞায়তে। "তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকং ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশ"মিত্যাদি শ্রুতেঃ। "তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ তৎপ্রসাদ এব তদ্বীক্ষণহেতুরিত্যন্বয়-ব্যতিরেকদৃষ্টং বাসুদেবসার্ব্বভৌমাদৌ ব্যক্তমেতৎ। চতুর্থপাদঃ সপ্তস্বনুবর্ত্ত্যঃ। অষ্টকেষু এবমেব কবিরীতেঃ॥ ১৩॥

কর্তৃক যিনি পরম প্রীতির সহিত উপাস্য; এবং যিনি স্ব প দামোদরাদি নিজ ভক্তবৃন্দকে বিশুদ্ধ নিজ ভক্তিপরিপাটী উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নেত্রপথের পথিক হইবেন? ॥ ১৩॥

* অস্ত্র—শ্রীহরির নাম সংকীর্ত্তন।

তথাহি—শ্রীভাগবতে। ১০।১৪।১৪

* নারায়ণস্ত্বং নহি দেহিনামাত্মাস্যধীশাখিল লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ১৪

অস্যার্থঃ।

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ তুমি মূল নারায়ণ॥
অঙ্গশব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়।
মায়া কার্য্য নহে সব চিদানন্দময়॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়ব গণ কহিয়ে উপাঙ্গ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র পাষণ্ড দলিতে॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া॥

তুমি যখন সর্ব্বদেহীর আত্মা তখন তুমি কি নারায়ণ নহ? নার শব্দের অর্থ জীব সমূহ, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীব সমূহ যাঁহার আশ্রয় সেই পরমাত্মাই নারায়ণ-শব্দের বাচ্য। অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই তুমি নারায়ণ। তুমি অধীশ্বর অর্থাৎ সর্ব্ব প্রবর্ত্তক বলিয়াও নারায়ণ। কারণ নারের অর্থাৎ জীব-সমূহের বা তত্ত্ব-সমূহের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকেও নারায়ণ বলা যায়। তুমি সর্ব্বলোক সাক্ষী বলিয়াও নারায়ণ। কারণ যিনি সর্ব্বলোককে জানেন বা সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাকেও নারায়ণ বলা যায়। আবার নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে উৎপন্ন যে জল এই দুইটী যাঁহার আশ্রয়, সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমার অংশ অর্থাৎ মূর্ত্তি বিশেষ; তিনি তোমা-হইতে ভিন্ন নহেন। তবে সেই নারায়ণের যে তাদৃশ পরিচ্ছন্নতা তাহা সত্য নহে, পরন্তু তোমার লীলাই অথবা নারায়ণরূপ তোমার সেই মূর্ত্তিও সত্য উহা মায়িক নহে॥ ১৪॥

---

* এই শ্লোকের সম্পূর্ণ টীকা ৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাষণ্ড দলন বানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পালায় ॥
সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার ॥
কোটী অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥
ভাগবতসন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীব গোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥

বানা,—বেশ, ধ্বজা ইতি উড়িয়া ভাষা। বানা—তীর, ইতি হিন্দী ভাষা। বানা—চূড়া, অর্থাৎ পাষণ্ডদলনে অগ্রগণ্য। বানা—ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের চিহ্ন অর্থাৎ ধ্বজাবিশেষ। শ্রীনিত্যানন্দ রায় পাষণ্ডদলনে অগ্রগণ্য। অথবা শ্রীনিত্যানন্দ রায় পাষণ্ডদলনে তীরস্বরূপ অথবা পাষণ্ডদলনই শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ বা বেশ তাঁহার দর্শন মাত্রেই পাষণ্ডদলন হয়। যিনি আনন্দ প্রদান করেন তাঁহাকে রায় কহে। শ্রীনিত্যানন্দ পাষণ্ডগণকে দলনপূর্ব্বক প্রেমানন্দ প্রদান করেন বলিয়া নিত্যানন্দ রায়। পাষণ্ডী কে? পাদ্মোত্তরখণ্ডে পার্ব্বতীর প্রতি সদাশিব-বাক্য—"যেহন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যং তে বৈ পাষণ্ডিন স্তথা॥ শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ। রহিতা যে দ্বিজা দেবি! তে বৈ পাষণ্ডিনো মতাঃ॥ শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বলোকেষু গর্হিতঃ। স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে যৈস্তু কর্ম্ম বেদোদিতং মহৎ। বিনা বৈ ভাবাৎ প্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ।

অর্থ—যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞান-মোহিত হইয়া নারায়ণ হইতে জগদ্বন্দ্য অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহারাই পাষণ্ডী। হে দেবি! যে দ্বিজগণ শ্রীহরির প্রিয়তম শঙ্খচক্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি চিহ্নরহিত হয় তাহাদিগকেই পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে। যে দ্বিজ শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার আচরণ করে না, সেই দ্বিজই পাষণ্ডী, সে সর্ব্বলোকে নিন্দনীয়। শ্রীভগবানের প্রীতি ব্যতীত স্বাতন্ত্র্য ভাবে যে বেদোক্ত মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে।

তথাহি—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণ-বচন।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন॥

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মণ্! সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥ ১৬॥

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট-প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

য অন্তঃকৃষ্ণং শ্রীনন্দনন্দনরূপং বহির্গৌরং—কস্যচিৎ প্রিয়জনস্য অঙ্গকান্ত্যা গৌরং গৌরবর্ণং দর্শিতং আবির্ভাবিতং অঙ্গাদীনাং নিত্যানন্দাদ্বৈতাদীনাং বৈভবং পাষণ্ডদলনপ্রেম প্রচাররূপং যেন তং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ—সদাঃ যঃ শ্রবণেক্ষণপ্রণমনধ্যানাদিনা দুর্লভং দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিরিতি শ্রীপ্রবোধানন্দোক্তদিশা শ্রবণস্মরণপ্রণমনার্চ্চনধ্যানাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বয়ং আশ্রিতাঃ স্মঃ ভবাম ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

হে ব্রহ্মণ্—হে ব্যাস, অহমেব ক্বচিৎ কলৌ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ সন্ পাপহতান্নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি॥ ১৬॥

যিনি অন্তরে কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দনস্বরূপ, আর বাহিরে গৌর, অর্থাৎ কোন অত্যন্ত প্রিয়জন বিশেষের অঙ্গকান্তিদ্বারা গৌরবর্ণ, এবং যিনি অঙ্গাদির (অর্থাৎ অদ্বৈত নিত্যানন্দাদির) বৈভব অর্থাৎ পাষণ্ডদলন ও প্রেম-প্রচার লোকমধ্যে দেখাইয়াছেন, কলিযুগে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে সংকীর্ত্তনাদিদ্বারা অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তন, শ্রবণ, দর্শন, প্রণমন, ধ্যানপ্রভৃতিদ্বারা আশ্রয় করিলাম॥১৫॥

হে ব্রহ্মণ্! আমি কোন্ কলিযুগে অর্থাৎ বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় কলিযুগে, সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়া পাপহত নরদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব॥ ১৬॥

তথাহি—যামুনাচার্য্যস্তোত্রে ১৫শ শ্লোকঃ ॥

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ১৭ ॥

আপনা লুকাইতে নানা যত্ন করে।
তথাপি তাহার ভক্ত জানায় তাঁহারে ॥

তথাহি—তত্রৈব ১৮শ শ্লোকঃ।

উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ১৮ ॥

নন্বেবম্বিধং হরিং কথং তমসা ন ভজন্তি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্বামিতি। পরমপ্রকৃষ্টৈঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টৈঃ শীলরূপচরিতৈঃ শীলং স্বভাবঃ, রূপানি চরিতানি তৈঃ যথা সত্ত্বেন—প্রবলেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈঃ প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ অসুরপ্রকৃতয়ঃ অসুরাণামিব প্রকৃতিঃ—স্বভাবো যেষাং তে তু ত্বাং বোদ্ধুং—জ্ঞাতুং ন প্রভবন্তি—ন সমর্থা ভবন্তি। তব অলৌকিকরূপাদিকং দৃষ্ট্বা, প্রবলানি শাস্ত্রানি দৈবপরমার্থবিদ্যাং মতঞ্চ পর্য্যালোচ্য যে ত্বাং ন বিদন্তি তেঽসুরপ্রকৃতয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তদেকশরণভক্তাস্তু ত্বাং পশ্যন্তি ইত্যাহ—উল্লঙ্ঘিতমিতি। হে ভগবন্! তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং প্রভুত্বস্য স্বভাবং ভবতাপি মায়াবলেন—যোগমায়া-প্রভাবেণ নিগুহ্যমানং তদন্যভাবা ত্বয়ি অনন্যো ভাবো ভক্তির্যেষাং তে পশ্যন্তি—জানন্তি। দৃশের্জ্ঞানার্থঃ। কিম্ভূতং? উল্লঙ্ঘিতা অতিক্রান্তা ত্রিবিধসীম্নি স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালসীমায়াং সমাতিশায়িসম্ভাবনা যস্য তথাভূতম্ ॥ ১৮ ॥

হে ভগবন্! তোমার পরম মনোহর পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব রূপ চরিত্র এবং অলৌকিক বল দেখিয়া, আর প্রবল শাস্ত্র ও দৈব-পরমার্থবেত্তাগণের মত পর্য্যা-লোচনা করিয়াও অসুর-প্রকৃতিগণ তোমাকে জানিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

হে ভগবন্! তুমি যোগমায়াপ্রভাবে গোপন করিলে তোমার যে প্রভুত্বের স্বভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের সীমায়ও যাহা। সাম্য এবং আধিক্যের সম্ভাবনাও নাই, তাহা তোমার অনন্ত ভক্তগণ অনায়াসে অবগত হয়েন। অহো! তোমার অনন্য ভক্তগণের মহিমা ॥ ১৮ ॥

অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে ॥

তথাহি—পাদ্মে।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৯ ॥

আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥
পিতা-মাতা-গুরু-আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥
মাধব, ঈশ্বরপুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ ॥
লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয় ॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাস্তি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার ॥

অস্মিন্‌লোকে দ্বৌ ভূতৌ সর্গৌ ভবতঃ, দৈব আসুরশ্চ,বিষ্ণুভক্তো দৈবঃ স্মৃতঃ, তদ্বিপর্য্যয়ঃ বিষ্ণুভক্তঃ আসুরঃ। ১৯

ইহজগতে দুই প্রকার লোক সৃষ্ট হইয়াছে, এক দৈব, অপর অসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারাই দৈব, যাহারা তাহার বিপরীত, তাহারাই অসুর ॥১৯॥

শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে!
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে॥

হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে দশাধিকশতাঙ্কধৃতং
গৌতমীয়তন্ত্রে নারদবচনম্।

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥২০॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজল তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥
চৈতন্যের অবতার এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্ম-সেতু॥

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন—জলগণ্ডূষেণ ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ আত্মানং স্বকীয়ং দেহং বিক্রীণীতে॥২০॥

এক দল তুলসী এবং এক গণ্ডূষ জলের দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকট আপনাকে বিক্রয় করেন॥২০॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৯।১১।

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ! পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়াত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ২১ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।
"ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥"
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্যকারণং নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ।

ত্বমিতি। ভক্তিযোগেন শোধিতে হৃৎসরোজে আস্সে—তিষ্ঠসি। শ্রুতেন শ্রবণেনেক্ষিতঃ পন্থাঃ যস্য, কিঞ্চ শ্রবণং বিনাপি ত্বদ্ভক্তাঃ মনসা যদ্‌যদ্বপুঃ রূপং স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি তত্তৎ প্রণয়সে প্রকটয়সি,সতাং ত্বদ্ভক্তানাং অনুগ্রহায় ইতি ॥ ২১ ॥

হে ভগবন্! যে তোমার পন্থা, শাস্ত্রাদি শ্রবণ-দ্বারা অবগত হওয়া যায়, এবং যে তুমি, ভক্তিযোগপরিভাবিত ভক্তের হৃৎসরোজে বাস কর, সেই তোমার ভক্তগণ শ্রবণাদি ব্যতীত স্বেচ্ছাক্রমে তোমার যে যে রূপ ধ্যান করেন, তুমি সেই সেই বপু সদনুগ্রহের নিমিত্ত প্রকটিত কর ॥ ২১ ॥

চতুর্থ-পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ দিয়া মন॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস (১)॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
"প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার॥
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥

বালোঽপি—মূর্খোঽপি শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিন স্তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং কুরুতে॥ ১॥

শ্রীচৈতন্য প্রসাদে—অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্র দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য-রূপধারী ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতেছে॥ ১॥

আভাস—অভিপ্রায়। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নাম্নী শক্তি কি কারণ বশতঃ শ্রীরাধারূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন? কি হেতুই বা এক বস্তু দুইরূপে প্রকাশিত হয়েন? শ্রীরাধাকে? এবং একবস্তু দুইরূপে প্রকাশিত হইয়া একীভূত হয়েন কেন? ইত্যাদি শ্লোকের অভিপ্রায় বলা যাইতেছে।

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥
* পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥
আনুসঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কাহ সে মূল কারণ॥
"প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
১ রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥

---

* সর্ব্বাংশে সম্মিলিত পদার্থকেই পূর্ণ বলে। পূর্ণ পদার্থের প্রকাশ হইলে তাহার অংশ সকলও তাহাতে সঙ্গত হইয়া থাকে। যাহা হইতে অবতার সকল প্রকাশিত হয়েন তিনিই পূর্ণ। সকল অবতার সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন। পূর্ণপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার কালে শ্রীনারায়ণাদি সকল অবতারই তাঁহাতে মিলিত থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ। লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলার অনাদিত্ব প্রতিপাদন প্রকরণে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

(১) "ইষ্টে স্বারসিকী রসপরমাবিষ্টতা ভবেৎ" অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশপরাকাষ্ঠা তাহার নাম রাগ। উক্ত রাগ দুই প্রকার, রাগানুগা ও রাগাত্মিকা। ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি।

রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥”
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
“আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেম বশ আমি না হই অধীন ॥”
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪র্থ অঃ ১১ শ শ্লোকঃ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম, হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥

নন্থ, নিত্যজন্মাদি মনোজ্ঞং সর্ব্বেশ্বর ত্বং ময়াবগতঃ, ক্বচিত্বঙ্গুষ্ঠমাত্রাদিরপীশ্বরো জন্মাদিশূন্যঃ শ্রূয়তে, তৎ কিং তব ত্বদুপাসনস্য চ বৈবিধ্যং ভবেদিতি চেদোমিত্যাহ —যে যথেতি। যে ভক্তাঃ মামেকং বৈদূর্য্যমিব বহুরূপং সর্ব্বেশ্বরং যথা যেন প্রকারেণ ভাবেনেতি যাবৎ প্রপদ্যন্তে ভজন্তি; তানহং তাদৃশ স্তথৈব তত্তাবানুসারিণা রূপেণ ভাবেন চ ভজামি সাক্ষাৎ ভবন্ননুগৃহ্লামি। ন্যূনতামেবকারো নিবর্ত্তয়তি। অতো মমৈকস্যৈব বহুরূপস্য বর্ত্ম বহুবিধমুপাসনমার্গগমনাদিপ্রবৃত্ততদুপাসকপরম্পরানুকম্পিতা মনুষ্যাঃ সর্ব্বেঽনুবর্ত্তন্তেঽনুসরন্তি ॥ ২ ॥

যে যে ভক্ত আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও সেই সেই ভক্তকে সেই সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। অতএব হে অর্জ্জুন! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারেই আমার বর্ত্মের অনুসরণ করে ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮২ অঃ ৩১ শ্লোকঃ।

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৩ ॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপ গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুহেঁ করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥

নন্থ, ভো বাগ্মিশিরোমণে! যস্মিন্ দোষমারোপয়সি, স ভগবাংস্ত্বমেব সর্ব্ব-লোকবিখ্যাতো ভবসীত্যস্মাভির্জ্ঞায়ত এব। ভোঃ সখ্য! এবঞ্চেৎ সত্যমহং ভগবানেব তদপি ভবতীনাং স্নেহাধীন এবাস্মীত্যাহ—ময়ি ভক্তিমাত্রমেব তাবদমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে। যত্তু ভবতীনাং মৎস্নেহ আসীত্তদ্দিষ্ট্যা মদ্ভাগ্যে-নৈবাতিভদ্রমেব। যতো মদাপনঃ মাং আপয়তি বলাদাকৃষ্য যুষ্মৎসমীপমানয়ত্যা-নীয়াচিরেণৈব যুষ্মদন্তিক এব স্থাপয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গোপীগণ! আমার প্রতি ভক্তিমাত্রই সকল ভূতগণের মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হয়; অতএব তোমাদিগের আমার প্রতি যে স্নেহ আছে, তাহা অতি কল্যাণ কর, যে হেতু উহাদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩ ॥

এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। ১০।৩৩।৩৬ শ্লোকঃ

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায়ং কৃতবানিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্য উত্তরমাহ—অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে, যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ, তৎপরস্তদ্বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময়্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশী মণি-মন্ত্র-মহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যা শক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তত্তাবাধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাসলীলা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণরূপ জুগুপ্সিত কর্ম্ম কেন করিলেন? তৎশ্রবণে শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবানের ইহা জুগুপ্সিত কর্ম্ম নহে, 'ভগবান্ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য এই প্রকার লীলা করিতেছেন, যাহা শ্রবণ করিয়া ভাগ্যবান মনুষ্য তাঁহাতে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হয়, যে হেতু উজ্জ্বল রসময়ী ভগবল্লীলাসমূহের, মণিমন্ত্র মহৌষধির ন্যায় কোন অচিন্তনীয় শক্তি আছে ॥৪

ননু, শক্তিশক্তিমদ্ভাবেন বহ্ন্যৌষ্ণ্যবন্নিত্যসিদ্ধয়োরনয়োর্নিত্যদাম্পত্যং বিহায় কেয়মৌপপত্যেন লীলেতি চেৎ পারমৈশ্বর্য্যাদিতি গৃহাণ। নহ্যেতয়োর্নিয়ামকঃ কোঽপ্যস্তি, যত্নীত্যা দাম্পত্যে স্থেয়ং। ন বা কর্ম্মপারতন্ত্র্যাদৌপপত্যং, অকর্ম্মতন্ত্রত্বাভিধানাৎ। ন চ জনমনোনিবেশার্থমেতৎ, 'ন পারয়েঽহম্মিত্যাদি' বাক্যেষু তস্মিন্ স্বেচ্ছায়াঃ প্রত্যয়াৎ তন্নিবেশস্য সৌন্দর্য্যহেতুক এব, নচোৎকণ্ঠায়াঃ পরিপোষার্থমেতৎ, তস্যা নিত্যপুষ্টত্বাৎ; তস্মাৎ পারমৈশ্বর্য্যাদেবৈতচ্ছক্তিশক্তিমতোস্তয়োর্নির্গীর্ণদাম্পত্যমৌপপত্যমিতি সুধীভিরবধেয়ম্।

অগ্নিতে উষ্ণতার ন্যায় শক্তি-শক্তিমদ্ভাবে নিত্যসিদ্ধ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যদাম্পত্য পরিত্যাগ করিয়া উপপতি ভাবে আবার কি লীলা? এই প্রশ্নের উত্তর:— শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপপতি ভাবে লীলা, পরমেশ্বরত্ব নিবন্ধন জানিতে হইবে, যেহেতু

শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেহ নিয়ামক নাই,যাহার ভয়ে ইঁহার দাম্পত্যে অবস্থান করিবেন, এবং মনুষ্যের ন্যায় এই ঔপপত্য লীলা, কর্ম্মপরতন্ত্র নহে। যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সকল শাস্ত্রে 'কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন' বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। এবং জন-মনোভিনিবেশের নিমিত্ত এ লীলা নহে যেহেতু তাঁহাদের সৌন্দর্য্যই জনমনোভিনিবেশের হেতু। এবং উৎকণ্ঠা পোষণের নিমিত্তও এ লীলা নহে; যেহেতু তাঁহাদের উৎকণ্ঠা নিত্যই পুষ্ট আছে; এই সকল কারণে এবং পরমেশ্বরত্ব নিবন্ধন শক্তি ও শক্তিমান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নির্গীর্ণ দাম্পত্য ঔপপত্যভাবসুধীগণ সাবধান হইয়া বিবেচনা করিবেন। এবং এই ঔপপত্যলীলার অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ব্যাপিত্ব সম্বন্ধেও যাহা শ্রীবিদ্যাভূষন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও লিখিত হইতেছে।

যত্তু কশ্চিত্তাদৃশস্য হরে স্তাভিঃ সহ শৃঙ্গারলীলা তৎপতিভাবেনাস্ত নতুপপতিভাবেন.: তেন তস্মিংস্তাসু চ সৌশীল্যপ্রতীপস্য কৌশীল্যস্য প্রসঙ্গাদিত্যাহ—ধর্ম্মশাস্ত্রাভ্যাসো-ঘাস গ্রাস-পুষ্ট স্তদসৎ। সর্ব্বেশস্যাত্মারামস্য হরেঃ শৃঙ্গারোৎকর্ষরসিকস্য সত্যসঙ্কল্পস্যানাদিতৎসঙ্কল্পাদনাদিত স্তথাবিভূ´তাভি স্তদাত্মভূতাভি স্তদন্যাস্পৃষ্টাভিঃ স্বকান্তিসমাভিঃ সহ লীলায়াং স্বাত্মারামত্বানপায়াৎ।

কেহ বলিয়া থাকেন ব্রজগোপীকাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গারলীলা পতিভাবেই হইয়া থাকে, উপপতিভাবে নহে। যেহেতু উপপতিভাবে তাদৃশ লীলা হইলে,শ্রীকৃষ্ণে ও গোপীগণে দুশ্চরিত্রতাব প্রসঙ্গ হয়, এ কথা ভাল নহে; যেহেতু সর্ব্বেশ্বর, আত্মারাম, শৃঙ্গারোৎকর্ষ-রসিক, সত্য-সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণের অনাদিকাল হইতে ব্রজগোপীদিগের সহিত উপপতিভাবে লীলা-সঙ্কল্প বিদ্যমান আছে। এবং অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরকীয়াভাবে আবির্ভাবিত, নিজস্বরূপভূত, স্ব-কান্তিসমা এবং পরপুরুষকর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট গোপীকাগণের সহিত ঔপপত্য লীলায় কৃষ্ণের আত্মারামত্বের হানি হয় না। তবে শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ প্রকটলীলার পরকীয়া আভাস মাত্র বলিয়া যে স্বকীয়াভাবে শ্রীরাধামাধবের রসপুষ্টি দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার হার্দ্দ নহে; যেহেতু উজ্জ্বলনীলমণি-ব্যাখ্যার উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।" এই পদ্যার্দ্ধের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শ্রীজীবগোস্বামি-পাদের ব্রজগোপীকাগণের স্বকীয়াভাব অভিপ্রেত নহে; পরের অনুরোধেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উপপতির লক্ষণ :—"যিনি অনুরাগবশতঃ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পররমণীর প্রতি আসক্ত হয়েন এবং তদীয় প্রেমই যাঁহার সর্ব্বস্ব, বিজ্ঞগণ তাঁহাকে উপপতি বলেন। (উজ্জ্বলনীলমণি হইতে)

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায় ॥
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রাকট্য কারণ।
অসুর সংহার আনুসঙ্গ প্রয়োজন ॥
এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সে কালে মিলন ॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার ॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে ॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং ২২শ শ্লোকঃ।

যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৫ ॥

তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কতে—নন্বাসাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতং। তত্রাদ্যে সর্ব্বেষামেকত্রৈব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। দ্বিতীয়ে চ কস্যচিৎ

উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষে উল্লাসময়ী এই রতি, বাসনাভেদে স্বাদ্বী হইয়া কখনো কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশ পাইয়া থাক ॥ ৫ ॥

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
১স্বকীয়া পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥
২পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ?
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

তদুক্তং স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য ১ম স্তবে ২য় শ্লোকঃ।

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥

ক্বচিৎ প্রবৃত্তৌ কিং কারণং, তত্রাহ—যথোত্তরমিতি। যথোত্তরমুক্তক্রমেণ স্বাদী অভিরুচিতা, নযত্র বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ ? নির্ব্বাসনো একবাসনো বহুবাসনো বা তত্রাস্বয়োরন্যতরস্বাদাভাবাদ্বিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব। অন্ত্যস্য চ রসাভাসিতা পর্য্যবসানায়াস্তীতি সত্যং, তথাপ্যেকবাসনস্য তদ্ঘটতে। রসান্তরস্যাপ্রত্যক্ষ-ত্বেঽপি সদৃশরসস্যোপমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসস্যতু সামগ্রীপরিপোষাপরি-পোষদর্শনাদনুমানেন চেতি ॥ ৫ ॥

এষ চৈতন্যদেবো ন চতুর্থযুগাবতারঃ কৃষ্ণস্যাংশঃ। 'কৃতে শুক্লো ধর্ম্মমূর্ত্তী রক্তস্ত্রেতাযুগে মতঃ। দ্বাপরে চ কলৌ চাপি শ্যামলাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ' ইতি। তস্য

যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের নির্ভয়স্থান অর্থাৎ অভয়দাতা, যিনি উপনিষদের

১। স্বকীয়া—যাঁহারা বিধি অনুসারে বিবাহিত ও পতির আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর এবং পাতিব্রত্য হইতে অবিচলিত সেই নায়িকাদিগের নাম স্বকীয়া; যথা—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী, সত্যভামাপ্রভৃতি। (উজ্জ্বলনীলমণি হইতে।)

২। পরকীয়া—যাঁহার অনুরাগে আত্মা অর্পণ করিয়াছেন এবং ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা করেন না, আর ধর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহবিধি অনুসারে গৃহীত নহেন, তাঁহারাই পরকীয়া ; যথা—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীগণ। (উজ্জ্বলনীলমণি হইতে)

স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য ২য় স্তবে তৃতীয়-শ্লোকঃ।

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্।
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭ ॥

শ্যামবর্ণত্বস্মরণাৎ। কিন্তু প্রেয়সীভাবকান্তিভ্যাং পিহিতস্বভাবকান্তিঃ স্বয়ং কৃষ্ণ এবাবিরভূৎ ইতি ভাবেনাহ—সুরেশানামিতি। দুর্গং—নির্ভয়স্থানং,গতিঃ—পরতত্ত্বসঞ্চারঃ, সর্ব্বস্বং তপোবিজ্ঞানলক্ষণমৈহিকং পারত্রিকং চ ধনং, প্রণতপটলীনাং—দাসভক্তবৃন্দানাং মধুরিমা—দাস্যভক্তিমাধুর্য্যং। সংঘাতে—প্রকরৌঘবারনিকরব্যূহাঃ সমূহশ্চ যঃ সন্দোহঃ সমুদায়রাশিবিসারব্রাতাঃ কলাপো ব্রজঃ। কূটং মণ্ডলচক্রবালপটলস্তোমা গণঃ পেটকং বৃন্দং চক্রকদম্বকং সমুদয়ঃ পুঞ্জোৎকরৌ সংহতিরিতি হৈমঃ। নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং—সমস্তব্রজবনিতানাং প্রেম্নঃ কৃষ্ণবিষয়কস্য বিনির্যাসঃ—সারঃ, স চৈতন্যঃ মে দৃশোর্নেত্রয়োঃ পদং পুনরপি কিং যাস্যতি? ইহ হেত্বলঙ্কারো দর্শিতঃ। দুর্গাদিহেতোরপি চৈতন্যস্য দুর্গাদিরূপত্বেনাভিধানাৎ। যদুক্তং, কাব্যকৌস্তুভে—"হেতোরেকাত্মনাখ্যানং হেতুরিত্যভিধীয়তে" ইতি। অদ্রীণাং বিক্রতিঃ সাক্ষাদাকৃষ্টির্জন্তুভ্রুবাং স্থৈর্য্যং স্রোতস্বতীনাঞ্চ জীয়াদ্বংশীধ্বনির্বিভোরিতিবৎ। ইহাদ্রিবিদ্রবাদিহেতুভূতোঽপি বংশীনাদ স্তদ্রূপতয়া বর্ণিতঃ ॥ ৬ ॥

ননু. চতুর্থযুগাবতারঃ শ্যামলাঙ্গঃ।, 'কৃতে শুক্লোধর্ম্মমূর্ত্তী'রিত্যাদি স্মরণাৎ। অস্তু চৈতন্যস্য তদ্যুগাবতারস্য গৌরত্বং কুত স্তত্রাহ—অপারমিতি। যঃ কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য ব্রজাঙ্গনালক্ষণস্য স্নিগ্ধভক্তনিচয়স্য কমপ্যনির্ব্বাচ্যং মধুরং শৃঙ্গারাপরপর্য্যায়ং রসস্তোমং হৃত্বোপভোক্তুং স্বয়ং তদ্ভাবেনাস্বাদয়িতুং স্বাং রুচিং দ্যুতিমাবব্রে—পিদধে। কিং কুর্ব্বন্নিত্যাহ—তদীয়াং তদ্বৃন্দসম্বন্ধিনীং দ্যুতিং প্রকটয়ন্ পরিপ্রকাশয়ন্। অন্যোঽপি চৌরঃ স্বরূপমাবৃত্য চোরয়তীতি প্রসিদ্ধমেতৎ। শ্রুতিরপ্যেতৎ সূচয়তি—'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনি'মিত্যাদিনা। এবং কুতশ্চকার? তত্রাহ—কুতুকীতি। তাসাং ভাবা-

---

একমাত্র গতি অর্থাৎ লক্ষ্যস্থান, যিনি মুনিগণের ঐহিক পারত্রিকের ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের ভক্তিমাধুর্য্যস্বরূপ এবং যিনি নিখিল ব্রজবনিতার প্রেমের সার সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথে পথিক হইবেন? ॥ ৬ ॥

যিনি ব্রজাঙ্গনাগণের কোন অনির্ব্বচনীয় মধুররস হরণ করিয়া, উহা স্বয়ং তদ্ভাবে আস্বাদন করিবার নিমিত্ত তদীয় কান্তি বাহিরে প্রকাশপূর্ব্বক নিজদ্যুতি

ভাব গ্রহণ হেতু কহিল ধর্ম্ম স্থাপন।
মূল হেতু আগে শ্লোকে করিব বিবরণ॥
"ভাব গ্রহণের এই শুনহ প্রকার।
তাহা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিবে বিচার॥
এইত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।
এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ॥"

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াং শ্লোকঃ। *
রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ ৮

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥
ইথি লাগি আগে করি তাহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন॥

স্বাদে বিনোদবান্। "কৌতূহলং বিনোদঃ স্যাৎ কুতুকঞ্চ কুতূহলমিতি" হলায়ুধঃ। ষষ্ঠপ্যুক্তস্মৃতেঃ প্রতিকলিযুগাবতারঃ শ্যামল স্তথাপি বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশতিতমচতুর্যুগীয়-কলিসন্ধ্যায়াং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এব স্বপ্রেয়স্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কান্তিভাবাভ্যাং স্বকান্তিভাবৌ সমাবৃণ্বন্নবততারেতি স্বীকর্ত্তব্যং 'কৃষ্ণবর্ণ'মিত্যাদে'রাসন্ বর্ণাস্ত্রয়' ইত্যাদেশ্চ। এবমভিপ্রেত্যৈব 'ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্ত্বমিতি' সপ্তমে প্রহ্লাদোক্তিশ্চোপপদ্যেত॥ ৭॥

আবরণ করিয়াছেন, পরম কুতুকী সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন॥ ৭॥

---

* টীকা ও বঙ্গানুবাদ ৩ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি-হ্লাদিনি নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীদ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

তথাহি—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে ১২ অঃ ৬৯ শ্লোকঃ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ৯॥

হ্লাদিনীতি। হ্লাদিনী—আহ্লাদকরী, সন্ধিনী—সত্তা, সম্বিৎ—বিদ্যাশক্তিঃ। একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী সারভূতেতিযাবৎ। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতি র্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব নতু জীবেষু। জীবেষু চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি। তামেবাহ—হ্লাদতাপকরী মিশ্রেতি; হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী; তাপকরী—বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী; তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী। তত্র হেতুঃ, সত্ত্বাদিগুণৈর্ব্বর্জ্জিতে তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ "হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকর" ইতীতি। অত্র হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী; তথা সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী; এবং জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সম্বিদিতি জ্ঞেয়ং। তত্র-চোত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। তদেবং তস্যাস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশকতা লক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং বা; স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ব্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বং। তচ্চান্যানিরপেক্ষ্যস্তৎ প্রকাশ ইতি জ্ঞাপনজ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাদ্বিশুদ্ধত্বং তত্র চেদমেব সন্ধিন্যংশপ্রধানঞ্চেদাধারশক্তিঃ। সম্বিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা।

হে ভগবন্! হ্লাদিনী সন্ধিনী এবং সম্বিৎ এই তিন মুখ্য অব্যভিচারিণী স্বরূপভূত শক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত। কিন্তু হ্লাদকরী সাত্ত্বিকী

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ৩য় অঃ ২১ শ্লোকঃ।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥১০॥

হ্লাদিনী সারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপচ্ছক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্রাধার-শক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। তদুক্তং 'যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যত' ইতি। তথা জ্ঞানতৎপ্রবর্ত্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়াত্মবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপ-মুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে এবং ভক্তিতৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্য-বিদ্যয়া তদ্বৃত্তিকয়া প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টিকৃতে, 'যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে! আত্মবিদ্যাচ দেবি! ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি'। যজ্ঞবিদ্যা—কর্ম্মবিদ্যা; মহাবিদ্যা—অষ্টাঙ্গ-যোগঃ, গুহ্যবিদ্যা-ভক্তিঃ, আত্মবিদ্যা—জ্ঞানং 'তৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাত্বমেব তত্তদ্রূপা বিবিধানাং মুক্তীনাং বিবিধানামন্যেষাঞ্চ ফলানাং দাত্রী ভবসীত্যর্থঃ। অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে। ইয়মেব বসুদেবাখ্যা তদুক্তং শ্রীমহাদেবেন। সত্ত্বমিতি॥ ৯॥

সত্ত্বমিতি। বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিত্বাজ্জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষেণ শুদ্ধ-সত্ত্বং যৎ তদেব বসুদেবশব্দেনোক্তং। কুতস্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ—যৎ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ সত্ত্বে পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে—প্রকাশতে। অগোচরস্য গোচরতা হেতুত্বেন লোকপ্রসিদ্ধসত্ত্বসাম্যাৎ সত্ত্বতা ব্যক্তা। তস্মা-দ্বসুদেবশব্দিতং বিশুদ্ধসত্ত্বং। ইত্থং স্বয়ং প্রকাশ-জ্যোতিরেকবিগ্রহ-ভগবজ্জ-জ্ঞানহেতুত্বেন, 'কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃত'মিত্যাদৌ বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ্-জ্ঞানশ্রবণেন চ সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধপদাবগতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতা-শক্তিলক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তং, ততশ্চ সত্ত্বে প্রতীয়তে ইত্যত্র করণ এবাধিকরণ-

---

ভাগকারী তামসী এবং তদুভয়মিশ্রা রাজসী, এই ত্রিশক্তি-বর্জ্জিত তোমাতে অব-স্থিতি করিতে পারেন না॥ ৯॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। যেহেতু তাঁহাতে পরম পুরুষ অনাবৃত হইয়া

বিবক্ষা। স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বমেব বিশদয়তি—অপাবৃত আবরণশূন্যঃ সন্ প্রকাশতে। প্রাকৃতং সত্ত্বক্ষেত্রংহি প্রতিফলনমেবাবসীয়তে। ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গততয়া তস্য তত্রাবৃতত্বেনৈব প্রকাশঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ফলিতার্থমাহ—এবম্ভূতে সত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ মে ময়া মনসা বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ। তৎসত্ত্বতাদাত্ম্যাপত্তে নৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যত ইতি পর্য্যবসিতং। ননু, কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং কিং তেন সত্ত্বেন? তত্রাহ—হি যস্মাৎ অধোক্ষজঃ অধঃকৃতমতিক্রান্তমক্ষজমিন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন সঃ। নমসেতিপাঠে হি শব্দস্থানেঽপ্যমুশব্দঃ পঠ্যতে। ততশ্চ বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্যয়া স্বপ্রকাশতাশক্ত্যৈব প্রকাশমানোঽসৌ নমস্কারাদিনা কেবলমমুবিধীয়তে সেব্যতে, নতু কেনাপি প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। তদেব সদৃশ্যত্বেনৈব স্ফুরন্নসাবদৃশ্যো-নৈব নমস্কারাদিনাস্মাভিঃ সেব্যত ইতি তৎপ্রকরণসঙ্গতিশ্চ গম্যতে। অথ যতো ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশকবিশুদ্ধসত্ত্বস্য মূর্ত্তিত্বং বসুদেবত্বঞ্চ অতএব তৎপ্রাদুর্ভাব-বিশেষে ধর্ম্মপত্ন্যাং মূর্ত্তিত্বং শ্রীমদানকদুন্দুভৌচ বসুদেবত্বমিতি বিবেচনীয়ং তদেবং হ্লাদিন্যাস্তেকতমাংশবিশেষপ্রধানেন বিশুদ্ধসত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভৃতী-নামপি প্রাদুর্ভাবো বিবেক্তব্যঃ। তত্রচ তাসাং ভগবতি সম্পদ্রূপত্বং সম্পৎ-সম্পাদকরূপত্বং সম্পদং সরূপক্ষেত্র্যাদিবিবিধরূপকত্বং জ্ঞেয়ং। তত্রচ তাসাং কেবলশক্তিমাত্রত্বেনামূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিস্তদধিষ্ঠাতৃরূপত্বেন মূর্ত্তানাস্তু তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্।

(১)কৃষ্ণ-ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
(২)ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥

প্রকাশ পাইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার অর্থাৎ পরম পুরুষের নাম বাসুদেব। আমি বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্ন মানসে বাসুদেবকে চিন্তা করিতেছি।

১। এক্ষণে সন্ধিনী-শক্তির বিবৃতি করিয়া, সম্বিতের বিবরণ করিতেছেন—কৃষ্ণ-ভগবত্তা ইত্যাদি।' 'কৃষ্ণ-ভগবত্তা"—কৃষ্ণেরভগবত্তা—ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণতা। 'জ্ঞান'—অনুভূতি। 'সম্বিতের'—সম্বিৎশক্তির।

২। 'ব্রহ্মজ্ঞানাদিক ইত্যাদি।'—যেমন শত মুদ্রার মধ্যে একটি বা দুইটি মুদ্রা বিদ্যমান আছে, এইরূপ কৃষ্ণ-ভগবত্তা জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানাদি সমস্তই অন্তর্ভূত আছে।

হ্লাদিনীর সার প্রেম(১) প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা(২) নাম মহাভাব॥
(৩)মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রকরণে ২য় অঙ্কে।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াম্। ৫।৩৭

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে ইতি। তাসু শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীমহাভাবস্বরূপেয়মিতি।

তৎ প্রেয়সীনাস্তু কিং বক্তব্যং, পরমপ্রিয়াং তাসাং সাহিত্যেনৈব তস্য তল্লোক-বাস ইত্যাহ—আনন্দেতি। অখিলানাং গোলকবাসিনাং অন্যেষামপি প্রিয়-

---

শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলী এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠা; যেহেতু ইনি মহাভাবস্বরূপা এবং সর্ব্বগুণের খনি।

পরম প্রেমময় উজ্জ্বল রসে প্রতিভাবিত সেই হ্লাদিনীশক্তিরূপা প্রিয়াগণের

১। প্রথমতঃ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাকারে সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন যে ভক্তি, তাঁহার নবম ভূমিকা প্রেম, প্রেমের পরমোৎকর্ষ অবস্থার নাম ভাব অর্থাৎ সেই প্রেমের সপ্তম ভূমিকা।

২। 'পরমকাষ্ঠা'—চরম সীমা। 'মহাভাব'—এই মহাভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণেরও অত্যন্ত দুর্ল্লভ। কেবল একমাত্র শ্রীব্রজদেবীগণের সম্বেদ্য।

৩। এখানে মহাভাব বলিতে মাদনাখ্য মহাভাব বুঝিতে হইবে। কারণ, এই হ্লাদিনীসারমাদনমহাভাব শ্রীরাধিকা ভিন্ন অন্য কোন ব্রজদেবীতে বিরাজিত নাই। অন্যান্য ব্রজদেবীগণ মোহনাখ্য মহাভাব স্বরূপা।

বর্গাণামাত্মভূতঃ পরমপ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচর্য্যাপি তাভিরেব সহ নিবসতীতি তাসামতিশয়ত্বং দর্শিতং। তত্রহেতুঃ; কলাভিঃ হ্লাদিনীশক্তিরূপাভিঃ, তত্রাপি বৈশিষ্টমাহ—আনন্দেতি; আনন্দচিন্ময়ো যো রসঃ পরমপ্রেমময় উজ্জ্বলনামা তেন ভাবিতাভিঃ পূর্ব্ববত্তাসাং তন্নাম্না রসেন। সোঽয়ং ভাবিতো জাতঃ, ততশ্চ তেন যা প্রতিভাবিতা জাতাস্তাভিঃ সহেত্যর্থঃ। প্রতিশব্দোঽত্রভাতে, যথা প্রত্যুপকৃতঃ স ইত্যুক্তে তস্য প্রাগ্যোপকারিত্বমায়াতি তদ্বৎ। তত্রাপি নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব নতু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপরদারাত্বাসম্ভবাৎ। অস্য স্বদারতাময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিতয়া সমুৎকণ্ঠয়া পোষণার্থং প্রকটলীলায়াং মায়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতিভাবঃ। য এবেত্যেবকারেণ যৎ প্রাপঞ্চিকপ্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতা ব্যবহারেণ নিবসতি। সোঽয়ং যত্র বা প্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারে যো নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথাচ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রেঃ—তদপ্রকটলীলা নিত্যলীলাশীলময়দশার্ণব্যাখ্যানে, অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেবেতি গোলোকে এবেত্যেবকারেণ সেঽয়ং লীলাতু তস্মান্নান্যা বিদ্যতে ইতি প্রকাশতে।

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার॥
(১)অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার॥

সহিত নিখিল গোলোকবাসিগণের এবং অন্তের আত্মস্বরূপ যিনি গোলোকে বাস করেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

১। কিরূপে শ্রীরাধিকা হইতে কৃষ্ণকান্তাগণের বিস্তার হইল, তাহা দেখাইতেছেন,—অবতারী কৃষ্ণ যৈছে······বহুত প্রকার'।

(১)লক্ষ্মীগণ হন তাঁর অংশবিভূতি(২)।
(৩)বিম্ব প্রতিবিম্ব রূপ মহিষীর ততি ॥
(৪)লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ। *
মহিষীগণ প্রাভব প্রকাশ স্বরূপ ॥
আকার স্বভাব ভেদ ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহ রূপ(৫) তাঁর রসের কারণ ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥
(৬)তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলা স্বাদে ॥

১। এই স্থলে বহু গ্রন্থের পাঠের বড়ই অনৈক্য। আমরা যাহা সঙ্গত বিবেচনা করিলাম, তাহাই মূলে সন্নিবেশ করিলাম, এবং অন্য পাঠগুলি নিম্নে দিলাম।

বাঙ্গালা হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকের পাঠ। 'লক্ষ্মীগণ বিলাস-বৈভব অংশ রূপ। মহিষীগণ বৈভবপ্রকাশ স্বরূপ॥' নাগরী পুস্তকের পাঠ। 'লক্ষ্মীগণ হয় তাঁহার অংশ বিভূতি। প্রতিবিম্ব স্বরূপ বিলাস মহিষীর ততি॥

২। অংশ বিভূতি'—বৈভবাংশ, অর্থাৎ বিলাস।

৩। 'বিম্ব প্রতিবিম্ব রূপ'—'বিম্ব'—দেহ। 'প্রতিবিম্ব'—প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ।

৪। 'লক্ষ্মীগণ' ইত্যাদি ;—যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস পরব্যোমনাথ নারায়ণ; এইরূপ পরব্যোম-নাথ নারায়ণের কান্তা শ্রীলক্ষ্মীও শ্রীরাধিকার বিলাস। এবং অন্যত্রের লক্ষ্মীগণ, শ্রীরাধিকার বিলাস—পরব্যোমনাথ-নারায়ণের কান্তা লক্ষ্মীর অংশ, তাহাই কহিলেন ;—'লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ।'

৫। 'কায়ব্যূহ'—একশরীরির বহুতর শরীর প্রকট করণের নাম কায়ব্যূহ। ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ রূপ। অর্থাৎ কায়ব্যূহ সদৃশ। একই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে রসবিশেষ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ব্রজদেবী রূপে বহু হইয়াছেন ; তাহাই বলিতেছেন ;—'বহু কান্তা……প্রকাশ।'

৬। 'তার মধ্যে'—বহুকান্তার মধ্যে। নানাভাব রস ভেদে'—স্বপক্ষ

---

* এই স্থলে লিপিকর প্রমাদে প্রত্যেক পুস্তকে এত পাঠের পার্থক্য হইয়াছে যে, আমরা তাহা লিখিয়া জানাইতে পারিলাম না।

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী ।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্ব কান্তা-শিরোমণি ॥

তথাহি—বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে ।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ *

অস্যার্থঃ ।

(১)দেবী কহে দ্যোতমানা পরমসুন্দরী ।
কিম্বা কৃষ্ণ ক্রীড়া-ব্রজের(২) বসতি নগরী ॥
(৩)কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে ।
যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ ॥

বিপক্ষ সুহৃদ্পক্ষ ও তটস্থপক্ষ প্রভৃতি ভাবভেদে ও রসভেদে এবং অনুরাগ ভেদে ।

১ । 'দেবী……নগরী'—দেবীশব্দের অর্থ দিব ধাতু হইতে দেবী হইয়াছে, এখানে দিব্ ধাতুর দ্যুতি অর্থ । তাহাতে দেবীশব্দের অর্থ দ্যোতমান অর্থাৎ পরম সুন্দরী ।

২ । 'ক্রীড়া-ব্রজের'—ক্রীড়াসমূহের । অনেক পুস্তকে 'কৃষ্ণ ক্রীড়াপূজার' এই পাঠ দেখা যায়, তাহার অর্থ ;—কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়ারূপ পূজা অর্থাৎ আরাধনার ।' ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, 'শ্রীব্রজগোপীকাগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত কামক্রীড়া' এবং 'মুনিগণের কৃষ্ণ আরাধন'—এই উভয়ই এক বস্তু হইলেও মুন্যাদি আরাধকবৃন্দের আরাধনা অপেক্ষা শ্রীব্রজদেবীগণের আরাধন অতি উৎকৃষ্ট ও পরম শুদ্ধ ।

৩ । 'কৃষ্ণময়ী……একরূপ' এই পর্য্যন্ত 'কৃষ্ণময়ী' শব্দের ব্যাখ্যা । 'কিম্বা……একরূপ'—এই পয়ারের সঙ্ক্ষেপার্থ ;—'প্রেমরসময়ী' ; অর্থাৎ 'প্রেম-রসময়' কৃষ্ণের স্বরূপ ; শ্রীরাধিকা তাঁহার স্বরূপ শক্তি ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বরূপতঃ প্রেমরসময় ; এইরূপ শ্রীরাধিকাও স্বরূপতঃ প্রেমরসময়ী ।

---

* এই শ্লোকের ব্যাখ্যা পয়ারেই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না ।

(১)কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তি রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩০ অঃ ২৪ শ্লোকঃ।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

(২)অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
(৩)সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিহোঁ হয় অধিষ্ঠান॥

অনয়েতি। নূনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ঈশ্বরঃ ভক্তাভীষ্টপ্রদানসমর্থঃ স্বতন্ত্রো বা। অনয়ৈবারাধিত আরাধ্য বশীকৃতঃ নত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধানামকারণঞ্চ দর্শিতং। তত্র হেতুঃ গোবিন্দো নোঽস্মান্ বিশেষেণ হিত্বা দূরতো নিশি বনান্তস্ত্যক্ত্বা তত্রাপি অস্মদ্ গম্যে একান্তস্থানে যামনয়ৎ, তত্রচ সর্ব্বা অপাস্মান্ বিহায় ধন্ গচ্ছন্নেব যামেব রহোঽনয়দিত্যর্থঃ।

রাস লীলায় শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, গোপীকাগণ শ্রীকৃষ্ণ-পদচিহ্নের সহিত শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া কহিলেন ; ইনিই নিশ্চয় সর্ব্ব দুঃখহর্ত্তা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদানসমর্থ হরিকে আরাধনা করিয়া বশীভূত করিয়াছেন, যেহেতু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দ ইহাকে একান্ত স্থানে লইয়া গিয়াছেন। এই শ্লোকের "অনয়ারাধিতঃ" এই অংশের দ্বারা রাধা নামের কারণও নির্দ্দেশ করিলেন অর্থাৎ হরিকে যিনি আরাধনা করেন তাঁহার নাম রাধা।

১। 'কৃষ্ণবাঞ্ছা......পুরাণে বাখানে।' এই পর্য্যন্ত রাধিকা শব্দের ব্যাখ্যা।

২। 'অতএব......মাতা' এই পয়ারের পরদেবতা শব্দের অর্থ। 'মাতা' ভূ প্রভৃতি সমস্ত শক্তিগণের অংশিনী হেতু সর্ব্ব জগতের মাতা।

৩। সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দের অর্থ করিতেছেন,—'সর্ব্বলক্ষ্মী'......শক্তিবর্গা। সর্ব্বলক্ষ্মী,—এখানে সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দে শ্লোকোক্ত সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, জানিতে হইবে। 'লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশ রূপ'। পূর্ব্বোক্ত এই পয়ারই সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শব্দের ব্যাখ্যা।

(১)কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্ব শক্তি বর্য্য॥
(২)সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাহাঁতে।
সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥
(৩)জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ(৪)॥

১। 'কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য,—ঐশ্বর্য্য, সর্ব্ববশীকারিত্ব (১); বীর্য্য, মণিমন্ত্র মহৌষধির ন্যায় অলৌকিক প্রভাব (২); শ্রী, সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি (৩); যশঃ, শরীরাদির সদ্গুণখ্যাতি (৪); জ্ঞান, পরতত্ত্বানুভূতি (৫); বৈরাগ্য প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাশক্তি (৬); এই ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শব্দের দ্বিতীয়ার্থ।

২। স্বর্ব্বকান্তি শব্দের অর্থ করিতেছেন, 'সর্ব্বসৌন্দর্য্য......অর্থ বিবরণ'। 'সর্ব্বসৌন্দর্য্য...... যাঁহাতে।'—১ম অর্থ। 'সর্ব্বলক্ষ্মীগণের......যাঁহা হৈতে।' ২য় অর্থ। 'কিম্বা......বিবরণ।' ৩য় অর্থ।

৩। 'জগৎমোহন কৃষ্ণ......পরা ঠাকুরাণী'। এই পর্য্যন্ত পরা শব্দের অর্থ।

৪। 'দুইরূপ'—কেবল শক্তিমাত্রত্ব হেতু নিরাকাররূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সহিত একাত্মভাবে অবস্থানের নিমিত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ একরূপ; আর শক্ত্যধিষ্ঠাতৃ-রূপে লীলারস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় রাধাকৃষ্ণ দুই

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে কৈল অবতার।
এইত পঞ্চম শ্লোকের(১) অর্থ পরচার॥
ষষ্ঠ শ্লোকের(২) অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস॥
অবতরি প্রভু প্রচারিল সংকীর্ত্তন।
এহো বাহ্য(৩) হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ(৪)।
রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য(৫) নিজ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥

রূপ। শ্রীজীব গোস্বামী পাদের এই সিদ্ধান্তের অভিপ্রায়—'শক্তি-শক্তিমদ্ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্ম হইয়াও অনাদিকাল হইতে লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত দুই দেহ ধারণ করায় এই বিরুদ্ধধর্ম্ম, পারমৈশ্বর্য্য ব্যক্ত করিতেছে।'

১। 'পঞ্চম শ্লোকের'—'রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি ইত্যাদির।'

২। 'ষষ্ঠ শ্লোকের' অর্থাৎ 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা ইত্যাদির।'

৩। 'এহোবাহ্য হেতু' পাঠান্তর—এহো গৌণহেতু, উভয় পাঠই একার্থক।

৪। 'বীজ'—কারণ। ৫। 'সেই কার্য্য'—রসাস্বাদন রূপ কার্য্য।

রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি(১) ॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এসব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতিমর্ম্ম(২) ॥
বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল(৩) ॥
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছাভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥
(৪)কৈশোর বয়স, কাম, জগৎ সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ৫ম অঃ ১৩অঃ, ৫৫ শ্লোকঃ।

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ‡

সোঽপি মধুসূদনঃ কৈশোরকং বয়ঃ মানয়ন্—সফলীকুর্ব্বন্ ক্ষপাসু শরদ্যামিনীষু স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ স্ত্রীরত্নসমূহস্থঃ রেমে। কিম্ভূতঃ ? ক্ষপিতঃ—ঘাতিতঃ

মধুসূদন আপনার কৈশোর বয়স সফল করিবার নিমিত্ত স্ত্রীরত্ন সমূহ মধ্যে

১। 'উঘাড়ি—উদ্ঘাটন করিয়া।

২। 'অতিমর্ম্ম'—কৈশোর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রেমময়ী শ্রীব্রজগোপীকাগণের সহিত প্রেমময় বিলাস করেন বলিয়া কৈশোর কালকে'অতিমর্ম্ম'বলিলেন।

৩। 'সখাবল'—শ্রীদামাদি সখাগণ রূপ সৈন্য।

৪। 'কৈশোরবাস, কাম এবং সকল জগতকে রাসাদি লীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সফল করিয়াছেন। তাহাই ক্রমিক তিনটী শ্লোক উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছেন।

† সমস্ত হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পুস্তকে বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই শ্লোকের ৩য় চরণে 'রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ' এই পাঠ ; কিন্তু মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণে 'রেমে তাভিরমেয়াত্মা',

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ২১৫ শ্লোকঃ।

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলীমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥

অহিতঃ—অরিষ্টাদিরূপঃ শক্রর্যেন সঃ। যদ্বা, ক্ষপিতং দূরীকৃতং অহিতং জগতাং অমঙ্গলং যেন সঃ।

বাচেতি। যজ্ঞপত্নীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলান্তরঙ্গদূতীবাক্যং—সূচিতং প্রকাশীকৃতং শর্ব্বর্য্যাং যামিন্যাং যা রতিকলাঃ সম্প্রয়োগবৈদগ্ধ্যং তত্র যৎ প্রাগল্‌ভ্যং ধার্ষ্ট্যং বৈপরীত্যরূপং যয়া তয়া বাচা ব্রীড়য়া লজ্জয়া কুঞ্চিতে লোচনে যস্যাস্তাং রাধিকাং সখীনাং—ললিতাদিনাং অগ্রে—পুরতঃ বিরচয়ন্—সংস্থাপয়ন্, তৎ—তস্যা রাধায়া বক্ষরুহয়োঃ স্তনয়োঃ চিত্রকেলিমকর্য্যাং কেলিমকরীনির্ম্মাণে ইত্যর্থঃ। 'পাণ্ডিত্যপারং গত' ইতি সোপহাসোক্তিঃ। তন্নির্ম্মাণকালে কর-কম্পনেন চিত্রস্য বক্রত্বাৎ। হরিঃ কুঞ্জে বিলাসং কলয়ন্ কৈশোরং সফলী-করোতি। অত্র পুনঃ পুনঃ বক্ররেখতয়া পুনঃ পুনঃ নির্ম্মাণোদ্যমেন পুনঃ পুনঃ বক্ষোজস্পর্শাৎ কুঞ্জে সম্প্রয়োগাখ্যপ্রেমময়বিলাসো জাত ইতি জ্ঞেয়ম্।

অবস্থিত হইয়া শরৎকালীন যামিনীতে বিহার করিয়া তদ্দ্বারা জগতের অমঙ্গল নাশ করিয়াছিলেন।

যজ্ঞপত্নী সদৃশী শ্রীকৃষ্ণঅনুরাগিনীগণের প্রতি সেই লীলার অন্তরঙ্গ দূতী কহিতেছেন;—অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ ললিতাদি সখীগণের অগ্রে শ্রীরাধিকাকে উপবেশন করাইয়া যখন বেশ বিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন সেই সময়ে রজনী যোগে রতি-বৈদগ্ধি বিষয়ে শ্রীরাধিকা যে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সখীদিগের নিকট বলায়, শ্রীরাধিকা লজ্জায় নয়ন কুঞ্চন করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ না মানিয়া তাঁহার বক্ষোরুহ যুগলে মকরীচিত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে পাণ্ডিত্য পারঙ্গত হইলেন; অর্থাৎ করকম্পের নিমিত্ত রেখা বারে বারে বক্র হইতে লাগিল এবং বারে বারে উরজ স্পর্শ নিমিত্ত উদ্দীপ্তভাব হইয়া কুঞ্জে বিলাসদ্বারা কৈশোর কাল সফল করিলেন।

এই পাঠ আছে; তাহা আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অস্বীকৃত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম না।

তথাহি—শ্রীবিদগ্ধমাধবে ৭ম অঙ্কে ৫ম শ্লোকঃ।

হরিরেষ নচেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি ! রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥

এই মত(১) পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্ব্বণ(২) ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
(৩)কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥

হে মধুরাক্ষি ! হে বৃন্দে ! এষ হরিঃ রাধিকা চ মথুরায়াং মথুরামণ্ডলে চেদযদি ন অবাতরিষ্যৎ তদা ইয়ং বিসৃষ্টিঃ—বিধিসৃষ্টিঃ সমস্তমেব বিশ্বমিত্যর্থঃ, বৃথা ব্যর্থা অভবিষ্যৎ। অত্র বিধিসৃষ্টৌ মকরাঙ্কস্তু বিশেষতো বৃথাভবিষ্যৎ। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ কামকেলীনাং মহামুনিবৃন্দানাং গেয়ত্বেন কামঃ সফলো জাত ইত্যর্থঃ।

বৃন্দার মুখে শ্রীরাধামাধবের নিকুঞ্জকেলিমাধুরী শ্রবণ করিয়া পৌর্ণমাসী কহিলেন ; হে মধুরনয়নি বৃন্দে ! এই মথুরামণ্ডলে যদি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিধাতার সমস্ত সৃষ্টিই ব্যর্থ হইত। এবং কাম বিশেষতঃ ব্যর্থ হইত।

১। 'এই মত' অর্থাৎ 'বাচা সূচিতসর্ব্বরী' ইত্যাদি, শ্লোকার্থ সদৃশ।

২। 'চর্ব্বণ'—আস্বাদন।

৩। 'আমি হই রসের নিধান' হইতে 'সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়' ; এই পর্য্যন্ত শ্রীরাধিকার প্রেমের মহিমা বর্ণিত হইল।

রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৭৭ শ্লোকঃ।

কস্মাদ্বৃন্দে! প্রিয়সখি! হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ॥

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়(১)।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়॥

হে বৃন্দে! কস্মাদাগতা? বৃন্দাহ—হরেঃ পাদমূলাৎ। অসৌ কৃষ্ণঃ কুত্র? কুণ্ডারণ্যে। কিং কুরুতে? নৃত্যশিক্ষাং। গুরুঃ কঃ? প্রতিতরুলতং, তরুলতাঃ প্রতি অব্যয়ীভাবসামাসঃ। দিগ্বিদিক্ষু শৈলূষীব উত্তমনটীব স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ তং কৃষ্ণং স্বপশ্চাৎ নর্ত্তয়ন্তী ভ্রমতি।

শ্রীকৃষ্ণ নিকট হইতে বৃন্দা, শ্রীরাধাসমীপে আগমন করিলে, শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন হে সখি বৃন্দে! কোথা হইতে? বৃন্দা কহিলেন, হে প্রিয়-সখি! কৃষ্ণের পাদমূল হইতে আসিতেছি। শ্রীরাধিকা কহিলেন, কৃষ্ণ কোথায়? বৃন্দা কহিলেন,—রাধাকুণ্ডারণ্যে। শ্রীরাধিকা কহিলেন; কি করিতেছেন? বৃন্দা কহিলেন; নৃত্যশিক্ষা। শ্রীরাধা কহিলেন গুরুকে? বৃন্দা কহিলেন; প্রতি তরুলতা এবং দিগ্‌বিদিকে স্ফুরিত হইতেছে যে তোমার মূর্ত্তি, নর্ত্তকীর ন্যায় গুরু হইয়া আপনার পশ্চাৎ কৃষ্ণকে নাচাইতে নাচাইতে ভ্রমণ করিতেছে।

১। বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়'—সর্ব্বব্যাপী হইয়াও মাতৃক্রোড়স্থিত, আপ্তকাম হইয়াও, স্তন্যার্থে রোদন। স্বতন্ত্র হইয়াও প্রেমপরতন্ত্র ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্ম্মের আমি যেমন আশ্রয়, শ্রীরাধিকার প্রেম এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মময় অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্ম প্রচুর। তাহাই দেখাইতেছেন,—'রাধাপ্রেম বিভু' হইতে 'বক্র ব্যবহার' পর্য্যন্ত।

রাধা প্রেমা বিভু(১) যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥
যাহা হইতে গুরুবস্তু(২) নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব(৩) বর্জিত ॥
যাহা বই সুনির্ম্মল(৪) দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার(৫) ॥

তথাহি—দানকেলিকৌমুদ্যাং ২য় শ্লোকঃ।

বিভুরপি কলয়ন্ সদাতিবৃদ্ধিং গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥

বিভুর্ব্যাপকোঽপি চিচ্ছক্তিবৃত্তিরূপত্বাৎ, সদৈবাভিতো বৃদ্ধিং কলয়ন্ ধারয়ন্ লোকবল্লীলাকৈবল্যাৎ। অনুরাগো নাম সদানুভূয়মানোঽপি বস্তুত্বপূর্ব্বতয়া অননুভূতত্বভান সমর্পকঃ। প্রেম্নঃ পাকরূপভাববিশেষঃ স চ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধিত এবেতি। গৌরবচর্য্যয়া দাক্ষিণ্যচর্য্যয়া হীনে। মদীয়তাময়মধুস্নেহোত্থত্বাৎ। উপচিতো বক্রিমা কৌটিল্যপর্য্যায়বাম্যলক্ষণো যস্মিন্ সোঽপি শুদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মত্বাৎ নিরুপাধিত্বাচ্চ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাম্।

যাহা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইয়াও প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল, গুরু অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট হইয়াও গৌরচর্য্যা (সম্মানাদি) বিহীন এবং মুহুর্ম্মুহুঃ বক্রিমাভাব ধারণ করিয়াও বিশুদ্ধ; শ্রীকৃষ্ণে রাধিকার সেই অনুরাগ জয়যুক্ত হউন।

১। 'বিভু'—ব্যাপক।

২। 'গুরুবস্তু'—মহৎ পদার্থ। সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠ হ্লাদিনী; হ্লাদিনীর সার প্রেম; সুতরাং প্রেমের তুল্য আর মহৎ বস্তু নাই।

৩। 'গৌরব'—মদীয়তাময় মধুস্নেহোত্থ বলিয়া ঐশ্বর্য্যগন্ধহীনতা নিমিত্ত কাহারও নিকট গৌরবও চাহে না এবং নিজেও গৌরব করেন না।

৪। হ্লাদিনীর সার বলিয়া প্রেম সুনির্ম্মল।

৫। সুনির্ম্মল প্রেমবস্তুর বাম্য বক্রতা ব্যবহারে সুনির্ম্মলতার হানি হয় নাই। কারণ এই বাম্য ও বক্রতা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় প্রেমের তরঙ্গবিশেষ।

(১)সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের(২) আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ(৩) পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধকধকি(৪)॥
এই এক(৫) শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
"অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি।
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ(৬)॥

১। 'সেই প্রেমার……কেবল বিষয়'—অন্য নায়ক নায়িকা এতাদৃশ প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় হইতে পারেন না তাহাই এই পয়ার দ্বারা জানাইলেন।

২। 'আশ্রয়ের'—তাদৃশ প্রেমের পরমাশ্রয় শ্রীরাধিকার।

৩। 'আশ্রয় জাতীয় সুখ'—শ্রীরাধিকার যে জাতীয় সুখ।

৪। ধকধকী—এইটি অব্যক্ত শব্দানুকরণ চটচট পটপট শব্দের ন্যায় যেমন অগ্নি ধক্‌ধক্ করিয়া বাড়িতে থাকে, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের লোভ ধক্‌ধক অর্থাৎ ধক্‌ধক্ করিয়া বাড়িতে লাগিল।

৫। 'এই এক'—তিন বাঞ্ছার মধ্যে এই একটী বাঞ্ছা, অর্থাৎ প্রথম বাঞ্ছা।

৬। 'যদ্যপি নির্ম্মল……বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ'। শ্রীরাধার সৎ-প্রেমদর্পণে মালি-

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে(১)।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে(২) ॥
মন্মাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি(৩)।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি।
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥
দর্পণাদ্যে(৪) দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥"

তথাহি—শ্রীললিতমাধবে ৮ম অঙ্কে ৩২ শ্লোকঃ।

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত ! প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

অপরিকলিতেত্যাদ্যুক্তিঃ মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণস্য মম পূর্ব্বম-পরিকলিতশ্চমৎকারকারী কঃ অনির্ব্বচনীয় এষ মাধুর্য্যপূরঃ মাধুর্য্যরাশিঃ

নববৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে আপনার প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমার চমৎকারকারী অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যপূর স্ফুরিত হইতেছে;

স্বের গন্ধমাত্রও নাই; সুতরাং মলাপসরণের দ্বারা তাহার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির সম্ভব আদৌ নাই; তথাপি ক্ষণে ক্ষণে স্বচ্ছতা বাড়িতেছে। এইটী শ্রীরাধাপ্রেমের বিরুদ্ধধর্ম্ম। 'সৎপ্রেম'—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-গন্ধহীনতা নিমিত্ত সৎপ্রেম বলিলেন।

১। 'অবকাশ'—স্থান।

২। 'এ দর্পণের'—শ্রীরাধার সৎপ্রেম-দর্পণের। 'ভাসে'—প্রকাশে। 'আমার মাধুর্য্যে......নবরূপে ভাসে'। এই পয়ারের দ্বারা শ্রীরাধিকানুরাগের আর একটী ধর্ম্ম বলিলেন।

৩। 'হোড় করি'—জয় করিব বলিয়া। হোড় গ্রাম্যভাষা।

৪। 'দর্পণাদ্যে'—দর্পণ ও মণিভিত্তি প্রভৃতিতে।

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন॥
এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ(১) বিধি ভাল না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮২ অঃ ২৭ শ্লোকঃ।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎ প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥

স্ফুরতি, অয়মহমপি যং মাধুর্য্যপূরং প্রেক্ষ্য লুব্ধচেতা সন্ রাধিকেব সরভসং সকৌতুকং উপভোক্তুং কাময়ে ইচ্ছামি।

ততশ্চারাদেব তত্রৈব কিঞ্চিদ্ব্যবহিতস্থলে মহোৎকণ্ঠাস্ফুটদ্ধৃদয়াঃ কৃষ্ণসম্মিলনমপ্রাপ্য প্রাণান্ জহতীরিব গোপীর্বীক্ষ্য বিদগ্ধচূড়ামণৌ শ্রীবলদেবেঽপ্যুত্থায় ততো নিষ্ক্রান্তে তাসামসাধারণদশাপ্রাপ্তিমাহ—গোপ্যশ্চেতি। অত্র শ্রীশুকদেবস্য ঋষিশব্দেন নির্দ্দেশস্তদ্বাক্য এব পরমতত্ত্বপ্রকাশকে দৃঢ়বিশ্বাসং জনয়িতুং। গোপ্যশ্চেতি স্বর্থে চকারঃ। তাসাং সর্ব্বতো বিশেষাৎ। নন্বু কা গোপ্য ইত্যত

ইহা আমি কখনও দেখি নাই, যাহা দেখিয়া লুব্ধহৃদয়ে শ্রীরাধিকার ন্যায় আমি উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

যোগিগণ যাঁহার দর্শনকালে দর্শনবিঘ্নকারী নয়ননিমেষ-সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে অভিসম্পাত দিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহুকাল পরে কুরুক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়া, নয়নদ্বার দিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিত্যযোগ

১। 'অবিদগ্ধ'—অচতুর।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩১ অঃ ১৫ শ্লোকঃ।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥

তাসামসাধারণং লক্ষণমাহ। যস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেষু ব্যবধায়ক-পক্ষ্মকৃতং বিধাতারং শপন্তি বাস্তা ইতি। তেন দর্শনে তাবন্মাত্রসময়বিরহেঽপি যাসাং তথা অসহিষ্ণুতা। যথা দেবমাত্রপরমসম্মানিকস্ত্রীনামপি তাসাং সর্ব্ব-দেবমুখ্যে বিধাতর্য্যপি অভিশাপো ভবেত্তাভ্যো গোপীভ্য এতাবান্ বিরহঃ কৃষ্ণেন দত্ত ইতি তস্মিন্নীর্ষা ধ্বনিতা। দৃগ্ভিরবলোকনৈরেবাকৃষ্য দৃগ্ভিরেব দ্বারৈর্হৃদীকৃতং হৃদয়প্রবিষ্টীকৃতং পরিরভ্য তস্য ভাবং মহাত্মবং "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গাঙ্গ"মিতিবদ্রসতাদাত্ম্যং বা আপুঃ। নিত্যযুক্তামাত্মারামশিখামণীনাং মহাযোগে-শ্বরশ্রীরুদ্রাদীনামপি দুর্ল্লভমাপুস্তা অপি গোপীরধ্যাত্ম্যং শিক্ষয়িষ্যত্যধুনৈব কৃষ্ণ ইতি তস্মিন্ পুনরপীর্ষা ধ্বনিতা। কিম্বা নিত্যসংযোগিনীনাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনামপি দুর্ল্লভঃ।

কিঞ্চাস্মাকং দুরদৃষ্টমেব দুঃখপ্রদং তত্র ত্বং কিং কুর্য্যা ইত্যাহুঃ—যৎ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনমটতি গচ্ছতি; তদা ত্বামপশ্যতামস্মাকং গোপীজনানাং ত্রুটিঃ ক্ষণস্ত সপ্তবিংশতিশততমো ভাগঃ সোঽপি যুগতুল্যো ভবতি। ক্লীবত্বমার্ষং। দিবসে ত্রৈমাসিকমেব তদ্বিরহদুঃখং সর্ব্বেষাং ব্রজজনানাং অস্মাকন্তু ত এব ত্রয়ো যামাঃ শতকোটিযুগপ্রমাণা যদ্ভবন্তাত্র দুরদৃষ্টং বিনা কিমন্যৎ কারণং ভবে-দিতিভাবঃ। পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে শ্রীমন্মুখং তব উদীক্ষতামুৎকণ্ঠয়া ঈক্ষ-মাণানাং তেষামেব গোপীজনানাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মস্রষ্টা বিধাতা জড়ো নির্ব্বি-বেকো দুঃখং করোতীতি শেষঃ। এবঞ্চ ত্বদদর্শনে দুষ্পার এব দুঃখসিন্ধুঃ। দর্শনে তু পক্ষ্মোদ্ভবো নিমেষ এব যো দর্শনবিরোধী সোঽপি নবশতত্রুটীপ্রমাণো ভবন্নবশতযুগায়তে ইত্যুভয়ত্রাপি দুঃখং দুরদৃষ্টবশাদেবেতিভাবঃ। ত্রসরেণুত্রিকং

শ্রীশঙ্করাদির, কিম্বা নিত্য সংযোগিনী শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির দুষ্প্রাপ্য তদ্ভাব (কৃষ্ণতাদাত্ম্য) প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় অন্তর্হিত হইলে, গোপিকাগণ গান করিতে করিতে কহি-লেন, হে কৃষ্ণ! দিবাভাগে যখন তুমি কাননে ভ্রমণ কর, তখন তোমায় না দেখিয়া এক ত্রুটীমাত্র কাল এক যুগের ন্যায় হয়;—যেহেতু তোমার কুটিল কুন্তল যুক্ত শ্রীমুখ দর্শন কারিদিগের নয়নের পক্ষ্মকৃৎ অর্থাৎ নিমেষ ব্যবধানকারক পক্ষ্ম সৃষ্টিকর্তৃত্ব হেতু জড় (অরসজ্ঞ) বলিয়া বিধাতা বিগীত হয়।

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্র ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ২১ অঃ ৭ম শ্লোকঃ।

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥

ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ স ত্রুটিঃ স্মৃতঃ। শতভাগস্তু বেধঃ স্যাত্তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ। নিমিষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতা স্তে ত্রয়ঃ ক্ষণ ইতি মৈত্রেয়ঃ। যদ্বা কৃতী ছেদনে। দৃশাং স্বচক্ষুষাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মচ্ছেত্তা অজড়শ্চতুরো জনস্তে শ্রীমুখমুদীক্ষতামুং কর্ষেণ পশ্যতু ন তু বয়মচতুরা ইতিভাবঃ।

বেণুনাদসুধাবৃষ্ট্যা নিষ্ক্রময়োক্তিমাধুরীং। যাসাং নঃ পারয়ামাস কৃষ্ণস্তা এব নো গতিঃ। ভোঃ সখ্যো যূয়মিহ গৃহনিগড়ে স্থিত্বা বিধাত্রা দত্তানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি কেবলং বিফলীকুরুধ্বে এব তদিতোঽদ্য বনং দ্রুতমেব গত্বা কিমপাদ্ভুত বস্তুদর্শনাদ্যোরনুভবগোচরীকৃত্য সফলজন্মানো ভবতেত্যাহঃ; অক্ষণ্বতামিত্যার্ধং অক্ষিমতামস্মাকমিদমেব ফলং নতু পরং বিদামঃ বিদ্ম ইত্যন্যমতে অন্যদস্তু নাম। অস্মন্মতে তু নাস্ত্যেব কিং তৎ। ব্রজেশসুতয়োরামকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রং অনুকূলবেণু সেবিতং যৈর্নিপীতমিতি প্রকটোঽর্থঃ। স্বীয়ভাবগোপনার্থ এব যদ্যস্মদ্বচসি শ্বশ্রূ ননন্দৃপ্রতিবেশিজনাঃ কর্ণৌ দদতি; তর্হি দদতু নাম কা তত্র চিন্তা সর্ব্বএব ব্রজবাসিস্ত্রীপুংসজনা রামকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রমাধুর্য্যং যথা বর্ণয়ন্তি তথা বয়মপি বর্ণয়াম ইতি স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপনাৎ। অত্র পশুপক্ষিপর্য্যন্তানাং সর্ব্বপ্রাণিনামেব তদ্বক্ত্রমানন্দপ্রদং কেবলং দবীয়সীনাং যুষ্মাকমেব নেতি ব্যঞ্জিতং। ব্রজেশসুতয়োরিতি তাতং ভবন্তং মন্বান ইতি বসুদেবোক্তেঃ,রামোঽভিবাদ্য পিতরাবিতি শুকোক্তেশ্চ। বলদেবস্যাপি ব্রজেশসুতত্বং ব্রজে প্রসিদ্ধমেব। অভীপ্সিতোঽর্থস্ত্বয়ং। ব্রজেশ-

---

পূর্ব্বরাগিণী বূঢ়া শ্রীব্রজদেবীগণ বেণুরব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর বেণুধারী শ্রীকৃষ্ণের গুণ কহিতে আরম্ভ করিলেন; তাহার মধ্যে কেহ কহিলেন, হে সখিসকল! ব্রজেন্দ্রনন্দন যুগল অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বয়স্যগণের সহিত পশু চারণ করিতে বনে প্রবেশ করেন, সেই সময় যাহারা তাঁহাদের বেণুসেবিত বদন নয়নদ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া থাকে তাহাই চক্ষুধারিগণের চক্ষের ফল।

তথাহি—শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ৪৪ অঃ ১৩ শ্লোকঃ ।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্ ।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥

সুতয়োর্মধ্যে অনু পশ্চাদ্বর্ত্তিনো যস্য বক্তুং বেণুজুষ্টং জুৎ। বৈর্বৈতি বাশব্দেন বৈর্জুষ্টং দৃষ্টং শ্রুতমাত্রাতং বৈর্বা নিতরামতিশয়েন পীতং। বৈ ইতি পাঠে বৈ নিশ্চিতমেব বৈর্লজ্জাধৈর্য্যো অপি তাক্ত্বা নিপীতং তেষামেবাক্ষবতাং জনানাং চক্ষু-রাদীন্দ্রিয়াণাং সাফল্যং নান্যেষাং, তদন্যা দীয়তাং কুলধর্ম্মলজ্জাভয়ধৈর্য্যাদিভ্যো জলাঞ্জলিরিতিভাবঃ। নমু দর্শনশ্রবণাদিকমস্মাকং কুলবতীনাং সম্ভবতু নাম। বক্তুকর্ম্মকং নিপানং তু হ্রীমতীনাং কথং সম্ভবেত্তত্রাহুঃ—অনুরক্তেষু জনেষু কটাক্ষস্য মোক্ষো যেন তৎ তেন তথা সন্ধায় কটাক্ষশরো মুচ্যতে, যথা তদাঘাতেন বিহ্বলীভূয় লজ্জাধৈর্য্যাদিকমপি বিস্মৃত্য তৎ পাতব্যেতি ভাবঃ।

হন্ত হন্ত !! মহাসুকৃতিন এব ব্রজভূমিষুৎপদ্যন্তে তেষ্বপি গোপীজনাঃ অতিশ্রেষ্ঠা ইত্যাহুঃ—গোপ্য ইতি। কিমচরন্নিতি ভোঃ সখ্য! তত্তপঃ যদি যূয়ং সর্ব্বজ্ঞস্য কস্য-চিন্মুখাৎ জানীথ তদা ব্রূত যথা তদেবাস্মিন্ জন্মনি কৃত্বা ব্রজভূমৌ গোপ্যো ভবেম, যৎ যতস্তা অমুষ্য রূপং সৌন্দর্য্যামৃতং পিবন্তি বয়ন্তু মথুরাস্থা অস্য পরাভববিষং পীত্বা আনর্থশিখং জলাম ইতিভাবঃ। তাসাং দৃগ্‌ভিঃ পানস্যৈব তাদৃশতপঃ-ফলমুক্ত্বা স্বাঙ্গৈরালিঙ্গনাদেস্তুনির্বাচ্যহেতুকত্বং জ্ঞাপিতং। কিঞ্চাস্য রূপে লাবণ্য-মধিকং বর্ত্তত ইত্যত উপাদীয়তে ইতি ন বাচ্যং, কিন্তু লাবণ্যসারং লাবণ্যস্যাপি যঃ সার স্তৎ স্বরূপমেবৈতৎ; নমু, স্বর্লোকাদিভ্যোঽপি ন্যূনে ভূলোকেঽস্মিং-শ্চেদেবং রূপং দৃশ্যতে; তর্হি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠে মহাবৈকুণ্ঠলোকে ইতোঽপ্যধিকমধুরং শ্রীনারায়ণস্য রূপং ভবেদিতি তত্রাহুঃ—অসমোর্দ্ধং এতদ্রূপস্য সমমেব রূপং কাপি নাস্তি কিমুতাধিকমিতিভাবঃ। নমু, তর্হি কৃষ্ণেনৈতদ্রূপং কুতঃ সকাশাৎ প্রাপ্তং? তত্রাহুঃ—অনন্যসিদ্ধং অস্মিন্নেতৎ স্বাভাবিকমিত্যর্থঃ। নম্বেবমপ্যে-তদ্রূপং তাঃ সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদাপি তাসাং নাসকৃচ্চমৎকারঃ স্যাৎ

রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুরানাগরিগণ পরস্পর কহিলেন, "যেরূপ লাবণ্য সার এবং অসমোর্দ্ধ, যাহা আভরণাদি দ্বারা সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ এবং ক্ষণে ক্ষণে নূতন, আর যহা ঐশ্বর্য্যের ও যশের একান্ত আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণের সেই এইরূপ, গোপিকাগণের নিরন্তর নয়নের দ্বারা পান করিয়া থাকেন অতএব

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যা কৃষ্ণে উপজয় ক্ষোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে লোভ॥
এইত দ্বিতীয় হেতুর(১) কৈল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর(২) এবে শুনহ লক্ষণ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোঁসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্য জানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোঁসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে(৩)॥
গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব(৪) নাম।
(৫)বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥

তত্রাহুঃ—অনুসবাভিনবং প্রতিক্ষণনূতনং। এবঞ্চেত্তহি তত্রৈব গত্বা অন্য দেশীয়াভিরপি স্ত্রীভিঃ সুখেনায়ং দৃশ্যতামিত্যত আহুঃ, দুরাপং লক্ষ্যা অপি দুর্লভং; স্তবত্তু নামাস্য সৌন্দর্য্যোপাধিক এব সর্ব্বোৎকর্ষঃ। শ্রীনারায়ণাদৌ তু ভগ-শব্দবাচ্যং ষড়ৈশ্বর্য্যমধিকং বর্ত্ততে তত্রাহুরেকান্তেতি। যশ আদ্যুপলক্ষিতানাং ষণ্ণামেব ভগানাং একান্তধাম অতিশায়িতমাস্পদং। ঐশ্বরস্য—ঐশ্বর্য্যস্য। ঈশ্বর স্যেত্যপি পাঠঃ।

গোপিকাগণ কি তপ করিতেছেন, তাহা বল জানিতে পারিলে আমরা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগের সদৃশ সৌভাগ্য লাভ করিব।

১। ‘দ্বিতীয় হেতু’—দ্বিতীয় বাঞ্ছা।

২। ‘তৃতীয় হেতু’—তৃতীয় বাঞ্ছা।

৩। ‘যাতে’—যাহা হইতে যতঃ শব্দের অপভ্রংশ।

৪। ‘রূঢ়ভাব’—যাহাতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক, তাহার নাম রূঢ়ভাব। এই রূঢ়ভাব শ্রীগোপীগণ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি নাই, এমন কি পট্টমহিষী শ্রীরুক্মিণ্যাদিতে অত্যন্ত দুর্ল্লভ!

৫। গোপীগণের বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কামাকারে প্রতীয়মান হইলেও, ইহা কাম নহে, তাহাই কহিতেছেন। ‘বিশুদ্ধ নির্ম্মল’ ইত্যাদি।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১৪৩ শ্লোকঃ।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ(১) ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম(২) ॥
কামের তাৎপর্য্য(৩) নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল(৪) ॥

গোপরামাণাং—গোপবধূনাং প্রেমৈব কাম ইতি প্রথাং—খ্যাতিং অগমৎ। যৎ যস্মাৎ উদ্ধবাদয়ঃ ভগবৎপরাঃ এতৎ এতাদৃশেন কান্তত্বাভিমানরূপেণ ভাবেন উপলক্ষিতো যঃ প্রেমাতিশয় স্তমেব বাঞ্ছন্তি। অতঃ কামসাম্যেনাপি ন কাম ইতি ভাবঃ।

শ্রীব্রজবধূগণের প্রেমই কামনামে খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু উদ্ধবাদি ভগবৎপরায়ণ মহানুভবগণ এতাদৃশ কামতত্ত্ব অভিমানরূপ ভাবের দ্বারা উপলক্ষিত প্রেমাতিশয় করিতেছেন।

১। 'স্বরূপে বিলক্ষণ'—আকৃতি প্রকৃতিতে বিভিন্নরূপ।

২। কাম ও প্রেমের লক্ষণ কহিতেছেন। 'আত্মেন্দ্রিয়·· ··প্রেমনাম।' নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি করিবার ইচ্ছার নাম কাম। এই কাম প্রেমের বৃত্তি নহে। ঘোর স্বার্থহেতু রজোগুণের বৃত্তি। হ্লাদিনীসার যে প্রেম, সে কেবল কৃষ্ণ-সুখৈক তাৎপর্য্যময়। লোকলীলায় রসিকশেখর কৃষ্ণ নবকিশোর; তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিগণ পরম রসময়ী নবকিশোরী; সুতরাং তাঁহাদিগের অর্থাৎ গোপীরূপা হ্লাদিনীশক্তিগণের কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্যময় প্রেমের কামাকারে প্রতীয়মান হওয়াই উচিত।

৩। 'তাৎপর্য্য'—উদ্দেশ্য।

৪। প্রেম যে মহাবল, তাহা দেখাইতেছেন, যথা;—লোকধর্ম্ম······প্রেম সেবন।'

'লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ(১) নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন(২) ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন(৩)॥
ইহাকে(৪) কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ(৫)॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর(৬)।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ(৭)॥

১। 'আর্য্যপথ'—পাতিব্রত্য ধর্ম্ম।

২। 'তাড়ন'—প্রহার করিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন।

৩। 'প্রেমসেবন'—প্রেমময় সেবা।

৪। 'ইহাকে'—'লোকধর্ম্ম……প্রেমসেবন পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, সেই সকল। 'অনুরাগ'—প্রেমেরই পাক বিশেষ। ৫। 'স্বচ্ছ ধৌত…… কোন দাগ।' ইহা প্রেমের নির্ম্মলাংশে দৃষ্টান্ত মাত্র।

৬। 'বহুত অন্তর'—বহুদূরে স্থিত; অর্থাৎ যেখানে কাম; তাহার বহু দূরে প্রেম অবস্থান করে। দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহাই দেখাইতেছেন; যথা—'কাম অন্ধতমঃ……নির্ম্মল ভাস্কর'।

৭। 'কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ'—অর্থাৎ নায়িকাগণের নায়কে যে সম্বন্ধ থাকে, কৃষ্ণে গোপিকাগণের সেই সম্বন্ধ। এই স্থলে প্রায় পুস্তকে বিভিন্ন পাঠ।

১। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।১৯ শ্লোকঃ—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় ! দধীমহি কর্কশেষু
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥

নমু, কান্তাহৃদ্রুজঃ ? কিম্বা তন্নিসূদনমিত্যপেক্ষায়াং ক্ষমত্যা এবোদ্দিশন্তি—যদিতি। অম্বুরুহরূপকেন সিদ্ধেঽপি সুকোমলত্বে সুজাতেতি বিশেষণং ততোঽপি পরম-কোমলত্ববিবক্ষয়া শনৈরিত্যত্র হেতুঃ ভীতা ইতি। তত্র চ হেতুঃ কর্কশেষ্বিতি। স্তনেষু দধীমহীত্যত্র হেতুঃ হে প্রিয়েতি। প্রিয়ত্বেন হৃত্ত্বেব তত্রাপি স্তনেষ্বেব ধারণস্য যোগ্যত্বাৎ। তেনাটবীমটসি অধুনা নিশি বনে ভ্রমসি ইত্যর্থঃ। স এব চরণস্যৈব ধারণে পুনঃ পুনস্তদুল্লেখে চ হেতুরুক্তঃ। অনিষ্টশঙ্কয়া তত্রৈব বৃদ্ধিতঃ স্নেহাতিশয়ত্বাৎ। পূর্ব্বং গোচারণায় তৃণময়প্রদেশে এব পরিভ্রমণাৎ। প্রায়িক-ত্বেন শিলেত্যাদ্যুক্তং। সম্প্রতি তু কর্কশপ্রায়ত্বেন দৃশ্যমানে পুলিনোপরিতন-যমুনাতটে ভ্রমণাৎ কূর্পাদিভিরিতি। যদ্যপি তদানীং শ্রীবৃন্দাদেব্যাদিপ্রযত্নেন শ্রীবৃন্দাবনস্য স্বভাবেন চ তেষামপি তত্র তত্রাশঙ্কা নাস্তি; তথাপ্যনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তীত্যাদিন্যায়েন শঙ্কা তাসাং সা জায়ত এব ভ্রমতি মুহ্যতি। তত্র হেতুঃ, ভবদায়ুষামিতি। ইত্থমেবোপক্রান্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইতি। মধ্যে চাভ্যস্তং চলসি যদ্‌ব্রজাদিতি অত স্তৈর্যা ব্যথা সাস্মজ্জীবন এবোৎপদ্যতে। তদধুনা প্রাণান্ ধারয়িতুং কথঞ্চিদপি ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। তদেবং তাদৃশশঙ্কা এব হৃদ্রুজঃ। তন্নিসূদনঞ্চ স্বয়মেব পরমপ্রিয়তমাঙ্গে সলালনসুখনিরাসনমেব ইতি দ্রুতমেব সমাগচ্ছেতিভাবঃ। নয়সীতি পাঠে গচ্ছসীত্যেবার্থঃ। নয়পয় গতাবিতি ধাতোঃ। তদেবং তাসাং সর্ব্বস্যাপি ভাবস্য প্রেমৈকময়ত্বে স্থিতে শ্রীভগবতোঽপ্যেবমেব জ্ঞেয়ং। হন্তেমামম্মি প্রেমৈকময্য ইত্যাভ্যঃ পরমসুখময়াত্মদানমেব সমঞ্জসং। তচ্চ যোগ্যত্বাদেবমেবমিত্যালোচ্য তাদৃশপ্রেমবিলাসময়তন্তুদিচ্ছা জায়ত ইতি। এবমন্তদপি উহ্যং সহৃদয়ৈস্তদেকরসিকৈরিতি।

রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলে কাঁদিতে কাঁদিতে গোপিকাগণ কহিতে লাগি-লেন হে প্রিয় ! আমরা তোমার যে অতি সুকোমল চরণারবিন্দ, 'ব্যথা লাগিবে বলিয়া' কঠিন স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি। তুমি সেই চরণদ্বারা অটবী ভ্রমণ করিতেছ। তন্নিমিত্ত তোমার চরণ কঙ্করাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না কি ? ইহা ভাবিয়া আমাদিগের বুদ্ধি মোহ প্রাপ্ত হইতেছে।

আত্মসুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা(১) মনোব্যবহার * ॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব(২) করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে, ৩২ অং, ২০ শ্লোকঃ।

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥

নন্থু, জন্থূন্ স্বভক্তান্ অজাতপ্রেম্ণো জাতপ্রেম্ণশ্চ যদেবং ভজসি তৎ সম্যক্ করোষি। কিন্ত্বস্মাস্বপি তথৈব ব্যবহরণাদ্বয়মপি জন্তুমধ্যে এব গণ্যা অভূমেতি তাসাং সানুশয়ং বাক্যমাশঙ্ক্য ভো! মৎপ্রাণপরার্দ্ধপ্রিয়পদপয়োজপাংশুপরমাণবঃ সখ্যো! যুষ্মাসু যদন্যসাধারণ্যেনাস্ত ব্যবহৃতং তদেতস্মে দৌরাত্ম্যং ক্ষমধ্বমিত্যাহ—এবং যদ্বা যথা তথৈবৈবমিত্যমরোক্তেস্তদ্বদিত্যর্থঃ। ততশ্চ মদর্থে উজ্ঝিতো লোকঃ যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণাৎ। স্বান্যাত্মাত্মীয়ধন-জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসামপি ব স্তদ্বদনুবৃত্তয়ে উক্তলক্ষণানামন্যেষাং ভক্তা-নামিবানুবৃত্তিবৃদ্ধ্যৈ পরোক্ষমদর্শনং যথা স্যাত্তথা ভজতাং যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতা তিরোহিতমিতি কাকুস্তস্মাদদতীবানৌচিত্যং কৃতমিত্যর্থঃ। ন হি প্রাচীনা অর্ব্বাচীনা ভাবিনো বা ভক্তা এবং সম্ভবেয়ুর্ন হেতাবত্যা অপ্যনুবৃত্তেরপরবৃদ্ধি-স্তু নহি পরমাণুপরমমহতোর্হ্রাসবৃদ্ধী কেনাপ্যাশাস্যেতে তস্মাদন্যপ্রেমি

হে অবলাগণ! যে তোমরা আমার জন্য লোক বেদ পরিত্যাগ করিয়াছ, আমি সেই তোমাদিগের নিরন্তর ধ্যান প্রবাহ সম্পাদনার্থ ও প্রেমালাপ শ্রবণ-করিবার নিমিত্ত, নিকটে থাকিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। অতএব হে প্রিয়াগণ! আমি তোমাদিগের প্রিয়; আমার প্রতি দোষারোপ করিও না।

১। 'চেষ্টা'—কায়কৃতব্যাপার।
২। 'আর সব'—কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বস্তু।
* পাঠান্তর,—'নন্দেত বিহার' ইহার অর্থ,—কৃষ্ণসঙ্গে বিহার করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৬ অঃ ২য় শ্লোকঃ

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।

মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ ॥

শ্রীমুখেনৈব ভগবতোক্তত্বাৎ ইতি ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।

যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥

ভক্তান্ প্রতি যুষ্মৎপ্রেমবৈপ্রলম্ভিকপ্রতাপমহোৎকর্ষজিজ্ঞাপয়িষাময়ী মমেয়ম-সমীক্ষ্যকারিতা ক্ষম্যতামিতিভাবঃ। যস্মাদেবং তস্মান্মা মাং প্রতি অসূয়িতুং দোষারোপেণ দ্রষ্টুং নার্হত। তত্র প্রিয়মিতি প্রিয়া ইতি চ হেতু প্রিয়স্য দোষং প্রিয়াঃ খলু ন মনস্যানয়ন্তীত্যর্থঃ।

গোপীনাং বিশেষতঃ সন্দেশে দ্বাভ্যাং বিশেষাবস্থা বর্ণনেন কারণং বক্তুং প্রথমতঃ সাধারণাবস্থাং বর্ণয়তি—তা মন্মনস্কা ইতি বিশেষণত্রয়েণ ক্রমেণ তাসাং স্বং বিনা ধর্ম্মাদ্যশেষার্থেষু দেহেষু লোকেষ্বপি নৈরপেক্ষমুক্তং (অন্তৈস্তৈঃ)। তত্রাদিগ্রহণাদ্ভোজনপানাদয়শ্চ দৈহিকাঃ। যদ্বা মন্মনস্কা ইতি বাহ্যসর্ব্ব-প্রিয়ার্থানাদরঃ মৎপ্রাণা ইতি। ততোঽপি প্রিয়াণামন্তরীণসর্ব্বার্থানামনাদরঃ। মদর্থ ইত্যাদিনা ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ইত্যাত্মপর্য্যবসায়ি-সর্ব্বভোগানাদরাদাত্মানাদরশ্চ বিবক্ষিতঃ। তত্র তত্র হেতুমাহ—মামেব দয়িতং প্রিয়ং মনসা গতা নিশ্চিতবত্যঃ নতু বাহ্যান্ বিষয়ান্। তথা প্রেষ্ঠং ততোঽপি প্রিয়তমং মামেব নতু ততোঽন্তরীণপ্রাণাদীন্। মদ্বিয়োগে তত্তদনাদরাৎ। তথা নিরুপাধিপ্রেষ্ঠমাত্মানমপি মামেব নতু দেহিনং। মদ্বিয়োগে তস্যাপি শূন্যায়-মানত্বাৎ মদ্বিনাভূতানাং তাসামাত্মন্যত্র প্রীতিমাত্রং ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। তদেবং ত্রিভির্যোগৈঃ পদৈর্মামেব পতিং নিশ্চিতবত্য ইত্যর্থঃ। নতু কিম্বদন্তী প্রাপ্তমন্ত্র-

---

মথুরা নগরে উদ্ধবকে শ্রীভগবান কহিলেন, গোপিকা দিগের মন আমাতে, গোপিকাগণের প্রাণ আমি; গোপিকাগণ আমার জন্য পতিপুত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা ব্রজে থাকিয়াও পরম প্রিয় আমাকে মনের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৪ অঃ ১১ শ্লোকঃ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ(১) হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩২ অঃ ২২ শ্লোকঃ।

ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ।
যা মাভজনন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্যাতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনঃ॥

দিত্যর্থঃ। তথৈব তা এব বক্ষ্যন্তে। "অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্ত্রোঽধুনাস্তে" ইতীদং পদ্যার্দ্ধং বহুত্র তত্রাবাদিনাং টীকায়ামপি ধ্রিয়তে। কিন্তু স্বামিপাদৈরনভিমতমিব লক্ষ্যতে, মধ্যে প্রবিষ্টস্য সুদুর্গমস্যাপ্যব্যাখ্যানাৎ।

হে পার্থ! যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে অহং তথৈব তান্ ভজামি। যতঃ মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে।

মন্মসি সন্ততং যদুক্তবতি তৎ শৃণুতেত্যাহ—নেতি। নিরবদ্যা কামকর্ম্মলোকধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষারাহিত্যেন নিরুপাধিসংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং যঃ স্বেনৈব সাধু যৎ কৃত্যং নতু সাধুত্বাপাদকেন কেনচিদ্বস্তুসম্পর্কেণ সাধ্বিত্যর্থঃ। তৎ ন পারয়ে প্রতিকর্ত্তুং ন শক্নোমি, বিবুধায়ুষাপি দেবনামায়ুঃ প্রাপ্যাপীত্যর্থঃ। কৃত্যমিত্যেকবচনেন যুষ্মাকং ক্ষণিকমপি কৃত্যমিত্যর্থঃ। যা মা মাং অভজন্ সংবৃশ্চ্য দুর্জ্জরা

হে পার্থ! আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে ভজনা করিয়া থাকি, মনুষ্য সকল প্রকারেই আমারই ভজনামার্গের অনুসরণ করিয়া থাকে।

হে গোপিকাগণ! তোমাদিগের সংযোগ নির্দ্দোষ, অর্থাৎ কামময়রূপে

---

১ 'ভঙ্গ' স্থলে 'মিথ্যা' এ পাঠও দেখা যায়। 'সে প্রতিজ্ঞা......ভজনে;—শ্রীগোপিকাগণ যেমন ভজন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ তাঁহাদিগকে ভজন করিতে পারেন নাই; অর্থাৎ শ্রীগোপিকাগণের একনিষ্ঠ প্রেম; শ্রীকৃষ্ণের বহুনিষ্ঠ প্রেম; এবং শ্রীগোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য লোক-বেদ-দেহবাব-

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত ।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥
(১)এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন ॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ ।
এই লাগি করেন দেহের মার্জ্জন ভূষণ ॥

অপি পতিশ্বশ্রূপিতৃভ্রাত্রাদিস্নেহবন্ধশৃঙ্খলাঃ নিঃশেষং ছিত্ত্বৈব। স্নেহেণ অপুরুযোগিন ইব সংবৃশ্চ্যাপি তাঃ শৃঙ্খলামাপুনৈর্বাভজন্নিত্যর্থঃ। অহন্তু পিত্রোর্ভ্রাতরিষেষু বস্তুষপি স্নিহ্যামি চ যুষ্মান্ ভজামি চেতি। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' ইতি স্বপ্রতিজ্ঞাতোঽপি চ্যুত ইতি মম প্রতিক্রিয়ায়া অসম্ভবঃ। বাচ্যমানোঽয়মর্থঃ শ্লেষেণাপি লভ্যতে। স যথা সংবৃশ্চ্য যা যুষ্মান্ অহং মা অভজং, পরসবর্ণেন নকারহ্কারয়োঃ সংযোগঃ। তত্তস্মাদ্বঃ সাধুস্বৈনৈব তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু। যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মামনৃণ্যং, বস্তুতস্তু ঋণ্যেব ভবামি যুষ্মাকমিতিভাবঃ। ততশ্চ তাভিঃ প্রতি স্বমনস্যেব বিচারিতং। পরমেশ্বরত্বাদেব সর্ব্বগুণপরিপূর্ণত্বেঽপি দোষগন্ধমাত্ররাহিতোঽপ্যস্মৎপ্রেমরসবিজ্ঞতোঽপ্যস্মান্ প্রেমবশ্যেনোৎকর্ষয়িতুং সন্তাপকর্ষয়িতুমস্মদৃণীভবিতুমেবাস্মৎকর্ম্ম কোঽয়মস্মত্যাগস্তদিমং পরাবুভুবুং বিজিগীষবো বয়মেবাধন্যা এবং স্তবিতুমপারয়ন্ত্যোঽনেন ফলতঃ প্রেম্ণা জিতা এবাভূমেতি।

প্রতীয়মান হইলেও নির্ম্মল প্রেমময়। যে তোমরা দুর্জ্জর গৃহ-শৃঙ্খল সম্যক্ প্রকারে ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ, অর্থাৎ পরমানুরাগে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, সেই তোমাদিগের সাধুকৃত্য দেব-পরিমাণে আয়ু লাভ করিয়াও আমি করিতে পারিব না। তোমাদিগের সৌশীল্যের দ্বারা তাহার প্রতিকার হউক।

হারাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা পারেন নাই। সুতরাং 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল।

১। শ্রীগোপিকাদিগের শ্রীকৃষ্ণ সুখের নিমিত্ত কিরূপে নিজ দেহে প্রীতি, তাহাই দেখাইতেছেন;—'এই দেহ.....মার্জ্জন ভূষণ।'

তথাহি—গোপীপ্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ(১)।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এক মাত্র দেখি সমাধান(২)।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান(৩)॥

যা গোপ্য নিজাঙ্গমপি মম ইতি জ্ঞাত্বা সমুপাসতে—ভূষণাদিভিঃ অলঙ্করোতি। তাভ্যঃ গোপীভ্যঃ পরং অন্যৎ নিগূঢ়প্রেমভাজনং মে মম নাস্তি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! যে গোপিকাগণ আপনার অঙ্গ আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া, নিজের নহে অর্থাৎ আমার বলিয়া আভরণাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাদের বিভূষিত শরীর দেখিয়া আমি সুখ পাই বলিয়া এই হেতু ভূষণাদি ধারণ করেন, কিন্তু নিজের কোন স্বার্থের জন্য নহে। সেই গোপিকাগণ ভিন্ন অন্য কেহ আমার নিগূঢ় প্রেম ভাজন নাই।

১। 'অনুরোধ'—উপরোধ অর্থাৎ হউক বলিয়া আগ্রহ।

২। 'সমাধান'—মীমাংসা।

৩। 'পর্য্যবসান'—সমাপ্তি। কিরূপে গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান হয় তাহাই দেখাইতেছেন;—গোপিকা দর্শনে……হয় গোপীসুখে।

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ'।
এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি(১)।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি(২)॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
(৩)অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে॥

যথোক্তঃ শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং কেশবাষ্টকে অষ্টমশ্লোকঃ।

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥

তীব্রানুরাগবতীভিঃ প্রিয়াভিস্তু সাক্ষাৎকৃত এবাভূদিতি বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি—উপেত্যেতি। সুন্দরীততিভিঃ ব্রতিশ্রেণীভির্হর্ম্ম্যাবলীমুপেত্যারুহ্য পথি মার্গ এব

যাঁহার বিপিন হইতে ব্রজে বিজয়ের সময়, শ্রীব্রজসুন্দরীগণ পথপ্রান্তভাগে

১। 'হুড়াহুড়ি'—পরস্পরে জয় করিবার জন্য হট। ইহা গ্রাম্য ভাষা।

২। 'মুখ নাহি মুড়ি'—অধোবদন হয় না, অর্থাৎ হারে না।

৩। 'অতএব·····কামদোষ'—গোপিকাদিগের সেই সুখ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সুখ নিমিত্তক যে সুখ, তাহাই শ্রীকৃষ্ণকে পোষে অর্থাৎ পুষ্ট করে। এই হেতু অর্থাৎ নিজ সুখের গন্ধ নাই বলিয়া, শ্রীগোপীপ্রেমে কামরূপ দোষ নাই। একারণ শ্রীগোপিকাগণের প্রেম পরম বিশুদ্ধ।

(১)আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধ হীন ॥
(২)গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥

নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ কটাক্ষমালাভিরভ্যর্চ্চিতং। আভিরিতি কবেস্তৎসাক্ষাৎ কারো ব্যজ্যতে। তচ্ছতৈঃ কীদৃশৈরিত্যাহ—স্মিতেতি। মন্দহাসবদ্ভিরিত্যর্থঃ। স্বয়ঞ্চ তাঃ সচ্চকারেতি বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি—তাসাং স্তনানাং বিচিত্রকঞ্চুকীভূষিতত্বাৎ স্তবকা গুচ্ছা ইবেতি স্তনস্তবকা স্তেষু সঞ্চরন্নয়নয়োশ্চঞ্চরীকয়ো ভৃঙ্গয়োরিবাঞ্চলঃ প্রান্তভাগো যস্য সঃ। লুপ্তোপমেয়ং, নচ রূপকং। নয়নাঞ্চলসঞ্চারস্য তদ্বাধকত্বাৎ।

অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিয়া মৃদুহাস্যাঙ্কুরযুক্ত শত শত কটাক্ষ ভঙ্গীর দ্বারা যাঁহাকে অর্চ্চনা করিতেছেন, এবং যাঁহার নয়নভৃঙ্গ সেই ব্রজসুন্দরীগণের স্তনস্তবকে সঞ্চারিত হইতেছে, সেই কেশবকে আমি ভজনা করি।

১। 'আর এক......গন্ধহীন'; যে প্রকারে গোপীপ্রেম কামগন্ধহীন, তাহার আর একটী স্বাভাবিক চিহ্ন অর্থাৎ লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণ কহিতেছেন;—'গোপীপ্রেম......মহাতুষ্টি।' ইহাও তটস্থ লক্ষণ।

২। 'কৃষ্ণ মাধুর্য্য' অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণের যে চারুতা, গোপীপ্রেম তাহাকে পুষ্ট করে; তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য, প্রেমকে বর্দ্ধিত করিতেছে। এখানে যদিচ শ্রীরাধিকার প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণ বাড়িবার সম্ভাবনা নাই; তথাপিও পরস্পরের সম্মিলনে পরস্পরের বৃদ্ধিরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অসাধারণ ভগবত্তা প্রকাশ হইতেছে। এবং এ জগতেও রূপগুণবতী নায়িকার রূপগুণবান নায়কে প্রীতি, নায়কের মাধুরী বাড়াইয়া থাকে, এবং সেই মাধুরী নায়িকার প্রীতি বাড়াইয়া থাকে; তাহা অপূর্ণ ও স্বার্থময় এবং স্বাভাবিক নহে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম ও মাধুর্য্য পূর্ণ এবং স্বাভাবিক ও স্বার্থহীন হইয়াও বাড়িতেছে। ইহাই প্রাকৃত নায়ক নায়িকার প্রেম হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমের বিভিন্নতা।

প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ(১) ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥
নিরুপাধি(২) প্রেম যাহা তাঁহা এই রীতি ।
(৩)প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥
(৪)নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে ।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধে ॥

১। 'প্রীতিবিষয়ানন্দে' ইত্যাদি ; প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আনন্দে, তদাশ্রয় অর্থাৎ প্রীতির আশ্রয় শ্রীরাধা, তাঁহার আনন্দ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে শ্রীরাধিকার আনন্দ হয় ; সেই আনন্দ শ্রীরাধিকাকে প্রেমই প্রাপ্ত করায় ; সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমে কাম অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিবাঞ্ছার গন্ধমাত্র নাই।

২। 'নিরুপাধি'—নির্হেতু।

৩। 'কৈমুতিক ন্যায়ের দ্বারা শ্রীরাধা-প্রেমের পরম নিঃস্বার্থতা দেখাইতে-ছেন ;—প্রীতি বিষয়···না করে গ্রহণে।' শ্রীরাধিকার স্বজাতীয় প্রেমের কথা দূরে থাক, যেখানে নিরুপাধি প্রেম, সেইখানেই এইরূপ রীতি। কি রীতি তাহা কহিতেছেন ,—'প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি।' প্রীতির বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়—ভক্ত। *

৪। 'নিজ প্রেমানন্দে' ইত্যাদি ;—এই লক্ষণ দ্বারা এবং পরের উদাহরণ দ্বারা ভক্তের প্রেমও যখন পরম নিস্বার্থ, তখন সর্ব্বভক্ত-মুকুট-মণি শ্রীরাধার প্রেম যে অত্যন্ত মহা পরম নিস্বার্থময়, তাহা আর কি বলিব ? এই কৈমুতিক দেখাইলেন।

---

* এখানে কৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত ভিন্ন অন্তে নিরুপাধি প্রেম সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া উক্ত অর্থ।

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে ২য় লহর্য্যাং ২৪ অঙ্কে।

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ৩য় লহর্য্যাং ৩২ শ্লোকঃ।

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা॥

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥

অঙ্গস্তম্ভেতি। প্রেমানন্দং স্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং সন্তং নাভ্যনন্দদিত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ প্রেমা তাবৎ দ্বিধা বিশেষণভাক্ স্তম্ভাদিনা আনুকূল্যোচ্ছয়াচ। তত্র দাসানামানুকূল্যোচ্ছ্বাতিহৃদ্যা। সেবারূপস্বপুরুষার্থসম্পাদকত্বাৎ। স্তম্ভাধিকং ত্বহৃদ্যমেব, তদ্বিঘাতকত্বাৎ। তস্মাৎ স্তম্ভকরত্বাংশেনৈব তং নাভ্যনন্দৎ, কিন্ত্বানুকূল্যকরত্বে নৈবাভ্যনন্দদিতি। সবিশেষণবিধিনিষেধৌ বিশেষেণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়েন। আরম্ভ আটোপঃ। অঙ্গস্তম্ভাসঙ্গমিতি বা পাঠঃ।

গোবিন্দ দর্শন প্রতিবন্ধি অশ্রু প্রবাহবর্ষিণং আনন্দং অরবিন্দং বিলোচনা চন্দ্রকান্তিঃ উচ্চৈরনিন্দৎ-গর্হয়ামাস।

একদিন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক, নিজ প্রভু দ্বারকানাথকে, ব্যজন করিতে ছিলেন; সেই সময় প্রেমানন্দের উদয়ে তাঁহার অঙ্গস্তম্ভিত হইল, আর ব্যজন করিতে না পারায়, সেবাবিঘ্নকরী বলিয়া সেই প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করিলেন না।

চন্দ্রকান্তি নামা গন্ধর্ব্বকন্যার ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দ, তাঁহাকে দর্শন দিলেন; কমলনয়না চন্দ্রকান্তির তৎকালে পরমানন্দে নয়ন হইতে অবিরত অশ্রুপ্রবাহ বহিতে লাগিল। তাহা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের প্রতিবন্ধী বলিয়া তিনি অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২৯ অঃ ১৩ শ্লোকঃ ।

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

অম্বুধৌ গঙ্গাম্ভসো গতিরিতিদৃষ্টান্তব্যঞ্জিতমর্থং স্পষ্টয়ন্ নুক্তলক্ষণভক্তিমতাং জনানাং নিষ্কামত্বং কৈমুত্যন্যায়েনাহ—সালোক্যং—ময়া সহৈকস্মিঁল্লোকে বাসং। সার্ষ্টিঃ—সমানৈশ্বর্য্যং। সামীপ্যং—নিকটবর্ত্তিত্বং। সারূপ্যং—সমান-

---

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২৯ অঃ. ১০ শ্লোকঃ। *

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতং
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

দেবানাং গুণলিঙ্গানামিত্যত্র লক্ষিতামেব নির্গুণাং ভক্তিং সুখবোধার্থং পুনর্লক্ষয়তি। মদ্গুণশ্রবণমাত্রেণৈব ময্যেব সর্ব্বগুহাশয়ে সর্ব্বান্তঃকরণবর্ত্তিত্বে সুখধ্যেয়মূর্ত্তৌ শ্রীপুরুষোত্তমে মনসো গতিরবিচ্ছিন্না ভবতি। যথা অম্বুধৌ গঙ্গাম্ভসো গতিরিতি হেতোরেতদর্থমেব ভক্তিযোগস্য লক্ষণমুদাহৃতমিত্যন্বয়ঃ। যতো মদ্গুণশ্রবণাদি ভক্তিযোগেনৈব ময়ি মনোগতিরবিচ্ছিন্না ভবেদতো ভক্তিযোগং সলক্ষণমুদাহৃতমিতি ফলিতোঽর্থঃ। অম্বুধিনা স্বলহরীভিঃ পরাবর্ত্তিতস্যাপ্যম্ভসো যথা অম্বুধাবেব গতি স্তথা ময়াপি পারমেষ্ঠ্যসার্ষ্টিসালোক্যাদিফলৈঃ প্রলোভিতস্যাপি তস্য ময্যেব গতিরিতি। এবঞ্চ ভক্তমনসো গঙ্গাজলদৃষ্টান্তেন স্রোতাশৈত্যপাবিত্র্যং জগৎপূজ্যত্বাদীন্যুক্তানি তদেব লক্ষণং কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—অহৈতুকী হেতুঃ কারণং ফলান্তরাভিসন্ধিশ্চ তদ্রহিতা স্বপ্রকাশত্বাৎ স্বতঃ ফলরূপত্বাচ্চ নেয়ং জ্ঞানযোগাদিবদিতিভাবঃ। সাধুসঙ্গপ্রেম্নো স্তু প্রথমদ্বাদশভূমিকত্বান্ন তয়োর্হেতুত্বফলত্বে বস্তুত ইতি প্রথমস্কন্ধ এব ব্যাখ্যাতং, অব্যবহিতা জ্ঞানকর্ম্মাদিব্যবধানশূন্যা যা ভক্তিঃ সৈব নির্গুণেত্যর্থঃ। ভক্তেরাস্পদপ্রেম্না-

---

† প্রাচীন হস্ত লিখিত পুস্তকে এই শ্লোক দৃষ্ট হয় না; কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা ইহা পৃথক্ সন্নিবেশিত করিলাম।

তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে ৪র্থ অঃ ৪৭ শ্লোকঃ।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী (১)॥

রূপত্বং। একত্বং—সাযুজ্যং। উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্লন্তি, কুতস্তৎকাম-নেতিভাবঃ। মৎসেবনং বিনেতি কেচিদ্‌গৃহ্লন্তি চেৎ মৎসেবার্থমেব গৃহ্লন্তীত্যর্থঃ। তেষাং নিষ্কামত্বস্য পরমকাষ্ঠামাহ—মৎসেবয়েতি। প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি কুতোঽন্যদিতি সালোক্যাদীনাং কালেনাবিপ্লুতত্বং দর্শয়তি—কালবিপ্লুতত্বং পার-মেষ্ঠ্যাদি।

কপিলদেব কহিলেন, মা! মদীয় জন আমার সেবা ব্যতিরেকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না।

শ্রীভগবান বৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসাকে কহিলেন, যখন আমার সেবাদ্বারা পূর্ণ ভক্তগণ আমার সেবাদ্বারা প্রাপ্ত সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় গ্রহণ করেন না, তখন কালে ধ্বংস হয় যে স্বর্গাদি, তাহা কি নিমিত্তে গ্রহণ করিবেন।

১। যাহাতে যাহাতে যে জাতীয় প্রীতিতে যে সুখ লাভ হয়, এক মাত্র গোপিকাগণ হইতে সেই সেই জাতীয় প্রীতিসুখ শ্রীকৃষ্ণ পাইয়া থাকেন। তাহাই

নিবাস সুখাদীনামপি নির্গুণত্বং নির্গুণো মদপাশ্রয় ইতি মৎসেবায়াস্তু নির্গুণেতি মন্নিকেতন্তু নির্গুণমিতি নির্গুণং মদপাশ্রয়মিত্যেকাদশস্কন্ধাজ্‌জ্ঞেয়ম্।

কপিলদেব কহিলেন, মা! আমার গুণঃ শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বান্তর্যামী-আমাতে সমুদ্রগামিনী গঙ্গা-সলিলের গতির ন্যায় অবিচ্ছিন্না, ফলানুসন্ধানরহিতা, জ্ঞানকর্ম্মাদি ব্যবধানশূন্যা যে মনের গতি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত (১)॥

তথাহি—গোপীপ্রেমামৃতে।

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ! গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ! নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

হে পার্থ! গোপ্যো মে কিং ন ভবন্তি অপিতু সর্ব্বং ভবন্তি ইত্যহং সত্যং সশপথং তে—তুভ্যং বদামি। যতঃ গোপ্যো মে রাসক্রীড়াদৌ সহায়াঃ। প্রেম-শিক্ষাদৌ গুরবঃ। হিতোপদেশপ্রদানশাসনাদৌ শিষ্যাঃ। রসনির্য্যাসাস্বাদনাদৌ ভুজিষ্যা ভোগ্যা স্ত্রিয়ঃ। উপকৃত্যাদৌ বান্ধবাঃ। পত্যেকনিষ্ঠাদৌ শক্তিমত্তাবেন স্ত্রিয়ো ধর্ম্মপত্ন্যাম্।

হে পার্থ! গোপিকা এব তত্ত্বতো মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং—মৎসেবাং মৎশ্রদ্ধাং—মন্মনোগতং জানন্তি, অন্যে ন জানন্তি।

গোপিকাগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্য, ভোগ্যা স্ত্রী, বান্ধব, ধর্ম্মপত্নী; হে পার্থ! আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি, গোপিকাগণ আমার যে কি নয়? তাহা আমি বলিতে পারি না; অর্থাৎ আমার সকলই।

হে পার্থ! গোপিকাগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমাতে শ্রদ্ধা এবং আমার মনোগত তত্ত্বত জানেন; অন্য কেহ জানে না।

কহিতেছেন—'কৃষ্ণের......দাসী'। 'সহায়'—রাসক্রীড়াদির। 'গুরু'—প্রেম-শিক্ষাদি বিষয়ের। 'বান্ধব'—হৃদয়ের কথাদি বলা ও উপকৃতি প্রাপ্তি বিষয়ে। 'প্রেয়সী'—ভোগ্যা স্ত্রী। 'প্রিয়া'—পতিব্রতা পত্নী। 'শিষ্যা'—উপদেশ প্রদান বিষয়ে। 'সখী'—স্ত্রী বান্ধব যারা যে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্বিষয়ে। 'দাসী'—সেবন কার্য্যে।

১। 'ইষ্ট সমীহিত'—কৃষ্ণ যাহা ভাল বাসেন সেইরূপ শারীরিক ব্যবহার।

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে (১) প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥

তথাহি—পদ্মপুরাণে।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

গোপীপ্রেমামৃতে চ।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ! যত্র রাধাভিধা মম ॥

বিষ্ণোঃ—শ্রীকৃষ্ণস্য যথা রাধা প্রিয়া, তস্যাঃ কুণ্ডং—রাধাকুণ্ডং তথা প্রিয়ং। শ্রীরাধা কীদৃশী প্রিয়া ইত্যপেক্ষায়ামাহ—সর্ব্বগোপীষু সৈব শ্রীরাধৈব একা বিষ্ণোঃ—শ্রীকৃষ্ণস্য অত্যন্তবল্লভা অসমোর্দ্ধপ্রিয়া। অতঃ শ্রীরাধাসমং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমপাত্রমন্যং নাস্তি ইতি ধ্বনিঃ।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা; কুতঃ? যত্র পৃথিব্যাং বৃন্দাবনং নাম পুরী। তত্রাপি বৃন্দাবনপুর্য্যাং গোপিকাঃ ধন্যাঃ; যত্র যাসু গোপিকাসু মম রাধাভিধা প্রিয়া বর্ত্ততে। অত্র উত্তরোত্তরমুৎকর্ষো ভবেৎ সারঃ পরাবধি ইত্যুক্তলক্ষণ-সারালঙ্কারেণ শ্রীরাধায়া ধন্যানাং মুকুটমণিত্বং ব্যঞ্জিতম্।

শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ প্রেমপাত্র যেমন শ্রীরাধা প্রিয়া, সেইরূপ শ্রীরাধা-কুণ্ডও তাঁহার প্রিয়।

অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ত্রৈলোক্যের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা, যে পৃথিবীতে আমার বৃন্দাবন পুরী, সেই বৃন্দাবনে গোপিকা ধন্যা যে গোপিকা-গণের মধ্যে আমার রাধানামে বল্লভা আছেন।

১। 'সৌভাগ্য'—শুভাদৃষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ বশীভূতকান্তত্ব বিষয়ে। শ্রীকৃষ্ণ যমন শ্রীরাধার বশীভূত, এরূপ অন্য কাহারও নহেন ইহাই ফলিতার্থ।

রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আরসব গোপীগণ রসোপকরণ (১) ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ ॥

শ্রীজয়দেবচরণৈঃ শ্রীগীতগোবিন্দে ২য় সর্গে, ১ম শ্লোক উক্তঃ।

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥

কংসারিরিতি। যথা সা তস্মিন্নুৎকণ্ঠিতা তথা কংসারিরপি রাধাং আ সম্যক্-প্রকারেণ ধৃত্বা ব্রজসুন্দরীঃ তত্যাজ। হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ব্বকশারদীয়রাসান্তর্দ্ধিস্ফূর্ত্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং, পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিতবিষয়স্পৃহা বাসনা সম্যক্সারভূতায়াঃ প্রাক্ নিশ্চিতায়া বাসনায়া বন্ধনায় স্থূলানি খননন্যায়েন দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। যথা কশ্চিৎ বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তুনিশ্চয়াৎ তদেকনিষ্ঠ স্তদন্যৎ সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মপি তা স্তত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ।

কংসারি শ্রীকৃষ্ণ, সম্যক্সারভূত-রাসলীলা-বাসনায় বদ্ধশৃঙ্খলা শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্য ব্রজসুন্দরী সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন।

রূপে গুণে ও সৌভাগ্যে যদি শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা, তবে কেন শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপিকা সঙ্গে বিহার করেন? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন; 'রাধাসহ……রসোপকরণ'।

১। 'রসোপকরণ';—যেমন অন্নের উপকরণ ব্যঞ্জনাদি—ব্যঞ্জনাদির দ্বারা অন্নের যেরূপ স্বাদ বৃদ্ধি হয়, এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণের অন্য গোপিকাগণ সঙ্গ দ্বারা শ্রীরাধা সহ ক্রীড়ারসের স্বাদুতা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাঁহারা শ্রীরাধা ব্যতীত স্বতঃ শ্রীকৃষ্ণসুখের হেতু নহেন, তাহা বলিতেছেন;—'কৃষ্ণের বল্লভা……গোপীগণ'।

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥
সেই ভাবে(১) নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
সেই রস(২) আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের(৩) প্রচার ॥

তথাহি—শ্রীগীতগোবিন্দে ২য় সর্গে ১২ শ্লোকঃ, শ্রীজয়দেবচরণৈরুক্তঃ।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি! মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥

বিশ্বেষামিতি। হে সখি! মধৌ বসন্তে মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ব্বন্, বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপীগণানাং অনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছিতাতিরিক্তরসদানাৎ প্রীণনেনানন্দং জনয়ন্, পুনঃ কিং কুর্ব্বন্, অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্, কীদৃশৈঃ, নীলকমলশ্রেণীতোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং, শ্রেণীপদেন নবনবায়মানত্বং, শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং, কোমলশব্দেন সুকুমারত্বং সূচিতং। নমু, দ্বিকোটিস্থোঽয়ং রসঃ, নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানুরাগ-

---

হে সখি! অনুরঞ্জনের দ্বারা সর্ব্বগোপীগণের আনন্দ জন্মাইয়া এবং নীল-কমলশ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমলাঙ্গের দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব

---

১ 'সেই ভাবে'—শ্রীরাধার ভাবে। 'নিজ বাঞ্ছা'—পূর্ব্বোক্ত তিন বাঞ্ছা।

২। 'সেই রস'—শৃঙ্গার রস।

৩। 'সব রসের'—বীর-করুণাদি রসের।

(১)শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষ কৈল রস আস্বাদনে ॥
সেই দ্বারে(২) প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥
আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥

মন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাৎ? অত আহ—ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ আলিঙ্গনানু রঞ্জনেনানুরঞ্জিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্যোহন্যানুরঞ্জনমাত্রতাৎপর্য্যকতয়া প্রেমপরিপাকোদ্গতপূর্ণরসাবির্ভাবেন প্রাকৃতরসস্থিরস্কৃত ইতি সূচিতং। তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ। নৈবং বাচ্যং স্বচ্ছন্দং যথাস্যাত্তথা কালদেশক্রিয়ানামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তস্য সর্ব্বাঙ্গতা ন স্যাৎ ন অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিঙ্মাত্রতা স্যাৎ; ন প্রত্যঙ্গমিতি একৈকাঙ্গস্য যথোচিতক্রিয়ায়ামিত্যর্থঃ। নন্বেকেনানেকাসাং সমাধানং কথং স্যাৎ? তত্রাহ—শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমান্ ইত্যহমুৎপ্রেক্ষে। যতঃ সোহপ্যেক এব বিশ্বমনুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি।

উদয় করিয়া, ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক স্বচ্ছন্দে প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া, মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন।

১। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য……আস্বাদন; 'রসের সদন'—রসের আলয়। যদ্যপি রস শব্দ এখানে সামান্যতঃ নির্দ্দেশ থাকায় সমস্ত রসের সদনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, ইহা বুঝাইল তথাপি 'অশেষ বিশেষ কৈল রস আস্বাদন'; এখানে মধুর রসাস্বাদন বুঝিতে হইবে। অন্যথা প্রকরণ বিরুদ্ধ হয়।

২। 'সেই দ্বারে'—মধুর রসাস্বাদন দ্বারায়।

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিনঃ শ্লোকঃ।*

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়(১)।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব(২)।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ(৩)।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥

১। 'করিঞা নিগূঢ়'—গোপন করিয়া।

২। 'আম্রের পল্লব'—আম্রমুকুল।

৩। 'অভক্ত ইত্যাদি'—উষ্ট্রের রসনায় আম্রমুকুলের আস্বাদ গ্রহণ করিবার শক্তি নাই, সুতরাং কণ্টকচর্ব্বণে মুখ ক্ষত হয় তথাপি ত্যাগ করিতে পারে না, কেবল দুঃখভোগ করে; এইরূপ অভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদনের শক্তি নাই। নানা দুর্ব্বাসনায় সর্ব্বদা ব্যথিত; তথাপি তাহা ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া অভক্তকে উষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা দিলেন।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ ৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে সভার(১) হউক চমৎকার ॥
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরস রূপ(২) কহে মোরে ॥
'আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন ॥
আমা হৈতে যার হয়(৩) শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥
আমা হৈতে গুণী বড়(৪) জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥
(৫)কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য সাম্য নাহি যার(৬) ॥

১। 'সভার'—ভক্তগণের।

২। 'পূর্ণানন্দ পূর্ণরসরূপ'—যিনি আনন্দপূর্ণ অর্থাৎ যাঁহার আর আনন্দের প্রয়োজন নাই, তাঁহার নাম পূর্ণানন্দরূপ। আর রসে পূর্ণ অর্থাৎ যাঁহার রসাস্বাদন করিবার আর প্রয়োজন নাই, তাহার নাম পূর্ণরস রূপ। *

৩। 'যার হয়'—অর্থাৎ আনন্দ হয়। এখানে আনন্দ শব্দ অনুক্ত থাকিলেও প্রকরণ প্রাপ্ত।

৪। 'গুণী বড়'—রূপাদি মাধুর্য্য গুণে অধিক।

৫। নিজ হইতে রূপাদি মাধুর্য্যগুণে অধিক কেহ না থাকিয়াও, কিরূপে শ্রীরাধাতে মাধুর্য্যাদির আধিক্য অনুভব করেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন ;— 'কোটিকাম জিনি'..... রাধা সুখ শত অধিকাই।

৬। 'যার'—আমার রূপের।

---

* এই স্থলে মুদ্রিত পুস্তকে পাঠের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥
মোর স্বর বংশী গীতে আকর্ষে ত্রিভুবন। *
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবন ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।(১)
রাধার অধর রসে আমা করে বশ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু(২)।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জিবাতু(৩) ॥
(৪)এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥

১। 'যদ্যপি আমার ইত্যাদি' 'রসে'—অধরামৃত রসে। ভক্তজন ভক্তি-সহকারে আমাকে যে অন্ন পানাদি নিবেদন করে, তাহা ভোজন পান সময়ে আমার অধরামৃত তাহাতে সঞ্চারিত হয়; সুতরাং আমার ভোজন পানাবশেষ অন্ন পান যে আস্বাদন করে, সেই সরস হয়। অর্থাৎ ভক্তিরসময় হয়।

২। 'এই মত'—পূর্ব্বোক্তরূপ দর্শন, বংশীগান, অঙ্গগন্ধ, ভুক্তাবশেষ অন্নপানে ও কোটীন্দু শীতল স্পর্শ দ্বারা জগতের সুখের হেতু আমি।

৩। 'জীবাতু'—জীবনৌষধি।

৪। 'এই মত......সব বিপরীত';—শ্রীরাধিকা আমার সুখের হেতু বলিয়া যে অনুভবকে সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছি, কিন্তু যদি বিচার করি, তাহা হইলে বিপরীত দেখি, অর্থাৎ আমিই শ্রীরাধিকার সুখের হেতু; ইহাই বিচারে

---

* এই স্থলে মুদ্রিত এবং হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠের অনেক ব্যতিক্রম।

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।(১)
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥(২)
'কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥
অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ ॥
তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দসমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত ॥'

নিষ্পন্ন করি ; সেই বৈপরীত্য দেখাইতেছেন, অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধিকার হেতু তাহাই দেখাইতেছেন ;—'রাধার দর্শনে……নাহি পাই অন্ত'।

১। 'পরস্পর বেণুগীতে ইত্যাদি' প্রীতির এই রীতি হয় ; যাহার যে বস্তুতে প্রীতি, তাহার সেই বস্তুর সন্ধান কিম্বা সাদৃশ্য যাহাতে আছে, তাহাই ভাল লাগে। শ্রীরাধিকার আমাতে এতই প্রীতি, আমি যে বেণুবাদ্য করিয়া থাকি, সেই জাতি অর্থাৎ বেড়্‌বাঁশের ঝাড়ে পরস্পর সজ্ঘর্ষণে যে শব্দ হয়, তৎশ্রবণে তাঁহার চৈতন্য থাকে না। সাক্ষাৎ বেণুরবের কথা আর কি বলিব।

২। 'মোর ভ্রমে ইত্যাদি' তমাল বৃক্ষের স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ সাম্যে আমার ভ্রম হওয়ায় তমালে আলিঙ্গন করেন।

---

* ইহাও শ্রীকৃষ্ণরূপে অত্যন্ত চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত প্রীতির চিহ্ন। যদি স্তোক কৃষ্ণাদি সখার শ্রীকৃষ্ণসদৃশ বর্ণ বা আকৃতি সাদৃশ্য আছে, তাহা হইলেও সম্বন্ধ বিরুদ্ধ নিমিত্ত শ্রীরাধিকার কৃষ্ণভ্রম ইঁহাদিগেতে হইতে পারে না। এই বিষয়ের সাবধানকর্ত্রী যোগমায়া।

লীলা অন্তে(১) সুখে ইঁহার যে অঙ্গের মাধুরি।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥
(২)দোঁহার যে সম রস ভরত মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে॥
(৩)অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা সুখ শত অধিকাই॥

তথাহি—ললিতমাধবে ৯ম অঙ্কে ৫ম শ্লোকঃ।

এতয়োরন্যোহন্যেন্দ্রিয়াহ্লাদঃ শ্রীরূপগোস্বামিনা নিশ্চিতোহস্তি যথা;—

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি! বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহ'রতশ্লাঘাবিদস্তে গিরঃ।

হে রাধে! ত্বামাসাদ্য প্রাপ্য আস্বাদ্যেতিপাঠে আস্বাদনং কৃত্বা। মমৈব ইন্দ্রিয়কুলং রসনানাসিকাকর্ণত্বক্নেত্ররূপং মুহুর্মে'দতে ইত্যন্বয়ঃ। তত্রহেতুঃ, হে কল্যাণি! তব বিম্বাধরঃ নির্ধূতৌ—দূরীকৃতৌ অমৃতানাং মাধুরীপরিমলৌ যেন

নববৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাকে আনন্দিত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন, হে শ্রীরাধে! তোমায় প্রাপ্ত হইয়া আমার ইন্দ্রিয়কুল মুহুর্মুহু

১। 'লীলা অন্তে' রহো লীলাবসানে।

২। 'দোঁহার যে……নাহি জানে'; যে ভরত মুনি 'দোঁহার' (নায়ক নায়িকার) 'সমরস' অর্থাৎ সমান আনন্দ মানে, সেই ভরতমুনি† আমার ব্রজের রস জানে না। ভরতমুনির ব্রজরসের অনভিজ্ঞতা বিষয়ে নায়ক নায়িকার সমরস মানাই কারণ। ব্রজে নায়ক অপেক্ষা নায়িকার রসাধিক্য।

৩। ব্রজনায়ক-মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা-মুকুটমণি শ্রীরাধা সম্মিলনে শ্রীরাধিকার সুখের পরমাধিক্য প্রকটন করিয়া নায়ক নায়িকার সমরসবাদী ভরতমুনির মত খণ্ডন করিতেছেন; 'অন্যোহন্যে……শত অধিকাই।'

---

† 'ভরতমুনি' রসশাস্ত্রের আদিগুরু।

অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাবক্
শ্যামাস্যাহ্য নয়নেন্দ্রিয়কুলং রাধে! মুহুর্ম্মোদতে ॥
রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেহতিহৃষ্যত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাং
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥ ইতি

সঃ। অয়ন্তু রসনেন্দ্রিয়বিষয়ঃ। বক্ত্রং—বদনং পঙ্কজস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তৎ, এতৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যং। তে গিরঃ—বাণ্যঃ কুহরিতানাং—কোকিলধ্বনীনাং শ্লাঘাং বিলম্বীতি তাঃ; এতাঃ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যাঃ। চন্দনশীতলং তে অঙ্গং; এতৎ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যং। তব ইয়ং তনুঃ সৌন্দর্য্যানাং সর্ব্বস্বং ভজতে যা সা। ইয়ন্তু নয়নেন্দ্রিয়গ্রাহ্যা।

শ্রীকৃষ্ণসম্মিলনে শ্রীরাধাদ্য কীদৃশী অভবদিতি শ্রীগুণমঞ্জর্য্যা স্পৃষ্টা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রাহ;—রূপ ইত্যাদি। কংসহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপে লুব্ধে নয়নে যস্যাস্তাং স্পর্শে—কৃষ্ণস্য অঙ্গসঙ্গে হৃষ্যন্তী পুলকিতা ত্বক্ যস্যা স্তং, বাণ্যাং—কৃষ্ণস্য বাচি উৎকলিতে—উৎকণ্ঠিতে শ্রুতী কর্ণৌ যস্যাস্তাং, পরিমলে কৃষ্ণস্য অঙ্গসৌরভে নাসাপুটে যস্যাস্তাং কৃষ্ণস্য অধরপুটে আরজ্যন্তী অনুরাগান্বিতা রসনা যস্যাস্তাং। ন্যঞ্চৎ ন্যমৎ মুখাম্ভোরুহং যস্যাস্তাং! দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা মহাধৃতিঃ যস্যাস্তাং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং রাধাং আলোকয়মিতিশেষঃ।

হর্ষযুক্ত হইতেছে। হে কল্যাণি! তোমার বিম্বাধর অমৃতের মাধুরী ও পরিমলকে দূরীভূত করিতেছে, তোমার বদন পদ্মগন্ধযুক্ত; তোমার বানী কোকিলধ্বনির তিরস্কারিণী; তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও সুশীতল; আর তোমার এই তনু সৌন্দর্য্যের সর্ব্বস্বভাগিনী।

অদ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্মিলনে শ্রীরাধা কীদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, এই কথা শ্রীগুণমঞ্জরী জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপমঞ্জরী কহিলেন, অদ্য সম্মিলনকালে শ্রীরাধার নয়নযুগল শ্রীকৃষ্ণরূপে লুব্ধ, ত্বক্ স্পর্শে পুলকিত, কর্ণ কথায় উৎকণ্ঠিত, নাসাপুট পরিমলে সংহৃষ্ট; আর অধরপুটে রসনা অনুরাগিণী হইল; এতাদৃশ অবস্থায় শ্রীরাধা কপটতা পূর্ব্বক মহাধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদনে থাকিলে বাহিরে বিকার দ্বারা আকুলা হইয়াছিলেন, আমি দেখিয়াছি।

তাতে(১) জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে(২) লোভ বাড়ে চিত্তে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার (৩)।
প্রেমরস আস্বাদিল(৪) বিবিধ প্রকার॥
(৫)রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥

১। 'তাতে'—পূর্ব্বোক্ত 'রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান'! ইত্যাদি বিচার দ্বারা।

২। 'সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে'—এটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কোন সৎসৌরভবিশিষ্ট আস্বাদ্য বস্তুর ঘ্রাণ পাইলে, তাহার আস্বাদন করিতে যেমন লোভ হয়, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের 'নিজ হইতে শ্রীরাধা যে সুখ পান তাহার ঘ্রাণে (বিচার দ্বারা শ্রেষ্ঠতা নির্ণয়ে' আস্বাদন করিতে লোভ হইয়াছিল; তাহাই বলিলেন।

৩। 'কৈল অবতার' অবতার করিলাম।

৪। 'আস্বাদিল' আস্বাদন করিলাম। *

৫। 'রাগ মার্গে……আচরণ দ্বারে'; ইষ্ট বস্তুতে (কৃষ্ণে) স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। সেই রাগ ব্রজ পরিকরগণে অভিব্যক্ত ভাবে নিত্য বিরাজিত। এখানে ভক্ত শব্দে নিত্য ব্রজ পরিকর। খেলায় হারিয়া শ্রীদামকে

---

* কোন মুদ্রিত পুস্তকে 'আস্বাদিল' এই পাঠের এবং পর পয়ারোক্ত 'শিখাইল' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'আস্বাদিব' ও 'শিখাইব' এই পাঠ দৃষ্ট হয়। বোধ হয় প্রকাশক এই স্থলে 'শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আস্বাদিব' এবং 'শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শিখাইব এই অর্থ বুঝিয়া থাকিবেন।

এই তিন তৃষ্ণা(১) মোর নহিল পূরণ ।
বিজাতীয়(২) ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে ।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ' ॥
সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয় ।
হেনকালে আইব যুগাবতার সময় ॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন ।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥
পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারি(৩) ।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ব্ভ-শুদ্ধ-দুগ্ধসিন্ধু ।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥

স্কন্ধে বহন, দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া জননীকর্ত্তৃক বন্ধন ; মানের হেতু হইয়া মানিনী শ্রীরাধাকর্ত্তৃক ভৎর্সিত হওয়া এবং চরণ ধরিয়া সাধিলেও উপেক্ষিত হওয়া প্রভৃতি লীলা আচরণ করিয়া রাগমার্গের ভক্তগণের (ব্রজপরিকর গণের) ভক্তিপ্রকার লোকদিগকে শিক্ষা করাইয়াছি অর্থাৎ ইহাদ্বারা রাগানুগা ভক্তি শিক্ষা করাইয়াছেন ; তাহাই বলা হইল। কারণ এই সব লীলা শুনিয়া লোকে ব্রজপরিকরগণ জাতীয় ভক্তি করিবে ; ইহাই ভগবানের আশয়। পূর্ব্বেও একথা বলা হইয়াছে, যথা ; 'ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম।' রাগানুগা ভক্তি-বিবৃতি মধ্য লীলায় হইবে।

১। 'তিন তৃষ্ণা' পূর্ব্বোক্ত তিন বাঞ্ছায় অত্যন্ত আগ্রহ।

২। 'বিজাতীয় ভাব', শ্রীরাধার ভাব ব্যতীত অন্য জাতীয় ভাব।

৩। 'অবতারি' অবতার করাইয়া।

এইত ষষ্ঠ শ্লোকের করিল ব্যাখ্যান।
স্বরূপ গোঁসাঞিের পাদপদ্ম করি ধ্যান॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
শ্রীরূপ গোঁসাঞিের শ্লোক প্রমাণ সমর্থ॥

তথাহি—স্তবমালায়াং ২য় স্তবে ৩ শ্লোকঃ।*

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥
মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতম্।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥২৩০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতারমূল-
প্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং মঙ্গলাচরণং অবতারে প্রয়োজনঞ্চ শ্লোকষট্কৈঃ নিরূপিতং নির্ণীতম্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-লক্ষণ মঙ্গলাচরণ ও অবতারের প্রয়োজন, এই ছয় শ্লোকে নিরূপিত হইল।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ ৭৭ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য মহিমা।
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ তত্ত্ব সীমা॥
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ(১) দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণ লীলার সহায়॥

অহং অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীমন্নিত্যানন্দমীশ্বরং বন্দে। যস্যেচ্ছয়া অজ্ঞেনাপি ময়া তৎ স্বরূপং নিরূপ্যতে।

অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বরকে বন্দনা করি, যাঁহার ইচ্ছায় অজ্ঞজন তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছে।

১। 'একই স্বরূপ'—একতত্ত্ব। লীলা নিমিত্ত ভিন্ন কায়। শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলায় সহায়।

---

* যুদ্ধার্থ সেনা সন্নিবেশের নাম ব্যূহ। সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষ যেমন ব্যূহের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিয়া থাকে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণাদি কায়ব্যূহের মধ্যে অবস্থিত করিয়া লীলা করিতেছেন।

সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ। *

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু ॥

শ্রীবলরাম গোঁসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ(১) ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥
(২)সৃষ্ট্যাদিক সেবা-তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন(৩) ॥

১। 'পঞ্চরূপ'—সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী, শেষ, এই পাঁচ রূপ। তাহার মধ্যে আপনি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ রূপে কৃষ্ণলীলার সাহায্য করেন ; আর কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি চারি রূপে সৃষ্টিকার্য্যাদি করেন। তাহাই কহিতেছেন ;—'আপনে করেন..... ধরি চারি কায়'।

২। সৃষ্টাদি কার্য্যের দ্বারা কি প্রকারে ভগবৎ-সেবা হয়, তাঁহা কহিতেছেন;—সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন'; ইহার অর্থ,—সৃষ্টাদিকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই তাঁহার সেবা।

৩। 'বিবিধ-সেবন'

নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকোপধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তদশেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ ॥

এই শ্লোকোক্ত বাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপধান, ছত্র প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়া শেষ রূপে সেবা করেন।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও বঙ্গানুবাদ ৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ।
সেই রামচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥
সপ্তম শ্লোকের(১) অর্থ করি চারিশ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে॥

তথাহি—শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং শ্লোকঃ।*

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

প্রকৃতির পার(২) পরব্যোম নামে ধাম।
(৩)কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
(৪)কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥

১। সপ্তম শ্লোকের অর্থাৎ 'সঙ্কর্ষণ কারণতোয়শায়ী' ইত্যাদি শ্লোকের। 'চারি শ্লোকে'—'মায়াতীতে' ইত্যাদি চারি শ্লোকে।

২। 'প্রকৃতির পার'—মায়াতীত। 'পরব্যোম'—মহাবৈকুণ্ঠ।

৩। শ্রীভগবদ্ধামের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন,—'কৃষ্ণ বিগ্রহ.....যাহা কৃষ্ণের বিলাস'। তন্মধ্যে যেমন কৃষ্ণবিগ্রহ বিভুত্বাদি গুণবিশিষ্ট, এইরূপ পরব্যোমাদি ভগবদ্ধাম সকল সর্ব্বগ অনন্ত বিভু। ইহাই এই দুই পয়ারে বলিতেছেন 'কৃষ্ণ বিগ্রহ......বৈকুণ্ঠাদি ধাম'।

৪। এখানে 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ বৈকুণ্ঠনাথ। 'অবতার'—মৎস্যাদি। মৎস্যাদি অবতার সকল বৈকুণ্ঠধামে নিত্য অবস্থান করেন, প্রয়োজন হইলে লোকে প্রকট হইয়া কার্য্য সমাধানন্তর পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও বঙ্গানুবাদ ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১)তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি(২) শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম(৩)॥
(৪)সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপী আছে নাহিক নিয়ম॥

১। 'তাহার'—পরব্যোমের। এক কৃষ্ণলোকেরই তিন নাম; তাহাই কহিতেছেন;—দ্বারকা মথুরা গোকুল।

২। 'সর্ব্বোপরি'—দ্বারকা মথুরার উপরি। 'ব্রজলোক ধাম'; ব্রজলোক গোপ গোপী প্রভৃতি, তাঁহাদিগের ধাম অর্থাৎ বাসস্থান।

৩। এখানে শ্রীগোলোকের গোকুলবৈভবত্ব হেতু গোকুলের সহিত অভেদ বলিয়া গোকুলেরই নামান্তর গোলোকধাম, তাহাই কহিতেছেন; 'শ্রীগোলোক' ইত্যাদি।

৪। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে গোলোক ও বৃন্দাবন পৃথক ধাম তাহা দেখাইয়াছেন। এক্ষণে গোকুলেরই নামান্তর গোলোকধাম, একথা বলিলে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিরোধ হয়; সেই বিরোধ পরিহারার্থে কহিতেছেন; সর্ব্বগ অনন্ত—নাহি দুই কায়'। শ্রীগোকুলধাম শ্রীকৃষ্ণতনুসম, সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু; সুতরাং উপরি অর্থাৎ পরব্যোমের উপর, 'অধো'—প্রাকৃত সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে, ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ পরব্যোমের উপরি গোলোক নামে ও ব্রহ্মাণ্ডে গোকুল নামে একই ধাম বিরাজিত রহিয়াছেন। যেমন কৃষ্ণবপু বহু হইলেও এক, এইরূপ ঊর্দ্ধ অধো ভেদে শ্রীকৃষ্ণলোক—গোলোক ও গোকুলরূপে দুই প্রকারে প্রতীয়মান হইলেও এক। তথাপি 'যত্তু গোলোকনামস্যাৎ তত্তু গোকুলবৈভবং।' এই লঘুভাগবতামৃতের সিদ্ধান্তানুসারে মর্ত্তালোকে পরম করুণায় প্রকটিত শ্রীগোকুলধামের লীলাসারত্বে অধিক মহিমা। এ সকল বিষয় শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়(১)।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন(২)।
চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম(৩)॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস'॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং। *

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি

চিন্তামণীতি। সর্ব্বতোভাবেন চালনানয়ন-চারণ-গোষ্ঠানায়ন প্রকারেণ পালয়ন্তং। কদাচিদ্রহসি তু বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ—লক্ষ্মীতি লক্ষ্ম্যোঽত্র গোপসুন্দর্য্য এবেতি ব্যাখ্যা মেব। তদেবং চিন্তামণিপ্রকরসদ্মাদিময়ং. কথা গানং নাট্যং গমনমপীতি বক্ষ্যমাণানুসারেণেতি।

যেখানকার গৃহ সকল চিন্তামণিনির্ম্মিত, যেখানে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ শোভা বিস্তার করিতেছে, সেইখানে যিনি শত সহস্র গোপসুন্দরী কর্ত্তৃক সম্ভ্রমের সহিত সেব্যমান হইয়া সুরভীগণ পালন করিতেছেন, সেই শ্রীগোবিন্দ আদি পুরুষকে আমি ভজনা করি।

১। যদি কেহ আপত্তি করে, যে শ্রীকৃষ্ণবপুঃ সহ চিন্ময়লোক মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত হইতে পারে না; তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছেন;—'ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ' ইত্যাদি।

২। শ্রীগোকুলধাম ব্রহ্মাণ্ড-সামগ্রী বর্জ্জিত; তাহাই দেখাইতেছেন;—'চিন্তামণিভূমি' ইত্যাদি। 'কল্পবৃক্ষময়'—কল্পবৃক্ষ প্রচুর।

৩। এতাদৃশ হইলেও সাধারণে দেশ বিশেষরূপে কেন দেখে? তাহাই কহিতেছেন;—'চর্ম্মচক্ষে' ইত্যাদি। 'চর্ম্মচক্ষে'—প্রেমহীন চক্ষে। 'প্রপঞ্চের সম'—পঞ্চভূতের দ্বারা যে সকল বস্তু সৃষ্ট হয় তাহার নাম প্রপঞ্চ, তাহার সমান।

---

* পঞ্চম অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকঃ।

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া(১)।
নানা রূপে(২) বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ(৩)॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়(৪)।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥
(৫)পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণ রূপে করে বিবিধ বিলাস॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ(৬)॥

১। 'নিজরূপ'—সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নাদি রূপ। 'প্রকাশিয়া'—প্রকট করিয়া।

২। 'নানারূপে'—নানা প্রকারে;

৩। মথুরা ও দ্বারকায় বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহ সর্ব্বত্রের চতুর্ব্যূহের অংশী এবং তুরীয় অর্থাৎ নিরুপাধি, এবং বিশুদ্ধ অর্থা মায়াগন্ধহীন।

৪। 'এই তিন লোকে'—গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকায়। 'কেবল লীলা ময়'—লীলাবিগ্রহ স্বরূপ।

৫। এক্ষণে চতুর্ব্যূহ হইয়া নানা রূপে বিলাস কিরূপে করেন, তাহাই দেখাইতেছেন;—'পরব্যোম মধ্যে' ইত্যাদি পয়ারের দ্বারা। 'করি স্বরূপ প্রকাশ'—বিলাসমূর্ত্তি প্রকট করিয়া। পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি।

৬। 'নারায়ণ রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ'—শ্রীকৃষ্ণতনুই রূপান্তরে শ্রীনারায়ণ। এই স্থলের ইহাই অর্থ। পূর্ব্বেও একথা বলা হইয়াছে;—'একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥ যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ'।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী ভূ লীলা শক্তি যাঁর করয়ে সেবায়॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম॥(১)
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥
ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি।(২)
বৈকুণ্ঠ বাহিরে তাসবার(৩) হয় স্থিতি॥
(৪)বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার(৫)।
চিৎস্বরূপ তাহাঁ নাহি চিচ্ছক্তি বিকার(৬)॥

১। 'জীবের প্রতি কৃপা করিয়া কি কি কর্ম্ম করেন, তাহাই দেখাইতেছেন; 'সালোক্য সামীপ্য......জীবের নিস্তার।'

২। 'ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের' * যাঁহারা ব্রহ্মে লয় রূপ মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের। 'তাঁহা'—পরব্যোমে। 'গতি নাই'—গমন করিতে শক্তি নাই।

৩। 'তা সবার'—ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্ত গণের।

৪। ব্রহ্ম সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তগণের গতি দেখাইতেছেন;—'বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক......সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়।

৫। 'প্রকৃতির পার'—প্রকৃতির আবরণের পার।

৬। মুক্তি লোক চিৎস্বরূপ কিন্তু তাঁহা—তথায় চিচ্ছক্তি বিকার—চিদানন্দময় গৃহ পরিচ্ছদাদি নাই।

---

* অনেক মুদ্রিত পুস্তকে 'মুক্তের' এই পাঠস্থলে 'মুক্তির' এই পাঠ আছে।

(১) সূর্য্যমণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে।*

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহব স্তদ্গতিং গতাঃ॥ †

যথাবিহিতয়া ভক্ত্যা ঈশ্বরে মন আবেশ্য তদ্গতিং গচ্ছন্তি তথৈবাবিহিতেনাপি কামাদিনা বহবো গতা ইত্যর্থঃ। তদঘং তেষু কামাদিষু মধ্যে যদ্দ্বেষভয়য়োরঘং ভবতি তদ্ধিত্বৈব। তত্রাপি দ্বেষসম্বন্ধিতত্ত্বাদঘোৎপাদকত্বং জ্ঞেয়ং। অত্র কেচিৎ কামেঽপ্যঘং মন্যন্তে। তদেবং বিচার্য্যতে—ভগবতি কাম এব কেবলঃ পাপাবহঃ। কিম্বা পতিভাবযুক্তঃ। অথবা উপপতিভাবযুক্ত ইতি। স এব কেবল ইতি কেচিৎ স কিং দেবাদিগণপতিতত্ত্বাৎ। তৎ স্বরূপেণৈব বা পরম-শুদ্ধে ভগবতি যদধরপানাদিকং তচ্চ কামুকত্বাদ্যারোপণং তেনাতিক্রমেণ বা

যেমন বিহিত ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া তাঁহার গতি লাভ হয়;

১। মুক্তি লোক চিন্ময় হইয়া নির্ব্বিশেষ এবং ভগবদ্ধাম চিন্ময় হইয়া সবি-শেষ; তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন;—'সূর্য্য মণ্ডল যেন......আদি সবিশেষ।' বাহিরে অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে নির্ব্বিশেষরূপে (তেজঃপুঞ্জ-রূপে) প্রতীত হয়। কিন্তু ভিতরে অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের ভিতরে সূর্য্যের রথাদি অর্থাৎ সপ্ত অশ্বযুক্ত রথ ও অনূরু সারথি প্রভৃতি যেমন সবিশেষ অর্থাৎ যথাযথ আকারে বিরাজিত, তদ্রূপ পরব্যোমে চিচ্ছক্তি বিলাস গৃহ পরিচ্ছদাদি সবিশেষ, বাহিরে অর্থাৎ পরব্যোমের বাহিরে কেবলমাত্র সিদ্ধলোক নামে জ্যোতির্ব্বিম্ব প্রকাশ হইতেছে।

* এই শ্লোক এখানে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এবং অসঙ্গতবোধে কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে পরিত্যক্ত হইলেও সমস্ত হস্তলিখিত পুস্তকে বিদ্যমান থাকায় আমরা মূলেই সন্নিবেশ করিলাম।

† ৭ম স্কন্ধে ১ম অঃ ২৯ শ্লোকঃ।

তথাহি— [illegible] *

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥

পাপপ্রক্ষয়েণ বা। ন্যায্যেন। 'উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া' ইত্যত্র দ্বেষাদের্কৃকতত্বাৎ। অতঃ প্রিয়া ইতি স্নেহবৎ কামস্যাপি প্রীত্যাত্মকত্বেন তদ্বদেব ন দোষঃ। তাদৃশীনাং কামোহি প্রেমৈকরূপঃ। 'যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষ্বিত্যাদাবতিক্রম্যাপি স্বসুখং তদানুকূল্য এব তাৎপর্য্যদর্শনাৎ। সৈরিন্ধ্র্যাস্তু ভাবো রিরংসাপ্রায়ত্বেন শ্রীগোপীনামিব কেবলং তত্তাৎপর্য্যাভাবাত্তদপেক্ষয়ৈব নিন্দ্যতে, ন তু স্বরূপতঃ। সানঙ্গতপ্তকুচয়োরিত্যাদৌ অনঙ্গচরণেন কৃষ্ণো মৃজন্তীতি পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্ত্তিমিতি কার্য্যদ্বারা তৎস্তুতেঃ। তত্রাপি সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠেত্যত্র প্রীত্যভিব্যক্তেশ্চ। তদেবং তত্র কামস্য দ্বেষাদিগণান্তঃপাতিত্বং পরিহৃত্য তেন পাপাবহত্বং পরিহৃতং। অথ কামুকত্বাদ্যারোপণাধরপাণাদিরূপস্তত্র ব্যবহারোঽপি নাতিক্রমহেতুঃ। যতো লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি ন্যায়েন লীলা তত্র স্বভাবত এব সিদ্ধা। তত্রচ শ্রীভূলীলাদিভিস্তস্য তাদৃশলীলায়াঃ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যসিদ্ধত্বেন স্বতন্ত্রলীলাবিনোদস্য তস্যাভিরুচিতত্বাবগমাৎ। তাদৃশ-লীলারস-মোহ-স্বাভাবিকং ভগবত্তাদ্যননুসন্ধানমপি কামুকত্বাদিমননমপিচ তদভিরুচিতত্বেনৈবাগম্যতে। তথা প্রেয়সীজনানামপি তৎ স্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বেন পরমশুদ্ধরূপত্বাৎ ততো ন্যূনত্বাভাবাচ্চ তদধরপানাদিকমপি নানুরূপং। পূর্ব্বযুক্ত্যা তদভিরুচিতমেব ইতি।

তত্র তদগতিং গতা ইত্যত্র সন্দেহান্তরং নিরস্যতি যদরীণামিতি, প্রিয়াণাং গোপীবৃষ্ণ্যাদীনাং অনয়োঃ কিরণার্কোপমানেন ব্রহ্মসংহিতা যথা যস্য প্রভা

সেইরূপ বহু ব্যক্তি অবিহিত কাম, দ্বেষ ভয় অথবা স্নেহ দ্বারা পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া কামাদি নিমিত্ত পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

শত্রু ও ভক্তগণের প্রাপ্য এক বলিয়া যে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাম্।

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

তথাহি—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।
সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥

প্রভবতো জগদিত্যাদি শ্রীভগবদ্গীতাচ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি তথৈব স্বামিটীকাচ দৃশ্যা। তচ্চ যুক্তং একস্যাপি তত্ত্বাধিকারিবিশেষং প্রাপ্য সবিশেষাকারভগবত্ত্বেনোদয়াদ্ঘনত্বং নির্ব্বিশেষাকারব্রহ্মত্বেনোদয়াদঘনত্বমিতি প্রভাস্থানীয়ত্বাৎ প্রভেতি জ্ঞেয়ং। অতএবাত্মারামাণামপি ভগবদ্গুণেনাকর্ষণমুপপদ্যতে। বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীভগবৎসন্দর্ভো দৃশ্যঃ।

সিদ্ধলোকাঃ তমসঃ পারে প্রকৃত্যাবরণস্ত বহিরিত্যর্থঃ। সিদ্ধলোকো মুক্তিধাম ইতি যাবত বিরাজত ইতি শেষঃ। যত্র ব্রহ্মসুখে মগ্না সিদ্ধা, হরিণা—কৃষ্ণেন হতা দৈত্যাশ্চ ব্রহ্মসুখে মগ্না বসন্তি।

সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণে যাহাদের উপমা সেই ব্রহ্ম ও কৃষ্ণে একতা হেতু; অর্থাৎ শত্রুগণ যে ব্রহ্মে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গকান্তি ব্রহ্ম প্রাপ্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি এক বস্তুই প্রাপ্তি। *

প্রকৃতির আবরণের পারে সিদ্ধলোক অর্থাৎ মুক্তিলোক; যাহাতে সিদ্ধগণ ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক হত দৈত্যগণ, ব্রহ্মসুখে মগ্ন হইয়া বাস করিতেছে।

---

* ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণ, সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণ সাম্যে অভিন্ন তত্ত্ব হইলেও ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির পরম বৈশিষ্ট আছে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

সেই পরব্যোমে(১) নারায়ণের চারি পাশে।
(২)দ্বারকা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ॥
তাঁহা(৩) যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তিআশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ(৪)॥
চিচ্ছক্তিবিলাস এক শুদ্ধসত্ত্বনাম(৫)।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদিধাম(৬)॥
ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা(৭) সকল চিন্ময়॥
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয়(৮)॥
জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সর্ব্ব জীবের আশ্রয়॥

১। 'সেই পরব্যোমে'—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত পরব্যোমে।

২। যেরূপ দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহ তুরীয় ও বিশুদ্ধ; এইরূপ বৈকুণ্ঠের চতুর্ব্যূহও তুরীয় ও বিশুদ্ধ; অর্থাৎ মায়াতীত ও নিরুপাধি। তাহাই কহিতেছেন;—'দ্বারকা ·····তুরীয় বিশুদ্ধ'।

৩। 'তাঁহা'—পরব্যোমে।

৪। 'তিঁহো'—মহাসঙ্কর্ষণ। 'কারণের কারণ'—মহা বিষ্ণুর অবতারী।

৫। 'চিচ্ছক্তি' ইত্যাদি;—শুদ্ধসত্ত্ব চিচ্ছক্তির একটি বৃত্তি।

৬। 'যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম'—বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি ভগবদ্ধাম।

৭। 'তাঁহা'—বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামে।

৮। যত ভগবদ্ধামে চিন্ময় ষড়বিধৈশ্বর্য্য, সে সমস্ত সঙ্কর্ষণের বিভূতি; তাহাই বলিতেছেন;—'সঙ্কর্ষণের বিভূতি' ইত্যাদি।

যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়(১)॥
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার॥
তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তিহোঁ যার অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম॥
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

তথাহি—*

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিত পাবন † ॥

১। 'সেই পুরুষের'—মহাবিষ্ণুর। 'সমাশ্রয়'—অংশী।

---

* শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চার শ্লোক। ইহার টীকা ও বঙ্গানুবাদ ৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

† পাঠান্তর জগৎ পাবন।

(১)সেইত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে(২) করেন শয়ন॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহো(৩) জগৎকারণ।
আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥
(৪)সেইত মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণে করে কৃপা॥
কৃষ্ণ শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লোহ যৈছে করয়ে জারণ৫॥

১। এই মহাবিষ্ণুই কারণার্ণবে শয়ন করিয়া, কারণার্ণবের বাহিরে স্থিত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন, তন্নিমিত্ত মায়া মহত্তত্ত্ব প্রসব করেন; ইহাই বলিতেছেন;—'সেই ত কারণার্ণবে,.....পরশিতে নারে'। 'সেই সঙ্কর্ষণ'—মহাসঙ্কর্ষণ।

২। 'এক অংশে'—মহাবিষ্ণুরূপে।

৩। 'তিঁহো'—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু।

৪। উপাদান এবং নিমিত্তরূপে মায়া দুই প্রকারে অবস্থান করে। তন্মধ্যে উপাদানরূপে প্রধান ও প্রকৃতি নাম হয়। এবং নিমিত্তাংশে মায়াই নাম। যাহাকে গ্রহণ করিয়া কার্য্য হয়, তাহার নাম উপাদান। যেমন কুণ্ডলের উপাদান স্বর্ণ, ও ঘটের উপাদান মৃত্তিকা। এবং যাহা বিনা যাহা হয় না, তাহার নাম নিমিত্ত। যেমন কুণ্ডলের নিমিত্ত স্বর্ণকার ও ঘটের নিমিত্ত কুম্ভকার প্রভৃতি। এইরূপ, এক মায়া জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইলেও জড়ত্বনিবন্ধন কারণ হইতে পারে না; এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ করুণা করিয়া মায়াতে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সৃষ্টি করেন। ইহাই সদৃষ্টান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন;—সেইত মায়ার দুই বিধ......যাবৎ নবম শ্লোকের ব্যাখ্যা। ৫। 'জারণ'—দহন।

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ।
(১)প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন॥
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার(২)॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা(৩) মায়া যার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায়॥
দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান(৪)।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে(৫) করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ(৬)।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ(৭)॥
পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥

১। প্রকৃতি কারণের ন্যায় প্রতীয়মানা হইলেও কারণ নহে। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ;—'প্রকৃতি কারণ' ইত্যাদি।

২। 'পুরুষাবতার'—প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু।

৩। 'কৃষ্ণকর্ত্তা'—পুরুষাবতার রূপে কৃষ্ণ কর্ত্তা।

৪। 'দূরে হৈতে'—কারণার্ণব হইতে। 'অবধান'—ঈক্ষণ।

৫। 'অঙ্গাভাসে'—অঙ্গচ্ছটায়।

৬। 'অণ্ড সন্নিবেশ'—ব্রহ্মাণ্ডের অবয়ব সংস্থান।

৭। 'ততরূপে,—গর্ভোদশায়ী রূপে। 'পুরুষ'—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। 'সবাতে'—ব্রহ্মাণ্ড সকলে।

পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু(১) চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥

তথাহি—*

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

তথাহি—শ্রীদশমে। †

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।

যস্য একনিশ্বসিতকালমবলম্ব্য লোমবিলজা লোমকূপজাতাঃ জগদণ্ডনাথাঃ বিষ্ণ্বাদয়ো জীবন্তি তত্তদধিকারিতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি, স বিষ্ণুর্মহান্ যস্য কলাবিশেষো তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি।

ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহস্যমপীশ্বর এবেতি চেত্তত্রাহ—ক্বাহমিতি। তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ অহঙ্কারঃ খং আকাশং চরো বায়ুঃ অগ্নিস্তেজো বার্জলং ভূশ্চ। প্রকৃত্যাদি

যাঁহার লোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডনাথ বিষ্ণু প্রভৃতি এক নিশ্বাস পরিমিত কাল অবলম্বন করিয়া এ জগতে প্রকটভাবে বিদ্যমান থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী, এই সমুদয়ে বেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহাতে স্বীয় মানে

১। 'ত্রসরেণু'—সূর্যকিরণে গবাক্ষরন্ধ্রে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু দেখা যায়, তাহার নাম ত্রসরেণু। ৬টী পরমাণু একত্র হইলে ত্রসরেণু হয়।

---

* ব্রহ্মসংহিতায়াঃ ৫ম অধ্যায়স্য ৪৮ শ্লোকঃ।

† শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অঃ ১১ শ্লোকঃ।

ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ।

(১)অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি(২) শ্রীবলরাম ॥
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ(৩)।
তাঁর অংশ পুরুষ(৪) হয় কলায়ে গণন ॥
যাহাকেত কলা কহি তিঁহো মহাবিষ্ণু(৫)।
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্ব্বজিষ্ণু ॥

পৃথিব্যাদ্যৈরেতৈঃ সংবেষ্টিতোঽণ্ডঘটঃ স এব তস্মিন্ বা স্বমানেন সপ্তবিত
কায়ো যস্য সোঽহং ক, কচ তে মহিত্বং। কথম্ভূতস্য, ঈদৃগ্বিধানি যান্যবিগ
তান্যনন্তানি তান্যেব পরমাণবস্তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষ ই
রোমবিবরাণি যস্য তস্য তব। অতোঽতিতুচ্ছত্বান্ময়ানুকম্প্যোঽহমিতি।

সপ্তবিতস্তিমাত্র আমার যে শরীর, সেই আমি কোথায়? আর আপনার মহিমা
বা কোথায়? অতএব ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ বলিয়া আমি আপনাকে ঈশ্বর বলিতে পা
না। ব্রহ্মাণ্ডও আমার শরীর বটে, কিন্তু এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমা
সকলের পরিভ্রমণার্থ গবাক্ষের ন্যায় আপনার শরীরের প্রতি লোমবিবর। অতএ
আমি অতিতুচ্ছ, আমার প্রতি অনুকম্পা করুণ।

১। ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকোক্ত কলাশব্দের অর্থ করিতেছেন ;—'অংশের
অংশ ....কলায়ে গণন।'

২। 'প্রতিমূর্ত্তি'—বিলাস।

৩। 'তাঁর—বলরামের। 'স্বরূপ'—প্রতিমূর্ত্তি।

৪। 'তাঁর অংশ পুরুষ'—অংশ পুরুষ কারণার্ণবশায়ী।

৫। 'মহাপুরুষাবতারী'—মহাবিষ্ণু ; ইহারই নামান্তর মহাপুরুষ। দ্বিতীয়
পুরুষ যাঁরা মৎস্য কূর্ম্মাদির অবতারী। 'সর্ব্বজিষ্ণু'—সর্ব্বজেতা।

গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।
সেই দুই যাঁর অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম(১) ॥

তথাহি—*

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

যদ্যপি কহয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।
মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারের তিহোঁ অবতারী ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। ‡

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা ॥

বিষ্ণোস্তু ইতি। বিষ্ণোঃ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণভগবতস্ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যানি। এবং আদ্যং কারণার্ণবশায়িনং, দ্বিতীয়ং গর্ভোদকশায়িনং, তৃতীয়ং ক্ষীরোদশায়িনং; তানি রূপানি জ্ঞাত্বা জনো বিমুচ্যতে সংসারাদ্বিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ।

ভগবানের পুরুষাখ্য তিনটী রূপ আছে; তন্মধ্যে একরূপ—মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ। দ্বিতীয় রূপ—গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন। তৃতীয় রূপ—সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ এই তিন পুরুষ-রূপ জানিলে মনুষ্য সংসার হইতে বিমুক্ত হয়।

১। 'যাঁর'—মহাবিষ্ণুর। 'বিষ্ণু'—মহাবিষ্ণু। 'বিশ্বধাম'—সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়।

---

* লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে নবমাঙ্কধৃত সাত্বততন্ত্রে।

‡ এই শ্লোকের টীকা ও বঙ্গানুবাদ ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশে অবধান।
সেইত অংশেরে কহি অবতার নাম ॥
আদ্যঅবতার মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব্ব অবতার বীজ সর্ব্বাশ্রয়ধাম ॥

তথাহি—*

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যেতি।

---

* দশম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অঃ ৪০ শ্লোকঃ।

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥

অবতারান্ বিস্তরেণাহ—আদ্য ইতি। পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক যস্য সহস্রশীর্ষেত্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোঽবতারঃ। বক্ষ্যতিহি, "ভূতৈর্যদ পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্। স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ।" যচ্চোক্তং—'বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।' ইতি যদ্যপি সর্ব্বেষামবিশেষেণাবতারত্বমুচ্যতে তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসদিতি কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ মন আদীনি কার্য্যাণি ব্রহ্মাদয়ো গুণাবতারা দক্ষাদয়ো বিভূতয় ইতি বিবেক্তব্যং, মনো মহত্তত্ত্বং দ্রব্যং মহাভূতানি ক্রমোঽত্র ন বিবক্ষিতঃ, বিকারঃ অহঙ্কারঃ গুণঃ সত্ত্বাদি বিরাট্ সমষ্টিশরীরং স্বরাট্ বিরাট্ স্থাস্নু স্থাবরং চরিষ্ণু জঙ্গমং ব্যষ্টিশরীরম্।

যে মহাপুরুষ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, তিনিই ভগবানের প্রথম অবতার। অপর-কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কার, সত্ত্বাদিগুণ, ইন্দ্রিয়সমুদায়, সমষ্টিশরীর, সমষ্টিজীব, স্থাবর জঙ্গম।

১। ইহা মহাবিষ্ণুর অবতারের লক্ষণ; কিন্তু স্বয়ং ভগবানের অবতারের লক্ষণ নহে। 'অবধান'—সাবহিতত্ব। যে অংশের দ্বারা সাবধান পূর্ব্বক সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে হইবে সেই অংশের নাম অবতার; ইহাই ফলিতার্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৩য় অঃ ১ শ্লোকঃ।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

জগৃহ ইতি। তত্র ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যত্র যো ভগবান্ নির্দ্দিষ্টঃ স এবেদমিত্যাদৌ চ যস্তৈবাবির্ভাবা মহৎস্রষ্টাদয়ো বিষ্ণুপর্য্যন্তা নির্দ্দিষ্টাঃ স ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবেতি পূর্ব্বদর্শিত-শৌনকাদ্যভীষ্টনিজাভিমত-স্থাপনায় পরমাত্মনো বিশেষানুবাদপূর্ব্বকং দর্শয়িতুং তৎপ্রসঙ্গেনাস্থানবতারান্ কথয়িতুং তত্রৈব ব্রহ্ম চ নির্দ্দেষ্টুমারভতে জগৃহ ইতি। যঃ শ্রীভগবান্ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যত্বেন পূর্ব্বং নির্দ্দিষ্টঃ স এব পৌরুষং রূপং পুরুষত্বেনাম্নায়তে যদ্রূপং তদেবাদৌ সর্গারম্ভে জগৃহে। প্রাকৃতপ্রলয়ে স্বস্মিন্ লীনং সৎ প্রকটতয়া স্বীকৃতবান্। কিমর্থং? তত্রাহ, লোকসিসৃক্ষয়া, তস্মিন্নেব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিব্যষ্ট্যুপাধিজীবানাং সিসৃক্ষয়া প্রাদুর্ভাবনার্থমিত্যর্থঃ। কীদৃশং সৎ তদ্রূপং লীনমাসীত্তত্রাহ;—মহদাদিভিঃ সম্ভূতং মিলিতং; অন্তর্ভূতমহদাদিতত্ত্বমিত্যর্থঃ। "সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগেত্যাদৌ হি সম্ভবতির্মিলনার্থঃ। তত্রহি মহদাদীনি লীনান্যাসন্নিতি তদেবং "বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে"। ইতি নারদীয়তন্ত্রাদৌ মহৎস্রষ্টৃত্বেন প্রথমং পুরুষাখ্যং রূপং যৎ শ্রূয়তে "তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতি'রিত্যাদি। "নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ। আবিরাসীৎ কারণার্ণো নিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ। যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহা"নিত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাদৌ কারণার্ণবশায়িসঙ্কর্ষণত্বেন শ্রূয়তে। তদেব জগৃহ ইতি প্রতিপাদিতং। পুনঃ কীদৃশং তদ্রূপং? তত্রাহ—ষোড়শকলং তৎস্রষ্ট্যুপযোগিনী পূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ। তদেবং যত্তদ্রূপং জগৃহে স ভগবান্ যৎ তেন গৃহীতং তৎ স্ব স্বজ্যানামাশ্রয়ত্বাৎ পরমাত্মেতি পর্য্যবসিতম্।

সূত কহিলেন, যে ভগবান্ পূর্ব্বে পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই, সর্গারম্ভে জীব সমুদয় সৃষ্টি করিবার জন্য মহত্তত্ত্বাদির দ্বারা মিলিত ও ষোড়শকলা অর্থাৎ সৃষ্ট্যুপযোগী পূর্ণশক্তিসমন্বিত পৌরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো(১) তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তিঁহো জগৎ আধার॥
প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ(২)।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শগন্ধ॥

তথাহি—*

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়(৩)।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্য-শক্তি হয়॥
আমিত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এইত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥

১। তিঁহো—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু।

২। 'উভয় সম্বন্ধ'—প্রকৃতি তাহাতে এবং তিনি অন্তর্যামিরূপে প্রকৃতিতে।

৩। 'এই মত ইত্যাদি'—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯ম অঃ ৪—৫ শ্লোকঃ।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি নচাহং তেষ্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ এই;—'আমিত জগতে......কৈল পরচার'।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ ৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১)সেইত পুরুষ যার অংশ ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম॥
এইত নবম শ্লোকের অর্থবিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চোক্তশ্লোকঃ। *
যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

(২)সেইত পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা(৩)॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥
নিজাঙ্গ স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি যোজন।
আয়াম বিস্তার হয়ে দুই এক সম(৪)॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ॥

১। 'সেইত পুরুষ...নিত্যানন্দ রাম"—সেই মহাপুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, যার অংশ সেই অর্থাৎ তিনি চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ রাম নাম ধরে। ইহাই এই দুই পয়ারের অন্বয়।

২। 'সেইত পুরুষ'—মহৎস্রষ্টা পুরুষ।

৩। 'বহুমূর্ত্তি হঞা'—দ্বিতীয় পুরুষাবতার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে।

৪। 'আয়াম'—দীর্ঘ। 'বিস্তার'—প্রস্থ।

---

* এই শ্লোকের টীকা [illegible]

(১)তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
'শেষশয়ন জলে করিল বিশ্রাম॥
অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।(২)
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥
(৩)সহস্র চরণ হস্ত সহস্র নয়ন।
সর্ব্ব অবতারবীজ(৪) জগৎকারণ॥
তাঁর নাভি পদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
(৫)তেহোঁ ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎপালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া গুণে॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাহার॥

১। 'তাহাই' ইত্যাদি...তাহাই গর্ভোদকে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা চিন্ময় নিজধাম বৈকুণ্ঠ প্রকট করিলেন।

২। 'শেষ শয়ন...করিলা শয়ন'—জলে—গর্ভোদকের জলে শেষ শয়ন—অনন্তরূপ শয্যা, অনন্ত শয্যাতে তাঁহা করিলা শয়ন ইহার অর্থ—গর্ভোদকে যে অনন্তরূপ শয্যা তথায় শয়ন করিলেন।

৩। এখানে কয়েকটি সহস্র শব্দ অসংখ্য বাচক।

৪। 'সর্ব্বাবতার বীজ'—এই দ্বিতীয় পুরুষ মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী।

৫। গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন; তাহাই বলিতেছেন। 'তেঁহো ব্রহ্মা...ইচ্ছায় যাঁহার'। *

---

* এবিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যা স্থানান্তরে হইবে।

হিরণ্যগর্ভ(১) অন্তর্যামী জগৎ কারণ।
(২)যাঁর অঙ্গে করি স্থির-চরের কল্পন ॥ *
(৩)হেন নারায়ণ যাঁর অংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস(৪) ॥
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একদাশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ। §
যস্যাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

নারায়ণের নাভিনাল মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥
তাঁহা ক্ষীরোদধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তার সেই নিজধাম ॥

১। এই গর্ভোদশায়িকে হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী ও জগৎকারণ কহে তাহাই কহিতেছেন ;—'হিরণ্যগর্ভ...জগৎকারণ।

২। 'যাঁর অঙ্গে'—যে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী অর্থাৎ গর্ভোদশায়ীর অঙ্গে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে। 'স্থিরচরের'—স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীবের।

৩। 'হেন নারায়ণ'—গর্ভোদশায়িকেও জলে থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে নারায়ণ বলিয়াছেন ;—'আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।

৪। 'অবতংস'—কর্ণভূষণ।

---

* 'যাঁর অঙ্গ করি করে বিরাট কল্পন' ; এই পাঠও কুত্রাপি দৃষ্ট হয়।

§ এই শ্লোকের টীকা ও বঙ্গানুবাদ ৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

সকল জীবের তিঁহো(১) হয়ে অন্তর্যামী।
জগতের পালক তিঁহো জগতের স্বামী॥
যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই করেন স্তবন॥
তবে অবতরি করে জগৎপালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ(২)।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস॥
সেই বিষ্ণু(৩) শেষরূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি(৪)॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল॥
পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যার এক ফণে রহে সর্ষপ আকার॥

১। 'তিঁহো'—তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী-বিষ্ণু।

২। 'অংশাংশের অংশ'; অংশ—কারণার্ণবশায়ী, অংশাংশ—গর্ভোদক-শায়ী, অংশাংশের অংশ ক্ষীরোদশায়ী।

৩। 'সেই বিষ্ণু'—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। 'শেষরূপে'—অনন্তনাগরূপে।

৪। অনন্তদেবের অত্যন্ত বিস্তৃত কায় দীর্ঘ ও বিস্তারে পঞ্চাশৎকোটি যোজন পরিমিত পৃথিবী, সামান্য সর্ষপের ন্যায় ফণায় অবস্থিত হয়; তাহাই বলিতেছেন;—'কাঁহা আছে......সর্ষপ আকার'।

সেইত অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে(১)।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে॥
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥
এক মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা(২) পাঞা শেষনাম ধরে॥
সেইত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা॥
এসব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ সীমা।
তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সেহোত সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী॥
অবতার অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো(৩) করি মানে॥

১। 'যাঁর'—অনন্তের। ইহাদ্বারা শেষ হইতে ভাগবতের একটি সম্প্রদায় প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহাই বলা হইল। যথা ;—'সম্প্রদায়ো ভাগবতে দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। শেষো নারায়ণশ্চেতি দীপিকাদীপনং মহৎ।

২। 'শেষতা'—নির্ম্মাল্য প্রসাদ।

৩। 'কাহো'—কোনরূপ।

কেহো বলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ।
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশআশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি।
সর্ব্বঅবতার-লীলা করি সবারে দেখাই॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্তপ্রকাশ(১)।
সেইভাবে কহে মুঞি চৈতন্যের দাস॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্যলীলা।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে(২) ব্রজে কৈল খেলা॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তার পাদসম্বাহন॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ-প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। *

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥

বৎসপালা এব কৃত্রিমাঃ কম্বলাদিপিহিতাঃ বৃষরূপমনুকুর্ব্বন্তি তৈঃ সহ

১। ‘অনন্ত-প্রকাশ’—অনন্তের অবতার।
২। ‘তিনভাবে’—গুরু, সখা ও ভৃত্যভাবে।

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১১শ অঃ ৪০ শ্লোকঃ।

তত্রৈব।*

কচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ॥

তত্রৈব।†

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়োমায়াস্তমে ভর্তুর্নান্যামেঽপি বিমোহিনী॥

য়মপি বৃষয়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ যুযুধাতে ইত্যর্থঃ
চৈঃ—শব্দৈঃ। অন্যূ—হংসময়ূরাদীন্।

কস্মিংশ্চিৎ সময়ে ক্রীড়াপরিশ্রান্তং নিযুদ্ধাদিক্রীড়ায়া শ্রমযুক্তং আর্য্যং বলদেবং
পাদসম্বাহনাদিভিঃ বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি। কিম্ভূতং? গোপোৎসঙ্গোপ-
বর্হণম্।

অথাত্র কাপি কস্যাপি মায়ৈব হেতুর্ভবেদিতি তর্কয়তি—কেয়মিতি। ইয়ং
তৎ প্রেমবর্দ্ধিনী মায়া দুর্ঘটনী শক্তিঃ। কা কিং লক্ষণা বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে।
কুত আয়াতা কস্মাৎ সমুদ্ভূতা কেনচ কৃতেত্যর্থঃ। কুত ইত্যেব বিচারয়তি।
বাশব্দো বিতর্কে। তত্তৎপিত্রাদ্যুপাসিতৈর্দ্দৈবৈঃ কৈরপি মহাপ্রভাবৈঃ কৃতা
কস্তভ্যোঽপি মুনীনাং প্রভাবং পর্য্যালোচ্য তথৈব পক্ষান্তরং কল্পয়তি—নারীতি।
অত্রাপি বাশব্দো যোজ্যঃ। নম্বেবং শ্রীকৃষ্ণাবস্থিজপুত্রাদিষু প্রেমবর্দ্ধনস্পর্দ্ধা ব্রজ-
জনানাং সম্ভবতি, ইত্যাশঙ্ক্য পুনর্বিকল্পয়তি—উত পক্ষান্তরে আসুরী স্বস্বাপ-

রামকৃষ্ণ বৃষ সাজিয়া তদনুকারি-শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিতেন,
এবং শব্দ দ্বারা হংস ময়ূরাদির অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ
করিয়াছিলেন।

অগ্রজ বলদেব কখনও ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া গোপবালকের
ক্রোড় উপাধান করতঃ শয়ন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাদসম্বাহন ও বীজনাদি
দ্বারা তাঁহাকে বিগতশ্রম করেন।

শ্রীবলরাম কহিলেন, এ আবার কোন্ মায়া? কাহা হইতে এই মায়

* দশমস্কন্ধে ১৫শ অঃ ১৩ শ্লোকঃ।

† দশমস্কন্ধে ১৩শ অঃ ৩৪ শ্লোকঃ।

তথাহি ৷ *

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মাভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেমচিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥

ত্বোষপি শ্রীকৃষ্ণসদৃশস্নেহবিবর্দ্ধনেন ব্রজস্য কৃষ্ণবিষয়কভাববিশেষস্য তস্মাহাত্ম্যসঙ্কোচাদার্থং কংসাদিভিঃ কৃতা কিং পূতনাদীনাং তন্মোহনতাদর্শনাং যদ্বা মায়েয়ং দেবতানাং মুনীনাঞ্চ তল্লীলালোভেন প্রাচীনানন্তর্ধাপ্য স্বয়মাবির্ভা ময়ী, সা তু তেষাং সাধুনাং ন সম্ভবতীতি তর্কান্তরে অসুরানাং তু পূতনা বং সুরাদিবন্দ্য ইত্যাবময়ীতি জ্ঞেয়ং। তয়াতু শ্রীকৃষ্ণ ইব তেষু মম স্নেহবৃদ্ধির্ন স বতীত্যাহ—প্রায় ইতি। তস্য স্ববিষয়কবঞ্চনাসম্ভাবনায়া হেত্বনালোচনা তাদৃশপ্রেমস্তৎস্বরূপৈকানুবধ্যতালোচনয়াচ প্রায় ইত্যুক্তং। অস্ত স্যাৎ নির্দ্ধা সম্ভাবনা। বিমোহিনী নিরনুসন্ধানপ্রেমবর্দ্ধিনী, বিশব্দো দীর্ঘকালত্বাদ্যপেক্ষ ইতি লক্ষণমপ্যস্যা দর্শিতম্।

মৌল্যুত্তমৈর্মৌলীযুক্তৈরুত্তমাঙ্গৈঃ। উত্তমৈর্মৌলীভিরিতিবা, উপাসিতানি তীর্থানি যৈর্যোগিভি স্তেষামপি তীর্থং যদ্বা উপাসিতং সর্ব্বৈঃ সেবিতং তীর্থ গঙ্গা তস্যা তীর্থতীর্থত্বা নিমিত্তং। কিঞ্চ, ব্রহ্মা ভবঃ শ্রীশ্চ অহমপি উদ্বহে কথম্ভূতা বয়ং? যস্য কলায়া অংশস্য কলাঃ—অংশাঃ।

সমুদ্ভূতা হইল? ইহা কি দৈবী? না মানুষী, অথবা আসুরী? ইহাত আ মায়া সম্ভব হয় না? যেহেতু, ইহা হইতে আমারও মোহ জন্মিয়াছে। অতএ বোধ করি আমার স্বামী শ্রীকৃষ্ণেরই এই মায়া।

শ্রীবলরাম কহিলেন ;—লোকপালকগণ যাঁহার পদাম্বুজরজ মৌলিযুক্ত মস্তকে ধারণ করেণ, যে পদরজ যোগিগণের তীর্থস্বরূপ ; এবং যাহা ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী আমি যাঁহার অংশের অংশ হইয়া চিরকাল বহন করি, ইদৃশ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রাজসিংহাসন অতি তুচ্ছ।

---

* দশমস্কন্ধে ৬৮ অঃ ২৬ শ্লোকঃ।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
এইমত চৈতন্যগোসাঞি একলা ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর(১)॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি আর যত লঘু-সম আর্য্য(২)॥
সবে পারিষদ সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ কার্য্য(৩) সাধে গৌররায়॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি মানে তিহোঁত কিঙ্কর॥
আচার্য্য-গোঁসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণঅবতারি যেহোঁ তারিল ভুবন॥
নিত্যানন্দস্বরূপ(৪) পূর্ব্বে হইলা লক্ষণ।
লঘুভ্রাতা(৫) হৈয়া করে রামের সেবন॥

১। 'পারিষদ'—লীলার অন্তরঙ্গ সাহায্যকারীর নাম পারিষদ। 'কিঙ্কর'—ভৃত্য।

২। লঘু-সম-আর্য্য'—শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য এবং শ্রীনিবাস ভিন্ন কেহ লঘু অর্থাৎ কনিষ্ঠ; কেহ সম স্বসদৃশ; কেহ আর্য্য অর্থাৎ মাননীয়।

৩। 'নিজকার্য্য'—নাম-প্রেম প্রচার।

৪। 'নিত্যানন্দ স্বরূপ'—যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন, সেই সকল সন্ন্যাসীদিগকে স্বরূপ কহে। শ্রীমহাপ্রভুর গণে দুই স্বরূপ; শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ আর শ্রীদামোদর স্বরূপ।

৫। 'লঘুভ্রাতা'—কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ॥
নিষেধ করিতে নারে যাতে(১) ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই॥
কৃষ্ণাবতারে(২) জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণে।
কৃষ্ণকে করাইল নানা-সুখ-আস্বাদনে॥
রাম লক্ষ্মণ কৃষ্ণ রামের অংশ বিশেষ।
অবতার-কালে দোহেঁ দোহাঁতে প্রবেশ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশী-রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখান॥

তথাহি—ব্রহ্মসংহিতায়াং। *

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্।
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।

স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মপ্যবতরতীত্যাহ—রামাদীতি। যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তীঃ প্রকাশয়ন্ নানাবতারমকরোৎ। স এবচ স্বয়ং

যে কৃষ্ণাখ্য পরম পুরুষ নিয়তশক্তি-সমূহের প্রকাশ দ্বারা রামাদি মূর্ত্তি

১। 'যাতে'—যেহেতু।

২। 'কৃষ্ণ অবতারে… …সুখ আস্বাদনে'—এই পয়ার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বলদেব রাম লক্ষ্মণের অংশ, এই অর্থ প্রতিপন্ন হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব বাধ হই-তেছে বলিয়া পুনরপি কহিতেছেন—'রাম লক্ষ্মণ……শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখান।' অবতারকালে সর্ব্বাংশ লইয়া স্বয়ং ভগবানের অবতার হয়। অতএব স্বয়ং ভগবানের যে অংশ শ্রীরাম ও তাঁহার বিলাস-শ্রীবলদেবের যে অংশ লক্ষ্মণ, সেই অংশেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।

---

* ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অঃ, ৩৯ শ্লোকঃ।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো।
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম(১)।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম(২)॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণা স্পর্শিমাত্র সে কৃপা তাঁহার॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবের যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা॥
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা-প্রকাশিতে॥
"উল্লাস উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ"॥
অবধূত-গোঁসাঞির এক ভৃত্য-প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তেহোঁ পাঞা নিমন্ত্রণ॥

সমভবৎ অবততার। তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দং সন্তং অহং ভজামীত্যর্থঃ। তদুক্তং দশমে দেবৈঃ। মৎস্যাশ্ব কচ্ছপ নৃসিংহ বরাহ হংস রাজন্য বিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ! ভারং ভুবো হর যদূত্তম! বন্দনং তে ইতি।

প্রকাশ করিতে করিতে—নানা অবতার করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

১। 'রাম'—অর্থাৎ বলরাম।

২। 'কাম'—কামনা।

মহা প্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥
নমস্কার করিতে কার উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে॥
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
(১)সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক-অঙ্গে জাড্য তাঁর আর অঙ্গে কম্প॥
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা-চমৎকার॥
গুণার্ণব-মিশ্র নামে এক বিপ্র-আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তিঁহো করে সেবাকার্য্য॥
অঙ্গনে বসিয়া তিঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস॥
এইত দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ।
বলদেবে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম(২)॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ॥

১। মীনকেতন রামদাসের যে নেত্রে অশ্রু দেখিতে যাহার মন হয়, অমনি তাহার সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন অশ্রু বহে এবং এক অঙ্গে পুলক, এক অঙ্গে জাড্য, এক অঙ্গে কম্প, এক সময়ে হয়। তাহা কহিতেছেন—'যে নেত্রে...... অঙ্গে কম্প'।

২। 'প্রত্যুদ্গম'—অভ্যুত্থান।

উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ॥
চৈতন্য গোঁসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস-আভাস(১)॥
ইহা জানি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভৎর্সনে॥
দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
(২)অর্দ্ধ কুক্কুটি-ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা দোঁহা না মানিঞা হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এইমত ভণ্ড(৩)॥

১। 'বিশ্বাস-আভাস'—বিশ্বাসের মত বোধ হইলেও বিশ্বাস নহে।

২। 'অর্দ্ধ কুক্কুটী ন্যায়'—ইহা একটী দৃষ্টান্ত। এই ন্যায়ের পরিচয় যথা—এক যবনের একটী কুক্কুটী প্রচুর অণ্ড প্রসব করিত, এবং তাহার সেই অণ্ড বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইত। এক দিন সেই নির্ব্বোধ যবন মনে করিল কুক্কুটীর পশ্চাদর্দ্ধ হইতে যখন অণ্ড প্রসূত হয়, তখন পশ্চাদর্দ্ধ রাখিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ ছেদ করিয়া ভক্ষণ করিব; তাহা হইলে আমার অদ্যকার মাংস ভোজন উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হইবে, এবং যে পশ্চাদর্দ্ধ থাকিবে তাহা হইতে ডিম্বও জন্মিবে, ইহাই স্থির করিয়া কুক্কুটী কাটিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ ভোজন করিল এবং পশ্চাদর্দ্ধ ডিম্ব হইবে বলিয়া রাখিল। তাহাতে কুক্কুটীর যে পূর্ব্বার্দ্ধ ভোজন করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে নষ্ট হইল, আর যে পশ্চাদর্দ্ধ ডিম্ব হইবে বলিয়া রাখিয়াছিল তাহাও দুই এক দিন মধ্যে নষ্ট হইয়া গেল। এইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে বিশ্বাস না করিয়া মহাপ্রভুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও তাহা কালে ধ্বংস হইবে।

৩। গৌর নিত্যানন্দ উভয়কে না মানিয়া পাষণ্ড হওয়া ভাল, কিন্তু

ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥(১)
এইত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥
ভাইকে ভৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥
(২)নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ-পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥
(৩)শ্যাম-চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ-কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর ॥
সুবলিত হস্ত পদ কমল লোচন।
পট্ট-বস্ত্র শিরে পট্ট-বস্ত্র পরিধান ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে না মানিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে মানিয়া ভণ্ড মত গ্রহণ ভাল নহে—তাহাই কহিতেছেন। 'কিম্বা……এই মত ভণ্ড'।

১। 'সর্ব্বনাশ'—রামদাসের ক্রোধে কবিরাজ গোস্বামির ভ্রাতার কি অনিষ্ট হইল তাহা স্পষ্টাক্ষরে কিছু এখানে লিখিত না হইলেও পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধ কুক্কুটীর দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহাও ধ্বংস হইয়াছিল ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহাদ্বারা ভগবদ্দাসের নিকট অপরাধের ফলও দেখাইলেন।

২। কাটোয়া নগরের নিকটে ভাগীরথীতীরে এই দুই গ্রাম।

৩। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌরবর্ণ হইলেও শ্যামরূপে দর্শন দিবার কারণ; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গ্রন্থকর্ত্তার মন্ত্রগুরু, গুরু ও কৃষ্ণ একই বস্তু তাহা জানাইবার জন্য। কিম্বা শ্যাম শব্দে গৌরবর্ণ।

সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দন-লেপিত-অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়ান॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল-বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম-দন্ত তাম্বূল-চর্ব্বণ॥
প্রেমে-মত্ত-অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বলে॥
রাঙ্গা-যষ্টি-হস্তে দোলে যেন মত্ত-সিংহ।
চারি পাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপ বেশ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম-আবেশ॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল চামর ঢুলায়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
অয়ে! অয়ে! কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব-লভ্য হয়॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া(১)।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা॥

১। প্রাচীন গ্রাম্যভাষা হাতসানি—গলহস্ত।

মূর্চ্ছিত হইঞা মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির-সিদ্ধান্ত॥
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তি-রসপ্রান্ত(১)॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য-ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ কেবা মোরে কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে॥

১। 'ভক্তি-রস-প্রান্ত'—ভক্তিরসের চরমসীমা অর্থাৎ উজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি

প্রেমে-মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার ॥
মো পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥
শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন ॥
বৃন্দাবন-পুরন্দর-মদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
শ্রীরাধা-ললিতা সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথ রূপে যাহার প্রকাশ ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে।*

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥

তাসাং তথারুদতীনাং অধুনা মদ্দুঃখসম্ভাবনয়া দৈন্যবিশেষেণ আসাং রোদনাৎ প্রাণা গতপ্রায়া ইতি তেন বিতর্ক্যমাণানামিত্যর্থঃ। এবং আত্মানপেক্ষয়া-তদপেক্ষয়ৈকদৈন্যবিশেষেন তৎপ্রাপ্তিরিতি দর্শিতং। শৌরিঃ শূরবংশাবির্ভূতত্বেন প্রসিদ্ধোঽপি তাসামেবাবিরভূৎ। সর্ব্বতোঽপ্যপূর্ব্ববদাবির্ভাবাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতে চ "ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যৈকপদং বপুর্দধদিতি"। "গোপাস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্য-সারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং। দৃগ্ভিঃ পিবন্তী"ত্যস্মৈ তত্রৈব শ্রীগোপীষু বিশেষোক্তিঃ। "বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চে"তি শ্রীমদুদ্ধববাক্যানুসারেণ সর্ব্বাধিকপ্রেমবতীষু তাসু যুক্তমেবচ তাদৃশত্বং। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুরিত্যাদি ন্যায়েন তত্রৈব বর্ণয়ন্তি "সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইতি। নানাব্যাস্থানেবাদিচতুর্ব্যূহেষু

---

* ১০ম স্কন্ধে ৩২ অঃ, ২ শ্লোকঃ।

দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন।
স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ॥
নিত্যানন্দ দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
রাধামদনগোপাল প্রভু করি দিল॥
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠ-কল্পতরু-বনে।
রত্ন-মণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য-প্রকাশি করেন জগৎমোহন॥

যে সাক্ষান্মন্মথাঃ স্বয়ং কামদেবা নতু তদীয়শক্ত্যংশাবেশি- প্রাকৃতমন্মথবদসাং রূপাঃ। তেষামপি মন্মথঃ মন্মথত্বপ্রকাশকঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিব যেষাং রূপগুণানাং অংশেন তৎপ্রকাশকোহসৌ। তানখিলানেব প্রকাশয়ন্নিত্যর্থ অতএবাস্য মহামন্মথত্বেনৈবেকাক্ষরাদিমন্ত্রধ্যানানিচ সন্তি। কিন্তু তস্মিন্ ধ্যা অস্যাকারকং মন্মথত্বব্যঞ্জনার্থমেব জ্ঞেয়ং। মন্মথপদস্য যৌগিকবৃত্ত্যা তেষাম ক্ষোভকাদিরূপঃ সন্নিতি ধ্বনিতং। এবং তাদৃশরূপস্যাদিরসে পরমাবলম্বন [illegible]রাগম্যতাচ দর্শিতা। তদেবং রূপাবির্ভাবস্থাপূর্ব্বতামুক্ত্বা বিলাসবেষৎ রূপ্যাহ---স্ময়েত্যাদিবিশেষেণ ত্রয়েন। তত্র স্ময়মানেতি বর্ত্তমানপ্রয়োগে তাৎকালিকত্ববিবক্ষয়া সহজস্মিতাদ্বৈলক্ষণ্যপ্রতীতেঃ। তথা পীতাম্বর ইত্যা নৈব বিবক্ষিতে সিদ্ধে ধারণপ্রয়োগোহতিরিক্ত এবেতি তেন তদানীমস্যাবিশি ধারণবোধনাৎ। তথা স্রগ্বী ইত্যত্রাপি প্রশংসায়াং মত্বর্থীয়বিধানাৎ। কিঞ্চি [illegible]তেনাত্মনঃ সুপ্রসন্নত্বং যোগস্য পরিহাসময়ত্বং পীতাম্বরধারণেন তাসাং তুলাব তথৈব তত্র স্বরুচিং স্রগ্বীতি কেবলং তৎসঙ্কিতয়া তাং বিনা স্বস্য সজ্জান্তরারোচকত্ব দর্শিতং। তথাচ শ্রোতৃহৃদয়ে তৎপ্রবেশায় তাৎকালিকশোভাবর্ণনমিতি।

শুকদেব কহিলেন, পীতাম্বরধর এবং বনমালাধারী ও প্রফুল্লমুখকমল শ্রীকৃ সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথরূপে গোপীমণ্ডলীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে ।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥
যাঁর ধ্যান নিজলোকে(১) করে পদ্মাসন(২) ।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥
চৌদ্দ-ভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান ।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর করে লীলা গান ॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ ।
রূপ গোঁসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন ॥

তথাহি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ।*

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচীবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেন ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশীতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে ! বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥

স্মেরামিত্যাদি। কস্যচিৎ জাতরতের্ভক্তস্য কঞ্চিৎ সখায়ং প্রত্যুক্তিঃ। হে সখে ! তব যদি বন্ধূনাং স্ত্রীপুত্রাদীনাং সঙ্গে রঙ্গো অস্তি, তর্হি কেশীতীর্থোপকণ্ঠে গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিং মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ। কিম্ভূতাং ? স্মেরাং পুনঃ কিম্ভুতাং ? ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং গ্রীবাকটিজানুষু ভঙ্গীত্রয়যুক্তামিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং ? বংশী ন্যস্তা অধরকিশলয়ে যস্যাস্তাং। পুনঃ কিম্ভূতাং ? সাচীবিস্তীর্ণদৃষ্টিং। পুনঃ কিম্ভূতাং ? চন্দ্রকেণ উজ্জ্বলাং। অত্র মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধব্যাজেনাবশ্যক-

---

কোন জাতরতি ভক্ত একজন বন্ধুকে কহিলেন, হে সখে ! তোমার যদি স্ত্রীপুত্রাদি বন্ধুসঙ্গে কুতূহল থাকে, তবে শ্রীবৃন্দাবনে কেশীতীর্থ সমীপে যাঁহার

১। 'নিজলোকে'—সত্যলোকে ।
২। 'পদ্মাসন'—ব্রহ্মা ।

---

* সাধনভক্তিলহর্য্যাং পূর্ব্ববিভাগে ৮৭ শ্লোকঃ ।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র সুত ইথে নাহি আন।
যে অজ্ঞ করে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণ কৃপা কে পারে বর্ণিতে॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ পরম-মঙ্গল॥
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু তার(১) পদছায়া।
মো-হেন অধমে দিল নিত্যানন্দ-দয়া॥
তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় প্রভুর বচন।
সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ(২)॥

বিধিরয়ং তদেতন্মাধুর্য্যেঽনুভূয়মানে স্বয়মেব সর্ব্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে তস্মাদেনামেব পশ্যেত্যেত্যুক্তিপ্রায়ঃ।

ঈষৎ হাস্য, যাঁহার গ্রীবা কটি ও জানু ভঙ্গীত্রয়যুক্ত, যাঁহার অধরকিশলয়ে বংশী ন্যস্ত, ও যিনি ময়ূরপুচ্ছ শিরোভূষণ দ্বারা উজ্জ্বল সেই গোবিন্দ নামে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ দেখিও না। *

১। 'তাঁর'—সেই বৈষ্ণবের।
২। 'বিবরণ'—বৃত্তি।

---

* এই শ্লোকে নিষেধ মুখে আবশ্যক বিধি। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি অবশ্য দেখিবে দেখিলে স্ত্রী পুত্রাদি সমস্ত বিষয় আপনি তুচ্ছ হইবে। ইহাই ফলিতার্থ।

সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়(১)।
(২)এই সব লভ্য হয় প্রভুর অভিপ্রায় ॥*
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দ-গুণে লেখায় উন্মত্ত-করিয়া ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
সহস্র-বদনে শেষ নাহি পায় যাঁর ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২০০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব-
নিরূপণং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ।

—*:*—

১। 'আয়'—অর্থাৎ আসিয়া

২। 'এই সব' ইত্যাদি—অর্থাৎ বৃন্দাবনে যাইলে যেসব বৈষ্ণবগণের শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রাণধন এবং যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনা অন্য জানেন না, তাঁহাদিগের পদরেণু ও পদছায়া লাভ হয় ইহাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভিপ্রায়। শ্রীবৃন্দাবন গমনকারী ব্যক্তি মাত্রেরই এই ফল প্রাপ্তি হয় তাহাও ইহার দ্বারা জানাইলেন।

* এখানে মুদ্রিত পুস্তকে বড়ই পাঠের ব্যতিক্রম।

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয় ॥
পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকদ্বয়ম্। *

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥

তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং বন্দে। কিম্ভূতং? অদ্ভুতং চেষ্টিতং কৃষ্ণাবতারণরূপং যস্য তং। যৎপ্রসাদাৎ অজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং তস্য শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যস্য স্বরূপং নিরূপয়েৎ।

সেই অদ্ভুত চেষ্টিত অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরকে বন্দনা করি। যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞ জীবও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছে।

---

* ইহার ব্যাখ্যা ৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি-কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত-আচার্য্য॥
যে পুরুষ সৃষ্টিস্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি(১) করেন প্রকাশ।
(২)এক এক মূর্ত্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ॥
(৩)সে পুরুষের অংশ(৪) অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ(৫)॥
(৬)সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায়-নির্ম্মাণ॥
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল-চরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর-নাম॥
কোটি-অংশ কোটি-শক্তি কোটি-অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার॥
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান॥ *

১। 'অনন্তমূর্ত্তি'—গর্ভোদশায়ী রূপ অসংখ্য মূর্ত্তি।

২। 'এক এক মূর্ত্তে—অর্থাৎ সেই গর্ভোদশায়িরূপ অনন্তমূর্ত্তির এক এক মূর্ত্তিতে।

৩। 'সেই মহাপুরুষের'—মহাবিষ্ণুর।

৪। 'অংশ'—প্রকাশ।

৫। 'বিচ্ছেদ'—পার্থক্য।

৬। "সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান।" 'প্রধান'—প্রকৃতি, 'তাঁর লইয়া' অর্থাৎ তাঁর শক্তি লইয়া, 'সহায়'—সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সাহায্য।

---

* উপাদান ও নিমিত্তের ব্যাখ্যা ১৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লঞা॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে উপাদান হয় নারায়ণ॥
নিমিত্তাংশে করে তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন॥
অদ্বৈত-আচার্য্য কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের(১) কর্ত্তা।
(২)আর এক এক মূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥
সেই নারায়ণের মুখ্যঅঙ্গ অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈবমায়েতি। *

ঈশ্বরের অঙ্গ-অংশ চিদানন্দ ময়।
মায়ার-সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয়॥
অংশ না কহিয়া কেন কহ তাঁরে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ॥
মহাবিষ্ণুর মহা অংশ(৩) অদ্বৈত-গুণধাম।
ঈশ্বরে-অভেদ তেঞি অদ্বৈত-পূর্ণনাম॥
'পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তি প্রবর্ত্তন॥

১। 'ব্রহ্মাণ্ডের'—এক এক ব্রহ্মাণ্ডের।

২। 'আর এক এক মূর্ত্তে'—এক এক গর্ভোদকশায়িরূপে।

৩। 'অংশ'—অঙ্গ। শরীর বিশেষ।

---

* এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ ও টীকা ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম হৈল অদ্বৈত-আচার্য্য॥
বৈষ্ণবের-গুরু তিহোঁ জগতের-আর্য্য।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত-আচার্য্য॥
কমল নয়নের তিহোঁ যাতে অঙ্গ অংশ।
(১)কমলাক্ষ করি ধরে নাম-অবতংস॥
ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পরিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্বনাম গুণ সকল আশ্চর্য্য॥
২যাঁহার তুলসীদলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ-নিস্তার॥
আচার্য্য-গোঁসাঞির গুণ মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥
আচার্য্য-গোঁসাঞি চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ(৩) তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ॥

১। 'কমলাক্ষ'—অদ্বৈত প্রভুর পিতৃদত্ত নাম। 'নাম অবতংস'—নামের শিরোভূষণ।

২। 'যাঁহার'—অদ্বৈতাচার্য্যের।

৩। 'এক অঙ্গ'—মুখ্য অঙ্গ।

প্রভুর-উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত-মুখ-নেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম॥
এসব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার।
এই সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত-প্রচার॥
মাধবেন্দ্র-পুরীর ইহোঁ শিষ্য এই জ্ঞানে।
আচার্য্য গোঁসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে॥
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম,মর্য্যাদা রক্ষণ।
স্তুতি ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ বন্দন॥
চৈতন্য গোঁসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে(১)।
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাবসম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
পরম-প্রেয়সী-লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তিঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি॥
দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদ্‌গণ।
বিধি ভব নারদাদি শুক সনাতন॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল(২)।
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল॥

১। 'পাসরে'—ভুলে।
২। 'আগল'—অগ্রগণ্য।

শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারী মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥
এসব পণ্ডিত লোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত॥
এই মত গায় নাচে করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস॥
চৈতন্য-গোসাঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব-প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব(১)॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের-ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥
অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধ-বাৎসল্য ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি যাঁর।
তাঁহাকেই প্রেম করায় দাস্য-অনুকার॥
তিঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখ বাণী তাহাতে প্রমাণে॥
শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তিঁহো ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাঁহাতে রাহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥

১। 'গুরু'—পিতা মাতা প্রভৃতি। 'সম'—সখা প্রভৃতি। 'লঘু'—দাস প্রভৃতি।

তথাহি—শ্রীদশমে। *

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়া ইতি।

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন॥

* ১০ স্কন্ধে ৪৭ অঃ ৬০ শ্লোকঃ।

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥

অনুরাগেণ প্রাবোচন্নিত্যুক্তত্বাৎ মনস ইত্যাদিরনুরাগকৃতৈবোক্তির্ন ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানকৃতা। তস্মাত্তৈশ্বর্য্যপ্রধানং মতমালোচ্য স্বাত্যন্তদুঃখব্যঞ্জকেন তদভ্যুপগমাপবাদেনৈব স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে—মনস ইতিদ্বাভ্যাং। যদি ভবদ্ভিরসাবীশ্বরত্বেন মন্যতে। যদিচাস্মাকং তৎপ্রাপ্তির্দূরত এব, তথাপি তত্রৈবাস্মাকং তদ্বৃচিত্তবৃত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্নতু তত উদাসীনা ইত্যর্থঃ। প্রহ্বণং নম্রত্বং তদাদিষু। আদিগ্রহণাৎ সেবাদিকং। কৃষ্ণ ঈশ্বরে ঈশ্বররূপেঽপি শ্রীকৃষ্ণ এবেত্যর্থঃ। তদিচ্ছয়েত্যনুক্ত্বা পৃথগীশ্বরপদোক্তিঃ স্বভাবানুসারেন। কর্ম্মভিরিতি নরলীলাপরত্বাদাত্মনি সাধারণ্যমননেন। মঙ্গলাচরিতৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ। দানস্য পৃথগুক্তিস্তেষাং স্বেষু প্রাচুর্য্যাৎ। অথচ বাক্যদ্বয়মিদং বিয়োগময়পিতৃবাৎসল্যেন সম্ভবতীতি।

উদ্ধবকে শ্রীনন্দ মহারাজ কহিলেন,—হে উদ্ধব! যদি তোমরা আমার কৃষ্ণকে ঈশ্বর করিয়া মান এবং আমাদিগের দূর হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। তাহা হইলেও আমাদের মনোবৃত্তি সকল যেন কৃষ্ণপদাশ্রয়া হয়। এবং বাক্য কৃষ্ণনাম যেন উচ্চাচরণ করে এবং শরীর যেন কৃষ্ণপদে নম্রত্ব প্রভৃতিতে থাকে। এবং যে আমরা কর্ম্মদ্বারা ভ্রাম্যমাণ সেই আমাদের পুণ্য কর্ম্ম ও দানের দ্বারা কৃষ্ণে ঈশ্বরে যেন রতি হয়।

তথাহি—শ্রী[illegible]

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলী করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান॥

তথাহি—তত্রৈব। †

"ভজ সখে! ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম ন ইতি।"
"কচিদপি স্বকথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীত ইতিচ।"

কেচিদিতি বহুত্বং ক্রমেন পরিবৃত্ত্যা শ্রীমৎপাদাব্জয়োঃ বহুভিঃ সম্বাহনাৎ। [illegible]স্বা বহুলশয্যাসু প্রত্যেকচিত্রচতুরতরা তত্র প্রবৃত্তেরভিপ্রায়েন। মহাত্মন ইতি [illegible]ন্দসঃ মহাত্মানঃ পরমভাগ্যবন্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা তস্য মহাগুণগণাশ্চর্য্যরূপস্য [illegible]তাদৃশতৎসেবায়াস্তরায়রূপঃ পাপ্মাঃ যৈঃ। ইত্যাত্মানমধিক্ষিপতি। তেষাং [illegible]ত্যতাদৃশত্বেঽপি অয়মাত্মাপহতপাপ্মেতিবৎ প্রয়োগঃ এবমিদং পদং পূর্ব্বেন [illegible]রণাপি যোজ্যং। সম্যক্ মন্দমধুরচালনমুদ্রয়া অবীজয়ন্।

কতকগুলি মহাত্মা গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের পাদ সম্বাহন করিয়াছেন, [illegible]র কতকগুলি হতপাপ্মা ব্যজনের দ্বারা মন্দমধুর চালন-মুদ্রায় ব্যজন [illegible]রিয়াছিলেন।

---

† শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩১ অঃ ৬ শ্লোকঃ।

ব্রজজনার্ত্তিহন্! বীর! যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত!।
ভজ সখে! ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়॥

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্! হে বীর! নিজজনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বস্তস্য ধ্বংসনং

---

১০ স্কন্ধে ১৫ অঃ ১৫ শ্লোকঃ।

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা॥
তিঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥

নাশকং স্মিতং যস্য হে তথাভূত। হে সখে! ভবৎকিঙ্করীর্নোঽস্মান্ ভজ আশ্রয়। স্ম নিশ্চিতং। প্রথমং তাবৎ জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয় ইতি।

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্! হে বীর! তোমার মৃদুহাস্য যে রমণী অবলোকন করে তাহাদের নিজগণের যে গর্ব্ব থাকে, তাহা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব হে সখে! আমরা তোমার কিঙ্করী আমাদিগকে তুমি ভজন কর এবং তোমার সরোরুহ সদৃশ চারুবদন একবার দর্শন করাও।

তত্রৈব ৪৭ অঃ ২০ শ্লোক।

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥

তেন সম্মন্ত্রিতা সতীব্রতে অপি বতেতি। বত হর্ষে। হে সৌম্য! গুরুকুলাদাগত্য আর্য্যপুত্রঃ কৃষ্ণঃ কিং মধুপুর্য্যাং বর্ত্ততে? স কিং পিতৃগেহান্ স্মরতি বন্ধূন্ শ্রীদামাদীন্ গোপান্ জ্ঞাতীন্ উপানন্দাদীন্ কিং স্মরতি? কচিৎ কাস্মিংশ্চিৎ সময়ে অবসরে বা কিঙ্করীনাং নো অস্মাকং কথা বার্ত্তাঃ গৃণীতে স্বমুখেনোচ্চারয়েৎ। অগুরুসকাশাদপি সুষ্ঠু গন্ধো যস্য তাদৃশং ভুজমিতি ধ্যানবিশেষেণ সাক্ষাৎ সৌরভমনুভবন্তীবোৎকণ্ঠাবেশং দ্যোতয়তি। মূর্দ্ধ্নি কদা সুধাস্যতীতি দৈন্যোক্তিঃ।

দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা স্বচরণকমলতলে গুঞ্জনকারী ভ্রমরকে শ্রীকৃষ্ণদূত কল্পনা করিয়া কহিলেন, হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র, গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া কি মথুরায় আছেন? তিনি তাঁহার পিতৃগৃহ কি মনে করিয়া থাকেন? এবং শ্রীদামাদি সখাবৃন্দ ও উপানন্দাদি জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করেন কি? কোন সময়ে এই কিঙ্করীগণের কথা নিজমুখে উচ্চারণ করিয়া থাকেন কি? হায় অগুরু অপেক্ষা সুগন্ধ ভুজ কবে বা আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবেন।

তথাহি—তত্রৈব। *

"দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে! দর্শয় সন্নিধিমিতি।"

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩০ অঃ ৩১ শ্লোকঃ।

হা নাথ! রমণপ্রেষ্ঠ! কাসি কাসি মহাভুজ!!
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে! দর্শয় সন্নিধিম্॥

বিলাপমেবাহ—হা নাথেতি। হা খেদে। আর্ত্তিবোধনে বা। ততশ্চ সর্ব্বত্রৈব যোজ্যং। নাথ! স্বামিত্বয়া পালক! রমণ কান্তোচিতসুখপ্রদ! প্রেষ্ঠ মদ্বিষয়কতদুচিতপ্রেমবিস্তারক। কাসি। এবমেবং মমি স্নিগ্ধোহপি সংপ্রত্যেকাকী ক্ব বর্ত্তসে, হাহা তদজ্ঞানেন মম চিত্তং স্ফুটতীতি ভাবঃ। বীপ্সাতিবৈয়গ্র্যেণ। পুনরালিঙ্গনাদিনিজসৌভাগ্য স্মারকেণ নিজরসোদ্দীপকতদঙ্গবিশেষসৌন্দর্য্যস্মরণেন মুহ্যন্তীবাহ—মহাভুজেতি। পুনরপি দৈন্যেনাহ—দাস্যা ইত্যাদি। তত্রৈব কিং পুনরপি মমালিঙ্গনাদিলাভায় মমাবাসং মৃগয়সীত্যাশঙ্কা নহি নহীত্যাহ। সখে! দত্তনজসাহচর্য্যসৌভাগ্য! সন্নিধিং নিজসন্নিধানমপি দর্শয়। আপয় মাত্রং। সাহচর্য্যদানেন ভবতৈব জনিত বাসনাপি সম্প্রতি তত্র মা গৃহ্ণামি কিন্তু ত্বমত্র বিদ্যসে ইতি মনসাপি নিশ্চয়তঃ স্বস্থা ভবেয়মিতি ভাবঃ। তত্রহেতুঃ দাস্যাঃ সখ্যাদযোগ্যায়াঃ। কিন্তু তাদৃশত্বং ক্বপয়ৈব বলাদুৎপাদিত তদেকসুখানুকূল্যতাৎপর্য্যায়া ইত্যর্থঃ। কৃপণায়াঃ তদিদং দুঃখং সোঢুমশক্তায়াঃ পরিহর্ত্তুমজানন্ত্যাঃ ইত্যর্থঃ। অতো ন ময়ি বঞ্চনা কার্য্যা নাপি নিজানুতাপবীজং উপ্তব্যমিতি ভাবঃ। ঔদার্য্যনামানুভবোহয়ং। যথোক্তং 'ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধা ইতি। ততশ্চ সা বিমুহ্য হস্তভূমাবপতদিতি জ্ঞেয়ং অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ।

রাসে একাকিনী শ্রমতরবিরগাত্রী শ্রীরাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, শ্রীরাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! তুমি কোথায় আছ। সখে! আমি তোমারদাসী. তমি কোথায় আছ তাহা আমাকে দেখাও।

অন্যত্র উক্তং।*

"সাহং তস্য গৃহমার্জনীতি" [illegible]

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহ দাসিকা ইতিচ"।

আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।

যাঁর ভাব শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময়॥

তিহোঁ আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।

কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোনজনা॥

সহস্র বদন যেহো শেষ সঙ্কর্ষণ।

(১)দশ দেহ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ অঃ ১১ শ্লোকঃ।

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া

সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তস্য গৃহমার্জনী॥

স্বপাদস্পর্শনাশয়া তপশ্চরন্তীং মা মাং আজ্ঞায় সখ্যা অর্জ্জুনেন সহোপেত্য মম পাণিমগ্রহীৎ যঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতিশেষঃ। সাহং তৎ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গৃহমার্জনী দাসী।

কালিন্দী কহিলেন আমি পাদ স্পর্শ করিবার আশায় তপস্যা আচরণ করিতে ছিলাম তাহা অবগত হইয়া সখা অর্জ্জুনের সহিত আগমন করিয়া আমার যিনি পানি গ্রহণ করিয়াছেন আমি তাঁহারই দাসী।

তত্রৈব ৮৩ অঃ ৩৪ শ্লোকঃ।

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।

সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসাচ বভূমিব॥

ইমা অষ্টৌ বয়ং আত্মারামস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা তপসা স্বধর্ম্মেন অদ্ধা সাক্ষাৎ গৃহদাসিকা বভূবিম।

শ্রীলক্ষ্মণা কহিলেন, আমরা আটজন সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্তি দ্বারা ও স্বধর্ম্ম দ্বারা সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের গৃহদাসিকা হইয়াছি।

১। 'দশদেহ'—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, উপবন, বাস, যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ও শেষ রূপ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিঁহো সর্ব্ব-অবতংস॥
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেন নয়।
কৃষ্ণ-প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর(১)॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তার দাসের দাস॥
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেক বসিল আচার্য্য হৈঞা সুস্থির॥
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তার অংশগণে॥
তার অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ॥

'সেবকানুচর'—কেহ সেবক, ও কেহ অনুচর পার্ষদ।

তার অবতার আর শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ॥
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥
তাহার প্রকাশ ভেদ অদ্বৈত-আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তার ভক্তি সদা কার্য্য॥
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তার ভক্ত মনে ভাবে নিরন্তর॥
জল তুলসী দিয়া করে কায়েত সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
(১)কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত অবতার।
ভক্ত-অবতার পদ উপরি সবার॥
অতএব অংশীকৃষ্ণ অংশ অবতার।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার॥
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান।
কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান॥
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥

১। 'কায়ব্যূহ'—এক শরীর হইতে বহু শরীর প্রকটী-করণের না
কায়ব্যূহ।

আত্মা হৈতে কৃষ্ণ, ভক্তে বড় করি মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র বচন প্রমাণে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে।*

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

কৃষ্ণ সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্ত ভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রসামৃত করে পান।
সেই সুখ মত্ত কিছু নাহি জানে আন॥
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন-মাধুর্য্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন॥

মমাপি সএব প্রেষ্ঠ ইত্যাহ—ন তথেতি। আত্মযোনির্ব্রহ্মা পুত্রোঽপি শঙ্করঃ মৎস্বরূপভূতোঽপি সঙ্কর্ষণো ভ্রাতাপি শ্রীর্ভার্য্যাপি আত্মা মূর্ত্তিরপি যথা ভক্ত ইতি বক্তব্যে অতি হর্ষেণাহ—ভবানিতি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমার ভক্ত যেমন প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও, লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও তাদৃশ প্রিয় নহেন। এবং আমার আত্মাও তাদৃশ প্রিয় নহে।

---

* ১১শ স্কন্ধে ১৪ অঃ ১৫ শ্লোকঃ।

ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে সর্ব্ব ভাবে পূর্ণ॥
নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান(১)।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান॥
অবতার-গণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর॥
মূল ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত অবতার তহি অদ্বৈত গণন॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোঁসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥
সংকীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল॥
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে॥
আচার্য্য চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি এবড় অপরাধ॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ আর্য্য(২)॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ॥

১। 'পান'—আস্বাদন।

২। 'চৈতন্য-নিত্যানন্দ-আর্য্য'—চৈতন্য নিত্যানন্দের মাননীয়।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ [illegible] ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব-
নিরূপণং নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ ॥

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য ॥
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার।
গুরু তত্ত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার(১) ॥
পঞ্চ তত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চ তত্ত্ব মিলি করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥

অগত্যেকগতিং অগতীনাং গতিরহিতানাং একা অনন্যা গতিঃ শরণং শ্রীচৈতন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুং নত্বা অস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রেমভক্তি-বদান্যতা লিখ্যতে। কিম্ভূতং ? হীনার্থাধিকসাধকং হীনানাং সজ্জন্মকর্ম্মরহিতানাং অতিনীচজাতীনাং যে অর্থা প্রয়োজনানি তেষাং অধিকং যথা স্যাত্তথা সাধকম্।

যিনি অগতিগণের একমাত্র গতি, যিনি নীচগণের প্রয়োজন সাধক, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে নমস্কার করিয়া ইহার প্রেমভক্তি বদান্যতা লিখিতেছি।

১। 'পাচের'—পঞ্চতত্ত্বের।

পঞ্চ-তত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস-আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিনঃ কড়চায়াঃ শ্লোকঃ।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপং স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥ *

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর(১)।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥
রাসাদি-বিলাসী ব্রজ-ললনা-নাগর।
আর যত সব দেখ তাঁর পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
একলে ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধকলেবর॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুতস্বভাব।
আপনাস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥
(২)ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোঁসাঞি।"
(৩)ভক্ত-স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥

১। এই শ্লোকোক্ত "ভক্তরূপ" কি তাহা বলিতেছেন; স্বয়ং ভগবান্…… চৈতন্য গোসাঞি।

২। 'ইথে'—এই হেতু।

৩। 'ভক্তস্বরূপ' কি তাহা বলিতেছেন; ভক্তস্বরূপ……ভাই।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও অর্থ ৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্ট।

(১)ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্যগোসাঞি ॥
(২)এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই ॥
(৩)এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥
(৪)এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক জানি ॥
(৫)শ্রীনিবাস আদি কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ-ভক্ত-তত্ত্ব মধ্যে যাঁহার গণন ॥
(৬)গদাধর আদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গভক্ত করি গণন যাঁহার ॥
যাঁহা সবা লঞা প্রভুর নিত্যবিহার।
যাঁহা সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন-প্রচার ॥
যাঁহা সবা লঞা করেন প্রেম-আস্বাদন।
যাঁহা সবা লঞা দান করে প্রেমধন ॥

১। ভক্তাবতার কে তাহা কহিতেছেন 'আচার্য্য গোসাঞি'।

২। এই 'তিন তত্ত্ব'—শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।

৩। এই 'তিন তত্ত্ব' প্রভু হইলেও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর দাস; তাহা কহিতেছেন; এক মহাপ্রভু .....মহাপ্রভুর চরণ।

৪। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর দাস হইলেও সমস্ত গতের ও শ্রীমহাপ্রভুর সমস্ত পরিকরবৃন্দের আরাধ্য তাহাই কহিতেছেন;—এই তিন তত্ত্ব......মানি।

৫। 'ভক্ত তত্ত্ব' কহিতেছেন, শ্রীনিবাসাদি......যাঁহার গণন।

৬। হ্লাদিনীশক্তির অবতার কহিতেছেন;—গদাধরাদি......গণন যাঁহার। তাহারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, যাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গভক্ত মধ্যে গণ্য, তাঁহারা হ্লাদিনীশক্তিরূপা শ্রীভগবৎপ্রেয়সীবৃন্দের অবতার।

এই পঞ্চতত্ত্ব মেলি পৃথিবী আসিয়া।
(১)পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মেলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিঞা পিঞা হয় মহা-মত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
*লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে।
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন-দুর্জ্জন-পঙ্গু-জড়-অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল জীবের হইল বীজনাশ(২)।
তাহা দেখি পাঁচজনের(৩) পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে॥

১। 'পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের'—কৃষ্ণ অবতারকালের প্রেমধন-ভাণ্ডার।
২। 'বীজ'—অবিদ্যা।
৩। 'পাঁচজনের'—পঞ্চতত্ত্বের।
* 'খাইয়া বিলাইয়া প্রেম' এই পাঠও কুত্রাপি দৃষ্ট হয়।

(১)মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তাসবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে(২)॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পালাঞাছিল তার্কিকাদিগণ॥
পড়ুয়া-পাষণ্ডী-কর্ম্মী-নিন্দুকাদি যত।
তারা আসি প্রভু পায় হয় অবনত॥
অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম মহাজালে॥

১। 'মায়াবাদী'—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ। 'কর্ম্মনিষ্ঠ'—যাহাদের কর্ম্মে পুরুষার্থ বুদ্ধি—যাজ্ঞিকাদি। 'কুতার্কিক'—ভক্তিবিরোধি তর্ককারী। 'পাষণ্ডী'—উপধর্ম্মযাজী অর্থাৎ অবৈদিকপথানুসারী। মায়াবাদীপ্রভৃতি ভক্তিবহির্ম্মুখ নিমিত্ত অধম, যেহেতু মহাপ্রভুর প্রেমবন্যাও তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিল না, তাহা কহিতেছেন—সেই সব......ছুইতে নারিল।

২। 'যতিধর্ম্ম'—সন্ন্যাস।

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ করে সংকীর্ত্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে॥
এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন॥
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
(১)তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥
সনাতন গোসাঞি আসি তাঁহাই(২) মিলিলা।
(৩)তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দুমাস রহিলা॥
তাঁরে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।

১। 'তপন মিশ্র'—ইনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতা।
২। 'তাঁহাই'—তপন মিশ্রের গৃহে।
৩। 'তাঁর'—সনাতনের।

ভাগবত আদিশাস্ত্রে যত গূঢ় অর্থ ॥
ইথিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন ।
দুঃখী হঞা প্রভু পায় কৈল নিবেদন ॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন ।
না পারি সহিতে এবে(১) ছাড়িব জীবন ॥
তোমাকে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীরগণ ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া ।
এক বস্তু মাগোঁ। দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন ॥
না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠী(২) ইহা আমি জানি ।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার ॥
সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কার ঘরে ।
(৩)তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে ।
দেখিলেন বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥

১। 'এবে'—এখন।

২। 'গোষ্ঠী'—সমাজ।

৩। 'তাঁহার প্রেরণায়'—শ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণায়।

সবা নমস্করি গেলা পাদ প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিল সেই স্থানে(১)॥
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহা তেজোময় বপু কোটি সূর্য্যাভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন॥
(২)প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্ব সন্ন্যাসী প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান॥
ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ(৩)॥

১। 'সেই স্থানে'—যেস্থানে পাদপ্রক্ষালন করিলেন সেই স্থানে।

২। 'প্রকাশানন্দ'—ইঁহার ভক্তিযাজন সময়ের নাম প্রবোধানন্দ। ইনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীবৃন্দাবনশতক ও শ্রীবৃন্দাবন রসামৃত নামক একশতশতক অর্থাৎ ১০০০০ দশ সহস্র শ্লোক রচনা করেন। এবং শ্রীরাধারস-সুধানিধি নামক অতিমনোহর শ্রীরাধিকার মহিমা সম্বলিত খণ্ডকাব্য রচনা করেন। ইঁহার পবিত্র দেহ কালীয়হ্রদতটে সমাহিত আছেন এবং শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির হইতে সেবিত হইতেছেন; কেহ কহেন প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ দুই ব্যক্তি। কিন্তু তাহা নহে এ বিষয়ে শ্রীরাধারস-সুধানিধির শেষ শ্লোকটী দিলাম যথা :—

স জয়তি গৌরপয়োধির্মায়াবাদার্কতাপসন্তপ্তম্।
হৃন্নভ উদশীতলয়ৎ যো রাধারসসুধানিধিনা॥

সেই গৌর পয়োধির জয় হউক, যিনি আমার মায়াবাদ সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত হৃদাকাশ, রাধারস-সুধানিধির দ্বারা শীতল করিয়াছেন।

৩। 'অবসাদ'—দুঃখ।

প্রভু কহে আমি হই হীন সম্প্রদায়(১)।
তোমার সভায় বসিতে না যুয়ায়(২)॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥
সম্প্রদায়িসন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
(৩)হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥
প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥

১। 'হীন সম্প্রদায়'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ি সন্ন্যাসিগণ গিরি, পুরী ...তী, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, কানন, পর্ব্বত, সরস্বতী এই দশ-...ম বিখ্যাত। এই সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গিরি, পুরীর দণ্ড আচার্য্য কাড়িয়া ...ন, এবং ভারতীর দণ্ড ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধেক রাখেন, একারণ গুরুদণ্ডিত ...য়া ভারতীসম্প্রদায় হীনরূপে শঙ্করসম্প্রদায়ে গণ্য। শ্রীমহাপ্রভু ভারতী ...দায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কহিলেন, আমি হীন সম্প্রদায়।

২। 'না যুয়ায়'—যুক্তি হয় না।

৩। 'হীনাচার'—অপরাধবশতঃ ভক্তিমহিমা না জানিয়া কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনে ...কে হীনাচার বলিতেছেন।

মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥

তথাহি—বৃহন্নারদীয়বচনম্।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥*

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম এব কলৌ কেবলং গতিঃ; অন্যথা হরিনামা
বিনা কলৌ গতির্নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব। পূর্ব্বত্র হরের্নামেতি ত্রিরুক্তো স
ত্রেতাদ্বাপরযুগীয়ধর্ম্মানাং ধ্যানযজ্ঞপরিচর্য্যারূপাণাং ফলপ্রাপ্তিঃ হরিনামত
ভবেদিতি সূচিতং। পরত্র নাস্ত্যেবেতি ত্রিরুক্ত্যা হরিনামাশ্রয়ং বিনা ধ্যানাদি
সর্ব্বং বিফলমিতি সূচিতম্।

কলিকালে কেবল হরিনাম গতি, হরিনামাশ্রয়ে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের
ধ্যান যজ্ঞপরিচর্য্যার ফল প্রাপ্ত হয়, এবং হরিনামাশ্রয় ব্যতীত ধ্যান যজ্ঞ পরি
বিফল হয়।

---

* এই শ্লোকটী বঙ্গবাসী মুদ্রিত বৃহন্নারদীয়পুরাণে বিকৃতরূপে বি
আছে। যথা—"হরের্নামৈব নামৈব নামৈব" মম জীবনং ইত্যাদি। ৩
য়ের ১২৬ শ্লোক।

ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত ॥
তবে ধৈর্য্যকরি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিল আমার ॥
পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য্য নহে মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে ॥
"কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥
হাঁসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন ॥"
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব(১) ॥
(২)কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
(৩)যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয় ॥

১। 'ভাব'—প্রেম।

২। 'কৃষ্ণই বিষয়ক'—যার এতাদৃশ প্রেমই পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ জীবের প্রয়োজন। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতে জীবের আর কিছু প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ তাহা লাভ হইলে জীব আর কিছু চায় না।

৩। 'যার আগে'—যে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমার অগ্রে চারি পুরুষার্থ ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ তৃণতুল্য হয়।

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ততনুক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাষায়॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ॥
নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশী তার সর্ব্বজন॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইখল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে।*

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

এবঞ্চ ভজতঃ সম্প্রাপ্তপ্রেম-লক্ষণভক্তিযোগস্য সংসারধর্ম্মাতীতাং গতিমাহ-এবমিতি। এবং ব্রতং যস্য সঃ প্রিয়স্য হরের্নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগঃ প্রেমা য[...] সঃ। অতএব দ্রুতচিত্তঃ শ্লথহৃদয়ঃ কদাচিৎ ভক্তপরাজিতং ভগবন্তং আকল[...] উচ্চৈর্হসতি, এতাবন্তং কালমুপেক্ষিতোঽস্মীতি রোদিতি, অত্যৌৎসুক্যাদ্রৌ[...]

কবি-যোগীন্দ্র নিমি-রাজাকে কহিলেন, মহারাজ এই প্রকারে ভক্তি আচ[...] করাই যাঁহার ব্রত, সেই ভক্ত নিজ প্রিয় ভগবানের নাম কীর্ত্তন দ্বারা জা[...]

---

* ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায় ৩৮ শ্লোকঃ।

এই তার বাক্যে আমি দৃঢ়বিশ্বাস ধরি ।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায় ।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন ।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম(১)

তথাহি—হরিভক্তিসুধোদয়ে ।
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ ।
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুরবচন ॥

াক্রোশতি, অতিহর্ষেণ গায়তি, জিতং জিতমিতি নৃত্যতি । কিং দাম্ভিকবৎ পরান্ কাশয়িতুং ? উন্মাদবৎ গ্রহগৃহীতবৎ লোকবাহ্যঃ বিবশঃ ।

শ্রীনৃসিংহং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদোক্তিঃ । হে জগৎগুরো ! ত্বৎ তব সাক্ষাৎকার-নিত আহ্লাদ এব বিশুদ্ধাব্ধিঃ তত্র স্থিতস্য মে ব্রহ্মানুভবজনিতসুখানি াষ্পদায়ন্তে গোষ্পদস্থজলবৎ তুচ্ছাতিতুচ্ছরূপেণ প্রতীয়ন্তে ।

প্রমা হইয়া শ্লথহৃদয় হয় । এনিমিত্ত উন্মাদবৎ কদাচিৎ ভগবানকে ভক্ত রাজিত অনুভব করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া থাকেন ; কদাচিৎ এতদিন ভগবান্ ামারে উপেক্ষা করিলেন, ইহা ভাবিয়া ক্রন্দন করেন ; কদাচিৎ অত্যৌৎসুক্য-শতঃ আক্রোশ করেন ; কদাচিৎ হর্ষে গান করেন, কদাচিৎ জয় জয় বলিয়া ত্য করেন ।

শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনরসিংহদেবকে কহিলেন, হে জগদ্‌গুরো ! ত্বৎসাক্ষাৎকার-নিত আহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধ-সাগরে থাকিয়া আমার ব্রহ্মানুভবজনিত সুখ গোষ্পদ-ৎ তুচ্ছাতিতুচ্ছরূপে প্রতীয়মান হইতেছে ।

১। 'খদ্যোতক'—জোনাকীট ।

যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে তার কিবা দোষ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন॥
ইহা শুনি বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥
প্রভু কহে বেদান্তসূত্র(১) ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কৈল যাহা শ্রীনারায়ণ॥
* ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রালিপ্সা-করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
(২)উপনিষৎ সহিত সূত্রকহে যেই তত্ত্ব।
(৩)মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥

১। 'বেদান্তসূত্র'—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" প্রভৃতি।

২। 'উপনিষদ্'—বেদের শিরোভাগ; যাহাতে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন যথা:—ঈশ, কেন কঠ প্রভৃতি। 'সূত্র'—ব্রহ্মসূত্র জন্মাদ্যস্য যতঃ প্রভৃতি এই উপনিষদসকলে এবং ব্রহ্মসূত্রে মুখ্যবৃত্তি দ্বারা যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব অর্থাৎ পরম মহান্। সুতরাং উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থই প্রামাণিক।

৩। 'মুখ্যবৃত্তি'—শব্দের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন করে

* ইহার ব্যাখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

(১)গৌণ বৃত্তে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য ।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব কার্য্য(২) ॥
(৩)তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা(৪) পাঞা ।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥
(৫)ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান ।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান ॥

াহার নাম মুখ্যা বৃত্তি আলঙ্কারিকেরা ইহাকে বাচার্থ ও মুখ্যার্থ এবং অভিধের হেন। যথা—গৌঃ এই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র ইহার স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা দকম্বল পুচ্ছবিষাণাদি বিশিষ্ট একটি চতুষ্পাদ-জীব বিশেষকে উপস্থাপিত করে ই নিমিত্ত ইহাই গো শব্দের মুখ্যা বৃত্তি।

১। 'মুখ্যার্থ' পরিত্যাগ করিয়া মুখ্যার্থের গুণ লইয়া কল্পনার দ্বারা যে র্থ প্রতিপন্ন হয়, তাহার নাম গৌণবৃত্তি যথা—সিংহো দেবদত্তঃ ; সিংহ শব্দের খ্যার্থ অত্যন্ত বিক্রমশালী পশুবিশেষে, দেবদত্ত সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী হাই প্রতিপন্ন হইল ইহাকেই গৌণবৃত্তি কহে।

২। 'সর্ব্বকার্য্য'—শ্রবণাদি ভক্তিকার্য্য।

৩। 'শঙ্করাচার্য্য' সাক্ষাৎ ভগবান শঙ্করের অবতার তিনি কেন এতাদৃশ ার্য্য করিলেন, তাহাতে কহিতেছেন ;—তাঁহার নাহিক——আচ্ছাদিয়া।

৪। 'ঈশ্বরাজ্ঞা'—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ভগবান মহাদেবকে কহিলেন। স্বাগমৈঃ ল্পিতৈঃ ত্বং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ এই আজ্ঞা।

৫। বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। যিনি সকল অপেক্ষা বৃহৎ ও কলকে বৃহৎ করেন তাঁহাকে ব্রহ্ম কহে। ব্রহ্ম শব্দের এই মুখ্যার্থ দ্বারা বৃহত্ব ও ংহণত্ব ধর্ম্ম থাকাতে, নির্ব্বিশেষ পদার্থ না বুঝাইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ ভগবানকে ুঝাইল।

তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
(১)চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার॥
চিদানন্দ-দেহ তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের(২)বিকার॥
তাঁর দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর॥
(৩)ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিতজ্বলন।
জীবে স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের-কণ॥
(৪)জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥

তথাহি—গীতায়াম্। *

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

এষা প্রকৃতিপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাদ্ভোগ্যত্বাচ্চ ইতো জড়ায়াঃ প্রকৃতেরন্যাং পরাং চেতনত্বাদ্ভোক্তৃত্বাচ্চোৎকৃষ্টাং জীবভূতাং মে মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি। যে

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার

১। 'চিদ্বিভূতি'—চিন্ময় বৈভব—গৃহপরিচ্ছদাদি।

২। 'সত্ত্বের'—সত্ত্বগুণের।

৩। ঈশ্বরের স্বরূপ 'প্রভূত চৈতন্য' এবং জীবের স্বরূপ 'অণুচৈতন্য' ইহাই দৃষ্টান্ত কহিতেছেন,—'ঈশ্বরের তত্ত্ব——স্ফুলিঙ্গের কণ'।

৪। জীবতত্ত্ব শক্তি ও ঈশ্বরতত্ত্ব শক্তিমান তাহাও কহিতেছেন,—'জীবতত্ত্ব ইত্যাদি।

---

*। ৭ম অধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব(১)।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥
ব্যাসের সূত্রে কহে পরিণামবাদ(২)।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠাইল বিবাদ(৩) ॥

হাবাহো পার্থ! পরমে হেতুর্ব্বোত। যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ স্বকর্ম্মদ্বারা ধার্য্যতে শয্যাসনাদিবৎ স্বভোগায় গৃহ্যতে, শ্রুতিশ্চ হরেরেবেদং শক্তিরাহ প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি ॥

বিষ্ণুশক্তিরিতি। অবিদ্যাকর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিমপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীত্যাহ। তত্রৈব বিষ্ণুপুরাণে—"তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞিতা। সর্ব্ব-

প্রকৃতি অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা তাহা হইতে ভিন্ন আর একটী আমার জীবভূত প্রকৃতি (শক্তি) আছে, যে এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

১। যে জীব অণুচৈতন্য এবং ঈশ্বরের শক্তি, তাহাকে পরতত্ত্ব বলিয়া ঈশ্বর মহিমা আচ্ছন্ন করিয়াছেন তাহাই কহিতেছেন;—'হেন জীব——ঈশ্বর মহত্ত্ব'।

২। 'পরিণামবাদ"—ইহার লক্ষণ পঞ্চদশীতে এই প্রকার করিয়াছেন; যথা—

অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।
স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎ কুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা।

বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম কুম্ভ ও সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল। জন্মাদ্যস্য যতঃ প্রভৃতি সূত্রে পরিণামবাদ কথিত। অর্থাৎ সদ্রূপ ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে।

৩। "পরিণামবাদে"—ঈশ্বরবিকারিত্ব প্রসঙ্গ হয় অথচ ঈশ্বরে বিকারিত্ব প্রসঙ্গ

* বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশের সপ্তমাধ্যায়ে ৬১ শ্লোকঃ।

পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি ॥
বস্তুত পরিণামবাদে সেইত প্রমাণ।
(১)দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান ॥
(২)অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥

ভূতেষু ভূপালতারতম্যেন বর্ত্তত" ইতি। অস্যার্থঃ, তয়েতি তারতম্যেন তৎ-কৃতাবরণক্ত : ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু লঘুগুরুতাভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—যয়া সম্মোহিতো জীব ইতি মায়ৈবাচিন্ত্যায়া মায়য়া চিদ্রূপতা নির্ব্বিকারতাদি-গুণরহিতস্য প্রধানস্য বিকারত্বং জ্ঞেয়ম্।

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা পরা, অবিদ্যা অপরা ও কর্ম্মসংজ্ঞা তৃতীয়া।

হইলে সূত্রকর্ত্তা ব্যাস ভ্রান্ত হন এইরূপ বাদ তুলিয়া বিবর্ত্তবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন।

অবস্থান্তরভাবস্তু বিবর্ত্তরজ্জু সর্পবৎ।
নিরংশেঽপ্যন্তাসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ ॥

পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ না করিয়া অবস্থান্তরবৎ প্রকাশের নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। এই বিবর্ত্ত নিরবয়ব পদার্থের দৃষ্ট হয়, যেমন আকাশে তল অর্থাৎ অধোমুখ ইন্দ্রনীলমণি কটাহ তুল্যত্ব এবং মালিন্য অর্থাৎ নীলবর্ণতা আকাশের স্বরূপ অনভিজ্ঞেরা কল্পনা করিয়া থাকে।

১। 'দেহে আত্মা বলিয়া বুদ্ধি বিবর্ত্তের স্থান'—বিবর্ত্তের উদাহরণ। কিম্বা যাহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি তাহারাই বিবর্ত্তবাদ কল্পনা করিয়া থাকে। এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

২। পরিণামবাদে অবিচিন্ত্য মহাশক্তিযুক্ত ঈশ্বরে বিকারিত্ব প্রসক্তি হয় না ইহা মদৃষ্টান্ত দেখাইয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিতেছেন। 'অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত......ইথে কি বিস্ময়'।

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানা-রত্ন-রাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥
(১)প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম॥
সর্ব্বাশ্রয়ে ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ॥
(২)প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্য করি তত্ত্বমসির স্থাপন॥

১। 'মহাবাক্য'—ষড়্বিধ লিঙ্গদ্বারা যাহাতে বেদতাৎপর্য্যার্থ নির্ণীত হই[য়া]ছে সেই বেদবাক্যের নাম মহাবাক্য। শ্রীশঙ্করাচার্য্য চারি বেদের চারিটী [শা]খা হইতে চারিটী মহাবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন ; (১ম) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আর[ণ্য]ক নামক শাখার মহাবাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্মম্", (২য়) যজুর্ব্বেদ শাখায় বৃহদারণ্যক [উ]পনিষদের মহাবাক্য "অহং ব্রহ্মাস্মি", (৩য়) সামবেদীয় ছান্দোগ্য শ্রুতিগত [ম]হাবাক্য "তত্ত্বমসি", (৪র্থ) ও অথর্ব্ববেদের মহাবাক্য "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। এই [চা]রিবেদীয় চারিটী মহাবাক্য মধ্যে তত্ত্বমসি সর্ব্বপ্রধান। *

২। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উপরোক্ত চারিবেদীয় চারিটী মহাবাক্য স্থাপন যাহা

---

* উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।

"উপক্রম'—আরম্ভ, 'উপসংহার'—সমাপ্তি, 'অভ্যাস'—পুনঃ পুনঃ কথন, [']অপূর্ব্বতা' প্রমাণান্তরের অবিষয়তা, 'ফল'—প্রয়োজন, 'অর্থবাদ'—প্রশংসা [']উপপত্তি'—যুক্তি, এই ষড়্বিধ লিঙ্গ দ্বারা শাস্ত্র তাৎপর্য্য নির্ণীত হয়।

সর্ব্ব বেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান(১)।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান(২) ॥
(৩)স্বতঃ-প্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ-প্রমাণতা হানি ॥
এই মত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥
এই মত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥
সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ ॥

করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত। যেহেতু উপরোক্ত চারিটী বেদবাক্য বেদের একদে বলিয়া মহাবাক্য হইতে পারে না সুতরাং "বেদঃ প্রণব একাগ্রে" ইত্যাদি বচন জাত দ্বারা সমস্ত বেদের নিদান ও ঈশ্বর স্বরূপ ও বিশ্বাশ্রয় প্রণবই যথার্থ মহা বাক্য। তাহা আচ্ছাদন করিয়া "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যকে মহাবাক্যস্থাপন করিয়া আচার্য্য অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন তাহাই কহিতেছেন; 'প্রণব যে মহাবাক্য...তত্ত্বমসির স্থাপন।

১। 'অভিধান'—মুখ্যবৃত্তির দ্বারা কীর্ত্তন।

২। 'লক্ষণা'—মুখ্যার্থের বাধা হইলে তদ্যুক্ত অন্যার্থ যাহাদ্বারা প্রতীত হয় তাহার নাম লক্ষণা যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" গঙ্গায় ঘোষ বাস করে। এখানে ভগীরথকৃতখাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহে গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থের বাধা হওয়ায় লক্ষণা দ্বারা তীর বুঝাইল। এতাদৃশ শব্দের নাম লাক্ষণিক।

৩। স্বতঃ প্রমাণ বেদ। যেমন স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে দীপাদির আবশ্যক হয় না। এইরূপ বেদকে আর কিছু দ্বারা প্রমাণ করিতে হয় না। কিন্তু প্রদীপ জালিয়া সূর্য্য দেখিতে যাইলেই সূর্য্যের স্বপ্রকাশতা নাই ইহাই যেরূপ বুঝায় এইরূপ বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিলে বেদের সহজ আজ্ঞা আর এক প্রকারে ব্যাখ্যা হয় বলিয়া স্বতঃ প্রমাণতা থাকে না। তাহাই কহিতেছেন; স্বতঃ প্রমাণ...প্রমাণতা হানি।

আচার্য্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি।
(১)সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি॥
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থে লাগাইল প্রভু সূত্রে সকল॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান(২)।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ(৩)।
সকল বেদের ভগবান সে সম্বন্ধ॥
তাঁরে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি(৪)॥

১। 'সম্প্রদায়ানুরোধে'—নিজ সম্প্রদায়ের লোক দুঃখ পাইবে বলিয়া।

২। জন্মাদ্যস্য সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন; 'বৃহদ্বস্তু……প্রয়োজন নাম। [বৃ]হদ্বস্তু ব্রহ্ম'—অর্থাৎ যিনি স্বতঃ বৃহৎ ও অন্যকে বৃহৎ করেন ব্রহ্ম শব্দের এই [মু]খ্যার্থে বৃহত্তা হেতু ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণতা ও অন্যকে বৃহৎ করান নিমিত্ত পূর্ণশক্তি-[ম]ত্তাবিশিষ্ট ভগবানকে প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু নির্ব্বিশেষ বস্তুকে প্রতিপাদন [ক]রিতেছে না।

৩। যদি কেহ বলে "ঐশ্বর্য্য মাত্র মায়িক ও শক্তি জড়া। এবং বৃহত্তা নিমিত্ত [য]দি আকার থাকে, তবে তাহার উৎপত্তি ও নাশ আছে" তাহাদিগকে নিরস্ত [ক]রিতেছেন 'স্বরূপ ঐশ্বর্য্য …পূর্ণতা হানি। 'স্বরূপ ঐশ্বর্য্য'—স্বরূপভূত [ঐ]শ্বর্য্য অর্থাৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য তত্তুল্য চিদানন্দময়, মায়াসম্বন্ধ তাহাতে নাই [এ]বং তাঁহার শক্তিও চিদ্রূপা। 'মায়াগন্ধ'—মায়াসম্বন্ধ।

৪। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের আকার,ঐশ্বর্য্য, ও শক্তি স্বীকার করেন না। [কে]বল ব্রহ্মের সত্তা মাত্র স্বীকার করেন। এই মতে দোষারোপণ করিতেছেন; [অ]র্দ্ধস্বরূপ না মানিলে ইত্যাদি'—অর্থাৎ চিদৈশ্বর্য্য, চিচ্ছক্তি ও চিদাকার না [মা]নিয়া কেবল সত্তা মাত্র মানিলে, অর্দ্ধস্বরূপ না মানায় তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়।

ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি-ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সহায়(১) ॥
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম (২)।
সাধন-ভক্তিতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ(৩)।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ(৪) ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবাসুখরস ॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্ব সূত্রে পর্য্যবসান(৫) ॥
এই মত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥

১। "শ্রবণাদি-ভক্তি" ইত্যাদি বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ও তাঁহার ভক্তকৃ[পায়] কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তথাপি শ্রবণাদি ভক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা [হয়] বলিয়া বলিলেন, "শ্রবণাদি-ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়"।

২। সেই শ্রবণাদি-ভক্তি সর্ব্ববেদের অভিধেয়।

৩। 'অনুরাগ'—প্রেম।

৪। 'রাগ'—রুচি।

৫। 'এই তিন অর্থ'—এই তিন বিষয়—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণ[ভক্তি] অভিধেয় ও প্রেম প্রয়োজন, এই তিনটী বিষয় সমস্ত বেদান্তসূত্রে প্রতিপা[দন] করিয়াছেন; এই বিষয় মধ্যলীলায় বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।

বেদময়-মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥
এই মতে তা সবার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণ নাম করিল প্রসাদ(১)॥
তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
চন্দ্রশেখর তপন-মিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকললোক হয় মহাভিড়ে॥

'কৃষ্ণ নাম করিল প্রসাদ'—প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণনাম উপদেশ করিলেন।

বাহু তুলি প্রভু বলে বোল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন॥
রাত্রি দিবসে লোকের শুনি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিহোঁ ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ-নাম-প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ-পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥
এইত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব জ্ঞান॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ॥
সবাকার পাদপদ্মে কোটি-নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার॥

যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্ক শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

তথাহি—তন্ত্রবচনম্।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥

জ্ঞানত ইতি তন্ত্রমতং তাবদ্বিচার্য্যতে—অত্র জ্ঞানযজ্ঞাদিপুণ্যো সাসঙ্গ
ৎ বাচ্যে তয়োস্তাদৃশত্বং বিনা ভুক্তিমুক্ত্যোরপি সিদ্ধির্ন স্যাৎ অস্তু তাবৎ
লভত্ববার্ত্তা অতঃ সাধনসহস্রাণামপি সাসঙ্গত্বমেব লভ্যতে, বাক্যার্থক্রম-
ংখ্যাবশ্যপরিহার্য্যত্বাৎ সহস্রবাহুল্যসিদ্ধেশ্চ তত্র যদি জ্ঞান-যজ্ঞাদিপুণ্যয়োঃ
সঙ্গত্বং তদেকনিষ্ঠত্বমাত্রং বাচ্যং তদা তাদৃশাভ্যামপি তাভ্যাং তয়োঃ সুলভত্বং
াপপদ্যতে "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসা"মিত্যাদেঃ 'ক্ষুদ্রাশা ভূরি-
ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিন' ইত্যাদেশ্চ তস্মাত্তয়োঃ সাসঙ্গত্বং নৈপুণ্যেন বিহিতত্ব-
েব বাচ্যং নৈপুণ্যঞ্চ, ভক্তিযোগসংযোক্তৃত্বমিতি। 'পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি
গিনস্তদাপতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়ে'ত্যাদেঃ। স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসামিত্যাদেশ্চ।
হরিভক্তিশব্দেন সাধ্যরূপো রতিপর্য্যায় ভাব এবোচ্যতে। ভক্ত্যা সংজা-
। ভক্ত্যা ইত্যাদিবৎ। তৎ চ সাধন শব্দেন হরিসম্বন্ধিসাধনমেবোচ্যতে,
সম্বন্ধিত্বং বিনা তদ্ভাবজন্মাযোগাৎ। তথাচ সাধন শব্দেন সাক্ষাদ্ভজনে
চ্য তত্র পূর্ব্বক্রমতঃ সাসঙ্গত্বে লব্ধে সহস্রবহুলত্বনির্দ্দেশেনাপর্য্যবসানাৎ
ত্বাচ্চ ভীতস্য কস্যাপি তত্র প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ, তেন তস্যাঃ সুলভত্বঞ্চ "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া
ত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি"।
ান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং
শৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিরিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং তস্মাৎ সাধনশব্দেন ন

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। *

রাজন্‌! পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ কচ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ! ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌॥

সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিবত্তদর্থবিনিযুক্ত-কর্ম্মাদিকমেবোচ্যতে। অত
সাধনশব্দ এব বিন্যস্তো নতু ভজনশব্দঃ। তস্য সাসঙ্গত্বং নামচ তদর্থ বিনিযো
পূর্ব্ববদ্বৈপুণ্যেন বিহিতত্বমেব তৎসাহস্রৈরপি সুদুর্ল্লভেত্যুক্তিস্তু সাক্ষাদ্ভজনা
কর্ত্তব্যত্বেন প্রবর্ত্তয়তি—তথাপি কায়িকারামনাসঙ্গৈরিতি যদুক্তং তত্রচাসঙ্গেন সা
নৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ, ততশ্চ তস্য তা
সামর্থ্যেঽপ্যস্তুত্র স্বর্গাদৌ প্রবৃত্ত্যা ন বিদ্যতে আসঙ্গো নৈপুণ্যং যেষু তাদৃশৈঃ ন
সাধনৈরিত্যর্থঃ, তাদৃশনানাসাধনস্থ নেষ্টং, তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্ব
পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যাতব্যশ্চেচ্ছতাভয়মিত্যাদৌ :তস্মাদিতরা
ত্তাপি ন যুক্তা ইতি সাধ্বেব লক্ষিতং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিতি।

নন্থ, ভগবতোঽতিসুলভত্বদর্শনান্মোক্ষস্য চাতিসুদুর্ল্লভত্বাদিয়মিতি ব
রেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—হে রাজন্‌! ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ গুরু
দেষ্টা দেব উপাস্যঃ প্রিয়ঃ সুহৃৎকুলস্য পতিঃ নিয়ন্তা কিং বহুনা, কচ কদাচি

জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ হয় এবং পুণ্যদ্বারা ভুক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু
হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধন দ্বারাও সুদুর্ল্লভ।

রাজাপরীক্ষিতকে শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্‌! ভগবান্ মু
তোমাদের ও যদুদিগের পালক এবং উপদেষ্টা, উপাস্য, প্রিয় এবং কর্তা
দৌত্যকার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন, হে মহারাজ! যাঁহারা তাঁ

---

* ৫ম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৮ শ্লোকঃ।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যাননিরূপণং নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ।

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥
(১)মুক কবিত্ব করে যাসবার স্মরণে।
পঙ্গুগিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে ॥

তং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে নমামি। যৎ যস্য ইচ্ছয়া অয়ং মল্লক্ষণ-না জড়োঽপি লেখরঙ্গে প্রসভং নৃত্যতে।

সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। যাঁহার কৃপায় আমি, জড় হইয়াও থরঙ্গে প্রবর্ত্তিত হইতেছি।

১। এই কয় পয়ারের দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা করিয়া ইহাদের মহিমা বর্ণন রিতেছেন; মূক কবিত্ব......দেখে তারাগণে।

(১)এসব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তাসভার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল॥
(২)এসব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি॥
(৩)পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজাগণ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তার অসুরে গণন॥
অতএব পুন কহোঁ উর্দ্ধ বাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥

১। যাঁহারা পঞ্চতত্ত্ব না মানেন সেই পণ্ডিতদিগের গতি দেখাইতেছেন, এসব না মানে……ভেক-কোলাহল।

২। যাঁহারা পঞ্চতত্ত্ব না মানেন সেই বৈষ্ণবদিগের গতি দেখাইতেছেন;— এসব না মানে……নাহি তার গতি।

৩। যাঁহারা পঞ্চতত্ত্ব না মানিয়া কেবল কৃষ্ণভক্তি করেন তাঁহাদের কেবল যে এই মাত্র ফল হয় তাহা নহে, তাঁহাদের তাদৃশ কৃষ্ণভক্তির দ্বারা অসুরা প্রাপ্তি হয় তাহা সদৃষ্টান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন;—পূর্ব্বে যৈছে……দৈত্য তারে জানি।

(১)চৈতন্যনিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥
আরে মূঢ় লোক! শুন চৈতন্য মঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥

৯। নাম মাহাত্ম্য শুনিয়া নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া।

১০। নামে অহং মমতাপর হওয়া অর্থাৎ আমি বহুতর নাম কীর্ত্তন করিয়া কি এবং ইতস্তত নাম কীর্ত্তন প্রচার করিতেছি, আমি যে পরিমাণে নাম রিয়া থাকি, এইরূপ আর কেহ করিতে পারে না, আমার জিহ্বার অধীন নাম ত্যাদি মনে করা।

১। 'চৈতন্য নিত্যানন্দে.....বহে অশ্রুধার'। এই পয়ারের প্রাচীন হানুভাব বৈষ্ণবগণ দুই প্রকার অর্থ করেন তন্মধ্যে এক শ্রেণীর বিজ্ঞ শিষ্ট ষ্ণবগণ ব্যাখ্যা করেন যে, চৈতন্য নিত্যানন্দ নাম লইলেই যাহার তাহার প্রেম ন দেখিতে পাওয়া যায় না তখন এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত যথা:—

চৈতন্য নিত্যানন্দ এসব বিচার নাই অর্থাৎ অপরাধীর বিচার নাই যে নাম য় অর্থাৎ তাঁহাদের দত্ত হরি নাম গ্রহণ করে তাহাকেই চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রেম ন, আর এক শ্রেণীর ভজনানন্দ মহানুভব বৈষ্ণবগণ ব্যাখ্যা করেন। চৈতন্য ত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই অর্থাৎ অপরাধ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ নাম ইলেও যেরূপ প্রেম হয় না এইরূপ চৈতন্য নিত্যানন্দ নাম নহে; যেহেতু যে চৈতন্য নিত্যানন্দ নাম লয় তাহাকে নাম লইতেই প্রেম দেন, অর্থাৎ নামই প্রেম দেন, যদি কেহ বলেন "আধুনিক ব্যক্তিদিগের চৈতন্য নিত্যানন্দ নাম হইতে প্রেম হয় না তখন এ অর্থ সঙ্গত নহে" তাঁহাদের এ কথা বলিবার যোগ্য হে, অশ্রু না হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ নামে যেকোন পরম পামর হউক কেন? তাহার চিত্ত দ্রব হইবে। যেহেতু প্রেমের চিহ্নই চিত্তদ্রব, কেবল অশ্রু পুলক প্রভৃতি নহে। কারণ কদাচিৎ পিচ্ছিলহৃদয় ও অভ্যাসপর ব্যক্তিদিগের অশ্রু পুলক দৃষ্ট হয়।

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস ।
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবন-দাস ॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল ।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা ।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার ।
লিখিয়াছেন ইহা আনি করিয়া উদ্ধার ॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন ।
সেহ মহা বৈষ্ণবে হয় ততক্ষণ ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবনদাস পদে কোটি নমস্কার ।
ঐছে গ্রন্থ করি যেহোঁ তারিলা সংসার ॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন ।
তাঁর গর্ভে জন্মিল শ্রীদাসবৃন্দাবন ॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণন ।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ ॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল ।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল ॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন ।
পাছে বিস্তারিয়া তার কৈল বিবরণ ॥

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয় ॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রু গঙ্গা বয় ॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিতে অপরাধির না হয় বিকার ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। *

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥

দযুচ বঃ পাণ্ডবানাং কিঙ্করোঽপি আজ্ঞানুবর্ত্তী অস্তু নাস্তেবং তথাপ্যন্যেষাং
ং ভজমানানামপি মুক্তিং দদাতি, নতু কদাচিদপি সপ্রেমভক্তিযোগমিতি।
অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য, বিক্রিয়া-লক্ষণমাহ—অথেতি। গাত্ররুহেষু
াসু হর্ষ উদ্গমঃ।

ন করেন তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ কখন
কেও দেন না।

শৌনক ঋষি সূতকে কহিলেন, হে সূত! হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে
য় বিকার না জন্মে ও বিকার হইলে যদি নেত্রে অশ্রু এবং গাত্রে রোমাঞ্চ
য় তবে সে হৃদয় পাষাণ সদৃশ কঠিন।

---

* ২য় স্কন্ধে ৩ অধ্যায় ২৪ শ্লোকঃ।

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি(১) করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ, কম্প, পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভব ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফল পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার॥
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ(২) তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥

১। 'ভক্তি'—শ্রবণাদি সাধনভক্তি।

২। 'অপরাধ'—অপরাধ দুই প্রকার যথা—সেবাপরাধ ও নাম অপরা[ধ]। তাহার মধ্যে সেবাপরাধ যাঁহারা ভগবৎসেবী তাঁহাদিগের দৈনন্দিন [স্তো]- পাঠাদিদ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে, কিন্তু নামাপরাধ কোনক্রমে ক্ষয় হয় না, এক[ারণ] ভগবদ্ভক্তির অত্যন্ত বিঘ্নকারী বলিয়া এস্থলে সাধারণের বিদিতার্থ নাম অপ[রাধ] লিখিলাম। নাম অপরাধ দশ প্রকার যথা :—

১। সাধুনিন্দা।

২। শ্রীশিবের সত্তা নাম গুণ প্রভৃতি শ্রীনারায়ণ হইতে পৃথক জ্ঞান কর[া]।

৩। শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা অর্থাৎ সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করা।

৪। হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা, অর্থাৎ শ্রীহরিনামের মহিমা সমূহকে কে[বল] প্রশংসামাত্র মনে করা।

৫। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা।

৬। নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি।

৭। ধর্ম্ম, ব্রত, দান প্রভৃতি শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনামের তুলনা।

৮। শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে শুনিতে অনিচ্ছুক তাহাকে নাম কি[ম্বা] উপদেশ দেওয়া।

পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণ প্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহো পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
(১)বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
(২)কায়মনবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনে তিঁহো চৈতন্য মঙ্গল।
তাহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ॥
তিঁহো অতি কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥
কাশীশ্বর গোঁসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি॥
যাদবাচার্য্য গোঁসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্য-চরিতে তিঁহো অতি বড় রঙ্গী॥

১। ইহা উত্তম বৈষ্ণবস্বভাব অর্থাৎ উত্তম বৈষ্ণবগণ নিজে সর্ব্বদোষ নির্মুক্ত। সুতরাং তাহাদের চক্ষে কাহারও দোষ দৃষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত ছিলেন। "বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না লয়েন দোষ"।

২। 'কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ'—কায় দ্বারা প্রণতি পরিচর্য্যা প্রভৃতি,—মনের দ্বারা অভিনন্দনাদি,—বাক্যের দ্বারা স্তুতি প্রভৃতি—

পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞি ॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস(১)।
কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥*
আর যত বৃন্দাবনবাসি-ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁসবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥
দরশন করি কৈলু চরণ বন্দন।
গোঁসাঞিদাস পূজারী করে চরণ সেবন ॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোঁসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥

১। ইনি শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা করেন। পূজারিগোস্বামী ইহ[ার]
খ্যাতি।

---

* আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁরচিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সদা করে পান।
মদনমোহন বিনা নাহি জানে আন ॥
এই চারি পংক্তি কদাচিৎ কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচি হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দলীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥
বৃন্দাবন কল্পদ্রুম সুবর্ণ সদন।
মহা যোগপীঠ তাঁহা রত্ন সিংহাসন॥
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দ-দেব-নাম সাক্ষাৎ মদন॥
রাজসেবা হয় তাহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন॥
(১)সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ গুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ॥

১। ইনি শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দদেব জীউর আদি সেবাধ্যক্ষ। ইহাঁর পরিচয় সম্বন্ধে ইহারই শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী কৃত "দশশ্লোকীয় ভাষ্যের" মঙ্গলাচরণের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম যথা :—

অমন্দবৃন্দাবনমন্দিরোদরে স্ফুরেন্মরন্দাবলিচিত্রকুট্টিমে।
সদোপবিষ্টং প্রিয়য়া সমানয়া গোবিন্দদেবং সগুণং সমাশ্রয়ে॥

সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুরবচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর ॥
সবার সম্মান কর্ত্তা করেন সবার হিত।
কৌটিল্য, মাৎসর্য্য, হিংসা না জানে যাঁর চিত ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সেই সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। *

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

মনসো মলাপগমফলমাহ—যস্যেতি। অকিঞ্চনা নিষ্কামা মনঃশুদ্ধৌ হরের্ভ[illegible] ভবতি, ততশ্চ প্রসাদে সতি সর্ব্বদেবাঃ সর্ব্বৈর্গুণৈশ্চ জ্ঞানাদিভিঃ সহ সম্যগা[illegible] নিত্যং বসন্তি, গৃহাসক্তস্য তু হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ কুতো মহতাং গুণা জ্ঞানবৈরা[illegible] দয়ো ভবন্তি। অসতি বিষয়সুখে মনোরথেন বহির্ধাবতঃ।

যাহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে তাহাতে সকল দেবগণ সকল গু[illegible] সহিত বাস করেন। আর যে জন অভক্ত তাহার মহদ্‌গুণ কোথায় যে[illegible] মনোরথের দ্বারা অসৎপথে সে সদা ধাবমান হয়।

তদীয়সেবাধিপতিং মহাশয়ং সমস্তকল্যাণগুণৈকমন্দিরম্‌।
বারেন্দ্রবিপ্রান্বয়ভূষণং গুরুং ভজেঽনিশং শ্রীহরিদাসসংজ্ঞকম্‌ ॥

সুন্দর বৃন্দাবনস্থ মন্দির মধ্যে রত্নাবলী চিত্রিত স্বর্ণবেদীর উপর শ্রীরাধি[illegible] সহ বিরাজমান, শ্রীগোবিন্দদেবকে সগণে আমি আশ্রয় করি ॥

সেই গোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ সমস্ত কল্যাণগুণৈকনিলয়, বারেন্দ্র ব্রা[illegible] কুলভূষণ শ্রীহরিদাস নামক মহাশয় গুরুদেবকে ভজনা করি ॥

---

* ৫ম স্কন্ধে ১৮শ অঃ ১২ শ্লোকঃ।

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্বম্ভরি॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফল্যোদ্যান কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তিকল্পতরু রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানী॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর(১)।
(২)ভক্তি-কল্পতরুর তিহেঁা প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ(৩) উপজিল॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হয়্যা স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধমূলাশ্রয়॥
পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥

প্রেমামরতরুঃ, প্রেমকল্পবৃক্ষঃ। যশ্চ তৎফলানাং দাতা ভোক্তা চ তং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যং আশ্রয়ে।

যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মালী অর্থাৎ উদ্যানপালক এবং যিনি স্বয়ং প্রেমকল্পবৃক্ষ এবং যিনি অহার ফলের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করি।

১। 'প্রেমপূর'—প্রেমরাশি।

২। ভক্তিকল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর কবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীমহাপ্রভুকে যে কল্পবৃক্ষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে কন্দ অর্থাৎ মূল রূপে বর্ণন করেন।

৩। 'স্কন্ধ'—গুঁড়ি।

বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
(১) এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকসিল।
উপরি উপরি শাখা অসঙ্খ্য হইল॥
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগেতে করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন॥
* বৃক্ষের উপরি উপজিল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ॥
সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল॥

১। বড় গাছের যেরূপ শিকড় হইতে শিকড় বাহির হয় এইরূপ '[illegible] নব মূল' উপরোক্ত কেশব, ভারতী প্রভৃতি নয়জন সন্ন্যাসী, বৃক্ষমূলে অ[illegible] চৈতন্য কল্পবৃক্ষের মূলস্বরূপ মাধবেন্দ্র পুরী হইতে মূল অর্থাৎ শিকড় নিকা[illegible] হইল।

* বৃক্ষের উপরি উপজিল দুই স্কন্ধ। এস্থলে লিপিকর প্রমাদিক পাঠ "শা[illegible] উপরে বৃক্ষ হইল দুই স্কন্ধ॥

আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাহাই করিমু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥
সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ॥
কুলাধি-দেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥
(১)বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল।
যার স্মৃতে(২) সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞা-
রূপকথনং নামাষ্টমপরিচ্ছেদঃ।

১। 'বৃন্দাবন দাসের……যাহাতে কল্যাণ'—এই পয়ার—যাহাতে শ্রীবৃন্দাবনদাসের আজ্ঞা লইলেন ইহাই বলা হইল।

২। স্মৃতে—স্মরণে।

নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়াশ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ত্তি হেতু যাহার স্মরণ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্য লীলাগুণ।
জানি বা না জানি কার আপন শোধন॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে॥

গুরুরূপমিষ্টদৈবতং প্রণমাত—তমিতি। শ্রীমান কৃষ্ণশ্চাসৌ চৈতন্যে
পরমাত্মা ইতি তং। পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি খ্যাতং দেবমীশ্বরং। সাক্ষাত্ত
পাদিষ্টত্বাসম্ভবেঽপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্ব্বেষামপি জীবানাং পরমগুরুতয়া ব
নোঽপি সএব গুরুরিত্যাভিপ্রেত্য লিখতি—জগদ্গুরুমিতি, পক্ষে সর্ব্বত্রৈব ভগব
সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান-ভক্তি-প্রচারণাজ্জগতাং গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনবিব
সমগ্রোপদেশানুগ্রহেণ গুরুমিতি।

যঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং মালাকারঃ উদ্যানপ্রতিপালকঃ, "মালীতিভাষা"। যশ্চ

যাহার করুণায় কুক্কুরও মহাসাগরের পার হয়, সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈত
বন্দনা করি।

বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা॥
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন॥
(১)উড়ুম্বর বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥
মূল স্কন্ধের শাখা উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্নমণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্রে।
ইহার বিচার নাহি, জানে দিব মাত্র(২)॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥
(৩)মালাকার কহে;—শুন বৃক্ষ পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার॥

১। 'উড়ুম্বর—যজ্ঞডুম্বর।

২। 'মাগে বা না……দিব মাত্র' অর্থাৎ কেহ যাচ্ঞা করিতেছে কি, না করিতেছে কিম্বা দিবার যোগ্যপাত্র কি, অপাত্র ইহার বিচার নাই :কেবল এইমাত্র জানে।

৩। 'মালাকার কহে' ইত্যাদি—মূল পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নয়জন। 'শাখা' হইতে যে ডাল বাহির হয়, অর্থাৎ মহাপ্রভু একস্কন্ধ ও নিত্যানন্দ প্রভু

অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥
একা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম ॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥
আত্ম ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥
জগত ভরিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি ॥
সুখী হইয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি করে পর উপকার ॥

একস্কন্ধ ও অদ্বৈত প্রভু একস্কন্ধ, এই তিনের শিষ্যগণ। 'উপশাখা'—[illegible]
শিষ্যগণ, যত্নেক প্রকার—এই শব্দের দ্বারা প্রশিষ্যগণও বুঝিতে হইবে। 'সর্ব্বেন্দ্রিয় [illegible]
কর্ম্ম' দেখা শুনা প্রভৃতি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। *

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

বিষ্ণুপুরাণে—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধন।
ফলফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন॥
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এইত ইচ্ছাতে।
সর্ব্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। †

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥

দেহিনাং বিচিত্রবহুলদেহভৃতাং কর্তৃভূতানাং প্রাণাদিভিঃ কৃত্বা দেহিষু শ্রেয় আচরণং যৎ। পাঠান্তরে—শ্রেয় এবাচরেৎ সদেতি যৎ এতাবজ্জন্ম গামিতি। তত্র প্রাণৈরিতি কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ, ধিয়া সদুপায়চিন্তনাদিনা, —উপদেশাদিরূপয়া।

কর্ম্মণা মনসা হিতচিন্তনাদিনা বাচা হিতোপদেশেন ইহ লোকে পরত্র পরক যৎ প্রাণিনাং উপকারায় ভবেৎ; মতিমান্ বুদ্ধিমান্ জনঃ তদেব ভজেৎ।

অহো বিস্ময়ে। এষাং সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং জীবিকাভূতানাং এষাং বৃক্ষাণাং

ব্রজবালক সকলকে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কর্ম্মদ্বারা ও উপদেশাদিদ্বারা জীব। উপকার করিতে পারিলেই দেহিদিগের জন্ম সফল হয়।

ইহলোকে ও পরলোকে কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যাহাতে প্রাণিগণের ার হয় বুদ্ধিমান্ তাহা করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মিত্রগণ! সর্ব্বপ্রাণিগণের জীবিকাভূত তরুগণের

---

* ১০ম স্কন্ধে ২২ অঃ ২৫ শ্লোকঃ। † ১০ম স্কন্ধে ২২ অঃ ২৩ শ্লোকঃ।

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ পরিবার॥
যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল॥
মহা মাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল॥
সর্ব্বলোকে মত্ত কৈল আপন সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সেই ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল॥
এইত কহিল প্রেমফল বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পতরুবর্ণনং
নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

বরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং জন্ম। তদেবাহ—অর্থিনঃ যাচকাঃ সুজনস্যেব যেষাং যে[illegible]
ইত্যর্থঃ। বিমুখা ভগ্নমনোরথাঃ সন্তঃ ন যান্তি।

সকল হইতে শ্রেষ্ঠ জন্ম। যেহেতু সুজনের ন্যায় যাহাদিগের নিকট হই[illegible]
যাচকেরা ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় না।

দশমঃ পরিচ্ছেদঃ

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ভবেৎ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্যশাখার নাম বিবরণ॥
চৈতন্য গোঁসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু গুরু ভাব তার না হয় নিশ্চয়॥
যে যে মহান্ত, করিব তা সবার গণন।
কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘুক্রম॥
অতএব তাসবারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি দোষ না লবে আমার॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্‌।
শাখারূপান্‌ ভক্তগণান্‌ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্‌॥

শ্রীচৈতন্য পদাম্ভোজ মধুপেভ্যঃ নমোনম ইত্যাদরে বীপ্সা। কথঞ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ যেষাং আশ্রয়াৎ শ্বাপি কুকুরোঽপি তদ্গন্ধভাক্‌ ভবেৎ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব প্রেমামরতরুঃ প্রেমকল্পবৃক্ষঃ তস্য শাখারূপান্‌ গণান্‌ বন্দে, কিম্ভূতান্‌? কৃষ্ণপ্রেম-ফল-প্রদান্‌।

শ্রীচৈতন্য চরণকমলের মধুকরগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যাঁহাদের কানরূপ আশ্রয় করিলে কুকুরও তদ্‌গন্ধযুক্ত হয় অর্থাৎ চরণকমলের গন্ধযুক্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক প্রেমকল্প বৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ শাখারূপ ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগত বিদিত॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁসবার গণন।
যার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্ত্তন॥
সবংশে করে চারি ভাই চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা॥
শ্রীআচার্য্যরত্ন নাম বড় এক শাখা।
তাঁর পরিকর তাঁর শাখা উপশাখা॥
আচার্য্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবী ভাবে নাচিল ঈশ্বর॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি॥
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি।
তিহোঁ লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম কেহ নাঞি॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নিত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ॥

প্রভু বোলে তুমি মোর পক্ষ(১) এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাও পাও আর পাখা॥ *
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন পালন।
বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কথন॥
দুইজনে খটমটি লাগায় কন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল॥
রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর॥
তাঁহার ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধ যাহার॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ॥

১। 'পক্ষ' অর্থাৎ পাখা স্বরূপ এক শাখা।

---

* কোন মুদ্রিত পুস্তকে 'পক্ষে এক পাখা' এইরূপ অপপাঠ লিখিত হইয়াছে।

চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যাঁরে বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যিঁহো কৈল বাক্যদণ্ড॥
দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাল নদিয়া॥
তাহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত।
প্রভু পাদোপধান(১) যাঁর নাম বিদিত॥
সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভু পদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস॥
শ্রীনৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল নৃসিংহানন্দ করি॥
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আর॥
শ্রীমানপণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
(২)দিউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান।
যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান॥
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যার ঘরে স্থিত॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥

১। 'পাদোপধান'—পায়ের বালিস।

২। 'দিউটি'—মশাল।

বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখে যার গুণ কহিলে না হয়॥
জগতের যতেক জীব তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া(১)॥
হরিদাস ঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তিঁহো লয়েন অপতিত॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।
(২)আচার্য্য গোঁসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধ পাত্র॥

১। 'ছোড়াইয়া'—মুক্ত করাইয়া।

২। 'আচার্য্য গোঁসাঞি যাঁরে' ইত্যাদি—অদ্বৈত প্রভু একদিন তাঁহার তৃশ্রাদ্ধ করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে পাত্রায় ভোজন করান। শ্রাদ্ধের পাত্রায় বেদ-ৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকে ভোজন করাইতে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, কিন্তু হরিদাসকে ক্তিগুণে ব্রাহ্মণ হইতেও অধিক মনে করিয়া অদ্বৈতপ্রভু পাত্রায় ভোজন করান নিমিত্ত অদ্বৈত প্রভুর কুটুম্ব নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দিন ভোজন রিলেন না। ব্রাহ্মণ ভোজন না করায় অদ্বৈত প্রভু সবান্ধবে উপবাসী াকিলেন। এবং পরদিন অনেক বিনয় করায় ব্রাহ্মণগণ সিধা লইতে স্বীকার রিলেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহাদিগকে সিধা দিলেন। সেই দিন বর্ষা হইল, বং ব্রাহ্মণেরা পাক করিতে অগ্নি গ্রামে কাহারও গৃহে পাইলেন না, কোন ানে অগ্নি নাই নিকটবর্ত্তী গ্রামেও অগ্নি ছিল না। তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা অদ্বৈত ভুর প্রভাব বুঝিয়া সপরিবারে ক্ষুধায় কাতর হইয়া অদ্বৈত প্রভুর নিকটে াসিয়া পূর্ব্বদিনের বাসী অন্ন খাইতে স্বীকার করিলেন। তখন অদ্বৈত প্রভু াহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া হরিদাসের গোফায় উপস্থিত হইলেন। তথায় াহারা দেখিলেন হরিদাসের নিকটে কেবল একটী মৃৎপাত্রে অগ্নি রহিয়াছে। দর্শনে সকলে বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাসকে অসামান্য বলিয়া জানিলেন।*

---

* বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুল-শাস্ত্রে এই কথা লিখিত আছে।

প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তাড়নে যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ॥
তিহোঁ সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ॥
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত গুপ্ত-প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥
শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য চরণ বিনু নাহি জানে আন॥
শ্রীগদাধর দাসের শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ॥
প্রতিবর্ষ প্রভুরগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এতিন স্বরূপে
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাবরূপে।

সাক্ষাতে সকল ভক্তে দেখে নির্ব্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ ॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী যাঁর আগে নাম ছিল। *
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে রাখিল ॥
তাঁহাতে হৈল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এসব আনন্দ ॥
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্য কিঙ্কর ॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর(১)।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥
শ্রীবল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥
প্রভু প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনিয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখঁরিয়া।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া ॥

১। ইহাঁর নাম পরমানন্দদাস "কর্ণপুর" উপাধি ইনি আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

---

* কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে এই পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীদেহে প্রভুর আবির্ভাব।
ঐছে অলৌকিক প্রভুর অনেক স্বভাব ॥

রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম॥
খোলবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিল জল॥
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত॥
জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়॥
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে॥
শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত-খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিহোঁ সেবক প্রধান॥
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল।
নাম বলে বিষ যাঁরে না করিল বল॥
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি প্রভু যাঁরে কৈল পরিহাস॥

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে॥

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য কৃপাধাম(১)।
প্রেমফল ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান॥
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামি-জন।
সবেই চৈতন্য প্রিয় চৈতন্য প্রাণধন!
প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর।
কুলীনগ্রামির ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥
(২) অনুপম-বল্লভ শ্রীরূপ সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম॥
তাঁর মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা।
অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি(৩) উপশাখা॥
মালির ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল॥
আসিন্ধুনদী তীর আ(৪) হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥

১। 'চৈতন্য কৃপাধাম'—শ্রীচৈতন্য কৃপাগার।

২। 'ইহার নাম শ্রীবল্লভ'—গৌড়েশ্বর দত্ত নাম অনুপম মল্লিক।

৩। 'রাজেন্দ্র'—শ্রীসনাতন গোস্বামীর পুত্র।

৪। 'আ হিমালয়'—হিমালয় পর্যান্ত।

দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দুহেঁ ভক্তি সদাচার ॥
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার ॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্ব ত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা(১) কৈল স্বরূপের সাথে ॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর(২) চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত(৩) করিয়া ॥
এইত নিশ্চয় করি আইল বৃন্দাবনে।
আসি রূপ সনাতনের বন্দিল চরণে ॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥

১। ‘গুপ্তসেবা’—পাদ সম্বাহনাদি।

২। ‘দুই ভাইয়ের’—রূপ সনাতনের।

৩। পর্ব্বতের অত্যুচ্চ এক তটে বসিয়া তাহা হইতে পতনের নাম ‘ভৃগুপাত’।

অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষনাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহ নহে কোনদিনে॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার(১)॥
ইহা সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন।
শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন॥
শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখা লেখা॥
শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভু কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন(২)

১। 'শ্রীরঘুনাথ-দাস-গোস্বামী' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রাগানুগা ভজনের শিক্ষাগুরু, এই কারণ কহিলেন ;—'সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার'।

২। কুমারহট্টে ইহাঁর সেবিত শ্রীকৃষ্ণরায় বিদ্যমান আছেন।

জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে যেহোঁ কৈল গঙ্গাবাস॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনিয়া ষষ্ঠীবর॥
শ্রীনাথ-মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র-ভগবান্॥
সুবুদ্ধি-মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন।
মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন॥
পুরুষোত্তম শ্রীগালীম জগন্নাথ দাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস॥
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গদাস॥
জগন্নাথ তীর্থ বিভু শ্রীজানকীনাথ
গোপাল আচার্য্য আর বিভু বাণীনাথ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥
রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।
(১) ষোলসাঙ্গে কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী॥
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইলা॥
শ্রীরামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥

১। ষোলজন (যোড়া) বেহারায় যাহা বহিয়া থাকে এতাদৃশ সাঙ্গো কাষ্ঠ।

ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥
মহা কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিত পাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই॥
গৌড় দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না যায় গণন॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু সঙ্গে।
(১)দুই স্থানে প্রভু সেবা কৈল নানারঙ্গে॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু তা সবার কথন॥
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে সব ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুই জন॥
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী(২) বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি প্রভুর করেন সেবন॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করি যে গণন॥

১। 'দুইস্থানে'—গৌড়দেশে ও নীলাচলে।
২। 'পূর্ব্বসঙ্গী'—সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে সঙ্গী।

বড়শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তার ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কালানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওঢ্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওঢ্র শিবানন্দ॥
ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখিমাহিতি আর মুরারি-মাহিতি॥
মাধবীদেবী শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধকালে দোহেঁ তার আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিয়া॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুহাঁকার।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোহাঁরে॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দের দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে সঙ্গে কাশীশ্বর॥

অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য গহনে।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে ॥
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন্ নন্দাই ॥
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন্ ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি অধিকারী।
মথুরা গমনে প্রভুর যিহোঁ ব্রহ্মচারী ॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনিয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য্য আর রঘুনীলাম্বর ॥
সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্ব ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥
অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভু সঙ্গে নীলাচলে বাস ॥
বারানসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
(১)চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন ॥

১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে "কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর। তার রহিল প্রভু সতন্ত্র ঈশ্বর ॥" এখানে বলিতেছেন; চন্দ্রশেখর বৈদ্য। ইহার

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥
চন্দ্রশেখর গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুইমাস॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞির নিকটে রহিলা॥
তাঁর স্থানে রূপ গোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিহোঁ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত॥
এইমত সঙ্খ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ।
দিঙ্‌মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফুল ফুলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণ-প্রেম-জলে॥
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা॥

কারণ পূর্ব্বদেশীয় বৈদ্যদিগের বৈশ্যোচিত উপনয়ন সংস্কার নাই এবং মাগা[illegible]
ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহে বৈদ্যে ও কায়স্থে বিবাহও হয়। বোধ হয় চন্দ্র[illegible]
সেই শ্রেণীর বৈদ্য থাকিবেন।

সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
সমগ্র বলিতে নারে সহস্র বদন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১২৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধশাখা-
বর্ণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র নিত্যানন্দ ধন্য॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামর-শাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ॥

অখিলান্ নিত্যানন্দচরণকমলমধুকরান্ নত্বা তেষু মুখ্যা কতিচিৎ ময়া
[লিখ্য]ন্তে। কিম্ভূতান্? প্রেমমধূন্মদান্ প্রেম এব মধু মদ্যং তেন উন্মদান্ অতিমত্তান্।
[শ্রী]চৈতন্যরূপসৎকল্পবৃক্ষস্য ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপাবধূতচন্দ্রস্য গণান্ নুমঃ বয়মিতি
[শেষ]ঃ। কিম্ভূতান্? শাখারূপান্॥

আমি প্রেমমধুমত্ত সমস্ত নিত্যানন্দ পদকমলের মধুকরগণকে নমস্কার করিয়া
[ত]াহাদিগের মধ্যে মুখ্য কয়েক জনের নাম মাত্র লিখিতেছি।

আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কল্পবৃক্ষে ঊর্দ্ধস্কন্ধ স্বরূপ অবধূত চন্দ্রের শাখারূপ গণ-
কে স্তুতি করিতেছি।

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর॥
মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম ফুল ফলে ভরি ছাইল ভুবন॥
অসংখ্য অনন্তগণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন॥
শ্রীবীরভদ্র গোঁসাঞি স্কন্ধ সম শাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসঙ্খ্য তার লেখা॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্য ভক্তিমণ্ডপে তিঁহো মূলস্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপামহিমা হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ।
শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা যব হৈল গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে॥
অতএব দুইগণে দুহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥
রামদাস মুখ্যশাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে যে তুলি কৈল বাঁশী॥

গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥
মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা॥
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয়॥
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম॥
কমলাকর পিপ্পলাই অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত॥
সূর্য্যদাস সরখেল(১) তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে মহা শক্তি॥
নিত্যানন্দ প্রিয় শ্রীপণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর॥

১। 'সরখেল'—গৌড়েশ্বর দত্ত উপাধি। যাবনিক ভাষা।

পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ॥
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগত পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাঘন॥
নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নিত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥
বলরাম দাস কৃষ্ণ-প্রেম-রসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥
রাঢ়ে যার জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরম কিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য লীলা করে কৃষ্ণ সনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকাণুর ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পূর॥

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী॥
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল নিত্যানন্দ গোঁসাঞি॥
নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দগুণ গায়॥
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
সেবানন্দ চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর॥
(১)বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ-প্রভু প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ পদ বিনা নাহি জানে আন॥
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর॥
শ্রীমন্ত গোকুল দাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ॥
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন॥
কংসারি-সেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ কুমুদ তিন কবিরাজ॥

১। 'বিহারী'—বিহারদেশীয়।

পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্য মীনকেতন রামদাস ॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিহোঁ করিল রচন ॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥
সর্ব্বশাখা শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোঁসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাই ॥
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন।
আত্ম পবিত্রতা হেতু লিখিল কত জন ॥
এই সর্ব্ব শাখা পূর্ণ পক্ক প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে সবে ধরে মহাবল ॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দগণ।
যাহার অবধি না পায় সহস্র বদন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দস্কন্ধশাখা-
বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো বন্দে চৈতন্যজীবনান্॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ॥

অখিলান্ অদ্বৈতস্য অঙ্ঘ্রৌ চরণে এব অব্জে কমলে তয়োর্ভৃঙ্গান্ মধুলিহঃ গণমার্থে দ্বিতীয়া ভৃঙ্গেষ্বিত্যর্থঃ। কিম্ভূতান্? সারাসারভৃতঃ তেষু অসারান্ হিত্বা চৈতন্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুরেব জীবনং যেষাং তান্ সারভৃতঃ সারগ্রাহিণঃ নৌমি স্তৌমি।

শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষস্য দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ পরিকরান্ নুমঃ স্তুমঃ।

সার ও অসার গ্রহণকারী অদ্বৈতচরণারবিন্দের মধুকরগণের মধ্যে অসার গণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁহাদের জীবন সেই সারগ্রাহি-দিগকে স্তুতি করি। *

শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের দ্বিতীয়স্কন্ধরূপ অবধূত চন্দ্রের শাখারূপগণদিগকে স্তুতি করিতেছি।

---

* এই শ্লোকের ভাবার্থ কোন মুদ্রিত পুস্তকে এইরূপ লেখা হইয়াছে যথা—"অদ্বৈত প্রভু যে প্রণালীতে মহাপ্রভুর অর্চ্চনাদি করিয়াছেন, যেরূপে চৈতন্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন এবং যে মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিয়াছেন, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া, যাঁহারা যাঁহারা মহাপ্রভুর অর্চ্চনাদি করেন, তাঁহারাই সারভৃৎ, তদ্ভিন্ন

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্দ আচার্য্য গোঁসাঞি।
তাঁর যত শাখা হইল তার লেখা নাই॥
চৈতন্য-মালির কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগত ভরিল॥
সেই জল স্কন্ধের করে শাখাতে সঞ্চার।
ফল ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার॥
(১)প্রথমেতে একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥

১। 'প্রথমতঃ একমত……দেবপরতন্ত্র'—শ্রীমদদ্বৈত প্রভু একবার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া সকল শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র প্রতিপাদন করিও এবং স্বয়ংও জানিও। তন্নিমিত্ত মহাপ্রভু তাঁহাকে দণ্ড করেন, তাহার পর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শিষ্যগণকে কহিয়াছিলেন, 'শিষ্য-গণ! আমি মহাপ্রভুর দণ্ড পাইবার জন্য ভক্তি হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলাম; এখন আমার দণ্ডলাভ হইয়াছে, তোমরা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা মানিও না।' তাহা শুনিয়াও শঙ্করানন্দ প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এবং আসামদেশ গিয়া স্বমত প্রচার করেন। তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর সর্ব্বেশ্বরত্ব স্বীকার করেন নাই। শঙ্করানন্দ বলিতেন, কলিযুগে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তিনি স্বয়ং," এই দুই রূপে ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন। আসামীভাষায় শঙ্করচরিতামৃত নামে যে গ্রন্থ আছে, তাহাতে এইরূপ এক আখ্যায়িকা আছে, 'শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও

অসার। এবং এ নিয়ম কেবল স্বগণের প্রতি নয়, যেই কেন হউক না তাঁহার মতের বিরুদ্ধ করিলেই অসার মধ্যে গণ্য হইবে". এই কথা নিতান্ত অসঙ্গত অপ্রাসঙ্গিক।

কেহত আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত অসার॥
অসারের নাম ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন।
ধান্য রাশি মাপি যৈছে পাতনা(১) সহিতে।
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে॥
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিহোঁ চৈতন্যচরণ॥
চৈতন্য-গোঁসাঞির গুরু কেশব-ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥

শঙ্করানন্দ হরি কথা আলাপ করিতে অভিলাষ করিলে, ভক্তগণ একখানি পর্দা ব্যবধান দিয়া দিলেন, কারণ দুইজনই অবতার; দুই জনের পরস্পর দর্শন হইলে মিলিয়া এক হইবে ইত্যাদি।

জীব হইয়া আপনাকে পরমেশ্বর করিয়া মানা ও গুরু মত না মানার নিমিত্ত ইহাঁরা অসার।

কেহ কেহ অন্যরূপও অর্থ করিয়া থাকেন যথা—"অদ্বৈত প্রভুর শাখার মধ্যে যাঁহারা উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার নামের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধের কথা কিছু বলা হয় নাই, তাঁহারাই অদ্বৈত প্রভুর ত্যক্ত ও অসার"। এই অর্থে বিশ্বাস করিলে মন্ত্রাচার্য্যের নিকট অপরাধ হইয়া সর্ব্বনাশ হয়। তবে যে কেহ ত্যক্ত ছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধধারিগণ অদ্যাপি সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত নহেন এবং তাঁহাদের "তিলক" স্বতন্ত্র।

১। 'পাতনা'—চিটাধান।

জগদ্‌গুরু তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য-গোঁসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার॥
কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্য-তনয়।
চৈতন্য-গোঁসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥
শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের-সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নৃত্য করে গোপাল বড় প্রেমসুখে॥
নানা ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
(১)দুই গোঁসাঞি হরি বলে আনন্দিত মন॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমেতে পড়িলা দেহে নাহিক স্বম্বিত(২)॥
দুঃখী হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা।
রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া॥
নানামন্ত্র পড়েন আচার্য্য না হয় চেতন।
দুঃখী হৈঞা আচার্য্য করেন ক্রন্দন॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল বলি বোল "হরি হরি"॥

১। 'দুই গোঁসাই'—অদ্বৈতপ্রভু ও মহাপ্রভু।

২। 'সম্বিত'—জ্ঞান।

উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র স্বরূপ শাখা জগদীশ নাম॥
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য্য-কিঙ্কর।
আচার্য্য ব্যবহার সব তাঁহার গোচর॥
নীলাচলে তিহোঁ এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া॥
সেইত পত্রির কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভু স্থানে॥
সে পত্রিতে লেখা আছে এইত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যের করেছে স্থাপন॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শতসতিন॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদমুখ॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর(২)
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছেন ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥

১। কেহ কেহ এইখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, 'জগদীশ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ত্র নহে, পুত্রের-স্বরূপ শাখা'। কিন্তু তাহা নহে জগদীশ এবং স্বরূপ ইহাঁরা ই জনে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দুইটি পুত্র।

২। দৈবত ঈশ্বর'—দেবতাদিগেরও ঈশ্বর।

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ইহাঁ আজি হৈতে।
(১)বাউড়িয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত॥
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ(২) ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হইল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবন্ত শ্রীমুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ডপ্রসাদ অন্য লোকে পাবে কতি(৩)॥
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হইয়া আইল মহাপ্রভুর পাশ॥
প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈত প্রসাদপাত্র করিলা কমলা॥
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ॥

১। বাউলিয়া'—পাগ্লা।
২। বাশিষ্ঠ'—যোগবাশিষ্ঠ।
৩। 'কতি'—কোথায়।

এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কোমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা॥
আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
(১)দুই প্রকারেত করে মোরে বিড়ম্বন॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দুহাঁর অন্তর কথা দুহেঁ সে জানিল॥
প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কেনে কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম নাহি সে আচর॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিয়ে রাজধন।
বিষয়ির অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥
এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল।
আচার্য্য গোঁসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে॥
এইত প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার।
গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তার শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা॥

১। 'দুই প্রকারেত'—রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা ও মহাপ্রভুর দণ্ডে।

বাসুদেব দত্তের তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য(১)।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য॥
(২)নন্দিনী আর কামদেব(৩) চৈতন্য দাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ॥

১। 'বিষ্ণুদাসাচার্য্য' দুই জন—একের সন্তান "মাণিক্যডিহির গোস্বামিগ
ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। আরের সন্তান, কাঁদিখালির গোস্বামিগণ; ইনি র
ব্রাহ্মণ। এই দুই গ্রামে কাটোয়ার নিকট ভাগিরথীর উভয় তটে অদ্যাপি বিদ্য
আছে।

২। ইনি সম্ভ্রান্ত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থকন্যা। ইহার আর এক ভগি
নাম জঙ্গলী। ইহারা অদ্বৈত প্রভুর নিকট মন্ত্রগহণ করিয়া অবধি, ত
গৃহিণী শ্রীসীতাদেবীর পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্তা হন্। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা
জঙ্গলী ও নন্দিনীকে পার্ব্বতীর সঙ্গিনী জয়া ও বিজয়ার অবতার বলিয়া ক
করিয়াছেন। নন্দিনীর গাদী জগন্নাথক্ষেত্রে ও জঙ্গলীর গাদী মালদহে
বগুড়া জেলায়, এবং গোপীনাথপুর গ্রামে। এই গাদীতে একজন করিয়া দ
রাঢ়ীয় কায়স্থ মোহান্ত থাকেন, ইহাদিগের স্ত্রীলোকের মত হাতে বালা ন
কেশ থাকে, এবং নামের শেষে "প্রিয়াজী" এই উপাধি থাকে। যথা—"গে
সুন্দর প্রিয়াজী" এই প্রিয়াজীরা আকুমার ব্রহ্মচারী। ইহাদের অনেক
লোক শিষ্য ও শ্রীগোপীনাথসেবা ও জমিদারি আছে। সম্প্রতি এক "প্রিয়া
কায়স্থকন্যা বিবাহ করিয়া লৌকিক ব্রহ্মচর্য্য হইতে চ্যুত হইয়াছেন। তাঁহ
সন্তানগণ এই গাদীর অধিকারী।

৩। 'কামদেব পণ্ডিত'—ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, খড়দহমেলের কুলীন শ্রো

যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দন।
অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসঙ্খ্য অদ্বৈতশাখা কত লইব নাম॥
(১) মালী দত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল হয়॥
ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য মালী দুর্দৈব কারণ॥
সৃজাইল জীয়াইল তাঁরে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা তারে স্কন্ধ(২) ক্রুদ্ধ হইলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে-কৃশশাখা শুকাইয়া মরে॥
চৈতন্য-রহিত দেহ শুষ্ককাষ্ঠ সম।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম॥
কেবল এ গণপ্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেইত পাষণ্ড॥

১। 'মালী'—মহাপ্রভু।
২। 'স্কন্ধ'—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।

কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই তার এই গতি॥
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।
আর যত মত সব হৈল ছারখার॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥
সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥
এইত কহিল আচার্য্য গোঁসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন॥
শাখা উপশাখা তার নাহিক গণন॥
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন॥
(১)শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥

১। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিকে অদ্বৈতপ্রভুর উপশাখা মধ্যে গণনা তাৎপর্য্য এই যে; 'পণ্ডিত গোস্বামী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের শিষ্য' পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য, ইহা অদ্বৈতমঙ্গল গ্রন্থে স্পষ্ট উক্ত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়কে যে মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা প্রক্ষিপ্ত। যেহেতু অদ্বৈতস্কন্ধ নিরূপণ-নামক প্রকরণে অন্তোপশাখা বর্ণন করিলে প্রকরণ বিরুদ্ধ হয়।

অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন।
(১) গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর, কণ্ঠাভরণ ॥
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর ভাগবত দাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়(২)।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।
জিতামিশ্র, কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস ॥
শ্রীহরি-আচার্য্য, সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥
শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
(৩)বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ ॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাহার বিশ্রাম ॥
অমোঘ পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।
যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিত গোঁসাঞির গণ।
ঐছে আর শাখা উপশাখার গণন ॥
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥

'গঙ্গামন্ত্রী ও মামুঠাকুর'—ইহারা উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণ।

'বড় মহাশয়'—অত্যন্ত মহান্।

'বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস'—বঙ্গবাটী গ্রামের চৈতন্যদাস।

এই তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন
যাঁ সবা স্মরণে ভববন্ধ বিমোচন ॥
যাঁ সবা স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ সবা স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
অতএব তাঁ সবার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা অনুক্রম ॥
গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহা অবগাহ সাধ ॥
তাহার মাধুরী গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈতস্কন্ধশাখা-
বর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥
জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥
জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত চন্দ্রগণ।
সবার প্রেম জ্যোৎস্নায় কৈল উজ্জ্বল ভুবন ॥
এইত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম অনুবন্ধ ॥
প্রথমেত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥

সঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবো প্রসীদতু—প্রসন্নো ভবতু যৎ—যস্য প্রসাদতঃ—প্রসাদেন অয়ংপি সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ স্যাৎ—ভবেদিত্যন্বয়ঃ।

সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যিনি প্রসন্ন হইলে, এই রূপ অধম ব্যক্তিও সদ্য তদীয় লীলাবর্ণনে যোগ্য হয়।

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা শেষলীলার দুই নাম॥
আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে(১) মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্রকরি গাথিলেন গ্রন্থের(২) ভিতর॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ॥

১। 'সূত্ররূপে'—মুরারিগুপ্ত কৃত চৈতন্যচরিত গ্রন্থে।
২। 'গ্রন্থের'—কড়চায়।

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥

ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈব-যোগে চন্দ্র গ্রহণ হয়॥
"হরি হরি" বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে॥
বাল্যভাবছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
'কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন॥
অতএব হরি হরি বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ববন্ধুজন॥
গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সর্ব্ব নারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম গৌরহরি॥
বাল্য বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
(১) পৌগণ্ডবয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল॥

সর্ব্বৈঃ সদ্গুণৈঃ—"অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ" ইত্যাদি-শ্রীদশমোক্তসদ্গুণৈঃ পূর্ণাং তাং ফাল্গুনপূর্ণিমাং বন্দে, যস্যাং ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ কৃষ্ণনামভিঃ সহ অবতীর্ণঃ প্রাপঞ্চিকলোকলোচনগোচরীভাব-মঙ্গীকৃত ইত্যর্থঃ।

সকল সদ্গুণে পূর্ণা ফাল্গুন পূর্ণিমাকে বন্দনা করি। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ নামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১। ইহাদ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, প্রথম বিবাহ হয়; তাহা প্রতিপন্ন হইল। কারণ ৫ হইতে ১০ বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড কাল।

বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন ।
সর্ব্বত্র লওয়াইলা প্রভু নামসংকীর্ত্তন ॥
পৌগণ্ড বয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণে ।
সর্ব্বত্র করেন "কৃষ্ণনামের" ব্যাখ্যানে ॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা "কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য ।
শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥
যারে দেখে তারে কহে 'কহ কৃষ্ণনাম' ।
'কৃষ্ণনামে' ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম ॥
কিশোরবয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন ।
রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া ।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে ।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেমনামে ।
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস ॥
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস ॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর ।
নৃত্যগীত প্রেমভক্তি গান নিরন্তর ॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন ।
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥
এই মধ্যলীলা নাম লীলামুখ্যধাম ।
শেষ অষ্টাদশবর্ষ অন্ত্যলীলানাম ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে ।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্যগীত রঙ্গে ॥

দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন ছলে॥
রাত্রি দিবসে কৃষ্ণবিরহ স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপবচন॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্র দিনে॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া॥
সূত্রকরি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে তিঁহো নাহি পায় অন্ত॥
দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত-মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করেন প্রকাশ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তিঁহো ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখানে॥
প্রভুর লীলামৃত তিঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ॥

আদিলীলাসূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন।
(১)কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার॥
আগে অবতারিল যে যে গুরু পরিবার(২)।
সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার॥
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী।
কেশব-ভারতী আর শ্রীঈশ্বর পুরী॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস॥
শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণ প্রধান॥
সপ্তমিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব রূপ সদ্‌গুণ সাগর॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥

১। 'কোন বাঞ্ছা'—পূর্ব্বোক্ত তিন বাঞ্ছা।

২। 'গুরু পরিবার'—যাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া গৌরব করেন সেই পরিকরগণ।

রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥
অসংখ্য নিজভক্তের করাইয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত-আচার্য্যের স্থানে করেন গমন ॥
গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাঞি।
জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন ॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণপূজা নামসংকীর্ত্তন ॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
বিষয়নিমগ্ন লোক দেখি পাইল দুঃখ ॥
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।
কেমতে এ সব লোকের হইব তারণ।
কৃষ্ণ অবতরি করেন ভক্তির বিস্তার।
তবেত সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
জগন্নাথ-মিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥

অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ॥
তবে পুত্র জনমিলা বিশ্বরূপ নাম।
মহাগুণবান তেঁহ বলদেবধাম(১)॥
(২)বলদেবপ্রকাশ পরমব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তিঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত-কারণ॥
তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। *

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ॥

যস্মিন্নিদং বিশ্বং ওতং—উর্দ্ধতন্তুষু পট ইব গ্রথিতং, প্রোতং—তির্য্যব পট ইব সংগ্রথিতং, সর্ব্বতোঽনুস্যূতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ইদঞ্চ ন তস্য চিত্রং ক্ষণনিগ্রহ স্তথাপি মর্ত্ত্যাণুবিধস্য বর্ণ্যত ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা প্রতিযোধাদ্য মাত্রশক্তিপ্রকাশধারিণ্যা নরলীলয়ৈব কৃতমিত্যাশ্চর্য্যত্বেন বর্ণ্যতে নৈ লীলয়েত্যাহ।—নৈতদিতি। অচিত্রত্বে হেতুঃ, ভগবতি—শক্ত্যা সমগ্রৈশ্ব যুক্তে, অনন্তে—স্বরূপেণাপ্যপরিচ্ছিন্নে, তথোপাধিসম্বন্ধেনাপি জগদীশ্বরে প্রোতমিত্যাদিলক্ষণেচ। দৃষ্টান্তেঽপি তন্তূনাং কারণত্বেন কার্য্যাং পটা তত্র তাদৃশভগবত্ত্বাদিকং শ্রীকৃষ্ণাংশেষু মুখ্যত্বাৎ যুক্তমেবেতি ভাবঃ।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! বসন যেমন তন্তুতে ওত ও প্রে তদ্বৎ এই বিশ্ব যে অনন্ত জগদীশ্বর ভগবানের সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাঁহাতে ইহা বিচিত্র নহে।

১। ‘বলদেবধাম’—বলদেবের প্রকাশ।

২। ‘বলদেবপ্রকাশ……তাঁহার’। এই কয় পয়ারদ্বারা বিশ্বরূপের দেবপ্রকাশত্ব দেখাইতেছেন।

---

* ১০ম, স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকঃ।

অতএব প্রভুর তেঁহ হৈল বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই ॥
পুত্র পাঞা দম্পতী হৈলা আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ-শচী-দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥
মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি অন্যরীত।
জ্যোতির্ম্ময়-দেহ-গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥
যাহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন বস্ত্র ধান ॥
শচী কহে মুঞি দেখো আকাশ উপরে।
দিব্যমুর্ত্তি লোক আসি স্তুতি যেন করে ॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল।
(১)জ্যোমির্ম্ময়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥
এত বলি দুহেঁ রহে হরিষিত হঞা।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥

১। 'জ্যোতির্ম্ময়ধাম......মহাশয়ে'—ইহাদ্বারা জীবের শরীরপরিগ্রহবৎ বদাদির্ভাব নহে। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ তৎপত্নী শ্রীশচীদেবীঃ স্বরূপা। তাঁহা হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু প্রকাশ লেন।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চগ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্বসুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে" ভাসে ত্রিভুবন॥
জগত ভরিয়া লোক করে "হরি হরি"।
সেইক্ষণে "গৌরকৃষ্ণ" ভূমি অবতরি॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥
হরি বলি নারীগণ দেই হুলাহুলী।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতুহলী॥
প্রসন্ন হইল দশদিক প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥

যথা—রাগ।

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপাকরি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥

সেই কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিত আচার্য্য ।
হরিদাস লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ ধ্রু ॥
দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান ।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিলা নানা দান ॥
জগত আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস ।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস(১) ॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে ।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥
এই মত ভক্ততত্তি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে ।
নাচে করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী, নানা দ্রব্যে থালি ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া ।

১। 'ভাস'—গূঢ়তত্ত্ব ।

যেন কাঁচা সোণা দ্যুতি, দেখি বালকের মূর্তি
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী
আর যত দেব নারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্রভরি, ব্রাহ্মণীর বেশধরি
আসি সবে করেন দর্শন ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥
কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়
সম্ভালিতে নারে কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূর্ণিত লোক
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥
আচার্য্য রত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, তার নাম মালিনী
আচার্য্য রত্নের পত্নী সঙ্গে।

সিন্দূর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নানা ফল,

দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥

অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগত পূজিতা আর্য্যা,

নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।

আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,

দেখিতে বালক শিরোমণি ॥

সুবর্ণের কড়িবউলি, রজতমুদ্রা পাশুলি,

সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।

দুবাহুতে দিব্যশঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,

স্বর্ণ মুদ্রা নানা হারগণ ॥

ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি পট্টসূত্র ডোরী,

হস্ত পদের যত আভরণ।

চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, ভুনিকোতা(১) পট্টপাড়ী,

স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন ॥

দুর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,

মঙ্গল দ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।

বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,

বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥

ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার,

শচীগৃহে হইল উপনীত।

দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান,

বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥

১। 'ভুনিকোতা'—একপ্রকার চাদর।

সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভা
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি পাইল বহু প্রী
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥
দুর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশী
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চি
ডরে নাম থুইল নিমাই॥
পুত্র মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষ
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞ
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনা
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেব
দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দা
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে ত
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥
লগ্নগণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভি
দেখি এই তারিব সংসারে॥

ঐছে প্রভু শচী ঘরে, কৃপায় কৈল[?] অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ[?]।
গৌর প্রভু দয়াময়, তাঁরে[?] হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ॥
পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত ধুনী,(১) পিয়ে বিষ গর্ত্তপানি
জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥ ৯৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মমহোৎসববর্ণনং নাম
ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

১। 'ধুনী'—নদী।

চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতিশ্চ স্মৃতিং যাতি শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা সূত্র।
যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলাসূত্রের গণন॥

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাম্॥

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তানশয়ন।
পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্নচরণ॥

যস্মিন্ কথঞ্চন—কেনাপি প্রকারেণ স্মৃতে দুষ্করং—দুঃখেন করণীয় সুকরং ভবেৎ, বিস্মৃতিশ্চ স্মৃতিং—স্মরণং যাতি, অমুং চৈতন্যং ভজে।

চৈতন্যকৃষ্ণস্য মনোহরাং বাল্যলীলাং বন্দে। কিম্ভূতাং? লৌকিকীং সারিনীমপি ঈশ্বরচেষ্টয়া বলিতঃ অন্তরো যস্যাঃ তাং ঈশ্বরব্যবহারগর্ভামিত

যাঁহাকে কোনপ্রকারে স্মরণ করিলে দুষ্করকার্য্য সুকর হয়; স্মৃতিপথে উদয় হয়; সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভজন করি।

যে লীলা লৌকিকী হইয়াও ঈশ্বরচেষ্টাযুক্তা শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের সেই বাল্যলীলা বন্দনা করি।

গৃহে দুই জন দেখি লঘুপদচিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ-বজ্র-শঙ্খ-চক্র-মীন॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদ চিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয়॥
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে
তিঁহো মূর্ত্তি হঞা খেলে জানি ঘরে রঙ্গে॥
সেই ক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল॥
দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া
লগ্নগণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ॥

তথাহি—সামুদ্রকে তৃতীয়শ্লোকঃ।

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥

পঞ্চদীর্ঘঃ—পঞ্চ নাসা-ভুজ-হনু-নেত্র-জানূনি দীর্ঘাণি যস্য সঃ। পঞ্চ—ত্বক্-শাঙ্গুলিপর্ব্ব-দন্ত-রোমাণি সূক্ষ্মাণি যস্য সঃ। সপ্ত—নেত্রান্ত-পাদতল-করতল-োষ্ঠাধর-জিহ্বা-নখাশ্চ রক্তবর্ণা যস্য সঃ। ষট্ বক্ষঃস্কন্ধনখনাসিকাকটিমুখানি

নাসা, ভুজ, হনু অর্থাৎ কপোলের ঊর্দ্ধভাগ, নেত্র, এবং জানু, এই পাঁচটী ন যাঁহার দীর্ঘ; ত্বক, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত, রোম, এই পঞ্চ স্থানে সূক্ষ্মতা;

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্তচরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোকের করিবে তারণ॥
এইত করিবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার।
ইহাঁ হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার॥
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল করিব নামকরণ॥
সর্ব্বলোকের করিব ইহোঁ ধারণ পোষণ।
বিশ্বম্ভর নাম ইহার এইত কারণ॥
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল॥
তবে কত দিনে প্রভুর জানুচংক্রমণ।
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব হরিবোলে হাসে গৌরধাম॥
তবে কত দিনে কৈল পদ-চংক্রমণ।
শিশুগণে মিলে কৈল বিবধ খেলন॥

উন্নতানি তুঙ্গানি যস্য সঃ। ত্রীণি গ্রীবাজঙ্ঘা-মেহনানি হ্রস্বানি ত্রীণি য
ললাট-বক্ষাংসি পৃথূনি বিশালানি। ত্রীণি নাভিস্বর-সত্ত্বানি গম্ভীরাণি যস্য
এতানি পঞ্চ দীর্ঘাদীনি দ্বাত্রিংশৎলক্ষণানি যস্য সঃ মহান্ পুরুষ ইত্যর্থঃ।

নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা এবং নখ, এই সপ্ত স্থা
রক্তিমা; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ নখ, নাসিকা, কটিদেশ, এবং মুখ, এই ছয়টি
উন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা, এবং মেহন, এই তিনটী অঙ্গ হ্রস্ব; কটিদেশ, ললা
এবং বক্ষঃস্থল এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ এবং নাভি স্বর ও বুদ্ধি এই তিন স্থা
গাম্ভীর্য্য; যাঁহাতে অসাধারণ এই দ্বাত্রিংশটি লক্ষণ দেখা যায় তিনিই মহাপুরুষ।

একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল খাওত বসিয়া॥
এতবলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে॥
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটি কাড়ি লৈয়া বৈল মাটি কেনে খায়॥
কান্দিয়া বলেন শিশু কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥
খই সন্দেশ অন্ন যতেক মাটির বিকার।
এহো মাটি সেহো মাটি কি ভেদ বিচার॥
মাটি দেহ মাটি ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ কি বলিতে পারি॥
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥
মাটির বিকার ঘটে পানী ভরি আনি।
মাটি পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে॥
এবেত জানিলু আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব॥
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥

এইমতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥
অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্র করিল নিস্তার॥
চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া॥
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥
ব্যাধিছলে জগদীশ হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে॥
শিশুগণ লয়ে পাড়াপড়সির ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥
শিশু সব শচী স্থানে কইল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন্(১)॥
কেনে চুরি কর কেন মারহ শিশুরে।
কেন পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে॥
শুনি ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজ দোষ॥
কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন।
নারীগণ কহে নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী॥

১। 'ওলাহন্'—তিরস্কার।

বাহির যাইয়া আনিলেন দুই নারিকেল।
দেখিয়া বিস্মিত হইলা অপূর্ব্ব সকল॥
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে॥
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা॥
কন্যাগণে কহে আমা পূজ আমি দিব বর!
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল কলা॥
ক্রোধে কন্যাগণ কহে শুনহে নিমাঞি।
গ্রাম সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই॥
আমা সবার পক্ষে ইহা কহিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতাসজ্জ নাকর অন্যায়॥
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্॥
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী॥

ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়।
(১)কোন কিছু জানে ইহাতে বা দেবাবিষ্ট হয়।
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কার মনে নহে সবে সুখ পায়॥
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীনাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইল প্রভুর দর্শন॥
(২)সাহজিক প্রীতি দুহাঁর করিল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয়॥
দুহাঁ দেখি দুহাঁর চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজাছলে কৈল দুহেঁ পরকাশ॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গীকার লৈলা॥

১। 'না জানিয়ে এবা কোন দেবাবিষ্ট হয়।' এই পাঠও দেখা যায়।

২। 'সাহজিক প্রীতি'—স্বাভাবিক প্রেম। শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবানের নিজ প্রেয়সী একারণ উভয়ের স্বাভাবিক প্রেম।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। *

সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥

এই মত লীলা তুহেঁ করি গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্য লীলা কে বুঝিবে পরে ॥
চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন ॥
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্র গেলা পলাইয়া ॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ত্যক্তহাণ্ডীর উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
শচী আসি কহে কেন অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হইলা ॥
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইলা গঙ্গাস্নান ॥
কভু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন ॥

ভোঃ সাধ্ব্যঃ! ভবতীনাং মদর্চ্চনমেব সঙ্কল্পো মনোরথঃ, সচ লজ্জয়া যুষ্মাভিরধতোঽপি ময়া বিদিতঃ, স ময়া অনুমোদিতশ্চ অতঃ সত্যো ভবিতুমর্হতি।

হে সাধ্বীগণ! তোমাদের আমার অর্চ্চনই সঙ্কল্প, তোমরা লজ্জাবশতঃ বলিলেও আমি জানিয়াছি। এবং আমি ইহা অনুমোদন করিলাম সত্য হবে।

---

* ১০ম স্কন্ধে ২২ অঃ ২৫ শ্লোকঃ।

শচী বলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে॥
চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন ঝন।
শুনি চমকিত হৈল পিতা মাতার মন॥
মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥
শচী কহে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি॥
মিশ্র বলে কিছু হউক চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এই মাত্র চাই॥
এক দিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভৎর্সন করিয়া॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন॥
মিশ্র! তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভৎর্সন তাড়ন কর পুত্র করি মান॥
মিশ্র কহে দেবসিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক মাত্র আমার তনয়॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম॥
বিপ্র কহে এই যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়॥

মিশ্র কহে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ॥
এই মতে দুহেঁ করেন ধর্ম্মবিচার।
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর॥
এতশুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈল পরম বিস্মিত॥
বন্ধুবান্ধব স্থানে স্বপ্ন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা মাতার বাড়ায় আনন্দ॥
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল॥
বাল্যলীলা সূত্রে এই কহিল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব বাল্যলীলা সঙ্ক্ষেপে সূত্রে কৈল।
পুনরুক্তি ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলাসূত্রবর্ণনং
নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পৌগণ্ড লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন॥

তথাহি—

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়েন ব্যাকরণ(১)।
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥

যস্য পদাব্জয়োঃ সুমনসাং পুষ্পানামর্পণমাত্রেণ কুমনাঃ জনঃ সুমনস্ত্বং শোভন-মতিত্বং যাতি প্রাপ্নোতি; তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে।

চৈতন্যকৃষ্ণস্য অতিসুবিস্তৃতা পৌগণ্ডলীলা বর্ত্তত ইতিশেষঃ।—কিম্ভূতা? বিদ্যারম্ভমুখা, পুনঃ কিম্ভূতা? পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা।

কুমনা ব্যক্তি যাঁহার চরণযুগলে সুমনোঽর্পণমাত্রে সুমনস্ত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের "বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত" পৌগণ্ডলীলা অতিসুবিস্তৃতা এবং মনোহরাচ।

১। 'ব্যাকরণ'—কলাপব্যাকরণ।

অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টিকাতে প্রবীন।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥
অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্য মঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন॥
এক দিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান॥
মাতা বলে তাহি দিব যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা মাগি বিবাহ দিতে কৈল মন॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা॥*
শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বাসন॥
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥

---

* তথাহি—চন্দ্রোদয়নাটকে।
অস্যাগ্রজ স্বকৃতদারপরিগ্রহঃ সন্।
সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ কিল বিশ্বরূপঃ।
স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা
পূর্ব্বং পরিব্রজিতএব তিরোবভূব॥
শ্লোকটী কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে দেখা যায়।

আমিত্ত করিব তোমা দুহাঁর সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতামাতার মন ॥
এক দিন প্রভু নৈবেদ্য তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা ॥
আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দিল পানী।
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥
আমি কহি আমার অনাথ পিতামাতা।
আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি ॥
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দুহাঁর বাড়িল হৃদি শোক ॥
বন্ধুবান্ধব আসি দুহাঁ প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল ॥
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন ॥

তথাহি—*

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে ।
বল্লভাবাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥
পূর্ব্বসিদ্ধভাব দুঁহার উদয় করিলা ।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইলা ॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন ।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন ॥
বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবনদাস ।
এইত পৌগণ্ড লীলার সূত্রের প্রকাশ ॥
পৌগণ্ডলীলায় লীলা বহুত প্রকার ।
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহা দেখাইল ।
চৈতন্যমঙ্গল সর্ব্বলোকে খ্যাতি হৈল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলাসূত্র-
বর্ণনং নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ।

গৃহং বাসস্থানং গৃহং কেবলং ন আহুঃ, কিন্তু গৃহিণী সহধর্ম্মিণী গৃহমুচ্যতে
—যতস্তয়া গৃহিণ্যা সহিতঃ—মিলিতঃ সন্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মার্থাদীন্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুত
১ ।

কেবল গৃহকে গৃহ বলা যায় না । গৃহিণীকেই গৃহ কহে, যেহেতু গৃহিণীর
ত সমস্ত পুরুষার্থের অনুষ্ঠান মনুষ্যগণ করিয়া থাকে ।

---

* উদ্বাহতত্ত্ব ৭ম অঙ্ক ।

ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

কৃপাসুধা সরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাগমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ॥

এইত কৈশোর লীলা সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যয়ন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন॥

যস্য কৃপাসুধা-সরিৎ—নদী বিশ্বং আপ্লাবয়ন্তী অপি নীচগৈব—নিম্নগৈব সদা ভাতি, তং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং ভজে।

কৈশোরচৈতন্যঃ—কিশোরলীলাবিশিষ্টঃ কৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ জীয়াৎ। কিম্ভূতঃ? গৃহাগমাৎ গৃহিণীলাভাৎ মূর্ত্তিমত্যা লক্ষ্ম্যা অর্চ্চিতঃ—পূজিতঃ। তস্য গৃহিণ্যা লক্ষ্মীরূপত্বাৎ। অথ দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ দিগ্বিজয়িপরাজয়ব্যাজাৎ বাগ্দেব্যা অর্চ্চিতশ্চ।

যাঁহার করুণারূপ অমৃতের নদী নীচগামিনী হইয়া বিশ্বকে সম্যক্ আপ্লাবিত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি।

সেই কিশোরলীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক, যিনি লক্ষ্মীরূপা গৃহিণীলাভে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছেন এবং দিগ্বিজয়িজয়চ্ছলে বাগ্দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছেন।

সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয়॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে॥
কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে(১) গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সংকীর্ত্তন॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে॥
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্রতপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয়॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুনহে তপন।
নিমাঞি পণ্ডিত পাশ করহ গমন॥
তিহোঁ তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিহোঁ নাহিক সংশয়॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল।
নাম সংকীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল।
তাঁর ইচ্ছা প্রভু সঙ্গে নবদ্বীপে বসি(২)॥
প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাও বারাণসী॥

১। 'বঙ্গেতে'—পদ্মাপারে।
২। 'বসি'—বাস করি।

তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন॥
প্রভুর * অন্তর-লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন ? পাঠান কাশীপুরী॥
এই মত বঙ্গদেশে কৈল সবার হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াঞা পণ্ডিত॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী(১) বিরহে দুঃখী হৈলা॥
প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী দুঃখ জানি॥
ঘরে আইলা প্রভু বহু লঞা ধনজন।
তত্ত্ব কহি কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন॥
শিষ্যগণ লয়ে পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সভা জিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী পরিণয়।
তবেত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি(২) জয়॥

১। লক্ষ্মী—শ্রীমহাপ্রভুর প্রথম গৃহিণী।

২। 'দিগ্বিজয়ী'—ইহাঁর নাম কেশবাচার্য্য; ইনি নিম্বার্কমত-প্রচারক কাশ্মীরদেশীয় ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত প্রামাণিক ব্যক্তি। আমাদের আচার্য্য শ্রীগোস্বামিপাদগণ ইহাঁর বাক্য প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের একটী টীকা আছে। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে কেশবকাশ্মীরী বলিয়া থাকে।

---

* পাঠান্তর অতর্ক্য লীলা।

বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করেন দোষ গুণের বিচার॥
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঞি আইলা।
গঙ্গারে বন্দন করি প্রভুরে মিলিলা॥
বসাইল তারে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া॥
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম॥
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল, ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ (১)॥
প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যতে না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি সবশিশু পড়ুয়া নবীন॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী একে শতশ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা॥

১। সংলাপ—পরস্পর আলাপ।

শুনিয়া কহিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর॥
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ কিবা সরস্বতী॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোক তবে পাইবেক সুখে।
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভুত পড়িল॥

তথাহি—দিগ্বিজয়িবাক্যম্।

মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং,
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা,
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি বৈল।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল॥

গঙ্গায়াঃ মহত্বং ইদং দৃশ্যমানং সততং নিরন্তরং নিতরাং নিশ্চিতং আভাতি, যদ্‌যস্মাৎ এষা গঙ্গা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা—বিষ্ণোশ্চরণকমলাদুৎপত্তির্যস্যাঃ সুষ্ঠু ভগমৈশ্বর্য্যং যস্যাঃ, সাচ সাচ। কথম্ভুতা? সুরনরৈর্দেবমনুষ্যৈঃ কর্ত্তৃভূতৈরর্চ্চ্যৌ অর্চ্চনার্হৌ চরণৌ যস্যাঃ সা। কা ইব তদাহ—দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব। যা গঙ্গা ভবানীভর্ত্তুঃ শঙ্করস্য শিরসি মস্তকে বিভবতি বৈভবং প্রাপ্নোতি, অতএবাদ্ভুতগুণা।

যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হওয়াতে অতিসৌভাগ্যবতী হইয়াছেন, যিনি সুরনরগণ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়লক্ষ্মীর ন্যায় পূজিতা হইতেছেন, এবং যিনি ভবানীভর্ত্তা শ্রীমহাদেবের মস্তকে বিরাজমানা হইয়া অদ্ভুত গুণশালিনী হইয়াছেন, সেই গঙ্গাদেবীর মহিমা নিরন্তর দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥
প্রভু কহে দেবের বরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয় শ্রুতিধর ॥
শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ ॥
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।
(১)উপমালঙ্কার গুণ(২) কিছু অনুপ্রাস(৩) ॥
প্রভু কহেন যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ।
(৪)প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে।
ভাল বিচারিলে তার জানি গুণ দোষে ॥
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে যে কহিল সেই বেদসার(৫) ॥

১। 'উপমালঙ্কার'—"প্রস্ফুটং সুন্দরং সাম্যমুপমে"ত্যভিধীয়তে বৈচিত্র্যক সাদৃশ্যের নাম উপমা। উক্ত শ্লোকে "দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব" এই অংশে মালঙ্কার।

২। 'গুণ' "মাধুর্য্যোজঃপ্রসাদাখ্যা স্ত্রয়স্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ" মাধুর্য্য ওজঃ প্রসাদ এই তিন গুণ উক্ত শ্লোকে মাধুর্য্যগুণ ও বৈদর্ভীরীতি।

৩। 'অনুপ্রাস' "অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ। স্বরবৈসাদৃশ্যেঽপি ব্যঞ্জনমাত্রসাদৃশ্যমনুপ্রাসঃ। স্বরবৈসাদৃশ্যে ও ব্যঞ্জনমাত্রের সাদৃশ্যের নাম অনুপ্রাস। উক্ত শ্লোকে প্রথম পাদে পঞ্চ ত-কার তৃতীয় চরণে পঞ্চ র-কার।

৪। 'প্রতিভা' নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি।

৫। 'বেদসার' বেদের সারবৎ অভ্রান্ত।

ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥
প্রভু কহেন অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে।
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ॥
কবি কহে কহ দেখি কোন গুণ দোষ।
প্রভু কহে কহি শুন না করিহ রোষ॥
পঞ্চদোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার॥
(১) অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিহ্ন।
(২) বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম(৩) পুনরাত্ত(৪) দোষ তিন॥
(৫)গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকের মূল বিধেয়।
ইদং শব্দে অনুবাদ পাছে ত বিধেয়॥

১। 'অবিমৃষ্ট' "অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেনানির্দ্দিষ্টো বিধেয়াংশো যত্র তস্য [illegible] অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা। যেখানে প্রাধান্যে বিধেয়াংশ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তাহার না[illegible] অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা। এই দোষের নামান্তর বিধেয়াবিমর্শ। উক্ত শ্লো[illegible] দুই স্থানে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ আছে। তাহা পয়ারেই দর্শিত হইবে।

২। 'বিরুদ্ধমতি' বিরুদ্ধমতিং বিরুদ্ধবুদ্ধিং কারয়তীতি বিরুদ্ধমতিকা[illegible] তস্য ভাবঃ বিরুদ্ধমতিকারিতা যে সহৃদয়গণকে বিরুদ্ধবুদ্ধি উৎপাদন ক[illegible] রসাস্বাদনে স্থগিত করে সেই দোষের নাম বিরুদ্ধমতিকারিতা।

৩। 'ভগ্নক্রম'—ভগ্নক্রমঃ। ভগ্নঃ ক্রমউদ্দেশানুরূপঃ প্রস্তাবো যস্মি[illegible] ভগ্নক্রমঃ। যে ক্রমে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করা।

৪। 'পুনরাত্ত'—সমাপিত বচনানন্তরকথনং পুনরাত্তম্।

৫। প্রথমে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা দোষ দেখাইতেছেন 'গঙ্গার মহত্ত্ব……[illegible] দোষের নাম'।

বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলা অনুবাদ ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে ।

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ । *

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয় ।
সমাসে গৌণ হৈল শব্দ অর্থ গেল ক্ষয় ॥
দ্বিতীয় শব্দ অবিধেয় তাহা পড়িল সমাসে ।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে ॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ এই দোষের নাম ।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান ॥
(১) ভবানীভর্ত্তৃ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ ।
বিরুদ্ধমতিকৃৎ নাম এই মহাদোষ ॥
ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী ।
তার ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি ॥
শিবপত্নী ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ ।
বিরুদ্ধ-মতি শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ ॥

অনুবাদং উদ্দেশ্যং জ্ঞাতবস্তু তদনুক্ত্বা ন কথয়িত্বা বিধেয়ং সাধ্যং অজ্ঞাত- [বস্তু] উদীরয়েৎ ন কথয়েৎ ।

"অনুবাদ" জ্ঞাতবস্তু না কহিয়া "বিধেয়" অজ্ঞাতবস্তু কহিবে না ।

১। বিরুদ্ধমতিকারিতা দোষ দেখাইতেছেন ; ভবানী ভর্ত্তৃ শব্দ .....দ্বিতীয় [ভর্ত্তা] জ্ঞান' ।

---

* এই শ্লোকের পরার্দ্ধ ও বঙ্গানুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয়-ভর্তা-জ্ঞান॥
(১)বিভবতি ক্রিয়া বাক্যসাঙ্গ পুনঃ বিশেষণ।
অদ্ভুতগুণা এই পুনরাত্ত-দূষণ।
(২) তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম॥
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥
সুন্দর-শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত(৩)॥

তথাহি—ভরতমুনিবাক্যম্।

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥

রসাঃ শৃঙ্গারাদয়ঃ, অলঙ্কারাঃ উপমাদয়ঃ তৈর্যুক্তং কাব্যং বিভূষিতং তৎ চেৎ যদি দোষযুক্ দোষযুক্তং ভবতি; যথা সুন্দরং বিভূষিতং শরীরং এ শ্বিত্রেণ ধবলকুষ্ঠেন দুর্ভগং কুৎসিতং সাধুরসেবিতমিতি যাবৎ স্যাৎ, তথা তদপি।

রসালঙ্কারযুক্ত কাব্যই বিভূষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সুন্দর শরীর এ মাত্র ধবল কুষ্ঠের দ্বারা যেরূপ কুৎসিত হয় দোষযুক্ত কাব্যও সেইরূপ হয়।

১। পুনরাত্ত দোষ দেখাইতেছেন; 'বিভবত্তিক্রিয়া......পুনরাত্ত দূষণ।'
২। ভগ্নক্রম দোষ দেখাইতেছেন; 'তিন পাদে......দোষ ভগ্নক্রম'।
৩। 'বিগীত'—নিন্দিত।

পঞ্চ-অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার তিন অর্থালঙ্কার ॥
শব্দালঙ্কারে তিনপাদে আছে অনুপ্রাস।
শ্রীলক্ষ্মীশব্দে পুনরুক্তবদাভাস(১) ॥
প্রথম চরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি।
তৃতীয়-চরণে হয় পঞ্চ রেফ স্থিতি ॥
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস ॥
(২)শ্রীশব্দে লক্ষ্মীশব্দে একবস্তু উক্ত।
পুনরুক্তবদাভাসে নহে পুনরুক্ত ॥
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্ত বদাভাস শব্দালঙ্কার ভেদ ॥
(৩)লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস(৪) ॥
(৫)গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ ॥

১। 'পুনরুক্ত বদাভাস'......"আপাততো যদর্থস্য পৌনরুক্ত্যাবভাষণং। রুক্তবদাভাস স ভিন্নাকারশব্দগঃ" ॥ আপাতত পৌনরুক্তের ন্যায় অবভাস ন, পুনরুক্তবদাভাসঃ কহে। ইহা শব্দালঙ্কার।

২। এই পুনরুক্ত বদাভাস অলঙ্কার কহিতেছেন 'শ্রীশব্দে লক্ষ্মীশব্দে...... লঙ্কার ভেদ।

৩। উপমালঙ্কার দেখাইতেছেন ; শ্রীলক্ষ্মীরিব ইত্যাদি।

৪। বিরোধাভাস। "আভাসত্বং বিরোধস্য বিরোধাভাস ইষ্যতে" বিরোধের আভাসকে বিরোধাভাস অলঙ্কার কহে।

৫। বিরোধাভাস অলঙ্কার দেখাইতেছেন ; 'গঙ্গাতে কমল জন্মে...... রোধাভাস'।

ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধালঙ্কারে ইহা মহাচমৎকৃতি॥
ঈশ্বর-অচিন্ত্য-শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ আভাস॥

শ্রীভগবৎশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদোক্ত শ্লোকঃ।

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা॥

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি অনুমান অলঙ্কার(১)॥
স্থূল এই পঞ্চ দোষ পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার॥
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে।
অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষ বাদে(২)॥

অম্বুনি জলে অম্বুজং জাতং প্রাদুর্ভূতং ক্বচিদপি কস্মিংশ্চিৎ স্থানেঽপি অম্বুজাৎ অম্বুনি জাতং। মুরভিদি শ্রীনারায়ণে তৎ তস্য বিপরীতং জাতমিতি। কিম্বৎ? চরণকমলাৎ মহানদী গঙ্গা জাতা।

জলেই কমল জন্মে কিন্তু কোন স্থানে কমল জল জন্মে না কিন্তু মুরারি নারায়ণে তাহার বিপরীত। যেহেতু চরণকমল হইতে মহানদী গঙ্গা জন্মিয়াছেন।

১। 'অনুমানালঙ্কার'—"অনুমানন্তু বিচ্ছিত্ত্যা জ্ঞানং সাধ্যস্য সাধনাৎ"। হেতু দ্বারা সাধ্যের জ্ঞান, অনুমানালঙ্কার।

অনুমান অলঙ্কার কহিতেছেন; 'গঙ্গার মহত্ত্ব......অনুমান অলঙ্কার।' এখানে বিষ্ণুপাদোৎপত্তিরূপ হেতুদ্বারা গঙ্গার মহত্ত্ব জ্ঞান হইল বলিয়া অনুমান অলঙ্কার হইল।

২। 'দোষবাদে'—দোষরূপ-বিঘ্ন। বাধা শব্দের অপভ্রংশ বাদ।

বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর॥
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ॥
যে ব্যাখ্যা করিল মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাঞি মুখে রহি বলে আপনে সরস্বতী॥
এত ভাবি কহে শুন নিমাঞি পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত॥
অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এসব অর্থ করিলে প্রকাশ॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড়রঙ্গী॥
তাঁহার হৃদয় জানে কহে করি ভঙ্গী॥
শাস্ত্রের বিচার ভালমন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বলায় সেই বলি বাণী॥
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশু দ্বারে দেবী মোরে করিল পরাজয়॥
আজি তারে নিবেদিব করি জপ ধ্যান।
শিশু দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান॥
বস্তুত সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময় তার বুদ্ধি আচ্ছাদিল॥

তবে শিষ্যগণ সবে হাসিতে লাগিল।
তাসবা নিষেধি প্রভু কবিকে কহিল॥
(১)তুমি মহাপণ্ডিত হও কবি-শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্য বাণী॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল ধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ॥
দোষ গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি।
কবিত্ব-কারণে শক্তি তাঁহি সে বাখানি॥
শৈশব চাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥
আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার॥
এইমতে নিজঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন॥
সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল॥
প্রাতে আসি প্রভু পদে লইল শরণ।
প্রভুকৃপা কৈল তার খণ্ডিল বন্ধন॥

১। মানিজনের মানরক্ষা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহা শ্রীমহাপ্রভু পরাজিত দিগ্বিজয়ীকে বিনয় দ্বারা জগতে শিক্ষা দিতেছেন ; 'তুমি মহাপণ্ডিত……শিষ্যের সমান মুঞি না হও তোমার।

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যাবলে পাইলা মহাপ্রভুর চরণ॥ *
এসব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু করিল ইহা বিশেষ প্রকাশ॥
চৈতন্যগোঁসাঞিির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১০৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলাসূত্রবর্ণনং
নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ॥

স্বৈরাদ্ভুতেহং—স্বচ্ছন্দাদ্ভুতচেষ্টিতং চৈতন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুং বন্দে। ।—যস্য প্রসাদতঃ যবনাঃ—স্বনামখ্যাতনীচজাতিবিশেষাঃ সুমনায়ন্তে অসুমনসঃ ানসো ভবন্তীতি সুমনায়ন্তে। কুতস্তেষাং সুমনস্ত্বং? তত্রাহ—কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ। ষ্ণনামপ্রজল্পকত্বলিঙ্গেন তেষাং সুমনস্ত্বমিতিভাবঃ। স্নেহেন সুমনায়ন্তে ায়ন্তে। অহো! কৃষ্ণনাম্নাং মহিমানঃ স্বসেবকান্ "ন নীচধর্ষনাৎ পর" ইত্যাদিনা ীতানপি যবনান্ দেবতুল্যান্ কুর্ব্বন্তীতিভাবঃ।

সেই স্বচ্ছন্দ-অদ্ভুতচেষ্টিত-শ্রীমহাপ্রভুকে বন্দনা করি; যাঁহার প্রসাদে যবন-ণও সুমনা হইয়া কৃষ্ণনাম-প্রজল্পক হইয়াছে।

---

* এই পয়ার অনেক পুস্তকে নাই।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥

বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশসম্ভোগ-নৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥

যৌবন প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্যবস্ত্র, দিব্যবেশ, মাল্যচন্দন ॥
বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহাকো না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥
বায়ুব্যাধিছলে কৈল প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগণ লৈয়া কৈল বিবিধ বিলাস ॥
তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥

গৌরশ্রীমহাপ্রভুঃ যৌবনে দিব্যতি ক্রীড়তি শোভতে বা। কৈরিত্যপেক্ষয়ামাহ বিদ্যাঃ চতুর্দ্দশ, যথোক্তং "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যা য়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণানি বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ" সৌন্দর্য্যং রূপবত্ত্বা, সদ্বেশঃ শিষ্টব্রাহ্মণোচিতবেশঃ; সম্ভোগঃ বিষয়োপভোগঃ, নৃত্যং নটনং, কীর্ত্তনং "নামলীলাগুণাদিমুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনং" তৈঃ প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ অত্র সম্প্রদানানির্দ্দেশাৎ পাত্রাপাত্রবিচারণামকৃত্বা প্রেমনামপ্রদানৈঃ করণৈঃ।

বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তনদ্বারা, এবং পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া প্রেমনাম প্রদানদ্বারা, যৌবনে শ্রীগৌরাঙ্গ শোভিত হইতেছেন

দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেমপ্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন॥
প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ॥
তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্‌ভুজ দর্শন॥
প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর॥
তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ(১) বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র॥
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
তবে নিত্যানন্দ-গোঁসাঞির ব্যাসপূজন।
নিত্যানন্দবেশে কৈল মুষলধারণ॥
তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই॥
তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে॥
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে।
তার স্কন্ধে চাড় প্রভু নাচলা অঙ্গনে॥

১। 'তিন অঙ্গ'—গ্রীবা, কটি, এবং জানুদ্বয়।

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
হরের্নাম শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥

তথাহি—বৃহন্নারদীয়বচনম্।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ *

কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার(১) ॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম, তপ, আদি নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি এই তিন একবার।
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
ভৎর্সনা তাড়নে কারে কিছু না বলিব ॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয় ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত-বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাইব ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা ১৯৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট। (১) এবং পয়ারেও ব্যাখ্যা করিতেছেন; 'কলিকালে……একবার'।

সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ ।
এই মত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণোক্তং পদ্যম্ ।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক ।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর ।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে ।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে ।
শ্রীবাসের দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল ।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥

তৃণাদপি সুনীচেন—যথা তৃণং সর্ব্বেষাং পদদলনেনাপি অকুব্ধতাং নীচতাঞ্চ [illegible]কটয়তি, তস্মাদপি সুনীচেন—যস্মিন্ নীচত্বাভিমানিনা, তরোরপি বৃক্ষাদপি [illegible]হিষ্ণুনা—সহনশীলেন, স্বয়ং অমানিনা—মানশূন্যেন, পরন্তু মানদেন, জনেন সদা [illegible]রিঃ কীর্ত্তনীয়ঃ । হরিকীর্ত্তনকারিভিস্তৃণাদপি সুনীচত্বাদিকমাত্মনো বিধাতব্য-[illegible]তিভাবঃ ।

তৃণ অপেক্ষা সুনীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া ও স্বয়ং অমানী এবং [illegible]রের মান দিয়া সদা হরিকীর্ত্তন করিবে । এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন ; [illegible]ণ হইতে......ভক্তিধর্ম্ম পোষ ।

ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল(১)।
হরিদ্রা, সিন্দূর রক্তচন্দন, তণ্ডুল॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস তাহাত দেখিলা॥
বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া।
সবারে কহে শ্রীনিবাস হাসিয়া হাসিয়া॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
তবে সব শিষ্ট(২) লোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন দুরাচার॥
হাড়ি আনাইয়া সব দূর করাইল।
জল গোময়ে সেই স্থান লেপাইল॥
তিন দিন রহি সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীড়া কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥

১। 'ওড়ফুল'—জবার ফুল।

২। 'শিষ্ট'—সাধু, তল্লক্ষণং যথা;—"ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপ[illegible] মুনিঃ। ন চ বাগঙ্গচপল ইতি শিষ্টস্য লক্ষণং। যাঁহার হস্ত, পদ, চপল নহে, নেত্র, বাক্য, অঙ্গ চপল নহে, সেই মুনি অর্থাৎ মুনিতুল্য শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মনিষ্ঠ [illegible] বাক্ ব্যক্তির নাম শিষ্ট।

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া।
একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া॥
গ্রামসম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা! মুঞি কুষ্ঠরোগে হৈঞাছোঁ ব্যাকুল॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোধমন।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন বচন॥
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে(১) পতন॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভুঞ্জে না যায় পরাণ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়াগ্রামে(২) আইলা॥

১। 'রৌরব'—নরকবিশেষ।

২। 'কুলিয়াগ্রামে'—এইগ্রাম শ্রীধাম নবদ্বীপের অপরপারে গঙ্গাতটে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তাহা গঙ্গাগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। এক্ষণে কাঁচ্‌রাপাড়ার নিকটে "দেবানন্দের পাট" বা "কুলিয়ার পাট" বলিয়া যে স্থান থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত কুলিয়াগ্রাম নহে।

তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈঞা করুণ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে তোর হৈয়াছে অপরাধ।
তাঁহা যাহ তিঁহো যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোর হৈবে পাপ বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥
তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন॥
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট না পাইল ভিতর যাইতে॥
ফিরি গেল বিপ্র ঘরে মনে-দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গাঘাটে পাঞা॥
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছো মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ॥
সংসার সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি মহাপ্রভুর হইল উল্লাস॥
প্রভুর শাপ বার্ত্তা যেবা শুনে শ্রদ্ধাবান।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ॥
মুকুন্দ দত্তরে কৈল দণ্ড-পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ॥
আচার্য্য-গোঁসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি॥
ভঙ্গী করে জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান॥

তবে আচার্য্য-গোঁসাঞির আনন্দ হইল ।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥
মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম ।
ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম ॥
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান ।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান ॥
হরিদাস ঠাকুরের করিল প্রসাদ ।
আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥
ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল ।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ(১) কৈল ॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ ।
সবে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ ॥
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান ।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান ॥
জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি-রস ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে । *

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্ ।
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ! ।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥

নম্ন, ভক্তির্যথা ত্বৎপ্রাপ্তিসাধনং তথা জ্ঞানযোগাদিকমপীতি কেনাংশেন ভক্তে-

---

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব ! মদ্বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি যদ্রূপ আমাকে বশীভূত

---

১ । ইহার অর্থ ২১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

* ১১শ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকঃ ।

মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণবশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে। *

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা।
সংকীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল॥

কৃৎকর্ষ ইত্যত আহ—নেতি। ন সাধয়তি ন মৎপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি ঊর্জ্জি
জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতত্বেন প্রবলা তীব্রেত্যর্থঃ।

ব্রহ্মণ্যতামেহাব—কেতি। পাপীয়ান্ দুর্ভগঃ কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ ভগবান্। এ
কৃষ্ণত্বপাপীয়স্ত্বয়ো স্তথা দারিদ্র্যশ্রীনিকেতনত্বয়োর্বিরোধঃ। তথাপি ব্রহ্ম
বিপ্রকুলজাত ইতি বাহুভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ। স্ম বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভ
বিপ্রত্বমেব কারণমুক্তং নতু সখ্যং। তত্রাত্মনোঽতীবাযোগ্যত্বমননাৎ। অত
ভগবতো ব্রহ্মণ্যতৈব শ্লাঘিতা, নতু ভক্তবৎসলতাপীতি।

করে; অষ্টাঙ্গযোগ, সাঙ্খ্যযোগ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাসও তদ্রূপ আমাকে
বশীভূত করিতে পারে না।

সুদামা বিপ্র কহিলেন, আহা! কোথায় আমি এই নীচ দরিদ্র, আর কোথা
সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! আমি ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া তিনি আমায় বাহুদ্বারা
আলিঙ্গন করিলেন। †

---

* ১০ম স্কন্ধে ৮১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকঃ।

† তাৎপর্য্য—এখানে সুদামা বিপ্র ভক্তমুখ অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ আপনাকে
ভক্তরূপে জ্ঞান না করায়, শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যগুণকে প্রসংশা না করি
তাঁহার ব্রহ্মণ্যতাকেই প্রশংসা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত ।
পাকিল অনেক ফল সবেই বিস্মিত ॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল ।
প্রক্ষালণ করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥
রক্ত পীতবর্ণ, নাহি অষ্ঠিবল্কল(১) ।
এক জনের পেঠভরে খাইলে এক ফল ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীরনন্দন ।
সবাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥
অষ্ঠিবল্কল নাহি অমৃত রসময় ।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বারমাস ।
বৈষ্ণব খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস ॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন ।
অন্যলোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ ॥
এই মত বার মাস কীর্ত্তন অবসানে ।
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥
একদিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল ।
বৃহৎ-সহস্র-নাম পড় শুনিতে মন হৈল ॥
পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম ।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম ॥

১। 'অষ্ঠিবল্কল'—আঁটি ও খোসা ।

নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥
নৃসিংহ আবেশ দেখি মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয়॥
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাস গৃহেতে গিয়া গদা ফেলাইল॥
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোকভয় পায় মোর হয় অপরাধ॥
শ্রীবাস বলেন 'যে তোমার নাম লয়'।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয়॥
অপরাধ নাহি কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার॥
এত বলি শ্রীবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন॥
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডম্বুরু(১) বাজায়॥
মহেশ আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে॥
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে॥

১। 'ডম্বরু'—ডুগডুগী।

আর দিনে জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল।
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল॥
কি আছিলাঙ পূর্ব্বজন্মে আমি কহ গণি।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বাক্য শুনি॥
গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয়॥
পরতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম ঈশ্বর।
দেখি প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর॥
বলিতে না পারি কিছু মৌন ধরিল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল কহিতে লাগিল।
পূর্ব্ব জন্মে ছিলা তুমি পরম আশ্রয়॥
পরিপূর্ণ ভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সেরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ॥
প্রভু হাঁসি বলে তুমি কিছুনা জানিলা।
পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ জাতিতে গোয়ালা॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে হৈলা আমি ব্রাহ্মণছাওয়াল॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাম।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাম॥
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি এই মায়ায় তোমার॥
যে হও সে হও তুমি তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার॥

এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
মধু আন মধু আন বলেন ডাকিয়া॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল॥
জলপান করিয়া নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ লীলা দেখয়ে সকল॥
মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার।
আচার্য্য-শেখর তাঁরে দেখে রামাকার॥
বনমালী আচার্য্য দেখে সোণার লাঙ্গল।
সবে মেলি নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল॥
এইত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর॥
নাগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলা॥
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরিধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
(১)কাজী পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥

১। 'কাজী'—বিচারপতি। ইহার নাম "চাঁদ কাজী"। ইনি গৌড়েশ্বর নবাবের দৌহিত্র।

এতকালে কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও কোন বল জানি॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগি পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া লোক।
প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক॥
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন॥
ঘরে গিয়ে সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন।
তা সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥
নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দিউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখি কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য-গোঁসাই পরম উল্লাস॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ॥

বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন চৈতন্য-কৃপাবলে॥
এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজীর দ্বারে গেলা।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল।
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে॥
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা॥
দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বলে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এধর্ম্ম কেমত॥
কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া।
এবে তুমি শান্ত হইলে আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥

ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয় ।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥
এই মতে দুহাঁর কথা হয় ঠারে ঠোরে ।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥
প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে ।
কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে ॥
প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা ।
বৃষ অন্ন উপজয়, তাতে তেহোঁ পিতা ॥
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন্ ধর্ম্ম ।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম(১) ॥
কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ ॥
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ ভেদ ।
নিবৃত্তি মার্গে জীব মাত্র বধের নিষেধ ॥
প্রবৃত্তি মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয় ।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয় ॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী ।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥
প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধে ।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে ॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী ।
বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী ॥

১। 'বিকর্ম্ম'—শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম্ম ।

অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥
জরদ্গব(১) হঞা যুবা হয় আরবার ।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ।
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে ।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥

তথাহি—শাস্ত্রম্ ।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার ।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥
গো অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর ।
গোবধী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর ॥
তোমা সবার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহ ভ্রান্ত হৈল ।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী ।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ।
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয় ।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারস্থ নয় ॥

অশ্বমেধং—অশ্ববধনিষ্পন্নযাগবিশেষং গবালম্ভং—গোবধনিষ্পন্ন-"গোমেধা[খ্য] যাগবিশেষং, সন্ন্যাসং,পলপৈতৃকং—মাংসশ্রাদ্ধং । দেবরেণ করণেন—সুতোৎপ[ত্তিম্] এতানি পঞ্চ, কলৌ—কলিযুগে বিবর্জ্জয়েৎ ।

অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, ও সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারায় পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দে[বর] দ্বারা সুতোৎপত্তি কলিযুগে এই পাঁচটী বর্জ্জন করিবে।

১। 'জরদ্গব'—বৃদ্ধ গরু ।

কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥
সহজে যবন শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার॥
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে ছলে না বঞ্চিবে আমা॥
তোমার নগরে হয় সদা সংকার্ত্তন।
বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন॥
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম বাধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি॥
কাজী বলে সবে তোমায় বলে গৌরহরি।
সেই নাম আমি তোমায় সম্বোধন করি॥
শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন॥
প্রভু বলে এলোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি কহ তুমি না করিহ ভয়॥
কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিল মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা ভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর॥
শয়নে আমার উপর লাফদিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥

মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥
সে দিন বহুত নাহি কৈল উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করিঞা না কৈলু প্রাণাঘাত॥
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥
এত কহি সিংহ গেল আমার হৈল ভয়ে।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়ে॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্ব্বলোক বিস্ময় মানিল॥
কাজী কহে ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক আমার পেয়াদা আসিল॥
আসি কহে গেলু মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে॥
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ॥
তাহা দেখি বলি মুঞি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ ঘরে রহত বসিয়া॥
তবেত নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন॥
নগরে হিন্দু ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরি হরি ধ্বনি বই নাহি শুন আর॥

আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলী॥
হরি হরি কহি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসাহা শুনিলে তোমার করিবেক ফল॥
তবে সেই যবনের আমিত পুছিল।
হিন্দু হরিবলে তার স্বভাব জানিল॥
তুমিহ যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতা নাম লহ কি কারণ॥
ম্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহ কেহ কৃষ্ণদাস কেহ রামদাস॥
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি।
ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি উপায় করি॥
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস(১) কৈল সে দিন হইতে॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জন।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ॥
এত শুনি তা সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥

১। এই স্থলে মস্করী পাঠ কোন প্রাচীন পুস্তকে দেখা যায়। 'মস্করী'—

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্যগীত বাদ্য যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালী।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়।
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥
নিমাঞি নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বার বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজার॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন॥
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে।
সবে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও হেন লয় মোর মন॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু কাজিরে ছুঁইয়া॥

'তোমার মুখে "কৃষ্ণনাম" এবড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র॥
"হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্' ॥
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয়বাণী॥
"তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি" ॥
প্রভু কহে "এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়" ॥
কাজী কহে "মোর বংশে যত উপজিবে॥
তাহাকে তালাক্(১) দিব কীর্ত্তন না বাধিবে'' ॥
শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি 'হরি' ধ্বনি॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিত মন॥
কাজীর বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ।
এক দিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোঁসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥

১। 'তালাক্'—দিব্য।

শ্রীবাস পুত্রের তাঁহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥
মৃতপুত্র মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন॥
তবেত করিলা সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল,সম্মান॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে(১) দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন॥
"দেখিনু! দেখিনু" বলি হইল পাগল।
প্রেম নৃত্য করে, হইল বৈষ্ণব আগল(২)॥
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশী মাগিল।
শ্রীবাস কহে 'গোপীগণ বংশী হরি নিল'॥
শুনি প্রভু বোল বোল বলেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন লীলারসে॥
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥
তবে বোল বোল প্রভু বলে বারবার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তা সবার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ॥
তাহিমধ্যে ছয়ঋতুর লীলার বর্ণন।
মধুপান, রসোৎসব, জলকেলি কথন॥

১। 'সিয়ে'—সিলাই করে।
২। 'আগল'—অগ্রগণ্য।

বোল বোল বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহে তবে রাসরসের বিলাস॥
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি আলিঙ্গন কৈল॥
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী-স্বরূপ প্রভু আপনে হৈলা।
কভু দুর্গা, লক্ষ্মী, হঞে, কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিল প্রেমভক্তি॥
একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে॥
চরণের ধুলি সেই লয় বার বার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইল॥
বিজয়-আচার্য্যের ঘরে সে রাত্রে রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লঞা গেলা॥
এক দিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
"গোপী গোপী" নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া॥
এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
"গোপী গোপী" নাম শুনি লাগিলা বলিতে
'কৃষ্ণনাম' না লও কেনে? 'কৃষ্ণনাম' ধন্য।
"গোপী গোপী" বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার
ঠেঙ্গা লঞা উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার॥

ভয়ে পালায় পড়ুয়া প্রভু পাছে পাছে ধায়।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়॥
প্রভুরে শান্ত করি আসিল নিজ ঘরে।
পড়ুয়া পালায়ে গেল পড়ুয়া সভারে॥
পড়ুয়া সহস্র যাহা পড়ে একঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাই॥
শুনি ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ারগণ।
সবে মেলি করে তবে প্রভুর নিন্দন॥
'সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাঞি॥
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ॥
সুপঠিত বিদ্যা কারও না হয় প্রকাশ॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয়॥
সর্ব্বজ্ঞ গোঁসাঞি জানি তা সবার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তেন তা সবার অব্যাহতি॥
যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত।
এসব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥

আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয় ।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার ।
এসব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব ।
সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয় ।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥
এসব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার ।
আর কোন উপায় নাহি এই যুক্তি(১) সার ॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে ।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে ॥
প্রভু তাঁরে নমস্কার কৈল নিমন্ত্রণ ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥
তুমিত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন ॥
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী ।
যে কহ সে করিব স্বতন্ত্র নহি আমি ॥
এতবলি ভারতী-গোঁসাঞি কাটোয়াতে গেলা ।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য ।
মুকুন্দদত্ত এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য ॥

১। 'এই যুক্তি'—এই যুক্তির দ্বারা শ্রীমহাপ্রভু আপনার প্রণতপাল নাম সার্থক করিলেন।

এই আদি লীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন(১) ॥
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
(২)চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥
গোপীভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥
গোপিকা ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয় ॥
শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন ॥
ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥

তথাহি—*

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াঃ

মাথুরবিরহেণ বিমুহ্যন্ত্যাঃ খেলাতীর্থে নিমজ্য সূর্য্যমণ্ডলং গতবত
শ্রীরাধায়া আশ্বাসং সূর্য্যমণ্ডলস্থবিষ্ণুসন্দর্শয়া কুর্ব্বাণাং সংজ্ঞাং প্রতি বিশাখা প্রাহ

মাথুর-বিরহ ব্যাকুলা শ্রীরাধা বিমোহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযমুনার খেলা তী

১। এই পরিচ্ছেদে যে যে লীলা সংক্ষেপে বলা হইল, ইহার বি
শ্রীবৃন্দাবন দাসকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে দ্রষ্টব্য।

২। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য।

---

* ললিতমাধবে ৬ষ্ঠ অঃ ১৪ শ্লোকঃ।

আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত ! চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে (১)।
অন্তর্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধাসনে ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট (২)।
অন্বেষিতে আইলা তাঁহা গোপিকার ঠাট ॥

পীনামিতি। গোপীনাং ভাবস্য প্রক্রিয়াং প্রকৃতিং স্বভাবমিতি যাবৎ, কিং
তুং কঃ ক্ষমতে ন কোঽপীত্যর্থঃ। অত্র হেতুর্দুরূহেতি দুরূহায়ামেব পদব্যাং
রণশীলস্য দুরূহত্বমেবাহ—পশুপেন্দ্রনন্দনজুষঃ পশুপেন্দ্রনন্দনমেব নতু বসুদেব-
নমপি স্বস্য বিষয়ং কুর্ব্বাণস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা পশুপেন্দ্রনন্দনে এষা যা স্ফুট্
তি স্তদ্রূপস্য যত তস্মিন্ পশুপেন্দ্রনন্দন এব তাঃ পরিহসিতুং জিষ্ণুভিঃ বিরাজ-
নৈশ্চতুর্ভিভূজৈরুপলক্ষিতাং অদ্ভুতরুচিং বিচিত্রশোভাময়ীমপি বৈষ্ণবীং তনুং
কুণ্ঠনাথমূর্ত্তিমপি আবিষ্কুর্ব্বতি সতি তস্মিন্ বিষয়ে যাসাং রাগস্য উদয়ঃ কুঞ্চতি
ঞ্চিতো ভবতি। উদয় ইত্যনেন বিষ্ণুনা প্রকাশিতায়াং স্বতনৌ তু রাগস্য
দয়োঽপি নোৎপদ্যত ইতি সূচিতং। অতএব পূর্ব্বমুক্তং অরুন্ধতী মুখসতীবৃন্দেন
ন্দ্যাহিতা ইতি ॥

াত্মনিক্ষেপ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন। তখন তাঁহাকে অত্যন্ত
বরহ-বিধুরা দেখিয়া সান্ত্বনা করিবার জন্য সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণের
াদি সমতা-নিমিত্ত সূর্য্যমণ্ডলস্থ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাইতে উদ্যত হইলে, বিশাখা
লিলেন। হে দেবি ! গোপিকাগণের শ্রীনন্দনন্দননিষ্ঠ এবং দুরূহ পথ সঞ্চারি-
াবের প্রক্রিয়া কোন্ কৃতী অবগত হইতে সমর্থ হয় ? যেহেতু শ্রীনন্দনন্দই
দি শ্রীনারায়ণ তনু আবিষ্কার করেন, তবে সেই তনুতে চারিখানি হস্ত দেখিয়া
াঁহাদের রাগোদয় কুঞ্চিত হয়।

১। গোবর্দ্ধন সমীপে "রাসৌলিনামক" স্থানে।
২। 'বাট'—পথ।

দূর হৈতে কৃষ্ণ দেখি বলে গোপীগণে।
এই দেখ কুঞ্জ ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস(১)।
লুকাইতে নারিল ভয়ে হৈলা বিবস॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করি আছেন বসিয়া
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥
ইহোঁ কৃষ্ণ নহে ইহোঁ নারায়ণ মূর্ত্তি।
এতবলি সবে তাঁরে করে নতি স্তুতি॥
নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণ সঙ্গে দেহ মোর ঘুচাহ বিষাদ॥
এতবলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হাস্য(২) করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে॥
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে॥
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব॥

তথাহি—*

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈঃ।
দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।

বৃন্দা পৌর্ণমাসীমাহ—রাসেতি বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিঙ্মুখে গোবর্

১। 'সাধ্বস'—ভয়। ২। 'হাস্য'—পরিহাস।

---

* উজ্জ্বলনীলমণৌ ৬ষ্ঠ অঙ্কে নায়িকাভেদে ৬ শ্লোকঃ।

রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত ! মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং।
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা॥

...রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকমিতি গৌতমীয়াৎ, লোকে তু গোবর্দ্ধনোপত্য-...াং রাসৌলীতি খ্যাতনাম্ন্যাং রাসস্থল্যাং রাসস্য আরম্ভবিধৌ নিলীয় বসতেতি ...ষ্টকনামারণ্যে "পেঠে" ইতি লোকভাষয়া প্রসিদ্ধে স্থলে দৃষ্টং স্বং গোপয়িতু-... বহ্বীভিস্তাভিঃ সর্ব্বত আবৃতাৎ তস্মাৎ কুঞ্জাৎ সহসাপসর্পনাসম্ভবাৎ ...রধিয়া এবং করোমীতি সদ্যঃ প্রতিভারূঢ়বুদ্ধিনা যা চতুর্বাহুতা সন্দর্শি-...তি। হংহো! নায়ং কৃষ্ণঃ কিন্তু চতুর্ভুজো নারায়ণমূর্ত্তিরিতি তং প্রণম্য ...কৃষ্ণং দর্শয়েতি প্রার্থ্য গতাসু সখীষু আগতায়াং রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা ...ত্যাশ্চর্য্যোহত্যদ্ভুতোহভূদিত্যর্থঃ। যস্য মহিম্নঃ শ্রিয়া শোভামাত্রেণৈব সা চতু-...হুতা হরিণা রক্ষিতুং শক্যা নাসীৎ সা কা ? যা স্বয়ং গোপায়িতুং সন্দর্শিতেত্যন্বয়ঃ। ...ত্রমত্র বিবেকঃ। যথা—ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং সত্যেহপ্যাপেক্ষিকে অন্যত্র ঐশ্বর্য্যে ...রমেশ্বরস্য ভগবতোঽগ্রে ঈশিতব্যত্বমেব ন তত্র ঐশ্বর্য্যলেশোহপ্যুদ্ভবতি। ...চাদ্ভুতশ্চ তিষ্ঠতি নিত্যতদধীনত্বাৎ। এবং ভগবতোঽপি প্রেমাধীনত্বাৎ ...ম্নোঽগ্রে ঐশ্বর্য্যং ন তিষ্ঠতীতি ন শক্যতে বক্তুং তস্য নিত্যত্বাৎ, কিন্তু তিরো-...তি। সচ প্রেমা জাত্যা অনন্তোহপি কাপি পরমাণুমাত্রঃ, কাপি পরমমহান্, ...প মহান্, কাপি আপেক্ষিকন্যূনাধিক্যময় ইতি চতুঃপরিমাণকঃ। তত্রাদ্যোঽ-...তরতিকেষু ভক্তেষু, তেষু প্রেম্নো ন্যূনত্বাৎ ভগবতোঽধীনত্বমপি ন্যূনত্বা-...ং। দ্বিতীয়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যামেব তত্র প্রেম্নঃ সম্পূর্ণতমত্বেন অধীনত্বমপি ...পূর্ণতমত্বমেব অত স্তস্যাং তদৈশ্বর্য্যং ন প্রকটীভবতি। যচ্চ সমুদ্রবন্ধনশেষ-...াদিলীলা প্রকটনেনৈশ্বর্য্যমুদভূত্তচ্চ তস্যা এব দিদৃক্ষাবশাদিতি তত্তৎপুরাণ-...মোক্তহং। অথ তৃতীয়ো ব্রজলোক এব, তত্র প্রেম্নোমহত্বেন অধীনত্বমপি

বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে কহিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপত্যকায় ...াসৌলী" নামক রাসস্থলীতে রাসারম্ভ করিয়া পরে প্রবিষ্টক * নাম অরণ্যে ...কৃষ্ণ লীন হইলে অর্থাৎ লুকাইলে তদন্বেষণকারিণী গোপিকাগণ দেখিতে ...ইলেন। এবং বহুতর গোপিকা চারিদিকে আবরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বাহির

* এখানে পেঠ এই নাম।

সম্পূর্ণমেব নতু সম্পূর্ণতমং, অতঃ কদাচিৎ কিঞ্চিদুদ্ভূতমপ্যৈশ্বর্য্যং তত্র
প্রেমাণং সঙ্কোচয়িতুং ন প্রভবতি। তত্র পুত্রমাত্রামুরাদিবধ-জৃম্ভণ-মৃত্তক্ষণ
বন্ধনাদিষু ঐশ্বর্য্যস্য শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠত্বেনানুসন্ধানাভাব এব হেতুঃ, কচিচ্চ বরুণালয়
গমনদাবাগ্নিপান-শৈলেন্দ্রধারণাদিষু ঐশ্বর্য্যস্য তন্নিষ্ঠত্বেনানুসন্ধানেঽপি
মননস্য প্রাবল্যমেব হেতুঃ। নম্বস্তত্র বসুদেবদেবকীপাণ্ডবাদিষ্বিব
মনস্য শৈথিল্যাং। সূতীগৃহে নত্ব জগাদেতি। সম্বন্ধাতেন শঙ্কিতাবিতি
মত্বা প্রসভং যদুক্তমিত্যাদিষু তথাদৃষ্টে তত্র তত্র প্রেম্নঃ সম্পূর্ণকল্পত্বমেব
মপি সম্পূর্ণকল্পমেব। অথ চতুর্থো নারদাদিষু তেষু তেষু প্রেমানুরূপম
কিঞ্চ, অধীনত্বেঽপি যত্র সম্পূর্ণতমমধীনত্বং তত্রৈব সামস্ত্যেনৈশ্বর্য্যং নোদ্ভব
যথা মণ্ডলেশ্বরেষু মধ্যে কেষাঞ্চিৎ কস্যচিদধীনত্বেঽপি তত্র তত্রৈশ্বর্য্যপ্রা
সম্ভবতি অপি মূলচক্রবর্ত্তিনোঽগ্রে ঐশ্বর্য্যলবস্যাপি ন প্রকাশ ইতি। নমু,পরমেশ্ব
অস্বাতন্ত্র্যং বিগীতমিব জীবসাম্যাপত্তেঃ শাস্ত্রকারাসম্মতঞ্চ। নৈষ দোষঃ প্রত্যু
মহাগুণ এব মায়া হি জীবং দুঃখয়িতুমেব বশীকরোতীতি জীবস্য মায়া পারতন্ত্র্য
দুঃখার্থমেব। ঈশ্বরং তু সুখয়িতমেব ভক্তিস্তদীয়া শক্তিঃ বশীকরোতীতি ভ
পারতন্ত্র্যমীশ্বরস্য সুখপ্রয়োজনকমেব বাস্তবমেব যথা বিলাসিনাং স্বপ্রেয়সীপ
তন্ত্র্যমিতি।

হইবার আর কোন উপায় না দেখিয়া তখন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববশতঃ চতুর্ভুজ
আবিষ্কার করিয়া শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি বলিয়া সমস্ত গোপিকাগণকে ভ্রমযুক্ত করিলে
তাঁহারা তৎকালে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরস্পর কহিলেন,
সখিগণ! ইনি কৃষ্ণ নহেন শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি। তাহার পর সকলে নম
করিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে নারায়ণ! এই কৃপা কর, ঝটিতি যেন কৃষ্ণ
পাই, ইহা বলিয়া সকল গোপী গমন করিলে, শ্রীরাধা আগমন করিলেন।
শ্রীরাধার প্রণয়ের মহিমা? হরি প্রভবিষ্ণু হইয়া আপনার চতুর্ব্বাহুতা রাখি
পারিলেন না, অর্থাৎ রাখিবার জন্য অতিপ্রযত্ন করিলেও দুইখানি লুকা
গেল।

এখানকার তাৎপর্য্য যথা—ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতার অন্যাপেক্ষা ঐ
বিদ্যমান থাকিলেও পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অগ্রে ইহাদের ঈশিতব্যত্বই
কিন্তু কোন ঐশ্বর্য্যলেশও উদ্ভূত হয় না। যদি কিছু উদ্ভূত হয় তাহা

সেই ব্রজেশ্বর ইহা জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী ইহা শচীদেবী মাতা॥
সেই নন্দসুত ইহা চৈতন্য-গোসাঞি।
সেই বলদেব ইহা নিত্যানন্দ ভাই॥
বাৎসল্য-দাস্য-সখ্য- তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায়॥
প্রেমভক্তি দিয়া তিহোঁ ভাসাল জগতে।
তাঁহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে॥

ক্ষণ থাকে না। যেহেতু সকলের সকল ঐশ্বর্য্যই নিত্যই ভগবদধীন। প্রকার শ্রীভগবান্ প্রেমাধীন বলিয়া প্রেমের অগ্রে ভগবানের ঐশ্বর্য্য স্থ হইয়াও রহিতে পারে না। সেই প্রেম চারি প্রকার কোন স্থানে পরমাণু-, কোন স্থানে পরম-মহান্, কোন স্থানে মহান্, কোন স্থানে আপেক্ষিক নাধিকাময়। তাহার মধ্যে পরমাণুমাত্র প্রেম অজাতরতি ভক্তগণে বিদ্যমান ছে, তাঁহাদের অণুমাত্র প্রেম দুর্লক্ষ্য হেতু ভগবানের ও অজাতরতি-ভক্তের ীনত্বও দুর্লক্ষ্য। পরমমহান্ প্রেম শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতে কেবল-ত্র বিরাজিত। সুতরাং, অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর প্রেম সম্পূর্ণতম বলিয়া ভগবানও তাঁহার সম্পূর্ণতম অধীন। একারণে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর অগ্রতঃ শ্বর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যও প্রকটীভূত হয় না। মহান্ প্রেম সমস্ত ব্রজপরিকরে মান রহিয়াছে। ব্রজপরিকরগণের প্রেম মহৎ বলিয়া ভগবানের তাঁহাদের ীনতাও সম্পূর্ণা কিন্তু সম্পূর্ণতমা নহে। এই কারণ কদাচিৎ কথঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য ত হইলে ব্রজস্থ পরিকরগণের প্রেম সঙ্কুচিত করিতে পারে না।

আপেক্ষিক ন্যূনাধিক্যময় প্রেম শ্রীনারদাদির, তাঁহাদের প্রেমানুরূপ ভগবান্ অধীন। এই প্রকারে ভগবান্ প্রেমের অধীন হইলেও যেখানে হার সম্পূর্ণতম অধীনত্ব সেখানে তাঁহার ঐশ্বর্য্য উদ্ভব হয় না। অর্থাৎ শ্রীরাধার মমহান্ প্রেম বলিয়া শ্রীভগবানের সম্পূর্ণতম অধীনত্ব নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের র্য্য শ্রীরাধাসমীপে উদ্ভূত হয় না।

অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার॥
সখ্য-দাস্য-দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য সেবন॥
পণ্ডিত গোঁসাঞি আদি যার যেই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ॥
তিহোঁ শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী।
ইহোঁ গৌর কভু দ্বিজ কভুত সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি॥
তেঁহ কৃষ্ণ তেঁহ গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ॥
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয়॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্র ব্যবহার॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার॥

তথাহি—*

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

ননু দেবতান্তরস্থিতিষদেবেষ্বপি সংক্ষিপ্তবিবক্ষতয়াপি প্রসঙ্গঃ নোপপদ্যে

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়ীভাবলহর্য্যাম্।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ পাশ ॥
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে শুদ্ধ ভক্তি হয় তার ॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ ॥
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার ॥
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদ গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

মুত তাং বিনেত্যাশঙ্ক্যাহ—মহাশক্তীতি। হ্লাদিনী বিলাসরূপঃ অতত্রবাচিন্ত্য-রূপভাক্ যা খলু মোক্ষানন্দমপি তিরস্করোতি শ্রীভগবন্তমপ্যানন্দয়তীতি বঃ। নহি তর্কেণ বাধিতুমিতি। কিন্তু শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রানুসার্য্যনুভবেনৈব হীতুং যুক্ত ইত্যর্থঃ। তর্কেণাবাধে হেতুমাহ। ভারতাদ্যুক্তিরেষাহি প্রাক্তনৈ-পুদাহৃতেতি প্রাক্তনৈঃ শারীরিকভাষ্যকারাদিভিঃ শাস্ত্রবিদ্ভিঃ শাস্ত্রঞ্চেদং, "এবং তঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ। কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতা" ইত্যাদি।

যে সকল ভাব অচিন্ত্য তৎসমুদয়কে তর্কে যোজনা করিবে না—যাহা প্রকৃতির অতীত তাহাই অচিন্ত্য।

তিহঁত চৈতন্য কৃষ্ণ শচীরনন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ॥
তহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম প্রেম প্রচারণ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দ রস আস্বাদন।
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বনিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত তত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার।
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চ তত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চ তত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান॥
অষ্টমে চৈতন্য লীলা বর্ণন কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা মহিমা কথন॥
নবমেতে ভক্তি কল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্যমালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ॥
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদি গণন।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফল বিতরণ॥
একাদশে নিত্যানন্দশাখা বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈত স্কন্ধ শাখার বর্ণন॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম বিবরণ।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম॥
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সংক্ষেপ কথন॥

ষোড়শপরিচ্ছেদে কৈশোর লীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবন লীলা কহিল বিশেষ ॥
এই সপ্তদশ প্রকার আদি লীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ ॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ বয়স চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত ॥
বৃন্দাবন দাস ইসা চৈতন্য মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ আজ্ঞা বলে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥
যেই যেই অংশে কহে যেই শুনে ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাসাদি গদাধরাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥
যত মত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ তাহার চরণে ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস আর শ্রীজীবচরণ ॥
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্যকর তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্রবর্ণনং
নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি আদিলীলা সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্।

মধ্যলীলা।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥*

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মমমন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥ †

য—চৈতন্যদেবস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞোঽপি—মূর্খোঽপি সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ তাং ব্রজেৎ। স শ্রীচৈতন্যদেবো ভগবান্ মে সম্প্রসীদতু প্রসন্নো ভবতু।

াহার প্রসাদে মূর্খজনও সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়, সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব । প্রতি প্রসন্ন হউন।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা ২ পৃষ্ঠায়দৃষ্ট।
† এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ ৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীল গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ ‡
শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃশ্রিয়েঽস্তু নঃ॥ †

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র মধ্যেই কহিল॥
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন॥
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহাঁ যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥

---

‡ এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ ৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ ৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন॥
চব্বিশবৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিল লীলা আদিলীলা নাম॥
চব্বিশবৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যেই লীলা তার শেষলীলা নাম॥
শেষলীলার মধ্য অন্ত্য তুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নাম ভেদ কয়॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
তাঁহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান॥
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলা কিছু করিয়া বিস্তার॥
অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য গীত রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিহোঁ গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান॥

তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যিহোঁ লওয়াইল সংসার।
চৈতন্য-গোঁসাঞি যাঁরে বলে বড় ভাই।
তিঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্য-গোঁসাঞি॥
যদ্যপি আপনি হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান॥
চৈতন্য সেসব চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥
এইমত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন নিন্দুক সবারে নিস্তারিল॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ সনাতন।
প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন॥
ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব্বতীর্থ(১) প্রকাশিল।
(২)মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥
নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ় অধম জনেরে তিহোঁ করিলা নিস্তার॥
প্রভু আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি(৩) করিল প্রচার॥

১। শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ সমুদায় তীর্থ।

২। শ্রীসনাতন গোস্বামির সেবা শ্রীমদনগোপাল বা শ্রীমদনমোহন। শ্রী শ্রীরূপ গোস্বামির সেবা শ্রীগোবিন্দদেব।

৩। 'নিগূঢ় ভক্তি'—ব্রজের নিগূঢ়ভক্তি শ্রীব্রজগোপীকাগণের শ্রীকৃ কান্তভাবে ভক্তি। অর্থাৎ রাগানুগা ভক্তি।

(১)হরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত(২)।
(৩)দশম টিপ্পনি আর দশম চরিত (৪) ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোঁসাঞি সনাতন।
রূপ গোঁসাঞি কৈল যতেক কে করু গণন ॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজ-বিলাস বর্ণন ॥
রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিত মাধব ॥
দানকেলীকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ লীলা ছন্দ আর পদ্যাবলী ॥
গোবিন্দবিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন(৫) ॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোঁসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই ॥

১। অগ্রে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ কতকগুলি ভক্তিমাহাত্ম্যসূচক ক সংগ্রহ করিয়া সেই সংগৃহীত শ্লোকাবলীর নাম শ্রীহরিভক্তিবিলাস রক্ষা ন। পরে সনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবস্মৃতি করিয়া রও নাম শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস রাখিয়া শ্রীগোপাল ভট্টের নামে প্রকাশ ন।

২। 'ভাগবতামৃত'—বৃহদ্ভাগবতামৃত।

৩। 'দশম টিপ্পনী'—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীর নামান্তর।

৪। 'দশম চরিত'—ইহাতে দশমস্কন্ধোক্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

৫ নাটক চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ।

শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নাম গ্রন্থবিস্তার।
ভক্তি সিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার॥
গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস পূর॥
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য গীত পরম উল্লাস॥
বিদায় সময় প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ(১) আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে(২) দুহার দুঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রি দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাঁসে কাঁদে নাচে গায় পরম বিষাদে॥
যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥

১। 'প্রত্যব্দ'—প্রতি বৎসর।
২। 'দুঁহার'—মহাপ্রভু ও ভক্তের।

রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাঁহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন ॥

তথাহি—পদম্।

সেইত পরাণ নাথ পাইনু,
যাঁহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।
এই ধুয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এভাব অন্তর ॥
এই ভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এই শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥

তথাহি—কাব্যপ্রকাশে। *

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

রেবাতীরে কৃতক্রীড়ায়াঃ তৎস্থানং প্রতি সমুৎসুকায়াঃ কস্যাশ্চিন্নায়িকায়া সখীং প্রতি উক্তিরিয়ং। যঃ কৌমারং হরতি বিবাহেনাপনয়তীতি কৌমার-পতিঃ সএব বর অভিমতঃ। এতেন অভিমতস্য পত্যুঃ সত্তা প্রতিপাদিতা। পি তত্তদ্রতিকারণমস্তীত্যত আহ—তা এবেতি। তা এব যাসু তত্র ক্রীড়িতং জাতীয়া ইত্যর্থঃ। তেচ উন্মীলিতাভির্বিকাসিতাভিঃ মালতীভিঃ সুরভয়ঃ তবাহিনঃ প্রৌঢ়া মন্দগতয়ঃ কদম্বানিলাঃ কদম্ববনবাতাঃ। সাচ অহমেবাস্মি স্থেব বর্ত্ত ইত্যর্থঃ। তথাপি তাদৃশসামগ্রীসত্ত্বেঽপি সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ

কোন নায়িকা নর্ম্মদা-নদীতটে, কৃতক্রীড়ন নিমিত্ত তৎস্থানপ্রতি সমুৎসুকা , গৃহে নিজ সখীকে কহিয়াছিলেন, যিনি কৌমারহর "অর্থাৎ আমাকে

* ১ম উঃ ৪র্থ অঙ্কধৃতঃ।

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ॥
প্রভু মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই॥
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া॥
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র স্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে॥
হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে এই না যান তিনজন॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ(১) দেখিয়া।
নিজ গৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া॥

সম্ভোগব্যাপার-বিষয়ে রেবায়া নর্ম্মদায়া রোধসি তটে বেতসীতরুমূলে চে
সমুৎকণ্ঠতে তত্রৈব বিহর্ত্তুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। কেচিত্তু রেবাতীরে কেনচিন্নায়কে
অনূঢ়াবস্থায়াং সংভুক্তায়াঃ পুনঃ তেনৈব পরিনীতায়া নায়িকায়াঃ গৃহে স্বসখীং প্র
উক্তিরিয়ং। যঃ কৌমারহরঃ কৌমারে অনূঢ়াবস্থায়াং হরতি ময়া সহ বিহর
ইতি কৌমারহরঃ জার ইত্যর্থঃ। স এবহি বরঃ বিবোঢ়া অন্যৎ পূর্ব্ববদিত্য
কুর্ব্বন্তি সতু ন শিষ্টজনৈঃ সমাদৃতঃ রত্যেকপনায়কনিষ্ঠত্বেন রসাভাসপ্রসঙ্গাৎ

বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি আমার অভিমত। ও সেই চৈত্র-রজনী, সে
মালতীকুসুমের সুগন্ধবাহি-কদম্ববনবায়ু বিদ্যমান থাকাতেও আমার চিত্ত সু
ব্যাপারলীলা-বিষয়ে নর্ম্মদাতটে বেতসীতরুতলে সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে "অ
সেই স্থান অভিলাষ করিতেছে।"

১। 'উপলভোগ'—বাল্যভোগ।

এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেইজন।
তাঁরে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম ॥
দৈবে আসি প্রভু যবে উর্দ্ধেতে চাহিল।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল॥
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইঞা।
রূপ-গোঁসাঞি আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হইঞা ॥
উঠি মহ প্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া।
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে।
মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে ॥
এতবলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিঞা।
স্বরূপ গোঁসাইরে শ্লোক দেখাইল লঞা ॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ॥
স্বরূপ কহেল যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥
প্রভু কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস(১) বিবেচনে(২)।
তুমিহ কহিও তাঁরে গূঢ় রসাখ্যানে ॥
এসব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ॥

১। 'গূঢ়রস'—ব্রজের উজ্জ্বল রস।
২। 'বিবেচনে'—বিচার করিতে।

তথাহি—শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোঽয়ং শ্লোকঃ।
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ।
তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমলাভানন্তরং শ্রীরাধা ললিতামাহ—হে সহচরি সোঽয়ং প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ—নন্দনন্দনঃ কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ। তথা অহং সা রাধা উভয়োর্ম্ম কৃষ্ণস্য চ তৎ ইদং সঙ্গমসুখং। তথাপি মে মনঃ কালিন্দীবিপিন স্পৃহয়তি। বস্মৈদিৎসেত্যাদিনা চতুর্থী। কিম্ভূতায়? মধুরা যা মুরলী, তস্যাঃ পঞ্চ জুষে,—পঞ্চমস্বরযুক্তায়। অনেন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ মাধুর্য্যাধিক্য বর্ণিতম্।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সহ মিলিত হইয়া, শ্রীরাধিকা ললিতাকে কহিলেন, সহচরি! সেই এই প্রিয়তম কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমি সেই রাধা সেই এই উভয়ের সঙ্গমসুখ, তথাপি যাহাতে মধুর মুরলী পঞ্চমস্বরে রব করে সেই কালিন্দীপুলিন-বিপিন মন অভিলাষ করিতেছে।

তথাহি—*

আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দম্
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বম্
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

আহুশ্চ বক্রোক্ত্যা সের্ষ্যামূচুশ্চেত্যর্থঃ। ভো তত্ত্বজ্ঞানাধ্যাপকশিরোমণে! ঈশ্বর! সাক্ষান্মূর্ত্তপরমাত্মন্নস্মাকং গৃহবিত্তকুটুম্বাদ্যাসক্তিমধিকামবধার্য্যৈব মুদ্ধবদ্বারা সাম্প্রতং স্বয়মপি যদজ্ঞাননিবর্ত্তকজ্ঞানোপদেশেন চিত্তং নির্ম্মলয়সি, ব তে নিরুপাধিকএব স্নেহোঽস্মাসু মোক্ষার্থকোঽবগতঃ, কিন্তু গোপস্ত্রী-নাং দুর্ম্মেধানামস্মাকং হৃদি কথমেতজ্জ্ঞানং তিষ্ঠেৎ স্বাদিগম্যং ত্বচ্চরণচিন্তন-নায়াতি, তস্মাত্তদেব যথা শক্যং স্যাত্তথা কৃপয়েত্যাহুস্তে ইতি যোগেশ্বরৈ-হৃদি বিচিন্ত্যং বয়ং স্বকর্ম্মফলসম্পিতাঃ কথং চিন্তয়িতুং শক্নুমঃ। অগা-ধবোধৈর্বয়ন্তু মন্দধিয়ঃ। সংসারকূপেত্যাস্মাকং সংসারদুঃখং নিবর্ত্তয়িতুং ত্বং কৃপয়া স্বেতি ভাবঃ। গেহং জুষাং গৃহাসক্তানামপি নঃ সদা মনসি উদয়তামিত্যন্তঃ-াপএব বাঞ্ছিতঃ। ইহ খলু ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন াধিপত্যং। ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎ পাদরজঃ প্রপন্না ইতি। কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যম-র্ভবমিতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিন ইত্যাদি পরশশতবচনৈরব-চতস্না ভক্তাঃ কেঽপি জ্ঞানফলং মোক্ষং ভগবতা দত্তমপি নৈবাদদতে সর্ব্বভক্ত-চামণিভিরাভিগোপীভির্মোক্ষসাধনস্য জ্ঞানস্য গ্রহণং কথমুপপদ্যতামতঃ প্রাণ-শ্রেষ্ঠমুখাত্তদসহ্যমধ্যাত্মং শ্রুত্বা শ্লোকেনানেন কোপএব বাঞ্জয়িতুমর্হ :ইত্যত

কুরুক্ষেত্রে গোপীগণ সহ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা লেন, তৎশ্রবণে প্রেমবতী গোপীগণ কহিতে লাগিলেন। হে অজ্ঞানধ্বান্ত স্কর! আমরা তোমার তত্ত্বজ্ঞানাতপে দগ্ধ হইতেছি। আমরা চকোরী মার মুখচন্দ্র-জ্যোৎস্নায় জীবনধারণ করিয়া থাকি। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮২ অঃ ৩৫ শ্লোকঃ।

এবমেব ব্যাখ্যা সমুচিতা। যথাশ্রুতোপস্থিতার্থ-ব্যাখ্যানমপি মোহিনী শাস্ত্রস্যাস্য সম্ভবেদেব তত্তু স্পষ্টমেব। যথা, ভোঃ সাক্ষাদজ্ঞানধ্বান্তভাস্বর! এতৈস্তত্ত্বজ্ঞানাতপৈর্ব্বয়ং অলমেব বয়ং হি চকোর্যাস্তন্মুখচন্দ্রজ্যোৎ জীবামস্তস্মাৎ শ্রীবৃন্দাবনমাগত্য স্বীয়রাসাদিবিলাসৈরস্মান্ জীবয়ৈত্যাহুঃ— ইতি। যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যাং অস্মাভিস্তু হৃদুপরি কুচদ্বয়ে তৎধৃত্বৈব জী মুৎসহামহে নান্যথেতি ভাবঃ। অগাধবোধৈর্গম্ভীরবুদ্ধিভিরস্মাভিস্তু তচ্চিন্তন এব মূর্চ্ছাসিন্ধৌ নিমজ্জ্যতে কুতস্তচ্চিন্তনমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ তচ্চিন্তিতং সংসা কূপাদেবোদ্ধারকং নতু তদ্বিরহ-সমুদ্রপতিতজনামুদ্ধর্ত্তুং সমর্থমিতি ভাবঃ।। হি গোপ্যো ন সংসারকূপে পতিতাঃ আবাল্যাদেব ত্যক্তগৃহাপত্যাদি সুখত্বাৎ। কিন্তু ত্বদ্বিরহাম্বুধাবেব। নম্বু, তর্হ্যাগচ্ছত দ্বারকামেব তত্রৈব যু সহ বিলসামস্তত্রাহুঃ—মনস্যপি গেহং গেহরূপমাস্পদং শ্রীবৃন্দাবনং জুষাং মাণানাং ত্যক্তুমশক্নুবতীনামিত্যর্থঃ। তত্রৈব তব পিঞ্ছমৌলিত্বমুরলী হরত্বাদিমাধুর্য্যাণামস্মন্নেত্রচকত্বাদিতি ভাবঃ। তস্মাদস্মাকং তত্রৈব চরণার উদিয়াৎ উদয়তাং ব্রজভূমৌ ত্বদ্দর্শনেনৈবাস্মাকং সন্তাপোপশমো নতু তৎস্ম কুতঃ পুনরাত্মজ্ঞানেনেতি ভাবঃ।

আগমন করিয়া আমাদিগকে জীবিত কর। হে নলিননাভ! যোগেশ্বর তোমার পদারবিন্দ হৃদয়মধ্যে চিন্তা করেন, কিন্তু আমরা হৃদয়ের উপরি ধা করিয়া জীবিত থাকি। যোগেশ্বরগণ গম্ভীরবুদ্ধি তাঁহারা তোমার পাদ চিন্তা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা বুদ্ধিহীনা অবলা জাতি তোমার পাদ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেই মূর্চ্ছাসাগরে নিমগ্ন হই। অপিচ তোমার পাদ চিন্তিত হইলে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু তদ্বিরহসমুদ্রে পতি জনগণে উদ্ধার করিতে সমর্থ নহেন। আমরা ব্রজগোপিকাগণ বাল্য হইতেই সংসারসুখ ত্যাগ করিয়াছি; সুতরাং সংসারকূপে পতিত নহি, কি বিরহাম্বুধি মধ্যে পতিত হইয়াছি অতএব তোমার পাদপদ্ম চিন্তা আমাদের বৃথা। যদি বল "দ্বারকায় আগমন কর তথায় তোমাদের সহিত নিত্য বি করিব" ইহার প্রত্যুত্তর আর কি দিব। আমরা কোন প্রকারে শ্রীবৃন্দা ত্যাগ করিতে পারি না। সেখানে তোমার শিখিপিঞ্ছবিভূষণে ও মুরলীরঞ্জিত যে মাধুর্য্য প্রাকট্য হয় তাহাতেই আমাদিগের রুচি। অতএব শ্রীবৃন্দা

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে॥
ভাগবতের শ্লোকগূঢ়ার্থ বিশদ করিয়া।
রূপ গোঁসাই শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া॥

তথাহি—*

যা তে লীলাপদপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরীমাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্॥

লীলাপদানি রাসাদিলীলাচিহ্নানি তেষাং পরিমলাস্তদুদ্গারিণী যা বন্যা বনসমূহস্তয়া
তা ব্যাপ্তা মাধুরী মধুরা মথুরাচেতি দ্বিরূপকোষাৎ মধুরায়া অদূরভবায়াঃ
 মথুরাতঃ সার্দ্ধগব্যূত্তরা শ্রীবৃন্দাবননাম্নীতি দ্বারকাস্থনববৃন্দাবনং ব্যাবৃত্তং।
 ? মাধুরীভিস্তত্রত্যাগিরিনদীবৃক্ষপশুপক্ষ্যাদিমাধুর্য্যৈর্বৃতা। তত্রৈবাস্মাভিঃ
 কীদৃশীভিশ্চটুলাশ্চপলা যাঃ পশুপ্যো গোপ্যস্তদ্ভাবেন মুগ্ধান্তরাণি অন্তঃ-
ানি যাসাং তাভিঃ। অত্র চটুলেতি স্ত্রীণাং চাঞ্চল্যমুপপতিরতত্বমেব ব্যনক্তি।
হয়ং স্ত্রীত্বোক্তে তথৈব লোকপ্রসিদ্ধেঃ। তথা পশূন্ পান্তীতি পশুপা গোপা-
ং স্ত্রিয় ইতি পুংযোগ এব ঙীপ্ ন তু জাতৌ হি গোপাদিশব্দ এব রূঢ়ো
 পশুপপশুচারকাদিশব্দো লোকেষ্বপ্রসিদ্ধেরেব প্রসিদ্ধো বা চটুলপদমেবাত্র
ং পরকীয়াত্বং ব্যনক্তি। কন্যানাং বা ব্যূঢ়ানাং বা চাঞ্চল্যং হি পরপুরুষা-
মেব ব্যনক্তি। মুগ্ধেতি মৌগ্ধমত্র বিবেকশূন্যত্বং তচ্চৈহিকপারত্রিক-
লঙ্ঘনরূপমেব। ত্বঞ্চ কীদৃশঃ? বদনোল্লাসি-বেণুর্নারীজনানুকর্ষকরেণুঃ।

রণারবিন্দের উদয় কর। ব্রজভূমিকে দর্শন করিলেই আমাদের সন্তাপ
াম হইবে, কিন্তু স্মরণের দ্বারা হইবে না।
বারকাস্থ নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসহ মিলিত হইয়া কহিলেন, শ্রীরাধে!
কিছু প্রার্থনা কর। তৎশ্রবণে শ্রীরাধা কহিলেন, গোকুলবন্ধো! আমার
প্রার্থনা নাই। তথাপি যাহার চারিদিকে তোমার লীলাস্থানের পরি-

* ললিতমাধবে দশমাঙ্কে ৩৬ শ্লোকঃ।

বিহারং রাসবনবিহারনৌখেলাদানলীলাদিকং। তেন সম্প্রতি ত্বং রাজেন্দ্রস্য পত্নী পট্টমহিষী পতিব্রতৈবেতি দাম্পত্যমিদমতিলবণীয়বস্তুনঃ প্রাতিকূল্যে ভাবঃ। ততঃ পরন্তু প্রিয়ে তথাস্থিতি শ্রীকৃষ্ণস্যোক্ত্যা ব্রজভূমাবৌপপত্যমেব দাম্পত্যমিতি গ্রন্থকৃদাশয়োঽবগম্যতে। নমু কথং গ্রন্থকৃদ্ভিরেব ব্রজসুন্দরীণাং দ্বারকাস্থনববৃন্দাবনে "ললিতমাধবে শ্রীকৃষ্ণেন বিবাহো বর্ণিতঃ।" যদিচ ন বর্ণিতস্তদা কদাচিৎকে কল্পে দন্তবক্রবধানন্তরং ব্রজভূমাবাগতেন শ্রীকৃষ্ণেন ভাগবতামৃতধৃতপদ্মোত্তরখণ্ডীয়-গদ্য-পদ্যকথায়ামনুক্তোঽপি তাসাং বিবাহো যুক্ত্যা অভ্যুপগন্তব্য এব স্যাৎ। সত্যং তাসাং দ্বারকায়াং বিবাহো হি ন কেবলং নিষ্প্রমাণকং এব যদুক্তং পাদ্মদ্বাত্রিংশাধ্যায়ে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—"কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকা" ইতি। স্কান্দপ্রভাসখণ্ডেচ গোপ্যাদিত্য মাহাত্ম্যে পট্টমহিষীরুদ্দিশ্য "ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্য স্তত্র সমাগতা" ইতি অয়ং পূর্ণতমস্য শ্রীবৃন্দাবনেন্দ্রস্যৈব দ্বারকানাথো যথা পূর্ণপ্রকাশ স্তথৈব পূর্ণতমায়াঃ তদীয়হ্লাদিনীশক্তীনাং ব্রজসুন্দরীণাং পূর্ণরূপা রুক্মিণী-সত্যভামাদ্যাঃ ভীষ্মক সত্রাজিদাদীনাং সুতাস্তাসাং বিবাহো দ্বারকায়াং সমুচিত এব নতু পূর্ণতমায়াঃ ব্রজভূমৌ বর্ণয়িতুং শক্যঃ সমর্থায়া রতেঃ সমঞ্জসত্বাপত্তেঃ, চটুলপশুপীভাব মুগ্ধেত্যাদিপ্রার্থনা-প্রাতিকূল্যাচ্চ। যথা দ্বারকানাথো হি ব্রজরাজনন্দন এবাহং সম্প্রতি বসুদেব স্বয়ু দ্বারকায়ামস্মীত্যভিমন্যতে তথৈব পট্টমহিষ্যোঽপি চন্দ্র ভাম্বাদিসুতাশ্চন্দ্রাবল্যাদ্যা এব বয়ং সম্প্রতি ভীষ্মকাদিসুতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন বৃ... এবা ভুমেত্যভিমন্যতে। শ্রীকৃষ্ণস্য যথা বৃন্দাবনীয়লীলায়ামুৎকর্ষবুদ্ধি স্তথৈবাস্মা মপি চটুলপশুপীভাবো রসাধিক্যাদিতিদিক্।

মনোদগারকারি-বনসমূহ বিরাজিত, সেই মথুরানগরীর সার্দ্ধগব্যূতি, অর্থাৎ তিন ক্রোশ উত্তরে যে বৃন্দাবন, গিরি, নদী, পশু, পক্ষী প্রভৃতির মাধুরীনিচয়ে আবৃত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সেখানে চঞ্চলা গোপপত্নী ভাবে বিবেকশূন্য হইয়া যাহারা ঐহিক পারত্রিক ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই আমাদের সহিত মুরলীরঞ্জিত-বদন হইয়া রাস, বনবিহার, নৌখেলা ও দানলীলা প্রভৃতি অনুষ্ঠান কর ইহাই প্রার্থনা। এই স্থলে পরকীয়াভাবে রসের পরম পুষ্টি তাহাই দেখান হইল অর্থাৎ শ্রীরাধা সত্যভামারূপে শ্রীকৃষ্ণসহ বিবাহিতা হইয়া নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহরণেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। এই প্রার্থনা করিলেন

এইমতে মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাই হাতে॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ॥
রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্ঘূর্ণাপ্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলা ত্রিবিধানে কৈল॥
সন্ন্যাসকরি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম্ম॥
অনন্তঅপার তার কে জানিবে মর্ম্ম॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন॥
প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ।
তবেত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
রাঢ় দেশে তিন দিন করিল ভ্রমণ।
ক্রমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা আইল যমুনা বলিয়া॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সংকীর্ত্তন॥
মাতা ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন॥
পথে নানা লীলারস দেব দরশন।
মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন॥

ক্ষীর চুরীর কথা সাক্ষীগোপাল বিবরণ ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড ভঞ্জন ॥
ক্রুদ্ধ হঞা একা গেল জগন্নাথ দেখিতে ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িল ভূমিতে ॥
সার্ব্বভৌম লঞা আইল আপন ভবন ।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর মুকুন্দ ।
পাছু আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ ॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভু প্রসাদ করিল ।
আপন ঈশ্বর মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ॥
তবেত করিলা প্রভু দক্ষিণ গমণ ।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন ॥
জিয়ড় নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ স্তবন ।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্ত্তন ॥
গোদাবরীতীর বনে বৃন্দাবন ভ্রম ।
রামানন্দ রায় সনে তাঁহাঞি মিলন ॥
ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন ।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ ॥
তবেত পাষণ্ডীগণ করিল দলন ।
অহোবল নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর ।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥
ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস ।
তাঁহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস ॥

(১)শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্ল ভট্ট পরম পণ্ডিত।
গোঁসাইর পাণ্ডিত্যপ্রেমে হইলা বিস্মিত ॥
চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইল নৃত্যগীত কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে ॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণে গমন।
পরমানন্দ পুরী সহ তাঁহাই মিলন ॥
তবে ভট্টমারী(২) হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপী বিপ্র মুখে কৃষ্ণনাম প্রচার ॥
শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাঁহাই মিলন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন ॥
(৩)তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীন বুদ্ধি হৈল তা সবার ॥
অনন্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ, বাসুদেব কৈল দরশন ॥
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।
সেতুবন্ধ স্নান, রামেশ্বর দরশন ॥
তাঁহাই করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ।
মায়া-সীতা নিলে রাবণ তাহাতে লিখন।
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হৈল স্মরণ ॥

'শ্রীবৈষ্ণব'—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।
'ভট্টমারী'—বামাচারী সন্ন্যাসি-বিশেষ।
'তত্ত্ববাদী' মধ্বসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণববিশেষ।

সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচাগৃহ সংমার্জ্জন।
রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ত্তন॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি॥
হোরাপঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি॥
কৃষ্ণজন্ম যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল।
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায়॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন।
পুরী গোঁসাই সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত॥
আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক সংঘট্ট হইলা॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়াগ্রাম॥
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন॥
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দের প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস অপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥

বৃন্দাবনে যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ॥
কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নিবৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল॥
পথে দুই দিগে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
রত্নবাঁধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষী কোলাহল সুধা সম জল॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লইল বান্ধিয়া॥
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে॥
নিশ্চয় করিয়া কহে শুন ভক্তগণ।
এবার না যাবে প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ কহিল নিশ্চয় করিয়া॥
গোঁসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ॥
যাঁহা যায় প্রভু তাঁহা কোটি সংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক॥
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়ে চলিতে চলিতে।
সে মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপম॥

তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ॥
গৌড়েশ্বর যবনরাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনি দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেই গোঁসাঞা ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যাঁহা উহাঁর মন॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন।
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আরও হানি॥
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুকে পাঠাইল কহিয়া॥
(১)দবীরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোঁসাইর মহিমা তিঁহ লাগিলা কহিতে॥
যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোঁসায়া।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিয়া॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেরে জয়॥

১। শ্রীরূপগোস্বামির গৌড়েশ্বর দত্ত উপাধি।

মোরে কেন পুছ ? তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও, বিষ্ণু অংশ সম ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত প্রমাণ ॥
রাজা কহে শুন মোর মনে হেন লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহঁ নাহিক সংশয় ॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীরখাস আইল আপনার ঘরে ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥
অৰ্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইল প্রভু স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে ॥
তাঁহা দুই জন জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপ সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুহে দশনে ধরিঞা।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
দৈন্যরোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহেন 'উঠ ! উঠ ! হইল মঙ্গল' ॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥
নীচজাতি, নীচসঙ্গে করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥

তথাহি—*

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরীহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম! ॥

পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর ॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥
ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচ সেবা নাহি করে, নহে নীচের কুর্পর ॥
সবে এক দোষ তার হয়ে পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ।
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজন ॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥

হে পুরুষোত্তম! মত্তুল্যো—মৎসদৃশঃ পাপাত্মা নাস্তি, কশ্চনঃ অপরাধী নামাপরাধী নাস্তি। পরিহারেঽপি অনৌচিত্যমার্জ্জনেঽপি মে লজ্জা স্যাৎ, অ অহং কিং ব্রুবে—কিং কথয়ামিং।

হে পুরুষোত্তম! আমার সদৃশ পাপাত্মা কেহ নাই এবং আমার ম অপরাধীও কেহ নাই এমন কি পরিষ্কার করিতেও আমার লজ্জা হয়। অত আর কি বলিব।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্।

মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া ।
কুবিষয়ে বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বলি নাহি ত্রিভুবনে ।
পতিতপাবন তুমি সবে(১) তোমা বিনে ।
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজবল ।
পতিতপাবন নাম তবে সে সকল ॥
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময় ।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয় ॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল ॥

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ ।

'ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয় স্তব নাথ ! দুর্ল্লভঃ' ॥

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চায় করে ।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উপজে অন্তরে ॥

প্রভো ! অগ্রতঃ মম একং বিজ্ঞাপনং শৃণু । তত্তু ন মৃষা—মিথ্যা ন পর-
[মা]র্থং এব । যদি ত্বং মম ন দয়িষ্যসে তব দয়নীয়ঃ দুর্ল্লভঃ ।

প্রভো ! আমার একটি বিজ্ঞাপন শ্রবণ কর তাহা মিথ্যা নহে যথার্থই ।
[যদি] আমাকে না দয়া কর তবে তোমার দয়াপাত্র দুর্ল্লভ ।

---

(১) 'সবে'—কেবলমাত্র ।

তথাহি—গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ।

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্।

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপদবীরখাস(১)।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ, সনাতন।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বারবার।
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রদ্বারে।
শিক্ষাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে॥

তথাহি—শিক্ষাশ্লোকঃ।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

হে নাথ! অহং কদা তে ঐকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ সন্ সনাথ[জী]
প্রহর্ষয়িষ্যামি। কিং কুর্ব্বন্ ভবন্তং এব নিরন্তরং অনুচরন্—সেবমানঃ। কি[ং]
প্রশান্তং নিঃশেষং মনোরথানামন্তরং যস্য। ত্বামেব সর্ব্বদা ভাবনাং কুর্ব্বি[...]

পরব্যসনিনী পরে উপপতৌ ব্যসনং আশক্তির্যস্যাঃ সা নারী গৃ[...]

হে নাথ! আমি কবে তোমার ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর হইয়া সর্ব্বদা তো[...]
চিন্তা করিয়া সেবা করিতে করিতে সনাথ জীবনে আনন্দিত করিব। অর্থাৎ [...]
তোমার কিঙ্করত্বের অভাবে অনাথ হইয়া দুঃখে আছি। তোমার ঐকান্তিক [...]
কিঙ্কর হইলে; সনাথ হইব ও সকল দুঃখ যাইবে ও জীবনে পরমানন্দ হইবে।

যে রমণীর উপপতিতে অতি আশক্তি সে গৃহকার্য্যে ব্যগ্র থাকিয়াও[...]

১। রাজদত্ত উপাধি পরমার্থে লাগে না, এই নিমিত্ত শ্রীরূপ-সনা[তনের]
রাজদত্ত উপাধি শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ ছাড়াইয়া বিষয়মুক্ত করিলেন। '[...]
ও সনাতন' এই নাম ইহাদের পিতা কুমারদেব দত্ত॥

গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে॥
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার॥
এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুই হাতে।
দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজ মাথে॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি উদ্ধার এই দুই জনে॥
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ-জগদানন্দ-মুরারি-বক্রেশ্বর॥

া তমেব নবসঙ্গরসায়নং পুর্ব্বানিষ্পন্নোপপতিসঙ্গসুখং অন্তর্মনসি আস্বা-
আস্বাদ্য নির্বৃতা ভবতি। এবং গৃহকর্ম্মসু আশক্তঃ ভক্তজনাঃ মনসি
লারসমাস্বাদ্য নির্বৃতা ভবতীতি ভাবঃ।

উপপতি সঙ্গসুখ মনে মনে আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হয় এইরূপ
নও গৃহকর্ম্মাশক্ত হইয়া হরিলীলা-রসাস্বাদন মনে মনে করিয়া আনন্দ
রিয়া থাকেন।

সবার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে বলে ধন্য তুমি পাইলে গোঁসাঞি(১)॥
সবা পাশ আজ্ঞা মাগি চলন সময়।
প্রভু পদে কহে কিছু করিয়া বিনয়॥
ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ(২)॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট, ভাল নহে রীতি॥
যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ্যকোটি।
বৃন্দাবন যাত্রার এ নহে পরিপাটি॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিকলীলা লোকচেষ্টাময়॥
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হইল মন॥
প্রাতে চলি আইলা কানাইর-নাটশালা(৩)।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা॥
সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে কৈল সনাতন॥

১। 'গোঁসাঞি'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে।

২। 'গৌড়রাজ'—হোসেনসাহ।

৩। 'কানাইর নাটশালা'—রাজমহলের নিকট স্বনামপ্রসিদ্ধ স্থান। [illegible] হরণের সময় তথায় কৃষ্ণচরিত্র চিত্রিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু [illegible] বিজ্ঞলোকের অনুমান সেনবংশীয় বৈষ্ণব রাজাদিগের সময়ে এই চিত্র হয়।

মথুরা যাইব আমি এতলোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব হৈবে রসভঙ্গে॥
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভিয়ে বৃন্দাবনেরে গমন॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
নীলাচলে যাইব বলি চলিলা গৌরহরি॥
এইমতে চলি চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে॥
শচীদেবী আনি, তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঁই ভিক্ষা ব্যবহার॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমন।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণ॥
জনা দুই সঙ্গে আমি যাইব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রা কালে॥
বলভদ্রাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর।
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥
দিন কত রহি তাঁহা চলিলা বৃন্দাবনে।
লুকাইঞা চলিল রাত্রে না জানে কোনজনে॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝাড়িখণ্ড পথে কাশী আইলা নানা রঙ্গে(১)॥
দিন চারি কাশী রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন॥

১। 'নানা রঙ্গে'—ব্যাঘ্রাদি পশুকে হরি বলাইয়া।

লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির ॥
গঙ্গাতীর পথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি তাহাই মিলিলা ॥
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥
শ্রীরূপে শিক্ষা করি পাঠান বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিল সনাতন।
দুই মাস রহি তাঁহে করাইল শিক্ষন ॥
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল ॥
ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিল বিলাস।
কভু ইতি উতি গতি, কভু ক্ষেত্রে বাস ॥
মধ্যলীলার কৈল এই সূত্র বিবরণ।
অন্তলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস কাঁহা নাহি গেলা ॥
প্রতি বর্ষে আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণে।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলনে ॥
নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্ত্তন বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিল প্রকাশ ॥
পণ্ডিত গোঁসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ॥

জগানন্দ, গোবিন্দ ভগবান্ কাশীশ্বর।
পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব কৈল নিত্য স্থিতি॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, আর যত দাস॥
প্রতি বর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁহা সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস॥
হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব॥
তবে রূপ গোঁসাঞির পুনরাগমন।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তিসঞ্চারণ॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড।
তবে সনাতন গোঁসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুনঃ তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিঞা নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে॥
তবেত বল্লভ ভট্ট(১) প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণ নামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা॥

১। 'বল্লভ ভট্ট'—গোকুলস্থ গোস্বামিদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে ।
কৃষ্ণ কথা শুনাইল কহি তাঁর গুণে ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভ্রাতা ।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা ॥
রামচন্দ্র পুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল (১) ।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিল ।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন ।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ।
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রীকের ছলে ।
প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন ।
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন ॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন ।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশাবে ভুবন ॥
দশদিগের কোটি কোটি লোক হেনকালে ।
জয় কৃষ্ণচৈতন্য করি করে কোলাহলে ॥
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার ।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥
বহুদূর হৈতে আইলাম হঞা বড় আর্ত্ত ।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥

১। 'ঘাটাইল'—সঙ্কোচ করিল।

শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিল দয়াময়॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি॥
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন॥
স্তব শুনি প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হঞা কেন বাহিরে প্রকাশ॥
কে শিখাইল এই লোকে কহে কোন বাত।
ইহা সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত॥
সূর্য্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে॥
প্রভু কহে শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তরে গেলা লোক পূর্ণ হৈল কাম॥
রঘুনাথদাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা।
চিড়া দধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
(১) এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর॥

১। মধ্য ও অন্ত্যলীলার যে যে সূত্র এখানে করিলেন, তাহা যথাস্থানে স্বরূপে বিবৃত হইবে॥

এইত কহিল মধ্যলীলায় সূত্রগণ।
অন্ত্যলীলায় সূত্রের তবে বিস্তার বর্ণন ॥*
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলাসূত্রবর্ণনং
নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

অস্মিন্ বিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে গৌরস্য শ্রীমহাপ্রভোঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিতপ্রলাপাদি অনুবর্ণ্যতে ময়েতিশেষঃ। কিম্ভূতে? প্রভোঃ গৌরস্য অন্ত্যলীলা-সূত্রাণামনুবর্ণনং যস্মিন্ তস্মিন্।

এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত প্রলাপাদি অনুবর্ণিত হইবে।

---

* এইরূপ পাঠও কচিৎ কোন পুস্তকে দেখা যায়।
আদি দ্বাদশ বৎসরের এই সূত্রগণ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিস্তার বর্ণন ॥

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥
(১) শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥
লোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥
(২)গম্ভীরা ভিতরে রাত্রি নাহি নিদ্রা লব।
ভিতে মুখ শির ঘসে, ক্ষত হয় সব ॥
তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে ॥
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥
(৩) উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে, গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান ॥
কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥

১। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ণন করিতেছে ;—'শ্রীরাধিকার চেষ্টা……ক্ষণে ফুলে। ভ্রমময় চেষ্টা ইহাদ্বারা উদ্ঘূর্ণা, প্রলাপময় বাদ ইহা দ্বারা চিত্রজল্প হইল। ইহার লক্ষণ অন্ত্যলীলায় ব্যাখ্যা হইবে।

২। 'গম্ভীরা'—চোরাকুটারী।

৩। 'উপবনোদ্যান'—ফলপ্রধান বাগিচার নাম উদ্যান ও পুষ্পপ্রধান বাগিচার নাম উপবন।

হস্ত পদের সন্ধি(১) সব বিতস্তি(২) প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্যে হাহা হুতাশ॥
কাঁহা করো কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥
এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥

তথাহি—*

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং নচ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।

অয়ং হরিঃ হরতি মনো যঃ স হরিঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ প্রেমশ্ছেদেন প্রেমভঙ্গেন রুজঃ ব্যথাঃ তা ন অবগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, শঠত্বাৎ ইতিভাবঃ। অবপূর্ব্বগচ্ছতেজ্ঞানার্থকত্বেঽপি সর্ব্বে গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চেতি নিয়

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমচ্ছেদজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন না এবং প্রেমও স্থানাস্থান জা ন। এবং মদন আমাদিগকে দুর্ব্বলা বলিয়া জানে না। অন্য অন্যের।

১। 'হস্তপদের সন্ধি'—হস্ত পদের গাঁট।

২। 'বিতস্তি'—দ্বাদশাঙ্গুল—বিগত।

---

* জগন্নাথবল্লভ নাটকে তৃতীয়াঙ্কে নবমশ্লোকে মদনিকাং প্রতি শ্রীরাধিকা বাক্যম্।

অন্তো বেদ ন চাস্ত দুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবম্।
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধে! কা গতিঃ॥

অস্যার্থঃ। যথা রাগ।

(১)উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ পুর,
কৃষ্ণ তাহা নাহিক, রে! পান।

র্থস্তং। তর্হি কথং তস্মিন্ শঠে প্রেম ত্বয়া কৃতং ইত্যত্রাহ প্রেম বা প্রেমাপি
ানং পাত্রাপাত্রং ন জানাতি। অপিচ মদনো নো অস্মান্ দুর্ব্বলা অবলা ন
তি। অতঃ স অস্মাসু শরসন্ধানং করোতি। নমু,শরবিদ্ধানাং যুষ্মাকং দুঃখং দৃষ্ট্বা
ং ন দয়তে,তত্রাহ—অস্তঃ অন্যস্ত অখিলং প্রচুরতরং দুঃখং ন বেদ ন জানাতি।
র্হি কিয়ন্তং কালং অপেক্ষতু ভবতী অবশ্যং করুণাসিন্ধুঃ কৃষ্ণস্ত্বামঙ্গীকরি-
তত্রাহ—জীবনমপি ন আশ্রবং ন বচনাধীনং শীঘ্রং মরিষ্যো ইতিভাবঃ। নমু,
মুরাগিণীনাং যুষ্মাকং জীবনং ন ঝটিতি যাস্যতি, তং কৃষ্ণং তব মনোহর-
নমাকৃষ্য ঘটয়তি ইত্যত্র আহ—দ্বিত্রাণি দিনানি অত্যল্পকালমেব যৌবনং
ত। হা হা বিধে! কা গতিঃ? তব কীদৃশী সৃষ্টিরিত্যর্থঃ।

না এবং জীবনও বচনাধীন নহে। আর অত্যল্পকালস্থায়ী যৌবন,
বধাতঃ! তোমার এ কীদৃশী সৃষ্টি?।

১। "প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং" এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা
তেছেন উপজিল ইত্যাদি। উপজিল প্রেমাঙ্কুর—ভাঙ্গিল উৎপন্ন করিয়া
াঙ্কুর ভঙ্গ করিল অর্থাৎ কৃষ্ণ। যে দুঃখপুর—অর্থাৎ তন্নিমিত্ত দুঃখরাশি—
। কৃষ্ণ, নাহিক রে! সখি! পান—প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ নবোৎপন্ন প্রেমাঙ্কুর-
নিমিত্ত যে দুঃখ তাহা কৃষ্ণ প্রাপ্ত হন না।*

---

* এই ত্রিপদীর অর্থ মুদ্রিত পুস্তকে বিকৃতভাবে কৃত হইয়াছে, আমরা যাহা
খলাম তাহা মূল শ্লোকাংশের অনুবাদ।

(১)বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের(২) কাজ,
পরনারী বধে সাবধান ॥
(৩)সখি হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বীপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান,(৪) নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণ ডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে,
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে(৫) ॥
(৬)যে মদন তনু হীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
(৭)পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।

১। এই শ্লোকাংশের ধ্বনি ব্যাখ্যা করিতেছেন; 'বাহিরে নাগররাজ.... পরনারী বধে সাবধান'।

২। 'শঠ'—সম্মুখে প্রিয়বৎ আচরণ ও পরোক্ষে অপ্রিয়াচরণকারীর নাম শ।

৩। "নচ প্রেম বা স্থানাস্থানমবৈতি" এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন,-সখি হে! না বুঝিয়ে......নারি উকাশিতে।

৪। 'অগেয়ান্'—জ্ঞানশূন্য।

৫। 'উকাশিতে'—উন্মোচন করিতে—ছাড়াইতে।

৬। "নোঽপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলা" এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন 'যে মদন......না লয় জীবন'।

৭। 'পাঁচবাণ'—সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণ স্তাপন স্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা—অরবিন্দমশোকঞ্চ শিরীষং চূতমুৎপলম্। পঞ্চৈতান প্রকীর্ত্তান্তে পঞ্চবাণস্য শায়কাঃ। কামের পাঁচবাণ যথা—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন এবং অরবিন্দ, অশোক, শিরীষ, আম্রমুকুল, উৎপল—এই পঞ্চপুষ্পে পঞ্চবাণের পঞ্চবাণ।

অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥
(১)অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্যজন কাঁহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,
(২)যাতে কহে ধৈর্য্য করিবার ॥
(৩)কৃষ্ণকৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি! তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অনন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥

১। "অন্যো বেদ নচান্যদুঃখমখিলং" এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন। [illegible]র যে দুঃখ......ধৈর্য্য করিবার।

২। 'যাতে'—অন্যের দুঃখ না জানা হেতু।

৩। "নো জীবনং বা ধ্রুবং" এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন; 'কৃষ্ণকৃপা-[illegible]বার......কহ না বিচারি। 'দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং' 'নারীর [illegible]ন ধন......দিন দুই চারি'। "হা হা বিধে [illegible] গতিঃ" এই অংশের ব্যাখ্যা [illegible] হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান" এই ধুয়ায় [illegible]য়াছে। এই শ্লোকের ধ্বনি [illegible]খ্যা করিতেছেন; 'অগ্নি যৈছে......সমুদ্রেতে তারে।

অগ্নি যৈছে নিজধাম,(১) দেখাইয়া অভিরাম(২),
(৩)পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে ।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে(৪) ॥
একেত বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
(৫)উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট ।
ভাবের তরঙ্গবলে, নানারূপ মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥

তথাহি—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা,
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্ ।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো,
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপাদীনাং রূপরস-গন্ধস্পর্শশব্দানাং নিষেবনং বিনা ইহ জগতি মম অখিলানি ইন্দ্রিয়ানি চক্ষুর্জিহ্বা-নাসা-ত্বক্‌কর্ণানি অলং ব্যর্থানি অহো ! পাষাণ-শুষ্ককাষ্ঠসদৃশভারাণি তানি ইন্দ্রিয়াণি কথং কেনাপি প্রকারেণ হতত্রপঃ নির্লজ্জোঽহং বিভর্ম্মি ধারয়ামি ।

শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি নিষেবণ ব্যতীত আমার চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণই অত্যন্ত ব্যর্থ । হায় ! পাষাণ শুষ্ককাষ্ঠ সদৃশ ভার ইন্দ্রিয়গণকে নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ধারণ করিব ।

---

১ । নিজধাম—নিজরূপ ।

২ । অভিরাম—সুন্দর ।

৩ । পতঙ্গী—কীটজাতি [illegible]বের স্ত্রী ।

৪ । 'ডারে'—নিক্ষেপ করে ।

৫ । উঘারিয়া—উদ্‌ঘাটন করিয়া ।

অস্যার্থঃ যথা—রাগঃ।

(১)বংশীগানামৃত ধাম, (২)লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে! শুন মোর হত-বিধি বল(৩)।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,(৪)
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত,
(৫)সুধাসার স্বাদ বিনিন্দন।

১। 'বংশীগানামৃত ধাম'—বংশীগানরূপ অমৃতের আশ্রয়।

২। 'লাবণ্যামৃত জন্মস্থান'—লাবণ্যরূপ অমৃতের উৎপত্তির স্থান। 'মুক্তা-
লেষু ছায়ায়া স্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।
ক্তাফলসমূহে কান্তির তরঙ্গায়মানত্ববৎ অঙ্গের মধ্যে যাহা শোভিত হয় তাহার
াম লাবণ্য। বস্তুত লবণশব্দ হইতে লাবণ্যসিদ্ধ হইয়াছে। লবণশব্দের
র্থ কান্তি। সেই কান্তি যাহাতে আছে তাহার নাম লবণ; লবণের ভাব
াবণ্য। কিম্বা লবণাম্বুবাহিনী নদীর অর্থাৎ লোণা নদীর জল যেমন রজনীযোগে
্‌কমক্‌ করে, এইরূপ শরীরের চাকচিক্যের নাম লাবণ্য।

৩। 'হতবিধি বল'—দুর্দ্দৈব বল।

৪। 'তরঙ্গিণী'—নদী।

৫। 'সুধাসার স্বাদ বিনিন্দন'—অমৃতের সারের স্বাদুতাকে নিন্দা করে।

তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈলে কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা(১) সম ॥
(২)মৃগমদ নীলোৎপল,(৩) মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্বমান(৪)।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাশা ভস্ত্রার(৫) সমান ॥
কৃষ্ণ কর-পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি(৬)।
তাঁর স্পর্শ নাহি যার, সে হউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম(৭) জানি ॥
করি এত বিলাপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।

১। 'ভেকজিহ্বাসম'—ভেকের জিহ্বা যে রব করে তাহাদ্বারা কালস আহূত হয়। এইরূপ কৃষ্ণাধরামৃতাস্বাদ ও কৃষ্ণগুণ ও চরিতাস্বাদ যে না জা সে জিহ্বাও কালসর্প আহ্বান করে।

২। 'মৃগমদ'—কস্তুরি।

৩। 'নীনোৎপল'—নীলপদ্ম।

৪। 'গর্ব্বমান'—গর্ব্ব অহঙ্কার ও মান—গৌরব।

৫। 'ভস্ত্রার'—দৃতি ;—কামার ও স্বর্ণকারদিগের জাঁতা।

৬। 'স্পর্শমণি'—যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহাদি স্বর্ণ হয়। এইরূ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃত হয়।

৭। লৌহ কঠিন, কেবল তাহাকে লৌহকারেরা যেমন দগ্ধ করে হাতুড়ীর আঘাত করে, এইরূপ যাহার কৃষ্ণপদতলের স্পর্শ নাই, সেই ব ত্রিতাপে দগ্ধ ও কামক্রোধের পদাঘাত প্রাপ্ত হয়।

দৈন্য নির্ব্বেদ(১) বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥

তথাহি—*

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেব ক্ষণমপি দৃশোরেতিপদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥

অস্যার্থঃ, যথা—রাগঃ।

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে
সেই কালে আইলা দুই বৈরী।

যদা যস্মিন্ কালে স্বপ্নে ইত্যর্থঃ। অসৌ মধুরিপুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ দৈবাৎ মদীয়-শুভাদৃষ্টতঃ লোচনপথং যাতঃ প্রাপ্তঃ। তদা অস্মাকং কৃষ্ণদর্শনসৌভাগ্যেনা-য়নো বহুমননাদত্র বহুত্বং, মম ইত্যর্থঃ। চেতঃ মদনহতকেন আহৃতং আচ্ছিন্ন-তং চোরিতমভূৎ। নয়নমনঃসংযোগেন দর্শনং সিধ্যতি মদনকর্ত্তৃকমনো-হরণাৎ তত্তু ন সম্ভবতীতি সনির্ব্বেদং সৌৎসুক্যং কথয়তি; পুনর্যস্মিন্ কালে এষ-শ্রীকৃষ্ণঃ ক্ষণমপি অত্যল্পকালমপি দৃশোর্নয়নযোঃ পদবীং পন্থানং এতি যাস্যতী-ত্যর্থঃ। তদা অখিলঘটিকা রত্নখচিতা বিধাস্যামঃ।

যখন আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ লোচনপথে উপস্থিত হন, সেই সময় মদনহতক আমার মন হরণ করে। পুনরায় যেই সময় শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইব সেই সময় অখিল ঘটিকা রত্নখচিত বিধান করিব।

১। 'নির্ব্বেদ'—মহার্ত্তিদ্বারা আত্মধিক্কার। বিশাদ—অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন পশ্চাত্তাপ। দৈন্য—দুঃখাদিরদ্বারা আপনাকে নিকৃষ্ট করিয়া মানা। অবসাদ—অবসন্নতা।

---

* জগন্নাথ-বল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে একাদশশ্লোকে শ্রীরাধিকাবাক্যম্।

আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন
দেখিতে না পাইল নেত্র ভরি ॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী, ক্ষণ পল।
দিয়া মাল্য চন্দন, নানা রত্ন আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন,(১)
তারে পুছে আমি না(২) চৈতন্য।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,(৩)
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ॥
শুন, মোর প্রাণের বান্ধব!
নাহি কৃষ্ণ প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥
পুনঃ কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রাম রায়,
এই মোর হৃদয়নিশ্চয়(৪)।
শুনি কর বিচার, হয় নয় কহ সার,
এতবলি শ্লোক উচ্চারয় ॥

১। 'দুই জন'—স্বরূপ এবং রামানন্দ।

২। 'আমি না চৈতন্য'—এই কথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমহাপ্রভুর আত্মবিস্মৃতি বর্ণনে উদ্ঘূর্ণানামক দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হইল।

৩। 'প্রলাপিনু'—অনর্থক বাক্য কহিলাম। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত দেহ প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমস্ত বৃথা তাহা প্রলাপদ্বারা দেখাইতেছেন; 'নাহি কৃষ্ণপ্রেম ধন…… বৃথা মোর সব'।

৪। 'হৃদয়নিশ্চয়'—হৃদয়ে স্থির করা বিষয়।

তথাহি—*

কইঅব রহিঅং পেম্মং নহি হোই মানুষে লোএ।
জই হোই কস্‌স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই ॥

যথা—রাগঃ।

(১)অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম,(২)   যেন জাম্বু-নদ-হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ,   না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য় ॥
এত কহি শচীসূত,   শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হঞা।
আপন হৃদয় কায,   কহিতে বাসিয়ে লাজ
তবু কহি লাজ বীজ খাঞা ॥

কৈতবরহিতং প্রেম ন ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি। ইতিসংস্কৃতং। কৈতবেন কপটের রহিতং হীনং প্রেম মানুষেলোকে—নরলোকে ন ভবতি। যদি কস্য প্রেম্নো বিষয়াশ্রয়য়োরেকতরস্য বিরহো প্রেম্নোঽন্তর্ধানমিত্যর্থঃ, ভবতি, তদা ভবতি বিরহে জাতমাত্রে বিরহে ইত্যর্থঃ,কো জীবতি অপিতু ন কোঽপি জীবতীত্যর্থঃ। এতাদৃশবিষয়াশ্রয়াভাবাৎ নৃলোকে অকৈতবং প্রেম ন ভবতীতি ভাবঃ।

অকৈতব প্রেম মনুষ্যলোকে হয় না, যেহেতু প্রেমের আশ্রয় ও বিষয়ের মধ্যে একতরের বিরহ অর্থাৎ প্রেমান্তর্ধান হইলে কেহ জীবিত থাকে না।

১। 'অকৈতব'—অকপট স্বার্থ গন্ধহীন।

২। কৃষ্ণপ্রেম এতাদৃশ শুদ্ধ বস্তু তাহাতে স্বসুখ কামনারূপ মালিন্য থাকে না এবং মনুষ্যলোকে হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ; যেন জাম্বুনদ হেম। জম্বু-

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধীয়ৈকত্রিংশাধ্যায়স্য প্রথমাঙ্কস্য 'জয়তি তেঽধিক-মিত্যস্য তোষণীকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতো জ্ঞায়ঃ।

তথাহি—*

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা,
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥

হরৌ শ্রীকৃষ্ণে মম দরাপি ঈষদপি প্রেমগন্ধঃ প্রেমসম্বন্ধো ন নাস্তি। তর্হি কথং রোদিসি, তত্রাহ—সৌভাগ্যভরং অহং প্রেমবানিতি সৌভাগ্যাতিশয়ং প্রকাশয়িতুং ক্রন্দামি, নতু প্রেম্না। নন্থ, ত্বয়ি প্রেমগন্ধো নাস্তীত্যত্র কিং প্রমাণং, তত্রাহ—বংশীবিলাসি যৎ আননং বদনং তস্য আলোকনং বিনা যৎ যস্মাৎ হতত্রপঃ নির্লজ্জোঽহং কথং প্রাণপতঙ্গকান্ প্রাণকীটকান্ বিভর্ম্মি। কৃষ্ণদর্শনং বিনা যৎ প্রাণান্ বিভর্ম্মি অতো মে প্রেমগন্ধোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ॥

আমার শ্রীকৃষ্ণে প্রেমগন্ধও নাই কেবল নিজ সৌভাগ্যভর প্রকাশ করিবার জন্য ক্রন্দন করিতেছি। বংশীবিলাসি-বদন অবলোকন ব্যতীত প্রাণপতঙ্গগণকে বৃথা বহন করিতেছি।

নদীজাত সুবর্ণের নাম জাম্বুনদ হেম। ইহাতে কিছুমাত্র মালিন্য থাকে না এবং ইহা পাতালে জন্মে, মনুষ্যলোকে জন্মে না। সেই প্রেম নৃলোকে না হয় এই কথার আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থদ্বারা নৃলোকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমার অনন্ত অভাব প্রতিপন্ন করা হইল, একারণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমলুব্ধ সাধক সকল নিরাশ হইবেন বলিয়া পুনরায় বলিতেছেন "যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ," প্রেমলুব্ধের কৃষ্ণপ্রেমার সহিত যদি যোগ হয় তবে আর তাহার সঙ্গে বিয়োগ হয় না। বিয়োগ হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম হারাইলে কেহ বাঁচে না। ইহাদ্বারা কৃষ্ণপ্রেম অত্যন্ত মহা আদরের বস্তু ইহা বলিলেন, যেহেতু কৃষ্ণপ্রেম হারাইলে কেহ বাঁচে না। বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রেমের যোগ হইলে তাহার বিয়োগ হয় না তবে "বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়"। একথা কেবল কৃষ্ণপ্রেমের আদরণীয়তা দেখাইবার জন্য বলা।

* মহাপ্রভুশ্রীমুখোক্তঃ শ্লোকঃ।

যথা—রাগঃ ।

দূরে শুদ্ধ প্রেম বন্ধ,　　কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায় ।
তবে যে করি ক্রন্দন,　　স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন,(১)
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
(২)যাতে বংশীধ্বনি সুখ,　　না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন ।
নিজ দেহে করি প্রীতি,　　কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥
(৩)কৃষ্ণ-প্রেম সুনির্ম্মল,　　যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল(৪),
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু ।
নির্ম্মল সে অনুরাগে,　　না লুকায়ে অন্যদাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু,　　পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় ।

১। 'প্রখ্যাপন'—প্রকাশ করা ।

২। 'যাতে বংশী……করিয়ে ধারণ' যাহাতে বংশীধ্বনিরূপ সুখ সেই চাঁদমুখ না দেখি—না দেখিয়া । যদ্যপি আলম্বন নাহি—অবলম্বন নাই, অর্থাৎ নিরবলম্বন হইয়াছি, তথাপি নিজদেহে প্রীতি করি সে কেবল কামের রীতি কিন্তু প্রেমের রীতি নহে । নিজদেহে প্রীতি যে কামের রীতি প্রেমের রীতি নহে তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন ।

৩। 'কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল……যৈছে মসীবিন্দু ।

৪। 'শুদ্ধগঙ্গাজল'—যেখানে অন্য নদী প্রভৃতির জল গঙ্গায় মিলিত হয় না, সেইখানকার গঙ্গাজল শুদ্ধ ও নির্ম্মল । তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেম শুদ্ধ ও সুনির্ম্মল । অনুরাগে—অনুরাগ প্রেম-পরিণামবিশেষ ।

কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়(১)
এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,(২)
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃত একত্র মিলন॥

তথাহি—*

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।

পীড়াভিরিতি জাগর্ত্তীতি স্বরূপলক্ষণকথনং জাগ্রদেব সদা তিষ্ঠতি নতু প্রেম্ণঃ স্বাপঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তেনাপি জ্ঞায়ন্তে কেবলমনুভূয়ন্তে মাত্রং; নতু

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিলেন;—সুন্দরি! নন্দনন্দননিষ্ঠ "প্রেম"

১। 'পাতিযায়'—প্রত্যয় করে।

২। 'তপ্ত-ইক্ষু চর্ব্বণ'—ইক্ষুদণ্ড অগ্নিতে ঝল্‌সাইয়া উষ্ণাবস্থায় চর্ব্বণ করিবার সময় মুখে যে তাত্ লাগে তন্নিমিত্ত মুখ জ্বলে, কিন্তু তাহাতে স্বাদুতা বৃদ্ধি হওয়ায়, মুখদাহও অত্যন্ত উপাদেয় হয়। অর্থাৎ তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণের স্বাদুতা বৃদ্ধির হেতু উষ্ণতা নিমিত্তক মুখদাহও যেমন তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণকারিগণের অত্যাজ্য এবং উপাদেয়, এইরূপ কৃষ্ণপ্রেমানন্দের স্বাদুতাধিক্যের হেতু বলিয়া বিষজ্বালাময় বিরহও প্রেমিগণের অত্যাজ্য এবং পরম উপাদেয়।

---

* বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে অষ্টাদশশ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যম্।

প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

যেকালে(১) দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ
তবে জানে "আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হইল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র"॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বোলে।
গরুড় স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥

বক্তুং শকাস্তে তদ্বাচকশব্দাভাবাদিতি ভাবঃ। বক্রমধুরাঃ অস্য মাধুর্য্যস্য বক্র এব মার্গঃ কশ্চিত্তাদৃশজনানুরাগভরৈকমাত্রগোচর ইত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ অয়ং প্রেমা প্রশ্নোত্তরাভ্যাং জ্ঞাতুং ন শক্যং। কিন্তু কথঞ্চিদতিভাগ্যেন। এতৎ স্বজাতীয়প্রেমশ্চেদাশ্রয়ঃ স্যাত্তদা কণ্টকবেধব্যথাসাদৃশ্যানুসারেণ শক্তিবেধ-ব্যথা ইব এতস্য জ্ঞানং স্যাদিতি তেনাত্মন স্তথাভাবে ভবত্যাঃ যতিতব্যমিতি।

যাহার অন্তরে জাগরিত হয়, সেই জন এই প্রেমের বক্র ও মধুর বিক্রম অবগত হয় মাত্র, কিন্তু প্রেমবাচক শব্দের অভাব প্রযুক্ত বাক্যদ্বারা বলিতে পারে না। এ প্রেম, যখন কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত পীড়া উপস্থিত হয় তৎকালে নবকালকূটের কটুতা গর্ব্ব নির্ব্বাসিত করে। আর যখন কৃষ্ণ সংযোগ উপস্থিত হয় তখন অমৃতমাধুর্য্যের অহঙ্কার সঙ্কোচ করে।

১। যে কালে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরাম সুভদ্রার সাথ—সহিত জগন্নাথ দেখে—দর্শন করেন, সেকালে জানে—অনুভব করেন;—'আইলাম কুরুক্ষেত্র……তনু মন নেত্র'।

"তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি,
(১)নখেকরে পৃথিবী লিখন।
হাহা কাহাঁ বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাহাঁ সেই বংশীবদন॥
কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গ ঠাম, কাহাঁ সেই বেণুগান,
কাহাঁ সেই যমুনা-পুলিন।
কাহাঁ রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্য গীত হাস,
কাহাঁ প্রভু মদনমোহন॥"
উঠিল নানা ভাব আবেগ,(২) মনে হৈল উদ্বেগ(৩),
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে(৪)।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥

১। 'নখে করে পৃথিবীলিখন......কাঁহা প্রভু মদনমোহন'। ইহাদ্বারা প্রোষিতভর্ত্তৃকা নায়িকার প্রথম দশা চিন্তা বলা হইল। যথা—

ধ্যানচিন্তা ভবেদিষ্টা নাপ্ত্যনিষ্টাপ্তিনির্ম্মিতম্।
শ্বাসাধোমুখাভূলেখবৈবর্ণ্যোন্নিদ্রতা ইহ॥

অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি নিমিত্ত ধ্যানের নাম চিন্তা। তাহার কার্য্য দীর্ঘ-নিশ্বাস অধোমুখতা ভূমিলিখন, বৈবর্ণ্য, নিদ্রা-হীনতা। বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প, দৈন্য প্রভৃতি। উপরোক্ত ত্রিপদীতে ভূলেখন ও বিলাপ চিন্তার কার্য্য দুইটী বলা হইয়াছে।

২। 'ভাব আবেগ'—ভাবের আবেগ—প্রবলতা। কিম্বা ইতিকর্ত্তব্য-মূঢ়তা।

৩। 'উদ্বেগ'—উদ্বেগো মনসঃ কম্পঃ। মনের কম্পের নাম উদ্বেগ। ইহা প্রোষিতভর্ত্তৃকা নায়িকার তৃতীয় দশা।

৪। 'গোঙাইতে'—অতিবাহিত করিতে।

তথাহি—*

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি,
হরে! ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো!
হা হন্ত হা হন্ত! কথং নয়ামি॥

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন(১)।

অথ পুনর্বিরহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদ্বেগায়াঃ ক্ষণমপ্যহর্গণাস্মত্বা সবৈক্লব্যং লপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—অমূনীতি। হে হরে! অমূনি দিনস্যাহোরাত্রস্যান্তরাণি ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানীতিশেষঃ। অমূনি কোটিকল্পতুল্যত্বেনাতিবাহিতুমশক্যা তিবা। হা খেদে! হন্ত বিশাদে, তয়োরতিশয়েন বীপ্সা। ত্বদালোকনং না কথং নয়াম্যতিবাহয়ামি তত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। তদ্ধেতোরেবাধন্যানি। ়, যত্ত্বনঙ্গতপ্তাসি তদা পতয়শ্চ বো বিচিম্বন্তি তমেব গচ্ছেত্যাউক্ত্য পতিসুতাদিভি- ত্তিদৈঃ কিমিতি বদন্নাহ—হে অনাথবন্ধো! অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং ত্বমেব বন্ধুরসি। তেতু দুঃখদাস্ত্যক্তা এবেত্যর্থঃ। নন্থ, ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বো ধর্ম্ম ামযোগ্যমিত্যাত্র চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতমিতিবদাহ—হে হরে! চিত্তে- ায়হারিন্! সোঽয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ। নন্থ, কামিন্যো! যূয়ং চপলা এব ময়া থং ধর্ম্মস্ত্যাজ্য স্তত্র তন্ন প্রসীদেতিবৎ সদৈন্যমাহ—হে করুণৈকসিন্ধো! কৃপা- ন্ধুত্বাৎ ধর্ম্মমপ্যুল্লঙ্ঘ্য দীনাস্মোঽনুগৃহাণেত্যর্থঃ। স্বান্তর্দশায়ামনয়া তথা ক্রিয়ত ব দর্শনং বিনানান্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।

হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! তোমার দর্শন ব্যতীত ই অধন্য দিন সকল কি প্রকারে অতিবাহিত করিব।

১। 'কাটন'—অতিবাহিত করা।

---

* কৃষ্ণকর্ণামৃতে একচত্বারিংশশ্লোকঃ।

তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥
উঠিল ভাব চাপল,(১) মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি(২) বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঁই পুছেন উপায় ॥

তথাহি—*

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥

অথ উদ্‌ঘূর্ণা দশা যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং। তত্রৈবোদ্বেগদশা চতুর্ভিঃ। অ প্রথমং। নন্বু, ভবতু নাম নেত্রচাপল্যং কাপ্যন্যেতাদৃক্ বিকলা ন দৃশ্যতে। ত্বং সাধ্বীপ্রবরাসি, তদ্‌গম্ভীরা ভব সখ্যোহপ্যেবং ত্বাং বোধয়ন্তীতি তস্য নর্ম্মোপলক্ষ মনস্যাটঙ্ক্য তং প্রতি সোদ্বেগং প্রলপন্ত্যা বাচোহনুবদন্নাহ—ত্বচ্ছৈশবং তা কৈশোরং মাধুর্য্যাদিভির্মদকত্বাকর্ষকত্বাদিভিশ্চ ত্রিভুবনে অদ্ভুতমবেহি জানীহি স্মরেত্যর্থঃ। মচ্চাপল্যঞ্চ ত্রিভুবনাদ্ভুতমবেহি। এতদ্দ্বয়ং তব বাধিগম্যং জ্ঞেয় মম বা। যদ্বা, মচ্চাপলঞ্চ ত্বদুৎপাদিতত্বাত্তব বা স্বীয়ত্বাৎ মম বাধিগম্যং। অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলমিত্যাদিন্যায়াৎ সখ্যোহপি সম্যঙ্ন জানন্তি যত এবং

অতঃপর শ্রীরাধা উদ্‌ঘূর্ণা দশায় শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি বর্ণন করিলে, গ্রন্থকর্তা চতুঃশ্লোকে তাহাই উল্লেখ করিতেছেন।

১। 'চাপল'—চিত্তলাঘব। চিত্তের লঘুতা অর্থাৎ অগাম্ভীর্য্যের নাম চাপল।

২। 'গতি'—অবস্থা।

---

* কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশঃ শ্লোকঃ।

যথা—রাগঃ

(১)'তোমার মাধুরী বল, তাহাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহত আপনি॥

ষ্ঠীতি ভাবঃ। পুনঃ প্রোচ্ছলিতোদ্বেগা সদৈন্যমাহ—তদিতি। তত্তস্মাত্তন্মুখা-মীক্ষণাভ্যাং উচ্চৈরীক্ষিতুং কিং করোমি। যৎকৃতে তদ্দৃষ্টং স্যাৎ স্বল্পেবোপ-শত্যর্থঃ। নমু,ন দৃষ্টং তত্তেন কিং? তত্রাহ—মুগ্ধং মনোহরং তদদর্শনাৎ তদ্বিফল-পত্তেঃ অক্ষণ্বতামিত্যাদি। তথা দানকেলিকৌমুদ্যাং—ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ ণয়োরলমশ্রবর্ণির্ম্মম। তমবিলোকয়ত্তোরবিলোকনিঃ সখিবিলোচনয়োস্ত কিলা-রিত্যাদেঃ। নমু, নেদানীং দৃষ্টং তেন কিং স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি, তত্রাহ—বিরলং বধূনাং নস্তত্রাপি তস্য গোচারণাদিনা দুর্ল্লভদর্শনং। অতোহনালব্ধেহব-রেহপি যন্ন দর্শয়সি তত্তব নিষ্ঠুরত্বেত্যর্থঃ। কিম্বা নমু, তৎ সমং কিমপি পশ্য াহ—বিরলং সাম্যরহিতং। তত্র হেতুঃ মুরলীবিলাসি। স্বাস্তদশায়াং বং তৎসঙ্গোচ্ছলিতং কৈশোরং জ্ঞেয়ং। তদ্দৃষ্টং মচ্চাপল্যং। চান্যৎ সমং ার্থঃ স্পষ্টঃ।

হে নাথ! তোমার শৈশব (কৈশোর) মাধুর্য্যাদি অর্থাৎ মাদকত্বও আকর্ষক-দিদ্বারা ত্রিভুবনে অদ্ভুত আমার চাপল্যও ত্রিভুবনের অদ্ভুত তাহা আমার ং তোমার উভয়ের বেদ্য। কিন্তু লোচনদ্বয় দ্বারা আপনার বিরল ও মুরলী-ষত সুন্দর মুখাম্বুজ দর্শন করিবার নিমিত্ত কি করিব।

১। 'তোমার মাধুরী বল......কহত আপনি' ইহা শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি। ার অর্থ তোমার মাধুরীবলে আমার যে চপলতা হইয়াছে তাহা তুমি ভালমতে ন এবং আমিও ভালমতে জানি।

নানা ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি(১) শাবল্য,(২)
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
(৩)ঔৎসুক্য-চাপল্য(৪)-দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ॥
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ(৫) তনু মনের অবসাদ,
(৬)ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥

তথাহি—*

হে দেব ! হে দয়িত ! হে ভুবনৈকবন্ধো !
হে কৃষ্ণ ! হে চাপল ! হে করুণৈকসিন্ধো ! ॥

অথোত্থায় দিশোঽবলোক্য অয়ি সখ্যঃ ! নূপুরশব্দঃ শ্রূয়তে ; স ন দৃশ্যতে
তদত্র কুঞ্জে কয়াপি রমমানঃ শঠোঽয়ং তিষ্ঠতীতি বদন্ত্যাঃ পুনরুন্মাদাবেশাৎ

১। 'সন্ধি'—ভাবসন্ধি। স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্বা। সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ। স্ব
কিম্বা বিভিন্ন ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম ভাব সন্ধি।

২। 'শাবল্য'—ভাবশাবল্য। শবলত্বং হি ভাবানাং সম্মর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পর
পরস্পর ভাবগণের সম্মর্দ্দের নাম ভাবশাবল্য।

৩। 'ঔৎসুক্য'—"ইষ্টানবাপ্তেরৌৎসুক্যং কালক্ষেপাসহিষ্ণুতা।" অভি
লষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন কালক্ষেপাসহিষ্ণুতার নাম ঔৎসুক্য।

৪। 'চাপল্য'—"মাৎসর্য্য দ্বেষরাগাদেশ্চাপল্যং ত্বনবস্থিতিঃ।" মাৎসর্য্য দ্বে
রাগাদিহেতু একত্র অনবস্থানের নাম চাপল্য।

৫। 'দিব্যোন্মাদ'—"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমা
কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।" এই মোহন নামক মহাভাব। কো
অনির্ব্বচনীয় গতি প্রাপ্ত হইলে তাহার ভ্রমাভা কোন বৈচিত্রীর নাম দিব্যোন্মাদ

৬। 'ভাবাবেশে'—দিব্যোন্মাদিনী শ্রীরাধার ভাবে আবেশ হেতু।

---

* শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে চত্বারিংশঃ শ্লোকঃ।

হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!
হাহা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্ম্মে ॥

গচিহ্নাঙ্কিতমাগতং পুরঃ পশ্যন্ত্যা ত্বং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ পুনর্গতমিব মত্বা জাত-
শ্চাত্তাপাদৌৎসুক্যোদয়ঃ। ততস্তয়োঃ সন্ধিঃ। তল্লক্ষণানি—স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্বা
ন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ। অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষঃ সহিষ্ণুতেতি। কালা-
মত্বমৌৎসুক্যমিষ্টে ক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিরিতি। তাবেব ভাবাবাশ্রিত্য ভাবশাবল্যঞ্চ।
লক্ষণং—শবলত্বন্তু ভাবানাং সম্মর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরমিতি। তত্রামর্ষানুগা অসূয়ৌ-
্যাবহিত্থাঃ। ঔৎসুক্যানুগানি মতিদৈন্যচাপলানি অত উন্মাদানুগতাভ্যাং ভাব-
ন্ধিশাবল্যাভ্যাং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—অন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং তং মত্বামর্ষোদয়াৎ
হজনিজধীরাধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য সবাষ্পং বক্রোক্ত্যা সম্বোধয়তি। হে দেব!
ন্যাভিঃ সহ দীব্যসীতি দেবস্ত্ব মতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং—ধীরাধীরাতু
ক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদিতি প্রিয়মিতি। তদৈবাবধীরণাদ্গতমিব তং মত্বা জাত-
শ্চাত্তাপাৎ তদ্দর্শনোৎসুক্যেনাহ—হে দয়িত! ত্বন্তু মে প্রাণদয়িতোঽসি কথং
্যক্ষ্যসে তৎ পুনর্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্যানুনয়ন্তমিব তং মত্বামর্ষানুগাসূয়ো-
য়াৎ ধীরাধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠমাহ—হে ভুবনৈকবন্ধো! তবাত্র কো
দোষস্ত্বং ন কেবলং মমৈব সর্ব্বগোপীনামপি। কিমুত তাসামেব বেণুনাদাকৃষ্টানাং
ুবনানাং তদ্গতস্ত্রীণামপি বন্ধুরসি তৎসর্ব্বসমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং—
ীরাতু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠং সাগসং প্রিয়মিতি। পুনর্গতমিব মত্বৌৎসুক্যানু-
মত্যাখ্যভাবোদয়াদাহ—হে কৃষ্ণ হে শ্যামসুন্দর চিত্তাকর্ষক! চিত্তং ত্বয়া হৃতং কিং
ে মানেন তং সকৃদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্য প্রিয়ে ময়া বহিরেব স্থিতং
 কুত্রাপি গন্তং প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বোগ্রোদয়াদধীরমধ্যাগুণমাশ্রিত্য সরোষ-
াহ—হে চপল! বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ! পরস্ত্রীচোর! গচ্ছ গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং—
অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষেতি। পুনর্গতমিব মত্বা হন্তাবধীরণা-
াতোঽয়ং পুনর্নৈষ্যতি দৈন্যোদয়াৎ সকাকুপ্রাহ—হে করুণৈকসিন্ধো! যদ্যপ্যহমপ-
রাধিনী তথাপি ত্বং করুণাকোমলত্বাদ্দর্শনং দেহীতি। তং পুনরাগত্য প্রিয়ে
কিমিতি মুধামানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বামর্ষানুগাবহিত্থোদয়াৎ

যথা—রাগঃ।

(১)উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ,
(২)ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।

ধীরপ্রগল্ভাগুণমাশ্রিত্য সৌদাসীন্যমাহ। হে নাথ! ত্বন্তু ব্রজবাসিনাং রক্ষিতাসি কা নাম হতধীস্ত্বাং ন সম্ভাবয়তে,কিন্তু ব্রাহ্মণীভিবর্্তার্থং মৌনং গ্রাহিতাসি তৎ ক্ষন্তব্যোঽয়ং মমাপরাধ ইতিভাবঃ। তল্লক্ষণং—উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরেতি। পুনর্গতমিব মত্বা মুহুর্নিরস্তোঽসৌ নায়াস্যতে বেতি চাপলোদয়াদ্দয়া কৃপয়া পুনর্দর্শনং দদাতি, তদা স্বয়মেব ত্বং কণ্ঠে গ্রহীষ্যামীতি সদৈন্যমাহ—হে রমণ! সদা মাং রময়সীতি রমণ স্বমীদানীমপ্যাগতা তথা কুর্বিত্যর্থঃ। পুনরাগতমিব মত্বা তিরস্কৃতাগস্তুকামর্ষভাবেন প্রবলসহজৌৎসুক্যেনাক্রান্তমনস্ত্বয়া তদাশ্লেষায় প্রসারিতবাহুযুগলা ত্বমলব্ধা জাতবাহ্যস্ফূর্ত্তিঃ সবিক্লবমাহ—হে নয়নাভিরাম! নয়নানন্দ! কদা নু মে দৃশোঃ পদং গোচরো ভবিতাসি। হা হা ইত্যতিখেদে। স্বান্তর্দশায়াং তু শ্রীরাধা সঙ্গমার্থমাত্মানমনুনয়ন্তমিব ত্বং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ। গতমিব মত্বা তয়া সঙ্গমনায়ৌৎসুক্যমন্যদযথাযোগ্যং জ্ঞেয়ং। আরূঢ়ানুরাগদশায়াং ভক্তস্য সাধকশরীরেঽপি তত্তদ্ভাবোদয়াৎ। বাহ্যে যথাযথং সম্বোধনেষু দৈন্যৌৎসুক্যাদিভাবো জ্ঞেয়ঃ।

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈক বন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নের আনন্দদায়ক! হা! হা! কবে তুমি আমার লোচনদ্বয়ের গোচর হইবে।

১। 'উন্মাদ'—"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা। অতস্মিংস্তদিতিভ্রান্তিরুন্মাদঃ ইতি কীর্ত্তিতঃ। অত্রেষ্টদ্বেষনিশ্বাসনিমেষবিরহাদয়ঃ। সর্ব্বাবস্থায় সকল সময় তন্মনস্কতা প্রযুক্ত (অর্থাৎ কৃষ্ণমনস্কতা প্রযুক্ত) তদ্ভিন্ন (কৃষ্ণভিন্ন) বস্তুতে তদতিভ্রান্তি—কৃষ্ণের অতিভ্রমের নাম উন্মাদ। ইহাতে ইষ্টদ্বেষ, নিশ্বাস, নির্নিমেষতা হয়।

২। 'প্রণয়মান'—প্রণয়োত্থমান।

(১) সোল্লুণ্ঠ বচন রীতি, মান(২) গর্ব্ব(৩) ব্যাজস্তুতি,
কভু নিন্দা(৪) কভু বা সম্মান ॥
(৫)তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন ।
(৬)তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত্ত,
মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥

১। 'সোল্লুণ্ঠবচন'—স্তুতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাদ। তল্লক্ষণং—"দুর্ব্বাদঃ স্যাদুপালম্ভঃ স বস্তুতিপূর্ব্বকঃ। সোল্লুণ্ঠনং সনিন্দস্তু য স্তত্র পরিভাষণম্।

২। 'মান'—অহঙ্কার।

৩। 'গর্ব্ব'—অন্যকে হেলা করা। সৌভাগ্যরূপ-তারুণ্য-গুণসর্ব্বোত্তমা-শ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে ॥ ইতি। ব্যাজস্তুতি নিন্দাচ্ছলে স্তুতি কিম্বা স্তুতিরছলে নিন্দা।

৪। 'নিন্দা'—অন্যদোষ কীর্ত্তন।

৫। 'তুমি দেব'—এখানে শ্রীমহাপ্রভু দিব্যোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার ভাবে দৃশ্যমান উত্থিত হওয়ায় * ধীরাধীরা নায়িকা গুণ আশ্রয় করিয়া কহিলেন, তুমি দেব! ক্রীড়ারত—ইহার ধ্বন্যর্থ "ভুবনের নারী যত তাহে স্বচ্ছন্দ ক্রীড়ন কর" অর্থাৎ তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি? ইহা শ্লোকোক্ত দেবশব্দের ব্যাখ্যা।

৬। 'তুমি মোর দয়িত'—ইত্যাদি আমি অবজ্ঞা করায় শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলেন ইহা ভাবিয়া কলহান্তরিতা নায়িকার ভাবে দর্শনোৎসুক হওয়ায় কহিতেছেন;—"তুমি মোর দয়িত......কর আগমন"। ইহা দয়িতশব্দের অর্থ। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া অনুনয় করিতেছেন, ইহাই স্ফুরণ হওয়ায় গর্ব্ব ও তদনুগ অসূয়ার উদয় হওয়ায় পুনঃ মানিনী হইয়া † ধীরমধ্যা নায়িকার

---

* ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং। ধীরাধীরাবক্রোক্তি দ্বারা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিয়তম বলিয়া থাকেন।

† ধীরাভির্ধীরমধ্যাচ লক্ষণব্যক্তিবক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠং সাগসং প্রিয়ম্।

ভুবনের নারীগণ, সবার কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান।
(১)তুমি কৃষ্ণ-চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান॥
(২)তোমার চপল মতি, একত্রে না হয় স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
(৩)তুমিত করুণা-সিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ॥

গুণ আশ্রয় করিয়া বক্রোক্তিদ্বারা সোল্লুণ্ঠ বলিতেছেন ;—ভুবনের নারীগণ... সব সমাধান! এখানে ঔৎসুক্য ও অমর্ষ এই ভাবের সন্ধি বর্ণনা করা হইল।

১। পুনরায় কৃষ্ণ গমন করিয়াছেন জানিয়া কলহন্তারিতা নায়িকার ভা ঔৎসুক্যানুগমতি * নামক ভাবোদয় হওয়ায় কহিতেছেন ;—তুমি কৃষ্ণ··· কেবা করে মান। ইহা শ্লোকোক্ত কৃষ্ণ শব্দের ব্যাখ্যা।

২। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া "প্রিয়ে! আমি কুত্রাপি গমন ক নাই, বাহিরেই ছিলাম" প্রসন্ন হও, ইহা বলিয়া অনুনয় করিতেছেন জানি † ঔগ্রনামক ভাবোদয়ে অধীরমধ্যা নায়িকার ভাব কহিতেছেন ;—তোমা চপলমতি ......নাহি কিছু দায়'।

৩। পুনর্ব্বার অভিমানে শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইলেন, আর আসিবেন না ই ভাবিয়া § দৈন্যোদয়ে কাকুবচন কহিতেছেন ;—'তুমিত করুণা সিন্ধু.....ক দোষ'।

---

* মতি—বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণং, বিচার হইতে উত্থিত অর্থ নির্দ্ধারণের না মতি।

§ ঔগ্রং অপরাধদুরুক্ত্যাদিভবং বিষয়ালম্বনমুখপ্রতীপাচরণরূপচণ্ডত্বম্।

অধীরমধ্যা—অধীরা পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা। কঠিনবাক্য দ্বা বল্লভকে ক্রোধ করিয়া নিষেধকারিণীকে অধীরমধ্যা কহে।

(১)তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ,　　ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহুকার্য্যে নাহি অবকাশ।
(২)তুমি আমার রমণ,　　সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ বিলাস।
মোর বাক্য নিন্দা মানি,　　কৃষ্ণ ছাড়ি গেলা জানি,
শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম,　　তুমি মোর ধন প্রাণ,
হা হা পুনঃ দেহ দরশন ॥

১। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কহিতেছেন "প্রিয়ে! বৃথা মানে কেন মায় কদর্থন কর। প্রসন্ন হও, ইহা ভাবিয়া অমর্ষানুগ অবহিত্থা * ভাবের য় হওয়ায় ধীরপ্রগল্‌ভা-নায়িকাগণ আশ্রয়পূর্ব্বক উদাসীনতার সহিত হিতেছেন ;—'তুমি নাথ!......নাহি অবকাশ'। নাথ অর্থাৎ তুমি সমস্ত জবাসিগণের রক্ষিতা এমন কোন হতবুদ্ধি রমণী নাই যে তোমাকে সম্ভাষণ করে। কিন্তু কি করিব ব্রাহ্মণীগণ ব্রতার্থ মৌন গ্রহণ করাইয়াছেন, এই মিত্ত অদ্য তোমার সহিত আলাপ করিতে পারিলাম না আমাকে ক্ষমা করিবে। ই ত্রিপদীর ইহা ভাবার্থ।

২। পুনর্ব্বার চলিয়া যাইলেন ভাবিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ রে বারে নিরস্ত হইতেছেন আর আসিবেন না মনে ভাবিয়া চাপল-নামক ভাব য় হওয়ায় মনে করিতে লাগিলেন, যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া দর্শন প্রদান করেন, বে আমি স্বয়ং যাইয়া কণ্ঠে গ্রহণ করিব তন্নিমিত্ত দৈন্য কহিতেছেন ;—'তুমি ার রমণ......বৈদগ্ধ বিলাস'। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হইয়াছে মানিয়া জ ঔৎসুক্যের দ্বারা মন আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে আলিঙ্গনার্থ বাহুযুগল সারণ করিলেন, কিন্তু না পাইয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় অত্যন্ত বিক্লবতার সহিত

---

* অবহিত্থা—আকার গোপন। ধীরপ্রগল্‌ভা—উদাস্তে সুরতেধীরা সাবাহিত্থা সাদরা। আকার গোপন পূর্ব্বক নায়কে আদর করিয়া সুরতে উদাসীনার নাম য়া।

(১)স্তম্ভ, কম্প,(২) প্রস্বেদ,(৩) বৈবর্ণ্য(৪) অশ্রু(৫) স্বরভেদ(৬)
দেহ হৈল পুলকে(৭) ব্যাপিত।

কহিতেছেন ;—'মোর বাক্য নিন্দা মানি ·····দেহ দরশন'। আমার বাক্য নিন্দা মানিয়া কৃষ্ণ আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, ইহা মনে অনুমান করিয়া শ্রীমহাপ্রভু কহিতেছেন, হে কৃষ্ণ! আমার স্তুতিবচন শুন।

১। 'অথ স্তম্ভ'—স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ। তত্র বাগাদি রাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ। হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও আশ্চর্য্য হইতে মনের অবস্থাবিশেষের নাম স্তম্ভ, তাহার কার্য্য বাক্যাদি রাহিত্য নিশ্চলতা ও শূন্যতা প্রভৃতি।

২। 'কম্প'—বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্রলোল্যকৃৎ। ভয়, ক্রোধ, হর্ষাদি দ্বারা গাত্রচঞ্চলতার নাম কম্প।

৩। 'প্রস্বেদ'—স্বেদোহর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ। হর্ষ, ভয়, ক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন শরীরের ক্লেদকর অবস্থা বিশেষের নাম প্রস্বেদ।

৪। 'বৈবর্ণ্য'—বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া। ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যং কার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। বিষাদ রোষ ভয়াদিহেতু বর্ণবিক্রিয়ার নাম বৈবর্ণ্য। ইহার কার্য্য মালিন্য এবং কৃশতা প্রভৃতি।

৫। 'অশ্রু'—হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রে জলোদগমঃ। বিনা যত্নে-নেতিশেষঃ। হর্ষ, রোষ বিষাদাদির দ্বারা বিনা যত্নে নেত্রে জলোদ্গমের নাম অশ্রু।

৬। 'স্বরভেদ'—বিষাদবিস্ময়ামর্ষ হর্ষভীত্যাদিসম্ভবং। বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেব গদ্গদিকাদিকৃৎ। বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ, হর্ষ, ভয়াদি হইতে জাত বিস্বরতার নাম স্বরভেদ। ইহার কার্য্য গদ্গাদি।

৭। 'পুলক'—রোমাঞ্চ, রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ রোমামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পন্দনাদয়ঃ॥ আশ্চর্য্য দর্শনাদি এবং হর্ষ উৎসাহ ভয়াদি হইতে জাত রোম সকলের অভ্যুদ্গমের নাম রোমাঞ্চ। ইহার কার্য্য গাত্রসংস্পন্দনাদি।

(১)হাঁসে, কান্দে, নাচে গায়, উঠি ইতিউতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত।
(২)মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে এই আইলা মহাশয়।
(৩)কৃষ্ণের মাধুরীগুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥

১। দিব্যোন্মাদগ্রস্ত শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরের ভাব বহির্বিকার দ্বারা প্রকট হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন ;—'হাঁসে কাঁদে......করিলা নিশ্চয়। ইহাদ্বারা উদ্ভাস্বর নামক অনুভাবের শীত ও ক্ষেপণ এই দুইটি অবস্থা বলা হইল। যাহা অনুভব করিয়া পরমানন্দে হৃদয় সুশীতল হয় তাহার ক্রিয়ার নাম শীত যথা—জৃম্ভা, গীত, দীর্ঘনিশ্বাসবাহুল্য লোকানপেক্ষিতা লালাস্রাব ও হাস্য। আর শ্রীহরি-বিরহ সমুত্থিত হইলে কালক্ষেপণার্থ যে ক্রিয়া প্রকাশ হয় তাহার নাম ক্ষেপণ যথা—নৃত্য, বিলুলিত, ক্রোশন, তনুমোটন, হুঙ্কার, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা, এখানে হাস্য ও গান শীতানুভাব ও নৃত্য ও ক্রন্দন ক্ষেপণানুভব। ইহার বিশেষ বিবৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে দ্বিতীয় লহরীতে অভিব্যক্ত আছে।

২। 'পূর্ব্বে সাতটী সাত্ত্বিক বলিয়াছেন, এক্ষণে 'ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত' ইহাদ্বারা মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত বলায় এককালে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব শ্রীমহাপ্রভুর শরীরে অত্যন্ত পরমা কোটি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উদয় হওয়ায় সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলা হইল। এবং ইহা মহাভাব ভিন্ন অন্যত্রে উদয় হয় না।

৩। 'মূর্চ্ছায়'—সাক্ষাৎকার পাইয়া হুঙ্কার করিয়া কহিলেন—"এই আইলা মহাশয়!" ইহা শ্রীরাধিকার ভাবে সখী প্রত্যুক্তি মহাশয়—কৃষ্ণ। 'কৃষ্ণের মাধুরী গুণে......করয়ে নিশ্চয়'। অর্থাৎ কৃষ্ণের মাধুরীর উন্মাদিনীশক্তি গুণে কৃষ্ণ প্রথমতঃ নানা ভ্রম হইল পরে শ্লোকোপরি কৃষ্ণ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন।

তথাহি শ্লোকঃ—*

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু,
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু,
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥

অথ শ্রীবৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণস্তাসামাবিরভূদিতিব তাসাং মধ্যে আবির্ভূতস্তল্লীলাবিশিষ্ট এব তস্যাগ্রেঽপ্যাবিরভূৎ। সচ তং বিলোক্য স্বয়ং জাততত্তন্মোঽপি তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ অস্মাকং তদ্দর্শনভাগ্যং নাস্ত্যেবেতি সখীভিঃ সহ রুদন্ত্যাঃ অকস্মাত্তং কিঞ্চিদ্দূরে বিলোক্য ভ্রমবাহুল্যেন প্রলপদ্বচোঽনুবদন্নাহ। প্রথমং দর্শনাদেব বিরহবিক্লবা কন্দর্পভ্রান্ত্যা সভয়মাহ যস্তাবদীদৃশ এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগতঃ কিং নু? বিতর্কে,পুনর্মাধুর্য্যমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। স তাবদীদৃঙ্মধুরো ন ভবতি তদিদং মধুরদ্যুতীনাং মণ্ডলং নু কিং পুনরত্যাশ্চর্য্য মাহ—ন তদেতৎ কিন্তু মাধুর্য্যমেব তদ্ধর্ম্ম এব পরিণতঃ সন্নাগতঃ কিং? পুনঃ মনোনয়নয়োরতিতৃপ্ত্যা সসন্তোষমাহ—মনোনয়নয়োরমৃতং তদ্রূপমিদং নু কিং? পুনরয়বমনুভূয় সসম্ভ্রমমাহ; বেণীমৃজো নু বেণীং মার্ষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমৃজঃ প্রৌর্য্যাগতঃ কান্তঃ স এবায়ং কিং? পুনঃ সম্যগবলোক্য সানন্দমাহ—নু ভোঃ সখ্যঃ মম জীবিতবল্লভোঽয়ং বালঃ নবকিশোরঃ মম লোচনায় তদানন্দয়িতুমভ্যুদয়তে, বূয়ং পশ্যতেতিশেষঃ। স্বাস্তদর্শায়াস্ত তদনুগতৌ ব্যাখ্যেয়ং। বাহ্যেঽপি স এবার্থঃ। নিশ্চয়ান্তসন্দেহনামায়মলঙ্কারঃ।

সাক্ষাৎ কন্দর্প, কিম্বা, মাধুর্য্য, কিম্বা আমার মনও নয়নের অমৃত হে সখি! এই আমার বেণী উন্মোচনকারী জীবিতবল্লভ কৃষ্ণ আগমন করিতেছেন।

---

* শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে অষ্টষষ্টশ্লোকঃ।

যথারাগ ।

(১)কিবা সাক্ষাৎকাম, (২)দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান,
(৩)কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত ।
কিবা মনো নেত্রোৎসব,(৪) কিবা(৫) প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ।।
গুরু নানাভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু মন,
নানা রীতে সতত নাচায় ।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য্যমন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥

১। মূর্চ্ছিত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পাইয়া প্রথম দর্শনেই বিরহবিক্লবা শ্রীরাধার ভাবে কন্দর্প ভ্রমে সভয়ে কহিতেছেন, "কিবা স্বাক্ষাৎ কাম" জগৎকে মারে বলিয়া কন্দর্পের একটী নাম মার সেই জগৎমারক কাম আমাকে মারিবার জন্য আসিতেছে এই ইহার অর্থ।

২। তাহার পর মাধুর্য্য অনুভব করিয়া কহিতেছেন ;—দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান, অর্থাৎ কন্দর্প জগন্মারক হইলেও দেখিতেছি মূর্ত্তিমান মধুরদ্যুতি বিম্ব।

৩। তাহার পরে মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, কন্দর্প অনঙ্গ, সে এত মধুর নহে। একারণ এই এমধুর দ্যুতিমণ্ডল কামের নহে। ইহা স্থির করিয়া কহিতেছেন 'কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত'।

৪। পুনর্ব্বার দর্শনে নয়নযুগলের অত্যন্ত তৃপ্তি হওয়ায় সন্তোষের সহিত কহিতেছেন ;—"কিবা মনো নেত্রোৎসব"।

৫। তাহার পরে প্রতি অবয়বের মাধুরী অনুভব করিয়া কহিতেছেন ;—"সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ" এখানে কিবা সাক্ষাৎ কাম......কিবা প্রাণবল্লভ পর্য্যন্ত সন্দেহ। 'সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ' ইহা নিশ্চয়। এই নিমিত্ত সন্দেহান্তে নিশ্চয় অলঙ্কার।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভুর রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥
(১)পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, (২)রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
(৩)গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস।
গদাধর জগদানন্দ,(৪) স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥
(৫)লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
(৬)তাতে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয় ॥

১। পুরীর বাৎসল্য মুখ্য পরমানন্দ পুরী শ্রীমহাপ্রভুর গুরুবর্গের মধ্যে একজন। এই কারণ শ্রীমহাপ্রভুতে তাঁহার বাৎসল্য ভাব।

২। রামানন্দ রায় এক অংশে ব্রজের অর্জ্জুননামক সখা এবং অন্যাংশে বিশাখা সখী একারণ শ্রীরাধাভাব দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভুতে ইহাঁর শুদ্ধ সখ্যভাব। ৩। গোবিন্দ প্রভৃতির শুদ্ধ দাস্যভাব।

৪। গদাধর জগদানন্দ স্বরূপের মুখ্যরসে—প্রধান ভাবে—মধুরভাবে—আনন্দ।

৫। 'লীলাশুক......ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়'। সাধকশরীরে প্রেম পর্য্যন্তই শেষসীমা, কিন্তু প্রেম-পরিণাম স্নেহমানাদি উদয় হয় না তথাপি লীলাশুকে তাহা যখন উদয় হইয়াছে তখন শ্রীমহাপ্রভুতে এই সকল ভাবোদগম হইবে তাহাতে কি বিস্ময়।

৬। 'তাতে মুখ্য..... সর্ব্বভাবোদয়।' শ্রীমহাপ্রভু একত ঈশ্বর অর্থাৎ অবিচিন্ত্য মহাশক্তিবিশিষ্ট তাহাতে মুখ্যরসাশ্রয় মধুর রসাশ্রয় করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহাতেই সর্ব্বভাবোদয় হয়।

(১)পুর্ব্বে ব্রজবিলাসে,　　যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ নহিল।
শ্রীরাধার ভাবসার,　　আপনে করি অঙ্গীকার,
(২)সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥
আপনে করি আস্বাদনে,　　শিক্ষাইল ভক্তগণে,
প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে নানাস্থান,　　যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি ॥
এই গুপ্তভাবসিন্ধু,　　ব্রহ্মা না পায় একবিন্দু,
হে ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার,　　ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥
কহিবার কথা নহে,　　কহিলে কেহ না বুঝিয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ ॥
সেই সে বুঝিতে পারে,　　চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় যদি তাঁর দাসানুদাস সঙ্গ ॥(৩)

১। কি কারণে মধুররসাশ্রয় করিয়াছেন তাহা বলিতেছেন;—পুর্ব্বে ব্রজবিলাসে· ····সেই তিন বস্তু আস্বাদিল'।

২। সেই তিন বস্তু—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা, নিজ মাধুরী এবং তদাস্বাদে শ্রীরাধার সুখ।

৩। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দাসানুদাসের সঙ্গ তাঁহার কৃপা প্রাপ্তির হেতু, এবং তাঁহার কৃপাই তাঁহার লীলা বুঝিবার হেতু, ইহাদ্বারা শ্রীমহাপ্রভুর দাসের সঙ্গ মাহাত্ম্য বলা হইল।

(১) চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
(২)তিঁহ ইথু রঘুনাথের কণ্ঠে।
(৩)তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে(৪)॥
(৫) যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জানে নারিবে বুঝিতে।
(৬)প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥
(৭) নাহি কাঁহাসো বিরোধ, নাহি কাঁহো অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবেচন।

১। 'চৈতন্যলীলা রত্ন সার'—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলা, সকল রত্নে সার, তাহা স্বরূপের ভাণ্ডার—অর্থাৎ স্বরূপ গোস্বামীর ভাণ্ডারে ছিল।

২। 'তিঁহ'—স্বরূপ—রঘুনাথ দাসের কণ্ঠে থুইল।

৩। 'তাঁহা'—রঘুনাথের নিকট।

৪। 'ভেট'—উপহার।

৫। যাঁহারা 'মহাপ্রভুর পরমমঙ্গল লীলাময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে প্রচুর শ্লোক আছে' ইহা সাধারণের বোধযোগ্য নহে বলিয়া লোকের প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে গ্রন্থের অত্যন্ত দুর্বোধতা সত্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাবলে গ্রন্থ শ্রবণে যাহার প্রবৃত্তি হইবে তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত সুবোধ তাহা বলিতেছেন। 'যদি কহে......কৈছে না বুঝিবে সর্ব্বজন।

৬। প্রভুর যাহা আচরণ—লীলা তাহা বর্ণন করিতেছি, সেই লীলা বর্ণনে যেখানে শ্লোক প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে শ্লোক যেখানে দর্শনের মত বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে দর্শনের মত বলিতে ভাষা কঠিন হইয়াছে। এই নিমিত্ত সকলের চিত্ত আরাধনা করিতে পারিলাম না। অর্থাৎ সকলের চিত্তের মত কথা বলিতে পারিলাম না।

৭। 'কাঁহা সো' ইত্যাদি কাঁহা সো—কাহারও সহিত। যদি কেহ কাহার

যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাঁহা হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥
যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥
ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহাঁ শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥
শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহাঁ বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি এবড় বিস্ময় ॥

সঙ্গে বিরোধ করিয়া কিম্বা কাহার অনুরোধে কিছু বলিতে বা লিখিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে বিরোধিতে দ্বেষ এবং রাগ অর্থাৎ রঞ্জকতা হয় অর্থাৎ অনুরোধকারিকে রঞ্জন করিবার জন্য আবেশ হয়, তাহাতে স্বাভাবিক বস্তু লিখিতে কিম্বা বলিতে দেয় না, কিন্তু আমি কাহার সহিত বিরোধ করিয়া কিম্বা কাহারও অনুরোধে এ গ্রন্থ লিখিতেছি না কেবল সহজ বস্তু—স্বাভাবিক বস্তু বিবেচনা করিতেছি তাহা বলিলেন,—'নাহি কাঁহাসো—সহজ বস্তু না যায় লিখন'।

(১)এই অন্ত্যলীলাসার, সূত্র মধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহা না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি তত দিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছাভরি করিব বিচার ॥
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ,
সবে মোর করহ সন্তোষ,
স্বরূপ গোঁসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহি লিখি নাহি মোর দোষ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈলন্যবিলাস সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণ-দাস ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা-সূত্রকথনে
প্রেমোন্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

১। শ্রীমহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ অবস্থাই অন্ত্যলীলার সার। কল্লোল-তরঙ্গ।

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো,
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাৎ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা,
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় ভক্ত গৌর বৃন্দ ॥
চব্বিশ বৎসরের শেষ যেই মাঘমাস।
তারশুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ।
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে ॥

যঃ উৎপ্রণয়—অত্যন্তপ্রেমবান্ গৌরঃ, ন্যাসং সন্ন্যাসং বিধায় কৃত্বা গৃহী-
ীতি যাবৎ। বৃন্দাবনং গন্তুমনাঃ সন্ ভ্রমাৎ রাঢ়ে—রাঢ়দেশে ভ্রমন্ শান্তি-
রীং—অদ্বৈতাচার্য্যনগরীং অয়িত্বা—গত্বা ভক্তৈঃ সহ ললাস তং নতোঽস্মি।

সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর প্রেমোন্মত্ত হইয়া যিনি বৃন্দাবনে গমনে অভিলাষী
ইলেন, এবং ভ্রমক্রমে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া ভক্তগণের
হিত শোভিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি।

তথাহি—শ্রীভাগবতে ।*

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ ।
অহস্তরিষ্যামি দুরন্তপারং,
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুর বচন ।
মুকুন্দসেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ ধারণ ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ ॥
সেই বেশে কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া ।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোম্মাদের চিহ্ন ।
দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি চলে রাত্রিদিন ॥

ততশ্চ তস্য বিঘ্নস্থগিতা প্রাগভবীয়া শুদ্ধা মদ্ভক্তির্ম্মনসি প্রাদুর্ভূতা। প্রা
ভূর্তায়াঞ্চ তস্যাং স্বস্য সন্ন্যাসং দ্বন্দ্বসহনোপায়মুক্তলক্ষণমেতাবন্তং বিচা
চাবধীরয়ন্মচ্চরণনিষেবয়ামৃতসিন্ধুনিমগ্ন উচ্চৈর্নৃত্যন্ সহর্ষাটোপমাহ—এতামি
সোঽহমিত্যন্বয়ঃ। পরমাত্মনিষ্ঠাং দেহদৈহিকাভিমানেভ্যঃ পরঃ শুদ্ধো য আ
জীবস্তস্য নিষ্ঠাং বিচারিতলক্ষণং স্বরূপং কেবলমাস্থায়েতি পরমাত্মনিষ্ঠায়ামেতস্য
মম অা ঈষৎ স্থিতিমাত্রমেব তমঃ সংসারস্তু মুকুন্দসেবয়ৈব তরিষ্যামি নত্বনয়েত্যর্থঃ
এব কারাল্লভ্যতে। নহু, তর্হি পরমাত্মনিষ্ঠায়াং স্থিতিমাত্রমপি কিং করো
তত্রাহ—পূর্ব্বতমৈঃ প্রাচীনৈরধ্যাসিতামিতি ॥

পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের অধ্যাসিত পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া কেবল মুকু
সেবার দ্বারা দুরন্ত সংসার আমি উত্তীর্ণ হইব।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশংশ্লোকে উদ্ধ
প্রতি ভিক্ষুকবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণবচনম্।

নিত্যানন্দ, আচার্য্য-রত্ন, মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সব লোক।
প্রেমাবেশে হরি বলে, খণ্ডে দুঃখ শোক॥
গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
"হরি হরি" বলি উঠে উচ্চ করিয়া॥
শুনি তা সবার নিকটে গেলা গৌরহরি।
"বোল বোল" বলে সবার শিরে হস্ত ধরি॥
(১)তা সবারে স্তুতি করে, "তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম"॥
গুপ্তে তা সবাকে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ॥
বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইও তাঁরে॥
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্‌পথে যাব বৃন্দাবন॥
শিশু সব গঙ্গাতীরপথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল।
আচার্য্য-রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোঁসাই।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঁই॥
প্রভু লঞা যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে॥

১। 'তা সবারে'—শ্রীমহাপ্রভু তা সবারে—গোপবালকগণে "তোমরা ভাগ্যবান……শুনাঞা হরিনাম" বলিয়া স্তুতি করেন।

তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন ।
শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ ॥
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয় ।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয় ॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন ।
শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥
প্রভু কহে কত দূরে আছে বৃন্দাবন ।
তিঁহ কহেন কর এই যমুনা দর্শন ॥
এত বলি আনিল তাঁরে গঙ্গা সন্নিধানে ।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে ॥
অহো ভাগ্য ? যমুনার পাইল দরশন ।
এত বলি যমুনার করেন স্তবন ॥

তথাহি—*

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ,
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী ।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী,
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥

মিত্রপুত্রী যমুনা নঃ অস্মাকং বপুঃ পবিত্রীক্রিয়াৎ । কিম্ভুতা ? চিদানন্দঃ ব্রহ্ম, ভানুঃ কিরণাঃ অঙ্গপ্রভা ইতি যাবৎ যস্য তস্য । নন্দসূনোঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য পরপ্রেমপাত্রী উৎকৃষ্টপ্রেমাধাররূপা ইত্যর্থঃ । তত্তীরনীরয়োঃ সদা বিহরণাৎ । দ্রবব্রহ্মগাত্রী ব্রহ্মরূপজলশরীরা ইত্যর্থঃ । চিদ্বিলাসবারিপুরভূর্ভুবঃস্বরাপিণীত্যাত্যুক্তেঃ ।

ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি সেই নন্দনন্দনের অত্যন্ত প্রেমপাত্রী এবং ব্রহ্মময়

---

* চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে পঞ্চমাঙ্কে ত্রয়োদশশ্লোকে মহাপ্রভুকৃতস্তুতিঃ ।

এতবলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥
হেনকালে আচার্য্য গোঁসাই নৌকাতে চড়িয়া॥
আইল নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা॥
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বলে প্রভু মনে সংশয় করি॥
তুমি ত আচার্য্য-গোঁসাই হেথা কেন আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা॥
আচার্য্য কহে তুমি যাঁহা সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥
পশ্চিমে যমুনা বহে তাঁহা কৈলা স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান॥

ঘানাং পাপানাং লবিত্রী স্নানকামনামাত্রেন ছেত্রী স্নান-কামপামরোগ্র-পাপ-
ম্পদক্কিনীত্যাত্যক্তেঃ। অতঃ জগৎ-ক্ষেমধাত্রী জগন্মঙ্গলকারিণী॥

লশরীরা পাপসমূহনাশিনী ও জগন্মঙ্গলকারিণী যমুনা আমাদের শরীর পবিত্র
ক্বন!

প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস ॥
এক মুষ্টি অন্ন মুই করিয়াছোঁ পাক।
শুকা রুখা ব্যঞ্জন কৈল সূপ আর শাক ॥
এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর।
পাদ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর ॥
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যানী।
বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥
তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি।
(১)কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রোপরি ॥
(২) বত্রিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া(৩) পাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে ॥
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিগে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর (৪) মুদ্গ-সূপ ॥
বাস্তুক-শাক পাক বিবিধ-প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড-বড়ি মানকচু আর ॥
চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফল মূলে।
অমৃত-নিন্দক পঞ্চাবধ তিক্ত ঝালে ॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তকী।
ফুলবড়ি ভাজা আর কুষ্মাণ্ড মানচাকি ॥

১। 'কৃষ্ণের'—শ্রীমদনগোপালের।
২। 'বত্রিশা আঁঠিয়া'—যে কলাগাছের বত্রিশখানা খোলা হয়।
৩। 'আঙ্গটিয়া পাত'—অখণ্ডপত্র।
৪। 'মুদ্গসূপ'—মুগের ডাল।

নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড, সকল প্রচুর ॥
মধুরাম্ল, বড়াঅম্ল, অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।
মুদ্গবড়া মাষবড়া, কলার বড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি যত পীঠা ইষ্ট ॥
বত্রিশা আটিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতিবড় দড় ॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া ॥
সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা(১) ভরিয়া।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখেত ধরিয়া ॥
দুগ্ধ চিড়া কলা আর দুগ্ধ লকলকী (২)।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি ॥
দুই পার্শ্বে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি ॥
অন্ন ব্যঞ্জন উপর তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি ॥
তিন শুভ্র পীঠ, তার উপরি বসন।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাতে কৃষ্ণে করায় ভোজন ॥
আরাত্রিককালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল ॥

১। 'মৃৎকুণ্ডিকা'—মাটির মালসা।

২। 'দুগ্ধলকলকী—অলাবুসহ দুগ্ধের পাকবিশেষ।

আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন।
আচার্য্য আসি প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন॥
গৃহের ভিতরে প্রভু করহ গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল॥
মুকুন্দ বলে মোর কিছু কৃত্য(১) নাহি সারে(২)।
পাছে মুই প্রসাদ পাইমু তুমি যাহ ঘরে॥
হরিদাস বলে মুই পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥
দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর॥
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মনঃ কথা নহে প্রভুর বেদ্য॥
প্রভু বলে বৈস তিনে করিযে ভোজন।
আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন॥
কোন্ স্থানে বসিব আর, আন দুই পাত।
অল্প করি তাহে আনি দেহ ব্যঞ্জন ভাত॥
আচার্য্য কহে বৈস দোঁহে পিঁড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দুহাঁরে॥

১। 'কৃত্য'—নিত্য নিয়মিত কার্য্য সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি।
২। 'নাহি সারে'—সারা হয় নাই অর্থাৎ নির্ব্বাহ হয় নাই।

প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ(১)।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ॥
আচার্য্য কহে ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি॥
আচার্য্য বলে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার রহিবেক আর॥
প্রভু বলে এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥
আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চয়ান্নবার।
একবারে অন্ন খাও শত শত সার॥
তিনজনার ভক্ষপিণ্ড(২) তোমার এক গ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন॥
এত বলি জল দিল দুই গোঁসাইর হাতে।
হাঁসিয়া লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে॥
নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ॥

১। 'উপকরণ'—অন্নের আনুসঙ্গিক ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি।

২। 'তিনজনের ভক্ষ্যপিণ্ড'—তিনজনে যাহা খাইতে পারে তাদৃশপিণ্ড—দলা।

আজিও উপবাস হৈল আচার্য্য নিমন্ত্রণে ।
অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে ॥
আচার্য্য কহে তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী ।
কভু ফলমূল খাও কভু উপবাসী ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে পাইলা মুষ্টিকান্ন ।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও ছাড় লোভমন ॥
নিত্যানন্দ বলে যবে কৈলে নিমন্ত্রণ ।
তত দিবে চাহি যত করিতে ভোজন ॥
শুনি নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত ।
কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পীরিত ॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে ।
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥
তুমি খাইতে পার দশ বিশ মনের অন্ন ।
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
যে পাইয়াছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাঞা উঠ ।
পাগলাই না করিহ না ছড়াইও ঝুট ॥
এই মত হাস্যরসে করেন ভোজন ।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য করেন পূরণ ।
এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥
(১)দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন ।
প্রভু বলেন আর কত করিব ভোজন ॥

১। 'দোনা'—দ্রোণী—পত্রপুটী—পাতা দিয়া নির্ম্মাণ করা ঠোঙাবিশেষ।

আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা ।
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥
নানা যত্নে দৈন্যে প্রভুকে করাল ভোজন ।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥
নিত্যানন্দ কহে আমার পেট না ভরিল ।
লঞা যাহা তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥
এত বলি এক গ্রাস অন্ন হাতে লঞা ।
(১)উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥
ভাত দুই চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে ।
ভাত গায়ে লঞা আচার্য্য নাচে বহু রঙ্গে ॥
(২)অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে ।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥
(৩)তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল ।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল ॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে ।
ঝুটা দিলে বিপ্র বলি ভয় না করিলে ॥
নিত্যানন্দ বলে এই কৃষ্ণের প্রসাদ ।
ইহাকে ঝুটা কহিলে কৈলে অপরাধ ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন ।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥

১। 'উঝালি'—ছুড়িয়া ।
২। 'অবধূতের ঝুটা......এই ঢঙ্গে'। ইহা স্বগতোক্তি ।
৩। 'তোরে নিমন্ত্রণ......ভয় না করিলে, ইহা ব্যাজস্তুতি ।

আচার্য্য কহে না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতি ধর্ম্ম ॥
এত বলি দুই জনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন ॥
লবঙ্গ-এলাচি বীজ উত্তম রসবাস(১)।
তুলসী মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস(২) ॥
গন্ধ চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।
সুগন্ধি মালা আনি দিল হৃদয় উপর ॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন।
সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন ॥
বহুত নাচাইলে আমা ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ-হরিদাস লঞা করহ ভোজন ॥
তবেত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইল লোক প্রভুর চরণ ॥
হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ॥
গৌর দেহকান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল ॥
আইসে যায় লোক সব নাহি সমাধান(৩)।
লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥

১। 'রসবাস'—কাবাবচিনি। পূর্ব্বকালের গ্রাম্যভাষা।
২। 'মুখবাস'—মুখশুদ্ধি। ৩। 'সমাধান'—সমাপ্তি।

সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিয়া।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা॥

ধানশ্রীরাগঃ।

'কি কহিব রে সখি! আজক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর'॥
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্রু, হুঙ্কার, গর্জ্জন॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
আলিঙ্গন করি প্রভুরে বলেন বচন॥
অনেক দিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাণ্ডিয়া।
ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া॥
এত বলি আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোঁসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা॥
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ॥

অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদ্গদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেক রোদন॥

তথাহি—পদম্।

'হাহা প্রাণপ্রিয় সখি! কিনা হৈল মোঁরে।
কানু প্রেমবিষে মোর তনু মন জ্বরে॥ ধুয়া॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ॥
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত বিদরে অন্তরে॥
নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব সৈন্য॥
জরজর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল শ্বাস নাহিক শরীরে॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈল যত ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন॥
বোল বোল বুলি নাচে আনন্দে হ্বিল।
বুঝন না যায় ভাব তরঙ্গ প্রবল॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া॥
এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ, কভু বিষাদ, ভাবের তরঙ্গে॥
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যেতে হৈল পরিশ্রম॥

তবু না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নিত্যানন্দ প্রভুকে রাখিল ধরিয়া॥
আচার্য্য-গোঁসাই তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন॥
এই মত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপ করি করে প্রভুর সেবন॥
প্রভাতে আচার্য্য রত্ন-দোলায় চড়াইঞা।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা॥
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইল হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ॥
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন।
শচীমাতা লঞা আইল অদ্বৈত ভবন॥
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইল বিকল॥
অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করি নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥
কান্দিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই॥
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দরশন।
তুমি তৈছে হৈলে মোর হইবে মরণ॥
কাঁদিয়া বলে প্রভু শুন মোর আই।
তোমার শরীর এ মোর কিছু নাই॥

তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি-জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে॥
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার।
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর॥
একেএকে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণে।
সবার মুখ দেখি দেখি করে আলিঙ্গনে॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহা সুখ॥
শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর।
গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর॥
বুদ্ধিমন্তখান, নন্দন, শ্রীধর, বিজয়।
বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয়॥
কত নাম লইব, যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্টে হাঁসি॥
আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি।
আচার্য্য মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে॥

সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্য-গোঁসাই কৈল সমাধান॥
আচার্য্য-গোসাইর ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে তত দ্রব্য হয়॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি, প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্বভাবোদয়।
স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদ্গদ প্রলয়॥
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচী মাতা কহে রোদন করিয়া॥
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ(১) নিমাই কলেবর।
হাহা করি বিষ্ণুপাশে মাগে এই বর॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ॥
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ, ভয়, দৈন্যভাবে হইল বিকল॥
শ্রীনিবাসাদি যতবিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবার মন॥

১। 'বাসোঁ'—বিবেচনা করি।

শুনি শচী সবাকারে করিল মিনতি।
নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি॥
তোমা সবে হবে অন্যত্রে মিলন।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন॥
যাবৎ আচার্য্য-গৃহে নিমাইয়ের অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব সবাকারে মাগো দান॥
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার॥
মাতাব বৈয়গ্র্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণ একত্র করি বলিল বচন॥
তোমা সবাকারে আজ্ঞা বিনা চলিলাঙ বৃন্দাবন॥
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস।
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবত আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেইযুক্তি কর যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশে আচার্য্যাদি করিল গমন॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকলি কহিল।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল॥

তিঁহ যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ ॥
তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুঃখ ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয় ॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক গতাগতিবার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি ॥
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন।
বেদ আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন ॥
প্রভু আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥
নবদ্বীপবাসী আদি যত ভক্তগণ।
সবারে সম্মান করি বলিল বচন ॥
'তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ মোরে দেহ তুমি সব ॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ আরাধন ॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন ॥
এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ॥

সবারে বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন॥
নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি।
মুঞি অধম না পাইয়া তোমা দরশন।
কি মতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন॥
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥
তবে ত আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া।
দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া॥
আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে না কৈল গমন॥
আনন্দিত হৈলা আচার্য্য-শচী-ভক্ত সব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব॥
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ সঙ্গে।
রাত্রে মহামহোৎসব সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
আনন্দিত হইয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু আরাধনে॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজ সুখ॥

এই মত অদ্বৈত গৃহে ভক্তগণে মিলে।
বঞ্চিলা কতকদিন মহা কুতূহলে॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ ঘরে সবে করহ গমনে।
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
পুনরপি আমার সঙ্গে হইবে মিলন॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারিজন আচার্য্য দিল প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন॥
নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা॥
কতদূর গিয়া প্রভু করি যোড় হাত।
আচার্য্য প্রবোধি কিছু কহে মিষ্ট বাত॥
জননী প্রবোধি কর ভক্ত সমাধান(১)।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কার না রহিবে প্রাণ॥
এতবলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন॥

১। 'ভক্তসমাধান'—ভক্তদিগের আহার আচ্ছাদন নির্ব্বাহ।

গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ(১) পথে।
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অদ্বৈত গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরে মিলিয়ে তাঁরে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২১৪॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সন্ন্যাস-করণাদ্বৈত-গৃহবিলাস নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

১। 'ছত্রভোগ'—সাগরসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং,
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্,
যৎপ্রেমা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
নীলাদ্রি গমন জগন্নাথ দরশন।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন॥
এ সকল লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম-বর্ণন॥
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ধার॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি॥

গোপীনাথঃ রেমুণাগ্রামস্থস্বনামখ্যাতঃ শ্রীভগবদর্চ্চাবিগ্রহঃ যস্মৈ ক্ষীরভাণ্ডং
[দা]তুমর্পয়িতুং চোরয়ন্—অপহরন্ ক্ষীরচোরা অভিধা খ্যাতির্যস্য তথাভূত অভূৎ।
[..]ৎ যৎ প্রেমা বশঃ সন্ শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীৎ, তং মাধবেন্দ্রং মাধবেন্দ্রপুরীং
[অ]হং নতোঽস্মি।

যাঁহাকে দিবার নিমিত্ত ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ ক্ষীর-
[চো]রা নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগোপাল
[প্র]াদুর্ভূত হইয়াছেন সেই মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে নমস্কার করি।

চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥
তার সূত্র আছে তিঁহ না কৈল বর্ণন॥
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কথন॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তার পায়ে অপরাধ না হউক আমার॥
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-কুতূহলে॥
ভিক্ষা লাগি একদিন এক গ্রামে গিয়া।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া॥
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা সবারে কৃপা করি আইল রেমুণারে(১)॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম-মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে॥
চূড়া পাঞা মহাপ্রভু আনন্দিত মন।
বহু নৃত্য গীত কৈল লঞা ভক্তগণ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেমরূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ॥
নানারূপে প্রাতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন॥

১। 'রেমুণা'—বালেশ্বর নগর হইতে ৩ ক্রোশ।

মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা॥
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেইত আখ্যান॥
পূর্ব্বে মাধবপুরী লাগি, ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা করি॥
পূর্ব্বে মাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন॥
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর রাত্রি দিন জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান॥
(১)শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপবালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা।
আসি আগে ধরি কিছু বলিল হাঁসিয়া॥
পুরী এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্ শোষ(২)॥
পুরী কহে কে তুমি কাহাঁ তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥

১। 'শৈল'—গোবর্দ্ধন পর্ব্বত।
২। 'ভোক্'—ক্ষুধা। 'শোষ'—পিপাসা।

কেহ অন্ন মাগি খায় কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখে গেল।
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল॥
গো-দোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ড লইব॥
এত বলি গেলা বালক না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
(১)বাট দেখে সে বালক পুনঃ না আইল॥
বসি নাম লয় পুরী নাহি নিদ্রা হয়।
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়॥
স্বপ্ন দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে মহাদুঃখ পাই॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ়(২) কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভাল মতে॥
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ স্নপন॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥

১। 'বাট'—পথ।
২। 'কাঢ়'—বাহির কর।

তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি ইহাঁ অধিকারী॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে।
ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি সেই বালক অন্তর্ধান হৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥
শ্রীকৃষ্ণ দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞাপালন লাগি হইল সুস্থির॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি কহিতে লাগিলা॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে চল তাঁরে বাহির যে করি॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠারি কোদালি লহ দুয়ার করিতে॥
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে॥
ঠাকুর দেখিল মাটি তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত॥

আবরণ দূর করি করি করিল বিদিতে।
মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে॥
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া॥
পাথর সিংহাসন উপর ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা॥
নব শত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত॥
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল॥
ভোগ সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত॥
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক॥
অঙ্গ মলা দূর করি করাইল স্নান।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া॥
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাধান॥
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যে কিছু আইল॥

সুবাসিত জল নব পাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া সে তাম্বূল নিবেদিল॥
আরাত্রিক করি কৈল্প বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্ম সমর্পণ॥
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূমচূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥
কুম্ভকার ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন॥
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ(১)।
জনা চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ(২)॥
বন্য শাক ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া, বড়ী, কড়ি,(৩) করে বিপ্রগণ॥
জনা পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নববস্ত্র পাতি তাহে পলাসের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটিরাশি উপপর্ব্বত হইল।
সূপ আদি ব্যঞ্জনভাণ্ড চৌদিকে ধরিল॥

১। 'স্তূপ'—রাশি বা ঢিপী।

২। 'সূপ'—দাউল।

৩। 'কড়ি'—দধি ও সেবন সংযোগে প্রস্তুত করা ব্রজবাসিদিগের খাদ্য শেষ।

তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী(১)।
পায়স মথনি সব পাশে ধরি আনি ॥
হেন মতে অন্নকূট করিয়া সাজন।
পুরী-গোঁসাঞি গোপালের কৈল সমর্পণ ॥
অনেক ঘট পূরি দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমতি হইল ॥
ইহাঁ অনুভব কৈল মাধব-গোঁসাঞি।
তাঁর ঠাঁঞি গোপালের লুকা কিছু নাই ॥
একদিন উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।
গোপাল প্রভাবে হয় অন্যে না জানিল ॥

১। ‘শিখরিণী রসলা। *

---

* শিখরিণী নির্ম্মাণ করিবার প্রক্রিয়া যথা—সূদশাস্ত্রে—অর্দ্ধাঢ়কং সুচিরপর্য্যুষিতস্য দধ্নঃ, খণ্ডস্য ষোড়শপলানি শশিপ্রভস্য। সর্পিঃ পলং মধুপলং মরিচং দ্বিকর্ষং শুণ্ঠ্যাঃ পলার্দ্ধমপি চার্দ্ধপলং বীড়স্য। শ্লক্ষ্ণে পটে ললনয়া মৃদুপাণিঘৃষ্টা কর্পূরধূলিসুরভীকৃতভাণ্ডসংস্থা, এষা বৃকোদরকৃতা সুরসা রসালা, যা ভক্ষিতা ভগবতা মধুসূদনেন।

সুচির পর্য্যুষিত দধি অর্দ্ধাঢ়ক, শুভ্রচিনি ষোড়শ পল, ঘৃত এক পল, মধু এক পল, মরীচ দুই কর্ষ। শুণ্ঠী দুই কর্ষ, বীড়লবণ দুই কর্ষ, এই সমস্ত দ্রব্য শ্লক্ষ্ণ বস্ত্রে ললনা রমণী মৃদুকরতলদ্বারা ঘর্ষণ করাইয়া কর্পূরধূলিদ্বারা সুগন্ধি ভাণ্ডে রাখিতে হইবে। এই শিখরিণী ভীম প্রস্তুত করেন, এবং ভগবান্ মধুসূদন ভক্ষণ করেন।

আচমন দিয়া দিল বিড়ক সঞ্চয়(১) ।
আরতি করিল লোকে করে জয় জয় ॥
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া ।
নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া ॥
তৃণটাটি দিয়া চারিদিগ্ আবরিল ।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥
পুরী-গোঁসাই আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে ।
আবাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥
সবে বসি ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল ।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥
অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল ।
গোপাল দেখিয়া সেই সব(২) ভাত খাইল ॥
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার ।
পূর্ব্বে অন্নকূট যৈছে হৈল সাক্ষাৎকার ॥
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল ।
সেই সেই সেবা মধ্যে সবা নিয়োজিল ॥
পুনঃ দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান ।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান ॥
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল ।
আশপাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥
একৈক দিন একৈক গ্রামে অলইল মাগিয়া ।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা ॥

১। 'বিড়ক'—পানের খি[illegible] ২। 'সেইসব'—তাহারা সকলে ।

রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন।
পুরী-গোঁসাই কৈল কিছু গব্য ভোজন॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ॥
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল॥
পূর্ব্বদিন প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন॥
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণ সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজপ্রীতি ব্রজবাসী প্রতি॥
মহাপ্রাসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ শোক॥
আশ পাশ ব্রজভূমে যত গ্রাম সব।
একৈকদিন সবে করে মহোৎসব॥
গোপাল প্রকট শুনি নানাদেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি॥
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাকভাণ্ডার কৈল কেহত প্রাচীর॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল॥

গৌড় হৈতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী-গোসাই রাখিল তাঁরে করিয়া যতন॥
সেই দুয়ে শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হয় পুরীর আনন্দ বাড়িল॥
এইমতে বৎসর দুই করিল সেবন।
একদিন পুরী-গোঁসাই দেখিল স্বপন॥
গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়॥
মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে॥
স্বপ্ন দেখি-পুরী-গোঁসাই হৈলা প্রেমাবেশ।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ॥
সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিয়া স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিল গমন॥
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে॥
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লৈল যত্ন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁর দীক্ষা দিয়া॥
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখিয়া বিহ্বল হৈল মন॥
নৃত্য গীত করি জগমোহনে বসিলা।
কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে ইহা হৈল অনুমানে॥

যেমত ইহাঁ ভোগ লাগে সকল শুনিব।
তেমত অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাব॥
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥
গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধি যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরী-গোঁসাই কিছু মনে বিচারিল॥
অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সারি আরতি বাজিল॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহিরে আইলা কিছু না কহিল আর॥
অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহে মানি অপরাধে॥
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন॥
নিজ কৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন।
স্বপ্নে ঠাকুর আসি বলিলা বচন॥

উঠহ পূজারী কর দ্বার বিমোচন ।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয় ।
তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায় ॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা ।
তাহাকেত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥
স্বপ্ন দেখি পূজারী উঠি করিল বিচার ।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥
ধড়ার আচলতলে পাইল সেই ক্ষীর ।
স্থান লেপি ক্ষীর লঞা হইল বাহির ॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা ।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিঞা ॥
ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী ।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥
ক্ষীর লঞা পুরী তুমি করহ ভক্ষণে ।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥
এত শুনি পুরী-গোঁসাঞি পরিচয় দিল ।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল ॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী ।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত ।
কৃষ্ণ সে ইহার বশ হয় যথোচিত ॥
এতবলি নমস্করি করিলা গমন ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥

পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি(১) রাখিল॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশে হয় অদ্ভুতকথন॥
ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল লোকসব শুনি।
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি॥
এই ভয়ে রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেই খানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাঁসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায়॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি।
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইঞা।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লঞা(২)॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥
জগন্নাথ সেবক যত যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল শ্রীগোপাল বৃত্তান্ত॥

---

(১) 'ঠিকারি'—মৃণ্ময় ক্ষীরপাত্রের খোলা।
(২) 'লাগ লঞা'—পাছু লইয়া।

গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দনলাগি করিল যতন॥
রাজপাত্র সনে যার যার পরিচয়।
তাঁরে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয়॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরী-গোঁসাইর সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে॥
ঘাটে দান ছড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরী-গোঁসাইর করে॥
চলিল মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কত দিনে রেমুণাতে মিলিল আসিয়া॥
গোপীনাথ চরণে কৈল বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করিলা অপার॥
পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল॥
সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষ রাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন॥
গোপাল আসিয়া কহে শুনহ মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কর্পূর সহিত ঘসি এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়।
ইহাঁকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয়॥
দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥

এত বলি গোপাল গেল গোঁসাই জাগিল ॥
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিল ॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥
ইহাঁকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥
পুরী কহে এই দুই ঘসিবে চন্দন।
আর জনা দুই দেহ দিব যে বেতন ॥
এমতে চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘসিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥
গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃতচরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরীসম ভাগ্যবান কেহ নাহি আর ॥
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা ॥

যাঁর লাগি গোপিনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি॥
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী-গোঁসাইয়ের প্রেম উথলিল॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল॥
মহাদয়াময় প্রভু ভকত বৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল॥
পুরীর প্রেম পরকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া॥
ভোকে রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন জন চন্দন ভার বহি লঞা যায়॥
মোণেক চন্দন, তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাব এই আনন্দ প্রচুর॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া॥
ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি(১) অপার।
কেমতে চন্দন নিমু নাহি এ বিচার॥

১। 'জগাতি'—চুঙ্গী হিন্দিভাষা—বিক্রেয় দ্রব্যের কর আদায়ের স্থান।

সঙ্গে এক বট(১) নাহি ঘাটী দান দিতে।
তথাপি উৎসাহ বড় হৈল লঞা যাইতে ॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার ॥
এই তাঁর গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাড়িল মনে দুঃখ না গণিল ॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান ॥
এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয়কৃষ্ণ ব্যবহার।
বুঝিতেহ আমা সবার নাহি অধিকার ॥
এত বলি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক ॥
ঘসিতে ঘসিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥
রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥
(২)এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী।
তাঁহার কৃপায় স্ফুরে মাধবেন্দ্রবাণী ॥

১। 'বট'—কপর্দ্দক এককড়া কড়ি।

২। 'এই শ্লোক কহিয়াছে......নাহি চৌঠাজন'। রাধা ঠাকুরাণী এ
শ্লোক কহিয়াছেন তাঁহার কৃপায় মাধবেন্দ্রের বাণী—বাগিন্দ্রিয়ে স্ফুরে স্ফূ
হয় অর্থাৎ আবির্ভূত হয়। গৌরচন্দ্র রাধাভাবে এই শ্লোক আস্বাদন করিয়াছে

কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠাজন॥
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে॥

তথাহি—*

অয়ি! দীনদয়ার্দ্র! নাথ! হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিতে॥

অয়ি দীনদয়ার্দ্র! দীনেষু—দুঃখিতেষু—দয়য়া—অনুকম্পয়া আর্দ্র—দ্রবীভূত! হে নাথ! হে মথুরানাথ! কদা অবলোক্যসে দৃশ্যসে, কদা কেহিভ্যাং বক্তিভবো [illegible]ঃ। ময়েতিশেষঃ। হে দয়িত! হে প্রিয়! ত্বদবলোকায় তব দর্শনায় কাতরং [illegible]ষ্টং মে হৃদয়ং মনঃ ভ্রাম্যতি ঘূর্ণতে, অহং কিং করোমি, কেন উপায়েন তব [illegible]শনং করোমি, তদুপদিশ। ত্বং তূর্ণং ব্রজমাগত্য দর্শনং দেহি অত্যল্পবিলম্বে মে [illegible]প্রাণাঃ স্বয়ং যাস্যন্তীতিধ্বনিঃ। প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধিকায়া উক্তিরিয়ম্।

হে দীনদয়ার্দ্র নাথ! হে মথুরানাথ! আমি কবে তোমার দর্শন পাইব। হে প্রিয়! তোমার দর্শনের নিমিত্ত আমার হৃদয় কাতর হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছে আমি কি করিব তাহা উপদেশ দেও।

সুতরাং এই শ্লোক আস্বাদিতে চৌঠা—চতুর্থ জন নাই। অর্থাৎ মাধবেন্দ্রপুরী [illegible]দৃশ শ্রীরাধার করুণাপাত্র আর নাই বলিয়া অন্যের বাগিন্দ্রিয়ে এই শ্লোকের আবির্ভাব হয় না, শ্রীরাধাভাবে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরাধার উক্তি শ্লোক আস্বাদন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যে পারে না। একারণ কাহলেন, "ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠা জন"।

---

* পদ্যাবল্যাং মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যম্।

আস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥
প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতিউতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে হাঁসে, কান্দে নাচে গায় ॥
অয়ি দীন অয়ি দীন বোলে বার বার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী বহে অশ্রুধার ॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাঙ্গ, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, কভু গর্ব্ব দৈন্য ॥
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥
লোকের সঙ্ঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥
ঠাকুরে শয়ন করাঞা পূজারী হইল বাহির।
প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বারোক্ষীর ॥
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চক্ষীর লৈল ॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া(১) দিল।
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে বাঁটিয়া খাইল ॥
গোপীনাথ রূপে যদ্যপি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥
নাম সংকীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইল।
মঙ্গল আরতি দেখি প্রভাতে চলিল ॥

১। 'বাহুড়িয়া'—ফিরাইয়া।

এইত আখ্যানে কহি দোঁহার(১) মহিমা ।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তপ্রেমসীমা ॥
শ্রীগোপাল, গোপীনাথ, পুরী-গোঁসাঞির গুণ ।
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেইজন ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৩ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-
চরিতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

---

১ । 'দোঁহার'—শ্রীগোপীনাথের ও মাধবেন্দ্রপুরীর ।

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম।
বরাহ-ঠাকুর দেখি করিল প্রণাম ॥
নৃত্য গীত কৈল প্রেমে, বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন ॥
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল স্তবন ॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে ॥

যঃ প্রতিমাস্বরূপঃ অর্চ্চাবিগ্রহস্বরূপোঽপি শতাহগম্যং শতদিনগম্যং দেশং পদ্ভ্যাং চলন বিপ্রকৃতে ব্রাহ্মণার্থং যযৌ গতবান্, অতএব অদ্ভুতা ইহা চেষ্টা যস্য তথাভূতং অদ্ভুতেহং তং সাক্ষিগোপালং সাক্ষিপ্রদগোপালং অহং নতোঽস্মি।

যিনি প্রতিমা স্বরূপ হইয়া শতদিন গম্য দেশ পদদ্বারা চলিয়া গমন করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতচেষ্টিত সাক্ষিগোপালকে নমস্কার করি। —

নিত্যানন্দ-গোঁসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা॥
সাক্ষিগোপালের কথা শুনি লোকমুখে।
সেই কথা প্রভু আগে কহেন মহাসুখে॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুইত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিলা গমন॥
গয়া, বারাণসা, আদি প্রয়াগ, করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা॥
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ বন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন॥
(১)বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়॥
কেশীতীর্থে কালিয়হ্রদাদিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাহাঁ করিল বিশ্রাম॥
গোপালসৌন্দর্য্য দোঁহার মন নিল হরি।
সুখ পাঞা রহে তাহাঁ দিন দুই চারি॥
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা তাঁর করেন সহায়॥
ছোট বিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন॥
বিপ্র বলে তুমি মোর বহু সেবা কৈলে।
সহায় হইয়া আর তীর্থ করাইলে॥

১। বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের পুরাতন শ্রীমন্দিরের উত্তরে, পথের ধারে উক্ত সাক্ষিগোপালের মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমায় না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান॥
ছোট বিপ্র কহে শুন বিপ্র মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেন যেই নাহি হয়॥
মহা-কুলীন তুমি বিদ্যাধনাদি প্রবীণ।
আমি অকুলীন আর ধন বিদ্যাহীন॥
কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার॥
ব্রাহ্মণ সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাড়য়॥
বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিল নিশ্চয়॥
ছোট বিপ্র বলে তোমার স্ত্রী পুত্র সব।
বহু জ্ঞাতিগোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব॥
তা সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে॥
বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজধন।
নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন॥
তোমাকে কন্যা দিব সবাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার॥

ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান নিজ কন্যা ইহাঁরে আমি দিল ॥
ছোট বিপ্র বলে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইব যদ্যন্যথা দেখি ॥
এত বলি দুই জন চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে ॥
দেশে আসি দুই জন গেলা নিজ ঘর।
কতদিনে বড় বিপ্র চিন্তিত অন্তর ॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥
একদিন নিজলোকে একত্র করিল।
তা সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥
শুনি সব গোষ্ঠী তার করে হাহাকার।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিবে আর ॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস ॥
বিপ্র বলে তীর্থবাক্য কেমনে করি আন্(১)।
যে হউক সে হউক আমি দিব কন্যাদান ॥
জ্ঞাতি লোক কহে মোরা তোমাকে ছাড়িব।
স্ত্রী পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব ॥

১। 'আন্'—অন্যথা।

বিপ্র বলে সাক্ষী বোলায়া করিবেক ন্যায়(১)।
জিতে কন্যা লবে মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম যায়॥
পুত্র বলে প্রতিমা সাক্ষী সেহ দূরদেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে॥
নাহি কহি না কহিও এ মিথ্যা বচন।
সবে কবে মোর কিছু নাহিক স্মরণ॥
তুমি যদি কহ আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি॥
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপালচরণ॥
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় না মরে নিজজন।
দুই রক্ষা কর গোপাল লইনু স্মরণ॥
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল।
আর দিন লঘুবিপ্র(২) তাঁর ঘরে আইল॥
আসিয়া পরমভক্তে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে কর দুই যুড়ি॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার বিচার॥
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি॥
অরে অধম মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চাঁদ যেন চাহত ধরিতে॥

১। 'ন্যায়'—অভিযোগ নালিশ।
২। 'লঘুবিপ্র'—ছোট বিপ্র।

ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল॥
সব লোক বিপ্রে তবে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল॥
ইহ মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার।
এবে যে না দেন পুছ ইহাঁর ব্যবহার॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
কন্যা কেন না দেহ যদি দিয়াছ বচন॥
বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি মোর নাহিক স্মরণ॥
এত শুনি তাঁর পুত্র বাক্যছল পাঞা।
প্রগল্ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া॥
তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি এ দুষ্টের লইতে হৈল মন॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি সবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল॥
সব ধন লঞা কহে চোরে নৈল ধন।
কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে॥
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয়॥
তবে ছোটবিপ্র কহে শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য বচন॥

এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা॥
তবে মুঞি নিষেধিনু শুন দ্বিজবর।
"তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন॥"
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বারবার।
তোরে কন্যা দিব তুমি করহ স্বীকার॥
তবে আমি কহিলাম শুন মহামতি।
তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির না হবে সম্মতি॥
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন॥
কন্যা তোরে দিব দ্বিধা না করিহ চিতে।
আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে॥
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন॥
তবে ইহ গোপালেরে আসিয়া কহিল।
তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।
কহিলাম তাঁর পদে মিনতি করিয়া॥
যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা হইও সাবধান॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥

তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা॥
তবে আমি কন্যা দিব জানিহ নিশ্চয়।
তাঁর পুত্র কহে এই ভাল বাত হয়॥
বড় বিপ্রের মনে কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহ করিবে প্রমাণ॥
পুত্রের মনে প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।
দুই বুদ্ধ্যে দুই জন হইলা সম্মতে॥
ছোটবিপ্র বলে পত্র করহ লিখন॥
পুনঃ যেন নাহি চলে এ সব বচন॥
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সর্ব্বজন।
এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহাঁর নাহি কভু মন।
স্বজন মৃত্যুভয়ে কহে লট্‌পটি(১) বচন॥
ইহাঁর পুণ্যে কৃষ্ণ আমি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু॥
এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে॥
তবে সেই ছোটবিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ॥

১। 'লট্‌পটি'—গোলমেলে।

ব্রহ্মণ্যদেব ! তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়॥
কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয়॥
কৃষ্ণ কহে বিপ্র তুমি যাহ স্বভবন।
সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণ॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
প্রতিমা স্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব॥
বিপ্র বলে যদি হও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারু নহিবে প্রতীতি॥
এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তুমি সর্ব্বলোক মানে॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি।
বিপ্র বলে প্রতিমা হঞা কহ কেন বাণী॥
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য করণ॥
হাঁসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমা পাছে পাছে আমি করিব গমন॥
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে।
নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবা।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা॥

এক সের অন্ন মোরে করিহ সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ।
তাঁর পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তমান্ন পাক করি করায় ভোজন ॥
এইমতে চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা।
গ্রামের নিকটে আসি মনেতে চিন্তিলা ॥
এবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমন ॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহাঁ যদি রহেন তবু নাহি কিছু ভয় ॥
এত ভাবি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাঁসিয়া গোপাল দেব তাঁহাই রহিল ॥
ব্রাহ্মণেরে কহে তুমি যাহ নিজ ঘর।
এথায় রহিব আমি না যাব অতঃপর ॥
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল ॥
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে ॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত।
প্রতিমা চলিয়া আইলা শুনিয়া বিস্মিত ॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥

সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড়বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর(১)।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর॥
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হইলাম দোঁহে মাগ বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অনন্তর॥
যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোকে জানে॥
গোপাল রহিলা দুঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইলা সব দেশের লোকজন।
সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
সাক্ষিগোপাল বলি তাঁর খ্যাতি হইল॥
এইমত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥
উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
সেই দেশ জিনি নৈল করিয়া সংগ্রাম॥
সেই রাজা জিনি নিল তাঁর সিংহাসন।
মাণিক সিংহাসন নাম অনেক রতন॥
পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য।
গোপাল চরণে মাগে চল মোর রাজ্য॥

১। 'ঈশ্বর'—গোপাল।

তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল ॥
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্য সিংহাসন ॥
কটকে গোপাল সেবা করিল স্থাপন।
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে।
ভক্তি করি বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয় ॥
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত ॥
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে ॥
বালককালে মাতা মোর নাসাছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজাকে কহিল।
রাজা সহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা ॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি ॥
নিত্যানন্দ মুখে শুনি গোপাল-চরিত।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত সহিত ॥

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণে দেখে যেন দোঁহে একমূর্ত্তি॥
দুঁহে এক বর্ণ, দুঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দুঁহে রক্তাম্বর, দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥
মহাতেজোময় দুঁহে কমল নয়ন।
দুহাঁর ভাবাবেশ মন চন্দ্রবদন॥
দুঁহে দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারঠারি করি হাঁসে ভক্তগণ সঙ্গে॥
এইমতে মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া॥
ভুবনেশ্বর, পথে যৈছে কৈল দরশন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
কমলপুরে আসি ভার্গী নদী স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে॥
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা সবে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায়॥
হাঁসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন॥

চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা।
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য-প্রকাশিলা॥
নিত্যানন্দ কহে প্রভু দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দে বলে দণ্ড হইল তিন খণ্ড॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিনু।
তোমাসহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু॥
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাহা পড়িল কিছু না জানিল॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যে উচিত হয় মোর কর তাহা দণ্ড॥
শুনি কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিলা॥
নীলাচলে আনি মোর সবে হিত কৈলা।
সবে দণ্ডধন ছিল তাহা না রাখিলা॥
তুমি সব আগে যাহা ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাব না যাব সহিতে॥
মুকুন্দ-দত্ত কহে প্রভু তুমি যাহ আগে।
আমি সব পাছে যাব না যাব তোমার সঙ্গে॥
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি॥
ইহঁ কেন দণ্ড ভাঙ্গে তিঁহ কেন ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া ক্রুদ্ধ হয় বুঝা নাহি যায়॥
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে দুহাঁর পদে যার ভক্তি ধীর॥

ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে পাইবে সেই গোপাল চরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-
চরিতাস্বাদনং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

যঃ গৌরচন্দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ কুতর্কেন ভগবদ্ভক্তি-প্রতিকূলতর্কেন কর্কশঃ কঠিনঃ আশয়ঃ মনোবৃত্তির্যস্য তং কুতর্ককর্কশাশয়ং সার্ব্বভৌমং বাসুদেব-সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যং ভক্তিভূমানং ভক্তিনিপুনং আচরৎ চকার, তং গৌরচন্দ্রং নৌমি। কিম্ভূতঃ? সর্ব্বভূমা সর্ব্বতো মহানিত্যর্থঃ।

যিনি কুতর্ককঠিন হৃদয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিনিপুণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বতো মহান্ শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্তুতি করি।

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িয়া প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন।
পড়িছা(১) মারিতে তিঁহ কৈল নিবারণ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌমের হৈল বিস্ময় অপার॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥
শিষ্য পড়িছা দ্বারা নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া॥
শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্য সিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত ভাব হয়॥
অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার॥

১। 'পড়িছা'—ভৃত্যবিশেষ। উড়িয়া ভাষা।

এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া ।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিলা গিয়া ॥
(১)তাঁহা শুনি লোক কহে অন্যোহন্য বাত ।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ ॥
মূর্চ্ছিত হইলা চেতন না হয় শরীরে ।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেলা ঘরে ॥
শুনি সবে জানিলেন মহাপ্রভুর কার্য্য ।
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথ আচার্য্য ॥
নদীয়া নিবাসী বিশারদের জামাতা ।
মহাপ্রভুর ভক্ত তিঁহ প্রভুর তত্ত্ব জ্ঞাতা ॥
মুকুন্দ সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয় ।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হৈল বিস্ময় ॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈল নমস্কার ।
তিঁহ আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥
মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহা হৈল আগমনে ।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিকে আচার্য্য কৈল নমস্কার ।
সবে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার ॥
মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিঞা ।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবে লঞা ॥
আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে ।
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে ॥

১। 'তাঁহা'—সিংহদ্বারে—শুনি শুনিয়া ।

অন্যান্য লোকমুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভু অনুমান কৈল॥
ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লঞা গেল আপন ভবন॥
তোমার মিলনে আমার যবে হৈ এমন।
দৈবে সেই ক্ষণে পাইলুঁ তোমার দর্শন॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন॥
এত শুনি গোপীনাথ সবাকারে লঞা।
সার্ব্বভৌম ঘরে গেলা হয়ষিত হঞা॥
সার্ব্বভৌম স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ষ হৈল॥
সার্ব্বভৌমে জানাইঞা সবারে নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞিরে তিঁহ কৈল নমস্কারে॥
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ হর্ষমন॥
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজ পুত্র দিল সবার সাথে॥
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ॥
সবে মিলি তবে তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল॥
প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে॥

উচ্চ করি করে সবে নাম সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি॥
সার্ব্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন(১)।
মুঞি ভিক্ষা দিব আজি মহাপ্রসাদান্ন॥
সমুদ্রে স্নান করি প্রভু শীঘ্র আইল।
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল॥
সুবর্ণ থালিতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন॥
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফ্ রা ব্যঞ্জনে॥
পীঠা পানা দেহ তুমি ইহাঁ সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে॥
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥
এত বলি পীঠা পানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা॥
আজ্ঞা মাগি গোপীনাথ আচার্য্য লইয়া।
প্রভুর নিকটে আইলা ভোজন করিয়া॥
নমঃ নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল।
কৃষ্ণে মতি রহু বলি গোসাই কহিল॥

১। 'মধ্যাহ্ন'—মধ্যাহ্নকৃত্য; স্নানাদি।

শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহোঁ বচনে জানিল॥
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোঁসাঞির জানিতে চাহি কাহাঁ পূর্ব্বাশ্রম॥
গোপীনাথ আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম, পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর তাঁহার ইহো পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
(১)বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর(২) মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা(৩) পূজ্য করি মানি॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীতি হঞা গোঁসাঞিরে কহিতে লাগিলা॥
সহজেই পূজ্য তুমি আরেত সন্ন্যাস।
অতএব হও তোমার আমি নিজ দাস॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন॥
তুমি জগদ্গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥

১। 'বিশারদ'—সার্ব্বভৌমের পিতা।
২। 'তাঁর'—বিশারদের।
৩। 'দোঁহা'—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও মিশ্র পুরন্দর।

আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর ইহা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে আমার পালন॥
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে করিলা তুমি আমার অব্যাহতি॥
ভট্ট কহে একলে তুমি না যাইও দর্শনে।
আমার সঙ্গে যাবে কিবা আমার লোকসানে॥
প্রভু কহে মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব।
গোপীনাথ আচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোঁসাঞিরে করাইও দরশন॥
আমার মাতৃষ্বসা গৃহে নির্জ্জন স্থান।
তাঁহা বাসা দেহ কর সর্ব্বসমাধান॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা॥
মুকুন্দ-দত্ত আইল সার্ব্বভৌম স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিলা বচনে॥
প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহুত প্রীতি বাড়ে ইহার উপর॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইহার শুনিতে হয় মন॥

গোপীনাথ কহে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহাঁর কেশব ভারতী মহাধন্য॥
সার্ব্বভৌম কহে ইহার নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম॥
গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায়েতে উপেক্ষা॥
ভট্টাচার্য্য কহে ইহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥
নিরন্তর ইহাঁকে বেদান্ত শুনাইব।
(১)বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট(২) দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথ আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা॥
ভট্টাচার্য্য তুহি ইহাঁরনা জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাঁতেই সীমা॥

১। 'বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে'—বৈরাগ্য—প্রপঞ্চবস্তুতে অনাশক্তি। অদ্বৈত-মার্গে—শ্রীশঙ্করাচার্য্যপ্রদর্শিত জীবব্রহ্মের একতা ও তদিতরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক মতবিশেষ।

২। 'যোগপট্ট'—সন্ন্যাসীদিগের যে বস্ত্রদ্বারা পৃষ্ঠ জানু বন্ধন হয় তল্লক্ষণম্—

পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ম্।
পরিবেষ্ট্য যদূর্দ্ধস্তু তিষ্ঠেত্তৎ যোগপট্টকম্॥

পৃষ্ঠ ও জানু বলয়ের ন্যায় দৃঢ়ভাবে পরিবেষ্টন করিয়া যে বস্ত্র উর্দ্ধে থাকে তাহার নাম যোগপট্ট।

তাহাতে বিখ্যাত ইহঁ পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমত ঈশ্বর লক্ষণে(১)॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
(২)আচার্য্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাঁহারে।
সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥

তথাহি—*

অথাপি তে দেব! পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

নমু, এবং জ্ঞানৈকসাধ্যে মোক্ষে কিমিতি ভক্তিরুদ্ঘোষিতা অত আহ—অথাপীতি। যদ্যপি হস্তপ্রাপ্যমিব জ্ঞানমুক্তং অথাপি হে দেব! তব পদাম্বুজদ্বয়স্য মধ্যে একস্যাপি যঃ প্রসাদলেশোঽপি তেন অনুগৃহীতে এব ভগবত স্বং মহিম্নস্তত্ত্বং জানাতি। হে ভগবন্! তে মহিম্নস্তচমিতি বা নত্ব একোঽপি কশ্চিনপি চিরমপি বিচিন্বন্ অত দংশাপবাদেন বিচারয়ন্নপীত্যর্থঃ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! তোমার চরণকমলদ্বয়ের প্রসাদলেশানুগৃহীত ব্যক্তি তোমার মহিমার তত্ত্ব অবগত হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তি চিরকাল বিচার করিয়াও জানিতে পারে না।

১। বিজ্ঞমত ঈশ্বর লক্ষণে ইত্যাদি। বিজ্ঞমতে অর্থাৎ বিজ্ঞগণ ইহাঁর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া, এবং ইহাঁর ঈশ্বর লক্ষণ দেখিয়া আমরা ইহাঁকে ঈশ্বর বলি ইহা এই পয়ারার্দ্ধের ব্যাখ্যা।

২। 'আচার্য্য কহে'—ইত্যাদি—ঈশ্বরজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরকে যথাযথ অনুভব

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মণঃ স্তুতিবাক্যম্॥

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব না পার জানিতে॥
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে॥
সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমাতে ঈশ্বরকৃপা ইথে কি প্রমাণে॥
(১)আচার্য্য কহে বস্তুবিষয়ে বস্তু জ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥
ইহাঁর শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন॥
তবুত ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়ায় এই বলি ব্যবহার॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি হাঁসি সার্ব্বভৌম বলিল বচন॥

অনুমানে হয় না। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের কেবল অস্তিত্বমাত্র অনুভূতি হইয়া থাকে, কিন্তু যথাযথ ঈশ্বরজ্ঞান কেবল ঈশ্বরের কৃপায় হয়, তাহা বলিতেছেন; ঈশ্বরের কৃপা......জানিবারে পারে।

১। 'বস্তুবিষয়ে......কৃপাতে প্রমাণ'। যে বস্তু যাদৃশ তদ্বিষয়ে তাদৃশ জ্ঞান, বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান। যেমন রজ্জুকে রজ্জুরূপে জ্ঞান, শুক্তিকে শুক্তিরূপে জ্ঞান প্রভৃতি। কিন্তু রজ্জুকে সর্প বলিয়া এবং শুক্তিকে রজত বলিয়া জ্ঞান বস্তু-বিষয়ে বস্তুজ্ঞান নহে

ইষ্ট গোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্টে কহি কিছু না লইও দোষ॥
মহাভাগবত হয় চৈতন্য-গোঁসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাই॥
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া তুমি কর অভিমানে॥
ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থ বাক্যে নাহি অবধান॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি তাঁর নাম॥
প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥

তথাহি—*

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্লতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

তথাহি—তত্রৈব। ‡

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৮ম অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যম্।

‡ ১১শ স্কন্ধে, ৫ম অধ্যায়ে, জনকং প্রতি করভাজনবাক্যম্।

এই দুই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৩য় পঃ ৫৫।৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তথাহি—*

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ †

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
(১) ঊষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে ॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ ॥

তথাহি—‡

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ,
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।

ননত্র মতে স্বজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদাসহিষ্ণবোঽন্যেঽদ্বৈতবাদিনো বিব-
ন্তু তৈশ্চান্যে নৈয়ায়িকাঃ যোড়শপদার্থবাদিত্বাৎ দ্বৈতবাদিনো বিবদন্তে,
শ্চান্যে বৈশেষিকাঃ সম্বদন্তে, তৈঃ সর্ব্বৈশ্চান্যে ন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি
ন্তো মীমাংসকা বিবদন্তে, তৈশ্চান্যে স্বভাববাদিনঃ সংবদন্তে, তেচ তত্ত্ববিত্তি-
াদিতা অপি কুতঃ পুনর্মুহন্তীতি তত্রাহ—যচ্ছক্তয়ঃ যস্য মায়াশক্তিবৃত্তয়ো
তাং সমাদধতাং বাদিনাং তত্রাক্ষেপকৃতাং বিবাদস্য কচিৎ সম্বাদস্যচ ভুব উৎ-
হেতবো ভবন্তি, প্রয়োজনমাহ—আত্মমোহমিতি আত্মানং জিজ্ঞাসমানানাম-

---

যাঁহার শক্তি অর্থাৎ মায়াবৃত্তি সকল তর্কনিষ্ঠবাদি-প্রতিবাদীর বিবাদ ও

১। 'ঊষর ভূমি'—অনুর্ব্বরা ভূমি—যাহাতে কোন শস্যাদি জন্মে না।

---

* মহাভারতে দানধর্ম্মে নবতিতমশ্লোকঃ।

† এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ আদিলীলার ২০শ পঃ, ৫৬ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

‡ শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে, ৪র্থ অধ্যায়ে, ২৬ শ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য দক্ষ-
বচনম্।

কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥

তথাহি—তত্রৈব।*

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং ন দুর্ঘটম্‌॥

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাঁহ গোঁসাঞির স্থানে।
আমার নামে গণ সহিত কর নিমন্ত্রণে॥

পীতার্থঃ। মুহুরিতি তত্রাবিচ্ছেদঃ সূচিতঃ। অনন্তগুণায়েত্যানন্তশব্দস্যাত্রে ঽহনাশবাচিত্বাৎ গুণানামনশ্বরত্বং নিঃসীমত্বঞ্চোক্তং। ইমে চাস্যেচ নিত্যা যত্র মহাগুণা ইতি পৃথিব্যুক্তৌ নিত্যা ইতিপদেন নাস্তং গুণানাম জগদুর্যোগেশ্বরা যে ভবপাদমুখ্যা ইতি সূতোক্তৌচ অগুণস্তেতি যোগেশ্বরা পদাভ্যাং জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি হেয়ৈর্গুণাদিভিরিত্যুপন্যাসেনচ তদীয়গুণানামপ্রাকৃতত্বাবগমেঽপ্যবাস্তবত্বমাচস্তেঽপরাধিনঃ কথমবিদ্যয়া ন মুহ্যন্তামিতি ভাবঃ।

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।

বিবক্ষাভেদেন সর্ব্বং যুক্তমেব মায়য়া চ কিং নাম ন যুক্তমিত্যাহ—যুক্তমি যথা ব্রাহ্মণা ভাষন্তে, তদ্যুক্তঞ্চ বস্তুতঃ যস্মাৎ সন্তি, সর্ব্বত্রান্তর্ভূতানি সর্ব তত্ত্বানি। কিঞ্চ মায়ামতি। অসত্ত্বেঽপি মায়াশ্রয়ত্বাৎ ঘটত এবেত্য উদ্গৃহ্য স্বীকৃত্য নহি মরীচিজলপরিমাণাদিবিবাদে কিঞ্চিদ্ঘটিতমিব ভবতি।

সংবাদের উৎপত্তির হেতু হয় এবং তাহাদিগের বারম্বার আত্মমোহ কা সেই অনন্ত গুণ এবং অপরিচ্ছিন্ন মহিমান্বিত ভগবান্‌কে প্রণাম করি।

ভগবান্‌ উদ্ধবকে কহিলেন, হে উদ্ধব! ব্রাহ্মণগণ যাহা নির্ণয় করিয়াছে তাহা অযুক্ত নহে, যেহেতু সর্ব্বত্রই সকল তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে, আমার মা স্বীকার করিয়া যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা কিছুই দুর্ঘট নহে।

---

* ১১শ স্কন্ধে, ২২ অধ্যায়ে, ৩য় শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্‌।

প্রসাদ আনি তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইও শিক্ষা॥
আচার্য্য ভগিনীপতি, শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা স্তুতি হাস্যে শিক্ষা করান্ আচার্য্য॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ॥
গোঁসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা॥
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ॥
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন কি দোষ ইহাতে॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা॥
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা॥
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই সে কর্ত্তব্য তুমি যেই মোরে কহ॥

সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা জানিতে না পারি ॥
প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি ॥
ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার লাগি সেই পুছে পুনর্ব্বার ॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি ॥
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল ॥
সূত্রের অর্থ-ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ, তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥
(১) সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থ তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥
উপনিষদ্-শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাস সূত্রে সব কয় ॥

১। "সূত্রের মুখ্য অর্থ......নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান।" ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ১৯৮।১৯৯ পৃষ্ঠায় দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা॥
(১)প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি, বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥

১। 'প্রমাণের মধ্যে' ইত্যাদি—প্রমা—যথার্থ জ্ঞান যাহার দ্বারা হয় তাহার নাম প্রমাণ। সেই প্রমাণ যথা,—১ প্রত্যক্ষ, ২ অনুমান, ৩ উপমিতি, ৪ শব্দ, ৫ অর্থাপত্তি, ৬ অনুপলব্ধি, ৭ অভাব, ৮ সম্ভব, ৯ ঐতিহ্য, ১০ চেষ্টা। ইহার মধ্যে যেমন মায়ামুণ্ড দর্শনে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার এবং অচির নির্ব্বাপিত বহ্নির ধূম দর্শনে অনুমানের ব্যভিচার দেখা যায়—এইরূপ সকল প্রমাণই দূষিত। কিন্তু শ্রুতি অপৌরুষেয় বাক্য বলিয়া শ্রুতিবাক্যে ভ্রম প্রমাদাদি দোষ না থাকায় শ্রুতি প্রধান প্রমাণ। সুতরাং যাহা নির্ণয় করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত।

তথাহি—*

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং,
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

(১)ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥

যা যা শ্রুতির্বেদঃ নির্ব্বিশেষং কেবলচিন্মাত্রং জল্পতি। সা সা সবিশেষমেব অভিধত্তে অভিধয়া বৃত্ত্যা শব্দস্য স্বাভাবিকী শক্তিরূপে মুখ্যবৃত্ত্যা কথয়তি। বিচারযোগে সতি হন্ত! তাসাং শ্রুতীনাং সবিশেষমেব প্রায়ং বাহুল্যেন বলিয়ঃ বলবৎ ভবতি।

যে যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষ বলিতেছেন, সেই সেই শ্রুতি মুখ্যবৃত্তিদ্বারা সবিশেষ বলিতেছেন। বিচার করিলে, শ্রুতিগণের সবিশেষ কথন প্রায়ই বলবৎ দৃষ্ট হয়।

১। ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—'ব্রহ্ম হইতে·····এই তিন চিহ্ন।

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি
জীবন্তি যৎ প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তী'ত্যাদি—

শ্রুতির অর্থে ব্রহ্ম তিনটী কারক দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত ভূত জন্মে ইহাতে ব্রহ্ম অপাদান কারক।* যাহাদ্বারা জীবিত হইতেছে ইহাতে ব্রহ্ম করণ কারক। এবং পরিণামে যাহাতে প্রবেশ করে ইহা দ্বারা ব্রহ্ম অধিকরণ কারক। সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তুর উপরোক্ত কারকত্রয় হওয়া অসম্ভব নিমিত্ত ব্রহ্ম সবিশেষ।

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে একবিংশাঙ্কধৃতহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রম্।

(১) ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন ॥
(২)ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥

তথাহি—*

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

রাগাত্মকবাৎসল্য-প্রেমবতীঃ স্তুত্বা রাগাত্মকসখ্য-প্রেমবতঃ স্তবন্নেব তত্রেণ বাৎসল্যাদিসর্ব্বরতীবতোঽপ্যুপশ্লোকয়তি—অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিতি। বীপ্সা

১। ভগবানের দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অপ্রাকৃতত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, "ভগবান্ বহু হৈতে……অপ্রাকৃত মন নয়ন"। সৃষ্টির পূর্ব্বে 'স ঐ ক্ষত প্রজয়া বহুস্যাং' এই সকল শ্রুতিদ্বারা যখন ব্রহ্মের বহু হইতে মন হইল তখন প্রাকৃত শক্তিকে অবলোকন করিলেন। অবলোকন ক্রিয়া নয়ন-ইন্দ্রিয়-সাধ্য। সুতরাং যৎকালে প্রকৃত শক্তিকে অবলোকন করেন তখন প্রাকৃত নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় নাই অথচ ব্রহ্মের নয়ন—ইন্দ্রিয়সাধ্য দর্শনক্রিয়া থাকায় নয়নেন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃতত্ব প্রতিপাদিত হইল। 'ব্রহ্ম শব্দদ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রতিপাদন করিতেছে' তাহা বলিতেছেন।

২। 'ব্রহ্ম শব্দে……ব্রহ্ম সবিশেষ'—ব্রহ্মশব্দের অর্থ—বৃহদ্বস্তু, ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ইহাই বেদের নিগূঢ় অর্থ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া পুরাণ বাক্যে তাহা নিশ্চয় করিয়াছেন।

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ১৪শ অধ্যায়ে, ৩০ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্।

অপানি শ্রুতিবর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥

অত্যানন্দচমৎকারেণ পরমানন্দমিতি ক্লীবত্বমার্ষং। তেন চ 'সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মে'তি শ্রুতিবাচ্যং ব্রহ্ম সূচয়তি পরমপদেন কৃষ্ণস্য তৎপ্রতিষ্ঠাত্বং পূর্ণপদেন ব্রহ্মস্বরূপানামংশাবতারাণাং ব্যাবৃত্তিঃ। এতাদৃশং ব্রহ্ম যেষাং শ্রীদামবালকানাং মিত্রং সখা। মিত্রত্বস্য স্বৎকালভবত্বং বারয়ন্ বিশিনষ্টি—সনাতনং সার্ব্বকালিকমিতি। মিত্রত্বস্য সার্ব্বকালিকত্বেন শ্রীদামাদীনামপি সর্ব্বকালিকত্বং জ্ঞাপিতং। অয়ন্তূত্তমো ব্রাহ্মণ ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণ্যস্যৈবোত্তমত্বাত্তদ্বিশিষ্টোঽপ্যুত্তম ইতিবদত্রাপি মিত্রত্বস্যৈব সনাতনত্বং বিবক্ষিতং। তথা মিত্রশব্দস্য বন্ধুমাত্রবাচকত্বাদেবঞ্চ ব্যাখ্যেয়ং। শ্রীমন্নন্দরাজব্রজবাসিমাত্রাণাং পশুপক্ষিপর্য্যান্তানাং সর্ব্বেষামেবাহো ভাগ্যমহোভাগ্যং কিং পুনর্নন্দস্য তস্য তদীয়গোপানাঞ্চ। কিং তদ্যেষাং বাৎসল্যাদিসর্ব্ববিধপ্রেমবতাং পরমানন্দং ব্রহ্ম সনাতনং মিত্রং বন্ধুঃ বন্ধুত্বোচিতপ্রীতিকর্ত্তৃ। যদ্বক্ষ্যতে গোপৈঃ ভুক্ত্যাজশ্চানুরোগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাং। নন্দতে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথমিত্যাত এব ব্রজবাসিষ্বৌৎপত্তিকানুরাগ্যেব পূর্ণব্রহ্মেত্যর্থ আয়াতঃ। তেন পরমানন্দমগ্না নন্দয়ন্তি ব্রজবাসিন ইতি তে সচ্চিদানন্দময়া এবাথচ পরমবিস্ময়রসবিষয়ীভূতা ইতি ধ্বনিতম্।

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাহাদের মিত্র সেই নন্দগোপ ব্রজবাসিগণের অহোভাগ্য।*

---

* এই শ্লোকদ্বারা স্বয়ং ভগবত্তা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই বিশ্রাম করে তাহা বলিলেন। কারণ কৃষ্ণশব্দ ব্রজরাজ নন্দনে রূঢ়ি। সেই কৃষ্ণই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

(১)স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥

তথাহি—*

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ †
যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ! সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥

হে নৃপ! অবিদ্যয়া বেষ্টিতা আবৃতা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ জীবশক্তিঃ সর্ব্বগা পি অখিলান্ সংসারতাপান্ অবাপ্নোতি।

হে রাজন্! সর্ব্বগা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি অবিদ্যা কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া অখিল সার তাপ প্রাপ্ত হয়।

১। আপানি শ্রুতি ইত্যাদি অপানিপাদো যবনো গৃহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ইত্যাদি শ্রুতির নাম অপানি শ্রুতি, "ব্রহ্মের হস্ত নাই গ্রহণ করিতে পারেন, পদ নাই বেগে ধাবিত হইতে পারেন, চক্ষু নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন" এই অর্থে গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সাধ্য। যখন হস্ত প্রভৃতির অভাবে গ্রহণাদি হইতে পারে না অথচ ব্রহ্মের হস্তাদি নাই ইহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্ত প্রভৃতি নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত হস্ত প্রভৃতি আছে ইহা প্রতিপাদিত হইল। এবং যাহার ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কলেবর তাঁহাকে নিরাকার কহায় আর যাঁহার স্বাভাবিক তিন শক্তি তাঁহাকে নিঃশক্তি বলিয়া নিশ্চয় করায় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতানুবর্ত্তিগণ অত্যন্ত ভ্রান্ত তাহা বলা হইল।

---

* শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে সত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়সপ্তমাধ্যায়স্যৈকষষ্টিতমঃ শ্লোকঃ।

† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে ২২১পৃষ্ঠে দৃশ্য।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল! তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

তথাপি— *

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ †

সৎ, চিৎ, আনন্দ. ময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত, যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
(১)মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীব ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহ ত অভেদ॥

হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিতয়া অবিদ্যয়া তিরোহিতত্বাৎ সবারতত্বাৎ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বপ্রাণীষু তারতম্যেন উৎকর্ষাপকর্ষভাবেন বর্ত্ততে। বস্তুতঃ অনুচৈতন্য স্বরূপত্বাৎ জীবানাং ন তারতম্যম্।

হে ভূপাল! অবিদ্যাকর্ত্তৃক আবরণ নিমিত্ত জীবশক্তি সর্ব্বভূতে তারতম্যরূপে বর্ত্তমান আছে। বস্তুত জীবগণের অনুচৈতন্য স্বরূপতা নিমিত্ত তারতম্য নাই

১। জীবে ও ব্রহ্মের একতা কোন প্রকারে হইতে পারে না তাহা বলিতে

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায় ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়প্রথমাংশস্য দ্বাদশাধ্যায়ৈকোনসপ্ততিতমাঙ্কশেষার্দ্ধসপ্ততিতমা পূর্ব্বার্দ্ধাত্মকঃ শ্লোকঃ।

† এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৭৯ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥

তথাহি—*

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ †

ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্ব গুণের বিকার ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥
পরিণামবাদ ব্যাস সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত শক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥

নে!—'মায়াধীশ .....ঈশ্বরের সনে'। 'স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবঃ য স্তয়া-তঃ'। ইত্যাদি মহাপ্রামাণিক শাস্ত্রবাক্যদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যাঁহার বশে মায়া তিনি ঈশ্বর, এবং মায়ার বশ জীব। এই অত্যন্ত বিসদৃশ রূপে ও ঈশ্বরেরও জীবের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু সেই জীবে ও ঈশ্বরে ক বলা মহাঅপরাধের কার্য্য তাহাই বলা হইল।

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-কাম্।

† এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ, আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে ২০০ পৃষ্ঠে।

মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগত যে মিথ্যা নহে নশ্বর(১) মাত্র হয়॥
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥
এইমত কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল।*
ভটাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল॥
(২)বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজমত যে স্থাপিল॥
(৩)ভগবান্ সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়ে।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়ে॥

১। 'নশ্বর'—বিকৃতাবস্থাবিশিষ্ট।

২। 'বিতণ্ডা'—স্বপক্ষস্থাপনা 'পরপক্ষব্যুদাসঃ' ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ। নিজপক্ষস্থাপনা ও পরপক্ষেব্যুদাস অর্থাৎ দোষারোপ। ছল—শাঠ্য অর্থাৎ বিচার কালে প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গত কথা না বলিয়া শঠতা করা। নিগ্রহ—ভৎর্সনা অর্থাৎ বিচারকালে প্রতিপক্ষকে ক্ষুব্ধ করিবার নিমিত্ত অকারণ ভৎর্সনা।

৩। 'ভগবান সম্বন্ধ......বেদে তিন বস্তু কহে' ইহার বিশেষ বিবৃতি শ্রীসনাতনশিক্ষা প্রকরণে হইবে।

---

* "সৎ চিৎ আনন্দময়" হইতে এই সকলের ব্যাখ্যা আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে ২০৩ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

আর যে যে কিছু কহে সকল কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য না করে লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা কৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

তথাহি—*

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ, জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু॥
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ, সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

তত্রৈব—†

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

কল্পিতৈঃ নতু বেদার্থোপবৃংহিতৈঃ স্বাগমৈঃ আগমৈঃ আগমশাস্ত্রৈঃ তন্ত্রশাস্ত্রৈ-তি যাবৎ। জনান্ মনুষ্যান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন-লোকানাং মুখত্বেন মদ্গোপনকরণেনচ এষা সৃষ্টিঃ উত্তরোত্তরা পুনঃপুনঃ প্রবৃত্তিশালিনী তি, এতেন কৌলাচারপ্রতিপাদকাদিতন্ত্রানাং বেদাননুগতত্বাদপ্রামাণ্যমুক্তম্। হে দেবি! হে ভবানি! মায়াবাদং অসৎশাস্ত্রং অসতাং হরিবিমুখানাং শাস্ত্রং ময়ৈব কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা শঙ্করাচার্য্যরূপেন বিহিতং কৃতং। কিম্ভূতং? প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধং—প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধং সৌগতমতং যত্র তথাভূতং উচ্যতে সদ্ভিরিতিশেষঃ।

ভগবান কহিলেন, হে শঙ্কর! তুমি কল্পিত তন্ত্রদ্বারা মনুষ্য সকলকে আমা-হইতে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর। তাহাদ্বারা উত্তরোত্তর এই সৃষ্টি হইবে।

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র যাহাকে সজ্জনে

---

* পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সহস্রনামকথনে দ্বিষষ্টিতমাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্।

† উত্তরখণ্ডে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকঃ।

‡ এই দুই শ্লোক সাংখ্যসূত্র ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু প্রমাণিত করিয়াছেন। একারণ অত্যন্ত প্রামাণিক।

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥

তথাহি—*

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ মোর শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥
প্রভু কহে তুমি অর্থ কর তাহা শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি॥

নির্গ্রন্থাঃ গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। তদুক্তং গীতাসু 'যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি র্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চে'তি। যদ্বা, গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নির্গতহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। নন্থ, মুক্তানাং কিং ভক্ত্যোত্যাদি সর্ব্বাক্ষেপ পরিহারার্থমাহ—ইত্থম্ভূতগুণ ইতি।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলেন আমিই ব্রাহ্মণ, শঙ্করাচার্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিধান করিয়াছি।

আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করেন এমনই হরির গুণ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যম্।

ভটাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥
নানাবিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র মত লঞা।
শুনি প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাঁসিয়া ॥
ভটাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে ঐছে কার নাহি শক্তি ॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায় ॥
ভটাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তাঁর নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল ॥
আত্মারাম শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥
তত্তৎপদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা ॥
ভগবান্ তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন ॥
অন্য যত সাধ্য সাধন করি আচ্ছাদন।
(১)এই তিন হরে সিদ্ধ সাধকের মন ॥
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এই মত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ॥
শুনি ভটাচার্য্যের মনে হইল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার ॥

১। 'এই তিন'—ভগবান্, তাঁহার শক্তি ও তাঁহার গুণ।

ইঁহোত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া॥
আত্মনিন্দা করি, লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম, প্রেম, দান আদি, বর্ণের মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥
শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভটাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প, থরহরি।
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে, প্রভু পদ ধরি॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন।
ভটাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাঁসে প্রভুরগণ॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি॥
সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি॥
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইঁহার কৃপা কৈল ভালমতে॥
তবে ভটাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হঞা ভটাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল॥

জগত নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য দ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥
আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে ॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভুর হর্ষ হৈলা ॥
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলে ত্বরাযুক্ত হঞা।
অরুণোদয়কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা ॥
বাহিরে প্রভুর তিঁহো পাইল দরশন।
আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন ॥
বসিতে আসন দিয়া দুহেঁত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাতে দিলা ॥
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥
চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥

তথাহি—পদ্মপুরাণম্।

শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥

তত্রৈব।—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

শ্রীভগবন্নৈবেদ্য-ভোজন-নিয়মমাহ—শুষ্কং বহ্বাদনপূর্ব্বনিবেদনাৎ রসহীনং পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্কং, দূরদেশতঃ নীতং আনীতং বিষ্ণুনৈবেদ্যমিতিশেষঃ। প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং, যদা প্রাপ্নুয়াৎ তদৈব ভুঞ্জীতেতিভাবঃ। অনেন যাত-যামং গতরসমত্যাদিনা শুষ্কাদ্যান্নানাং বিগীতত্বেঽপি ভগবন্নিবেদিতত্বেন মহাপুতত্ব তত্র শ্রীমহাপ্রসাদভোজনবিষয়ে কালবিচারণা সন্ধ্যাবন্দনাদ্যপেক্ষা ন, অত্র ভোক্তব্যমিতিবিধৌ তব্যপ্রত্যয়েন বিষ্ণুনৈবেদ্যস্য প্রাপ্তমাত্রভোজনাকরণে প্রত্য-বায়ো ভবেদিত্যুক্তং। বিধিরয়ং শ্রীজগন্নাথদেবস্য শ্রীমহাপ্রসাদবিষয়ক ইতি শিষ্টাঃ।

তত্র মহাপ্রসাদভক্ষণে দেশনিয়মো ন শৌচা-দেশোঽয়ং মহাপ্রসাদান্নং ভোক্তব্যং ইতি দেশনিয়মঃ ন। কালনিয়মভোজনস্যায়মনবসরঃ ইতি কালনিয়মো ন। প্রাপ্তং মহাপ্রসাদান্নং দ্রুতং প্রাপ্তমাত্রেন শিষ্টৈর্ব্বৈদিকাচারসম্পন্নৈর্মহানুভাবৈ র্ভোক্তব্যং। নহু, কথং সন্ধ্যাবন্দনাদিকমকৃত্বা শাস্ত্রাজ্ঞারূপভগবদাজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য প্রাপ্ত-মাত্রেণ মহাপ্রসাদাদান্নং ভোক্তব্যমিতিচেৎ শ্রূয়তাং হরিরব্রবীৎ। পরোক্ষাজ্ঞায়াঃ সাক্ষাদাজ্ঞায়াঃ বলবত্ত্বাৎ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্যাপি ভগবতঃ সাক্ষাদাজ্ঞাবলেন সন্ধ্যাবন্দনাদি-মকৃত্বাপি শ্রীমহাপ্রসাদান্নভোজনে ন কশ্চিদ্দোষ ইতি সর্ব্বমনবদ্যম্।

শুষ্কই হউক পর্য্যুষিত হউক আর দূরদেশ হইতে আনীত হউক শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করিবে ইহাতে কালবিচার নাই। *

মহাপ্রসাদ ভক্ষণ বিষয়ে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, প্রাপ্তমাত্রে ভোজন করিবে ইহা শ্রীহরি বলিয়াছেন।

* এই নিয়ম কেবল শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমহাপ্রসাদে দৃষ্ট হয়।

দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুই জনে ধরি দুঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু ভৃত্য দুহাঁ স্পর্শে দুহাঁর ফুলে মন॥
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, দুহেঁ আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে তোমা হইলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

তথাহি—*

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ।
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্॥

যদি ন কোঽপি বেদ, তর্হি কথং মুচ্যেরন্? তৎ কৃপয়ৈবেত্যাহ—যেষামিতি। দয়য়েৎ দয়াং কুর্য্যাৎ, তেচ যদি নিষ্কপটমাশ্রিতচরণা ভবন্তি, তে দুস্তরাং দেব-

পরন্তু সেই ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারা যদি কপটতা

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্।

তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াম্
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ স্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে॥
চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অন্য না করে ব্যাখ্যান॥
গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
হরি হরি বলি নাচে হাতে তালি দিয়া॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দরশনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুস্থানে॥
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব দুর্ম্মতি॥
ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্ত্তন॥

তথাহি—*

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, গতিরন্যথা॥

মায়াং অতিতরন্তি, চকারান্মায়াবৈভবং বিদন্তিচ। অথেতি বা পাঠঃ। ও তেষাং মায়াতিতরণমিত্যাহ—নৈষামিতি। শ্বশৃগালানাং ভক্ষ্যে দেহে।

পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পাদপদ্মের আশ্রিত হয়েন, তবেই তাঁহা দুরন্ত মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং মায়াবিত্তও জানিতে পারেন, আর কুকু শৃগালাদির ভক্ষ্য দেহেতেও তাঁহাদের "আমি আমার" এরূপ বুদ্ধি থাকে না।

---

* এই শ্লোকেরটীকা ও অনুবাদ আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে ১৯৪পৃষ্ঠে দৃষ্ট।

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার।
শুনিভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার ॥
গোপীনাথাচার্য্য বলে আমি পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য তোমার সেইত হইল ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥
তুমি মহাভাগবত আমি তর্কঅন্ধে(১)।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥
বিনয় শুনি তুষ্ট, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল করহ যাঞা ঈশ্বর দর্শন ॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজ বিপ্র হাতে দুই জনার সঙ্গে দিলা ॥
নিজ দুই শ্লোক লিখিয়া তালপাতে।
প্রভুকে দিও বলি দিল জগদানন্দ হাতে ॥
প্রভু স্থানে আইলা দুহেঁ প্রসাদ-পত্রী লঞা।
মুকুন্দ দত্ত পত্রী নিল তার হাতে পাঞা ॥
দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল ॥
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল।
ভিতে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥

১। 'তর্কঅন্ধে'—তর্কশাস্ত্র অনুশীলনে অন্ধ—তত্ত্বজ্ঞানহীন।

তথাহি—*

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী।
কৃপাম্বুধির্য স্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ,
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা,
আবির্ভূত স্তস্য পাদারবিন্দে,
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

যঃ পুরাণঃ পুরুষঃ আদিপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগশিক্ষার্থং বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুম্বনাশক্তিঃ, বিদ্যা জ্ঞানং ভগবত্তত্ত্বানুভব ইত্যর্থঃ। নিজভক্তিযোগঃ নিজস্য শ্রীকৃষ্ণরূপস্য ভক্তিযোগঃ উজ্জ্বলরসময়ীং ভক্তিমিত্যর্থঃ। সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসামিতি শ্রীরূপোক্তেঃ। শিক্ষয়িতুং আপামরসাধারণজনানুপদেষ্টুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীধারী তং অহং প্রপদ্যে শরণাগতোঽস্মি ইত্যর্থঃ। নন্ন, প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দেবো ন কলৌ দৃশ্যতে কচিত্যাদিনা কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণস্য প্রত্যক্ষরূপধারণং ন শ্রূয়তে, কথং তর্হি তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারিত্বমিত্যত আহ- কৃপাম্বুধিঃ করুণাসমুদ্রঃ। করুণানিধিত্বাৎ দুর্গতজনানুদ্ধর্ত্তুমবতীর্ণ ইতি ভাবঃ।

কালাৎ কালপ্রভাবাৎ নষ্টং লোকলোচনাগোচরীভূতং নিজং স্বকীয়ং ভক্তিযোগং উজ্জ্বলরসময়ীং ভক্তিং প্রাদুষ্কর্ত্তুং প্রকটয়িতুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা আবির্ভূতঃ। হে চিত্তভৃঙ্গ! তস্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাম্।

যে কৃপাম্বুধি পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৈরাগ্য (প্রপঞ্চবস্তুতে অনাশক্তি) বিদ্যা (ভগবতত্ত্বানুভব) নিজভক্তিযোগ (উজ্জ্বলরসময়াভক্তি) আপামর সাধারণ জনে উপদেশ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যশরীর ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম।

যিনি কালপ্রভাবে লোকের অদর্শন প্রাপ্ত নিজ ভক্তিযোগ প্রকট করিবার

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃতৌ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকৃতৌ শ্লোকৌ।

এই দুই শ্লোক ভক্ত কণ্ঠমণিহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যকার॥
সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন্॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম॥
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু আগে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥
ভাগবতে ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা।
শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা॥

তথাহি—*

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।

তদেবমন্যৎ সর্ব্বসাধনং পরিত্যজ্য ভক্তিমেব কুর্ব্বংস্তাং লভতে ইতি প্রকাবণার্থোহবগত স্তত্র কীদৃশঃ সন্ কুর্য্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্তে ইতি। যস্মাদেবং তত্তস্মাদাত্মকৃতং বিপাকং ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোহর্থায়োপকল্পতে ইত্যত্র প্রতিপাদিতং ভক্তেরপ্যননুসংহিতফলং তদপরাধফলং দুঃখঞ্চ ভুঞ্জান এব তং তবানুকম্পাং সুষ্ঠু সম্যগীক্ষমাণঃ সময়ে প্রাপ্তং সুখং দুঃখঞ্চ ভগবদনুকম্পাফলং

জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন। হে চিত্তভৃঙ্গ! তাঁহার পদারবিন্দে গাঢ়রূপে লীন হও।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রভো! যে জন নিখিলকার্য্যে তোমার করুণা অবলোকন করিয়া অর্থাৎ পিতা যেমন শিশু পুত্রকে কোন সময় মিষ্টান্ন ভক্ষণ করাণ ও কোন সময় নিম ভক্ষণ করান এবং কোন সময়ে ক্রোড়ে করেন ও কোন

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্।

হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে,
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্॥

প্রভু কহে মুক্তিপদ ইহা পাঠ হয়।
ভক্তিপদ কেন পড় কি তোমার আশয়॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভক্তি নহে মুক্তিফল।
ভগবদ্ভক্তি বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥

এবেদমিতি জানম্। পিতা যথা স্বপুত্রং সময়ে সময়ে দুগ্ধং নিম্বরসঞ্চ কৃপয়ৈব পায়য়তি আঘ্রায় চুম্বতি পাণিতলেন প্রহরতি চেত্যেবং মম হিতাহিতং পুত্রস্য পিতেব মৎপ্রভুরেব জানাতি, নত্বহং ময়ি স্বতন্ত্রত্বে নাস্তি কালকর্ম্মাদীনাং কেষামপ্যধিকার ইতি স এব কৃপয়া সুখদুঃখ ভোজয়তি চ। স্বং সেবয়তি চেতি বিমৃশ্য যথাচরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং তথাত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতমিতি পৃথুরিব প্রত্যহং ভগবন্তং বিজ্ঞাপয়ন্ হৃদাদিভির্নমস্কুর্ব্বন্ নাতীবক্লিশ্যন্ যো জীবেত স মুক্তেশ্চ পদঞ্চ তয়োর্দ্বন্দ্বেকং তস্মিন্ সংসারমুক্তৌ ত্বচ্চরণসেবায়াঞ্চেত্যানুষঙ্গিক-মুখ্যফলয়োর্দায়ভাগ্ ভবতি,* যথা পুত্রস্য দায়প্রাপ্তৌ জীবনমেব কারণং তথা ভক্তস্য জীবনং তচ্চেহ ভক্তিমার্গে স্থিতিরেব দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা ইত্যাদ্যুক্তেরিতিভাবঃ।

সময় প্রহার করেন, এই সমস্ত কার্য্যে শিশু সন্তানের প্রতি পিতা করুণা ভি যেমন অন্য কিছুই লক্ষ্য হয় না এইরূপ সুখ, দুঃখ লাভালাভ, সম্মান, অপমা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে তোমার করুণা অবলোকন করিয়া এবং কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করিয়া যে জন জীবিত থাকে অর্থাৎ ভক্তিপথে বিচর করিতে থাকে সেই জনই মুক্তিপদে অর্থাৎ তোমাতে দায়ভাগী হয় অর্থাৎ বাঁচিয় থাকিলে যেমন পৈতৃক সম্পত্তি আপনি লাভ হয় এইরূপ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভক্তিবর্ত্মে বিচরণ করিতে পারিলে তোমাকে পাওয়া যায়।

সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তাঁর মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি ॥
যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি সাযুজ্য আর ॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার।
তবে কদাচিত ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
(১)সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণাভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্ম সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিকার ॥

তথাহি—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। *

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয় ॥

১। ভগবানের নির্ব্বিশেষসত্তা রূপ ব্রহ্ম, সাযুজ্য ও ভগবদ্বিগ্রহে সাযুজ্য-ভেদে সাযুজ্যমুক্তি দুই প্রকার। তাহার মধ্যে সাত্ত্বিকীভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে ভক্তিবাসনাবশতঃ "মুক্তাঅপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা তাদৃশ মুক্তগণের মধ্যে কাহারও কদাচিৎ পুনরায় প্রেমভক্তিলাভ শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্তগণের আর ভক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে না, এই হেতু ঈশ্বরসাযুজ্য অতি হেয় তাহা কহিতেছেন—সাযুজ্য শুনিতে ·····সাযুজ্যাধিকার।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১৩৩পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১)মুক্তিপদ যার সেই মুক্তিপদ হয়।
নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥
দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে ও শব্দ কহিতে না পারি॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দ কয়ে।
তথাপি অশ্লীল * দোষে কহন না যায়ে॥
যদ্যপিহ(২)"মুক্তি" শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি।
(৩)রূঢ়িবৃত্তে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥
মুক্তি শব্দ কহিতে হয় ঘৃণাত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ।
তার ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্য প্রসাদ॥

১। 'মুক্তিপদ যার'—অর্থাৎ মুক্তি যাঁহার চরণ। শ্রীহরিচরণারবিন্দে নাম মুক্তি ইহাই ফলিত অর্থ। এই ব্যাখ্যায় "মুক্তিলাভ" করিলেন একথ বলিলে হরিচরণারবিন্দ লাভ করিলেন, ইহাই বুঝাইবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা পর পদার্থ মুক্তির পদ—আশ্রয়; দশম পদার্থ স্বরূপ।

২। 'মুক্তিশব্দের পঞ্চবৃত্তি যথা'—সালোক্য, সৃষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, একত্ব

৩। 'রূঢ়িবৃত্তি'—যন্নাম যাদৃশেঽর্থে সঙ্কেতিতং নতু যৌগিকং তদ্রূঢ়ং। রূঢ় শব্দনিষ্ঠশক্তিঃ রূঢ়িঃ। যে শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগ ব্যতীত যাদৃশ অর্থে সঙ্কেতিত তাহার নাম রূঢ়। সেই রূঢ়শব্দনিষ্ঠ শক্তির নাম রূঢ়ি।

---

* অশ্লীল শব্দের ন্যায় মুক্তিশব্দ বলিতে ও শুনিতে ঘৃণাকর। এস্থলে 'আরিয়' এইরূপ অপপাঠ ও তাহার অসঙ্গত ব্যাখ্যা কচিৎ মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে॥
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাশীমিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সবে প্রভুপদে আসি॥
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন॥
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন॥
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ॥
জ্ঞান কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৫৬॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসার্ব্বভৌমোদ্ধারণো
নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ।

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিপুষ্টং চকার যঃ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্য গীত কৈল॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া॥

যো দয়ার্দ্রধীঃ দয়য়া আর্দ্রা দ্রবীভূতা ধীর্বুদ্ধির্যস্য সঃ। বাসুদেবং বাসুদেবনামানং কুষ্ঠরোগাক্রান্তং বিপ্রং নষ্টং নাশপ্রাপ্তং কুষ্ঠং মহারোগস্তন্নিদানভূতত্বগ্দুষ্টং চ যস্য অতএব ভক্তিপুষ্টং প্রেমভক্ত্যা পুষ্টং চকার তং ধন্যং চৈতন্যং নৌমি।

যে দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীচৈতন্যদেব বাসুদেব নামক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে কুষ্ঠ রোগহীন ও ভক্তিপুষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাকে স্তুতি করি।

তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা ছাড়িতে না পারি॥
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইঁহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে॥
এবে সবাস্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে।
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে॥
বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ॥
বিশ্বরূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ।
বজ্র যেন মাথে পড়ে শুকাইল মুখ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহায়॥
একে দুয়ে সঙ্গে চলুক না পড় হঠ রঙ্গে।
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে যাই প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি॥
প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার।
তুমি যৈছে নাচাও তৈছে নর্ত্তন আমার॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈত ভবন॥

নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ়স্নেহে আমার কার্য্য ভণ্ড॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাতে।
যেই কহে ভয়ে সেই চাহিয়ে করিতে॥
কভু যদি ইহাঁর বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাস ধরম।
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কথা মুখে।
ইহাঁর দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয় দুঃখে॥
আমিত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥
ইহাঁর আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহাঁর নাভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহাঁর কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে॥
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিনকত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে॥
ইহাঁ সবার বশ প্রভু হয়ে যে যে গুণে।
দোষারোপ ছলে করে গুণ আস্বাদনে॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্যকথন।
আপনে বৈরাগ্য দুঃখ করেন সহন॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়॥

গুণে দোষোদ্গার ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া॥
তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল॥
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ যেই হউক সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম গণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
এ সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমা সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥
তবে তাঁর বাক্যে প্রভু করি অঙ্গীকারে।
তাঁহা সবা লঞা গেল সার্ব্বভৌম ঘরে॥
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলি প্রভু আসনে বসিল॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি কহিল তাঁহারে।
তোমার ঠাঞি আইলাম আজ্ঞা মাগিবারে॥

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব॥
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর॥
বহু জন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমা সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পরে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহন না হয়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিনকত রহ দেখি তোমার চরণ॥
তাঁহার বিনয়ে প্রভু শিথিল হৈল মন।
রহিল দিবস কত না কৈল গমন॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করেন নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করান ভোজন॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী তাঁর নাম ষাঠীর মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তিঁহো আশ্চর্য্য তাঁর কথা॥
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্রা সমাচার॥
দিন পাঁচ রহি প্রভু ভট্টাচার্য্যের স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিলা আপনে॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ মন্দিরে গেলা॥

দর্শন করি ঠাকুর আগে আজ্ঞা মাগিল।
পূজারী মালাপ্রসাদ প্রভুরে আনি দিল॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণ দেশে চলে গৌরহরি॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজজন।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন॥
সমুদ্র তীরে তীরে আলালনাথ পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন আচার্য্য গোপীনাথে॥
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে॥
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে(১)॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুহেঁর তিঁহো সীমা॥
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া॥

১। 'বিদ্যানগরে'—এই নগর রাজমাহিন্দ্রি প্রদেশে অবস্থিত। অধিকারী শাসনকর্ত্তা।

তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্তমন॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়॥

তথাহি—*

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইলা।
তাঁর লোক সঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইলা॥

লোকোত্তরানাং অসামান্য-লোকানাং চেতাংসি চিত্তস্থিতচেষ্টিতানীত্যর্থঃ কোহি বিজ্ঞাতুং অবগন্তুমীশ্বরঃ সমর্থঃ। কিন্তু তানি? বজ্রাদপি কুলিশাদপি কঠো- রাণি কঠিনানি, পুনঃ কুসুমাদপি পুষ্পাদপি মৃদূনি।

অসামান্য ব্যক্তিগণের মন কদাচিৎ কুসুম হইতেও মৃদু সুতরাং তাহা কে বুঝিতে সমর্থ হয়।

---

* ভবভূতিকৃত বীরচরিতক্ষোত্তরচরিতে তৃতীয়াঙ্কে ত্রয়োবিংশঃ শ্লোকঃ।

ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্র প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ॥
সবা সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যতজন॥
চৌদিকেতে সব লোক বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥
কাঞ্চন সদৃশ দেহ অরুণ বসন।
পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, তাহাতে ভূষণ॥
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর॥
কেহ নাচে কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপাল।
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল॥
দেখিতে নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপে আগে নৃত্য হবে গ্রামে গ্রামে॥
অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়।
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সৃজিল উপায়॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া॥
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি কপাট দিল বহির্দ্বারে॥
তবে গোপীনাথ প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল॥

শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে।
হরি হরি বলি লোক কলরব করে॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন॥
এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক সবে নাচে গায়॥
এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিল গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন॥
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাঁহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় মাত্র বস্ত্র লঞা॥
ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাঞি রহিলা।
আরদিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা॥
মত্তসিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সংকীর্ত্তন॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥

রামরাঘব রামরাঘব রামরাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥
এই শ্লোক পথে পড়ি চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে পাছে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেইজন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বলে হাঁসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইল যতজন।
তাঁর দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম॥
সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্য গ্রামা আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এই মতে বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ॥
এইমত পথে যাইতে শতশত জন।
বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের যত আইসে দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ॥

এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥
প্রভুরে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এসব লীলা সত্য করি লয়॥
অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥
প্রথমেই কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ॥
এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি কৈল তাঁরে স্তবন প্রণামে॥
প্রেমাবেশে হাঁসি কান্দি নৃত্য গীত কৈল।
দেখি সর্ব্বলোক চিত্তে চমৎকার হৈল॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধ বাহু করি॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এইমত পরম্পরায় সব দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল॥
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিল।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিল॥

যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার।
এক ঠাঁই কহিল না কহিব আরবার॥
কূর্ম্ম নামে সেই গ্রামে বৈদিক(১) ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পদ প্রক্ষালন।
সেই জল সবংশে সহিত করিল ভক্ষণ॥
অনেক প্রকারে স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোঁসাঞিের শেষান্ন(২) সবংশে খাইল॥
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পদাপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম, কুল, ধর্ম্ম॥
কৃপা কর প্রভু মোরে যাঙ তোমা সঙ্গে।
সহিতে না পারোঁ দুঃখ বিষয় তরঙ্গে॥
প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর নিবা॥
যারে দেখ, তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কভু না বান্ধিবে তোমায় বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
এইমত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা॥

১। 'বৈদিক'—বেদবেত্তা।
২। 'শেষান্ন'—উচ্ছিষ্টান্ন।

পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে ॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্ব্বঠাঞি।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোঁসাঞি ॥
অতএব ইহা কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥
এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥
প্রভু অনুব্রজি(১) কূর্ম্ম বহুদূর আইলা।
প্রভু তাঁরে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা ॥
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ তাতে কীড়াময় ॥
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয় ॥
রাত্রিতে শুনিলা তিঁহো গোঁসাঞির আগমন।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মের ভবন ॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥
প্রভুস্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিত অঙ্গ সুন্দর হইল ॥

১। 'অনুব্রজি'—অনুব্রজ্যা করিয়া অর্থাৎ পিছে পিছে যাইয়া।

প্রভুর কৃপা দেখি তাঁর বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করেন স্তবন ॥

তথাহি—*

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ?
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ †

বহু স্তুতি করে কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয় ॥
মোরে দেখি, মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
বাসুদেবামৃতপদ হৈল প্রভুর নাম ॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে সুদামব্রাহ্মণবাক্যম্।

† এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এইত কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম্ম দরশন বাঁসুদেব বিমোচন॥
শ্রদ্ধা করি এই লালা যে করে শ্রবণ।
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্য চরণ॥
চৈতন্য লীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি মহান্তের যেই মুখে শুনি॥
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৫১॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসুদেবোদ্ধারো নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ।

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে
স্বভক্তি-সিদ্ধান্ত-চয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনাবিতীর্ণৈ-
স্তজ্‌জ্ঞ ত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

গৌরাব্ধিঃ শ্রীগৌরাঙ্গসমুদ্রঃ রামাভিধভক্তমেঘে রামানন্দরায়নামস্বভক্ত-লাহকে স্বভক্তিসম্বন্ধীয়সিদ্ধান্তচয়রূপামৃতানি সঞ্চার্য্য মেঘসঞ্চারিতসমুদ্রজলস্য রমমধুরত্বাৎ জগজ্জীবাতুত্বাৎ সঞ্চারণং কৃত্বা অমুনা রামাভিধভক্তমেঘেন বিতীর্ণৈঃ বিকীর্ণৈঃ এতৈঃ স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃতৈঃ তজ্‌জ্ঞত্বং তৎসিদ্ধান্তচয়ং জানাতীতি তজ্‌জ্ঞঃ তস্যভাবঃ তজ্‌জ্ঞত্বং সিদ্ধান্তাভিজ্ঞত্বরূপরত্নানাং বাসস্থানত্বমিত্যর্থঃ। প্রযাতি প্রাপ্নোতি, যথা তান্যেব রত্নানি তেষাং আলয়তাং সমুদ্রো মেঘে নিজজলং সঞ্চার্য্য পুনর্মেঘবিকীর্ণজলৈর্মুক্তাদিরত্নানি উৎপাদয়তি, তথা শ্রীগৌরাঙ্গোঽপি রামানন্দরায়ে স্বভক্তিসিদ্ধান্তমৃতানি সঞ্চার্য্য পুনস্তদ্বিকীর্ণৈঃ সিদ্ধান্তচয়ামৃতৈ-স্তদ্বোধরত্নালয়ত্বং প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গসমুদ্র রামানন্দ রায় রূপ ভক্তমেঘে নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত অমৃত সঞ্চার করিয়া তৎকর্ত্তৃক বর্ষিত সেই সিদ্ধান্ত স্বরূপ অমৃতদ্বারা সিদ্ধান্তবোধ স্বরূপ রত্ন-গণের আলয় হইয়াছেন। *

---

* সমুদ্রের জল মেঘ সঞ্চারিত হইলে, পরম মধুর হয় এবং জগতের জীবনৌ-ষধ হয় এইরূপ মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্ত রামানন্দ রায় মুখে অমৃতবৎ পরম মধুর ও জগতের জিবাতু হইয়াছে ইহাই ইহার তাৎপর্য্য।

পূর্ব্ব রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
"জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে" কত দিনে গেলা॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ! জয় পদ্মামুখ পদ্মভৃঙ্গ॥

তথাহি—*

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥

এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ সেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন॥
প্রভাতে উঠিয়া চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি জ্ঞান রাত্রি আর দিবসে॥

অয়ং নৃকেশরী নৃসিংহঃ উগ্রোঽপি ভয়ঙ্করোঽপি স্বভক্তানাং সম্বন্ধে অনুগ্ররূপঃ। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—স্বপোতানাং স্বশাবকানাং যথা কেশরী অনুগ্রোঽপি অন্যেষাং গজেন্দ্রাদীনাং উগ্রবিক্রমঃ তথায়মপি।

যেমন সিংহ নিজ শাবকগণের সম্বন্ধে অনুগ্র হইয়া অন্যের সম্বন্ধে উগ্ররূপ। এইরূপ শ্রীনৃসিংহদেব স্বভক্তগণের সম্বন্ধে অনুগ্ররূপ হইয়া অন্যের সম্বন্ধে উগ্ররূপ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকস্য শ্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ।

পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্বলোকগণে।
গোদাবরী তীরে প্রভু আইলা কত দিনে॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্যগান।
গোদাবরী পার হঞা তাঁহা কৈল স্নান॥
ঘাট ছাড়ি কতদূরে জল সন্নিধানে।
বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে॥
হেনকালে দোলায়(১) চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা(২) বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তিহোঁ স্নানাদি তর্পণ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিলা এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠিধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় আইলা সন্ন্যাসী দেখিয়া॥
সূর্য্যশত সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥
দেখিয়া তাহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥

১। 'দোলা'—মনুষ্যবাহ্য যানবিশেষ।

২। রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগের বাহির হইবার সময় বাদ্যাদি করা রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল।

উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায়রামানন্দ?
তিঁহ কহে সেই মুঞি দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে তাঁর কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
(১)স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দুঁহা আলিঙ্গিয়া দুঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য।
দুঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন? করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনেমন।
(২)বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ॥

১। 'স্বাভাবিক প্রেম'—স্বারসিকপ্রেম'—শ্রীরায় রামানন্দ পূর্ব্বাবতারে ব্রজে বিশাখাসখী ও শ্রীমহাপ্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, উভয়ের আলিঙ্গনে ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণে যে স্বতঃসিদ্ধ প্রেম ও ব্রজসুন্দরীগণে শ্রীকৃষ্ণের যে স্বতঃসিদ্ধ প্রেম তাহা ভক্তভাব অঙ্গীকারবশতঃ উভয়ের আবৃত থাকিলেও উদয় হইল।

২। 'বিজাতীয় লোক'—নিজ ভাব বিরুদ্ধলোক অর্থাৎ প্রেমবিবর্জ্জিত লোক। ইহাদের নিকট প্রেম স্বতঃই সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন।

সুস্থ হঞা দুঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাঁসি মহাপ্রভু কহিতেঁ লাগিলা॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে কহিল যতনে॥
তোমা মিলিবারে মোর হেথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন॥
রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেও মোর হিতে হয় সাবধান॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য জনম॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা কৃপায় অধীন॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়(১)।
মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধয়॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইঁহা আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

১। 'বেদভয়'—"বিরক্ত ও সন্ন্যাসীগণের বিষয়িব্যক্তিদিগের সংশ্রব অকর্ত্তব্য" এই বেদাজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়।

তথাহি—*

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্! কল্পতে নান্যথা কচিৎ॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥
কৃষ্ণ হরিনাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥
আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥
প্রভু কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন॥

পূর্ণস্য তব কিং করবাম, অপিতু ন কিমপি কর্ত্তুমর্হাম ইত্যর্থো বা। কিং-শব্দস্য প্রশ্নার্থত্বাৎ পূর্ণস্য তব কিং অপেক্ষিতং বর্ত্ততে তদ্ ব্রূহি, বয়ং করবা-মেত্যর্থো বা। আদ্যে মম ত্বদ্গৃহাগমনস্য বৈয়র্থ্যাং। দ্বিতীয়ে পূর্ণত্বস্যেতি চেন্মৈব-মুভয়ত্রাপ্যুভয়ং ন ব্যর্থং প্রত্যুতাভিনন্দনীয়ত্বাৎ পরমর্থাকং কৃপাপারবশ্যাৎ সনৎকুমারবামনাদীনাং পরমপূর্ণানামপি পৃথুবলিপ্রভৃতিগৃহাগমনস্য দৃষ্টত্বাদি-ত্যাহ—মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় পরমমঙ্গলায় কল্পতে সমর্থং ভবতি, তদেব তেষামপেক্ষিতমপীত্যর্থঃ। নৃণামিতি গৃহিষ্বপি মধ্যে নৃণামেব নতু দেবাদীনাং এবং নৃষ্বপি মধ্যে গৃহিণামেব নতু ব্রহ্মচার্য্যাদীনাং। তত্রাপি দীনং তৃণাদপি দুর্ভগম্মন্যং চেতো যেষামিতি তেষ্বেব মহৎকৃপাধিক্যসম্ভবাৎ নতূত্তমম্মন্য-কঠোরবক্রচেতসামিত্যর্থঃ।

শ্রীনন্দ মহারাজ যদুকুলাচার্য্য গর্গকে কহিলেন, মহৎসকলের ভগবৎসেবা-দিতে লিপ্ত থাকায় স্থান হইতে অন্যত্র গমন সম্ভবে না। সুতরাং স্থান হইতে তাহাদের অন্যত্র গমন কেবল দীন গৃহিগণের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে গর্গং প্রতি নন্দবাক্যম্॥

অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥
এইমত দুঁহে স্তুতি করে দুঁহার গুণ।
দুঁহে দুহাঁর দরশনে আনন্দিত মন॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাঁসিয়া॥
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন॥
রায় কহে আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিতে॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রাম রায়॥
প্রভু যাই সেই বিপ্র ঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুইজনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল॥
প্রভু স্নান কৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া॥
নমস্কার কৈল রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কথা কহে বসি রহঃ স্থানে॥

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়(১)।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়॥

তথাহি—*

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্।

প্রভু কহে এক বাহ্য(২) আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার॥

তথাহি—†

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

বর্ণাশ্রমাচারবতেত্যধিকারিবিশেষণাৎ ···দোক্তপুরাণাগমাদ্যুক্তাচারবানে তত্রাধিকারী ন বিগীতাচারঃ অন্যঃ শ্রুত্যুক্তধর্ম্ম পরিত্যাগেন তৎব্রতধারণশ্রব কীর্ত্তনাদিরূপঃ পন্থা ন ভতি।

নন্তু, আর্ত্ত-জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচেত্যারভ্য এতাবতীষু ত্বদুক্তাসু ভক্তিষু মা খল্বহং কাং ভক্তিং করবৈ ইত্যপেক্ষায়াং "ভো অর্জ্জন! সাম্প্রতং তাবত্ত্ব ক

বেদোক্ত ও পুরাণাগমোক্ত আচারবান্ বর্ণাশ্রমিব্যক্তি বিষ্ণু আরাধনে অধিকারী, কিন্তু নিন্দিতাচারবিশিষ্ট ব্যক্তি নহে। এবং শ্রুত্যুক্তধর্ম্ম পরিত্যা করিয়া ভগবদ্ব্রত ধারণ ও শ্রবণকীর্ত্তনরূপ পন্থা ভগবানের তুষ্টির কারণ হয় না।

১। 'সাধ্যের'—পুরুষার্থের অর্থাৎ সাধকগণ সাধনদ্বারা যাহা প্রাপ্ত হন।

২। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, কিন্তু বিষ্ণু আরাধনাহেতু বলি তাহাতে ভক্তিত্ব আরোপ হওরায় ভক্তি বলিলেন, শাস্ত্রে এতাদৃশ ভক্তিবে

---

* বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে নবমঃ শ্লোকঃ।

† শ্রীভগবদ্গীতায়াং নবমাধ্যায়ে সপ্তবিংশশ্লোকে: অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃ বাক্যম্।

§ এই শ্লোকের টীকা শ্রীস্বামিপাদের ও অনুবাদ তদনুসারী।

প্রভু কহে এহ বাহ্য(১) আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার ॥

নাদীনাং ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টায়াং কেবলায়ামনন্যভক্তৌ নাধিকারঃ। পি নিকৃষ্টায়াং সকামভক্তৌ তস্মাত্ত্বং নিষ্কামাং কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রাং প্রধানীভূতামেব ক্তিং কুরু ইত্যাহ—যৎ করোষীতিদ্বাভ্যাং। লৌকিকং বৈদিকং বা যৎ র্ম্ম ত্বং করোষি, যদশ্নাসি ব্যবহারতো ভোজনপানাদিকং যৎ করোষি, যৎ পস্যসি তপঃকরোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যেব অর্পণং যস্য যদ্যথা স্যাৎ তথা কুরু। নচায়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগ এব নতু ভক্তিযোগ" ইতি বাচ্যং। নিষ্কামকর্ম্মভিঃ শাস্ত্র বিহিতং কর্ম্মৈব ভগবত্যর্প্যতে; নতু ব্যবহারিকং কিমপি কৃত্যমিতি সর্ব্বত্র দৃষ্টেঃ। ক্তৈস্তু স্বাত্মমনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ব্যাপারমাত্রমেব স্বেষ্টদেবে ভগবত্যর্প্যতে, যদুক্তং ক্তিপ্রকরণ এব "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা, বুদ্ধ্যাত্মনাবানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়নায়েতি সমর্পয়েত্ত"দিতি। ননু চ, জুহোষীতি হবনমিদমর্চ্চনভক্ত্যাঙ্গভূতং বিষ্ণূদ্দেশ্যকমেব তপস্যসীতি তপোহপ্যেভদেকাদ- দিব্রতরূপমেবাতোহনন্যৈব ভক্তিঃ কিমিতিনোচ্যতে সত্যং অনন্যা ভক্তির্হি থাপি ন ভগবত্যর্প্যতে, কিন্তু ভগবত্যর্পিতৈব ক্রিয়তে, তদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবন"মিত্যত্র ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তি- শ্চেন্নবলক্ষণা ক্রিয়েতেতি। ব্যাখ্যা চ শ্রীস্বামিচরণানাং বিষ্ণৌ অর্পিতা ভক্তিঃ ক্রিয়েত নতু কৃত্বা পশ্চাদর্প্যেতেত্যতঃ পদ্যমিদং ন কেবলায়াং ভক্তৌ পর্য্যবসন্নে- ।তি।

ভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি লৌকিক বা বৈদিক যে কর্ম্ম করিতেছ, ব্যবহারতঃ যাহা কিছু ভোজন পান করিতেছ, যাহা হোম করিতেছ, যাহা দান করিতেছ, এবং যাহা তপ করিতেছ, সেই সকল আমাতে সমর্পণ কর।

আরোপ সিদ্ধা ভক্তি বলেন। এই হেতু শ্রীমহাপ্রভু "এহ বাহ্য" অর্থাৎ বাহিরের কথা বলিয়া উপেক্ষাপুর্ব্বক ইহার উপরিতন ভক্তি শুনিতে চাহিলেন।

১। এখানকার এ কর্ম্মার্পণ কেবলা ভক্তিতে পর্য্যবসান হইল না বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন "এহবাহ্য"।

তথাহি— *

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

তথাহি— †

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

অথ কেবলায়া ভক্তেঃ প্রবর্ত্তকং সাধুং লক্ষয়তি—আজ্ঞায়েতি। যথা ধর্ম্মান্ নৈ সংত্যজ্য সত্তম উক্তঃ এবং ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ সংত্যজ মদ্ভক্ত্যাবেব শ্রদ্ধাবিশেষবত্তয়া সম্যক্‌প্রকারেণৈব ত্যক্ত্বা যো মাং ভজেৎ কিমজ্ঞান নাস্তিক্যাদ্বা ন ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় সম্যগে জ্ঞাত্বাপি ভক্ত্যৈব মে সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সংত্যজেতি স্বাধি চরণাঃ। সচ সত্তম ইতি পূর্ব্বাধিকারী ধর্ম্মান্ন সংত্যজ্য ভজেদয়ন্তু সংত্যজ্যেবে ভেদঃ। তথা পূর্ব্বকৃপালুত্বাদিসম্পূর্ণগুণবানেব সত্তমঃ। অয়ন্তু বিশেষণান্তরানুপাদ নাত্তাবৎসংখ্যকগুণবত্ত্বাভাবেঽপি সত্তমঃ। ন চাস্য তাবদ্গুণাভাব এবেত্যাশ নীয়ং। ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র, চৈষ ত্রিক এককাল ইতি যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যাদি শ্রবণাদচিরেণৈ সর্ব্বদোষোপমপূর্ব্বকসর্ব্বগুণোদয়স্য তত্রাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। কিঞ্চ পূর্ব্বজিতষড়্গু ত্বাৎ সিদ্ধদশাবস্থএব সত্তমঃ অয়ন্তু তাদৃশত্বাযুক্তেঃ সাধকদশাবস্থোঽপি সত্তম ইত্য পূর্ব্বত এতাবান্ ব্যঞ্জিত উৎকর্ষঃ। প্রথমত এব শুদ্ধভক্তিমত্ত্বাজ্জ্ঞেয়ঃ।

নন্থ, যজনপ্রণত্যাদিস্তব শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাক্তনকর্ম্মরূপানন্তপাপমলিনহৃ

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমা কর্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট ধর্ম্ম সক পরিত্যাগ করিয়া ও ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণ দোষ জানিয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন তিনি সত্তম।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্র শ্রীভগবদ্বাক্যম্।

† শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষটুষষ্টিতমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভ বাক্যম্।

া কথং শক্যা কর্ত্তুং যাবৎ স্বভক্তিবিরোধীনি ত্বান্তনস্থানি পাপানি কৃচ্ছ্রাদি-
শ্চিত্তৈঃ সবিহিতৈশ্চ ধর্ম্মৈর্ন বিনশ্যেয়ুরিতি চেত্তত্রাহ—সর্ব্বেতি। প্রাক্তনপাপ-
শ্চিত্তভূতান্ কৃচ্ছ্রাদীন্ সবিহিতাংশ্চ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য স্বরূপতস্ত্যক্ত্বা
সর্ব্বেশ্বরং কৃষ্ণং নৃসিংহদাশরথ্যাদিরূপেণ বহুধাবিভূতং বিশুদ্ধভক্তিগোচরং
বিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বকামবিনাশকমেকং ন তু মত্তোঽন্যং শিতিকণ্ঠাদিং শরণং
প্রপদ্যস্ব। শরণ্যঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং সর্ব্বপাপেভ্যস্তেভ্যঃ প্রাক্তনকর্ম্মভ্যস্ত্বাং
াগতং মোক্ষয়িষ্যামীতি মিথঃ কর্ত্তব্যতা দর্শিতা। ত্বং মা শুচঃ। অচিরায়ুষা
হৃদ্বিশুদ্ধিমিচ্ছতাতিচিরসাধ্যা দুষ্করাশ্চ তে কৃচ্ছ্রাদয়ঃ কথমনুষ্ঠেয়া ইতি শোকং
কার্ষীরিত্যর্থঃ। অত্র মৎপ্রপত্ত্যৈব নিখিলদোষবিনাশাত্তদর্থং কৃচ্ছ্রাদি-
য়াশো মৎপ্রপত্তুর্ন ভবেদিত্যুক্তং। শ্রুতিশ্চৈবমাহ ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া
ধনেন ন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিতি। শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতীতিচৈব-
দ্যা। সনিষ্ঠানাং হৃদ্বিশুদ্ধয়ে পরিনিষ্ঠিতানাং চ লোকসংগ্রহায় যথাযথং কার্য্যাস্তে
মাস্তমেতমিত্যাদিভ্যঃ সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মেত্যাদিভ্যশ্চ শ্রুতিভ্যঃ।
চ বিহিতত্যাগে প্রত্যবায়লক্ষণং পাপং স্যাদিতি শোকং মা কুর্ব্বিতি
াখ্যেয়ং। বেদনির্দেশেনাগ্নিহোত্রাদিত্যাগে যতেরিব পরেশনির্দেশেন তত্ত্যাগে
ৎপ্রপত্তুস্তদযোগাৎ। প্রত্যুত তন্নির্দেশাতিক্রমে দোষাপত্তিঃ স্যাৎ। নচ
রূপতঃ বিহিতত্যাগে প্রত্যবায়াপত্তেঃ সর্ব্বাণি ধর্ম্মফলানীতি ব্যাখ্যেয়ং। ফল-
্যাগে তদনাপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রপন্নস্য স্বরূপতো ধর্ম্মত্যাগঃ ন চ ন হি কচি-
ন্যাদিন্যায়েন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাপত্তি স্তদ্যজনাদিনিরতস্য তেন ন্যায়েন তদনাপত্তেঃ।
থা চ সনিষ্ঠস্যাত্মানুভবান্তঃ পরিনিষ্ঠিতস্য চ পরাত্মানুভবান্তো যথা ধর্ম্মাচারস্তথা
পত্তুঃ প্রপত্তিঃ শ্রদ্ধান্তঃ স ইতি এবমেবোক্তমেকাদশেঽপি। তাবৎ কর্ম্মাণি
ুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে। জ্ঞান-
নিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধি-
গাচর ইতি। এষা শরণাগতিশব্দিতা প্রপত্তিঃ সড়ঙ্গিকা আনুকূল্যস্য সংকল্প-
্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্ম-
নিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিরিতি বায়ুপুরাণাৎ ভক্তিশাস্ত্রবিহিতা হরয়ে
রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকূল্যং। তদ্বিপরীতস্তু প্রাতিকূল্যং আত্মনিক্ষেপঃ শরণ্যে

ভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে

প্রভু কহে এহ বাহ্য(১) আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্র ভক্তি সাধ্য সার॥

তথাহি—*

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

তস্মিন্ স্বভরন্যাসঃ। কার্পণ্যমনুধর্ষঃ। নিক্ষেপণমকার্পণ্যমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ তত্র কার্পণ্যং ততোঽন্যস্মিন্ স্বদৈন্যপ্রকাশঃ স্ফুটমন্যৎ।

ব্রহ্মভূতঃ সাক্ষাৎকৃতাষ্টগুণকস্বস্বরূপঃ। প্রসন্নাত্মা ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ানাং বিগমাদতিস্বচ্ছঃ। নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা ইত্যাদাবতিবৈমল্যং প্রসন্নশব্দার্থঃ। স এবম্ভূতো মদন্যান্ কাংশ্চিৎ প্রতি ন শোচতি নচ তান্ কাঙ্ক্ষতি। সর্ব্বেষু মদন্যেষূচ্চাবচেষু ভূতেষু সমঃ। তেয়ত্বাবিশেষাল্লোষ্ট্রকাষ্ঠবত্তানি মন্যমানঃ।

একান্ত হইয়া শরণাগত হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যেজন ব্রহ্মভূত অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃতাষ্টগুণ স্বস্বরূপ, এবং প্রসন্নাত্মা অর্থাৎ ক্লেশকর্ম্মবিপাকাদির বিগমে অতিস্বচ্ছ তিনি আমা

১। এখানে স্বধর্ম্মত্যাগ শব্দের অর্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ প্রপত্তি, অর্থাৎ শরণাগতি। এই শরণাগতি ছয় প্রকার।†

এই স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগতিতে নিজ দুঃখবিনাশেচ্ছারূপ কামনা অন্তর্ভূত থাকায় সকাম ভক্তিমধ্যে পর্য্যবসিত হওয়াতে শ্রীমহাপ্রভু 'এহ বাহ্য' বলিয়া এতাদৃশ স্বধর্ম্মত্যাগরূপ শরণাগতিকে উপেক্ষা করিলেন।‡

* শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশত্তমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বচনম্।

† ইহা শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদের শিক্ষাপ্রকরণে অভিব্যক্ত হইবে।

‡ ইহা দ্বারা অত্যন্ত সংক্ষেপে শ্রীবৈষ্ণবদিগের মত বলা হইল। কারণ তাঁহাদের মতে প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যাজন শঙ্খ চক্র ধারণ প্রভৃতি করে পরে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবৎ প্রপন্ন হন।

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার॥

তথাহি—*

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

দৃশঃ সন্ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে। নিষ্ঠাজ্ঞানস্য যা পরেত্যুক্তাং মদনুভব-লক্ষণাং মদ্বীক্ষণসমানাকারাং সাধ্যাং ভক্তিং বিন্দতীত্যর্থঃ।

নন্বু, তহি তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতীতি শ্রুতেরজ্ঞানাল্লোকাঃ কথং সংসারং তরেযু স্তত্রাহ—জ্ঞান ইতি। উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা সন্মুখরিতাং সন্তো মৌনশালিনো-পি স্বমাধুর্য্যেন মুখরিতা মুখরীকৃতা যয়া তাং। ভবদীয়ানাং বা বার্ত্তাং স্থানে সতাং নিবাস এব স্থিতাঃ নতু তীর্থান্যপাটন্তঃ সন্তঃ শ্রুতিগতাং তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বতএব শ্রুতিগতাং শ্রবণপ্রাপ্তং তনুবাঙ্মনোভিরারভ্যপরিসমাপ্তের্নমন্তঃ তত্র তন্বা পানিভ্যাং সহ শীর্ষ্ণা ভূমিস্পর্শেন। বাচা কৃষ্ণকথায়ৈ তদাস্বাদকেভ্যো

ভিন্ন কোন বস্তুর নিমিত্ত শোক করেন না, আর আকাঙ্ক্ষাও করেন না। এবং আমাভিন্ন ভাল মন্দ সমস্ত ভূতে সম হইয়া আমায় পরাভক্তি অর্থাৎ মদনুভব লক্ষণা মদ্বীক্ষণ সমানাকারা সাধ্যা ভক্তি লাভ করেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! যাহারা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রয়াস ঈষন্মাত্রও না করিয়া সতের নিবাসস্থানে বাস করিয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট তোমার কিম্বা

১। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি উত্তমা ভক্তি নহে একারণ শ্রীমহাপ্রভুর 'এহ বাহ্য', বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। এখানে জ্ঞানভক্তি বলিতে নির্ভেদ ব্রহ্মানুভব রূপ জ্ঞান জানিতে হইবে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধান লক্ষণ জ্ঞান নহে। যেহেতু ভগবত্তত্ত্বানুভূতি ব্যতীত ভক্তিই হইতে পারে না।

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবচনম্।

প্রভু কহে(১) এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার॥

তথাহি—*

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥

বৈষ্ণবেভ্যশ্চ নমস্ত ইতি বচনেন মনসা শ্রুতায়াঃ কথায়াঃ অবধারিকয়া বুদ্ধ্যা প্রণমন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তদপি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যাং তৈরজিতোঽপি ত্বং জিতোঽপি বশীকৃতোঽপি ভবসি। জ্ঞানাল্লব্ধমুক্তিভিস্ত ন বশীকৃতো ভবস্ততঃ সংসারতরণং কথাশ্রোতৄণাং কিং চিত্রমিতিভাবঃ। অতস্তৎ-কথৈকদেশজ্ঞানমেব তজ্জ্ঞানং তেন সংসারমপি তরন্তীতি শ্রুতার্থো জ্ঞো ইতিভাবঃ।

আর্ত্তবন্ধোঃ আর্ত্তানাং কাতরাণাং বন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য উপচারকৃতপূজনং নানা বিনাপি "পৃথগ্বিনান্তরেনর্ত্তেহিরুঙ্নানা চ বর্জ্জন ইত্যমরঃ। ভক্তহৃদয়ং প্রেম্নৈ সুখেন বিদ্রুতং বিশেষেন দ্রবীভূতং স্যাৎ, অত্র দৃষ্টান্তঃ—যাবৎ যাবৎকালং যাপ্য জঠরে উদরে জরঠা কর্কশা ক্ষুৎ ক্ষুধা অস্তি পিপাসাচ অস্তি তাবৎ ভক্ষ্যপেয়ে সুখায় ভবতঃ। অনেন অনৈকান্তিকানাং ভক্তানাং উপচারকৃতপূজনেন সুখং স্যাৎ, নিষ্কামানাং তু প্রেম্নৈবেতিধ্বনিতম্।

তোমরা ভক্তের বার্ত্তা তনু বাক্ মনের দ্বারা নমস্কার করিয়া সতের নিকট শ্রবণ করিয়া আস্বাদন করিতেছ। হে প্রভো! এই তুমি ত্রিলোকী মধ্যে অন্য কর্তৃক অজিত হইলেও তাহাদিগের কর্তৃক পরাজিত হইতেছে।

নানা উপচার কৃত পূজা ব্যতীত প্রেমদ্বারা ভক্তহৃদয় সুখে দ্রবীভূত হয়।

১। জ্ঞানশূন্য ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি এই নিমিত্ত 'এহ হয়' বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুমোদন করিলেন মাত্র।

---

* পদ্যাবল্যামেকাদশাঙ্কধৃতরামানন্দরায়কৃতশ্লোকঃ।

তথাহি—তত্রৈব।*

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

প্রভু কহে এহ(১) হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

হে জনা! যদি কুতোঽপি স্থানাৎ জনাদ্বা লভ্যতে, তর্হি কৃষ্ণভক্তিরসেন বিতা বাসিতা মতির্বুদ্ধিঃ ক্রীয়তাং যুষ্মাভিরিতিশেষঃ। তত্র কৃষ্ণভক্ত্যর্জ্জনে লং লৌল্যং লোভএব মূল্যং তত্ত্ জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে। কৃষ্ণ-ক্তকৃপৈকলভ্যত্বাৎ।

যে পর্য্যন্ত কর্কশ ক্ষুধা ও পিপাসা জঠরে থাকে সেই পর্য্যন্তই তক্ষ্য পেয় খের কারণ হয়। ‡

যদি কোন স্থান বা কোন ব্যক্তি হইতে লাভ হইবার সম্ভব থাকে তবে ভক্তি বসভাবিতা মতি অর্জ্জন কর। তদ্বিষয়ে কেবল একমাত্র মূল্য লোভ, ই লোভ জন্ম-কোটি সুকৃতদ্বারা লাভ হয় না।

১। এখানে প্রেমভক্তি শব্দের অর্থ শান্তভক্তদিগের কৃষ্ণনিষ্ঠারূপ প্রেম নশূন্য ভক্তি অপেক্ষা শান্ত ভক্তের প্রেম কৃষ্ণের চিদৈশ্বর্য্য অনুভূতিদ্বারা ষ্ণ নিষ্ঠা থাকিলেও সেবা নাই বলিয়া শ্রীমহাপ্রভুর 'এহ হয়' বলিয়া কেবল মোদন করিলেন মাত্র।

---

* দ্বাদশাঙ্কধৃত তত্রৈব শ্লোকঃ।

‡ ইহা দ্বারা অনৈকান্তিক ভক্তগণ নানা উপচারকৃত পূজায় সুখী হন, এবং ান্তিক ভক্তগণ কেবল প্রেমেই সুখী হন ইহা বলা হইল।

তথাহি—॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥

তথাহি—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং,
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্॥ *

প্রভু কহে(১) এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

যৎ যস্য নাম শ্রুতিমাত্রেণ শ্রবণস্পর্শমাত্রেণ পুমান্ জীবো নির্ম্মলঃ পা[পরহিতো] রহিতো ভবতি। তস্য তীর্থপদঃ ভগবতো দাসানাং কিম্বা অবশিষ্যতে, অপি ন কোহপি তেষামবশিষ্টোহস্তি তে পূর্ণা ইতিভাবঃ।

দুর্ব্বাসা কহিলেন। যাঁহার নাম শ্রবণস্পর্শমাত্রেই জীবমাত্রেই নির্ম্মল হ[য়,] সেই তীর্থপদের দাসগণের কি অবশেষ আছে।

১। 'শুদ্ধ দাস্যপ্রেম'—ভগবানের মদীয় প্রভু ও আপনাকে তদীয় দা[স] জ্ঞান বিদ্যমান থাকায় ভাবময় হইলেও ঐশ্বর্য্যানুভূতি প্রভৃতিদ্বারা হৃৎকম্প স[ম্ভ্রম] প্রভৃতি হওয়ায় সেবাসুখে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ করে বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু 'এহ হ[য়'] বলিয়া অনুমোদন করিলেন মাত্র, কিন্তু স্বীকার করিলেন না। অর্থাৎ এখা[নে] ভাবময়ত্বাংশে অনুমোদন, ও সেবাসুখসঙ্কোচকারিত্বাংশে অস্বীকার।

॥ শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসসো বচনম্।

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২৬ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

তথাহি— *

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

এবং তেষাং ক্রীড়াং নির্বর্ণ্য ব্রজোকসামিত্যুত্তরশ্লোকোক্ত্যা তদাদিব্রজবাসি-ণামেব সৌভাগ্যং সর্ব্বেভ্য এব সকাশাদধিকত্বেন স্তৌতি—ইত্থমিতি। অত্র তি প্রায়স্ত্রিবিধা এব জনা গণ্যন্তে জ্ঞানিনো ভক্তাঃ কর্ম্মিণশ্চ তত্র সতাং ভক্তি-ত্বেন সচ্ছব্দেনোচ্যমানানাং জ্ঞানিনাং। ব্রহ্মচ তৎ সুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া চেতি কৃষ্ণশরীবস্যৈব ব্রহ্মসুখানুভূতিত্বং তেনৈব সহ বিহারাৎ। তস্মাত্তদাকারস্য কৃত্বমাচক্ষাণাং জ্ঞানিমানিনোহন্যে সচ্ছব্দেনৈবোচ্যন্তে ইতি জ্ঞেয়ং। দাস্যং তানাং কেবলভক্তিমতাং সতাং পরদৈবতেনেষ্টদেবেনেতি তদানীন্তনা ব্রজস্থ-নভিন্নাঃ প্রায়োদাসভক্তা এবেতি ত এব নির্দ্দিষ্টাঃ। মায়াং বৈষয়িকং সুখ-শ্রিতানাং কর্ম্মিণাং নরদারকেণ প্রাকৃতমনুষ্যবালতয়া প্রতীয়মানেন কৃষ্ণেন হতি বিজহ্রুরিতি। জ্ঞানিনাং তদনুভবএব নতু তেন সহবিহারঃ সম্ভবেৎ। ক্তানাং গৌরবেন তদ্ভজনমেব নতু বিহারযোগ্যতা কর্ম্মিণাস্তু ন তদনুভবঃ ত্যভাবান্ন তদ্ভজনমপি কুতস্তেন সহ বিহারঃ ইত্যেতে তু বিজহ্রুঃ বিহারৈস্তং নন্দপরিপূর্ণমপি প্রেমবিলাসময়মানন্দবিশেষং প্রাপয্যৈব স্বয়মপি সর্ব্বতো নক্ষণমানন্দুরিত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদেতে এব কৃতপুণ্যা ইতি ঃ বক্তব্যং কৃতপুণ্যপুঞ্জা এবেতি লোকপ্রতীত্যৈবোক্তির্নতু নিত্যসিদ্ধানাং তেষাং নিখিলেভ্যো জ্ঞানিভ্যো ভক্তেভ্যশ্চোৎকৃষ্টতমানাং ন তত্র প্রাচীনপুণ্যবত্ত্বং ব্বতো হেতুরিতি জ্ঞেয়ং। পুণ্যশব্দেন ভগবৎপ্রিয়াচরণং বা লক্ষণীয়ং তত্তস্মী-কারাতিশয়রূপপ্রয়োজনলাভায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন যিনি জ্ঞানিদিগের নিকট ব্রহ্ম অর্থাৎ জড় প্রতিযোগি-স্বপ্রকাশ সুখ রূপে প্রতীয়মান হন এবং দাসভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে প্রতীত হইতেছেন এবং মায়াশ্রিতাদিগের সম্বন্ধে সামান্য নরবালকরূপে প্রকাশী-

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দশমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক-দেববাক্যম্।

প্রভু কহে(১) এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

তথাহি—*

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্! শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

ইত্থং তস্যাং তাদৃশং শ্রীভগবতঃ স্নেহং তস্যাশ্চ তস্মিন্ বাৎসল্যং শ্রু তদ্ভাগ্যভরেণাতিবিস্মিতঃ শ্রীনন্দস্য তস্যাশ্চ ভাগ্যং পৃচ্ছতি—নন্দ ইতি। কিং কত্ত এবমীদৃশো মহান্ উদয়ঃ সর্ব্বস্তং স্নেহোৎকর্ষো যস্মাৎ। মহাভাগেতি ততোঽ তস্যাঃ শ্রেয়োঽধিকমভিপ্রৈতি তদেবাহ—পপাবিতি অতঃ "পীত্বা মৃতং পয়স্ত পীতশেষং গদাভৃত" ইত্যুক্তরীত্যা শ্রীদেবক্যা স্তথা বৎসবালকরূপেণান্যাসাং গোপীনাং স্তনপানে সত্যপি পূর্ব্বত্রৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রত্বাদযথা কথঞ্চিত্ত্বাপ্যসময়ে বারৈকজাতত্বাচ্চোত্তরত্রান্যরূপত্বাদুভয়ত্র পরস্পরৈতাদৃশস্নেহাভাবাদত্রৈব স্তন পানং সম্যগভিপ্রেতম্।

ভূত হইতেছেন উঁহার সহিত কৃতপুণ্যপুঞ্জ ব্রজবালকগণ বিহার করিয়া ছিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! নন্দগোপ মহাফলযুক্ত কি শ্রেয়ঃ আচরণ করিয়াছেন এবং তাঁহা অপেক্ষাও মহাভাগ্যবতী শ্রীযশোদাই বা কি শ্রেয় আচরণ করিয়াছেন?

১। সখ্যপ্রেমে দাস্যপ্রেমের ন্যায় ঐশ্বর্য্যানুভবে হৃৎকম্প সম্ভ্রমাদি হয় না বলিয়া সখ্যপ্রেম বিশুদ্ধ, তন্নিমিত্ত শ্রীমহাপ্রভু 'এই উত্তম' অর্থাৎ দাস্যপ্রেম হইতে উত্তম বলিয়া প্রশংসা করিলেন

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশত্তমশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যম্।

তত্রৈব—*

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ ! সংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥

প্রভু কহে(১) এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥

কৃবশ্যস্য তস্য ভক্তেম্বপি মধ্যে ব্রজেশ্বর্য্যা আধিক্যমপারং বশ্যত্বাতিশয়-সরোমাঞ্চমাহ—নেমমিতি। বিশিষ্টা মুক্তির্বিমুক্তিঃ প্রেমা তৎপ্রদাদপি কৃষ্ণাৎ প্রসাদং গোপী শ্রীযশোদা প্রাপ তৎ তং প্রসাদং বিরিঞ্চো ভবঃ শ্রীরপি ন র ন লেভিরে ন লেভিরে ইত্যন্বয়ঃ। নঞ্‌ত্রয়েণ লেভিরে ইত্যস্য ত্রিরাবৃত্ত্যা াবাতিশয় উক্তঃ। যদ্বা বিরিঞ্চো ভবঃ শ্রীরপি প্রসাদং ন লেভিরে অপি তু লেভিরএব। কিন্তু গোপী যং প্রসাদং প্রাপ ইমং ন লেভিরে ইত্যন্বয়ঃ। পুত্রোঽপি, "স আদিদেবো জগতাং পরো গুরু" রিত্যুক্তের্ভক্তানামাদগুরু-বঃ স্বাত্মাপি বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুরিত্যুক্তেস্ততোঽপ্যুৎকর্ষবানপি, শ্রীর্জায়াপি ্ময়ত্বেন সখ্যভক্তিরসবত্ত্বাৎ দাসাভ্যাং তাভ্যামুৎকর্ষবত্যপি যস্যাঃ সকাশাৎ ্যুনাএব সা যশোদা সাধনসিদ্ধা পূর্ব্বজন্মনি ব্রহ্মদত্তবরা ধরা আসীদিতি ানয়ঃ, নহি ব্রহ্মণো বরদানলভ্যমেতাদৃশং প্রেমসৌভাগ্যং ভবিতুমর্হতি, প "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যা"মিতি প্রার্থয়মানোঽস্যা ন্যুনাতিন্যূন-মেব গণ্যতে ইত্যতঃ শ্রুতিস্মৃত্যাগমপ্রসিদ্ধে নিত্যসিদ্ধে এব নন্দযশোদে য়ে। নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ ! শ্রেয় এবং মহোদয়ং। যশোদা বেত্যস্য-ত্বদীয়প্রশ্নে ময়াপি স্বল্পপ্রায়ং দ্রোণো বসূনাং প্রবর ইতি তদেকাংশাশ্রয়ং াং দত্তমিতিভাবঃ।

কবশ্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজেশ্বরীর অধিকতম অপার বশীভূত, শ্রীশুকদেব

এই উত্তম, সখ্যপ্রেমে তাড়ন ভর্ৎসনা গর্ব্ব লালন নাই কিন্তু বাৎসল্য-াহা আছে, এই নিমিত্ত "এহ উত্তম" অর্থাৎ বাৎসল্যপ্রেম সখ্যপ্রেম হইতে লিয়া প্রশংসাতিশয় করিলেন।

বমাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যম্।

তথাহি—*

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥

যথা সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ এব কৃষ্ণো গোচারণবানরবালকসহ ভোজিত্বা দধি চৌর্য্য-পরস্ত্রীচৌর্য্যাদিলোকবিগানং গৃহীত্বৈব সর্ব্বসঙ্গীতং সর্ব্বোৎকর্ষসীমাং প্রাপ। তথৈব সর্ব্বহ্লাদিনীশক্তিশিবোমণিভূতা অপি ইমাঃ স্ত্রিয়ো গোপস্ত্রী বনচরীত্বব্রজলোকবিগীতব্যভিচারাদিবিগানং গৃহীত্বৈব লক্ষ্যাদিভ্যোঽপি পরা সৌভাগ্যোৎকর্ষসীমানমবাপুরিত্যাহ—নায়মিতি। অয়ং প্রসাদ উ অহো অঙ্গ নারায়ণস্য বক্ষসি বর্ত্তমানায়া শ্রিয়োঽপি নিতান্তরতেঃ প্রাপ্তাত্যন্তরমনায়া অপি কদাপি নোদগাৎ। কুতঃ? পুনঃ স্বর্যোষিতাং উপেন্দ্রাদাবতারপত্নীনাং। নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসামিতি সৌন্দর্য্যসৌরভ্যাদিমত্ত্বে সত্যপীতিভাবঃ অন্যা অন্যাবতারস্ত্রিয়ঃ পুনঃ? কুতঃ এতৎ প্রসাদভাজঃ স্যুরিত্যর্থঃ। রাসোৎসবে অস্য তু ভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত আলিঙ্গিতো যঃ কণ্ঠঃ স্তেন লব্ধা আশিষো যাভি স্তাসাং। তেন ভক্তিমজ্জানানাং মধ্যে সর্ব্বোৎকর্ষকট্যাং গোপ্য এব স্থিতাঃ। সাক্ষাৎ শ্রেয়সোঽপি মধ্যে সর্ব্বোৎকর্ষকট্যাং রাস ইতি সূচিতম্।

তাহা দর্শন করিয়া সরোমাঞ্চ বলিতেছেন! বিমুক্তিদ অর্থাৎ প্রেমপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ হইতে গোপী যশোদা যে যে প্রসাদ পাইয়াছেন, তাহা বিরিঞ্চি ভব ও অঙ্গসংশ্রয়া লক্ষ্মীও প্রাপ্ত হন নাই।

রাসোৎসবে যাঁহাদের কণ্ঠ ভগবানের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীত হইয়াছিল, সেই ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি যে প্রকার ভগবৎপ্রসাদ উদিত হইয়াছিল তাদৃশ প্রসাদ শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থল স্থিত নিতান্ত রতি লক্ষ্মীর প্রতি উদয় হয় নাই। তবে

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশত্তমশ্লোকে গোপী প্রতি উদ্ধববাক্যম্।

তথাহি—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ †

কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার সেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তারতম ॥

...যিত অর্থাৎ শ্রীউপেন্দ্রাদি পত্নীগণের প্রতি কিরূপে হইবে। সুতরাং ...বতার পত্নীগণের কা কথা। ‡

১। "কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়......বহুত আছয়,"—কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন বহুবিধ ...তরাং সাধনানুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য ও বহুবিধ। ইহা এই পয়ারের ...বার্থ।

যাহার যে ভাবে নিষ্ঠা হইয়াছে তাঁহার সেই ভাবকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ...য়া বোধ হয়। কিন্তু তটস্থ হইয়া অর্থাৎ সেই ভাবে না ডুবিয়া নিরপেক্ষ-...র বিচার করিলে তারতম্য আছে, তাহাই বলিতেছেন;—কিন্তু যার ...ই......আছে তারতম'।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি ...কবাক্যম্।

† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৫ম পরিচ্ছেদে ১৬৫ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

‡ ইহাদ্বারা ভক্তিমান্‌জনগণের মধ্যে শ্রীগোপিকাগণ সর্ব্বোৎকর্ষ কোটীতে ...স্থিত। এবং শ্রেয়গণের মধ্যে সর্ব্বোৎকর্ষ কটিতে শ্রীরাসলীলা অবস্থিত ইহা ...তিপন্ন হইল।

তথাহি—*

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্য চিৎ॥ †

(১)পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥

১। "পূর্ব্ব পূর্ব্বরসের……কহে ভাগবতে।"—যেমন আকাশের শব্দ, স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুতে, সুতরাং শব্দ স্পর্শ বায়ুর দুইটী গুণ। বায়ুর গুণ রূপগুণবিশিষ্ট অগ্নিতে—সুতরাং অগ্নির শব্দ স্পর্শ রূপ এই তিনটী গুণ। অগ্নির গুণ রসগুণবিশিষ্ট জলে, সুতরাং জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই চারিটী গুণ জলের গুণ, গন্ধগুণবিশিষ্ট পৃথিবীতে, সুতরাং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এ পাঁচটী পৃথিবীর গুণ। এইরূপ শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠতারূপ গুণ সেবনগুণ বিশিষ্ট দাস্যরসে। সুতরাং দাস্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণসেবা এই দুই গুণ। দাস্যের গুণ অসঙ্কোচগুণবিশিষ্ট সখ্যরসে, সুতরাং সখ্যরসের কৃষ্ণনিষ্ঠা কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণে অসঙ্কোচ এই তিনটী গুণ। মমতাধিক্য-গুণবিশিষ্ট বাৎসল্যরসে সখ্যের গুণ সুতরাং বাৎসল্যরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ এবং কৃষ্ণে মমতাধিক্য এই চারিটী গুণ। নিজাঙ্গদ্বারা সেবনরূপ গুণবিশিষ্ট মধুররসে বাৎসল্যের গুণ। সুতরাং মধুররসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ, কৃষ্ণে মমতাধিক্য এবং কৃষ্ণে নিজাঙ্গদ্বারা সেবন এ পাঁচটী গুণ। একারণ গুণাধিক্যনিবন্ধন উত্তরোত্তর প্রতিরসে স্বাদাধিক্য হওয়ায়, মধুররসে সমস্ত রসের গুণ থাকায় মধুররস সর্ব্বতো অধিকতম স্বাদু। এবং এই মধুররসাত্মক গোপীপ্রেমদ্বারা পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় এবং এই প্রেমের শ্রীকৃষ্ণবশীভূত তাহা এই কয় পয়ারের দ্বারা বলিলেন।

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তম্।

† ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৭৫ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

তথাহি—*

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥

তথাহি—গীতায়াম্। †

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥

এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥

তথাহি—‡

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে গোপীঃ প্রতি কৃষ্ণবাক্যম্।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৭২ পৃষ্ঠে দৃশ্য

† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখা আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৭১ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

‡ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে একবিংশশ্লোকে গোপীঃ প্রতি কৃষ্ণবাক্যম্।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১০৬ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য॥

তথাহি—তত্রৈব।*

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥

দেবকীসুতস্তত্তয়া ভবৎসু বিখ্যাতো ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বশোভা সম্পন্নোঽপি তত্রতু রাসমণ্ডলে তাভিরত্যন্তং শুশুভে। যদ্বা, তত্র যশোদাসুতঃ অত্যন্তং শুশুভে, তত্রাপি তাভিরত্যন্তং শুশুভ ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্যাপি তা শোভাতিশয়ং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—মধ্যে ইতি। সামান্যবিবক্ষয়ৈকত্বং সং মধ্যেষিত্যর্থঃ। অতো মণ্ডলমধ্যস্থোঽপ্যেকঃ প্রকাশো জ্ঞেয়ঃ। স এ শ্রীরাধিকামঙ্কে নিধায় বেণুবাদনপূর্ব্বকং ভ্রমন্ সর্ব্বমণ্ডলমত্যর্থং মণ্ডয়তি। ক্রমদীপিকায়াং ধ্যানং। ইতরেতরবদ্ধকরপ্রমদাগণকল্পিতরাসবিহারবিধৌ মণিশঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা বহুধা বিহিতস্বকদিব্যতনুং। সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তর দয়িতাগলবদ্ধভুজদ্বিতয়ং। মণিশঙ্কুগতস্বমপ্যুক্ত্বা তদেব পুনর্বিশব্য বর্ণয়ে মণিনির্ম্মিতমধ্যগশঙ্কুলসা বিপুলারুণপঙ্কজমধ্যগতামত্যাদানস্বরং তরুণিকুচযু পরিরম্ভমিলদ্ঘুসৃণারুণ! রক্ষসে মুখ্যগতি ইতি। তথৈবোক্তং মণ্ডলে মধ্য সংজগৌ বেণুনেতি। হৈমানাং হেমবিকারাণাং মণীনাং গোলোকতয়া নি র্ম্মিতানাং। মহামারকত ইত্যপি সামান্যতয়া মেঘচক্র ইতি বক্ষ্যমাণাং যথা মরকতমণেরপি হৈমমণিমধ্যবর্ত্তিত্বৈব শোভাধিকা স্যাৎ তথা তস্যাপি প্রে জনাশ্লেষৈণৈবাধিকা শোভা স্যাদিত্যর্থঃ। অন্যৈস্তুঃ। তত্র মহচ্ছব্দপূর্ব্বঃ মরকত শব্দ ইন্দ্রনীলমণিনা বর্ণোঽপ্যসৌ নৃত্যগীতকৌশলেন যুগপাদিব প্রত্যেক কণ্ঠগ্রহণাদিনা তাঃ সর্ব্বব্যাপ্যভ্রমণাৎ। তাসাং স্বহেমগৌরাণাং কান্তিচ্ছটা সম্পর্কাদনতিশ্যামলমরকতমণিবর্ণতাপ্রাপ্ত্যা মহামরকত ইত্যুক্তামতি। তত্ত নৃত্যশক্তিবিশেষ এব নতু কোঽপি ভগবত্তাবিশেষঃ।

যেমন হেমমণিগণ মধ্যে মহামারকত মণি শোভিত হয়, এইরূপ রাসমণ্ড মধ্যে ভগবান দেবকীসুত গোপিকাগণের সহিত অত্যন্ত শোভিত হইয়াছিলেন।

* রাসে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যম্।

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি(১) সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেনজনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে(২) রাধার প্রেম সাধ্য, শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

তথাহি—*

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।

তথাহি—¶

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥

১। 'সাধ্যাবধি'—সাধ্যের সীমা।
২। 'ইহার মধ্যে'—শ্রীগোপীগণের মধ্যে।

---

* লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে একচত্বারিংশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণম্।
এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ আদিলীলায় চতুর্থপরিচ্ছেদে ১১৬ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

¶ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশতিশ্লোকে শ্রীরাধিকা-দৃশ্য কস্যাশ্চিৎ গোপিকায়া বচনম্।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৮৬ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা ॥
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা ॥
গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥

তথাহি—*

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ।

তত্রৈব—‖

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥

ইতস্ততঃ ইতি ন কেবলং সৈব মাধবোঽপি রাধানুরাগভঙ্গচিন্তাকুলো য নাম্না স্তটপ্রান্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার। কিং কৃত্বা তত্তৎস্থানে তাংক্ষণমপি বিরহাসহা শ্রীরাধিকাং অন্বিষ্য। কীদৃশঃ? অহো তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমতাং জানতাপি মর্দ্ধি ময়া কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ পশ্চাত্তাপো যেন সঃ, তত্রহেতুঃ, অনঙ্গবাণব্রণে খিন্নং-মানসং যস্য সঃ অনেন তৎসদৃশী দশা অস্যাপ্যুক্তা।

ইতস্তত শ্রীরাধিকাকে অন্বেষণ করিয়া তদপ্রাপ্তি নিমিত্ত অনঙ্গশরাঘাতে খিন্নমন হইয়া কালিন্দিতটান্তকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ বিষাদ করিয়াছিলেন।

---

* শ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়-সর্গে প্রথমশ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যম্।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১১৭ পৃষ্ঠে দৃষ্ট

‖ দ্বিতীয়সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যম্।

(১)শতকোটী গোপী সঙ্গে রাসবিলাস।
তারমধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥

তথাহি—*

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ইহাঁ ব্যাকুল হৈল হরি॥

উদঞ্চতি উদ্গচ্ছতি, অন্যচ্চ যথা—"নদীনাঞ্চ বধূনাঞ্চ ভুজগানাঞ্চ সর্ব্বদা। প্রেম্নামপি গতির্বক্রা কারণং তত্র নেষ্যত" ইতি॥

সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাবতই কুটিলগতি, এই নিমিত্ত হেতুসত্বে এবং হেতুর অসত্বে যুবক যুবতীর মান হইয়া থাকে।

১। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন 'শতকোটি গোপী সঙ্গে…… অধিকার গুণ'। এক গোপী এক কৃষ্ণ,এক কৃষ্ণ এক গোপী একপ্রকারে শতকোটী গোপীসঙ্গে কল্পিত রাসমণ্ডলের মধ্যস্থ শ্রীরাধা সমীপে এক মূর্ত্তি (যাঁহা হইতে তৎকালে শতকোটি কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছিলেন) সেই মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিলেন। তথাপি যাহার সর্ব্বত্র সমতা তাদৃশ সাধারণ প্রেম দেখি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীর স্কন্ধে যেরূপ বাহু সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন এইরূপ আমারও স্কন্ধে বাহু অর্পণ করিয়াছেন এইরূপে সর্ব্বত্র প্রেমের সমতা দেখি—অত্যন্ত মদীয়তাময় রাধাপ্রেম বামতা অদাক্ষিণ্য হইল। ইহাই কহিলেন—"শতকোটি……বামতা। রাধাপ্রেমের বামতা দেখাইতেছেন —"ক্রোধ করি……ব্যাকুল হৈল হরি"

---

* উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যম্।

সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা ।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা(১) ॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে ।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া ।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা ॥
শতকোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ ।
ইহাতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥
প্রভু কহে যাহা লাগি আইলাম তোমাস্থানে ।
সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥
এবে জানিল সাধ্য সাধন নির্ণয় ।
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয় ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে ।
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে ॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি ।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী ।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥

১। 'শৃঙ্খলা'—নিগড়রূপা অর্থাৎ রাসলীলা বাসনা শ্রীরাধিকারূপা নিগড়ে বাঁধা। সুতরাং শ্রীরাধিকা ব্যতীত রাসলীলা বাসনা সিদ্ধ হয় না।

প্রভু কহে মায়াবাদী আমিত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব কহ তাঁহারে পুছিল॥
তিহোঁ কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তিঁহো নাহি এথা॥
তোমার ঠাঁই আইলাম মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
(১)কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণরাধা তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছাপরম প্রবল।
জানি তেহ রায়ের মন হৈল টলমল॥

। 'কিবা বিপ্র ইত্যাদি'—কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রও গুরু হইতে পারেন। তাঁহাকে গুরু মানিয়া তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ করিবে। প্রকরণ এখানে এই অর্থ প্রতিপন্ন হইলে ও তাদৃশ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা অত্যন্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদির মন্ত্রদাতা গুরু হইতে পারেন। যেমন শ্রীসম্প্রদায়ি "শ্রীযমুনা।" মন্ত্রগুরু শঠকোপাচার্য্য। * এবং অস্মৎসম্প্রদায়ে শ্রীনরোত্তম দাস মহাশয় প্রভৃতি শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুরু। তাদৃশ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ও কৃষ্ণনিষ্ঠ শূদ্রের অত্যন্তাভাববশতঃ এই আচার দৃষ্ট হয় না।

---

* ইনি শ্রীরামানুজ স্বামির মন্ত্রগুরু।

রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেইমত নাচাও সেমত চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥
(১)ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি শর্ব্ব রসপূর্ণ॥

তথাহি— *

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

(২)বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
'কামগায়ত্রী' 'কামবীজে' যাঁর উপাসন॥

১। কৃষ্ণের স্বরূপ কহিতেছেন; "ঈশ্বর পরম......এই কৃষ্ণের স্বরূপ।"

২। শ্রীকৃষ্ণ কি নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। তাহার যে কামবীজ কামগায়ত্রী ইত্যাদি। কামবীজেও কামগায়ত্রীদ্বারা কৃষ্ণের উপাস[illegible] হইতেছে বলিয়া কৃষ্ণ নবীন মদন। প্রাকৃত মদন চিত্তক্ষুব্ধ করিয়া বিষয়াস[illegible] করায় অপ্রাকৃত মদন আর শ্রীকৃষ্ণ মদনাবধি সকলের চিত্তক্ষুব্ধ করিয়া আপ[illegible]

---

* ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৪৫ পৃষ্ঠা দৃশ্য।

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন ॥

তত্রৈব— *

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়(১) ॥

নাতে আশক্ত করান এই নিমিত্ত কহিলেন, অপ্রাকৃত নবীন মদন। এই গ্রন্থকারও বলিয়াছেন।—

যিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প, নাম ধরে মদনমোহন।

ইত্যাদি।

যেমন শ্রুতিতে "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ" বলিয়া ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন, এইরূপ শ্রীশুকদেবও শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষান্মন্মথ মন্মথ বলিয়া সৌন্দর্য্যের খনি শ্রীকৃষ্ণে নিরূপণ করিয়াছেন। তাহাই রায় রামানন্দ কহিলেন "সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন"। ¶

'আশ্রয়'—সমস্ত রসামৃত তাহাতে বিদ্যমান আছে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবচনম্।

¶ "শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে মদনদর্পহারা অপ্রাকৃত অভিনব মদন"। রায়রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কামকেলি সকল অপ্রাকৃত অর্থাৎ স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দময় এবং প্রাকৃত কামের ক্ষোভক, সুতরাং বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতম।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৬৫ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

তথাহি—*

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ
প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো
রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জ্জয়তি॥

বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যদ্যপি "বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ইতি সামান্যভগবদাবির্ভাবপর্য্যায়স্তথাপি বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্ব্বদুঃখমতিক্রামতি সর্ব্বঞ্চেতি। যদ্বা, বিদধাতি করোতি সর্ব্বং সুখং সর্ব্বঞ্চেতি নিরুক্তে পর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে তত্রৈব বিশ্রান্তেঃ। অসুরাণামপি মুক্তিপ্রদত্বেন স্ববৈভবাতিক্রান্তসর্ব্বত্বেন পরমাপূর্ব্বস্বপ্রেমমহাসুখপর্য্যন্তসুখবিস্তারকত্বেন স্বয়ং ভগবত্ত্বেন চ তত্রৈব প্রসিদ্ধেঃ। অতএবামরেণাপি তৎ প্রাধান্যেনৈব তানি নামানি প্রোক্তানি। বসুদেবোঽস্য জনক ইত্যাদ্যুক্তেঃ। এতদেব সর্ব্বং জগতার্থেন স্পষ্টীকৃতং। সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তির্নাম তত্ত্বদেবেতি। অতএব প্রাকট্যসময়মাত্রদৃষ্ট্যা যা লোকস্য প্রতীতিস্তস্যাঃ নিরাসকো বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ। তথাচ প্রমাণানি বিজয়রথকুটুম্ব ইত্যাদৌ। যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপমিতি। স্বয়ন্তু সাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠ ইতি। যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসং। নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চেতি। কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্ত্রিলোক্যাং। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্নিতি। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গমিতি। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যাদি শ্রীভাগবতে॥ অথ তত্তদুৎকর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ—অখিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণঃ শান্তাদ্যাঃ দ্বাদশরসাঃ যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্ত্তির্যস্য

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যলহর্য্যাং প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যম্।

আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্যেতি। তযোর নিত্যাসুখবোধতন্যবনন্তু ইতি মল্লানাম-
রিত্যাদি শ্রীভাগবতাৎ তস্মাৎ কৃষ্ণএব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েদিতি
গালতাপনীভ্যশ্চ তত্রাপি রসবিশেষবিশিষ্টপরিকরবৈশিষ্টোনাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং
চ। অতএবাদিরসবিশেষাবশিষ্টসম্বন্ধেন নিতরাং। তথা গোপাস্তপঃ কিম-
যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং। দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যানুসভাবিনবং
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্যেতি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈকপদং বপুর্দ্দধদিত্যাদি
তিগুণ্ডে তাভিরিত্যাদি শ্রীভাগবতে। তাসু গোপীষু মুখ্যাদশভবিষ্যোত্তরে
ন্তে। গোপালীপালিকা ধন্যা বিশাখাধ্যাননিষ্ঠিকা রাধানুরাধা সোমাভা
রকা দশমীতথেতি। বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা পাঠান্তরং। তথেতি দশম্যপি
রকানাম্নৈবেতার্থঃ। দশমীত্যেকং নাম বা। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং
রকামাহাত্ম্যেচ ললিতোবাচেত্যাদৌ মুখ্যাস্বষ্টসু পূর্ব্বোক্তাভ্যোঽন্যা ললিতা
মলা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রাশ্চ শ্রূয়ন্তে পূর্ব্বোক্তাদ্রাধা ধন্যা বিশাখাশ্চ তদভিপ্রেত্যা
াপি মুখ্যামুখ্যাভিরুত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যো দ্বে তাবন্নিরুষ্য তাভ্যাং
শিষ্টামাহ—প্রস্মরেতি। প্রস্মরাভিঃ প্রসরণশীলাভি রুচিভিঃ কান্তিভিঃ
ন্ধে বশীকৃতে তাবকাপালী যেনেতি সঃ। পালিকেতি সংজ্ঞায়াং কন-
ধানাৎ পালীতি দীর্ঘান্তোঽপি ক্বচিদ্দৃশ্যতে। অথ মধ্যমমুখ্যাভ্যামাহ—কলিতে
ত্মসাৎকৃতে শ্যামা শ্যামলা ললিতাচ যেন সঃ। অথ পরমমুখ্যয়া আহ—
ধায়াঃ প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তা। "ইগুপধজ্ঞা প্রীগৃকিরঃ ক" ইতি
প্রত্যয়বিধেঃ। অতএবস্যা এবাসাধারণ্যমালোক্য পূর্ব্ববদ্‌যুগ্মত্বেনাপি নেয়ং
র্দ্দিষ্টা। অতস্তস্যাএব প্রাধান্যং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে উত্তরখণ্ডে তৎকুণ্ড-
প্রসঙ্গে। "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ন্তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা
বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভেতি। অতএব মাৎস্যে শক্তিত্বসাধারণ্যেন অভিন্নতয়া গণনায়া-
পি তস্যাএব বৃন্দাবনে প্রাধান্যাভিপ্রায়েণাহ—রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে
নে ইতি। তথাচ বৃহদ্‌গৌতমীয়ে তস্যাএব মন্ত্রকথনে। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা
াধিকা পরদেবতা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী পরেতি। ঋক্‌পরিশিষ্ট-
শ্রুতাবপি। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বিতি।
অতএবাহঃ। অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদি। অত্র শ্লেষার্থব্যাখ্যা তত্রৈব শ্লেষে-
লাপমাং সূচয়ন্ তথাবিশেষং পৃচ্ছতি। সর্ব্বলৌকিকালৌকিকাতীতেঽপি

শৃঙ্গাররস রাজময় মূর্ত্তি বর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

তস্মিন্ লৌকিকার্থবিশেষোপমাদ্বারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশঃ স্যাদিতি ে প্যংশেনোপমেয়ং। সর্ব্বতমস্তাপজদুঃখশমকত্বেন সর্ব্বসুখপ্রদত্বেন চ পূর্ব্ববন্নিরুক্তিপর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে রাকাপতেরেব বিধুত্বং মুখ্যং পর্য্য তীতি সর্ব্বতঃ প্রভাবাৎ পূর্ণত্বাংশেন চ। এবং সূর্য্যাদীনাং তাপশমকত্বং নাস্তি নোপমানযোগ্যতা। ততো বিধুঃ সর্ব্বত উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইতি লভ্যতে বর্ত্তমানপ্রয়োগাংশস্তু প্রতিঋতুরাজমেব তত্তদ্রূপতয়ানুবৃত্তেঃ। এবং বিশে সাম্যং দর্শয়িত্বা বিশেষণে ঽপি সাম্যং দর্শয়তি—অখিলেত্যাদিভিঃ। অখিলঃ অখ রসঃ আস্বাদো যত্র তাদৃশমমৃতং পীযূষং তদাত্মিকৈব মূর্ত্তির্মণ্ডলং যস্য অত্র শ্যে সাম্যং রসনীয়ত্বাংশেনার্থেনাপি যোজ্যং। তথা প্রসৃমরাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ র আবৃতা তারকানাং পালিঃ শ্রেণির্যেন স ইতি পূর্ব্ববং নিজকান্তিবশীকৃততা মতীগণবিরাজমানত্বাংশেনাপি জ্ঞেয়ং। কলিতমুরীকৃতং শ্যামায়াঃ রাত্রের্লি বিলাসো যেন ইতি রাত্রিবিলাসিত্বেনাপি জ্ঞেয়ং। তথা শ্যামাতু গুপ্তলো। স্তাঙ্গনায়াঞ্চ তথা সোমলতৌষধী। ত্রিবৃতা শারিকাস্তন্দ্রানিশা কৃষ্ণপ্রিয় ষিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। তথা রাধায়াং বিশাখানাম্ন্যাং তারায়াং প্রেয়ান্ অধি প্রীতিমান্। ঋতুরাজপূর্ণিমায়াং তদনুগমিত্বাদিতি তদনুগতিমাত্রসাধ্যত্বৈব বিজ্ঞতাংশেনাপি জ্ঞেয়ং। উপমানস্য চৈতানি বিশেষণান্যুৎকর্ষবাচকানি সূর্য্যা স্তাদৃশমূর্ত্তিত্বাভাবাৎ তারানাশনক্রিয়ত্বেন তৎসাহিত্যশোভিত্বাভাবাৎ প্র বিশেষকররাত্রিবিলাসাভাবাৎ তাদৃশবিজ্ঞত্বানভিব্যক্তেশ্চেতি। সিদ্ধান্তরসক বানাং ধ্বন্যলঙ্কারয়োরপি অনন্তত্বাৎ স্ফুটত্বাচ্চ ব্যজ্যতে। দুর্গমশ্চিহ লিখন সর্ব্বমেবাস্মন্নাশঙ্কানাশগার্ত্তিতং। বৃথেত্যাশঙ্কয়া তত্র নামধ্যেয়মবুদ্ধিভিঃ। গ্র কৃতাং স্বারস্যাৎ কতিচিৎ পাঠাস্তু যে ময়া ত্যক্তাঃ। নাত্রানিষ্টং চিন্ত্যং চিন্ত্যং তেষামভীষ্টং হি।

যিনি অখিল রসামৃত মূর্ত্তি যাঁহার প্রসরণশালি রুচিদ্বারা তারকাপালি হইয়াছে, যিনি গৃহীত শ্যামাললিত দেহ রাধাপ্রেয়ান্ বিধু জয়যুক্ত হউন।

তথাহি— *

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর!
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারং সখি! মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥

লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।

তথাহি—†

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা-
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয় স্বরয়েতমন্তি মে ॥

যুবয়োর্যুবাং মে কলয়া অবতীর্ণাবিতি সম্বোধনং। শীঘ্রং মে অন্তি সমীপং মাগচ্ছতমিত্যর্জ্জুনমোহপ্রযোজকোঽর্থঃ। বাস্তবার্থস্তু হে কলাবতীর্ণৌ! লাভিঃ স্বশক্তিভিঃ সহৈবাবতীর্ণৌ ভূয়ঃ পুনরপি যুবাং অবনের্ভরান্ অসুরান্ হ্বা মে অন্তি মমান্তিকং তান্ প্রস্থাপয়িতুং স্বরয়েতং। ণ্যন্তাল্লিঙি রূপং। অন্তীত্য-য়ং চতুর্থ্যান্তং অত্রাগত্য তে মুক্তাভবন্তিতি তদ্ধাম্নো মুক্তগম্যত্বেন হরি-

এই শ্লোকের দুই অর্থ প্রথম অর্জ্জুন মোহপ্রযোজক অর্থ, যথা—ভূমা-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন "তোমরা দুই জন ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে আমার অংশে অবতীর্ণ হইয়াছ; তোমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বালকগণকে আমি আনয়ন করিয়াছি। অতএব অবনীর ভারসদৃশ অসুরগণকে বধ করিয়া তোমরা ত্বরায় আমার নিকটে আসিবে; এবং ইহার বাস্তব অর্থ যথা—তোমরা দুই জন নিখিল শক্তিগণ সহ ধর্ম্মরক্ষার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ।

† গীতগোবিন্দে প্রথমসর্গে একাদশশ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যম্।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার চতুর্থপরিচ্ছেদে ১১৮ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোননবতিতমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি ভূমপুরুষবাক্যম্।

লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥

তত্রৈব— *

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥

বংশোক্তত্বাৎ। দ্বিতীয়স্কন্ধেঽপি ক্রমমুক্তিস্মৃতৌ অষ্টাবরণভেদান্তরমেব মো
শ্রবণাৎ।

কিঞ্চন তপ আশিহেতুকএব ভাগ্যোদয়ঃ কিন্তুতর্হ্যাং তব কৃপাবৈভবমেবে
নিত্যাহুঃ—কস্যেতি ত্রিভিঃ। অস্য মহানীচস্যাপি কালিয়স্য কস্য তাবদমূতা
কলং তন্ন জানীমহে, ফলমেব কিং দৃষ্টং তত্রাহুঃ—তব নন্দপুত্রস্য অঙ্ঘ্রেরে
রপি স্পর্শে স্বকর্তৃকে যোঽধিকারঃ সোঽপি তপ আদিসর্ব্বসুকৃতদুর্ল্লভঃ অ
অঙ্ঘ্রিদ্বয়কর্তৃকং স্পর্শং তঞ্চ নৃত্যলক্ষণং তত্রাপি স্বশিরঃসু প্রাপেতিভাগ্য
কিয়ান্মহিমা বাচ্য ইতিভাবঃ। ব্রহ্মাদিসর্ব্বভক্তেভ্যোঽধিকাপি শ্রীস্তব নারায়

তোমাদিগকে দেখিবার জন্য দ্বিজবালকগণ আমি আনয়ন করিয়াছি। অতএ
অবনীর ভারভূত অসুর সকলকে বধ করিয়া ত্বরায় আমার নিকট প্রেরণ ক
অর্থাৎ এখানে আসিয়া অসুরেরা মুক্ত হউক। §

নাগপত্নীগণ কহিলেন, হে দেব! এই মহানীচ কালীয়নাগের নন্দপুত্ররূপ
তোমারও চরণরেণু স্পর্শে যে অধিকার দেখিতেছি, তাহা তপঃ প্রভৃতি সমস্ত সুকৃত
দুর্ল্লভ, যেহেতু ব্রহ্মাদি সকল ভক্ত হইতে অধিকতমা লক্ষ্মী, নারায়ণরূপ তোমার
ললনা হইয়াও গোপালরূপ তোমার চরণস্পর্শকামনায় তপস্যা করিয়াছেন, কিন্ত

§ শ্রীহরিবংশে অষ্টাবরণের পর ভূমাপুরুষের ধাম মুক্তগণের গম্য বলিয়া
কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়স্কন্ধে ক্রমমুক্তির পথবর্ণনে অষ্টাবরণের পরই
মোক্ষধাম বর্ণন করিয়াছেন।

* দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশত্তমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নী-
বাক্যম্।

আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥

তথাহি—*

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত ! প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

এই ত সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধাতত্ত্বরূপ ॥
(১)কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আন ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে ॥

তথাহি— ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা। ১
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১১৮

প্রাগুরূপস্য ললনাপি যস্য গোপালরূপস্য তব চরণস্পর্শবাঞ্ছয়া তপ অচরৎ, তদাপি ন প্রাপ।

হন নাই। আর এই কালীয়নাগ নিজ মস্তকে তোমার চরণদ্বয় কর্ত্তৃক নৃত্য লক্ষণ স্পর্শ লাভ করিয়াছে, ইহার মহিমা আর কি বলিব।

---

* ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৯৫ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

॥ ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে ২৮১ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

১। এই সকল পয়ারের অর্থ আদিলীলায় ৪র্থ পঃ, পাঠেই অবগত হওয়া যাইবে।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি ॥

তথাহি—বিষ্ণুপুরাণে—*

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥

তথাহি—উজ্জলনীলমণৌ—‡

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতী বরীয়সি ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥

তথাহি—¶

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

---

* ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৭৯ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৮২ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।
¶ ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৮২ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

(১)সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর॥
মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ(২) সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন(৩)।
(৪)তাহে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
(৫)কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
(৬)নিজ লজ্জা শ্যামপট্টশাটী পরিধান॥
(৭)কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।

১। 'চিন্তামণিসার'—চিন্তামণিগণের মধ্যে সার অর্থাৎ—প্রাকৃত চিন্তামণি :ালে ধ্বংস হয়, কিন্তু মহাভাবরূপ চিন্তামণির ধ্বংস নাই। যেমন চিন্তামণি াহার বস্তু তাহার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে; সেইরূপ মহাভাব-চিন্তামণি :কৃষ্ণের াস্তু, সুতরাং কৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন।

২। 'স্নেহ'—মমতাতিশয়।

৩। 'সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন'—অঙ্গের মালিন্যাপকরণের দ্রব্যবিশেষ।

৪। 'তাহে'—সেই উদ্বর্ত্তনদ্বারা।

৫। সুকুমারাদিগের ত্রিকাল স্নান করা রীতি, তাহা দেখাইতেছেন। "কারুণ্যামৃত......তদুপরি স্নান"। বয়ঃসন্ধি অবস্থায় চাপল্য বিনাশ হওয়ায়—প্রথমতঃ তরুণ্যামৃতে স্নান, তারণ্যামৃত—যৌবনরূপ অমৃতে মধ্যম—মাধ্যাহ্নিক স্নান লাবণ্য রূপ অমৃতে তদুপরি—সায়াহ্নের স্নান।

৬। স্নানের পর বসন পরিধান বলিতেছেন "নিজলজ্জা" ইত্যাদি, নিজের লজ্জাই শ্যামবর্ণ পট্টশাটী তাহাই পরিধান।

৭। কৃষ্ণের অনুরাগই যাঁহার দ্বিতীয় অরুণবর্ণ বসন অর্থাৎ উত্তরীয়—ওড়না।

(১)প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥
(২)সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখীপ্রণয় চন্দন ।
স্মিতকান্তি কর্পূর তিন অঙ্গে বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস(৩) মৃগমদ ভর ।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর ॥
(৪)প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্য বিন্যাস ।
(৫)ধীরাধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পটবাস ॥
(৬)রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল ।
(৭)প্রেম-কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥

১। 'প্রণয়মান—প্রণয় হইতে জাত যে মান তাহাই কঞ্চুলিকা—কাঁচু তাহাদ্বারা বক্ষঃ আচ্ছাদন।

২। অঙ্গানুলেপন বলিতেছেন ;—'সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম......অঙ্গে বিলেপন নিজসৌন্দর্য্যরূপকুঙ্কুম, এবং সখীগণের নিজেতে যে প্রণয় তদ্রূপ চন্দন, এ নিজ মৃদুহাস্যের কান্তিরূপ কর্পূর এই তিন অঙ্গ বিলেপন অর্থাৎ অনুলেপন।

৩। 'উজ্জ্বল রস'—শৃঙ্গাররস।

৪। 'প্রচ্ছন্নমান'—কেহ না জানিতে পারে এতাদৃশমান; বাম্য—অদাক্ষি ধম্মিল্য—কবরী।

৫। * ধীরাধীরাত্ব—নায়িকার গুণরূপ পটবাস অর্থাৎ সুগন্ধি চূর্ণবিশেষ।

৬। 'রাগ'—প্রেমপরিণামবিশেষ, অর্থাৎ যাহাদ্বারা অধিক দুঃখ সুখরূপে প্রতীত হয়, সেই রাগরূপ তাম্বূলের রাগে—আরুণ্যে যাঁহার অধর উজ্জ্বল অর্থাৎ রঞ্জিত।

৭। প্রেম-কৌটিল্য—প্রেমের স্বভাব কুটিলাগতি অর্থাৎ অবস্থা যাঁহার নেত্রযুগলে কজ্জল।

---

* ইহারলক্ষণ মধ্যলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৫৭ পৃষ্ঠে পাদটীকায় দ্রষ্টব্য

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী(১)।
এই সব ভাব ভূষণ অঙ্গে ভরি ॥
(২)কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষণ।

। অলঙ্কার বলিতেছেন ; "সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক......বিংশতিভূষিত।
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক—"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এবহি। আরূঢ়াঃ
মোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥" "উদ্দীপ্তা এব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
এব পরাং কোটীং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি॥" এক সময়ে পাঁচটী কি ছয়টী
॥ সকলগুলি সাত্ত্বিকভাব পরমোৎকর্ষে আরোহণ করিলে তাহার নাম
প্ত সাত্ত্বিক। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকই যুগপৎ সকলগুলি মহাভাবে উৎকর্ষের
মাবধিত্ব ধাবণ করিলে, সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক নাম ধারণ করে। তাহা এবং
১।—'হর্ষাদি সঞ্চারী'—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা,
, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা
র্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা,
প্ত, বোধ এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ সঞ্চারীভাবরূপ * ভূষণ যাহার সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ।
কিলকিঞ্চিতাদি—যথা হাব ভাব হেলা ৩ শোভা কান্তি দীপ্তি মাধুর্য্য
ল্ভতা ঔদার্য্য ধৈর্য্য ৭ লীলা বিলাস বিচ্ছিত্তি বিভ্রম কিলকিঞ্চিত মোট্টায়িত
মিত বিব্বোক ললিত বিকৃত ১০ যৌবনকালে রমণীদিগের কান্তে সর্ব্বথা
নিবেশবশতঃ তদ্ভাবাক্রান্ত চিত্ত হইতে এই অলঙ্কারগুলির উদয় হইয়া থাকে
র মধ্যে প্রথম তিঁনটী অঙ্গজ এবং তাহার পরের সাতটী অযত্নজাত এবং
র পরের দশটী স্বভাবজাত।—ইহাদিগের লক্ষণ যথা—

১। নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।
নির্ব্বিকারচিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব।

২। চিত্তস্যাবিকৃতেঃ সত্বং বিকৃতে কারণে সতি।
তত্রাদ্যা বিক্রিয়াভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ॥

---

* ইহার মধ্যে কতিপয়ের ব্যাখ্যা মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হইয়াছে।
বশিষ্টের ব্যাখ্যা অন্ত্যলীলায় হইবে।

বিকারের কারণ সত্ত্বে চিত্তের যে আবিষ্কৃত তাহাকে সত্ত্ব বলে, ঐ স
আদ্যাবিকৃতি তাহার নাম 'ভাব' যেমন বীজের আদিবিকৃতি 'অঙ্কুর'।

৩। গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥

যাহা গ্রীবা তির্য্যক্‌করণ সংযুক্ত ও ভ্রূ নেত্রাদির বিকাশকারী ভাব।
ঈষৎ প্রকাশক, তাহাকে হাব বলে।

৪। হাবএব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ।

হাব যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয় তবে তাহার নাম হেলা।

৫। সা শোভারূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্।

রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ তাহাকে শোভা কহে।

৬। শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা।

যদি শোভাই মন্মথের বৃদ্ধিবশতঃ উজ্জ্বলা হয় তবে তাহাকে কান্তি বলে।

৭। কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তাচেদ্দীপ্তিরুচ্যতে।

বয়স, ভোগ, কাল ও গুণাদিদ্বারা যে কান্তি অতিশয়রূপে বি
হয় তাহাকে দীপ্তি বলে।

৮। মাধুর্য্যনাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা।

সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টাসকলের চারুতার নাম মাধুর্য্য।

৯। নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা।

প্রয়োগবিষয়ে যে নিঃশঙ্কত্ব পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রগলভতা কহিয়াছেন।

১০। ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ।

সর্ব্বাবস্থাগত বিনয়ের নাম ঔদার্য্য।

১১। স্থিরা চিত্তোন্নতির্যাতু তদ্ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে।

স্থির চিত্তোন্নতির নাম ধৈর্য্য।

১২। প্রিয়ানুকরণং লীলারম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ।

রমণীয়বেশ ও ক্রিয়াদ্বারা প্রিয়ের অনুকরণের নাম লীলা।

১৩। গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসং প্রিয়সঙ্গজম্॥

গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির কর্ম্মসকলের প্রিয়সঙ্গ জন্য যে তাৎ-
ক্ষণিক বৈশিষ্ট্য তাহাকে বিলাস বলে।

১৪। আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ ॥

যে বেশরচনা অল্প হইয়াও দেহকান্তির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, তাহাকে
বিচ্ছিত্তি বলে।

১৫। বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।

বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ ॥

বল্লভ প্রাপ্তিকালে প্রবল মদনাবেশবশতঃ হারমাল্যাদির যে অযথাস্থানে ধৃতি
তার নাম বিভ্রম।

১৬। গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।

সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্।

গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ হর্ষ-হেতুক এই সাত-
এককালীন প্রাকট্য করার নাম কিলকিঞ্চিৎ।

১৭। কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ।

প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে ॥

কান্তের স্মরণ ও তদীয় বার্ত্তাদি শ্রবণে কান্তবিষয়ক স্থায়িভাবের ভাবনা-
ক হৃদয়মধ্যে যে অভিলাষের প্রাকট্য তাহাকে মোট্টায়িত বলে।

১৮। স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।

বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥

স্তন ও অধরাদি গ্রহণ সময়ে হৃদয়ের প্রীতি হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের
যে বাহ্যে ক্রোধ, তাহাকে পণ্ডিতগণ কুট্টমিত বলেন।

১৯। ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ।

গর্ব্ব ও মান নিমিত্ত ইষ্ট অর্থাৎ কান্তদত্ত বস্তুর প্রতি যে অনাদর তাহার
বিব্বোক।

২০। বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।

সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদীরিতম্।

যাহাতে অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গি সুকুমার ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব
প্রকাশ পায় তাহাকে ললিত বলে।

(১)গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥
(২)সৌভাগ্যতিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল।
(৩)প্রেম-বৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
(৪)মধ্য বয়স সখী স্কন্ধে করন্যাস।

২১। হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্।
ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ ॥

লজ্জা, মান, ঈর্ষাদির দ্বারা যে স্থানে বিবক্ষিতবিষয় বলা হয় না। চেষ্টাদ্বারা প্রকাশিত হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে বিকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

১। 'গুণশ্রেণী' ইত্যাদি—মধুরত্ব, নববয়স্ত্ব, চলাপাঙ্গত্ব, উজ্জ্বলস্মি- চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যত্ব, গন্ধোন্মাদিতমাধবত্ব, ৬ সঙ্গতপ্রসরাভিজ্ঞত্ব, রম্যবাক্- নর্ম্মপণ্ডিতত্ব, ৩ বিনীতত্ব, করুণাপূর্ণত্ব, বিদগ্ধত্ব, পাটবান্বিতত্ব, লজ্জাশী- সুমর্য্যাদত্ব, ধৈর্য্যশীলত্ব, গাম্ভীর্য্যশীলতত্ব, সুবিলসত্ব, মহাভাবপরমোৎকর্ষশালি- ১০ গোকুলপ্রেমবসতিত্ব, জগৎশ্রেণীলসৎযশস্ত্ব, গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহত্ব, সখীপ্র- বশত্ব, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যত্ব, সন্ততাশ্রবকেশবত্ব ৬ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর এই গুণগণে মধ্যে প্রথম ছয়টী গুণ কায়িক, তাহার পরের তিনটী গুণ বাচিক, তাহার পরে দশটী গুণ মানসিক, তাহার পরের ছয়টী গুণ পরসম্বন্ধগামী। * উপরো- গুণশ্রেণীরূপ পুষ্পমালায় শ্রীরাধিকার সর্ব্বাঙ্গ পূরিত।

২। 'সৌভাগ্যতিলক'—শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রেয়সী হইতে শ্রীরাধা পর- প্রেমপাত্র; এই খ্যাতিরূপ তিলক শ্রীরাধাললাটে উজ্জ্বলভাবে রহিয়াছে।

৩। 'প্রেমবৈচিত্ত্য'—প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তি স্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥ প্রিয়তমের ও সন্নিকর্ষে প্রেমোৎকর্ষ স্বভাববশতঃ বিচ্ছেদবুদ্ধিতে যে আর্ত্তি তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য,সেই প্রেম- বৈচিত্ত্যরূপ রত্ন হৃদয়ে তরল হারমধ্যগরত্ন (ধুক্ধুকি)।

৪। 'মধ্যবয়স'—মধ্যকৈশোর (দ্বাদশ বর্ষ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত) তদ্রূপা সখীর স্কন্ধে যাঁহার করন্যাস।

---

* এই গুণসকলের প্রত্যেকের ব্যাখ্যা শ্রীসনাতনশিক্ষায় হইবে।

(১)কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ ॥
(২)নিজাঙ্গসৌরভালয়ে গর্ব্বপর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস(৩) কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ(৪) বচনে ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস(৫)-মধু-পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ-প্রেম-রত্নের আকর(৬)।
অনুপম-গুণগণ(৭)-পূর্ণ-কলেবর ॥

তথাহি—*

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতীরাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।

কৃষ্ণস্য প্রণয়োৎপত্তিভূমিঃ কা একা শ্রীমতী রাধিকা। অত্র প্রশ্নপূর্ব্বক-

১। 'কৃষ্ণলীলা'—ইত্যাদি কৃষ্ণের সহিত স্বকর্তৃক লীলাবিষয়ে মনোবৃত্তি-পা সখী আশপাশ—চারি দিকে।

২। 'নিজাঙ্গসৌরভালয়ে'—ইত্যাদি নিজাঙ্গসৌরভরূপ আলয়—অন্তঃপুর †।

৩। 'অবতংস'—কর্ণভূষণ।

৪। 'প্রবাহ'—স্রোত অর্থাৎ স্রোতের ন্যায় যাঁহার বচনে কৃষ্ণের নাম, গুণ। যশঃ কীর্ত্তনের বিরতি নাই।

৫। 'শ্যামরস'—মধুররস; মধু—মদ্য।

৬। 'আকর'—খনি।

৭। 'গুণগণ'—পূর্ব্বোক্ত মধুরত্ব, নববয়স্ত্ব প্রভৃতি।

* শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে একাদশসর্গে দ্বাবিংশাধিকশততমঃ শ্লোকঃ।

† তাদৃশ রাজনন্দিনীর আলয়ে অন্যপুরুষের অগম্যত্বিধায় এখানে আলয় বলে অন্তঃপুর।

জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরেঃ রাধিকৈকা ন চান্যা॥

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা(১)।
যাঁরঠাঁঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা(২)॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥

মাখ্যানাখ্যা পরিসঙ্খ্যা একবিধা। অস্য কৃষ্ণস্য কা প্রেয়সী? অনুপমগুণা রা কৈকা অন্যা ন ইত্যনেন তৎসামান্যায়া অন্যপ্রেয়স্যা ব্যপোহনং দূরীকরণম্ পরিসঙ্খ্যা দ্বিতীয়া। অস্যাঃ কেশে জৈহ্ম্যং কৌটিল্যং হৃদি ন ইতি অন্যাসাং হৃ কৌটিল্যং কেশে ন ইতি তস্য ব্যপোহনস্য প্রশ্নং বিনা ব্যঙ্গত্বেন পরিসঙ্খ্যা তৃতীয়া। এবং দৃশি তরলতা কুচে নিষ্ঠুরত্বং জ্ঞেয়ং। হরের্বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ এব রাধিকা প্রভবতি নান্যা তত্র প্রশ্নপূর্ব্বব্যঙ্গত্বেনাখ্যানং পরিসঙ্খ্যা। পরিসঙ্খ্যা লক্ষণং যথা—প্রশ্নপূর্ব্বকমাখ্যানং তৎ সামান্যব্যপোহনং তস্য। তস্যাপি জ্ঞেয়ে ব্যঙ্গত্বে স্যাদথাপরং। অপ্রশ্নপূর্ব্বমাখ্যানং পরিসঙ্খ্যা চতুর্ব্বিধা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তি স্থান কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা কে? অনুপমগুণা একা শ্রীরাধিকাই অন্য কেহ নহে। ইহাঁর কেশে কুটিলতা, চক্ষুতে তরলতা, ও কুচে, নিষ্ঠুরতা, সুতরাং শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণে সমর্থ অন্য কেহই নহে। *

১। যাঁহার সৌভাগ্য'—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা যেমন প্রেমপাত্র এইরূপ অন্য কেহ কুত্রাপি নাই এই খ্যাতি, সত্যভামা সৌভাগ্যে অধিক হইয়াও বাঞ্ছা করেন।

২। ব্রজস্থিত তরুণীগণ কলাবতী হইয়াও যাঁর ঠাঁঞি কলাবিলাস (গান নাট্য শিল্প প্রভৃতি, শিখে—শিক্ষা করেন।

---

* কুটিলতা, চঞ্চলতা ও নিষ্ঠুরতা কৃষ্ণবাঞ্ছা পূরণ করিতেছে ইহাই বড় আশ্চর্য্য।

যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ রাধা প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব(১)॥
রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥

তথাহি—*

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥

রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥

য়সীনাং প্রেমবিশেষযুক্তানাং তারতম্যেন বশীভূতঃ। যথোক্তং "যা দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা' ইতি; "অনয়ানূন"মিত্যাদি।

রসিক, নবযৌবনান্বিত, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ত তাঁহাকে ধীরললিত : তিনি প্রায় প্রেয়সীর বশীভূত।

'দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব'—শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসে মহত্ত্ব—সর্ব্বাতি-শয়মহিমা।

ক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং পঞ্চদশাধিকশততমঃ

তথাহি—*

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাম্
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহ চিত্রকেলী-মকরী-পাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥

প্রভু কহে 'এহ হয় আগে কহ আর'।
রায় কহে 'ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর'॥
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত(১) এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥
এতবলি আপনকৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু(২) স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল॥

১। "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত—প্রেমময় বিলাসের বিবর্ত্ত (অতত্ত্বতঃ অ খ্যাতি অর্থাৎ তত্ত্বতঃ পৃথক্ না হইয়া অন্যরূপে প্রতীয়মানতা) অ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাত্মক প্রেমময় বিলাসে নানা ভেদ প্রত হইলেও তাহা স্বরূপতঃ হ্লাদিনীসার প্রেম, ইহাই ইহার ভাবার্থ।

২। 'প্রেমে প্রভু' ইত্যাদি—আর অধিকক্ষণ গান করিলে আনন্দে (হইয়া শ্রবণসুখে বাধা দিবে বলিয়া, গান স্থগিত করিবার জন্য রায় রামান মুখে হস্ত দিয়া গান করিতে বাধা দিলেন। ॥

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্বিংশাধিকশতত শ্লোকঃ।

এই শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৯০ পৃষ্ঠে দ্রষ্ট।

॥ ইহাদ্বারা জানা গেল উক্ত গান শ্রবণে শ্রীমহাপ্রভুর বাষ্পোপরুদ্ধ কণ্ঠ হ তন্নিমিত্ত মুখে কিছু বলিতে না পারায় স্বহস্তে রামানন্দরায়ের মুখ আচ্ছা করিলেন।

তথাহি—গীতম্।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥
এসখি! সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকে মিলনে মধত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ তুহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥ *

আমরা অত্যন্ত প্রামাণিক "পদামৃত সমুদ্রকার" শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মহাশয় কৃত সংস্কৃত ব্যাখ্যাটী তুলিলাম এবং অবিকল অনুবাদ দিলাম।

আদৌ পূর্ব্বরাগো নয়নভঙ্গ্যাজাতঃ। সএব অনুদিনং বর্দ্ধিষ্ণুঃ সীমাং ন প্রাপ্তঃ। নমে স পতির্নাহং তৎ পত্নী। তথাপি আবয়োর্ম্মনঃ কন্দর্পেণ পিষ্টম-ভন্নং কৃতমিত্যহং জানে। অতস্তৎ সর্ব্বং প্রেমকৃত্যং শ্রীকৃষ্ণায় কথয়িষ্যসীতি বিছুরহ জানি বিস্মৃতা মাভূঃ, যতস্তং তদ্বিস্মরণশীলস্য অনুগতা দূতী অতো বিস্মরণং স্বাভাবিকমিতি বক্রোক্তিঃ। মধত পাঁচবাণ—মধ্যস্থঃ কন্দর্পঃ অবসোই বিরাগ ইত্যনেন বক্রোক্তিমানশ্চ স্পষ্টঃ। অত্রাবহিত্থা কিঞ্চিন্মানবিরামাদেব বোধ্যা। বর্দ্ধনবর্দ্ধিষ্ণুরুদ্রগুণেন নরাধিপস্তৈবমান ইতি গীতকর্ত্রাঽনুমিতং। পক্ষে প্রতাপ-রুদ্রমহারাজেন বর্দ্ধিতমানঃ কবির্ভনতি।

কলহান্তরিতা শ্রীরাধিকা দূতীকে কহিলেন, হে দূতি! শ্রীকৃষ্ণে কহিও যে প্রথমতঃ নয়নভঙ্গীদ্বারা পূর্ব্বরাগ হইয়াছিল, সেই পূর্ব্বরাগ দিন দিন বাড়িয়াছিল, কিন্তু সীমা প্রাপ্ত হয় নাই। আমি তাঁহার পত্নী নহি তিনিও আমার পতি নহেন,

---

* বর্দ্ধন রুদ্রনরাধিপমান। রামানন্দ রায় কবিভান॥ এই পদের এই ভোগ প্রাচীন হস্তলিখিত কোন পুস্তকে নাই পদামৃত সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

তথাহি—*

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে! নির্ধূতভেদভ্রমম্ ।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ॥

ক্বাপি নিকুঞ্জে পরস্পরমাধুর্য্যাস্বাদ-নিমগ্নয়োরুদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকভাবালঙ্কৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্মহাভাবমাধুরীমনুমোদয়ন্তী বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণমাহ—তত্র ভগবতি পুরুষাত্ত্বতারাণাং সর্ব্বেষাং লক্ষণমিব মহাভাবেরত্যাদিভাবা সর্ব্বেষাং চিহ্নঞ্চ সূচয়তি—রাধায়া ইতি। শৃঙ্গাররস এব কারুঃ শিল্পী কৃতী স্ব কর্ম্মণি পণ্ডিত ইতি রতিধ্বনিতা। রাধায়া ভবতশ্চেতি সূচিতেনোপপত্তে লোকদ্বয়নিন্দানবেক্ষণাৎ প্রেমা ব্যঞ্জিতঃ। চিত্তে এব জতুনী লাক্ষে কর্ম্মভূ স্বেদৈঃ প্রেমোষ্মভিঃ পক্ষেঽগ্নিসন্তাপৈর্বিলাপ্য দ্রবীকৃত্য ইতি স্নেহঃ। যু একীভাবেন মেলয়ন্নিতি প্রণয়ঃ, ক্রমাৎ শনৈঃ শনৈরিতি বাম্যস্য সূচিতাত্ত্বমানঃ নির্দ্ধূতভেদভ্রমং যথা স্যাত্তথা যুঞ্জন্নিতি সুসখ্যং দ্যোতিতং। হে অদ্রীনাং গোবর্দ্ধ দীনাং নিকুঞ্জেষু কুঞ্জরপতে! মহামত্তগজেন্দ্রলীলেতি সুকুমারচরণয়োরদ্রিগহ্বঃ কুঞ্জাদিষু পরস্পরমিলনার্থং রাত্রিন্দিবমভিসরতোর্য্যুবনোঃ কষ্টমপি সুখমেবেতি রাগঃ। নবো নিত্যনবত্বেন ভাসমানো রাগ এব হিঙ্গুলভরস্তৈরিত্যনুরাগ

তথাপি তাঁহার এবং আমার মন-কন্দর্প পেষণ করিয়া অভিন্ন করিয়াছিল। হে সখি! এই সকল প্রেমের কাহিনী কৃষ্ণনিকটে তুমি বলিও বিস্মৃত হইও না। যখন আমাদের দুইজনের মিলন হয়, তখন দূতী কিম্বা অন্য কাহারও অন্বেষ করিতে হয় নাই, পঞ্চবাণ মদন মধ্যস্থ হইয়া আমাদের দুজনকে মিলাইয়া দিয়াছিল। এখন সেই কৃষ্ণ আমাতে বিরাগ অর্থাৎ বীতরাগ, সুতরাং তুমি দূতী হইলে। সুপুরুষের প্রেমের কি ঐ প্রকার রীতি?

রাধাকৃষ্ণ কদাচিৎ কোন নিকুঞ্জে পরস্পরের মাধুর্য্য আস্বাদনে নিমগ্ন হইয়া পরস্পরে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তাহা অনুমোদন করিতে করিতে বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে! স্বকার্য্যে

---

* উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবকথনে দশাধিকশততমশ্লোকঃ।

(১)প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়॥
রায় কহে 'যেই কহাও সেই কহি বাণী'।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইঁবেক স্থির॥

য়োক্তিভিস্তৈশ্চ বহুতরৈরিতি মহাভাবঃ। নবো রাগো রক্তিমা যেষাং তৈর্হিঙ্গুল-
রৈরিতি বিশ্লেষশ্চ। চিত্তজতূনি অন্বরঞ্জয়দিতি হিঙ্গুলারক্তস্য জতুনোঽন্তর্বহি-
ঙ্গুলাকারত্বমেবেত্যুভয়চিত্তয়োর্মহাভাবাকারত্বমনুরাগোৎকর্ষস্য স্বসংবেদ্যত্বঞ্চ
ন্ধাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে চিত্রায় চিত্রং কর্ত্তুং পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডেষু যানি হর্ম্ম্যাণি ধনিনাং বাসা-
হৃদয়ে তদ্বর্ত্তিধনিজনহৃদয়ে অতিশয়োক্ত্যা ভক্তজনান্তঃকরণেষু :চিত্রায় চিত্রং
স্বয়ং প্রাপয়িতুং মহাভাবক্রিয়াক্ষোভং অনুভাবোত্তিভাবঃ। এতেন যাবদা-
য়বৃত্তিত্বমুক্তং। এবমুক্তবত্রাপ্যুদাহরণেষু মহাভাবচিহ্নানি কচিদ্ব্যস্তানি সমস্তানি
মামানানি চ জ্ঞেয়ানি।

পুণ শৃঙ্গাররসরূপ শিল্পী শ্রীরাধার এবং তোমার চিত্তরূপ লাক্ষা স্বেদ অর্থাৎ
প্রমোষ্মাদ্বারা দ্রবীভূত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যোদর চিত্রের নিমিত্ত তাহাতে
চিরতর নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং অনুরঞ্জিত করিয়াছে। শ্লেষে অতি-
য়োক্তি অলঙ্কারদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তি-ভক্তহৃদয় আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে অর্থাৎ
তামাদের এই প্রেমবিবর্ত্ত ভাবনাদি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত
ইয়া থাকেন। এই অর্থ প্রতিপাদন করিল।

১। 'প্রভু কহে' ইত্যাদি—এই—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সাধ্যবস্তুর অবধি—
রমসীমা অর্থাৎ ইহার পর আর সাধ্য বস্তু নাই।

মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥
(১)রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদিভাবে না হয় গোচর॥

১। এক্ষণে সাধন করিতেছেন 'রাধাকৃষ্ণলীলা······ব্রজেন্দ্রনন্দন' সখী। এই লীলায় অন্যের অর্থাৎ দাসাদির প্রবেশ নাই একারণে সখীদিগের ভ যেইজন তাগা—অর্থাৎ লীলায় অনুগতি—সখীদিগের আনুগত্যেপ্রবেশ ক সেইজন রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু পায়। এখানে সখীভাবে অনু বলিতে সখীদিগের সঙ্গিনীরূপে আপনাকে চিন্তা করিয়া সখীদিগের আনুগ লীলায় প্রবেশ পূর্ব্বক সেই ভাবনাময় দেহদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা ব বুঝিতে হইবে। *

---

* এস্থলে ব্যাখ্যায় শ্রীঅম্বিকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটী হইতে যে শ্রীচৈত চরিতামৃত প্রকাশ হইয়াছেন, তাহাতে অযথা অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক স্বকপো কল্পিত অর্থ করিয়া একবারে রাগানুগা সাধনভক্তি উড়াইয়া দেওয়া হইয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত সেই ব্যাখ্যাটী নিম্নে দিলা "সখীভাবে ইত্যাদি যিনি পরস্পর অকপটে আপনা হইতেও শ্রীরাধিকাতে অধিব প্রেম করেন, আর বিশ্বাস স্থান এবং বয়স, বেশাদিতে শ্রীরাধিকাসদৃশ তাঁহাকে সখী বলে। তাদৃশ ভাব যাহাদের উৎপন্ন হয় নাই, তাহারা আপনাকে সখী বলিয়া মানিলে অহংগ্রহোপাসনা হয়। যেহেতু গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ স্বরূপ, অতএব আমি কৃষ্ণ বলিলেও যে দোষ আর আমি গোপী বলিলেও তাহাই হয়। তাদৃশ ভাব স্বয়ং গ্রহাবিষ্টের ন্যায় গোপী অভিমান করিলেও কোন দোষ হয় না, প্রত্যুত গুণই সম্পাদন করে। যেমন ভাব শূন্যকে ¶ রাজা আপনাকে বিষ্ণু বলিয়া অভিমান করায় নরকগামী হইয়াছিল, কিন্তু ভাবাবিষ্ট প্রহ্লাদ মহাশয় আমি কৃষ্ণ বলিয়া সাধুবর্গের শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। অতএব

¶ মুদ্রাকর প্রমাদে কএকটী অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে।

সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥

কবে সখীগণের অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা পাইব ইহাই উৎপন্ন
এবং অজাতরতি-সাধকের প্রার্থনা; অতএব অজাতভাব সাধকজন্য
ত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন; কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী-গোপের ঘরে,
া হইয়া জনমিব ইত্যাদি। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন "অধিকারী"
ধর্ম্ম চাহে আচরিতে। তৎকালে বিনাশ পায় নাচিতে গাহিতে॥"
এই সিদ্ধান্তদ্বারা রাগানুগীয় সাধকগণের হৃদয়ে দারুণ আঘাত করা হইয়াছে।
যাঁহাদের রাগানুগীয় ভক্তিতে নিষ্ঠা হইয়াছে তাঁহাদের মন এতাদৃশ
লক্ষ অসৎ সিদ্ধান্ত শুনিলে বা সৎপুস্তকে এতাদৃশ অসৎ ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট
খলে কোনরূপ বিচলিত হইবার নহে, তথাপি কেবলোৎপন্ন লোভ
কগণের মন বিচলিত হইতে পারে বলিয়া অম্বিকা হইতে প্রকাশিত
কের উপরোক্ত অসৎ সিদ্ধান্তের অসারতা ও ভক্তবিদ্বেষপরতা স্বকপোল-
িতত্ব দেখাইয়া শাস্ত্রসঙ্গত রাগানুগা ভক্তি শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত লিখিত
তেছে, অম্বিকার শ্রীগ্রন্থে সিদ্ধান্তকার মহাশয়েরা উজ্জ্বলনীলমণির সখী-
করণোক্ত সখীলক্ষণের "আত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বনাল্যোল্যমচ্ছলং।
শ্রস্বিনী বয়োবেশাদিভি স্তুল্যা সখী মতা॥ এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা লিখিয়া
ন্ত করিয়াছেন, তাদৃশ ভাব যাহাদের উৎপন্ন হয় নাই তাহারা আপনাকে
ী মানিলে অহংগ্রহোপাসনা হয় ইত্যাদি ইহাই কি সখীভাবে অনুগতি
ের অর্থ? যদি তাহাই তাঁহাদের মতে হয় হউক কিন্তু শাস্ত্রে যাহা বলিতে
ন তাহা আমরা দেখাইতেছি।

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥

রাগাত্মিকা ভক্তিতে একমাত্র নিষ্ঠ ব্রজবাসিজনাদির ভাব পাইবার জন্য
হার লোভ হইয়াছে তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী।

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যশ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥

সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি॥
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি॥

সেই রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসিজনাদির ভাবাদির মাধুর্য্য শ্রবণ ক বুদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে অর্থাৎ আমি সেইরূপ ভাব কবে পাইব এই বা লোভোৎপত্তির লক্ষণ এই লোভোৎপত্তি বিষয়ে শাস্ত্র ও যুক্তি অপেক্ষা করে যাঁহার ব্রজজনের ভাবে লোভ হইয়াছে তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধি ইহাই ফলিতার্থ। এতাদৃশ রাগানুগা সাধনভক্তির অধিকারিজনের ক বলিয়াছেন।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

শ্রীজীবগোস্বামিপাদানাং টীকা।

অথ রাগানুগায়াঃ পরিপাটীমাহ—কৃষ্ণমিত্যাদিনা। সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীম ব্রজবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। তদাভাবে মনসাপীতি।

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-মহাশয়ানাং টীকাচ।

কৃষ্ণং স্মরন্নিতি। স্মরণস্যাত্র রাগানুগায়াং মুখ্যত্বং রাগস্য মনোধর্ম্মত্বা প্রেষ্ঠনীজভাবোচিত-লীলাবিলাসিনং কৃষ্ণং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরং। অস্য কৃ জনঞ্চ, কীদৃশং? নিজসমীহিতং স্বাভিলষণীয়শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীললিতাবিশা রূপমঞ্জর্য্যাদিকং কৃষ্ণস্যাপি নিজসমীহিতত্বেঽপি তজ্জনস্য উজ্জলভাবৈকনিষ্ঠ নিজসমীহিতাধিক্যং। ব্রজে বাসমিতি অসামর্থ্যে সাধকশরীরেণ মনসা বাসং কুর্য্ সিদ্ধদেহেন বাসস্তুত্তরশ্লোকার্থতঃ প্রাপ্তএব।

উভয় টীকার মতানুসারে অনুবাদ।

রাগানুগা সাধন ভক্তিতে স্মরণই মুখ্য সাধন। এই কারণে নিজভাবোচি লীলা বিলাসি-শ্রীবৃন্দাবননাথ কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে এবং নিজাভিলষণী

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ১৫০ শ্লোকঃ।

রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী, ললিতা, বিশাখা, ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিকে স্মরণ করিতে রিতে সেই সেই কথায় (অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী প্রভৃতির সহিত শ্রীবৃন্দাবননাথের লাকথায়) রত হইয়া সামর্থ থাকিলে শরীরের দ্বারা সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে ং অসামর্থ্যে মনের দ্বারা ব্রজে বাস করিবে।

কি প্রকারে সেবা করিবে তাহাও বলিয়াছেন—

সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

শ্রীজীবগোস্বামিপাদানাং টীকা।

সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন। সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপগিদেহেন। তস্য ব্রজস্থনিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবো রতিবিশেষলিপ্সুনা। ব্রজলোকাস্তত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনা স্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ।

শ্রীচক্রবর্ত্তি-মহাশয়ানাং টীকা চ।

সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন। সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট-তৎসাক্ষাৎসেবোপযোগিদেহেন। তদ্ভাবঃ স্বপ্রেষ্ঠকৃষ্ণ-বিষয়কঃ স্বসমীহিতকৃষ্ণজনাশ্রয়শ্চ যো ভাব উজ্জ্বলাখ্যস্তং লব্ধুমিচ্ছতা সেবামনসৈবোপস্থাপিতৈঃ সাক্ষাদপ্যুপপাদিতৈশ্চ সমুচিতদ্রব্যাদিভিঃ পরিচর্য্যা কার্য্যা। অত্র প্রকারমাহ—ব্রজলোকানুসারতঃ সাধকরূপেণানুগম্যমানা যে ব্রজলোকা শ্রীরূপগোস্বাম্যাদয়ো যে চ সিদ্ধরূপেণানুগম্যমানা ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদয় স্তদনুসারতঃ।

নিজ প্রিয়তম কৃষ্ণবিষয়ক এবং নিজ অভীষ্ট কৃষ্ণজন অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী, ললিতা, বিশাখা ও শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদিবিষয়ক ভাব লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিতদেহে সমুচিত দ্রব্যাদিদ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত তৎসাক্ষাৎ সেবোপযোগি-দেহে মনদ্বারা উপস্থাপিত সমুচিত দ্রব্যদ্বারা ব্রজলোকানুসারে অর্থাৎ সাধকরূপে ব্রজলোক শ্রীরূপ-গোস্বামি প্রভৃতি এবং সিদ্ধরূপে ব্রজলোক শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির অনুসারে সেবা করিবে।

যাঁহারা মধুরসের রাগানুগীয় সাধক তাঁহারা কি প্রকারে সিদ্ধদেহ করিবেন তাহা শ্রীঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন যথা—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎরূপালঙ্কারভূষিতাম্॥

প্রাচীনটীকাচ।

সখীনাং শ্রীললিতাশ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদানাং সঙ্গিনীরূপাং আত্মানং ধ্যায়েৎ শেষঃ। কিম্ভূতাং? আজ্ঞাসেবাপরাং আজ্ঞয়া তাসামনুমত্যা সেবাপরাং শ্রীরাধামাধবয়োরিতি শেষঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং? তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং সুপ্রাসদ্ধশ্রীমনোহররূপেণ শ্রীরাধিকানির্ম্মাল্যালঙ্কারেণ চ ভূষিতাং। নির্ম্মাল্যমাল্যাভরণাস্তু দাস্য ইত্যুক্তঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং? বাসনাময়ীং চিন্তাময়ীং ঈক্ষেত চিন্ময়মেতমীশ্বরমিত্যাদিবৎ।

শ্রীললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির আজ্ঞায় শ্রীরাধামাধবের সেবা এবং কৃষ্ণমনোহররূপে ভূষিত এবং শ্রীরাধিকার নির্ম্মাল্য বসনভূষণে ভূষিত সখীগণের সঙ্গিনীরূপে আপনার মনোময়ী মূর্ত্তি চিন্তা করিবে।

সনৎকুমারতন্ত্রেও বলিয়াছেন;—

আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥ ইত্যাদি

রাগানুগীয় সাধক ভক্ত সখীদিগের মধ্যে আপনাকে রূপযৌবনসম্পন্না কিশোরীরূপে চিন্তা করিবে।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থে রাগানুগা ভক্তি বিশেষরূপে বিবৃত আছে, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা অত্যন্ত কঠিন বিধায় স্থানে স্থানে গুরূপদেশ ব্যতীত যথাযথ অর্থ পরিগ্রহ হইবার উপায় নাই। এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা নামক পুস্তকে রাগানুগা ভক্তি সোপপত্তিক বিবৃত হইয়াছে; যাঁহাদের প্রয়োজন হইবে তাঁহারা এই গ্রন্থ অনুশীলন করিবেন। রাগানুগা-সাধকভক্তনিষ্ঠগণের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিবার ক্রম বিশদরূপে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কি বলিয়াছেন; তাহা ভক্তগণের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্ত লিখিত হইল।

তথাহি—*

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।

রাধাকৃষ্ণয়োর্ভাবঃ স বিভুর্ব্যাপকোঽতিমহান্। অতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশঃ য়ং প্রকাশমানশ্চ। এবং বিশেষণৈর্বিশিষ্টোঽপি যাঃ সখীঃ ঋতে বিনা রস- ষ্টিং নহি প্রবহতি তাঃ কীদৃশীঃ? স্বাঃ স্বীয়াঃ তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরাত্মীয়াঃ কাঃ

হে সখী! সর্ব্বব্যাপী হইয়াও ভগবান্, যেমন চিচ্ছক্তি ব্যতীত পুষ্টিলাভ করেন া, তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণের ভাব সর্ব্বব্যাপক, এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও সখী ব্যতীত

অত্র রাগানুগামার্গে অনুৎপন্নরতিসাধকভক্তৈরপি স্বেপ্সিতসিদ্ধদেহং মনসি রিকল্প্য ভগবৎসেবাদিকং ক্রিয়তে। জাতরতীনান্তু স্বয়মেব তদ্দেহস্ফূর্ত্তিঃ।

'রাগানুগামার্গে অনুৎপন্নরতি সাধকভক্তগণ আপনার বাঞ্ছিত সিদ্ধদেহ মনোমধ্যে পরিকল্পনা করিয়া তাহাদ্বারা ভগবানের সেবাদি করিয়া থাকেন; এবং জাতরতি সাধকদিগের সিদ্ধদেহে স্বয়ং স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

এই সকল প্রবল শাস্ত্রে অনুৎপন্নরতি রাগানুগীয়-সাধক-ভক্তগণ যত্নপূর্ব্বক মনে নিজ সিদ্ধদেহ কল্পনা করিয়া রাধাকৃষ্ণ-পরিচর্য্যা করিবে বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং এই সকল শাস্ত্র এবং প্রবল সদাচাররূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড উদয় থাকিতে অসৎসিদ্ধান্তধ্বান্তান্ধ হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

এই রাগানুগা সাধনভক্তি যাঁহার হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তিনি সিদ্ধদেহে শ্রীরাধামাধবের কুঞ্জসেবা করিয়া নিরতিশয় পরমানন্দসিন্ধু মধ্যে নিমগ্ন হইয়া বিদ্যমান থাকেন। তাদৃশ সাধকগণ ধরণীর ভূষণস্বরূপ, তাঁহাদের করুণায় জীব গণের যোগীন্দ্রগণ দুর্ল্লভ পরমরমণীয় রাগানুগীয় ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

---

* শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমসর্গে সপ্তদশশ্লোকঃ।

প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
(১)কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥
(২)রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥

বিনা ক ইব। ঈশ ঈশ্বরঃ চিদ্বিভূতীবিনা যথা পুষ্টিং ন প্রাপ্নোতি তথা। অ আসাং সখীনাং পদং কো রসজ্ঞো ভক্তো ন শ্রয়তি সর্ব্বে রসজ্ঞা আশ্রয়ন্তোবো ভাবঃ।

ক্ষণকালের নিমিত্তও রস পুষ্টি করিতে সমর্থ হয় না; অতএব এই সখীগণে পদ কোন রসজ্ঞ † আশ্রয় না করে।

১। 'নিজলীলায়'—স্বীয় সম্প্রয়োগ লীলায় কৃষ্ণের সহিত সখীর প্রয়োজন নাই কেন? তাহার হেতু, "কৃষ্ণসহ……কোটিসুখ পায়" অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা সম্প্রয়োগ লীলা করাইয়া কৃষ্ণসহ নিজকেলিসুখ হইতে কোটিগুণ সুখ সখীগণ প্রাপ্ত হন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসহ প্রয়োগলীলায় তাঁহাদের মন ধাবমান হয় না। যেমন প্রচুরতর সুখ পাইলে কাহারও অল্পসুখে মন ধাবিত হয় না।

২। এবিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন 'রাধারূপ……কোটী সুখ হয়'। ¶

---

† ইহাদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল 'শ্রীরাধিকার সখীগণের পদাশ্রয় যেনা করে সেই অরসজ্ঞ অর্থাৎ অরসজ্ঞগণেরই শ্রীসখীদিগের পদাশ্রয়ে রুচি জন্মে না'

¶ এই কয় পয়ারের অর্থ সুগম।

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

তথাহি—*

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনাম শক্তেঃ,
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যা মমুষ্যাং,
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥

(১)যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম-কৃষ্ণ-সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥

শ্রীরাধিকায়া নির্বৃতৌ সত্যাং সখীনাং নির্বৃতিঃ স্যাৎ, তত্র তয়া সহাসামভেদং এব কারণমিত্যাহ—সখ্য ইতি। ব্রজরূপকুমুদানাং বিধোশ্চন্দ্রস্য হ্লাদিনীনাম যা শক্তিস্তস্যাঃ সারাংশো যঃ প্রেমা স এব বল্লী লতা তস্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সখ্যঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ শ্রীরাধিকাতুল্যাশ্চ। অতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরসস্য নিচয়ৈঃ সমূহৈরমুষ্যাং রাধায়াং সিক্তায়াং উল্লসন্ত্যাঞ্চ সত্যাং তাঃ সখ্যঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং জাতোল্লাসা ভবন্তি ইতি যৎ তৎ চিত্রং ন।

ব্রজকুমুদ বিধু শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নাম্নী শক্তির সারাংশ যে 'প্রেম' তদ্রূপ শ্রীরাধালতার কিশলয় পত্র এবং পুষ্পাদি সদৃশ সখীগণ অতএব তাঁহারা শ্রীরাধিকাসদৃশ। এই হেতু কৃষ্ণলীলামৃত রসদ্বারা রাধালতাসিক্ত এবং উল্লাস যুক্ত হইলে, পত্রপুষ্পাদিরূপ সখীগণের যে স্বীয় সেক হইতে শতগুণে অধিক উল্লাস হয় ইহা আশ্চর্য্য নয়।

১। শ্রীরাধিকার ও সখীগণের প্রেমের বিশুদ্ধতা প্রতিপাদন করিতেছেন "যদ্যপি......কৃষ্ণ হয় তুষ্ট"।

---

* গোবিন্দলীলামৃতে দশমসর্গে ষোড়শঃ শ্লোকঃ।

অন্যোহন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥

গোপীদিগের প্রেমে নিজসুখ তাৎপর্য্য নহে, কেবল কৃষ্ণসুখই তাৎপর্য্য; তন্নিমিত্ত লোকধর্ম্ম-মর্য্যাদা সমুল্লঙ্ঘন প্রভৃতি তাদৃশ কুলজাগণের প্রাণান্তে অকরণীয় কার্য্যসকল তাঁহারা করিয়া থাকেন। জগতের ইহা সাধারণ নি "যদি কোন সখী স্বীয় সখীবল্লভের সহিত গুপ্ত প্রণয় করে, তাহা হইলে বিশ্র ভঙ্গ হয়, এবং তাহা অবগত হইলে সখীর সখীর প্রতি প্রীতি থাকে না। এ কোন নায়িকা নানা প্রকার আশঙ্কা করিয়া নিজবল্লভে সখী সমর্পণ করিতে পারে না; কারণ তাহাতে নিজ বল্লভের নিজ প্রতি স্নেহের হ্রাস হইবার সম্ভব কিন্তু শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীদিগের সে রীতি নহে। সখীসকলকে কৃষ্ণে অর্প করিবার পূর্ব্বে শ্রীরাধিকার মনে উদয় হয়, আমি একাকী কামমহোদধি রসিব শেখর ব্রজেন্দ্রনন্দনের কামপূরণে সমর্থ হইতেছি না, অতএব আমার সদৃশ রূপ গুণাদিবিশিষ্ট সখা সমর্পণ করিব। শ্রীরাধিকার প্রিয়তা হইতে এই বাসনা উত্থিত হইলে, সখিগণকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত নানা ছল (অর্থাৎ কুঞ্জে বিস্মৃত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা আনয়ন প্রভৃতি) উদ্ভাবন করেন; সখীগণ তাহা অবগত হইয়া মনে মনে বিচার করেন, কামমহোদধি শ্রীকৃষ্ণ প্রচুরতর সুরতাভিলাষে অতি মৃদ্বী শ্রীরাধিকার মৃদু অঙ্গে ক্লেশাতিশয় প্রদান করায়, শ্রীরাধিকা আমাদিগকে সমর্পণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন। অতএব আমাদের শ্রীরাধার ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত অনভীষ্ট বিষয়েও প্রবৃত্তা হইতে হইবে। * এই অভিপ্রায়ে স্বীয় অনিচ্ছা কৃষ্ণসঙ্গেও সখীদিগের প্রবৃত্তি হয়। এই প্রকারে অন্যান্য প্রেম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরম সুখ হয়, এবং কৃষ্ণের সুখ দেখিয়া গোপীদিগের পরম সুখ হয়।

---

* শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা টীকা হইতে অনুবাদিত।

তথাহি—*

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

(১)নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥

তথাহি—¶

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

(২)সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেইজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

১। "নিজেন্দ্রিয়সুখ ·····সঙ্গম বিহার"।

২। এক্ষণে রাগানুগাভক্তির বিশেষ বিবৃতি করিতেছেন—"সেই গোপী-ভাবামৃতে······ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন"। বেদধর্ম্ম—বেদোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। এখানে

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশাধিকশতাঙ্কধৃত-গৌতমীয়তন্ত্রবচনম্।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৪র্থ পঃ ১০১ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

¶ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ঊনবিংশঃ শ্লোকঃ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ও টীকা আদি. ৪র্থ পঃ, ১০৩ পত্রে দৃশ্য।

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যে ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি—*

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয়
উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।

ভগবৎস্বরূপেষপি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্বিষয়কসর্ব্ববিলক্ষণভক্তিযোগস্য সর্ব্বোৎকর্ষং বক্তুং প্রথমং ব্রহ্মবিষয়কং জ্ঞানযোগমপকর্ষকক্ষায়াং নিক্ষি আহুঃ—নিভৃতৈঃ সংযমিতৈর্মরুন্মনোঽক্ষৈর্যো দৃঢ়ো নিশ্চলো যোগস্তং স্তীতি তে তথাভূতা মুনয়ো হৃদি পরমশুদ্ধে ব্রহ্মাকারীভূতে যদ্ব্রহ্মস্বরূপমুপা তদরয়ঃ কৃষ্ণাবতারসময়গতাঃ অসুরা অপি অরিভাবময়াদপি স্মরণাদ্য অহো! কৃষ্ণাকারস্য মাহাত্ম্যং, তাদৃশা অপি মুনয়োঽপরিচ্ছিন্নদৃষ্টয়োঽপি যাবৎ কেবলমুপাসীনা এব তিষ্ঠন্তি তন্মধ্য এব কংসাদয়োঽসুরাঃ পরিচ্ছিন্নদর্শি পাপাত্মত্বাদশুদ্ধচিত্তা অপি অরিভাববত্ত্বাৎ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাধুর্য্যস্যাপরোক্ষানুভ রহিতা অপি কেবলতদাকারমাত্রস্মরণাৎ তদেব ব্রহ্মপ্রাপ্যৈব স্থিতাঃ। মুন ন জানীমহে কিয়তা কালেন তৎ প্রাপ্স্যন্তীতি ভাবঃ। এবঞ্চ তচ্ছত্রুগণপ্রাপ

গোপীভাবামৃতলুব্ধ মহানুগণের দুই প্রকারে বেদধর্ম্ম ত্যাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা—(১ম) অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত মহাত্মাদিগের লোক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বেদধ অনুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে পুরুষার্থবুদ্ধি ত্যাগ, (২য়) লোক সংগ্রহানিচ্ছু ব্যক্তি গণের সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ। তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের কর্ম্মাদিতে পুরুষা বুদ্ধি ত্যাগ করিলেও, কিন্তু কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সময়ে সময়ে আবেশ পাইতে হয়, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিগণের তাহা পাইতে হয় না। তাহা হইলেও লোকোপকারী বলিয়া প্রথমোক্ত মহাত্মাদিগের মহিমা অধিক।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে ভগবৎ মুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ।

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো।
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥

রসাস্বাদং মুনয়ো যত্নেন প্রাপ্নুবন্তীতি পূর্ব্বার্দ্ধেনোক্তং। তস্মিত্রগণপ্রাপ্তং প্রেম-
স্বাদং বয়ং শ্রুতয়ো যত্নেন প্রাপ্নুম ইত্যাহুঃ। স্ত্রিয়ো ব্রজদেব্য উরগেন্দ্রস্য
গো দেহস্তৎসদৃশয়ো স্বদীয়ভুজদণ্ডয়োরতিরাগেণৈব বিষক্তা ধীর্যাসাং তা হৃদি-
ক্ষঃস্থলে যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষিত্যুক্তিরীত্যা অঙ্ঘ্রিসরোজয়োর্যাঃ
া উপাসতে সেব্যন্তে অনুভবন্তীতি যাবৎ। তা এব বয়ং শ্রুতয়োঽপি যথিম
াঃ তপসা গোপীত্বপ্রাপ্ত্যা তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ। কথং যথিথ তত্রাহুঃ—সমদৃশঃ
দৃষ্টয়ঃ। তাসাং যস্মিন্ বর্ত্মনি তদনুগত্যা দৃষ্টিং দদানা ইত্যর্থঃ। অত্র চত্বা-
গণা বর্ণিতাস্তত্র পূর্ব্বার্দ্ধগতৌ মুণিগণদৈত্যগণৌ যথাসমপ্রাপ্যৌ তথৈবো-
ত্তরার্দ্ধগতৌ গোপীগণশ্রুতিগণৌ সমপ্রাপ্যৌ পৃথক্ পৃথগপি শব্দাভ্যামবগম্যেতে।
তিহাসশ্চাত্র বৃহদ্বামনে উত্তরস্থানে খিলে। ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠ-
ংজ্ঞিতঃ। তল্লোকবাসী তত্রস্থৈঃ স্তুতো বেদৈঃ পরাৎ পরঃ। চিরং স্তুত্যা তত-
ষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা। তুষ্টোঽস্মি ব্রূত ভো প্রাজ্ঞ! বরং যন্মনসীপ্সিতং।
শ্রুতয় উচুঃ। যথা তল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপীকাঃ। ভজন্তি রমণং
ত্বা চিকীর্ষাজনি ন স্তথা। শ্রীভগবানুবাচ। দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনো-
থঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি। আগামিনি বিরিঞ্চৌ তু জাতে
ষ্ট্যর্থমুদ্যতে। কল্পং স্বারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ। পৃথিব্যাং
ারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে। বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ যো রাসমণ্ডলে।
ারধর্ম্মেণ সুস্নেহং স্বদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকং। ময়ি সংপ্রাপ্য সর্ব্বেঽপি কৃতকৃত্যা
বিষ্যথ। ব্রহ্মোবাচ। শ্রুত্বৈতচ্চিন্তয়ন্ত্যস্তা রূপং ভগবতশ্চিরং। উক্তকালং
মাসাদ্য গোপ্যো ভূত্বা হরিং গতা ইতি। অত্র আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
ন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। অর্থশ্চ, দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ অস্য সাধনান্যাহ
শ্রোতব্যঃ শ্রীগুরোর্মুখাদুপক্রমাদিভি স্তাৎপর্য্যেণাবধারয়িতব্যঃ। মন্তব্যঃ অসম্ভা-
নাবিপরীতভাবনানিবারণায় স্বয়ং পুনর্বিচারণীয়ঃ। নিদিধ্যাসিতব্যো নিশ্চয়েন

শ্রুতিগণ কহিলেন, প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক সুদৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ
াহা হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণ অনিষ্টচেষ্টায় তোমাকে স্মরণ করিয়াও

(১)"সমদৃশ" শব্দ কহে সেই ভাব অনুগতি।
(২)"সমা" শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ প্রাপ্তি

ধাতব্য ইতি। অত্র জ্ঞানিনাং মতে সবিশেষনির্ব্বিশেষভেদেঽপি নি
এব তাৎপর্য্যম্। বৈষ্ণবানাং মতে তু অপ্রাকৃতবিচিত্রবিবিধবিশেষবতি ব্র
বদাকার এব। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বা
শ্রুতেঃ। কল্যাণগুণময়তনুমানাত্মা শ্রীভগবান্ দ্রষ্টব্য স্তস্য সাধনান্য
শ্রোতব্য ইতি। শ্রীগুরোর্মুখাৎ তন্মন্ত্রশ্রবণং মন্ত্রময়বপুষ ইতি ক্রমদীপিকাদ্
স্তন্মন্ত্রস্য তৎস্বরূপত্বোক্তেঃ। মন্তব্য ইতি মন্ত্রশব্দার্থয়োঃ সম্যগ্মননলক্ষণং স্ম
নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। নির্ব্বর্ণনন্তু নিধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণমিত্যমরো
র্নিধ্যানং দর্শনং। তস্যেচ্ছা নিদিধ্যাসনঃ। মন্ত্রার্থসম্যগ্মননপূর্ব্বকজপাভ্যা
স্বেষ্টদেবঃ স দিদৃক্ষিতব্য ইত্যর্থঃ। দিদৃক্ষাভ্যাসাৎ দ্রষ্টব্য ইতি। বে
কামভাবেচ্ছায়াং তু যং মাং স্মৃত্বা নিষ্কামঃ সকামো ভবতীতি কৃষ্ণোক্তি
গোপালতাপনীশ্রুতিঃ। ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূতশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গত ইতি চ। অ
ব্রজস্ত্রীজনেষু সম্ভূতা বৃহদ্বামনপুরাণদৃষ্টাতপোভিরুৎপন্না যাঃ শ্রুতয়স্তাভ
হেতুভ্যঃ তাঃ প্রাপ্যেতি বা কৃষ্ণো ব্রহ্মসঙ্গতঃ প্রাপ্তবেদাঙ্গসঙ্গোঽভূৎ।

তাহাই প্রাপ্ত হয় এবং অপরিচ্ছিন্ন তোমাকে পরিচ্ছিন্নরূপে দর্শন পূর্ব্বক ভুজগেন্দ্র
দেহসদৃশ তোমার ভুজদণ্ডে বিসক্তবুদ্ধি ব্রজস্ত্রীগণ তোমার শ্রীচরণের স্পর্শমাধু
প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রুত্যভিমানিনী দেবতারূপ আমরা কামব্যূহদ্বারা তৎসদৃ
হইয়া তাঁহাদের আনুগত্য লাভ করিয়া তোমার শ্রীচরণস্পর্শমাধুরী প্রাপ্ত হইব।

১। "সমদৃশশব্দে......ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র, সমদৃশঃ—তত্তদ্ভাবানুগতভাবাঃ সত্যঃ" শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর এই ব্যাখ্যাংশের অনুবাদ—"সমদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি"

২। "সমাঃ শ্রীমন্নন্দব্রজগোপীত্বপ্রাপ্তা কায়ব্যূহেন তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ" ইহার অনুবাদ সমাশব্দে কহে শ্রুতির গোপীত্ব প্রাপ্তি।

]

(১)"অংঘ্রি পদ্মসুধা" কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
(২)বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥

তথাহি—*

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥

কঞ্চ, শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ ভগবৎপ্রেম্নৈব সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিত্বেনোদ্‌ঘুষ্যতে, মূলভূতাশ্রয়াণাং ভক্তানাং মধ্যে নিত্যসিদ্ধস্ত এব তস্য নিত্যস্থিতিঃ সম্ভবেৎ, ণ মধ্যে গোকুলবর্ত্তিন স্তন্মাত্রাদয় এব শ্রেষ্ঠা যেষাং বাৎসল্যাদিভাববিষয়ী- কৃষ্ণস্তদনুগমনভক্তিমদ্ভিরেব সুলভো নান্যৈরিত্যাহ—নায়মিতি। অয়ং কাসুতো ন সুখাপঃ কেষাং দেহিনাং দেহাধ্যাসবতাং ভক্তিমতাং জ্ঞানিনাং ্যাসরহিতানাং আত্মারামভক্তানাং তথাভূতত্বে সত্যেব প্রাপ্তিযোগ্যতায়াং ধসম্ভবাৎ আত্মভূতানাং পূর্ব্বশ্লোকনির্দ্দিষ্টানাং বিরিঞ্চিভবশ্রিয়াং তত্র ঞ্চিভবয়োঃ স্বাবতারত্বেন লক্ষ্ম্যাঃ স্বরূপশক্তিত্বেনাত্মভূতত্বং এবং ত্রিবিধ- নাং গোপিকাসুতো ভগবান্ ন সুখাপঃ। কিং তর্হিতি বিকুণ্ঠা কৌশল্যাদি- এব দুঃখমেবাভিব্যঞ্জয়তি। যথা ইহ শ্রীযশোদায়ামেতদুপলক্ষিতেষু বাৎসল্য- কান্তভাবাশ্রয়েষু ব্রজলোকেষু যা ভক্তিঃ স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডেত্যাদিনা বলোকবাসিন্ ইত্যাদিনা চ ব্যঞ্জিতা শ্রুত্যাদিভিরনুগতিময়ী তদ্বতাং যথা াপস্তথা তে নেতি তেন গোপিকাদ্যনুগতিময়ত্বন্যূনতাদুঃখাঙ্গীকারস্তু বিরিঞ্চ- লক্ষ্ম্যাদিভিরীশ্বরাভিমানিভিঃ স্বস্বলোকস্থিতৈর্দুঃশক এব অন্যৈষাস্তু তাদৃ- পদেশস্থালাভাদরোচকত্বাদ্বা তদনুগত্যভাব এবেতিভাবঃ। অত্র সুখাপ- াাপশব্দাভ্যাং প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তী এবোচ্যেতে ইতি কেচিদাহুঃ।

১। 'অঙ্ঘ্রিসরোজসুধা'—ত্বদীয় স্পর্শমাধুর্য্যাদি ইহার অনুবাদ—'অঙ্ঘ্রি সুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ'।

২। বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র। ইহা শ্লোকের ধ্বন্যর্থ।

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকঃ।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
* সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাঙ্ঘ্রি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

গোপীকানন্দন ভগবান্ ভক্তিমান্‌জনগণের যেরূপ সুখলভ্য দেহা
তাপসাদির এবং নিবৃত্তাভিমানী আত্মভূত জ্ঞানিদিগেরও সেরূপ সুলভ নহে

১। রাগানুগাভজনের পরিপাটী কহিতেছেন—"অতএব......ব্রজেন্দ্র
অতএব এই হেতু—অর্থাৎ§ (বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্রনন্দনে পাওয়া যায় না
এই কয় পয়ারের প্রকরণবলে এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যথা—
বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্র না পাইয়া গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া নিরন্তর রাধাকৃ
চিন্তা করেন সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া তাঁহারই বিহারস্থলে অর্থাৎ শ্রীবৃ
শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবন করেন পরে সখীভাবে শ্রী
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হন। এবিষয়ে টীকায় যে উপাখ্যানটী আছে তাহা দৃষ্ট।

১। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যপ্রেয়সী গোপীগণের অনুগতি বিনা
গোপীসদৃশী প্রেয়সী হইব' এভাবে যাহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে শ্রীভগবান্ ব্রজযুবরা
পরমেশ্বর মানিয়া এবং তাঁহার কেবল পারমেশ্বর্য্য অনুভব করিয়া বিধি
ভজন করে তাহারা ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রাপ্ত হয় না ইহাই বলিতেছেন, "গো
অনুগতি বিনা......ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

---

* এস্থলে কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে সিদ্ধদেহে এইরূপ অপপাঠ
বেশিত হইয়াছে।

§ মনে ভজন করিবার জন্য অনুরাগ না থাকিয়া শাস্ত্রের শাসনে নরক
যে শাস্ত্রবশ্যে ভজন তাহার নাম বিধিমার্গ।

তথাহি—*

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥

এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥
এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে চলি গেলা॥
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ রায় কহে বিনতি করিয়া॥
মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহাঁ আগমন।
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন॥
তোমা বহি অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বহি অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে॥
প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানে তুমি সীমা॥
দশদিনের কা কথা? যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ।
এবং ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ১৯৮ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
এতবলি দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে পুনঃ রায় আসিয়া মিলিলা॥
আন্যোঽন্যে মিলি দোহেঁ নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা॥
প্রভু পুছে রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর॥
প্রভু কহে 'কোন্ বিদ্যা, বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে 'কৃষ্ণ ভক্তি(১) বিনা, বিদ্যা নাহি আ[র]
'কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি'?
'কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি'॥
'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি'।
'রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী'
'দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর'?
(২)'কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর'।

১। এখানে কৃষ্ণভক্তি বিদ্যা বলিতে কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্র। শব্দ শাস্ত্রেই রূঢ়ি যথা—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণানি বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশঃ॥

শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত যথাযথ ভক্তিস্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, এই নি[মিত্ত] কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসই যথার্থ বিদ্যা।

২। "কৃষ্ণভক্ত বিরহ"—ইত্যাদি সংসারের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণভক্তে[র] সুখ আস্বাদন করিয়াছেন; তাহাদের সে সঙ্গবিরহে যে দুঃখ হয়, তাহা সাংসা[রিক] কোন দুঃখের সহিত তুলনা হয় না।

'মুক্তমধ্যে কোন্ জন মুক্ত করি মানি' ?
(১)'কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি' ॥
'গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম' ?
(২)'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম' ॥
'শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার' ?
'কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর' ॥
'কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ' ?
'কৃষ্ণনাম গুণ লীলা প্রধান স্মরণ' ॥
'ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন ধ্যান' ?
'রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান' ॥
'সর্ব্বত্যেজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস' ?
'ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলা রাস' ॥
"শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ' ?
'রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন' ॥
'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান' ?
'শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম' ॥
(৩)'মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোহাঁর গতি' ?
'স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি' ॥

১। নিশ্চলা ত্বয়ি যা ভক্তিঃ সা মুক্তিঃ পরকীর্ত্তিতা।
এই শ্লোকোক্ত সিদ্ধান্ত "কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্তশিরোমণি"।

২। 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি'—ইত্যাদি প্রেমকেলি (প্রেমময় কেলি) র্থাৎ উজ্জ্বলরসময়ী লীলা।

৩। যাঁহারা মুক্তি অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের ও যাঁহারা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের গতি কোথায়? এই প্রশ্নের

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্" ॥
এইমত দুইজনের কৃষ্ণকথা রসে।
নৃত্য গীত রোদনে হৈল রাত্রিশেষে॥
দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আর দিনে॥
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা করি কতক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন॥
"কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥

সদৃষ্টান্ত উত্তর "মুক্তিভক্তি......প্রেমাম্রমুকুলে" যাঁহারা মুক্তি অর্থাৎ সা মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের গতি যেন স্থাবর দেহে (বৃক্ষ পর্ব্বতাদি দে অবস্থিতি—অর্থাৎ বৃক্ষ পর্ব্বতাদির দেহী সুখভোগে বঞ্চিত ও অজ্ঞানে প এইরূপ মুক্তিবাঞ্ছাশীল ব্যক্তিগণ সুখভোগে বিমুখ ও অজ্ঞানে পূর্ণ * দেবদে যে জীব অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা নিরন্তর সুখভোগ করেন ও জ্ঞা পরিপূর্ণ থাকেন; এইরূপ ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি বাঞ্ছাকারী ব্যক্তিগণ সর্ব্ব সুখভোগ করেন, এবং অব্যাহত জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকেন। এস্থলে মুক্তি ভ স্থানে মুক্তি ভুক্তি এইরূপ পাঠও অনেক পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু তাহা ইহার অর্থ বড় কষ্টকল্পনা করিয়া করিতে হয়।

---

* শ্রীভগবানের চিদানন্দ দেহ না মানিয়া [illegible] কহায় জ্ঞানিগণ অজ্ঞানী

অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহ বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥

তথাহি—*

তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

অথ নানাপুরাণশাস্ত্রপ্রবন্ধৈশ্চিত্তপ্রসত্তিমলভমানস্তত্র তত্রা পরিতুষ্যন্ নারদো-
শতঃ শ্রীভগবদ্গুণবর্ণনপ্রধানং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং প্রারিপ্সুর্বেদব্যাস-
প্রতিপাদ্যপরদেবতানুস্মরণরূপলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি—জন্মাদ্যস্যেতি।
পরমেশ্বরং ধীমহীতি ধ্যায়তের্লিঙ্ছান্দসং ধ্যায়েম ইত্যর্থঃ। বহুবচনং
াভিপ্রায়েণ। তমেব স্বরূপতটস্থলক্ষণাভ্যামুপলক্ষয়তি। তত্র স্বরূপলক্ষণং
মিতি সত্যত্বে হেতুঃ, যত্র যস্মিন্ ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃসত্ত্বানাং
া ভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপোঽমৃষা সত্যঃ। যং সত্যতয়া মিথ্যা সর্গোঽপি
বং প্রতীয়তে তৎ পরং সত্যমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ, তেজোবারিমৃদাং
বিনিময়ো ব্যত্যয়ঃ অন্যস্মিন্নন্যাবভাসঃ। স যথা অধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবৎ
য়তে ইত্যর্থঃ। তত্র তেজসি বারিবুদ্ধির্মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা। অপ্সু
কাদৌ পার্থিববুদ্ধিঃ মৃদি কাচাদৌ বারিবুদ্ধিরিত্যাদি। যথাযথমূহ্যং। যদ্বা
ব পরমার্থসত্যত্বপ্রতিপাদনায় তদিতরস্য মিথ্যাত্বমুক্তং। যত্র মিথ্যৈবায়ং
র্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি। যত্রেত্যনেন প্রাপ্তমুপাধিসম্বন্ধং বারয়তি স্বেনৈব
মহসা নিরস্তং কুহকং কপটং যস্মিন্ তং। তটস্থলক্ষণমাহ—জন্মাদীতি। অস্য
জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো ভবতি তং ধীমহি। তত্র হেতুঃ, অন্বয়াদিতরতশ্চ
ষু কার্য্যেষু পরমেশ্বরস্য সদ্রূপেণান্বয়াৎ। অকার্য্যেভ্যঃ খপুষ্পাদিভ্য স্তদ্ব্যতি-
াৎ। যদ্বা, অন্বয়শব্দেনানুবৃত্তিঃ ইতরশব্দেন ব্যাবৃত্তিঃ অনুবৃত্তত্বাৎ সদ্রূপং
কারণং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ ব্যাবৃত্তত্বাৎ বিশ্বং কার্য্যং ঘটকুণ্ডলাদিবদিত্যর্থঃ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ।

যথা, সাবয়বত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যদস্য জন্মাদি তদ্‌যতো ভবতি ইতি
তথাচ শ্রুতিঃ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জী
প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীত্যাদ্যাঃ।' স্মৃতিশ্চ 'যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে' ইত্যাদ্যাঃ। তর্হি কিং প্রাধা
কারণত্বাৎ ধ্যেয়মভিপ্রেতং নেত্যাহ—অভিজ্ঞো যস্তং। স ঐক্ষত লোকা
ইতি স ইমাঁল্লোকানসৃজত ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি ন্যায়াচ্চ
কিং জীবঃ স্যান্নেত্যাহ—স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে যস্তং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানা
তর্হি কিং 'ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসী
শ্রুতেঃ। নেত্যাহ—তেন ইতি আদিকবয়ে ব্রহ্মণেঽপি ব্রহ্ম বেদং যস্তে
শিতবান্। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি
হংসং দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতিশ্রুতেঃ। ননু
হস্যতো বেদাধ্যয়নম প্রসিদ্ধং সত্যং তত্ত্ হৃদা মনসৈব তেনে। অনেন বু
প্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থো দর্শিতঃ। বক্ষ্যতে হি। প্রচোদিতা যেন পুরা
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে
মৃষভঃ প্রসীদতামিতি। ননু চ ব্রহ্মা সুপ্তপ্রতিবুদ্ধন্যায়েন, স্বয়মেব বেদমুপ
নেত্যাহ—যদ্ যস্মিন্ ব্রহ্মণি সূরয়োঽপি মুহ্যন্তি তত্তস্মাৎ ব্রহ্মণোঽপি পরাধী
ত্বাৎ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ পরমেশ্বর এব জগৎকারণং অতএব সত্যঃ অসত্য
প্রদত্বাচ্চ পরমার্থসত্যঞ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বেনচ নিরস্তকুহকঃ। তং ধীমহীতি গায়
ব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ পুরাণমিতি দর্শিতং। যথোক্তং মৎস্যপুরাণে পুরা
প্রস্তাবে—"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং
বতমিষ্যতে"। "লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতং। প্রৌষ্ঠপদ্যাং

এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাঁহা হইতে হইতেছে, (
তাঁহার সৃষ্টবস্তুমাত্রে সদ্রূপে অন্বয় থাকাতেই সে সকলের সত্তা স্বীকার
যাইতেছে এবং অবস্তু খপুষ্পাদিতে তাঁহার অন্বয় নাই সুতরাং তাহাদে
স্বীকার করা যায় না। অন্বয় শব্দে অনুবৃত্তি ইতর শব্দে ব্যাবৃত্তি অনুবৃত্তি
মৃত্তিকা সুবর্ণের ন্যায় সদ্রূপ ব্রহ্মকারণ। ব্যাবৃত্তি হেতু ঘটকুণ্ডলের ন্যা
কার্য্য, কিম্বা জগতের সাবয়বত্ব হেতু জন্মাদি যাঁহা হইতে হইতেছে, সুতরাং
জগতের সৃষ্ট্যাদির হেতু এবং অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, এবং স্বরাট্ অর্থাৎ স্ব

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা(১)।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন॥

...াং স যাতি পরমং পদং। অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতং"। পুরাণা-...চ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ। হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্র-...থা। গায়ত্র্যাচ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুরিতি। পদ্মপুরাণেচ অম্বরীষং ...ত শ্রীগৌতমবচনং অম্বরীষ! শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব ...খেনাপি যদিচ্ছসি ভবক্ষয়মিতি। অতএব ভাগবতং নামান্তদিত্যপি নাশঙ্ক-...ম্।

...জ্ঞান, আর যে বেদে জ্ঞানি সকল মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদি কবি ...র হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। অপরতেজ বারি ও মৃত্তিকার যেমন বিনিময় ...ক বস্তুতে অন্য বলিয়া যে প্রতীতি, যথা তেজে জল জ্ঞান, জলে পাষাণ জ্ঞান ...ঃ কাঁচে জলবুদ্ধি, ইত্যাদি)। ভ্রম যেমন অধিষ্ঠানের (ভ্রমের আধার তেজঃ ...তির) সত্যতা জন্য সত্য বলিয়া বোধ হয়; তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, ...ঃ তম এই গুণত্রয়ের ভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতারূপ সৃষ্টি, বস্তুত মিথ্যা হইলেও ...রূপে প্রতীত হইতেছে। অথবা তেজে জল ভ্রম ইত্যাদি যেমন বাস্তবিক ...ীক; তদ্রূপ যাহা ব্যতিরেকে এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা, এবং স্বীয় ...ঃপ্রভাবে যাহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই ...স্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

১। 'কাঞ্চন-পঞ্চালিকা'—স্বর্ণের পুতুল।

এই মতে দেখি তোমা হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

তথাহি—*

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

তত্রোত্তরং তদনুভবদ্বারা গম্যেন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি-ভূতেষ্বিতি। "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগ" ইতি শ্রীকবিবাক্যে রীত্যা যশ্চিত্তদ্রবহাসরোদনাদ্যনুভাবকানুরাগবশাৎ খং বায়ুমগ্নিমিত্যাদিঃ প্রকারেণৈব চেতনাচেতনেষু সর্ব্বভূতেষু আত্মানো ভগবদ্ভাবং আত্মা যো ভগবদাবির্ভাবস্তমেবেত্যর্থঃ। পশ্যেৎ অনুভবতি। অতস্তানি চ ভূ আত্মনি স্বচিত্তে তথা স্ফুরতি যো ভগবান্ তস্মিন্নেব তদাশ্রিতত্বেনৈবানু এষ ভাগবতোত্তমো ভবতি। ইত্থমেব শ্রীব্রজদেবীভিরুক্তং। বনলতা আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যা ইত্যাদি। যদ্বা, আত্মনো যে ভ ভাবঃ প্রেমা তমেব চেতনাচেতনেষু ভূতেষু পশ্যতি। শেষং পূর্ব্ববৎ। যত ভক্তরূপতদধিষ্ঠানবুদ্ধিজাতভক্ত্যা তানি নমস্করোতীতি খং বায়ুমিত পূর্ব্বমিতি ভাবঃ। তথৈবচোক্তং তাভিরেব। নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দ

হরি যোগীন্দ্র নিমিরাজাকে কহিলেন; মহারাজ! যে ভগবান্ মশকাদি ভূতে নিয়ন্তৃরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহার নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য সর্ব্বভূতে

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকঃ।

তথাহি তত্রৈব—*

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥

লক্ষিতমনোভবভগ্নবেগা ইত্যাদি। শ্রীপট্টমহিষীভিরপি। "কুররি! বিল
ষুং" ইত্যাদি। অত্র ন ব্রহ্মজ্ঞানমভিধীয়তে। ভগবতি তজ্জ্ঞানস্ত তৎ-
চ হেয়ত্বেন জীবভগবদ্বিভাগাভাবেনচ ভাগবতত্ববিরোধাৎ। "অহৈতুক্য-
তা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে" ইত্যাদিকাত্যন্তিকভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরা-
বিরোধাচ্চ নচ নিরাকারেশ্বরজ্ঞানং। "প্রণয়রসনায়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম" ইত্যুপ-
বগতলক্ষণপরমকাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ম্।
ামনাদিসিদ্ধানামচেতনত্বেঽপি দেবতারূপাণাং কা বার্ত্তা? শ্বঃ পর-
দৃষ্টজন্মনামতিনিকৃষ্টানামপি জড়ানাং রসিকতাং "বেণুশ্রবণকৌতুকাং পশ্য-
্যা আহুঃ—অনুচরৈর্গোপৈঃ। আদিপুরুষো নারায়ণ ইব নিশ্চলশ্রীঃ।
বনচরঃ বন্যজীবেষ্বনুরাগাদিতি ভাবঃ। তদা গৃহস্থবৈষ্ণবাঃ সস্ত্রীকা যথা
র্তনশ্রবণেন ভাববন্তো ভূত্বা প্রণমন্তি তথৈব বনলতাঃ স্ত্রিয়ঃ তরবস্তৎ-
ঃ। আত্মনি মনসি বিষ্ণুং স্ফুরন্তং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ জ্ঞাপয়ন্ত্য ইব অশ্রুতুল্যা
া মকরন্দস্য ধারাং সস্মজুর্মুমুচঃ। ববৃষুরিতি পাঠে অশ্রূণামাধিক্যং। পুষ্প-
ঢ্যাঃ পুষ্পেণ হর্ষসঞ্চারিণা ফলেন রতিস্থায়িনা চ বিরাজমানাঃ। প্রণতা
ণ বিটপাঃ শাখা যাসামিত্যনুভাবঃ। প্রণামঃ প্রেম্ণা হৃষ্টা রোমহর্ষযুক্তা
বা যেষাং তে ইতি রোমাঞ্চঃ।

লাকন করেন, কিন্তু তারতম্য দেখেন না; এবং যিনি সেই ভগবানে সর্ব্বভূত
লাকন করেন কিন্তু জড় মলিন ভূতের আশ্রয় বলিয়া ঐশ্বর্য্য প্রচ্যুতি দেখেন
তাঁহাকে উত্তম ভাগবত বলা যায়। কিম্বা আপনার যেমন ভগবানে প্রেম
সর্ব্বভূতে যিনি অবলোকন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।
শ্রীব্রজদেবীগণ কহিলেন, হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা যখন গোপগণকে

---

* দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ।

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয় ॥
রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥
রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আমুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার ॥
(১)তবে হাঁসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥

আহ্বান করেন, তথন বনলতা ও বনতরুগণ আপনাতে স্ফুরিত শ্রী
অভিব্যক্ত করিতে করিতে ফলপুষ্পাদির ভরে নম্রশাখা হইয়া এবং অঙ্কুরো
ছলে প্রেমে হৃষ্টতনু হইয়া মধুধারারূপ অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকে। *

১। "তবে হাঁসি......দুই একরূপ" 'রসরাজ'—শৃঙ্গারস; 'মহাভা
ভাবের পরমকাষ্ঠারূপ। "হরিরুজ্জ্বলরসমূর্ত্তিরতিপরিণতিমূর্ত্তয়স্ত রাধাদ্যা
ইহাদ্বারা রাধাকৃষ্ণ দুই একরূপ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি তাহা বলিলেন। এ
দুই এক বলিতে শ্রীরাধাভাবকান্তিবলিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভু ইহা জানি
হইবে। কারণ এইরূপ দেখাইবার পুর্ব্বেই রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন—

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥

---

* এখানে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থা ত
লতায় দেখায় ইহাঁরা উত্তম ভাগবতে গণ্য হইলেন।

দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥
প্রভু তারে হস্তস্পর্শি করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥
গৌর দেহ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্য জনে॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন॥
তোমার ঠাঁঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্বমর্ম্ম॥
গুপ্তে রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাউল চেষ্টা লোকে উপহাস॥

এবং রূপ দেখাইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কহিলেন,

গৌরদেহ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন॥
তবে নিজ মাধুর্য্য রস করি আস্বাদন॥]

অতএব উপক্রম এবং উপসংহারের একবাক্যতা প্রযুক্ত এবং এই শাস্ত্রের পরিভাষায় 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং' এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হওয়া প্রযুক্ত, রাধাকৃষ্ণ দুই একবারে এক হইয়া শ্রীমহাপ্রভু হইয়াছেন এরূপ তত্ত্ব শ্রীমহাপ্রভুর নহে।

আমি এক বাউল তুমি দ্বিতীয় বাউল।
অতএব তোমার আমার লই সমতুল॥
এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
নিগূঢ় ব্রজের রসলীলা বিচার।
অনেক কহিল তার না পাইল পার॥
তামক, কাঁসা, রূপা, সোনা, রত্ন চিন্তামণি।
কেহ যদি কাঁহা পোতা পায় একখানি॥
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায়॥
আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে॥
দুই জনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
এত বলি রামানন্দ করি আলিঙ্গন।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন॥
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্।
তারে নমস্করি করিল প্রয়াণ॥
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভু দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজ মত॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল॥

সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন॥
সহজে চৈতন্যচরিত ঘন দুগ্ধপুর।
রামানন্দ চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আস্বাদন॥
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে॥
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হয় ইঁহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিও চিতে॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥
দামোদর স্বরূপের কচড়া অনুসারে।
রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৯৪॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দরায়সম্মেলনং নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে চ স বৈষ্ণবান্॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ করিল দর্শন॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল॥
তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে হয় তীর্থ গমন ফেরাফিরি॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে লিখন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন।
যেই গ্রামে রহে সেই গ্রামের যতজন॥

জ্ঞানি-কর্ম্মি-পাষণ্ড্যাদীনাং যানি নানামতানি তান্যেব গ্রহা নক্রা স্তৈঃ আবিষ্টা যে দাক্ষিণাত্যজনা এব দ্বিপা গজাঃ তান্ স গৌর স্তেভ্যো গ্রহেভ্যো কৃরিণা কৃপাচক্রেণ মোচয়িত্বা বৈষ্ণবান্ চক্রে অনেনাত্যন্ত ভগজমোচনলীলোক্তা।

জ্ঞানী কর্ম্মী ও পাষণ্ডিদিগের নানামত রূপ কুম্ভীরকর্ত্তৃক গ্রস্ত দাক্ষিণাত্য জনরূপ হস্তিগণকে দেখিয়া, গৌরাঙ্গদেব কৃপাচক্র দ্বারা সেই সমুদায় গ্রহ হইতে তাহাদিগকে মোচন করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

সবেই বৈষ্ণব হয় কহে 'কৃষ্ণ' 'হরি'
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সব বৈষ্ণব করি ॥
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, পাষণ্ডী(১) অপার ॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে ॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব(২) ॥
সে সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণনামে ॥

তথাহি—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্ ॥
এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী গঙ্গাতে যাই কৈলা তাঁহা স্নান ॥
মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥
দাসরাম মহাদেব করিল দর্শন।
অহোবল নৃসিংহের করিল গমন ॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি স্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা শ্রীসীতাপতি ॥

১। 'পাষণ্ডী'—উপধর্ম্মযাজী অর্থাৎ বেদমার্গ-বহিস্কৃত।
২। 'শ্রীবৈষ্ণব'—শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণব।

রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি স্তবন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রামনাম বিনু অন্য বচন না কয়॥
সেই দিন তার ঘরে রহিল ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি॥
স্কন্দক্ষেত্র তীর্থে কৈল স্কন্দ(১) দরশন।
ত্রিমল্ল আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম॥
পুন সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম।
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম॥
বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন প্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব॥
বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥
বাল্যকাল হইতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়॥

১। 'স্কন্দ'—কার্ত্তিকের।

তথাহি—*

রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতিরামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥
কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ †

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুন আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল॥

তথাহি—¶

রাম রামেতি রামেতি রমে! রামে! মনোরমে!।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে!॥

অনন্তে দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নে সত্যানন্দে সত্যানন্দরূপে চিদাত্মনি আত্মান্তর্যামিনি ভগবতি তস্মিন্ যোগিনঃ সর্ব্বে মহামুনয়ঃ রমন্তে ক্রীড়ন্তি ইতি রামপদেন অসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে কথ্যতে।

কৃষিঃ কৃষ্ধাতুর্ভূর্বাচকঃ সত্তাবাচকঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ নির্ব্বাণবাচক ইত্যর্থঃ। তয়োরৈক্যং কৃষ্ণ এব পরংব্রহ্ম ইত্যভিধীয়েতে কথ্যতে।

হে বরাননে! হে রমে! হে রামে। হে মনোরমে! রাম রামেতি রামেতি শৃণু ইতি শেষঃ। যতঃ সহস্রনামভিস্তুল্যং একং রামনাম।

সত্য, আনন্দ ও চিৎস্বরূপ আত্মায় যোগিগণ রমণ করেন, এই হেতু রামপদে পরম ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

কৃষি ভূবাচক অর্থাৎ সত্তাবাচক শব্দ ণ নির্বৃতিবাকশব্দ কৃষ্ ধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয়যোগে কৃষ্ণ হয়, ইহাই পরংব্রহ্ম বাচক বলিয়া অভিহিত হয়েন।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন; হে মনোরমে! তুমি রাম এই নাম শ্রবণ কর। হে বরাননে! সহস্র নামের তুল্য এক রামনাম।

---

* পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রেঽষ্টমঃ শ্লোকঃ।

† মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি ৭১ সর্গে ৪র্থঃ শ্লোকঃ।

¶ পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে নবমঃ শ্লোকঃ।

তথাহি—*

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি শুনি হেতু তার ॥
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি দিনে গাই ॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাহার মহিমা এই মনেতে লাগিল ॥
সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র, প্রভুর চরণে পড়িল ॥
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিব দরশনে ॥
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা একগ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাহা করিলা বিশ্রাম ॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে ॥

পুণ্যানাং পবিত্রানাং সহস্রনাম্নাং ত্রিবাবৃত্ত্যা ত্রিবারপাঠেন, যৎ ফলং ভবতি শ্রীকৃষ্ণস্য নাম শ্রীকৃষ্ণাবতারসম্বন্ধিনী যা কাপ্যভিধা একাবৃত্ত্যা একবারপাঠেন তৎ ফলং প্রযচ্ছতি।

পবিত্র সহস্রনামের তিনবার পাঠে যে ফল হয়, কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় যে কোন নাম একবার পাঠে সেই ফল প্রদান করে।

---

* শ্রীহরিভক্তিবিলাসে একাদশবিলাসে ২৮৫ শ্লোকধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয়বচনম্।

গোঁসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সব দেশ॥
তার্কিক, মীমাংসক, মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রে সব উদ্গ্রাহে প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে॥
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণ দেশ॥
পাষণ্ডির গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে॥
যদ্যপি অসম্ভাবায্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব প্রস্থান(১) উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥

১। শ্রীবুদ্ধদেবের প্রবচনই বৌদ্ধদিগের প্রস্থান অর্থাৎ মতনিরূপক গ্রন্থ। বুদ্ধদেবের শ্রীমুখোক্ত বাক্যগুলি তাহার শিষ্যগণ তালপত্রে লিখেন তাহাদ্বারা তিনটী পেটিকা অর্থাৎ সিন্ধুক পূর্ণ হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তাহার নাম 'ত্রিপেকেট'

দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধের হৈল লজ্জাভয়॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিঞা।
প্রভু আগে আনিল বিষ্ণুপ্রসাদ বলিঞা॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইলা।
ঠোঁঠে করি অন্নসহ থালি লয়ে গেলা॥
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিঞা॥
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মুর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভুপদে লইল শরণ॥
তুমিহ ইশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ॥

ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। পরে মগধরাজধর্ম্মাশোক বা অশোকবর্দ্ধনে সাম্রাজ্যের অতিবিস্তার সময়ে যখন অন্যান্য দেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভুত্ব করে, সেই সময় মাগধী ভাষায় অর্থাৎ পালী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পূর্ব্বউপদ্বীপ, চীন জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয়। এক্ষণে 'ত্রিপেটক' পালীভাষায় বহুল প্রচার। সংস্কৃত ত্রিপেটকের প্রচার, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম তাড়িত হওয়া অবধি নাই। তবে এসিয়াটিক সোসাইটীতে সংস্কৃত হস্তলিখিত ত্রিপেটক বিদ্যমান আছে। ঐ ত্রিপেটক বৌদ্ধ প্রস্থান এবং বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নব প্রস্থান বলিলেন। এস্থলে প্রায় পুস্তকে নব প্রশ্ন এইরূপ পাঠ দেখা যায় তাহা লিপিকর প্রামাদিক বলিয়া বোধ হয়।

প্রভু কহে সবে কহ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি"।
গুরুকর্ণে কহ "কৃষ্ণনাম" উচ্চ করি॥
তোমা সবার গুরুর তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রামহরি"।
চেতন পাইলে আচার্য্য উঠে 'হরি বলি'॥
কৃষ্ণ কহি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহো না পায় দর্শন॥
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি গেলা বেঙ্কটাচলে॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন॥
স্বপ্রভাবে লোক সব করঞা বিস্ময়।
পানা-নরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥
শিব-কাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোক কৃষ্ণভক্ত কৈল॥

ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তি-স্থান।
মহাদেব দেখি তারে করিলা প্রণাম॥
পক্ষিতীর্থে যাই কৈল শিব দরশন।
বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিল গমন॥
শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি।
পীতাম্বর শিব স্থানে গেলা গৌরহরি॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করিল দর্শন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন॥
গো-সমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তারে করিল বন্দন॥
"অমৃতলিঙ্গ শিব" আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব, বৈষ্ণব করিল॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন।
"শ্রীবৈষ্ণবগণ" সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ॥
"কুম্ভকর্ণ কপালের" দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে আসি শিব দেখে তেজোবর॥
পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন॥
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোকের মন॥
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥

নিজ ঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ॥
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন।
"চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু হৈল উপসন্ন॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে"॥
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা রসে।
ভট্ট সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারিমাসে॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন॥
সৌন্দর্য্য প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে সবার খণ্ডে দুঃখ শোক॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে॥
কৃষ্ণনাম বিনে কেহো নাহি বোলে আর।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিনে সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন(১)॥

১। 'আবর্ত্তন'—আবৃত্তি।

অষ্টাদশাধ্যায়ে পড়ে আনন্দ আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে॥
কেহো হাসে কেহো নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥
পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র(১) শ্যামল সুন্দর।
অর্জ্জুনে কহিতে আছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতাপাঠে তোমার অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন॥
তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়॥

১। 'তোত্র'—চাবুক।

কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তে তারে মন হইয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল॥
এইমত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্ট সঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গ॥
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য পরিহাস দুঁহে সখ্যের স্বভাব॥
প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচরণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার॥

তথাহি—*

কস্যানুভাবস্য ন দেব! বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ২১৩ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥

তথাহি—*

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণো রূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে ইহাঁ রাসবিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয়ে কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ কেনে কর পরিহাস॥
প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি।
রাস না পাইলা লক্ষ্মী ইহা শাস্ত্রে শুনি॥

তথাহি—‡

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

রসেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট-প্রেমময়-রসেনেত্যর্থঃ। উৎকৃষ্যতে অন্তর্ভূতণ্যর্থত্বাৎ উৎ
তয়া প্রকাশ্যতে ইত্যর্থঃ। যত স্তস্য রসস্য এষৈব স্থিতিঃ স্বভাবঃ, যৎ কৃষ্ণ
মেবোৎকৃষ্টত্বেন দর্শয়তীত্যর্থঃ।

যদিও শ্রীনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু কে
প্রেমময় রসনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক প্রেমে
এইরূপ স্বভাব যে তাহা আলম্বনকে (আশ্রয়কৃষ্ণকে) উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করে।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৩২ অ
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্।

‡ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ১৯৮ পৃষ্ঠে দৃষ্ট।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥

লক্ষ্মী কেনে না পাইল কি ইহার কারণ ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥

তথাহি—*

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো
হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥

শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির ।
ঈশ্বরের লীলা কোটিসমুদ্রগম্ভীর ॥
তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজকর্ম্ম ।
যারে জানহ সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ ।
তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে ।
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি চড়ে তার কান্ধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তারে জানে ব্রজজন ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি, নিজ সম্বন্ধ মনন ॥

---

* ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ২৪ পৃষ্ঠে দৃষ্ট ।

ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি—*

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ॥

শ্রুতিসব গোপীসবের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
(১)ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপ জাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥
(২)অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব "নায়ং শ্লোকে" কহে বেদব্যাস॥
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়।
শ্রীবৈষ্ণবভজন এই সর্ব্বোপরি হয়॥

১। 'ব্যূহান্তরে'—কায়ব্যূহদ্বারা।

২। গোপীদেহ ব্যতীত অন্য দেহে রাসবিলাস অর্থাৎ রাসবিলাসোপলব্ধি ব্রজধামে মধুর রসময়ী লীলা পাওয়া যায় না অর্থাৎ সেই লীলাপরিকরত্ব লাভ হয় না।

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৮ম.পরিচ্ছেদে ২৪৩ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

এই তার গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন ।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥
প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয় ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের এই স্বভাব হয় ॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ ।
অতএব লক্ষ্মী আদির হরে তেঁহ মন ॥

তথাহি—*

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥
তুমি যে পড়িলে শ্লোক সেই পরমাণ ।
সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥

তথাহি—¶

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥

স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন ।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।
গোপিকারে হাস্য করি হয় নারায়ণে ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে ।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকঃ ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৪০ পৃষ্ঠে দৃশ্য ।

¶ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৯ম পরিচ্ছেদে ২৭০ পৃষ্ঠে দৃশ্য ।

তথাহি—*

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত! চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥

এত কহি প্রভু তার গর্ব্ব চূর্ণ করিঞা।
তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইঞা॥
দুঃখ না মানিহ ভট্ট! কৈল পরিহাস।
শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় একরূপ॥
গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥

তথাহি—†

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥

মণিরত্র বৈদূর্য্যং তস্যৈব বহুরূপত্বাৎ স যথা রূপান্তরং দধানোঽপি মণিঃ
ন বিধত্তে তদ্বদিতিবোধ্যম্।

নানা ছবিবিশিষ্ট অর্থাৎ বহুরূপ বৈদূর্য্যমণি যেমন রূপান্তর ধারণ করিলে

---

* উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদ-প্রকরণে ৪র্থ অঙ্কধৃত-ললিতমাধবে ষষ্ঠাঙ্কে
১৪ শ্লোকে সূর্য্যপত্নীং সুবর্ণাং প্রতি বিশাখাবাক্যম্।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার ১৭ পরিচ্ছেদে ৩৫২ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।
† লঘুভাগবতামৃতে পরাবস্থাপ্রকরণে ১৪৭ অঙ্কধৃতনারদপঞ্চরাত্রবচনম্।

ভট্ট কহে কাঁহা মুঞি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণ দর্শন॥
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যার রূপ গুণৈশ্বর্য্যের কেহো না পায় সীমা॥
এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহিয়া কৃপা করি॥
এত বলি ভট্ট পড়িল প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিঞা॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।
তারে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন।
এই রঙ্গলীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥
ঋষভ পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি নতি করি॥
পরমানন্দ পুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোঁসাঞি পাশ॥

...ণিকে ন্যূন করে না, এইরূপ ভক্তের ধ্যানভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হইলেও ...চ্যুত শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ন্যূন করেন না।

পুরী-গোঁসাঞির প্রভু কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমে পুরী-গোঁসাঞি তারে কৈল আলিঙ্গন॥
তিন দিন প্রেমে দুঁহে কৃষ্ণ কথারঙ্গে।
সেই বিপ্র ঘরে দুঁহে রহে এক সঙ্গে॥
পুরী-গোঁসাঞি কহে আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড় যাব গঙ্গাস্নানে॥
প্রভু কহে তুমি পুন আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥
এতবলি তার ঠাঁঞিএই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা॥
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে॥
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্তকথা কহে দুইজন॥
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্ঠী॥
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।
তাঁহা দেখা হৈলা এক ব্রাহ্মণ সহিতে॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥

কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক, বিপ্র পাক নাহি করে॥
মহাপ্রভু কহে তারে শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয়॥
বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন॥
তার উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তেব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে।
নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে॥
প্রভু কহে বিপ্র কাহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ॥
বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥
প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার।
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস কহর তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ॥
তারে আশ্বাসিঞা প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন॥
দুর্ব্বেশনে রঘুনাথে করি দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন॥
সেতু-বন্ধে আসি কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥
বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা-উপাখ্যান॥
মায়াসীতা নিল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥
পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগেহিনী॥
রাবণ দেখি, সীতা লইল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ॥

সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল॥
তবে মায়া সীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান।
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান॥
শুনিঞা প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হৈল স্মরণ॥
এসব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥
নূতন পত্র লিখিঞা পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥
পত্র লৈয়া পুনঃ দক্ষিণ মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে দিয়া দুঃখ খণ্ডাইলা॥

তথাহি—কূর্ম্মপুরাণে।

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥

সীতয়া জানক্যা আরাধিতঃ প্রার্থিত ইত্যর্থঃ। বহ্নিরনলাধিষ্ঠাতা দেবঃ ছায়াসীতাং মায়াসীতামজীজনৎ আবির্ভাবিতবান্। তাং মায়াসীতাং দশগ্রীবঃ রাবণো জহার, হৃত্বা লঙ্কাং নীতবান্, সীতা জানকী বহ্নিপুরং গতা জগাম।
পরীক্ষাসময়ে সা ছায়াসীতা বহ্নিং অগ্নিকুণ্ডং বিবেশ প্রবিষ্টবতীত্যর্থঃ।

শ্রীসীতাদেবী অগ্নিদেবের আরাধনা করিলে, অগ্নিদেব এক ছায়াসীতা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দশগ্রীব তাহাই হরণ করিল। প্রকৃত সীতা বহ্নিপুরে

পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে ক্রন্দন॥

বহ্নিরগ্নিদেবঃ স্বপুরাৎ নিজনিবাসাৎ সীতাং স্বয়ংরূপং পুনঃ সমানীয় মানীয় উদনীনয়ৎ শ্রীরামায় দত্তবানিত্যর্থঃ।

গমন করিয়াছিলেন। পরীক্ষাগ্রহণ সময়ে ছায়াসীতা অগ্নিপ্রবেশ করিলে, স্বীয় ধাম হইতে সত্য সীতা আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিলে

এই দুই শ্লোক মুদ্রিত কূর্ম্মপুরাণে নাই তবে এই ঘটনা আছে; কূ-ণের উপরিভাগে ৩৩ অধ্যায়ে যথা—

ইতিবহ্ন্যষ্টকং জপ্ত্বা রামপত্নী যশস্বিনী।
ধ্যায়ন্তী মনসা তস্থৌ রামমুন্মীলিতেক্ষণা॥
অথাবসথ্যাদ্ভগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ।
আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসা নির্দহন্নিব॥
সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেচ্ছয়া।
সীতামাদায় রামেষ্টাং পাবকোঽন্তরধীয়ত॥
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং সীতাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
সমাদায় যযৌ লঙ্কাং সাগরান্তরসংস্থিতাম্॥

ইহা দ্বারা অনেকে মনে করিতে পারেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের কূ পুরাণে দৃষ্টি ছিল না। লোকপরম্পরায় এই ঘটনা শুনিয়া দুইটী শ্লোক রচ করিয়া কূর্ম্মপুরাণের নাম দিয়াছেন একথা অসঙ্গত; কারণ তাদৃশ শ্রীগৌরা পার্ষদের আদৌ বিপ্রলিপ্সা থাকিতে পারে না। পুরাণাদিতে দেশবিশেষে ভি ভিন্ন পাঠ, ভিন্নাকারের ন্যায় পাওয়া যায়; প্রাচীন হস্তলিখিত পাঁচ সাতখা শ্রীরামায়ণ একত্র করিলেই ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে, যখন ঘটনাটি আ অর্থাৎ রাবণ মায়াসীতা হরণ করিয়াছিল ইহা আছে, তখন প্রাচীন পুস্তক অ সন্ধান করিলেই উক্ত দুই শ্লোক কোন স্থানে না কোন স্থানে পাওয়া যাইতে পারিবে।

বিপ্র কহে 'তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন ।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন ॥
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার ।
আজি মোর ঘরে কর ভিক্ষা অঙ্গীকার ॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিলে সে দিনে ।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে' ॥
এত বলি সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল ।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপা করি ।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী তীরে ।
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতুহলে ॥
চিয়ড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি ।
পানাগাড়ি তীর্থে আসি দেখে সীতাপতি ॥
চামতাপুরে আসি দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন ॥
মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন ।
কন্যা-কুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥
আমলীতলাতে রাম দেখে গৌরহরি ।
মাল্লার-দেশেরে আইলা যথা ভট্টমারী ॥
তমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বেতাপানি ।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥

গোঁসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
(১)ভট্টমারী সহিত তাঁর হৈল দরশন ॥
স্ত্রী-ধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ কৈল ॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারীগণে।
'আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ তুমিহ সন্ন্যাসী।
মোরে দুঃখ দেহ তোমার ন্যায় নাহি বাসি' ॥
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিগে ধাঞা ॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারী পলায় চারিভিতে ॥
ভটমারী ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
(২)কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন ॥
সেই দিনে চলি আইলা পয়স্বিনী তীরে।
স্নান করি গেলা আদি-কেশব মন্দিরে ॥

১। 'ভট্টমারী'—বামাচারী সন্ন্যাসিবিশেষ। ইহারা কামিনীকাঞ্চন প্র সন্ন্যাসিদিগের অসেব্য দ্রব্যের সেবী।

২। এই ঘটনা দ্বারা ইহাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জগতে জানাইলেন, যে সম্প্র কামিনীকাঞ্চনের প্রলোভন আছে, তাহার সংস্রবে শাস্ত্রজ্ঞ ও সংসঙ্গিব্যক্তি পতন হয়, এবং স্বয়ং প্রভু কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া উদ্ধার না করিলে তা আর উদ্ধার নাই'।

কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি, স্তুতি, নৃত্য, গীত বহুত করিলা॥
প্রেম দেখি লোকের হইল চমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার॥
মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়ে তাঁহাই পাইল॥
পুঁথী পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্প, অশ্রু, স্বেদ, স্তম্ভ, পুলক বিকার॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতা সমান।
গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার॥
বহু যত্নে সেই পুথী নিল লেখাইঞা।
অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা॥
দিন দুই পদ্মনাভের করি দরশণ।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন॥
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ॥
সিংহারি-মঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥
মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী(১)।
উড়ুপকৃষ্ণ স্বরূপ দেখি হইলা প্রেমোন্মাদী॥

১। 'তত্ত্ববাদী'—শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ী দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিবিশেষ। ইহারা [illegible]তবাদি সন্ন্যাসিদিগের মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নান করেন।

নর্ত্তক গোপালকৃষ্ণ পরমমোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিঞা আইলা তার স্থানে॥
(১)গোপীচন্দন ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইল কোনমতে॥
মধ্বাচার্য্য আনি তারে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তার সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুক্ষণ কৈল॥
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদিজ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশে দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবজ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥
তা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তা সবা সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ॥
তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানহ আমাতে'॥
আচার্য্য কহে 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥

১। এই কিম্বদন্তী আছে 'দ্বারকা হইতে এক বণিক নৌকা করিয়া গো-চন্দন আনিতেছিল, হটাৎ নৌকা ডুবিয়া যায়, পরে মধ্বাচার্য্য স্বপ্ন দে- উক্ত ডুবানৌকা তুলিয়া গোপীচন্দনের মধ্য হইতে কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন'।

পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠ গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ' ॥
প্রভু কহে 'শাস্ত্রে কহে শ্রবন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবা পরম ফলের সাধন ॥

তথাহি—*

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

তত্র শ্রবণং নামরূপগুণপরিকরলীলাময়-শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। এবং
নস্মরণয়োরপি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। স্মরণং যৎকিঞ্চিন্মনসানুসন্ধানং। পাদসেবনং
দেশাদ্যুচিতা পরিচর্য্যা। অর্চ্চনং বিধ্যুক্তপূজা। বন্দনং নমস্কারঃ। দাস্যং
সোঽস্মীত্যভিমানঃ। সখ্যং বন্ধুভাবেন তদীয়হিতাশংসনং। আত্মনিবে-
দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণং। ইতি নবলক্ষণানি
সা ভগবতি তদ্বিষয়িকা। অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা নতু কর্ম্মার্পণরূপা পারম্পর্য্যিকী
রিয়ং তত্রাপি শ্রীবিষ্ণাবেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভবিতা নতু ধর্ম্মার্থা-
র্চিতা এবমেবম্ভুতা চেৎ ক্রিয়তে, তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্যে।
চ শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতিঃ,—'ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যে
মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি'। অত্র নবলক্ষণসমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ।
নৈবাঙ্গেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ কচিদন্যাঙ্গমিশ্রণস্তু তথাপি ভিন্নশ্রদ্ধা-
ষাং অত্র নবলক্ষণশব্দেন সামান্যোক্ত্যা তন্মাত্রানুষ্ঠানং বিধীয়ত ইতি জ্ঞেয়ং।
ক্ষণস্বরূপাস্তা অন্যেষামপ্যঙ্গানাং তদন্তর্ভাবাদ্দ্যুক্তং। কিঞ্চিচ্চাত্র বিশিষ্য
তে। তদেবং নামাদিশ্রবণভক্ত্যঙ্গক্রমঃ। তত্র যদ্যপ্যেকতরেণাপি ব্যুৎ-
ণাপি সিদ্ধির্ভবত্যেব। তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যার্থমপেক্ষ্যং।
চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতেচ রূপে গুণানাং

হিরণ্যকশিপুকে প্রহ্লাদমহাশয় কহিলেন, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-
, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এই নব লক্ষণ ভক্তি

* শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকঃ।

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ, পুরুষার্থ সীমা॥

তথাহি—*

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে॥

স্ফুরণং সংপদ্যেত। সম্পন্নেচ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশি দ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্‌স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুর ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ং শ্রবণং শ্রীমন্মহন্মুখরিতং সন্মহামাহাত্ম্যং জাতরুচীনাং পরমসুখদঞ্চ তচ্চ মহদাবির্ভাবিতং মহৎকীর্ত্ত্যমানঞ্চেতি শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠং তাদৃশপ্রভাবময়শব্দাত্মকত্বাৎ রসময়ত্বাচ্চ। অত্র মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মন নিজাভীষ্টনামাদিশ্রবণন্তু মুহুরাবর্ত্তয়িতব্যং। তত্রাপি সবাসনমহানুভ সর্ব্বস্ত শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণন্তু পরমভাগ্যাদেব সংপদ্যতে তস্য পূর্ণভগব এবং কীর্ত্তনাদিষ্বপ্যনুসন্ধেয়ম্।

কর্ম্মার্পণ রূপ পারম্পরিকী না হইয়া, যদি ভগবানে সাক্ষাদ্রূপা হয় এবং দিতে অর্পিত না হইয়া, শ্রীবিষ্ণুতেই অর্পিতা হয়, এতাদৃশী ভক্তি যদি করে তবে তাহারই অধ্যয়ন আমি উত্তম বলিয়া মানি।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৭ম পঃ ১৯৬ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

তথাহি—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ *
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ †
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ‡

পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥

নন্বেবং কেবলানাং কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনাং ব্যবস্থোক্তা। নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম তু ...াবশ্যকং। তর্হি সাঙ্কর্য্যে কথং শুদ্ধে জ্ঞানভক্তী প্রবৃত্তে যাতাং; তদেতদাশঙ্ক্য ...ঃ কর্ম্মাধিকারিতাং বারয়তি—তাবৎ কর্ম্মাণীতি। কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকা- ...। টীকাচ। অতএব, 'শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞা- ...ী মম দ্বেষী মদ্ভক্তো পি ন বৈষ্ণব' ইত্যুক্তদোষোঽপ্যত্র নাস্তি অঙ্গীকরণাৎ। ...ত জাতয়োরপি নির্ব্বেদশ্রদ্ধয়োস্তৎকরণএবাজ্ঞাভঙ্গঃ স্যাৎ। তথাচ ব্যাখ্যাতং ...য়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্', ইত্যস্য টীকায়াং ভক্তিদার্ঢ্যেন ...ত্তাধিকারতয়া সন্ত্যজ্যেতি। নিবৃত্তাধিকারত্বঞ্চোক্তং করভাজনেন দেবর্ষি- ...গুনৃণামিত্যাদা বিতি'।

ভগবান্ উদ্ধবে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ, অথবা আমার কথা শ্রবণ ...নাদিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, হে উদ্ধব! জ্ঞানী ও ভক্ত সেই পর্য্যন্ত ...। নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৮৮ পৃষ্ঠে দৃশ্য।
† ভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৮৯ পৃষ্ঠে দৃশ্য।
‡ একাদশস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্।

তথাহি— *

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্।
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্॥
নৈচ্ছন্ নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্।
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥ †
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ‡

তস্যৈবং বিষয়ত্যাগো ন চিত্রমিত্যাহ—য ইতি। স এবম্ভূতো নৃপঃ কিম্ভরতঃ নৈচ্ছদিতি তদুচিতমেব। যতো মধুদ্বিষো ভগবতঃ সেবায়ামনুরক্ত যেষাং তেষাং মহতামভবো মোক্ষঽপি ফল্গুস্তুচ্ছএব।

শ্রীনারায়ণং বিনান্যত্র হানোপাদানদৃষ্টিরাহিত্যাদপবর্গ ইব স্বর্গেঽপি নরকেঽপি তুল্যং একমেবার্থং নারায়ণরূপং পুরুষার্থং দ্রষ্টুমনুভবিতুং যেষাং তে। তুল্যশব্দস্যৈকবাচিত্বং রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদ ইতিবৎ। তেষাং সর্ব্বত্র নারায়ণ স্ফূর্ত্ত্যা ভয়াভাবো দর্শিতঃ।

মুনিগণের দুস্ত্যজ ক্ষিতি, পুত্র, বান্ধব, অর্থ, কলত্র এবং যিনি দয়া পাত্রী হইবার নিমিত্ত সম্পৃহলোচনে নিরন্তর অবলোকন করেন, সেই প্রবরের প্রার্থনীয় রাজ্য-সম্পত্তি সকল মহারাজ ভরত যে ইচ্ছা করেন তাহা তাঁহার উচিত হইয়াছিল, যেহেতু যাঁহাদিগের ভগবৎসেবায় মন অ হইয়াছে, সেই মহত্তমেরা মোক্ষ পর্য্যন্তকেও তুচ্ছ বোধ করেন।

যাঁহাদের স্বর্গাপবর্গ নরকে তুল্যার্থ দৃষ্টি, সেই নারায়ণভক্তগণ কিছু ভীত নহেন।

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে দেবহূতিং কপিলদেববাক্যম্।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৪র্থ পঃ ১১৩ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

† পঞ্চমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যম্।

‡ ষষ্ঠস্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে শ্রীদুর্গাং প্রতি শ্রীশিববাক্যম্।

কর্ম্মমুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন॥
এইত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য সাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইল বিস্মিত॥
আচার্য্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥
তথাপি মাধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ॥
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়॥
এইমত তার ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থ তবে চলি আইলা গৌরহরি॥
ত্রিতকূপ বিশালার করি দরশন।
পঞ্চপ্সরা তীর্থ আইলা শচীর নন্দন॥
গোকর্ণ-শিব দেখি আর্য্যা দৈপায়নী।
সূর্পারক তীর্থ আইলা ন্যাসি-শিরোমণি॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী।
লাঙ্গা গণেশ দেখি চোরা ভগবতী॥
তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ॥

প্রেমাবেশে কৈল প্রভু নর্ত্তন কীর্ত্তন।
প্রভুপ্রেমে দেখি সবার চমৎকার মন॥
তাঁহা এক বিপ্র তারে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাঁহা এক শুভবার্ত্তা পাইল॥
মাধব-পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম॥
শুনিয়া আইল প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসিয়াছেন দেখিল তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড পরণাম।
পুলকাশ্রু, কম্প, সব অঙ্গে পড়ে ঘাম॥
দেখিয়া বিস্মিত হইল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠ উঠ শ্রীপাদ বলি বলিল বচন॥
শ্রীপাদ ধরহ আমার গোঁসাঞিঁর সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি প্রেমার গন্ধ॥
এতবলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
গালাগালি করি দুঁহে করেন ক্রন্দন॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দুঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি দিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচ সাত দিনে॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোঁসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ নাম॥
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া নগরী॥

জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহ যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী ভোজনে॥
তার এক পুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তার অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈলা।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিলা॥
প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তেহোঁ মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা॥
এইমতে দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী॥
দিন চারি প্রভুকে তাহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথি স্নান করি বিঠ্ঠল দর্শন॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্বাতীর।
নানা তীর্থ দেখে তাহা দেবতামন্দির॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইব।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল॥
কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥

সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা ॥
তাপী স্নান করি আইলা মাহিষ্মতী পুরে।
নানা তীর্থ দেখে তাঁহা নর্ম্মদার তীরে ॥
ধনুতীর্থে দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বত আইলা দণ্ডক অরণ্যে ॥
সপ্ততাল বৃক্ষ তাঁহা কানন ভিতর।
অতিবৃদ্ধ অতি স্থূল অতি উচ্চতর ॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল ॥
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম অবতার ॥
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনে একরাম ॥
প্রভু আসি কৈলা পম্পা সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥
নাসিক ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্ত আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥
সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন ॥

দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিঞা।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তারে উঠাইঞা॥
দুই জন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুই জনার মন॥
কতক্ষণে দুই জন সুস্থির হইঞা।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্রে বসিঞা॥
তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥
প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষি দিলে॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইঞা।
প্রভুসহ আস্বাদিল রাখিল লিখিয়া॥
গোঁসাঞি আইল গ্রামে হৈল কোলাহল।
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল॥
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুইজন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রিদিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে॥
রামানন্দ কহে গোঁসাঞি তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিলু আমি মিনতি করিঞা॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে।
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে॥

প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন॥
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতি ঘোড়া সৈন্য কোলাহল॥
দিনদশে ইহা সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ॥
তবে মহাপ্রভু তারে আসিতে আজ্ঞা দিঞা।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিল গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ॥
যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইল গৌরহরি॥
আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইলা।
নিত্যানন্দ আদি নিজ গণে বোলাইলা॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিঞা চলিলা * প্রেমে থেহ নাহি পায়॥
জগদানন্দ, দামোদর, পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ পাঞা॥
প্রভু প্রেমাবেশে সবা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন॥

---

* অনেক প্রাচীন পুস্তকে পাঠ—'আনন্দ দেহে না আমায়'।—আমায়—আঁটে না—ধরে না।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাইঞা কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল॥
বহু নৃত্য গীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
পণ্ডাপাল সব আইল প্রসাদ মালা লঞা॥
মালা প্রসাদ পাঞা তবে প্রভু স্থির হৈলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা॥
কাশীমিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।
মান্য করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা॥
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা করিল আসিঞা॥
ভিক্ষা করাইঞা তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন॥
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘর রহিলা তাঁর প্রীতে॥

সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈল জাগরণ ॥
প্রভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সব বৈষ্ণব না দেখিল একজন ॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে এই লাগি মিলিতে কহিল ॥
তীর্থ যাত্রার কথা এই হৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
অনন্ত চৈতন্য কথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা, তার করি টানাটানি ॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥
চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি হরি' ॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর ॥
চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশতীর্থভ্রমণং
নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইলা সার্ব্বভৌমে ॥
বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাহারে ॥
শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময় ॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥

তং প্রসিদ্ধং গৌরজলদং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমেঘং বন্দে। যঃ স্বস্য দর্শনামৃতৈঃ নিজদর্শনমেব অমৃতং জলং 'পয়ঃ কীলালমমৃতমিত্যমরঃ' পক্ষে পীযূষং তৈঃ স্বস্য বিচ্ছেদ এব অবগ্রহঃ বর্ষণব্যাঘাতঃ তেন ম্লানানি ভক্তরূপশস্যানি অজীবয়ৎ। অনেন শ্রীমহাপ্রভোর্ভক্তানাং তদ্দর্শনং বিনা প্রাণরক্ষা ন ভবে-দিত্যাক্তম্।

আমি সেই প্রসিদ্ধ গৌরজলদকে নমস্কার করি, যিনি নিজবিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টি দ্বারা ম্লান নিজভক্তশস্যগণকে নিজদর্শনামৃতদ্বারা জীবিত করিয়াছিলেন।

ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়।
বিরক্ত সন্ন্যাসী তিহোঁ রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তিহোঁ রাজ দরশনে॥
তথাপি কোন প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শ
সম্প্রতি করিলা তিহোঁ দক্ষিণ গমন॥
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা।
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক-জন॥

তথাহি — *

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তিহোঁ জীব নহে হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
রাজা কহে তারে তুমি যাইতে কেন দিলে।
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেঁহো নহে পরতন্ত্র॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২০ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

রাজা কহে ভট্ট তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি ॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি, করি সফল নয়ন ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহো আসিব অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে একস্থান চাহিয়ে বিরলে ॥
ঠাকুরের নিকট হবে, হইব নির্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে ॥
রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জন ॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিঞা ॥
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান ॥
এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥
সব লোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাঢ়িলা।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবহিঁ আইলা ॥
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন।
সবে মিলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥
প্রভু সহ আমা সবার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্যচরণ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে কালি কাশীমিশ্র ঘরে।
প্রভু যাইবেন. তাঁহা মিলাইব সবারে ॥

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন॥
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র ঘরে॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভু চরণে।
গেহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মুর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
যেই বাসা হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান॥
সার্ব্বভৌম কহে প্রভু তোমার যোগ্য বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা॥
প্রভু কহে এই দেহ তোমা সবাকার।
যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী॥
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞা আছে তোমা মিলিবারে॥
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘে হাহাকার।
তৈছে এইসব, তুমি কর অঙ্গীকার॥

জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন॥
কৃষ্ণ দাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখিমাহাতী এই লিখন অধিকারী॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহঁ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথ মহা সোআর(১) ইহঁ দাস নাম॥
মুরারিমাহাতী শিখিমাহাতীর ভাই।
তোমার চরণে বিনু অন্য গতি নাই॥
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইহোঁ ধ্যায় তোমার চরণ॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইহোঁ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার সংহতি॥
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে ভজে সবে তোমার চরণ॥
তবে সবে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
সবা আলিঙ্গন প্রভু প্রসাদ করিঞা॥
হেনকালে আইলা তাঁহা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ বিবরণ॥

১। 'সোআর'—সূপকার—পাচক উড়িয়াভাষা।

রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহিল না হয়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥
রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর লক্ষণ॥
নিজগৃহ বিত্তভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে।
আত্ম সমর্পিল আমি তোমার চরণে॥
এই বাণী নাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে॥
প্রভু কহে কি সঙ্কোচ নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর॥
দিন পাঁচ সাত ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
হার সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তার পুত্রসব শিরে ধরিল চরণ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়ক নিকটে রাখিল॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাস বোলাইল॥
প্রভু কহে ভট্ট শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইহাঁ আমার সহিত॥

ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িঞা।
ভট্টমারি হৈতে ইহায় আনিল উদ্ধারিঞা॥
ইবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি দায়॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহিবে যাই প্রভুর আগমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তারে রাখিল আশ্বাস করিঞা॥
আর দিন প্রভু ঠাঁই কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশে পাঠাই একজন॥
তোমার দক্ষিণ গমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই॥
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥
তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তিঁহো শচী আই পাশ॥

মহাপ্রসাদ দিঞা তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার॥
শুনি আনন্দিত হৈল শচী মাতার মন।
শ্রীনিবাস আদি আর যত ভক্তগণ॥
শুনিঞা সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত্য আচার্য্য গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যে প্রসাদ দিঞা কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥
শুনিঞা আচার্য্য-গোঁসাই পরমানন্দ হৈলা।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্যগীত কৈলা॥
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্য নিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্যনন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মিলি আইল শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥
আচার্য্যের কৈল সবে চরণ বন্দন।
আচার্য্য-গোঁসাঞি কৈল সবা আলিঙ্গন॥
দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচলে যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥

সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইঞা।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লঞা॥
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ, রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি॥
মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঁঞি আইলা নীলাচল যাইতে॥
সেই কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দ-পুরী।
গঙ্গা তীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী॥
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান॥
প্রভু আগমন তিঁহো তথাই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল॥
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকর নাম।
তাঁরে লঞা নীলাচল করিল প্রয়াণ॥
সত্বরে আসিঞা তিহোঁ মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইঞা তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণবন্দন।
তিঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন॥
প্রভু কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি আশ্রয়॥
পুরী কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হইতে আইলাম নীলাচল পুরী॥
দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন।
শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ॥

সবেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে ।
তা সবার বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে ॥
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর ।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর ॥
আর দিনে আইলা স্বরূপ-দামোদর ।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর ॥
পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে ।
নবদ্বীপে ছিলা তিঁহো প্রভুর চরণে ॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইঞা ।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিঞা ॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তার আজ্ঞা দিল তারে ।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥
পরম বিরক্ত তিঁহো পরম পণ্ডিত ।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণচরিত ॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এইত কারণ ।
উন্মাদে করিলা তিঁহো সন্ন্যাসগ্রহণ ॥
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্র-ত্যাগ রূপ ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে ।
রাত্রি দিন কৃষ্ণপ্রেম আনন্দ বিহ্বলে ॥
পাণ্ডিত্যের অবধি কথা নাহি কার সনে ।
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে ॥
কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥

গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহো প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ যেই আর রসভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—*

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।

হে চৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াৎ মযীতিশেষঃ। প্রার্থনায়াং লিঙ্‌। কিম্ভূতা? হেলয়া অবজ্ঞয়া উদ্ধূলিতো নিঃসারিতো খেদো মনস্তাপো যয়া। সাধনহেতুবিশেষণেতি বিশেষণে তৃতীয়া। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুকরুণোদ্রেকেণ সর্ব্বমনস্তাপনাশো ভবেদিতি ভাবঃ। তথা বিশদয়া নির্ম্মলয়া সর্ব্বপ্রকাশিকয়া শুদ্ধসত্ত্বরূপয়েত্যর্থঃ। তথা প্রকর্ষেণ উন্মীলন্ আমোদঃ পরমানন্দো

হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তোমার যে দয়াতে অনায়াসে লোকের সকল

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮মাঙ্কে ১৪ শ্লোকঃ।

শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

উঠাইঞা মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জন প্রেমাবেশে হইল অচেতন॥

যস্যাং তয়া প্রোন্মীলদামোদয়া। তথা শাম্যন্ উপরতিং প্রাপ্নুবন্ বিবাদো যস্যাং তয়া শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া। তথাচ শ্রীচৈতন্যমহা... সত্যাং পণ্ডিতানাং শাস্ত্রবিবাদোপশমো ভবেৎ, তথাচোক্তং প্রবোধান... চরণৈঃ "স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িনঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা যোগীন্দ্র বিজ... মজ্জক্লেশং তপস্তাপসাঃ। জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচ... মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রস" ইতি। তথা র... লাখ্যং ভক্তিরসং দদাতীতি রসদয়া তথাচোক্তমভিযুক্ততমৈঃ "অন... চরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং"... চিত্তে অর্পিত উন্মাদঃ উন্মাদাখ্যসঞ্চারিভাবো যয়া তয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া শশ্বৎ সর্ব্বদা ভক্তিং প্রেমাখ্যাং সাধ্যরূপাং বিনোদয়তি দদাতীতি শশ্বদ্ভক্তি... তয়া। তথা শমং ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিং দদাতীতি শমদা তয়া "শমো মন্নি... ষ্ঠতা বুদ্ধে-রিতি" ভগবদুক্তেঃ। দন্ত্যসকারাদিপাঠে, সমেন গর্ব্বেণ সহ বিদ্যমানয়া তথাচোক্তং "কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়... পটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে। বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ ক... যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ"। শ্রীগৌরচন্দ্রকরু... হৃদি এতাদৃশশুদ্ধসন্তোষগর্ব্বো জায়তে। তথা মাধুর্য্যাণাং মর্য্যাদা চ... যস্যাং তয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া।

দুঃখ দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয় ও প্রেমানন্দ বিকসিত হয়, ... প্রভাবে শাস্ত্রাদির বিবাদ উপশম হয়; যাহা চিত্তে রস সঞ্চার ... প্রগাঢ় মত্ততা উৎপাদন করে; যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তিসুখ ও সর্ব্বজ্ঞ ... লাভ হয় এবং যাহা সকল মাধুর্য্যের সার; তুমি করুণা করিয়া সেই ... আমাতে প্রকাশ কর।

কতো ক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা॥
তুমি যে আসিবে আমি স্বপ্নেহ দেখিল।
ভাল হইল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥
স্বরূপ কহে প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ॥
মুঞি তোমা ছাড়িনু তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥
জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্ব্বভৌম।
সবা সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণবন্দন।
পুরী-গোঁসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর॥
আর দিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ সঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী-গোঁসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥

সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোঁসাঞি আজ্ঞা কৈলা মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য নিকট রহি সেব যাই তারে ॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিঞা।
প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইঞা ॥
গোঁসাঞি কহে পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঁই পাঠাইলা তোমারে ॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।
পুরী-গোঁসাঞি শূদ্র সেবক কাহাতে রাখিলা ॥
প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র ॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥
স্নেহালেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম আনন্দে হয় যাহার শ্রবণে ॥
এত বলি গোবিন্দের কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার ॥
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায় ॥
ভট্টাচার্য্য কহে গুরু আজ্ঞা বলবান।
গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিব শাস্ত্র পরমাণ ॥

না]

তথাহি—*

আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া।

তবে মহাপ্রভু তারে করি অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গসেবা দিল অধিকার॥
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান॥
ছোট বড় কীর্ত্তনিয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥
আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥
আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে গুরু তিহোঁ যাব তার ঠাঞি॥

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥

পিতুর্নিয়োগাৎ ভার্গবেণ জামদগ্ন্যেন কর্ত্রা মাতরি দ্বিষতীব দ্বিষদ্বৎ প্রহৃতং প্রহারং শুশ্রুবান্ শ্রুতবান্। স লক্ষ্মণঃ অগ্রজশাসনং প্রত্যগ্রহীৎ, হি যস্মাৎ গুরূণাং আজ্ঞা অবিচারণীয়া।

পিতৃ আজ্ঞায় পরশুরাম শত্রুবৎ জননীকে প্রহার করেন অর্থাৎ জননীর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন; ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবনবাসরূপ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন; যেহেতু গুরুগণের আজ্ঞা অবিচারণীয়া।

---

* রঘুবংশে ১৪ সর্গে সীতাবনবাসপ্রসঙ্গে ৪৬ শ্লোকঃ।

এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হৈল অন্তর॥
দেখিয়াও ছদ্ম কৈল যেন দেখি নাই।
মুকুন্দের পুছে কোথা ভারতী-গোঁসাঞি॥
মুকুন্দ কহে এই দেখ আগে বিদ্যমান।
প্রভু কহে তিহোঁ নহে তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী-গোঁসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই নাভায় ইহাঁরে॥
ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিঞা অন্তর॥
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ বন্দন॥
ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুন না করিবে নতি ভয় পাঙ চিতে॥
সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহা চলাচল।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমিত সচল॥
তুমি গৌরবর্ণ তিহোঁ শ্যামলবরণ।
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগত তারণ॥

প্রভু কহে 'সত্য কহ তোমার আগমনে ।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল ।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়াছে অচল ॥
ভারতী কহে সার্ব্বভৌম ! মধ্যস্থ হইঞা ।
ইহা সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিঞা ॥
(১)ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি ।
জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক, শাস্ত্রেতে বাখানি ॥
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন ।
ব্যাপ্য ব্যাপকত্বে এইত কারণ ॥

তথাহি—*

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

'এই সব নামের ইহোঁ হয় নিজাস্পদ ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ' ॥
ভটাচার্য্য কহে 'ভারতী দেখি তোমার জয়'
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয় ॥
গুরু শিষ্য ন্যায়ে সত্য শিষ্য পরাজয় ।
ভারতী কহে এহো নহে অন্য হেতু হয় ॥

১। 'ব্যাপ্যব্যাপকভাবে'—অল্পদেশবৃত্তিত্বং ব্যাপ্যত্বং, অনেকদেশবৃত্তিত্বং ব্যাপকত্বং, অর্থাৎ যাহার অল্পদেশবৃত্তি তাহার নাম 'ব্যাপ্য', ও যাহার অনেক দেশবৃত্তি তাহার নাম 'ব্যাপক' ।

* মহাভারতীয়দানধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়ে সহস্রনামস্তোত্রে ৯১ শ্লোকঃ । ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৫৬ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য ।

ভক্ত ঠাঁই তুমি হার এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥
আজন্ম করিল আমি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি 'কৃষ্ণ' হইলা মোর বিদ্যমান॥
'কৃষ্ণনাম' মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে 'কৃষ্ণ'।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥
বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
ইহা দেখি সেই দশা হৈল আমার॥

তথাহি—*

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ॥

অদ্বৈতং নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং তদেব বীথী পন্থাঃ তস্যাং যে পথিকাঃ তৈ উপাস্যা আরাধ্যাঃ তথা স্বাসন্দএব সিংহাসনং তত্র লব্ধা দীক্ষা পূজা যৈঃ। তথা ভূতা অপি বয়ং কেনাপি শঠেন ধূর্ত্তেন গোপবধূবিটেন গোপবধূনাং কামকলা দিভির্বশীকরণচতুরেণ হটেন বলাৎকারেণ দাসীকৃতাঃ, অহো! অস্মাকং দুর্ভাগ্য মহদারাধ্যা অপি গোপবধূনাং বিটস্য দাসা স্ম ইতিভাবঃ। ব্যাজস্তুতিরিয়ং নিন্দামুখেন পরমোৎকর্ষং সূচয়তি। তথাচ বয়ং হেয়ব্রহ্মজ্ঞানং পরিত্যজ্য শ্রীগোপবধূগণানুগতিরূপপরমসাধ্যমুকুটমণিং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ।

আমরা অদ্বৈত পথের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম এবং নিজানন্দ সিংহাসনে

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রথমশান্তভক্তিলহর্য্যাং ২০ অঙ্কে ধৃতং বিল্বমঙ্গলবাক্যম্।

॥ এই শ্লোকটী পরমবিদ্বন্মুকুটমণি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ তাঁহার নিজকৃত

প্রভু কহে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা নেত্রে পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরায়॥
ভটাচার্য্য কহে দুঁহার সুসত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইহাঁর কৃপাতে হয় দর্শন ইহাঁর॥
প্রভু কহে "বিষ্ণ বিষ্ণু" কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥
এত বলি ভারতী লঞা নিজবাসা আইলা।
ভারতী-গোঁসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভুপাশে রহিলা দুঁহে ছাড়ি অন্য কার্য্য॥
কাশীশ্বর-গোঁসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিঞা প্রভু রাখিল নিজস্থানে॥
প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বর দর্শন।
আগে লোক ভীড় সব করে নিবারণ॥
যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয়॥
সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সবারে রাখিলা নিজস্থানে॥

...নন্দনামক গ্রন্থের শেষ ধরিয়াছেন।
...া লাভ করিতাম। অহো! কোন গোপবধূলম্পট শঠ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে
...স করিয়াছে। *

---

* ইহা ব্যাজস্তুতি। আত্মনিন্দামুখে শ্রীগোপবধূদিগের আনুগত্যলাভদ্বারা
...শংসাতিশয় করা হইল।

এইত কহিল প্রভুর বৈষ্ণবমিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥৮৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং
নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ, কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না, চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নম্॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

গৌরচন্দ্রঃ শ্রীজগন্নাথগেহে অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং নৃত্যবিশেষং কুর্ব্বন্ নানাভাবৈ স্তম্ভাদিসাত্ত্বিকৈঃ অলঙ্কৃতাঙ্গঃ ভূষিতাঙ্গঃ সন্ স্বধাম্না স্বমহসা স্বস্যাসাধরণপ্রভা বেণেত্যর্থঃ। বিশ্বং বিশ্ববর্ত্তিনং স্থাবরজঙ্গমং প্রেমবন্যা-পরীতং প্রেমামৃতপ্লাবিতং চক্রে কৃতবান্।

শ্রীগৌরচন্দ্র জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তগণের সহিত অত্যুদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গ হইয়া নিজপ্রভাবে বিশ্ববর্ত্তি স্থাবরজঙ্গমে প্রেমবন্যা প্লাবিত করিয়াছিলেন।

আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু স্থানে।
অভয়দান দেহ তবে করি নিবেদনে ॥
প্রভু কহে কহ তুমি কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব অযোগ্য হইলে নয় ॥
সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায় ॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম! কহ কেন? অযোগ্য বচন ॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥

তথাহি—*

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত! হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম ॥

নিষ্কিঞ্চনস্য ত্যক্তপরিগ্রহস্য ভগবদ্ভজনে উন্মুখস্য প্রবৃত্তস্য ভবসাগরস্য সংসার-[illegible]স্য পরং পারং জিগমিষোঃ গন্তুমিচ্ছোঃ বিষয়িণাং বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং অথ তথা [illegible]ষিতাং কামিনীনাং সন্দর্শনং হা হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু। বরং বিষং ভক্ষয়িত্ব[illegible]াত্যজ্যাঃ তথাপি বিষয়িনাং স্ত্রীণাং চ দর্শনং ন কার্য্যমিতি ভাবঃ।

নিষ্কিঞ্চন এবং ভগবদ্ভজনোন্মুখ এবং ভবসাগরের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক [illegible]র বিষয়িগণের এবং কামিনীগণের সন্দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও অসাধু।

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ম অঙ্কে ২৭ শ্লোকঃ।

প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥

তথাহি—*

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে॥
রায় প্রণতি কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন॥
রায় সনে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার।
সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার॥
রায় কহে তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল॥

স্ত্রীণাং কামিনীনাং বিষয়িণাঞ্চ আকারাৎ আলেখ্যাৎ চিত্রপটাদি ভেতব্যং নিষ্কিঞ্চনাদিভিরিতিশেষঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ, যথা অহেঃ কালসর্পাৎ ক্ষোভঃ, তথা তস্য অহেঃ আকৃতেঃ কৃত্রিমাকারাদপি মনসঃ ক্ষোভ ইত্যর্থঃ।

চিত্রপটাদিগত স্ত্রী ও বিষয়িদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া নিষ্কিঞ্চন প্রভৃতির ভ কর্ত্তব্য; যেহেতু সর্পদর্শনে যেরূপ মনে ক্ষোভ হয় এইরূপ সর্পের কৃত্রিম দেখিয়াও হয়।

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ম অঙ্কে ২৮ শ্লোকঃ।

আমি কহিল আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয় ॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশে।
মোর হাতে ধরি কহে পিরীতি বিশেষে ॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইঞা সেব প্রভুর চরণ ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে ॥
পরম কৃপালু তিঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবে দরশন ॥
যে তাঁর প্রেম আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥
প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণভকত প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্ ॥
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিব অঙ্গীকার ॥

তথাহি—*

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! যে জনাঃ কেবলং মদ্ভক্তাঃ। তে মে ভক্তা ন।

হে পার্থ! যেজন কেবল আমার ভক্ত সে আমার ভক্ত নহে। যেজন

---

* লঘুভাগবতামৃতস্যোত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে ৭মাক্ষধৃতাদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ *
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা।। ¶
দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবাবৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥ §

যে মদ্ভক্তানাং ভক্তাঃ মদ্ভক্তান্ ভজন্তীত্যর্থঃ। তে মে ভক্ততমাঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টতমভক্তাঃ মতাঃ সম্মতা ভবন্তি।

হে দেবি! সর্ব্বেষাং দেবানাং আরাধনানাং মধ্যে বিষ্ণোরারাধনং পরং শ্রেষ্ঠতমং তদীয়ানাং বিষ্ণুভক্তানাং সমর্চ্চনং তস্মাৎ বিষ্ণোরারাধনাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠতরম্।

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টাচ বচসা মদ্গুণেরণম্॥

মদ্ভক্তানাং পূজা অভ্যধিকা মৎপূজাতোঽপ্যধিকা অত্র মম সন্তোষবিশেষাৎ। সর্ব্বভূতেষু দৃশ্যমানেষু মমৈব মতে স্বত্র স্ফুরণং। মদর্থেষু অঙ্গচেষ্টা লৌকিকী ক্রিয়া বচসা মদ্গুণানাং ঈরণং কথনন্।

অহো! দুর্লভং প্রাপ্তং ইত্যাহ—দুরাপা দুর্লভা বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোঃ স্বলোকস্য

আমার ভক্তের ভক্ত অর্থাৎ আমার ভক্তদিগকে ভজন করে, সেজন আমার সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ভক্ত।

হে দেবি! সকল দেবতার আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে বিষ্ণুভক্তগণের সমর্চ্চন শ্রেষ্ঠতর।

আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা অভ্যধিক; সর্ব্বভূতে আমার স্ফূর্ত্তি, আমার নিমিত্ত লৌকিকী চেষ্টা এবং বাক্যদ্বারা আমার গুণকথন ইত্যাদি আমাতে প্রেমভক্তির কারণ।

---

* উক্ত প্রকরণে ৫ অঙ্কে পদ্মপুরাণীয়োত্তরখণ্ডবচনম্।
¶ একাদশস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকঃ।
§ তৃতীয়স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকঃ।

পুরী, ভারতী, গোঁসাঞি, স্বরূপ, নিত্যানন্দ।
চারি গোঁসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সবভক্তে করিলা মিলন॥
প্রভু কহে রায় দেখিলে কমললোচন।
রায় কহে এবে যাই পাব দরশন॥
প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম্ম করিলা।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলা।
রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি।
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব-রথী॥
আমি কি করিব মন ইহাঁ লঞা আইল।
জগন্নাথ দরশন বিচার না কৈল॥
প্রভু কহে যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব মিলন॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি রীতি বুঝে কোন্ জনে॥
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌম বোলাইল।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাহারে পুছিল॥
মোর লাগি প্রভু-পাদে কৈলে নিবেদন।
সার্ব্বভৌম কহে কৈল অনেক যতন॥

...ম্ন মার্গভূতেষু মহৎসু। মহৎসেবয়া হরিকথাশ্রবণং ততো হরৌ প্রেমা ...চ দেহাত্মনুসন্ধানং নিবর্ত্ততে ইতি তাৎপর্য্যম।

বিদুর মৈত্রেয়কে কহিলেন, ভগবান্‌কে বা ভগবানের বৈকুণ্ঠলোক পাইবার ...স্বরূপ মহৎগণের সেবা অল্পপুণ্য ব্যক্তির দুর্লভ।

তথাপি না করে তিহোঁ রাজদরশন।
ক্ষেত্রে ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন॥
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই মাধাই তিহোঁ করিলা উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগত উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥

তথাহি—*

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
সংবীক্ষতে হন্ত! তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥

স দেবো গৌরাঙ্গঃ অদর্শনীয়ান্ দ্রষ্টুমনর্হান নীচজাতীন্ যবনাদীনপি যথা স্যাৎ তথা সংবীক্ষতে কারুণ্যদৃষ্ট্যা বিলোকয়তীত্যর্থঃ। তথাপি মাং বীক্ষতে। অতঃ মদেকবর্জ্জ্যং মামেকং বর্জ্জয়িত্বা কৃপয়িষ্যতীতি জগতীতি নির্ণীয় নিশ্চিত্য স কিং অবততার।

দেখিতে অযোগ্য যবনাদি নীচজাতিগণকেও যিনি কারুণ্যদৃষ্টিদ্বারা লোকন করিতেছেন। কিন্তু আমার প্রতি করুণাদৃষ্টি বিতরণ করিতেছেন অতএব একমাত্র আমাকে বর্জ্জন করিয়া জগৎকে কৃপা করিবেন, ইহা নি করিয়া সেই দেব শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি অবতীর্ণ হইয়াছেন?

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে অষ্টমাঙ্কে ৩৪ শ্লোকঃ।

যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ ॥
এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত ॥
ভট্টাচার্য্য কহে দেব! না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ ॥
তেহোঁ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিব কৃপা তোমার উপর ॥
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় করি তুমি দেখিবে প্রভুর পায় ॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।
রথ আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ।
সেই কালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥
কৃষ্ণরাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সে কালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম গুণ।
প্রভু আগে কহিল তাতে ফিরিয়াছে মন ॥
শুনি গজপতি মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥

স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে হৈল মহাদুঃখ॥
গোপীভাবে প্রভুবিরহে বিহ্বল হইঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবাকে ছাড়িঞা॥
পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদনে॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
প্রভু আইলা রাজার ঠাঁঞি কহিল আসিঞা॥
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে শুন ভট্টাচার্য্য॥
গৌড় হৈত বৈষ্ণব আসিয়াছে দুই শত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত॥
নরেন্দ্র আসিঞা সবে হৈলা বিদ্যমান।
তাঁ সবার চাহি বাসা প্রসাদ সমাধান॥
রাজা কহে পড়িচারে আমি আজ্ঞা করিব।
বাসা আদি যে চাহি পড়িছা সব দিব॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাতে॥
ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন॥
আমি কাহো না চিনি চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সবার করাবে পরিচয়॥
এত কহি তিন জন অট্টালী চড়িলা।
হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা॥

দামোদর, স্বরূপ, গোবিন্দ দুই জন।
মালা প্রসাদ লঞা যায় যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে।
রাজা কহে দুই কোন্ চিনাহ আমারে ॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর ইহোঁ হয় দ্বিতীয় কলেবর ॥
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য, ইহাঁ সবা দিঞা।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিঞা ॥
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা(১) তাঁরে দিল ॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য্য পুছিলা দামোদরে ॥
দামোদর কহেন ইহাঁর গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বর পুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥
প্রভু সেবা করিতে ইহাঁরে পুরী আজ্ঞা দিলা।
অতএব প্রভু ইহাঁকে নিকটে রাখিলা ॥
রাজা কহে যারে মালা দিল দুই জন।
আশ্চর্য্য তেজ এই বড় মহান্ত কোন্ ॥
আচার্য্য কহে ইহাঁর নাম অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্য পাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য ॥

১। "গোবিন্দ" শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপরিচিত ব্যক্তি, রিক্তহস্তে তাদৃশ মহৎ দর্শন নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ প্রথম দর্শনার্থ মালা ভেট দিয়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর দর্শন করিলেন, ইহাই গোবিন্দ দ্বারা দ্বিতীয় মালা প্রেরণের হেতু।

শ্রীবাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহোঁ পণ্ডিত গদাধর
অচার্য্যরত্ন ইহোঁ আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত শঙ্কর॥
এই মুরারি গুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ॥
হরিদাস ঠাকুর এই ভুবন পাবন॥
এই হরিভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত এই শিবানন্দ॥
গোবিন্দ, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ॥
তিন ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ॥
রাঘব পণ্ডিত এই আচার্য্য নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ॥
শুক্লাম্বর এই এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভসেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয়॥
কুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান্।
রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান্॥
মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥
কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
শ্রীচৈতন্য গণ সব চৈতন্য জীবন॥
রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি সূর্য্য সম সভার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥

ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম "কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁর করে আরাধন।
সেইত সুমেধা, আর কলিহত জন॥

তথাহি—*

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ।
তবে কেন পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ?
ভট্ট কহে তাঁর কৃপালেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে॥

তথাহি—‡

তথাপি তে দেব! পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

---

* ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৭৫ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৩৪ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসা আগে চলিলা ধাইঞা॥
ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া॥
রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে জন পাঁচ সাত॥
মহাপ্রভুর আলয় করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ॥
ভট্ট কহে ভক্তগণ আইলা জানিঞা।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁহা লঞা॥
রাজা কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিঞা কেনে খান্ অন্ন পান॥
ভট্ট তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম্ম।
এই রাগ মার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম মর্ম্ম॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভক্ষণ॥
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করেন পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কেন করিবে উপোষণ?
তাঁহা উপবাস, যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু আজ্ঞা প্রসাদত্যাগ হয় অপরাধ॥
পূর্ব্বে শ্রীহস্তে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥

যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদ লোকধর্ম্ম ॥

তথাহি—*

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা ॥
কাশীমিশ্র পড়িছা পাত্র ছুঁহা বোলাইলা ॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
প্রভু স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে ॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাদ ॥

নু, যদি জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণশ্চ ন জানন্তি, তদা কস্তং জানাতি ভক্ত এবেতি স ভক্তএব কথং স্যাৎ, কেন বা চিহ্নেন স জ্ঞেয় ইত্যত আহ—যদেতি। নি মনসি ভাবিতঃ অর্থাদ্ভক্তৈরেব হে ভগবন্নিমং জনং সংসারাদুদ্ধরন্নঙ্গী- তি স্বভক্তৈ র্মনসি নিবেদিতো ভগবান্ যদা যস্য যমনুগৃহ্লাতি তদৈব স ঃ লোকে লৌকিকব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিতামপি মতিং জতি।

রাজা প্রাচীন বর্হিকে শ্রীনারদ গোস্বামী কহিলেন, মহারাজ! যদি বল, নিগণ ও কর্ম্মিগণ ভগবান্‌কে না জানিতে পারে তবে তাঁহাকে কে জানিবে? প্রশ্নের উত্তর 'ভক্তই জানিবে'। তাহা হইলে কি প্রকারে ভক্ত হয় এবং চিহ্নের দ্বারা ভক্ত জানিতে পারা যায় তাহা বল? ইহার উত্তর 'ভক্তজন ন নিজ মনোমধ্যে হে প্রভো! আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার কর' বলিয়া বান্‌কে নিবেদন করিতে থাকে, তখন ভগবান্ যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন ন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহারে ও কর্ম্মকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিত মতি ত্যাগ করে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকঃ।

প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দুঁহে সাবধান হৈঞা ।
আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া ॥
এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে ।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে ॥
গোপীনাথাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম ।
দূরে রহি দেখে প্রভু বৈষ্ণব-সঙ্গম ॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ ।
কাশীমিশ্র গৃহপথে করিলা গমন ॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে ।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে ॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন ।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥
প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির ।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ॥
প্রত্যেকে করিলা প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥
একে একে সব ভক্ত কৈল সম্ভাষণ ।
সভা লৈঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান ।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহা হৈল পরিমাণ ॥
আপন নিকটে প্রভু সভা বসাইল ।
আপনে শ্রীহস্তে সভায় মালাচন্দন দিল ॥
ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য আইলা প্রভুস্থানে ।
যথাযোগ্য মিলন করিল সভাসনে ॥

অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয় বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে ॥
অদ্বৈত কহেন ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময়।
তথাপি ভক্তসঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হৈঞা।
তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিঞা ॥
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে ॥
বাসু কহে মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম ॥
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণ শ্রেষ্ঠ ॥
পুনঃ প্রভু কহে আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥
স্বরূপের ঠাঞি আছে লও দেখাইঞা।
বাসুদেব আনন্দ হৈলা পুস্তক পাইঞা ॥
প্রত্যেক সকল বৈষ্ণব লিখিঞা লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল ॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত।
তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত ॥
শ্রীবাস কহেন কেনে কহ বিপরীত।
কৃপামূল্যে চারি ভাই তোমার মূল্যক্রীত ॥

শঙ্কর দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে॥
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর।
দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে॥
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥
শিবানন্দ কহে প্রভু তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে॥
শুনি শিবানন্দ-সেন প্রেমাবিষ্ট হৈঞা।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে, শ্লোক পড়িঞা॥

তথাহি—*

নিমজ্জতোঽনন্ত! ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥

হে অনন্ত! ভবার্ণবান্তঃ সংসারসাগরমধ্যে নিমজ্জতঃ নিমগ্নীভূয় তিষ্ঠতঃ মে মম কর্ত্তরি ষষ্ঠী। চিরায় চিরকালানন্তরং কূলমিব তটমিব ত্বং লব্ধোঽসি। হে ভগবন্! ত্বয়াপি পরমদয়ালুনা দয়ায়া অনুত্তমং নাস্তি উত্তমং যস্মাৎ তথাভূতং পাত্রং লব্ধং। যথা উত্তমপাত্রে লব্ধে দানশীলৈঃ তস্মৈ দীয়তে তথা উত্তমপাত্রে ময়ি ত্বমপি দয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। দয়া তু দীনে কর্ত্তুং যুজ্যতে তস্যা উত্তমপাত্রত্বাদহমতীব দীন ইতি ধ্বনিঃ।

হে অনন্ত! আমি ভবসাগর মধ্যে ডুবিয়াছিলাম, চিরকালের পরে অদ্য তাহার তটস্বরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। হে ভগবন্! হে পরম দয়াময়! তুমিও অদ্য দয়া করিবার অনুত্তম পাত্রস্বরূপ আমাকে লাভ করিলে।

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে দশম অঙ্কে ৮০ শ্লোকঃ।

প্রথমেই মুরারি গুপ্ত প্রভুরে না মিলিঞা।
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হৈঞা॥
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিঞা।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্য দীন(১) হঞা॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে॥
পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিলা বলিতে॥
মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর॥
প্রভু কহে মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাইঞা করে অঙ্গ সম্মার্জন॥
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট, গঙ্গাদাসআচার্য্য পুরন্দর॥
প্রত্যেক সভার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান॥
সভারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাস না দেখিয়ে কহে কাঁহা হরিদাস॥
দূরে হৈতে হরিদাস গোঁসাঞা।
রাজপথপ্রান্তে পড়ি আছে দণ্ডবৎ হঞা॥

১। 'দৈন্য দীন'—ভক্তিস্বভাবজাতদৈন্যবশতঃ দীন অর্থাৎ কাতর।

মিলন স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথপ্রান্তে দূরে পড়িঞা রহিলা॥
ভক্তসব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চালে চলহ তুরিতে॥
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটা মধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ॥
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়॥
এই কথা লোক গিঞা প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল॥
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন।
আসিঞা করিল প্রভুর চরণ বন্দন॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে দেখি সুখি বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সভাসনে আনন্দে মিলিলা॥
প্রভুপাদে দুই জন কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান॥
সভার করিয়াছি বাসা গৃহ সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সভার করি সমাধান॥
প্রভু কহে গোপীনাথ যাহ সভা লঞা।
যাঁহা যাঁহা কহে তাঁহা বাসা দেহ যাঞা॥
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ স্থানে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইহোঁ করিবে সমাধানে॥

আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে॥
সেই ঘর আমাকে দেহ, আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিঞা তাঁহা করিব স্মরণ॥
মিশ্র কহে সব তোমার, মাগ কি কারণে।
আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থানে॥
আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী!
যেই চাহি সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি॥
এত কহি দুই জন বিদায় করিলা।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গ দিলা॥
গোপীনাথ দেখাইল সব বাসাঘর।
বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর॥
বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা পানা লঞা।
গোপীনাথ আইলা বাসর সংস্কার করিঞা॥
মহাপ্রভু কহে শুন সব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন॥
সমুদ্র স্নান করি কর চূড়া দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন॥
প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সবায় বাসা স্থানে দিলা॥
তবে প্রভু আইলা হরিদাস মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সংকীর্ত্তনে॥
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইঞা॥

দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ, তপ, দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

তথাহি—*

অহোবত! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।

যস্য শ্বপচস্য জিহ্বাগ্রে এব নতু সম্পূর্ণায়াং তস্যামিত্যসম্যক্তয়োচ্চারিত মিত্যর্থঃ। বর্ত্ততে এব নতু বৃত্তমিত্যসম্পূর্ণমুচ্চারিতমিত্যর্থঃ। নাম একমে নতু নামানীত্যর্থঃ। সম্পূর্ণজিহ্বায়াঃ সম্পূর্ণোচ্চারিতানি বহূনি নামানিত্ব কিমুতেতি ভাবঃ। তুভ্যং তব ত্বাং প্রীণয়িতুং বশীকর্ত্তুং চেতি বা। অতএব স শ্বপচো গরীয়ানতিশয়েন গুরুর্ভবতীত্যস্মানপি নামাত্মকমন্ত্রমুপদেষ্টুং যোগ্যতাং ধত্তে ইতি ভাবঃ। নমু তর্হি স শ্বপচো যজ্ঞাধ্যয়নতপ আদিকং করোত্বিতি তত্রাহ— তেপুরিতি। তস্যৈকস্য যা বার্ত্তা অন্যেঽপি যে তব নাম গৃণন্তি ত এব তেপু রিত্যবধারণং লভ্যতে, অন্যেষাং তপঃ সামস্ত্যসাঙ্গদর্শনাৎ। এব বিশে যাহুক্তেঃ সর্ব্বমেব তপঃ জুহুবুঃ সর্ব্বেষেব যজ্ঞেষু সস্নুঃ সর্ব্বেষেব তীর্থেষু আর্য্য অপি ত এব চ্ছান্দে ব্রহ্ম বেদং ত এব অনুচুরধীতবন্তঃ। অনূচানাং প্রবচনে

যাঁহার জীহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও পূজ্য।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকঃ।

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসস্থানে॥
এই স্থানে রহ কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রাসাদান্ন॥
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ॥
সমুদ্র স্নান করি প্রভু আইলা নিজস্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে॥
আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন॥

াঙ্গেঽধীতী গুরোস্তু য ইত্যমরঃ। অত্র তেপুরিত্যাদিষু ভূতনির্দ্দেশাৎ গৃণন্তীতি র্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ ত্বন্নামানি গৃহ্যমাণএব তপো যজ্ঞাদয়ঃ সর্ব্বে কৃতা এব ভবন্তি তু ক্রিয়মাণো নাপি করিষ্যমাণ ইত্যতস্তাংস্তে কথং পুনঃ কুর্য্যুরিত্যতএব ক্তানাং কর্ম্মস্বনধিকারোঽপি জ্ঞেয়ঃ। পরোক্ষবাচিলিড়ন্তপদপ্রয়োগেন দ্দান্যেব তানি তপ আদীন্যপি তেন জানন্তি কিং পুনস্তৎসাধনশ্রমমিতি ভাবঃ। ত্র গৃণন্তীতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেন নামগ্রহণাবিচ্ছেদএব যদি স্যাত্তদৈবৈবং দিতি ন ব্যাখ্যেয়ং। "চিত্রং বিদুরবিগতঃ সকৃদাদদীত। যন্নামধেয়মধুনা স াতি বন্ধমিতি" "যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাদিত্যাদি কাসু সকৃৎপদপ্রয়োগব্যাকোপাৎ।

।। যেহেতু যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা, হোম, র্থস্নান সদাচার এবং সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করা হয়।

সভারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥
অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে।
দুই তিন জনার ভক্ষ্য দেন এক পাতে॥
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
ঊর্দ্ধহস্তে বসিয়া রহিলা ভক্তগণ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন॥
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যতজন।
গোপীনাথাচার্য্য করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী, ভারতী আছে তোমার অপেক্ষা করিঞা।
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ হাতে দিল।
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইল॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইঞা।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হৈঞা॥
স্বরূপ গোঁসাঞি, দামোদর, জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিন জন॥
নানা পিঠা পানা খায় আকণ্ঠ পুরিয়া।
মধ্যে মধ্যে হরি কহে উচ্চ করিঞা॥
ভোজন সমাপ্তি হৈল কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন॥

বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রভুরে মিলিলা॥
হেন কালে রামানন্দ আইলা প্রভু স্থানে।
প্রভু মিলাইলা তাঁরে সব বৈষ্ণব সনে॥
সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈল মহাশয়॥
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
পড়িছা আনি দিল সবারে মাল্য চন্দন॥
চারি দিকে চারি সম্প্রদায় করে সংকীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গলধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশলোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়ালোক হৈল চমৎকারে॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিঞা॥
আগে পাছে গান চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায়॥
অশ্রু, পুলক, কম্প, প্রস্বেদ, হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার॥
পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিগের লোক সব করয়ে সিনানে॥

বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কতোক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন॥
চারিদিগে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডবনৃত্য করে গৌররায়॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদা ভিতর॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভুর করেন দর্শন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন॥
চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন।
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন॥
চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র জানে।
কেমতে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে॥
পুলিন ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থলে।
চৌদিকের সখা কহে আমারে নেহালে॥
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
মহা নৃত্য মহা প্রেম মহা সংকীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচল জন॥

গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তন মহত্ত্বে।
অট্টালিকা চড়ি দেখে স্বগণ সহিতে॥
সংকীর্ত্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার॥
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর॥
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন॥
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে॥
প্রতিদিন এইমত করেন কীর্ত্তন রঙ্গে॥
এইমত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস।
যেবা ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১২১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেড়াকীর্ত্তিনবিলাস-
বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার॥

জয় জয় মহাপ্রভু! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য!
জয় জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈত ধন্য!
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঞি।
প্রভু আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই॥

স গৌরঃ প্রযোজককর্ত্তা শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরং আত্মবৃন্দৈঃ ভক্তবৃন্দৈঃ প্রযো
কর্ত্তৃভিঃ মার্জ্জয়ন্ সম্মার্জ্জন্যা ধূল্যাদিকং অপসারয়ন্ ক্ষালনতঃ প্রক্ষালনে
স্বচিত্তবৎ স্বেষাং ভক্তানাং চিত্তবৎ শীতলং উজ্জ্বলং কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং
চকার। অত্রায়ং ব্যঙ্গ্যঃ "যথা শাস্ত্রযুক্তিনিপুণসাধনপরৈঃ ভক্তৈঃ মলানি যৎসি
স্তেন মার্জ্জয়িত্বা লীলারসক্ষালনতঃ সাধনপ্রবৃত্তভক্তানাং চিত্তং শীতলং তাপরহিত
ত্বেন উজ্জ্বলং মলরহিতত্বেন কৃষ্ণোপবেশনযোগ্যং, তদুভয় হিত্বেন ক্রিয়তে
তথা গুণ্ডিচামন্দিরমপি"।

শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির ভক্তবৃন্দদ্বারা মার্জ্জন করিয়া এবং ক্ষাল
করিয়া, ভক্তচিত্তের ন্যায় তাপরহিত, মালিন্যরহিত, এবং কৃষ্ণোপবেশনের
উপযুক্ত করিয়াছিলেন।

ভাট্টচার্য্য লিখিল প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল॥
প্রভুর নিকট আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁ সবারে করিহ নিবেদন॥
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয়॥
তাঁ সবার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা বিনা মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিব গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই, হইব ভিখারী॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণ পাশ গেলা সেই পত্রী লইয়া॥
সবারে মিলিয়া কহিলা রাজবিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন॥
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়।
প্রপদে গজপতির এত ভক্তি হয়॥
সবে কহে প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যদি দুঃখ মানিবে॥
সার্ব্বভৌম কহে সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজব্যবহার॥
এতবলি সবে গেলা মহাপ্রভু স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে না কহে বচনে॥
প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন।
দেখি যে কহিতে চাহ, না কহ কি কারণ॥

নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিতে॥
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে॥
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন॥
তোমা সবার ইচ্ছা এই আমারে লৈয়া।
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটকেতে গিয়া॥
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু, দামোদর করিবে ভর্ৎসন॥
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে॥
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥
আমি কোন ক্ষুদ্রজীব তোমারে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহাও দেখিব॥
রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র॥
নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন্ জন।
যে তোমারে কহে কর রাজদরশন॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণলাগি পতি আগে ছাড়িলেক প্রাণ॥
তৈছে যুক্তি করি যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥
প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান॥
তবে নিত্যানন্দ গোঁসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিঞা লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল॥
বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভু সঙ্গে রহিতে যদি রাজারে নিবেদিলা॥
তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে॥
এক সঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইঞা ঐছে কহে বারবার॥

রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥
রামানন্দ প্রভু পায় কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥
প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিঞা।
রাজারে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইঞা॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।
পরলোক রহুঁ, লোকে করে উপহাস॥
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র॥
প্রভু কহে আমি মনুষ্য, আশ্রমে "সন্ন্যাসী"।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়॥
রায় কহে কত পাপির করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাঁহারে মলিন করে এক রাজনাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাঁহার তনয়॥

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা॥
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল-বরণ।
কৈশোর বয়স্ দীর্ঘ চপল নয়ন॥
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।
কৃষ্ণস্মরণের তিঁহো হৈলা উদ্দীপন॥
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা॥
এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্র হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ, কম্প্র, অশ্রু, স্তম্ভ, যতেক বিশেষ॥
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহে নাচে করয়ে রোদন।
তাঁর ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি আমায় মিলিহ এই আজ্ঞা দিল॥
বিদায় লইয়া রায় আইল রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিঞা॥
পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈঞা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভু পাইলা॥

সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ॥
এইমত নানা রঙ্গে দিনকত গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনসেবা মাগি নিল॥
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জ্জন।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন॥
কিন্তু ঘট সম্মার্জ্জনা বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে॥
তবে একশত ঘট শত সম্মার্জ্জনী।
নূতন প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি।
আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন॥

শ্রীহস্তে সবারে দিল এক এক মার্জ্জনী।
সব গণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি॥
গুণ্ডিচা-মন্দির গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥
ভিতর মন্দির উপর সব সংমার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি চারি ভিত শোধিল॥
ভিতর মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন॥
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জনী করে।
আপনে শোধয়ে প্রভু শিখায় সভারে॥
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ "কৃষ্ণ" কহে করে নিজ কাম॥
ধূলীধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাহোঁ কাহেঁ৷ অশ্রুজলে করে সম্মার্জন॥
ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥
তৃণ ধূলা ঝিঁকর(১) সব একত্র করিঞা।
বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইঞা॥
এইমত ভক্তগণ করি নিজবাসে।
তৃণ ধূলা বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে॥
প্রভু কহে কে কত করিয়াছ মার্জ্জন।
তৃণ ধূলা পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥

১। ঝিঁকর'—কাঁকর।

সবার ঝাটিনা বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিঞা বণ্টন॥
সূক্ষ্ম ধূলী তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥
আর শত জন জল শত ঘট ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি॥
'জল আন' বলি যবে মহাপ্রভু বৈল।
তবে শতঘট আনি প্রভু আগে দিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ অধো ভিত গৃহমধ্য সিংহাসন॥
খাপরা ভরিঞা জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধ শোধি ভিত প্রক্ষালিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন॥
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন॥
কেহ জল ঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহো জলে দেয় তাঁর চরণ উপরে।
কেহো লুকাইঞা করে সেই জলপান।
কেহো মাগি লয় কেহো অন্যে করে দান॥

ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জল প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥
নিজ নিজ বস্ত্রে কৈল গৃহ সংমার্জ্জন।
প্রভু নিজ বস্ত্রে মার্জ্জিলেন সিংহাসন॥
শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দির।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহির॥
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহো কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, আর পুরী।
ইহাঁ বিনু আর সব আনে জল ভরি॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাঁহা লোকে লঞা আইল॥
জল ভরে, ঘর ধোয়, করে 'হরিধ্বনি'।
'কৃষ্ণ হরি' ধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই কহে সেই কহে 'কৃষ্ণনামে'।
'কৃষ্ণনাম' হৈল সঙ্কেত সর্ব্বকামে॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নাম।
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম॥

শত হাতে করে যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতি জন পাশে যাই করান শিক্ষণ॥
ভাল কর্ম্ম দেখি তারে করে প্রশংসন।
মন না মানিলে করে পণ্ডিত-ভর্ৎসন(১)॥
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেহো যেন করে॥
একথা শুনিঞা সবে সাঙ্কাচিত হঞা।
ভাল মতে করে কর্ম্ম সবে মন দিঞা॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন॥
নাঠশালা ধুই, ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ।
পাকশালা আনি কৈল সব প্রক্ষালন॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল॥
হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘটজল॥
সেই জন লঞা আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল॥
যদ্যপি গোঁসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আনি কহিল তাহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে॥

১। 'পণ্ডিত-ভর্ৎসন'—পণ্ডিতোচিত ভর্ৎসনা অর্থাৎ স্তুতিমুখে তিরস্কার।

ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি॥
তবে স্বরূপ গোঁসা ঞিতার ঘাড়ে হাত দিঞা।
ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লঞা॥
পুন আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়।
অজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায়॥
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা।
সারি করি দুই পাশে সবা বসাইলা॥
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে।
তৃণ কাটা কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে॥
কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠা পানা লব॥
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥
এইমত পুরদ্বারে অগ্রে পথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত॥
নৃসিংহমন্দির ভিতর বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল॥
চারি দিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ সম॥

স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক, হুঙ্কার।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার॥
চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণ মাসে মেঘ যেন করে বরিষন॥
মহা উচ্চ সংকীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য ভূমিকম্প হৈল॥
স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়॥
এইমতে কতোক্ষণ নৃত্য করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিঞা॥
আচার্য্য গোঁসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান্॥
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিহোঁ হইয়া মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তিঁহো পড়িলা ভূমিতে॥
আস্তেব্যস্তে আচার্য্য-গোঁসাঞি তারে নৈলা কোলে।
শ্বাস রহিত দেখি হইলা বিকলে॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাটি।
হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥
অনেক করিল তভু না হয় চেতন।
আচার্য্য-কান্দনায় কান্দে সব ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ॥

এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিঞা।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা॥
তীরে উঠি পরি সবে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেব নমস্করি গেলা উপবন॥
উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইঞা॥
কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা দুই জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ॥
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল॥
পুরী গোসাঞি, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন' আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করারণ্য, ন্যায়াচার্য্য, রাঘব, বক্রেশ্বর॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লঞা এত জন॥
তার তলে, তার তাল করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন॥
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনেঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন॥
ভক্ত সঙ্গে প্রভু করেন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এসঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার॥

পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তারে॥
স্বরূপ গোঁসাঞি, জগদানন্দ, দামোদর।
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর॥
পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ॥
পুলিন ভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈল স্থির॥
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।
পিঠা, পানা, অমৃত-গুটিকা দেহ ভক্তগণে॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ভায়।
তারে তারে সেই দেয়ায় স্বরূপ দ্বারায়॥
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে॥
যদ্যপি দিলে প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ॥
পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস॥

এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন॥
এতবলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥
এইমত দুইজন করে বারবার।
চিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন নিজপাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে॥
সার্ব্বভৌমরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বার বার করান ভোজন॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিঞা কহে সুমধুর বাণী॥
কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড় ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার॥
সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ্ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনে কেহো নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥
কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ।
কাঁহা এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র তরঙ্গ॥
প্রভু কহে পূর্ব্বসিদ্ধি কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি॥

ভক্তমহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥
তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্ত নাম লঞা।
পিঠা পানা দেয়াইলা প্রসাদ করিঞা ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই ॥
অদ্বৈত কহে অবধূত সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি।
ভোজন করি না জানি যে, হবে কোন গতি ॥
প্রভুত সন্ন্যাসী উহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥
"নান্ন দোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষ স্থান ॥
জন্ম কুলশীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি বড় অনাচার ॥
নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তি কার্য্য ॥
তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে।
এক বস্তু বিনে সেই দ্বিতীয় না মানে ॥
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥
হেন মত দুইজনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজস্তুতি করে দুঁহে যৈছে গালাগালি ॥
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেন যেন কৃপা অমৃত সিঞ্চিঞা ॥

ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি॥
তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে।
সবাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্য চন্দনে॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহ-ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিঞা।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা॥
ভক্তগণ গোবিন্দ পাশ প্রসাদ মাগি নিল।
পাছে সেই প্রসাদ গোবিন্দ আপনে পাইল॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
"ধোয়াপাখালা" নাম কৈল এই এক লীলা॥
আর দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান॥
পক্ষ দিন দুঃখী লোক প্রভু অদর্শনে।
আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ দরশনে॥
মহাপ্রভু সুখে লৈয়া সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিঞা।
পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লইঞা॥
প্রভু আগে পুরী ভারতী দুহাঁর গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন॥

দরশন লোভে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপ যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন॥
তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল।
গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল॥
প্রফুল্ল কমল যিনি নয়নযুগল।
নীলমণি দর্পণ গণ্ড করে ঝলমল॥
বান্ধুলির ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত তরঙ্গ॥
শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য মধু বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্ত নেত্রভৃঙ্গ করে পানে॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অনন্তর॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন॥
স্বেদ, কম্প, অশ্রু জল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সঙ্কীর্ত্তন॥
দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাশরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞা গেলা॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিঞা।
সেবকে লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিঞা॥
গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা সংক্ষেপে কহিল॥
যাহা দেখি শুনি পাপির কৃষ্ণভক্তি হৈল॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচামন্দির-
মার্জ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
জয় শ্রোতাগণ ! শুন করি এক মন ।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন ॥
আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান ।
রাত্রে উঠি গণ সঙ্গে কৈলা কৃত্য স্নান ॥

সঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ জীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং । যঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে শ্রীজগন্নাথদেবস্য অগ্রে ননর্ত্ত । যেন নর্ত্তনেন জগতাং জগদ্বর্ত্তিলোকানাং চমৎকার আসীৎ, যতো যস্মান্নর্ত্তনাৎ জগন্নাথোঽপি বিস্মিত আসীদিতি ।

যিনি শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্য করিয়া জগদ্বর্ত্তিলোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার নৃত্য দেখিয়া শ্রীজগন্নাথদেবও বিস্মিত হইয়াছিলেন; সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক ।

পাণ্ডুবিজয়(১) দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন॥
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন॥
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্তহাতি।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি॥
কতক দয়িতা (২) করে স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা করে ধরে শ্রীপদ্মচরণ॥
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।
দুইদিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥
উচ্চ দৃঢ় তুলি(৩) সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলি হৈতে আর তুলি করায় গমনে॥
প্রভু-পাদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার॥

১। 'পাণ্ডুবিজয়'—শ্রীজগন্নাথদেবকে হাত ধরাধরি করিয়া রথের লইয়া যাওয়ার নাম পাণ্ডুবিজয়। 'পাণ্ডু' এইটী উৎকলভাষা, হাত পদব্রজে গমন।

২। 'দয়িতা'—পাণ্ডাবিশেষ।

৩। 'তুলি'—গদি।

মহাপ্রভু মণিমা(১) বলি করে উচ্চধ্বনি।
নানাবাদ্য কোলাহল কিছুই না শুনি ॥
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
স্বর্ণ মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ সংমার্জ্জন ॥
চন্দনজলে করেন পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ-সিংহাসনে ॥
উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে ॥
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
সব হেমময় রথ সুমেরু আকার ॥
শত শত শুক্ল চামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল ॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর ॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিঞা ॥
তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তসুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে ॥

১। 'মণিমা'—এই শব্দটী উৎকলভাষায় অত্যন্ত সম্মানসূচক জগন্নাথ বং রাজায় প্রয়োগ হয়। 'মণিমা' অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর।

সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন॥
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন॥
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে টানিলে না চলে।
ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে॥
তবে মহাপ্রভু সব লঞা নিজগণ।
স্বহস্তে পরাইলা সবারে মাল্য চন্দন॥
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত স্পর্শে দুহে হইলা আনন্দ॥
কীর্ত্তনিয়াগণে দিলা মাল্য চন্দন।
স্বরূপ, শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মার্দ্দঙ্গিক হৈল অষ্টজন॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিঞা।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাটিঞা॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তাঁর পালি গান॥

দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্ শুভানন্দ।
শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥
বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন কীর্ত্তন॥
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব, বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলিনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈল পাগল॥

শ্রীবৈষ্ণব ঘটামেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বলে প্রভু "হরি হরি" বুলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হাত তুলি॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥
কেহো লিখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শকতি
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধভক্তি॥
কীর্ত্তন দেখিঞা জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিঞা স্থগিত॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥
যারে তাঁর কৃপা তাঁরে সে জানিতে পারে।
কৃপা বিনে ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে॥
রাজার তুচ্ছসেবা দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য-দর্শন॥

সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥
সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হৈলা বিস্ময়॥
এইমত লীলা প্রভু করি কতক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ॥
কভু একমূর্ত্তি হয় কভু বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥
পূর্ব্বে যৈছে রসাদিলীলা কৈলা বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণেক্ষণে॥
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥
এইমত মহাপ্রভু করি নৃত্যরঙ্গে।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে॥
এইমত হইল কৃষ্ণের রথ আরোহণ।
তার আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করি কতক্ষণ।
আপন উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥

শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন॥
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায়॥
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥

তথাহি—*

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

মুকুন্দদেববাক্যম্।

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।

ব্রাহ্মণ্যদেবায় ব্রহ্মণ্যানাং দেবায় পূজ্যায় গোবিন্দায় গোপালায় কৃষ্ণায় যশোদা নন্দনায় নমঃ। গোব্রাহ্মণহিতায় গোব্রাহ্মণানাং সুখরূপায় নমঃ। জগদ্ধিতা জগল্লোকানাং সুখরূপায় নমঃ।

অসৌ দেবো দেবকীনন্দনো জয়তি জয়তি মহোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং। অ মহোৎকর্ষেণ বীপ্সা। "যাদবানাং হিতার্থঞ্চ ধৃতো গিরিবরো ময়া" তত্র গোপানা যাদবত্বমুক্তং, অতঃ বৃষ্ণীনাং গোপানাং যদূনাঞ্চ বংশং প্রদীপয়তি সমুজ্জলয়তীতি প্রদীপঃ চন্দ্রঃ। গোপযাদবকুলচন্দ্র ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণঃ শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ো জয়তি

যিনি ব্রহ্মণ্যগণের পূজ্য, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, জগতের কল্যাণপ্রদ এবং গোকুলের ইন্দ্র সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

এই দেবকীনন্দন দেব জয়যুক্ত হউন, এই বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

---

* মহাভারতীয়ঃ শ্লোকঃ।

জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥

কিঞ্চ—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

জয়তি পূর্ব্ববদত্রাপি বীপ্সা। মেঘশ্যামলঃ মেঘবৎ শ্যামলঃ প্রশস্তশ্যামবর্ণঃ কোমলাঙ্গঃ কোমলানি অঙ্গানি যস্য সঃ জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশঃ অসুরাদি-নাশকঃ মুকুন্দঃ তেষামসুরাণামেব মুক্তিদাতা জয়তি জয়তি।

হন্ত হন্তৈতাদৃশঃ কৃষ্ণ এতাবৎকালপর্য্যন্তং ন তস্থাবিতি মা শোচেত্যাহ— জয়তীতি জনেষু মনুষ্যেষু গোপযাদবাদিমধ্যেষ্বেব নিবাসো যস্য সঃ। জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। বর্ত্তমাননির্দ্দেশঃ সবিশেষণস্যৈব কৃষ্ণস্য সার্ব্বকালিকীং স্থিতিং বক্তি। শুকস্য তদ্ভক্তত্বাৎ তত্রাশীর্ব্বাদাযোগাল্লোটপ্রয়োগো নৈবাশক্যঃ। আশীর্ব্বাদেঽপি তদাশিষঃ সার্ব্বদিকসত্যত্বাদ্বিবক্ষিতসিদ্ধিরেব। দেবক্যোর্নন্দ-বসুদেবগৃহিণ্যোর্জন্মৈব বাদঃ সিদ্ধান্তো যত্র সঃ। তথাচ দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চেত্যাদিপুরাণাৎ। বাদঃ প্রবদতামহমিতি ভগবদুক্তেঃ। আরম্ভবাদ-পরিণামবাদাদিষ্বপি বাদশব্দস্য সিদ্ধান্তবাচিত্বং দৃষ্টং। যদুবরা গোপাঃ ব্রজস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুরস্থাশ্চ পরিষৎ সভারূপা যস্য সঃ। স্বৈর্দোর্ভিঃ অধর্ম্মং ধর্ম্ম প্রতিপক্ষমসুরসংঘং নিরস্যন্ নিঘ্নন্। দোস্তুল্যৈরর্জ্জুনাদিভি র্বা। অতএব স্থির-চরাণাং বৃজিনং সংসারদুঃখং ব্রজপুরস্থানাং তেষাং স্ববিয়োগদুঃখং চ হন্তীতি সঃ।

জয়যুক্ত হউন, এইনবজলধরবপু ও কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, এবং এই পৃথ্বীভারনাশন মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন।

যিনি সমস্ত জীবমধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে নিবাস করিতেছেন, 'তিনি দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,' এই কথা বাদমাত্র। যিনি ইচ্ছামাত্রেই অধর্ম্মনিরসনে সমর্থ হইয়া ক্রীড়ার্থ বাহুদ্বারা অধর্ম্ম নিরসন করিতে করিতে স্থাবর জঙ্গমের দুঃখ

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবত্যধ্যায়ে ২৬ শ্লোকঃ

তথাহি—*

নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম।
যোড় হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্॥

ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাং মথুরা-দ্বারকাপুরস্থানুরাগিণীনাং সুস্মিতেন শ্রীমতা মুখেনৈব কামদেবং কামশ্চাসৌ দিব্যতীতি দেবোঽপ্রাকৃতস্তৎ স্বরূপভূতস্তং বর্দ্ধয়ন্ সন্ জয়তীতি। ব্রজমথুরাদ্বারকাস্থলীলানাং সর্ব্বাসামেব দশমস্কন্ধ-বর্ণিতানাং নিত্যত্বমুক্তং। এতৎপ্রকারশ্চ সপ্রমাণকঃ। সর্ব্ব এবোজ্জ্বলনীল-মণিটিকায়াং সাধু বিবৃত এব। তত্রাপ্যেকাদশাস্কে ভগবদন্তর্দ্ধানপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যা-স্যতে এব।

নরপতিঃ ক্ষত্রিয়ঃ, বর্ণী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবান্, গৃহপতির্গৃহস্থঃ, বনস্থো বানপ্রস্থঃ, যতিঃ সন্ন্যাসী এষাং মধ্যে কোঽপি নাহং কিন্তু প্রোদ্যন্ প্রকর্ষেণোদয়ং প্রাপ্নুবন্ যো নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণরসসাগর ইত্যর্থঃ। তস্য গোপীভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদকমলয়োর্যে দাসা স্তেষামপি যে দাসাস্তেভ্য স্তেষামিতি বা অনু হীনো দাসোঽতিনিকৃষ্টোঽহমিত্যর্থঃ, অব্যয়ং ত্বনু, হীনে সহার্থে সাদৃশ্যে পশ্চাদর্থেচ লক্ষণে। ইত্থম্ভাবায়ামভাগবীপ্সা সমেষ্বনুক্রমে ইতি শব্দরত্নাকরঃ। ইদন্ত পরমৈকান্তিকভক্তানাং লক্ষণম্।

বিনাশকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সহাস্যবদনে ব্রজবনিতা ও পুরবণিতাগণের কামদেব বর্দ্ধন করিতে করিতে জয়যুক্ত হউন।

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, এবং সন্ন্যাসীও নহি, কিন্তু নিখিল পরমানন্দ পরিপূর্ণ অমৃত-সাগরস্বরূপ গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণকমলের দাসানুদাসের অনুদাস।

---

* পদ্যাবল্যাং দ্বিসপ্তত্যাঙ্কধৃতশ্রীশ্রীভগবচ্ছ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্যোক্তিঃ।

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগরা মহী শৈল করে টলমল॥
স্তম্ভ, স্বেদ, পুলকাশ্রু, কম্প বৈবর্ণ্য।
নানাভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
আছাড় খাইঞা পাড় ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত পসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা॥
প্রভু পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস 'হরিবোল' বোলে বারবার॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ মহাবল॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয় আবরণ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোক নিবারণ॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্তাবলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও একপাশ॥
নৃত্যালোকাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে তার ক্রোধ হৈল মনে॥

চাপড় মারিঞা তারে কৈল নিবারণ
চাপড় খাইঞা ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥
ক্রুদ্ধ হঞা তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইহাঁর-হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হইলা॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার॥
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন॥
সুভদ্রা বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখে হৈল হাস॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল॥
মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলির বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদগম।
জজ, গগ, জজ, গগ, গদ্গদ বচন॥
জলযন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রুজল॥
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল।
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প সম॥

কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য় ।
শুষ্ককাষ্ঠ সম হস্ত পদ না চলয় ॥
কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন ।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥
কভু নেত্রে নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন ।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥
সেই ফেন লইয়া শুভানন্দ কৈল পান ।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ভাগ্যবান্ ॥
এইমত তাণ্ডব নৃত্য করি কতক্ষণ ।
(১)ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥
তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল ।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥

তথাহি—পদম্ ।

সেইত পরাণনাথ পাইলুঁ ।
যাহা লাগি মদনমোহনে ঝুরি গেলুঁ ॥

এই ধুয়া উচ্চস্বরে গায় দামোদর ।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিল গমন ।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন ॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে ।
কীর্ত্তনিয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে ॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয় ।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥

১। 'ভাববিশেষে'—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণমিলনকালে শ্রীরাধিকার ভাবে ।

গৌর যদি আগে না যায় শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এইমত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর(১)।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর॥

তথাহি—*

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না জানে ইহার॥
এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈঞা ধুয়া গাওয়াইল॥
অবশেষে রাধা, কৃষ্ণে কৈলা নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সেই নব-সঙ্গম॥

১। 'ভাবান্তর'—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসহ মিলনবাসনারূপ।

---

* কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থকধৃতং তথা পদ্যাবল্যাং অশীত্যধি
তাঙ্কধৃতং কস্যাশ্চিন্নায়িকায়া বচনম্।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্ট

তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥
ইহাঁ লোকারণ্য হাতি ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিকনাদ শুনি ॥
ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে, মুরলীবদন ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সে সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এককণ ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে ॥
ভাগবতে আছে এই রাধিকাবচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে এই শ্লোক।
শ্লোকের যে অর্থ কেহো নাহি বুঝে লোক ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি জানে না করে অর্থ তার।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি কৈল এ অর্থ প্রচার ॥
স্বরূপ সঙ্গে যায় অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥

তথাহি—*

আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে ১১।১২ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

অস্যার্থঃ—যথা—রাগঃ।

* অন্যের যে অন্য মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি(১)।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥
(২)পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,†
যোগ জ্ঞানের কহিলে উপায়।

১। এই ত্রিপদীসমূহ উক্ত শ্লোকের শ্রীবৈষ্ণবতোষণী লিখিত ব্যাখ্যাব অনুবা[দ] তাহার মধ্যে "গেহং জুষামপি মনস্ত্যাদিয়াৎ সদা নঃ" এই অংশের ব্যাখ্যার অনুবাদ "অন্যের যে অন্য মন……না রহে জীবন" অন্যের অন্য বিষয়ে মন, আমা[র] মন বৃন্দাবন প্রতি এতাদৃশ অত্যন্ত আসক্ত যে তাহা হইতে কোনরূপে অন্য[ত্র] আসক্ত করিতে না পারায় মনে ও বৃন্দাবনে আমি এক করিয়া মানি। শ্লেষার্থ— আমার মনই বৃন্দাবন স্বরূপ, অতএব তাহাতে সর্ব্বদা তোমার শ্রীচরণারবিন[্দ] বিহার করিলেও মথুরামণ্ডলস্থ শ্রীবৃন্দাবনে তোমার শ্রীচরণারবিন্দেব বিহা[র] দর্শনলালসা নিবৃত্তি হইতেছে না ইহা ব্যঙ্গ্যার্থঃ।

২। "যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যামগাধবোধৈঃ" ইহার ব্যাখ্যার অনুবাদ করিতেছেন—"পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে……ধ্যান কার পাইবে সন্তোষ"। আমার তদেক প্রেমময় মন—যোগজ্ঞান বার্ত্তা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করে না; কারণ তাহাতে পরস্পরের প্রেমময় সম্বন্ধের শিথিলতা বার্ত্তা শ্রবণেই হৃদয়ে আঘাত লাগে।

* অন্যের অন্যত্র মন' পাঠান্তর। 'অন্যের হৃদয় মন' নাগরী পুস্তকের পাঠ।

† শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে উদ্ধব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গোপিকাগণকে জ্ঞান ও যোগশিক্ষা বর্ণন এবং [illegible] অধ্যায়ে সাক্ষাৎ বর্ণন আছে।

তুমি বিদগ্ধ কৃপা[illegible] জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে করিতে না যুয়ায় ॥
চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে;
যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে।
তারে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥
নহে, গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
(১)তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটি,(২)
শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ ॥
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লেহ তার পার ॥
(৩)বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা ॥

অতএব তুমি পরমকরুণ আমার প্রাণনাথ হইয়া, আমার হৃদয় জানিয়াও যোগ ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়া হৃদয়ে ব্যথা দিতেছ তাহা অনুচিত; ইহাই ইহার ভাবার্থ"।

১। "সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং" এই অংশের ব্যাখ্যার অনুবাদ—"তোমার বাক্য পরিপাটী……গোপীগণে লেহ তার পার"।

২। 'কুটিনাটি'—কৌটিল্য নাট্য।

৩। সম্পূর্ণ শ্লোকের ভাবার্থ—"বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন……ব্রজে উদয় করাও নিজ পদ"।

সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা মিত্রগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাশরিলা।
বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তাহে তোমায় নাহি দোষাভাস॥
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন, *
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস॥
না গণি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে॥
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥
তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ॥

পুনর্যথা—রাগঃ।

শুনিঞা রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুল হৈল মন।

---

* পাঠান্তর—"বৃন্দাবন"।

ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি,
করে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন॥

প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর সত্য বচন।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি দিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোনজন॥ ধ্রু॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল॥
প্রিয়া প্রিয় সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা,
নাহি জায়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তার শক্ত্যে আসি নিতিনিতি।

তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি ॥
মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল ।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥
যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয় ।
আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাঙ আমি-জানিহ নিশ্চয় ॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হৈঞা ।
যে স্ত্রী পুত্রধন করি, বাহ্য আবরণ ধরি,
যদুগণের সন্তোষ লাগিঞা ॥
তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে ।
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমাসনে,
বিলসিব রাত্রি দিবসে ॥
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজ যাইতে সতৃষ্ণ
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল ।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥

তথাহি—*

মযি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥
নৃত্যকালে সেইভাবে আবিষ্ট হইঞা।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ বদন চাঞা॥
স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যার কায়, বাক্য, মন॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয় জ্ঞান।
আবিষ্ট হইয়া করে গান আস্বাদন॥
ভাবাবেশে প্রভু কভু ভূমিতে বসিঞা।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈঞা॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভুকর॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান॥
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে একত্রিংশৎ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যখ্যা আদিলীলায় ৪র্থ অধ্যায়ে ৭২ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥
আনন্দ উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাবসৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥
ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য।
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক্, স্থায়ী সবার প্রাবল্য॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাবপুষ্পদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল॥
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃত বৃষ্টে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন॥
জগন্নাথ সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন॥
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥
অন্যের কা কথা জগন্নাথ, হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলন মন্থর॥
কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী॥
এইমত প্রভু নৃত্য করিতে ভ্রমিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল॥

রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
'ছি ছি!' বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্যস্থানে॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন।
প্রসন্ন হৈঞাছে তাঁরে, মিলিবারে মন॥
তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষভাস কৈলা ভগবান্॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয়॥
তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হৈঞা।
রথপাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥
ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।
চৌদিকের লোক উঠে বলি "হরি হরি"॥
তবে প্রভু নিজভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলভদ্র, সুভদ্রা আগে নৃত্য করে রঙ্গে॥
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথ আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা॥
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডি স্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে॥

বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথরাখি জগন্নাথ করেন দর্শন॥
সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ।
নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ॥
রাজা, রাজমহিষীবৃন্দ, পাত্র মিত্রগণ।
নীলাচল বাসী যত ছোট বড় জন॥
নানাদেশের যাত্রিক, দেশী যত জন।
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ॥
আগে, পাছে, দুই পার্শ্বে, পুষ্পোদ্যান, বনে।
যে যাঁহা পায় ভোগ লাগায় নাহিক নিয়মে॥
ভোগের সময় লোকের মহাভিড় হৈলা।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন যাঞা॥
পুষ্পোদ্যান সহ পিণ্ডায় রহিলা পড়িঞা॥
নৃত্যপরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে॥
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করিলা বিশ্রামে॥
এইত কহিল প্রভুর মহাসংকীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন॥

রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপ গোঁসাঞি করিয়াছেন বর্ণন ॥

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং ১ম স্তবে ৭ম শ্লোকঃ।

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্? ॥

ইহা যেই শুনে সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয় ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং
নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

রথারূঢ়স্য নীলাচলপতেঃ শ্রীজগন্নাথস্য আরাৎ নিকটে। "আরাদ্দূরসমীপয়োঃ"রিত্যমরঃ। অধিপদবি পথি বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। অদভ্রেণ মহতা প্রেমোর্ম্মিণা স্ফুরিতো যো নটনোল্লাসো নৃত্যাতিশয়স্তেন বিবশঃ। 'পুরুজং ...ফলং পুষ্টমদভ্রমভিধীয়তঃ' ইতি হলায়ুধঃ। সহর্ষং যথা স্যাত্তথা গায়দ্ভির্বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃতা তনুঃ শরীরং যস্য সঃ। স চৈতন্যো মে দৃশোর্নেত্রয়োঃ পদং পুনরপি কিং যাস্যতি? মন্নেত্রব্যবসায়ং তদ্বিষয়তাং স কদা গমিষ্যতীতি তাদৃগ্ ভাগ্যং কদা মে স্যাদিতি ভাবঃ।

যিনি নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে প্রেমোল্লাসভরে নৃত্য করিতে করিতে বিবশ হইয়া পড়িতেন; এবং বৈষ্ণবগণ যাঁহাকে বেষ্টন করতঃ পরমানন্দে সংকীর্ত্তন করিতেন; সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথের পথিক হইবেন?

চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য!
জয় জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈত ধন্য!
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ!
জয় শ্রোতাগণ! যার গৌর প্রাণধন॥
এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে॥
সার্ব্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড় হাত হৈঞা।
প্রভু পদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদসম্বাহন॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন॥

স গৌর আত্মবৃন্দৈর্ভক্তগণৈঃ সহ শ্রীলক্ষ্মীদেব্যা বিজয়রূপমুৎপবং পশ্যন্ স[illegible]
গোপীরসোল্লাসং গোপীপ্রেমমাধুর্য্যং শ্রুত্বা হৃষ্টঃ সন্ প্রেম্না ননর্ত্ত।

সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজভক্তগণের সহিত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্[illegible]
করিতে করিতে গোপীগণের প্রেমমাধুর্য্য শ্রবণ করতঃ পরমানন্দে প্রেমোল্লাসভ[illegible]
নৃত্য করিয়াছিলেন।

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
"বোল বোল" বুলি উচ্চ বোলে বার বার॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার॥

তথাহি—*

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

তৎকর্তৃককথয়াঃ মাধুর্য্যমহিমাঃ কৈর্ব্বাচ্যঃ। তৎসম্বন্ধিকথা অন্যবক্তৃকাপ্যমৃতাৎ স্বাদ্বী শ্রেষ্ঠা চেত্যাহুঃ। তব কথৈব অমৃতং কেন সাধর্ম্ম্যেণ তপ্তান্ মহারাগাদিসন্তপ্তান্ সংসারতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি ত্বদ্বিরহতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি স্বর্গীয়ান্মোক্ষরূপাচ্চামৃতাদাধিক্যঞ্চ কবিভির্ব্রহ্মপ্রহ্লাদাদিভিঃ যা নির্বৃতি স্তনুভৃতা"মিত্যাদিপদ্যৈরীড়িতং। অন্যদমৃতদ্বয়ং, সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ কিংত্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাদিত্যাদ্যুক্তিভির্ন রোচিতং। কল্মষাণি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি পাপানি অপহন্তি। স্বর্গীয়ামৃতন্তু তানি ন হন্তি কামাদিবর্দ্ধকত্বাৎ, প্রত্যুত তন্মুৎপাদয়ন্ত্যেব। মোক্ষামৃতমপি প্রারব্ধপাপং ন হন্তি শ্রবণেনৈব প্রদামানন্দাদভীষ্টসাধকত্বাচ্চ; মঙ্গলং তদ্দ্বয়ন্তু নৈবস্তূতং। শ্রীমৎপ্রেমপর্য্যন্তসম্পত্তিপ্রদং। আততং প্রতিক্ষণমেব বক্তৃভির্বিস্তৃততদ্ভবয়ন্তু ন তথা যে গৃণন্তি

হে প্রাণবল্লভ! তোমার বিরহে আমাদিগের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার "কথামৃত" পান করাইয়া পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ নিবারণ করিয়াছেন। তোমার "কথামৃত" স্বর্গীয় অমৃত ও মোক্ষামৃত হইতে বিলক্ষণ; যেহেতু তোমার "কথামৃত"

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকঃ।

"ভূরিদা ভূরিদা" বলি করে আলিঙ্গন ॥
ইহা নাহি জানে এহো হয় কোন জন ॥
পূর্ব্বসেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা প্রসাদ করিল ॥
এই দেখি চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তাঁর অনুসন্ধান বিনু করয়ে সকল ॥

কীর্ত্তয়ন্তি তেএব ভূরি বহুতরং দদাতি, তেভ্যঃ সর্ব্বস্বং দদানা অপি তৎ পরি-শোধয়িতুং ন ক্ষমন্ত ইত্তিভাবঃ। যদ্বা, তব গীস্তদৈব মধুরা যদি ত্বদ্দর্শনসহিতা স্যাৎ, অন্যথা তু মহানর্থকরীত্যাহুঃ। তব কথৈব মৃতং মরণকারণমিত্যর্থঃ। কুতঃ? তপ্তজীবনং যতঃ। তপ্ততৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ। নমু, তর্হি কথং পুরাণাদিষু শ্লাঘ্যতে তত্রাহুঃ—কবিভির্ব্যাসাদিভিরীড়িতং কবীনাং বর্ণনমাত্র-স্বভাবেন তস্যাপি বর্ণনাদিতি ভাবঃ। কল্মষাপহমিতি দুঃখভোগেন প্রাচীনং কল্মষং নশ্যত্যেবেতি ভাবঃ। লোককর্ত্তৃকশ্রবণেনৈব মঙ্গলং স্বস্ত্যয়নমবিনাশো যস্য তৎ যদি জনাঃ সুধিয়স্তৎশ্রবণপরিণামং দুঃখং বিচার্য্য ন তৎ শ্রোষ্যন্তি তদা তদপি লক্ষ্যত্যোবেতিভাবঃ। শ্রীমদৈর্ধনমদান্ধৈর্দুর্জ্জনৈরেব লোকা ম্রিয়ন্তামি-ত্যভিলষ্য ধনব্যয়েনাপি আতৃতং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুরাণবাচকান্ সংস্থাপ্য বিস্তারিতং অতএব ভূরি যে গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ ভূরীন্ শ্রোতৃলোকান্ দ্যন্তি খণ্ডয়ন্তি মারয়ন্তি তস্মাত্তে কথাজালং বিতত্য সোম্যা ইবোপবিষ্টা মনুষ্যমারকাৎ বাধাদপ্যধিকা দূরতএব সুধীভিরুপেক্ষ্যা এবেতি ভাবঃ। যদ্বক্ষ্যতে; যদনুচরিতলীলে-ত্যাদি বস্তুতঃ কথায়াঃ কথকস্য চ সর্ব্বোৎকৃষ্টব্যঞ্জিকেয়ং ব্যাজস্তুতিঃ।

সংসারতপ্ত ও তদ্বিরহতপ্ত ব্যক্তিগণকে জীবিত করে অর্থাৎ তত্তৎ-যন্ত্রণা নিবারণ করে; অন্য অমৃতদ্বয় তাহা করিতে পারে না। এবং তত্ত্বজ্ঞগণ তোমার কথামৃতকে স্তুতি করেন, কিন্তু অন্য অমৃতদ্বয়ের স্তুতি করেন না। তোমার "কথামৃত" কল্মষাপহ ও শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ এবং সকল হইতে উৎকর্ষযুক্ত ও সর্ব্বব্যাপক কিন্তু অন্য অমৃতদ্বয় সেরূপ নহে। অতএব পৃথিবী মধ্যে যে জন তোমার "কথামৃত" কীর্ত্তন করেন, সেই ব্যক্তি ভূরিদ অর্থাৎ বহুদাতা অর্থাৎ প্রাণদানকর্তা

প্রভু কহে 'কে তুমি ? করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত' ॥
রাজা কহে আমি 'তোমার হই দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ' ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
"কাঁহো না কহিবে" ইহা নিষেধ করিল ॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সব জানেন প্রভু বাহিরে উদাস ॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত মন ॥
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন ॥
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ দিঞা।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিঞা ॥
বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম, অনন্ত।
নিসকড়ি(১) প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত ॥
ছেনা, পানা, পৈড়,(২) আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল(৩) ॥

১। 'নিসকড়ি'—ডাল, ভাত, রুটি ভিন্ন ঘৃতপক্ক দ্রব্য।
২। 'পৈড়'—অপক্ক নারিকেল—ডাব—উড়িয়াভাষা।
৩। 'বীজতাল'—তালশাঁস।

নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা বীজপুর(১)।
বাদাম, ছোহরা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর ॥
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার ॥
অমৃতমণ্ডা, ছেনাবড়া আর কর্পূরকেলি।
রসামৃত, সরভাজা আর সরপুলী ॥
হরিবল্লভ, সেবতি, কর্পূর মালতী।
ডালিম, মরিছা নাড়ু, নবাত অমৃতি ॥
পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা, খণ্ডসার।
রিয়ড়ী, কদমা, তিলাখাজার প্রকার ॥
নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল ফুল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥
দধি, দুগ্ধ, দধিতক্র, রসালা, শিখরিণী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর, আদা খানি খানি ॥
নেবু, কোলি আদি নানা প্রকার আচার ॥
লিখিতে না পারি প্রসাদ(২) কতেক প্রকার ॥
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন।

১। 'বীজপুর'—দাড়িম।

২। "প্রসাদ"—উপরোক্ত স্বনাম প্রসিদ্ধ প্রসাদ এখনও শ্রীজগন্নাথে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১)কেয়াপত্র দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ সাত।
একেক জনে দশ দোনা দিল একেক পাত ॥
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়।
তা সবাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণ বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে কৈলা নিবেদন ॥
আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে ॥
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিলখায় সহস্রেক জন ॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥
কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি।
"হরি বোল" বুলি তারে উপদেশ করি ॥
"হরি হরি" বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌর রায় ॥
ইহা জগন্নাথের চলন সময়।
গৌড় সব রথ টানে আগে না চলায় ॥

১। 'কেয়াপত্র দ্রোণী'। কেয়াফুলের পাতার পুটী অর্থাৎ দোনা।

টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিলা।
পাত্র মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা॥
মহামল্লগণ লঞা রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা, রথ না পারে টানিতে॥
ব্যগ্র হৈঞা রাজা আনি মত্তহস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোটন॥
মত্তহস্তিগণ টানে যার যত বল।
এক পদ না চলে রথ হইল অচল॥
শুনি মহাপ্রভু আইল নিজগণ লৈঞা।
মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইয়া।
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথের কাছি টানিবারে দিল॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া॥
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায়॥
মহানন্দে লোক করে "জয় জয়" ধ্বনি।
"জয় জগন্নাথ" বহি আর নাহি শুনি॥
নিমিষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার॥
"জয় গৌরচন্দ্র" "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"।
এইমত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥
পাণ্ডু বিজয় তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিল আসি নিজ সিংহাসনে॥
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনে আইলা।
জগন্নাথের স্নান, ভোগ, হইতে লাগিলা॥
অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লৈঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
আনন্দেতে মহাপ্রভু প্রেম উছলিল।
দেখি সব লোক প্রেম-সমুদ্রে ভাসিল॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা(১) আসি প্রভু বিশ্রাম করিল॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন(২) পাইল॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিন।
এক এক দিন করি পড়িল বণ্টন॥
চারি মাসের দিন, মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল॥
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল॥
এক দিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সংকীর্ত্তন নৃত্য করে ভক্তগণ সাথ॥

১। 'আইটোটা'—জুঁইফুলের বাগান।
২। 'নবদিন'—রথের পর নয় দিন।

কভু অদ্বৈতে নাচায় কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাসে নাচায় কভু অচ্যুতানন্দ॥
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে॥
বৃন্দাবন আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান॥
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণলীলা এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন লীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জলখেলা॥
আপনে সকল ভক্ত সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিগে বেড়িয়া॥
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডলে।
জলমণ্ডূক বাদ্য(১) বাজায় সবে করতলে॥
দুই জন মেলি করে জলকেলিরণ।
কেহো হারে নিজে, প্রভু করে দরশন॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, করে জল ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি॥
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্তদত্ত(২) জলযুদ্ধ করে দুই জনে॥

১। "জলমণ্ডূক বাদ্য"—জলের উপরি হস্তের মণ্ডূকবৎ প্লুতগতিদ্বারা আঘাতে যে অতিবিচিত্র বাদ্য হয় তাহার নাম 'জলমণ্ডূক বাদ্য'। সম্প্রতি এ বিদ্যা লুপ্ত।

২। 'গুপ্তদত্ত'—মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব দত্ত।

শ্রীবাস সহিতে জল খেলে গদাধর।
রাঘব পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর॥
সার্ব্বভৌম সহ খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার, হৈলা শিশুপ্রায়॥
মহাপ্রভু তাঁহা দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া॥
পণ্ডিত গম্ভীর দুঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্য চাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন(১)॥
গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত কর যবে তার একবিন্দু॥
মেরু মন্দর পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ডশৈল(২) ইহার কা কথা॥
শুষ্ক তর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার॥
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈত আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষশয্যা কৈল॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ীলীলা প্রভু কৈল প্রকটন॥
শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেত ভাসিয়া॥
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ॥

১। 'বর্জ্জন'—নিবারণ।
২। 'গণ্ডশৈল'—ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

পুরী, ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥
অপরাহ্ণে আসি কৈল দর্শন নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিলা কতক্ষণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন বিহার করে ভক্তগণ লৈঞা॥
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে॥
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায়॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে॥
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিগ্বিদিক নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥
এইমত কতক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্র সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা॥
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইল উদ্যানে।
ভোজন লীলা কৈল প্রভু লৈঞা ভক্তগণে॥

নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ ॥
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত সাথ ॥
জগন্নাথবল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম ।
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ॥
হেরাপঞ্চমীর(১) দিন আইল জানিয়া ।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা যত্ন করিয়া ॥
'কালি হেরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয় ।
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয় ॥
মহোৎসবের কর তৈছে বিশেষ সম্ভার ।
দেখি মহাপ্রভুর যেন হয় চমৎকার ।
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে ।
চিত্র-বস্ত্র কিঙ্কিণী আর ছত্র চামরে ॥
ধ্বজবৃন্দ পতাকা ঘণ্টা করহ মণ্ডনী ।
নানা বাদ্য নৃত্যে দোলার করহ সাজনী ॥
দিগুণ করিয়া কর সব উপহার ।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার ॥
সেই ত করিহ প্রভু লৈঞা ভক্তগণ ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যেন করেন দর্শন ॥'
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ॥
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল চাঞা ॥
নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে ।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হেরাপঞ্চমীর রঙ্গে ॥

১। "হেরাপঞ্চমী"—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে পঞ্চমীর দিনে রথস্থ শ্রীজগন্নাথদেবকে হেরিতে যান, উহার নাম 'হেরাপঞ্চমী'।

কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া।
স্বগণ সহ ভাল স্থানে বসাইল নিঞা॥
রস-বিশেষ প্রভুর শুনিতে হৈল মন।
ঈষৎ হাসিয়া স্বরূপে পুছে বিবরণ॥
'যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা বিহার।'
সহজ প্রকট করে পরম উদার(১)॥
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥
নানা পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রিদিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে॥
স্বরূপ কহে 'শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবন ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥
বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥
প্রভু কহে 'যাত্রা ছলে' কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুইজন॥
গোপী সঙ্গে যত লীলা করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে।

১। 'সহজ'—স্বাভাবিক। 'উদার'—উদারতা।

অতএব কৃষ্ণের প্রকট(১) নাহি কিছু দোষ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী কর এত রোষ' ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এইত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্যভাসে হয় ক্রোধভাব' ॥
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চৌদোলা করি আরোহণ ॥
ছত্র চামর ধ্বজা পতাকারগণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ(২) ॥
তাম্বূলসম্পূট ঝারি ব্যজন চামর।
সাথে দাসী শত যার দিব্য ভূষাম্বর ॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥
শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন ॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে দণ্ড করে যেন লয়ে নানা ধনে ॥
অচেতনবৎ তার করেন তাড়নে।
নানা মত গালি দেন ভণ্ড বচনে ॥
লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া।
হাসে মহাপ্রভু সব নিজগণ লঞা ॥
দামোদর কহে ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কভু দেখি শুনি নাই আর ॥

১। 'প্রকট'—প্রকাশ।
২।। 'দেবদাসীগণ'—শ্রীজগন্নাথের নর্তকীগণ।

মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লিখে মলিন বসন॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিধান॥
ইহোঁ সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজাইয়া॥
প্রভু কহে 'কহ ব্রজের মানের প্রকার।'
স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শত ধার॥
নায়িকার স্বভাব, প্রেমবৃত্তি বহু ভেদ।
সেই ভেদে নানা প্রকার মানের উদ্ভেদ॥
সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন।
এক দুই ভেদে করাই দিগ্ দরশন॥
মানে কেহো হয় 'ধীরা', কেহো ত 'অধীরা'।
এই তিন ভেদ কেহো হয় 'ধীরাধীরা'॥
(১)'ধীরা' কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিতে করে আসন প্রদান॥
হৃদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁরে করে আলিঙ্গন॥
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ বাক্যে করে প্রিয় নিরসন॥
(২)'অধীরা' নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভৎর্সন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন॥

১। ধীরা নায়িকার লক্ষণ ;—"ধীরা কান্ত......প্রিয় নিরসন"।
২। অধীরা নায়িকার লক্ষণ ;—"অধীরা নিষ্ঠুর......মালায় বন্ধন"।

* 'ধীরাধীরা'(১) বক্র বাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥
(২)মুগ্ধা, মধ্যা,(৩) প্রগল্‌ভা,(৪) তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধী বিভেদ ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয় বাক্যে হয় পরসন্ন ॥
(৫)মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ ॥

১। ধীরাধীরার লক্ষণ ;—"ধীরাধীরা……উদাস"।

২। মুগ্ধার লক্ষণ ;—"মুগ্ধা নাহি জানে……পরসন্ন"।

৩। মধ্যা—সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী। কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা।

যাঁহার লজ্জা ও মদন সমান, যিনি নবতারুণ্যশালিনী, কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা এবং মোহান্ত সুরতক্ষমা ; তাঁহাকে মধ্যা বলে।

৪। 'প্রগল্‌ভা'—প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা। ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা। অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা ॥

যিনি পূর্ণতারুণ্যশালিনী, মদান্ধা অর্থাৎ মদনমদে অন্ধা, মহারতিতে উৎসুকা, নানাবিধ ভাবের উদ্গমনে অভিজ্ঞা, রসভরে নায়ককে স্বায়ত্ত করিতে সমর্থা এবং যাঁহার বচন ও ক্রিয়া অতি প্রৌঢ়তাবাপন্ন এবং যিনি মানে অত্যন্ত কঠিনা ; তাঁহাকে প্রগল্‌ভা বলে।

৫। 'মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ'—অর্থাৎ ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা এবং ধীরাধীরা মধ্যা ; ধীরপ্রগল্‌ভা, অধীরপ্রগল্‌ভা, এবং ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা।

---

* ইহার শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি প্রোক্তলক্ষণ মধ্যলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১)কেহ প্রখরা, কেহ মৃদু, কেহ হয় সমা।
স্বস্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেমসীমা॥
(২)প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ॥
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
'কহ কহ দামোদর' বলে বার বার॥
দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস আস্বাদক, রসময় কলেবর॥
প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেম রসগুণে গোপিকা প্রবীণ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস(৩) দোষ।
অতএব করে কৃষ্ণের পরম সন্তোষ॥

১। কেহ প্রখরা ইত্যাদি। 'প্রখরা' প্রগল্ভবাক্যা প্রখরা খ্যাতা দুর্ল্লঙ্ঘ্যভাষিতা।

যিনি প্রগল্ভ বাক্যা, এবং যাঁহার দুর্ল্লঙ্ঘ্যভাষিতা, তাহার নাম প্রখরা।

"মৃদ্বী"—"তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী"

যাঁহার প্রগল্ভ বচনত্ব ও দুর্ল্লঙ্ঘ্যভাষিত্বের অল্পতা তাঁহার নাম মৃদ্বী।

'সমা'—"মধ্যা তৎসাম্যমাগতা"॥

প্রাখর্য্য ও মার্দ্দব গুণের যাহাতে সমভাবে স্থিতি তাহার নাম সমা বা মধ্যা।

অর্থাৎ প্রখরা ধীরমধ্যা, সমা ধীরমধ্যা, এবং মৃদ্বধীরমধ্যা প্রভৃতি।

২। প্রাখর্য্য……সন্তোষ। ধীরমধ্যা নায়িকা প্রাখর্য্য প্রভৃতি স্বভাবে কৃষ্ণে সন্তোষ করে।

৩। 'রসাভাস'—অনৌচিত্য-বিশিষ্ট রস। তল্লক্ষণং "অনৌচিত্যপ্রবৃত্ত আভাসো রসভাবয়োঃ"।

রস ও ভাবের অনৌচিত্যরূপে প্রবৃত্তি হইলে, তাহার নাম আভাস অর্থাৎ রসাভাস ও ভাবাভাস।

তথাহি—*

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতানিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।

অথাস্যাং শরদি পূর্ণিমায়াং কৃতাং রাসক্রীড়ামুপসংহরন্ তৎপ্রকারতামন্য-রাপ্যপদিশন্নন্যামন্যামপি ক্রীড়ামুপলক্ষয়তি—এবমিতি। এবং পূর্ব্বোক্তরাস-প্রকারেণ শরৎকাব্যেতি বক্ষ্যমাণাৎ, প্রতিশরদশশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ নিশাঃ সর্ব্বা এব সিষেবে পরমাদরেণ পরিচরিতবানিত্যর্থঃ। অন্যথা ঋত্বন্তরসম্ভবাৎ জ্যোৎস্নী-তামসীশ্চ রহস্যত্বদগৃহপ্রবেশতত্তদভিসারেণ কুঞ্জশয়নাদিনা কদাচিদ্রাসেন চেতি ভাবঃ। উত্তরাসাং বিশেষজ্ঞাপিকাঃ পূর্ব্বা এব বিশিনষ্টি—শরদি যে কাব্য-কথারসাঃ সন্তবাস্ত তেষামাশ্রয়ো যাসু শ্রীভগবৎকৃতানন্তলীলাসু তাদৃশীর্নিশা যাপেতি। পক্ষে, সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথাঃ সর্ব্বদেশকালকবিভির্যাবন্ত্যো র্ণয়িতুং শক্যন্তে তাবতীস্তাঃ সিষেবে, কিন্তু রসাশ্রয়াঃ রসএব আশ্রয়ো যাসাং

অনুরক্ত গোপীগণকর্ত্তৃক নিরন্তর পরিবৃত সেই সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুরত-সম্বন্ধীয় হাবভাবাদি মনোমধ্যে অবরোধ করিয়া সেই সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রকৌমুদীতে

অনৌচিত্য-প্রবৃত্তি যথা "উপনায়কসংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ। বহু-নায়কবিষয়ায়াং রতৌ তথানুভয়নিষ্ঠায়াং। প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্রতির্য্য-গাদিগতে। শৃঙ্গারে অনৌচিত্যম্—

শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব রতি যদি উপপতিবিষয়িনী, মুনিপত্নী ও গুরুপত্নী-বিষয়িণী হয়, যদি নায়ক নায়িকার উভয়ে তুল্যানুরাগ না থাকে, বহু নায়ক-নিষ্ঠ রতি হয় এবং নীচপাত্র ও তীর্য্যগাদিগত হয়, তাহার নাম "রসাভাস"। ইত্যাদি রসাভাস দোষ গোপীপ্রেমে নাই—এই কথা দ্বারা আপাততঃ শ্রীকৃষ্ণে গোপীদিগের পতিভাব ইহাই বুঝাইতেছে, যেহেতু উপপতিনিষ্ঠ রতি হইলে রসাভাস হয়। কিন্তু তাহা নহে গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণে নিত্য উপপতিভাবে রসাভাস না হইয়া রসপুষ্টি হয়। এবিষয়ের সিদ্ধান্ত আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশঃ শ্লোকঃ।

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥

তা এব নতু কৈশ্চিদ্বিরসতয়া যা গ্রথিতাস্তা অপীত্যর্থঃ। উপলক্ষণং চৈতদন্যাসাং যথা, শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতাঃ বসন্তাদিসম্বন্ধিন্যোঽপি যা নিশাস্তাঃ। এবং রাস-প্রকারেণ সিষেবে। তথা ঋতুষট্‌কাত্মকস্য শরদাখ্যস্য যাঃ কাব্যকথাঃ পূর্ব্ব-বদনন্তাস্তাশ্চ সর্ব্বাঃ সিষেবে, কিন্তু রসাশ্রয়া এবেতি। কীদৃশঃ সন্ সিষিবে? তত্রাহ—আত্মন্যন্তর্ম্মনসি অবরুদ্ধাঃ সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ তাসাং সুরত-সম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশং সান্নতি ততস্তাঃ পরিত্যক্তুং ন শক্তবানিতি ভাবঃ। অত্র বিশেষানির্দ্দেশাদখিলা এব ভাবাদয়ো গৃহীতাঃ। "এবং সৌরত-সংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়"ন্নিত্যত্রতু বিশেষনির্দ্দেশার্থমেব হি সংলাপশব্দো দত্ত ইতি। আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতত্বে হেতুঃ; অনুরতাবলাগণঃ নিরন্তরমনুরতোঽবলাগণো যস্মিংস্তদ্বিধঃ। তেষাং সৌরতা-নামনুরাগপ্রভবত্বাদনুরাগ এব তত্র কারণং নতু কামিজনবৎ কাম ইত্যর্থঃ। যতঃ সত্যকামঃ ব্যভিচাররহিতদৃশাভিলাষ ইতি। এবমেবোক্তং শ্রীপরাশর-বৈশম্পায়নাভ্যাং। "এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ। শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী"তি। টীকায়াং ত্বেবমপীত্যাদিনা স্মরপারবশ্যাভাব-মাত্রপ্রতিপাদনায় সৌরতশব্দস্য ব্যাখ্যান্তরম প্রসিদ্ধমপি কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্।

সুশোভিত এবং শারদীয় কাব্যকথারসের সমাশ্রয় রজনীগণ এই প্রকারে সেবা করিয়াছিলেন। *

---

* এই শ্লোকের বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর ব্যাখ্যায় রসাভাসহীন কবিদিগের বর্ণিত বর্ণ্যমাণ এবং বর্ণনীয় শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ উজ্জ্বলরসময়ী লীলাসমূহের শ্রীমদ্ভাগবতত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত শ্রীজয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীজীবগোস্বামী, কবি কর্ণপুর, গোবিন্দ কবিরাজ এবং শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি কবিগণের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলাসমূহও শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্নিবিষ্ট।

(১)বামা এক গোপিগণ দক্ষিণা(২) একগণ।
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বলরস প্রেমরত্নখনি ॥
বয়সে মধ্যমা তিঁহো স্বভাবেতে সমা।
গাঢ় প্রেমভাব তিঁহো নিরন্তর বামা ॥
বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তাঁর বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর ॥

তথাহি—*

'অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্ম্মান উদঞ্চতি' ॥

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দ সাগর।
'কহ কহ' কহে প্রভু, বলে দামোদর ॥

১। 'বামা'—মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে ॥

যে নায়িকা মান গ্রহণার্থ সর্ব্বদা উদ্যোগিনী এবং সেই মানের শৈথিল্যে যিনি কোপনা হন, নায়ক যাঁহার মান প্রসাদন করিতে অসমর্থ, এবং প্রায়ই নায়কের প্রতি কঠিনার ন্যায় প্রতীয়মান; তাঁহাকে বামা বলে। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তাময় মধুস্নেহ সেই গোপীগণ বামা যথা—শ্রীরাধাদি।

২। 'দক্ষিণা'—অসহা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী। সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা।

যে নায়িকা মাননির্ব্বন্ধে অসমর্থা, যিনি নায়কের প্রতি যুক্তবাদিনী, এবং যুক্তিদ্বারা নায়ক যাঁহার মানভঞ্জনে সমর্থ, তাঁহাকে দক্ষিণা বলে। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহ তাঁহারা দক্ষিণা যথা—শ্রীচন্দ্রাবলীপ্রভৃতি।

---

* উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ত্রিচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১)অধিরূঢ় মহাভাব রাধিকার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যৈছে দশবান হেম(২)॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা ভাব বিভূষণে হয় বিভূষিতে॥
(৩)অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার॥
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত।
বিব্বোক, মোট্টায়িত, আর মৌগ্ধ, চকিত॥

১। 'অধিরূঢ় মহাভাব'—'রূঢ়'—উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে। নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্বিলোড়নং। কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তি-শঙ্কয়া। মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদি সর্ব্ববিস্মরণং সদা। ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ॥

যাহাতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সকল থাকে, তাহার নাম রূঢ়ভাব। রূঢ়ভাবের অনুভাব সকল কহিতেছেন, যথা—নিমেষাসহিষ্ণুতা, আসন্ন জনসমূহের হৃদয়-বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব অর্থাৎ যাহাতে মহাকল্পাবধি কালসংখ্যাও নিমিষতুল্য জ্ঞান হয়, তৎসৌখ্যে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখেও পীড়া আশঙ্কা করিয়া ক্ষীণত্ব, মোহাদির অভাবেও অহন্তাস্পদ ও ইদন্তাস্পদ দেহাদির বিস্মরণ, এবং ক্ষণ-কল্পতা অর্থাৎ যাহাতে ক্ষণকালও কল্পতুল্য জ্ঞান হয়, ইত্যাদি অনুভাবের যোগ ও বিয়োগে রূঢ়ভাব হইয়া থাকে।

অধিরূঢ়ঃ—রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥

যাহাতে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব সকল এবং সাত্ত্বিকভাব সকল কোন অনি-র্ব্বচনীয় বিশিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অধিরূঢ় মহাভাব।

২। 'দশবান হেম'—দশবার অগ্নিতে দগ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বর্ণ।

৩। 'অষ্টসাত্ত্বিক......চকিত'। এই সকলের ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৮ম পরি-চ্ছেদে ২২১—২২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এত ভাব ভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ।
দেখিয়া উথলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি তরঙ্গ ॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের শুন বিবরণ ॥
যে ভাবভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ মন ॥
(১)রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দান ঘাটী পথে যবে বর্জ্জেন(২) গমন ॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী আগে চাহে যদি গায় হাত দিতে ॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম।
প্রথমে হর্ষ-সঞ্চারী মূল কারণ ॥

তথাহি—*

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।
অষ্ট ভাব সংমিলনে মহাভাব(৩) হয় ॥

গর্ব্বাদীনাং সপ্তানাং সঙ্করীকরণং মিশ্রণং যুগপৎ প্রাকট্যমিত্যর্থঃ। হর্ষাদিতি তত্র হর্ষএব হেতুরিত্যর্থঃ।

গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ হর্ষহেতুক এই সাতটী ভাবের এককালীন প্রকটীকরণের নাম 'কিলকিঞ্চিত'।

১। রাধা দেখি......কোটী গুণ' এই সকল পয়ারের দ্বারা কিলকিঞ্চিত ভাবের লক্ষণ বলিলেন।

২। 'বর্জ্জেন'—নিবারণ করেন।

৩। 'মহাভাব'—কিলকিঞ্চিতভাব।

---

* উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে একসপ্ততিতমঃ শ্লোকঃ।

গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক রুদিত।
ক্রোধ, অসূয়া, সহ আর মন্দ স্মিত॥
নানা স্বাদু অষ্টভাব একত্রে মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ মন॥
দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরিচ, কর্পূর।
এলাচি, মিলনে যৈছে রসালা মধুর॥
এই ভাব যুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ॥

তথাহি—*

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥

মাধবেন পথি পুরোঽগ্রতএব রুদ্ধায়া রাধায়া দৃষ্টির্বো যুষ্মাকং। শ্রিয়ং প্রে সম্পত্তিং ক্রিয়াৎ করোতু। কথম্ভূতা? কিলকিঞ্চিতং ভাববিশেষং স্তবকায়ি স্তবকীকর্ত্তুং বহিরীষৎ প্রকটয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা। স্যাদ্ গুচ্ছকস্তু স্তবক ইত্যমরঃ "গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং। অত্র অন্তঃস্মেরতয়েতি হর্ষোত্থং স্মিতং। স্তবকপক্ষে অন্তঃস্মেরতা অন্তরীষৎ ফুল্ল জলকণেতি রুদিতং অবহিত্থোত্থং। পক্ষে মকরন্দোদ্গমঃ। ইতি পিতিমা স্মি আরুণ্যেন ক্রোধঃ। পক্ষে শ্বেতারুণবর্ণদ্বয়োদ্গমঃ। কুঞ্চেতি সঙ্কুচিতরূপে ভয়ং। পক্ষে কুঞ্চনং কোরকতা। মধুরা ব্যাভুগ্না কুটিলাচ যা তারা কন নিব

দানঘট্টের পথে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রুদ্ধ হইলে, যে দৃষ্টি অন্তরে আনন্দার্থ ঈষ হাস্যনিবন্ধন উজ্জ্বলা এবং শুষ্ক রোদনজাত জলকণা দ্বারা পক্ষ্মসকল ব্যা হইয়াছিল এবং ক্রোধ নিমিত্ত যাহার প্রান্তভাগ অরুণবর্ণা ও সঙ্কোচযুক্তা হই

---

* দানকেলিকৌমুদ্যাং প্রথমশ্লোকঃ।

তথাহি—*

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতং ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎ স্মিতম্।
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ॥

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন॥

তয়া উত্তরা শ্রেষ্ঠা। মধুরব্যাভুগ্নেতি গর্ব্বাসূয়ে। পক্ষে মাধুর্য্যং কুটিলাকৃতিঞ্চ তদা মধুরব্যাভুগ্নতাং রাতি গৃহ্লাতীতি ছেদঃ উত্তরা শ্রেষ্ঠা।

কান্তায়া নিরোধজন্যকিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমাননং বীক্ষ্য অসৌ কৃষ্ণঃ সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতঃ তমানন্দমবাপ য আনন্দঃ গিরাং গোচরো নাভূৎ। কিলকিঞ্চিত-মাহ—বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রমিত্যত্র। বাষ্পব্যাকুলিতমিতি রুদিতং। ১। অরুণাঞ্চলমিতি ক্রোধঃ। ২। চলন্নেত্রমিতি ভয়ং। ৩। রসোল্লাসিতমিতি গর্ব্বঃ। ৪। হেলোল্লাসচলাধরমিত্যভিলাষঃ। ৫। কুটিলিতভ্রূযুগ্মমিত্যসূয়া। ৬। উদ্যৎস্মিতমিতি স্মিতং। ৭। উজ্জ্বলনীলমণৌ যথা—গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতা-সূয়াভয়ক্রুধাং। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্।

ছিল এবং গর্ব্ব ও অসূয়া নিমিত্ত মধুর কৌটিল্যযুক্ত তারার দ্বারা অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়াছিল, শ্রীরাধার সেই কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টি তোমাদের প্রেমসম্পত্তি বিধান করুন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে রোধ করায় রোদন, ক্রোধ ও ভয় নিমিত্ত বাষ্প-ব্যাকুল, অরুণপ্রান্ত ও চঞ্চল নয়নযুক্ত, এবং গর্ব্বের রসোল্লাসময়, অভিলাষ বশতঃ হেলার উদয়ে চঞ্চল অধরযুক্ত, এবং অসূয়ায় ভ্রূকুটিযুক্ত, এবং মৃদুহাস্য সম্বলিত তাঁহার কিলকিঞ্চিত ভাবযুক্ত বদন অবলোকন করিয়া যে আনন্দ প্রাপ্ত করিয়া-ছিলেন, তাহা সঙ্গম হইতে কোটিগুণ অধিক এবং বাক্যের অগোচর।

* গোবিন্দলীলামৃতে নবমসর্গে অষ্টাদশঃ শ্লোকঃ।

বিলাসাদি ভাবভূষার কহত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন॥
তবেত স্বরূপ গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা॥
(১)রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যাই।
তাঁহা আচম্বিতে কৃষ্ণ দরশন পাই॥
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস ভূষণ॥

তথাহি—*

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥

তথাহি—¶

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।

গতিস্থানাসনাদীন্যং মুখনেত্রাদীনাং কর্ম্মণাঞ্চ তাৎকালিকং প্রিয়সঙ্গজং বৈশিষ্টং বিলাস উচ্যতে।

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ প্রিয়স্য মুদে আনন্দায় সা বিলাসাখ্যঃ স্বস্য "স্বো জ্ঞাতা-বাত্মনি স্বং ত্রিষাত্মীয়ে স্বোঽস্ত্রীয়ং ধনে" ইত্যমরঃ। অলঙ্কারেণ যুতাসীৎ। বিলা-

---

গতি, স্থান ও আসন এবং মুখনেত্রাদির কর্ম্ম সকলের প্রিয়সঙ্গজ তাৎকালিক বৈশিষ্টের নাম ললিত।

তদনন্তর শ্রীরাধা সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আপনার বিলাসাখ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইলেন তন্নিবন্ধন তাঁহার গতি কুটিল ও স্থগিত হইল এবং

১। বিলাসের লক্ষণ;—"রাধা বসি......বিলাস ভূষণ"।

---

* উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে সপ্তমষ্টিতমঃ শ্লোকঃ।
¶ গোবিন্দলীলামৃতে নবমসর্গে একাদশঃ শ্লোকঃ।

চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥

(১)কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন অঙ্গ ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া ॥
মুখে নেত্রে হয় নানা ভাবের উদ্গার।
এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙ্কার ॥

তথাহি—*

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্ ॥

ললিত ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ।
দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ ॥

সাখ্যালঙ্কারমাহ—কৃষ্ণদর্শনাদস্যা গতিঃ স্থগিতকুটিলাভূৎ। মুখমপি তিরশ্চীনং নীলবস্ত্রেণ দরস্বল্পমাবৃতং চাভূৎ। নয়নযুগং চলন্তী তারা যত্র তৎ স্ফারং বিস্তৃতং আভুগ্নমল্পবক্রং চাভূৎ। উজ্জ্বলনীলমণৌ বিলাসলক্ষণং যথা "গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্ম্মণাং। তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্।"

যত্র ভাবে অঙ্গানাং বিন্যাসভঙ্গিঃ ভ্রূবিলাসমনোহরা সতী সুকুমারা কোমলা ভবেং তল্ললিতং নাম উদারিতং কথিতম্।

তিনি স্বীয় বদন নীলবসনে আবরণ করিলেন, তথা আঘূর্ণিত লোচনদ্বয়ে কটাক্ষপাত করিতে করিতে কান্তকে একান্ত পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

যাহাতে অঙ্গ সকলের বিন্যাস ভঙ্গির সুকুমারতা ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায় তাহার নাম ললিত।

১। ললিতের লক্ষণ;—"কৃষ্ণ আগে……ললিতালঙ্কার।

---

* উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে পঞ্চসপ্ততিতমঃ শ্লোকঃ।

তথাহি—*

হ্রিয়া তির্য্যগ্‌গ্রীবা-চরণ-কটি-ভঙ্গি-সুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা॥

(১)লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ।
বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন।
কুট্টমিত নাম এই ভাববিভূষণ॥

স্থাতুং গন্তুং চাসমর্থা প্রিয়প্রীত্যৈ উদিতললিতালঙ্কারেণ যুতাসীৎ ললি লঙ্কারযুতায়াঃ প্রকারমাহ—হ্রিয়েত্যাদি চলচ্চিল্লী ভ্রূঃ সৈব বল্লী তয়া দলি নির্জ্জিতঃ কন্দর্পস্যোর্জিনধনুর্যয়া সা। প্রিয়স্য প্রেম্নো য উল্লাস স্তেনোল্লসিতা সা চাসৌ ললিতয়া ললিতা তনুর্যস্যাঃ সা। প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতা চাসৌ ললিতা চেতি তয়া লালিতা ক্রোড়ীকৃতা হস্তস্পর্শাদিনা সেবিতা তনুর্যস্যাঃ সা তস্য মানবৃদ্ধৌ ললিতায়া হর্ষো ভবতীতি ভাবঃ। ললিতং যথোজ্জ্বলনীলমণৌ "বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদু দীরিতম্"।

শ্রীরাধা লজ্জায় গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া, চরণ ও কোটির সুমধুর ভঙ্গী করিয় চঞ্চল ভ্রূলতা দ্বারা মদনের প্রভাববিশিষ্ট ধনুকে পরাভব করিয়া, প্রিয়তমে প্রেমবশতঃ উল্লসিত হইয়া, এবং ললিতা কর্ত্তৃক লালিতাঙ্গী হইয়া প্রিয়ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি নিমিত্ত ললিত নামক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেন।

১। কুট্টমিতের লক্ষণ ;—"লোভে আসি……ভাববিভূষণ"।

---

* গোবিন্দলীলামৃতে নবমসর্গে চতুর্দ্দশঃ শ্লোকঃ।

তথাহি—*

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥

(১)কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ॥
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন॥

তথাহি—†

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং
ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ব্বাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরু-
র্হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেহপি॥

স্তনাধরাদিগ্রহণে যত্র হৃৎ হৃদয়স্য অন্তঃকরণস্য প্রীতৌ মহাসন্তোষে সতি অপি নশ্চয়ো। সম্ভ্রমাৎ সখ্যগ্রে লজ্জাহেতুভূতাৎ ব্যথিতবৎ বহির্ব্বাহ্যে ক্রোধো ভবেৎ। বুধৈঃ তৎ কুট্টমিতং প্রোক্তম্।

করভোরুঃ করিকরবদূরু যস্যাঃ সা রাধা। মাধবস্য কৃষ্ণস্য পাণিরোধং নজাঙ্গে হস্তার্পণবারণং কুরুতে। কথম্ভূতং? বারণং অবিরোধিতবাঞ্ছং তৎ পাণিত্যাগং কর্ত্তুং নাস্তি বাঞ্ছা যস্মিন্ তৎ। পুনরাহ, সা রাধা মাধবায় ভর্ৎসনাঃ মনেকনিন্দাঃ কুরুতে। কথম্ভূতা নিন্দাঃ চ, পুনর্মধুরাণি স্মিত-মন্দহাস্য-গর্ব্ব-অহঙ্কার-ক্রোধাদীনি যাসু তাঃ। চ পুনঃ সা রাধা হারি কৃষ্ণমানসহরণং শীলং

স্তন ও অধর গ্রহণ করায় হৃদয়ে প্রীত হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের ন্যায় বাহে ক্রোধ বুধগণ তাহাকে কুট্টমিত বলেন।

করভোরু শ্রীরাধার যদিচ শ্রীকৃষ্ণের হস্তত্যাগ করিতে ইচ্ছা নাই, তথাপি

১। "কৃষ্ণবাঞ্ছা......ভর্ৎসন" এই সকল পয়ার দ্বারা নিম্নলিখিত শ্লোকের অর্থ করা হইল।

---

* উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে ত্রিসপ্ততিতমঃ শ্লোকঃ।

† গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ।

এই মত আর সব ভাববিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনি বর্ণিতে নারে সহস্র বদন॥
শ্রীবাস হাসিয়া কহে শুন দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্-বিস্তর॥
বৃন্দাবনের সম্পদ্ কেবল পুষ্প কিশলয়॥
গিরিধাতু, শিখিপিঞ্ছ, গুঞ্জাফলময়॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল অসোয়াথ(১)॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন॥
তোমার ঠাকুর দেখ এ সম্পত্তি ছাড়ি।
পত্র ফল ফুল লোভে গেলা পুষ্প-বাড়ী(২)॥
এই কর্ম্ম করি কাহায় বিদগ্ধশিরোমণি?
'লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি'॥
এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন॥

শুষ্কং মিথ্যাপ্রতারণং রুদিতং মুখে বদনেঽপি কুরুতে কৃতবতী। অত্রাস্তমা
বাম্যে বাম্যক্রোধাদি এতৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দো বর্দ্ধতে।

তাঁহার পাণিরোধ অর্থাৎ নিজাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হস্তার্পণ বারণ এবং মধুর হ
ভর্ৎসন এবং সুখসত্ত্বেও শুষ্ক রোদন করিতে লাগিলেন।

১। 'অসোয়াথ'—অস্বাস্থ্য—দুঃখ।
২। 'পুষ্পবাড়ী'—ফুলের বাগিচায়।

লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধন দণ্ড লয় আর করায় বিনতি॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোর প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ॥
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড়হাত।
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ॥
তবে লক্ষ্মী শান্ত হঞা যান নিজঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য অগোচর॥
দুগ্ধ আউটী দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে॥
নারদ প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস॥
প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদস্বভাব।
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব॥
দামোদর-স্বরূপ ইহোঁ শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইহা শুদ্ধপ্রেমে ভাসি।
স্বরূপ কহে শ্রীবাস! শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্ সিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ সম্পদ্ তার এক বিন্দু॥
*পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম॥

---

* 'পরম পুরুষোত্তম......প্রিয়সখী কায'। এই সকল পয়ারদ্বারা নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে।

চিন্তামণিময় ভূমি, চিন্তামণি ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ-ভূষণ ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন ॥
পুষ্পফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা ফিরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহো না মাগে অন্য ধনে ॥
সহজে লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত ॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান।
চিদানন্দজ্যোতি স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান ॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ ধ্বংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী কায ॥

তথাহি—*

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।

তদেবং নিজেষ্টদেবং ভজনীয়ত্বেন স্তুত্বা তেন বিশিষ্টং তল্লোকং তথা স্তৌতি—শ্রিয়ঃ কান্তা ইতি। শ্রিয়ো ব্রজসুন্দরীরূপাঃ তাসামেব মন্ত্রধ্যানে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধেঃ। তাসামনন্তানামপ্যেক এব কান্ত ইতি পরমনারায়ণাদিভ্যোঽপি তস্য তল্লোকেভ্যোঽপি তদীয়লোকস্য চাস্য মাহাত্ম্যং দর্শিতং। কল্পতরবো দ্রুমা ইতি তেষাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বপ্রদত্বাত্তথৈব প্রথিতং। ভূমিরিত্যাদিকঞ্চ তদ্বৎ। ভূমিরপি সর্ব্বস্পৃহাং দদাতি কিমুত কৌস্তুভাদি। তোয়মপ্যমৃতমিব স্বাদু কিমুতামৃতম্

স্বয়ং ভগবানের শ্রীব্রজধামে ব্রজসুন্দরীরূপা কান্তাগণ লক্ষ্মী অর্থাৎ পরম রমারূপা, সেই অনন্ত ব্রজসুন্দরীগণের এক কান্তই পরম পুরুষ। বৃক্ষসকল

---

* ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিষষ্টিতমঃ শ্লোকঃ।

কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥

তথাহি—*

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো! বিভূতিঃ॥

ত্যাদি রীত্যা। বংশীপ্রিয়সখীতি সর্ব্বতং শ্রীকৃষ্ণস্য মুখস্থিতিরূপত্বেন জ্ঞেয়ং
কং বহুনা? চিদানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব তত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপং। সমানোদিং
দ্রাকমিতি বৃন্দাবনবিশেষণং। গৌতমীয়তন্ত্রদ্বয়ে তচ্চ নিত্যপূর্ণচন্দ্রত্বাৎ। যং
চদেব পরমপি তদ্বৎ প্রকাশ্যমপীত্যর্থঃ। তথা তদেব তেষামাসাদ্যং ভোগ্যমি
চ্ছক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ। "দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পর" মি
শমাৎ।

বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং গোপীনাং তদ্দাসীনাঞ্চ চরণভূষণং চরণালঙ্কারশ্চিন্তামণি
ঙ্গারপুষ্পতরবঃ শৃঙ্গারায় অলঙ্করণায় কুঞ্জোপবেষ্টিতলতাবৃক্ষাদয়ঃ সুরাণ
বানাং তরবঃ কল্পতরবঃ ইত্যর্থঃ। নন্থু, ভোঃ! ব্রজধনং গোসমূহঃ কামধেনু
দানি ইত্যনেনাত্র সুখসিন্ধুঃ সুখসমুদ্রঃ। বিভূতিঃ মহৈশ্বর্য্যসুখস্বরূপা। অহে
শ্চর্য্যম্।

কলের সর্ব্বপ্রদানকারী কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, কথা গান
মন নাট্য, বংশী প্রিয়সখী, এবং অধিক কি চিদানন্দরূপ বস্তু তথাকার জ্যোতি
াৎ চন্দ্র সূর্য্যাদি।

যেখানে অঙ্গনাগণের চরণভূষণ 'চিন্তামণি', বেশবিন্যাসের সামগ্রী সাধব
ক্ষগণ 'কল্পতরু', এবং ধেনুগণ 'কামধেনুবৃন্দ' অহো! সুখসিন্ধুময় বিভূতি।

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরসসামান্যনিরূপণে বিভাবলহর্য্যাং
বিল্বমঙ্গলশ্লোকঃ।

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস॥
রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান।
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ॥
ব্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল॥
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজঘর।
প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর॥
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল॥
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করেন প্রণতি॥
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকট না আইসে কিছু রহে দূরদেশ॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন?
প্রভুর আবেশ না যায়, রহে কীর্ত্তন॥
ভঙ্গী করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্নিক স্নানে॥
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার॥

সবা লঞা নানারঙ্গে করিলা ভোজন।
সন্ধ্যাস্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন॥
জগন্নাথ দেখি করে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লৈঞা ভক্তগণ॥
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্যভোজনে।
এই মত ক্রীড়া প্রভু করে অষ্টদিনে॥
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয়॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লৈঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হইল।
এক গুটি পট্টডোরী তাঁহা টুটি গেল॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায়॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খান।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ।
এত বলি দিল তাঁরে ছিঁড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যিঁহো সেবে ভগবান্॥
ভাগ্যবান্ সত্যরাজ, বসু রামানন্দ।
সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ॥

প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আইসে অতিবড় রঙ্গে ॥
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লৈঞা ভক্তগণে ॥
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন কেলি কৈল ॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা অনন্ত অপার ॥
সহস্র বদন যার নাহি পায় পার ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হেরাপঞ্চমীযাত্রা-
দর্শনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
জয় চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রোতাগণ!
চৈতন্যচরিতামৃত যাঁর প্রাণ ধন॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে॥
প্রথম বৎসরে জগন্নাথ দরশন।
নৃত্যগীত করে দণ্ড প্রণাম স্তবন॥
উপলভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাসে মিলি আইসে আপন নিলয়॥

গৌরঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ ভোজনং কুর্ব্বন্ সন্ স্বনিন্দকং স্বনিন্দাং কুর্ব্বন্তং অমোঘং তন্নামানং সার্ব্বভৌমজামাতরং অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্বীয়াং নিজাং ভক্তবশ্যতাং স্ফুটাং ব্যক্তাং চক্রে কৃতবান্। অত্র পরমভক্তসার্ব্বভৌমস্য সম্বন্ধেন প্রভুরমোঘং তারিতবানিতি ভাবঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে ভোজনকালে স্বনিন্দাকারি-সার্ব্বভৌমজামাতা অমোঘনামা ব্রাহ্মণকে অঙ্গীকার করতঃ নিজের ভক্তবশ্যতা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ঘরে আসি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥
গলে মালা দেন, মাথায় তুলসী মঞ্জরী।
যোড় হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি ॥
পূজা পাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যা আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥

তথাহি—*

যোঽসি সোঽসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে। *

'যোঽসি সোঽসি নামোঽস্তুতে' এই মন্ত্র পড়ে।
(১)মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে ॥
এইমত অন্যোঽন্যে করে নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার ॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আচার্য্যের কথন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥

১। 'মুখবাদ্য'—বোম বোম শব্দ।

---

* প্রাচীন পুস্তকের পাঠ।

রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব।।
যাসি সাসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে ॥

ইহা মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

এক এক দিন ভক্তঘরে এক এক মহোৎসব।
প্রভু সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব ॥
কেহো ঘরভাত করে কেহো প্রসাদান্ন।
এই মত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ ॥
চারি মাস রহিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে।
জগন্নাথের নানাযাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥
এইমত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণ জন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥
কৃষ্ণজন্মযাত্রা দিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈল প্রভু লঞা ভক্তসব ॥
দধি দুগ্ধ ভার সবে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসব স্থানে আইলা বলি "হরি হরি" ॥
কানাঞি খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতি হৈয়াছেন ব্রজেশ্বরী ॥
আপনি প্রতাপরুদ্র আর মিশ্রকাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী ॥
ইহাঁ সব লঞা প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ ॥
অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ ॥
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা ॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।
পাদ মধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে ॥

(১)অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে বুঝিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়॥
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদ এক বস্ত্র লঞা আসি॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল॥
কানাঞি খুঁটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলায় ঘরে ছিল যত ধন॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতা মাতা জ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল।
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লঞা ভক্তগনে॥
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষসাখা লঞা।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
কাঁহা রে রাবণা! প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপা মারিমু সবংশে॥
গোঁসাঞির আবেশে দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয় জয়' বলে বার বার॥

১। "অলাতচক্রের"—চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জ্বলৎকাষ্ঠের।

এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥
এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ সবে বিদায় করিল॥
সবারে কহিল প্রভু, 'প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া'॥
আচার্য্যের আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
'আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান'॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেম ভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস, গদাধর আদি কতো জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমাসনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥
শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন॥
তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহো না দেখিব॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এসব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ॥

তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি,তাঁর সেবাধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এতজানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন ॥
নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে ॥
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তিঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক, মোচাঘণ্ট, ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত ॥
লেম্বু, আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ডসার।
শাল গ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥
প্রসাদ লইয়া কোলে, করেন ক্রন্দন।
নিমাইয়ের প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন ॥
নিমাই নাহিক ঘরে কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভোজন।
শূন্যপাত দেখি অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥
কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেন পাত।
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত ॥

কিবা মোর মনঃ কথায় ভ্রম হৈয়া গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল॥
কিবা আমি ভ্রমে অন্ন পাতে না বাড়িল।
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-পূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন॥
ঈশান দ্বারায় পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালের অন্ন সমর্পিল॥
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওইতে করেন উৎকণ্ঠা ক্রন্দন॥
তাঁর প্রেমে আসি আমায় করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ বাহ্যে নাহি মানে॥
এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রতীতি॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
ভক্তগণ বিদায় করিতে ধৈর্য্য করিলা॥
রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন সরস।
তোমার শুদ্ধপ্রেম আমি হই তোমার বশ॥
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম॥
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথা তথা॥
বাটীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল॥

এক এক ফলের মূল্য দিয়া আনে চারি চারি পণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন॥
প্রতিদিন পাঁচ সাত ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া॥
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি শঙ্খ করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল জলপান করি।
কভু শূন্যফল রাখেন কভু জল ভরি॥
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎ-পাত্র পূরিত॥
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন॥
কভু শস্য খাঞা পুনঃ পাত্র ভরে শাসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে॥
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া॥
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারে রহিল॥
দ্বারের উপর ভিতে তিঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল॥
পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধুলি উড়ি লাগে উপর ভিতে॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা॥

এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া ॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল ॥
এইমত কলা আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনে, আছে ভাল ॥
বহু মূল্য দিয়া আনি করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন ॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এইমত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল ॥
এইমত পিঠা পানা ক্ষীর ওদন।
পরম পবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম ॥
কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দিব্য সার ॥
এইমত প্রেমসেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥
এত বলি রাঘবের কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ ॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥
পরম উদার ইঁহো যে দিনে যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে ॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয় ॥

ইঁহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমার স্থানে।
(১)সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥
প্রতিবর্ষ সব আমার ভক্তগণ লৈঞা।
গুণ্ডিচায়ে আসিবে সবায় পালন করিয়া॥
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈঞা॥
গুণরাজ খান্ কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান্।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥
সত্যরাজ বলে, বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥

১। 'সরখেল'—"তত্ত্বাবধায়ক" যাবনিক ভাষা।

দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গে ফল করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয়॥
এক কৃষ্ণনামে করে সব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥

তথাহি—*

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চমুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং নচ দক্ষিণাং নচ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

অয়ং শ্রীকৃষ্ণনামত্মকো মন্ত্রঃ রসনাস্পৃগেব জিহ্বাস্পর্শমাত্রেণৈব ফলতি। দীক্ষাং ন মনাগল্পমপি ঈক্ষতে নাপেক্ষত ইত্যর্থঃ। চ পুনঃ সৎক্রিয়াং সদাচারং নেক্ষতে, পুনঃ পুরশ্চর্য্যাং পুরশ্চরণং মনাক্ নাপেক্ষতে। নামমন্ত্রঃ কথম্ভূতঃ? কৃতচেতসাং পুণ্যাত্মন.মাকৃষ্টিরাকর্ষণরূপঃ। পুনঃ কীদৃশঃ? সুমহতাং অংহসাং পাতকানাং উচ্চাটনং দূরীকরণশীলঃ। পুনঃ কীদৃশঃ? আচাণ্ডালং চণ্ডাল-পর্য্যন্তং অমূকলোকানাং ক্ষুদ্রলোকাদীনাং সুলভঃ সুষ্ঠু লভনীয়ঃ পুনঃ কথম্ভূতঃ? মুক্তিশ্রিয়ো মোক্ষসম্পত্তেঃ বশ্যঃ বশীকারকঃ। শ্রীকৃষ্ণনামমন্ত্রোঽয়ং আকর্ষণো-চ্চাটনবশীকরণরূপ ইতি ধ্বনিতম্।

এই শ্রীকৃষ্ণনাম-স্বরূপ মন্ত্র কোন প্রকার তান্ত্রিকী বা বৈদিকী দীক্ষা, সদাচার কিম্বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধির অপেক্ষা করেন না, কেবলমাত্র রসনা-স্পর্শমাত্রই ফলিত হইয়া থাকেন। এই শ্রীকৃষ্ণনাম স্বভাবতই মহৎসকলের চিত্ত আকৃষ্টকারী, মহাপাপসমূহের উচ্চাটনকারী, চণ্ডাল অবধি বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীব-মাত্রের সুলভ ও মোক্ষসম্পত্তির বশীকারক।

---

* পদ্যাবল্যাং অষ্টাদশাঙ্কধৃত শ্রীলক্ষ্মীধরকৃতঃ শ্লোকঃ।

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত বৈষ্ণব তার করিহ সম্মান॥
খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি এই মুখ্য তিন জন॥
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন।
তুমি পিতা পুত্র তোমার কি শ্রীরঘুনন্দন?
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়?
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘুনন্দন পিতা আমার নিশ্চিতে॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥
ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ॥
ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম যেন দগ্ধ হেম॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহা করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা॥
একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টুঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি॥

শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥
রাজা বলে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঁঞি।
মুকুন্দ কহে অতি বড় ব্যথা নাহি পাই॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে রাজা! মোর ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ জ্ঞানে॥
রঘুনন্দন-সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে॥
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বার মাসে।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ অবতংসে॥
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার যে কার্য্য ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন॥
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণসেবন
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্যত্র নাহি মন॥
নরহরি রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে॥
সার্ব্বভৌম, বিদ্যা-বাচস্পতি দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি॥
দারু-জল-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি॥

দারু-ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জলব্রহ্ম সম ॥
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জলব্রহ্মের সেবন ॥
মুরারী গুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার ভক্তিনিষ্ঠা কহে শুন ভক্তগণ ॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বারবার।
পরম মধুর গুপ্ত! "ব্রজেন্দ্রকুমার" ॥
"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্ব রসময় ॥
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর রসিক-শেখর।
সকল সদ্‌গুণবৃন্দ রত্ন-রত্নাকর ॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্যে বৈদগ্ধে করে যেঁহো লীলা রাস ॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়" ॥
এইমত বারবার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥
আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ॥
এত বলি ঘরে গেলা চিন্তি রাত্রিকালে।
রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তি হইল বিহ্বলে ॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ ॥

এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু কৈল নিবেদন॥
"রঘুনাথের পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারো মাথা মনে পাও ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথচরণ ছাড়ান না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়"॥
এত শুনি আমি বড় মনে সুখ পাইল।
ইঁহারে উঠাঞা তবে অলিঙ্গন কৈল॥
সাধু! সাধু! গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না চলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি(১) প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ান না যায়॥
তোমার ভাব নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর।
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল।
সেই মুরারী গুপ্ত এই মোর প্রাণ সম।
ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন'॥

১। 'চাহি'—হওয়া উচিত; চাহিয়ে—হিন্দিভাষার অপভ্রংশ।

তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হঞা সহস্র-বদন ॥
নিজগুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া ॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ॥
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়ামর।
তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয় ॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে ॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু! ঘুচাও ভবরোগ।
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু, কম্প, স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা ॥
তোমার বিচিত্র নহে তুমি যে প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্যকৃত্য ॥
ব্রহ্মাণ্ডজীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।
তোমারে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপফল ॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥

তথাহি—*

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো ! স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি ।
কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

তোমার ইচ্ছা মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন ।
সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম ॥
এক উড়ুম্বর বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে ।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয় ।
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয় ॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয় ।
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥

তত্র তত্র সর্ব্বত্রেশ্বরস্ত পর্জন্যবদ্দ্রষ্টব্য ইতি ন্যায়েন কর্ম্মানুরূপ ফলদাতৃত্বেন সাম্যেঽপি ভক্তেতু পক্ষপাতবিশেষং করোতীত্যাহ—যস্ত্বিতি। যস্তু ইন্দ্রগোপং সূক্ষ্মরক্তবর্ণকীট বিশেষমথবা ইন্দ্রং ত্রিলোকপতিং স্বকর্ম্মবন্ধনানুরূপস্য ফলস্য ভাজনং পাত্রমাতনোতি করোতি কিন্তু ভক্তিভাজাঞ্চ কর্ম্মাণি প্রারব্ধা প্রারব্ধানি নির্দ্দহতি নিঃশেষেণ দহতি 'সামোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তিচ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহ'মিতি। 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহ'মিতি শ্রীগীতাভ্যশ্চ। তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি।

যিনি ইন্দ্রগোপ (সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ কীট বিশেষ) অথবা দেবরাজ সকলেরই নিজ কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন ; কিন্তু ভক্তগণের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিঃশেষরূপে বিনাশ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি।

---

*ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্টিতমঃ শ্লোকঃ।

অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই কারণাব্ধি যার নাম॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই পূর্ণ ভাণ্ড॥
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ডনাশে কৃষ্ণের নাহি হানি॥
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়॥
কোটি-কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥

তথাহি—*

জয় জয় জহ্যজামজিত! দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।

ভো অজিত! জয় জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু, আদরে বীপ্সা। কেন ব্যাপারেণ অগজ্জগদোকসাং অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং জীবানাং তেষামজামবিদ্যাং জহি নাশয়। কিমিতি গুণবতা সা হন্তব্যেত্যত আহ—দোষগৃভীতগুণাং দোষায় আনন্দাত্মাবরণায় গৃভীতা গৃহীতা গুণা যয়া তাং। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভকারঃ। ইয়ং হি স্বৈরিণীব পরপ্রতারণায় গুণান্ গৃহ্লাতি অতো হন্তব্যেতি তাং মযাপি দোষমাবহেদিতি মমাপি তত্র কা শক্তিঃ স্যাদত আহ ত্বমিতি। যদ্‌যস্মাৎ ত্বমাত্মনো স্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ সংপ্রাপ্তপরমৈশ্বর্য্যোঽসি বশীকৃতমায়াত্বাদিতি ভাবঃ। স্বয়মেব তে জীবা জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিনা কিং ন হন্যুরিত্যত আহুরখিলশক্ত্যববোধকেতি। তেষাং স্বমে-

---

হে অজিত! তোমার জয় জয়। স্থাবর জঙ্গম যাহাদের শরীর সেই জীবগণের অবিদ্যা তুমি বিনাশ কর। সেই অবিদ্যা বিনাশে তোমার কিছুই

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ।

অগজ্জগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্কচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥

এইমত সর্ব্ব ভক্তের কহি সব গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু তাঁর করাইলা আবাসে ॥
পুরী গোঁসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপ, দামোদর।
দামোদর পণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥

ন্তর্যামী সর্ব্বশক্ত্যুদ্বোধকঃ। অতো ন তে জ্ঞানাদৌ স্বতন্ত্রা ইতিভাবঃ। অহম-
ষ্ঠজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিগুণো জীবানাং কর্ম্মজ্ঞানাদিশক্ত্যববোধনেনাবিস্তাহস্তুবেত্যত্র
কং প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ—অহমেব প্রমাণমিত্যাহ—নিগমো বেদঃ। নন্বেবং ভূতে
রি কথং শ্রুতীনাং প্রবৃত্তিস্তত্রাহ—কচিদিত। কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে অজয়া
ায়য়া চরতঃ ক্রীড়তঃ। নিত্যাকালুপ্তভগতয়া সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈকরসেনাত্মনা
রতো বর্ত্তমানস্য তে তব নিগমোঽনুচরেৎ প্রতিপাদয়েৎ। কর্ম্মণি ষষ্ঠী। "যতো
া ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যো ব্রাহ্মণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহি-
াোতি তস্মৈ তং দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে"। "য আত্মনি
ষ্ঠন্ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিত্যাদি" নিগমকদম্বং
ামেবম্ভূতং প্রতিপাদয়তীত্যর্থঃ। জয় জয়াজিত জহ্যগজঙ্গমাবৃতিমজামুপনীত-
মাগুণাং নহি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীতগুণার্ণবতানব।

িত নাই, যেহেতু তুমি স্বরূপভূত পরমানন্দশক্তি দ্বারা পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত
ইয়াছ। তুমি স্বস্বরূপে সকল জীবের নিখিল শক্তির উদ্বোধক, অতএব
তামারত অবিদ্যার কোন প্রয়োজন নাই। যে সময়ে অর্থাৎ সৃষ্টিসময়ে যখন
মি মায়ার সহিত ক্রীড়া কর অথচ সত্য জ্ঞানাদি রসস্বরূপে বিদ্যমান থাক,
সই সময় শ্রুতিগণ তোমাকে প্রতিপাদন করে।

এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসেন নীলাচলে।
জগন্নাথ দর্শন নিত্য করেন প্রাতঃকালে॥
এক দিন প্রভুপাশে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন॥
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেল।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।
প্রভু কহে ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি॥
সার্ব্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিশদিন।
প্রভু কহে এহো নহে যতিধর্ম্ম চিহ্ন॥
সার্ব্বভৌম কহে কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা একদিবস॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দশদিন কর কহে মিনতি করিয়া॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচদিন ঘটাইল।
পাঁচদিন ভরি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ নিল॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছয়ে দশজন॥
পুরী গোঁসাঞির পাঁচ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে
পূর্ব্বে আমি করিয়াছি তোমার গোচরে॥
দামোদর স্বরূপ এই বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবেন কভু একেশ্বর॥
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিবসে।
এক এক দিন এক এক জন পূর্ণ হৈল মাসে॥

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই ॥
তুমি নিজছায়া সঙ্গে(১) আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদরে ॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥
ষাঠির মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠির মাতা পাক চড়াইল ॥
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি ॥
যেবা শাক ফলাদিক আনিল আহরি ॥
আপনে ভট্টাচার্য্য করেন পাকের সর্ব্ব কর্ম্ম।
ষাঠির মাতা বিচক্ষণা জানে পাকের মর্ম্ম ॥
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয় ॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া ॥
বাহে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালায় আর দ্বার অন্ন পরিবেশিতে ॥
বত্রিশাকলার এক আঙ্গটিয়া পাত।
(২)তিন মান প্রমাণ তণ্ডুলের তাতে ভাত ॥

১। "নিজছায়া সঙ্গে"—ছায়ামাত্র সঙ্গে অর্থাৎ একাকী।
২। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ;—তিন মান তণ্ডুলের উবারিল ভাত।

পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥
কেয়াপত্রের কেলারখোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিকে রাখিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥
দশপ্রকার শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝোল, ছেনাবড়া, বড়ীঘোল॥
দুগ্ধতুম্বি, দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার॥
নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভ্রষ্ট মাস, মুদ্গসূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি, অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গবড়া, মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি, নারিকেল আর যত পিষ্ট॥
কাঁজিবড়া, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধ লকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি॥
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠোপরে সূক্ষ্ম বসন পাতিল॥

দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল-ঝারি।
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী॥
অমৃত-গুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক ধরিল॥
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ-প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন।
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গি করিয়া॥
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন?
শত চুলায় শতজন পাক যদি করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞাছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী॥
ভাগ্যবান্ তুমি! সফল তোমার উদ্যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ॥
অন্নের সৌরভ বর্ণ অতিমনোরম।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন॥
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব॥
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রে করিয়া॥

ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়॥
না মোর উদ্যোগে না গৃহিণীর রন্ধনে।
যাঁর শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন সেই ইহা জানে॥
এইত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥
ভট্ট কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ?
প্রভু কহে ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ, ভৃত্য আস্বাদয়॥

তথাহি—*

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসা স্তব মায়াং জয়েম হি॥

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।
ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুয়ায়।
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্নবার।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার॥

ত্যক্তুমশক্নুবন্নেব প্রার্থয়ে, ন তু মায়াভয়াদিত্যাহ—ত্বয়েতি। মায়াং জয়েমেতি সা যদ্যস্মিন্ প্রতিবিক্রমন্তী আয়াতি তর্হ্যেতৈরেবাস্ত্রৈঃ প্রবলীভূয় তাং জয়েম, ন জ্ঞানাদিভিরিত্যর্থঃ।

হে ভগবন্! আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা অনায়াসে আপনার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে একত্রিংশঃ শ্লোকঃ।

দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীমন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে ॥
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি, গোপগণ।
সখাবৃন্দ, সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন ॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে অন্ন খাইলে রাশি রাশি।
তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী ॥
তুমিত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার।
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে ॥
হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টাচার্য্যের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাঠিকন্যার ভর্ত্তা ॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥
তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈল আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন ॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ?
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে উলটি চাহিল।
তাঁর অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ॥
ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল।
পলাইল অমোঘ তার লাগি না পলাইল ॥
তবে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।
নিন্দা শুনি [illegible]

শুনি ষাঠির মাতা শিরে বুকে হাত মারে।
'ষাঠি রাণ্ডি হউক' ইহা বলে বারে বারে॥
দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈঞা॥
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসী-মঞ্জরী লঙ্গ এলাচি সুবাস॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন।
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে।
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে॥
প্রভু কহে নিন্দা কহে সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল?
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে॥
প্রভুপদে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তাঁরে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠির মাতা-সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে॥
চৈতন্য গোঁসাঞির নিন্দা শুনিলা যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥
কিম্বা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই যোগ্য নহে, দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ [illegible] লইব॥

বাঠিরে কহ তারে ছাড়ুক সেহ হৈল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত ॥

তথাহি—*

পতিস্বপতিতং ভজেৎ।

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল।
প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল ॥
অমোঘ মরে শুনি কহে ভট্টাচার্য্য।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ॥
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন ॥

তথাহি—†

মহতা হি প্রযত্নেন সন্নহ্যগজবাজিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥

সন্তুষ্টাঽলোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥

কিঞ্চ সন্তুষ্টা যথালাভেন তাবন্মাত্রেঽপি ভোগেঽলোলুপা দক্ষা অনলসা প্রিয়া ত্যা চ বাক্ যস্যাঃ সর্ব্বত্রাপি অপ্রমত্তা অবহিতা, অপতিতং মহাপাতকশূন্যং থাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ "আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদূষিতা" ইতি।

হে রাজন্! হে বিরাট্! মহতা মহাবলেন প্রযত্নেন মহাযুদ্ধেন সন্নহ্য পরিকরং ত্বা গজবাজিভিঃ অরিং হন্তি বিনাশং করোতি, বীর ইত্যাহকর্ত্তা অস্মাভি-

---

সাধ্বী স্ত্রী যথালাভে সন্তুষ্ট, অলোলুপ, অনলস, ধর্ম্মজ্ঞ, প্রিয় ও সত্যভাষী, র্ব্বত্র অপ্রমত্ত, শুচি, স্নিগ্ধ এবং মহাপাতকশূন্য ভর্ত্তার ভজনা করিবে।

হে রাজন্! মহা প্রযত্নদ্বারা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকের সহিত আমাদের

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশতিঃ শ্লোকঃ।

† মহাভারতে বনপর্ব্বণি [illegible]াধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকঃ।

তথাহি— *

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে॥
আচার্য্য কহে উপবাস কৈল দুই জনে।
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে॥
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাত দিয়া॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥

যদরিবধঃ কীচকবধঃ। অনুষ্ঠেয়ং অনুসন্ধানীয়ং তদরিবধঃ গন্ধর্ব্বৈঃ কর্ত্তৃভূতৈ রনুষ্ঠিতং নিপাতিতম্।

সতাং বিদ্বেষো ন মৃত্যুমাত্রহেতুঃ, কিন্তু বহ্বনর্থকারীত্যাহ—আয়ুঃশ্রিয়মিতি লোকান্ ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদীন্ আশিষো নিজবাঞ্ছিতানি আয়ুরাদীনাং যথোক্তা শ্রৈষ্ঠ্যং কিং পৃথঙ্‌নির্দ্দেশেন সর্ব্বাণ্যপি শ্রেয়াংসি সাধ্যসাধনানি পুংসঃ সাধিত শেষপুরুষার্থস্যাপি জনস্য মহতাং তাদৃশাং শ্রীবিষ্ণোরপ্যুপজীব্যশীলত্বেন প্রসি দ্ধানাং অতিক্রমো বাচনিকাস্তনাদরোঽপি হন্তি।

যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা গন্ধর্ব্বেরাই অনুষ্ঠান করিল অর্থাৎ কীচককে গন্ধর্ব্বগণ ব করিল।

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! পরীক্ষিৎ! সাধুজনের বিদ্বেষ কেবলমা মৃত্যুর হেতু নহে, তাহাতে অশেষ-পুরুষার্থ সম্পন্ন-ব্যক্তিরও আয়ুঃ, শ্রী, যশ ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক, কল্যাণ এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে [illegible] শ্লোকঃ।

সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥
উঠহ অমোঘ! তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥
শুনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা॥
কম্পাশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাঁসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়!
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি আপনার গালে চড়ায় আপনে॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহ পাত্র॥
সার্ব্বভৌমগৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥
অপরাধ নাহি তব লও "কৃষ্ণনাম"।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌমস্থান॥
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে॥
প্রভু কহে অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ।
কেন উপবাস কর, কেন তারে রোষ॥

উঠ, স্নান, কর, দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ॥
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া।
যাবৎ না পাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া॥
প্রভুপদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত অমোঘ তারে কেন জীয়াইলা॥
প্রভু কহেন অমোঘ হয় তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা,তাহাতে পালক॥
এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ॥
ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে।
স্নান করি মুঞি তাঁহা আসিছো এখনে॥
প্রভু কহে গোপীনাথ! ইঁহাঞি রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা॥
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর-দর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি করিলা ভোজনে॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নৃত্য 'কৃষ্ণনাম' লয় মহাশান্ত॥
ঐছে চিত্রলীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন॥
ঐছে ভট্ট গৃহে করেন-ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানাচিত্র চরিত্র-প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌমঘরে এই ভোজন-চরিত।
সার্ব্বভৌম-প্রেম [illegible] হইল বিদিত॥

ষাঠির মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্তসম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিলা অপরাধ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১১২॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে
ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ সমজীবয়ৎ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!

গৌরমেঘঃ স্বালোকনামৃতৈঃ নিজদর্শনরূপামৃতৈঃ গৌড়োদ্যানং গৌড়দেশ-রূপ-পুষ্পবনং সিঞ্চন্ সন্ ভবাগ্নিদগ্ধজনতা জরা-মরণাদিরূপাগ্নিনা দগ্ধা জনসমূহা এব বীরুধঃ লতাঃ সমজীবয়ৎ।

শ্রীগৌরাঙ্গরূপ-মেঘ গৌড়দেশ-রূপ উদ্যানে স্বীয় দর্শনরূপ অমৃত বর্ষণ করিতে করিতে সংসারদাবানলদগ্ধ জনতারূপ লতাসমূহকে জীবিত করিয়াছিলেন।

প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন॥
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ আনি দুই জন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচন॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোঁসাঞি রাখিতে করিহ অনেক উপায়॥
রামানন্দ, সার্ব্বভৌম দুই জন সনে।
যবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে॥
দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক মাস আইলে করিহ গমন॥
কার্ত্তিক আইলে কহে এবে মহাশীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইও এই ভাল রীত॥
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নাহি নিবারণ।
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন॥
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন॥
সব মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা পরম উল্লাসে॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে, প্রেমভক্তি প্রকাশিতে॥

তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে।
আচার্য্য রত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই।
বাসুদেব, মাধব, গোবিন্দ তিন ভাই॥
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া।
কুলীন-গ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা॥
খণ্ডবাসী নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
সব ভক্ত চলে তার কে করে গণন॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
সবার সর্ব্ব কার্য্য করেন দেন বাঁসা স্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী॥
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্য দাস।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস॥
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর হৈতে॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সবারে বাসস্থান॥

ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে ।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে ॥
রেমুণা আসি কৈল গোপীনাথ দরশন ।
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে ।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবক গণে ॥
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাঁহাঞি রহিলা ।
বার ক্ষীর আনি সেবক আগেতে ধরিলা ॥
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ ।
ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ ॥
মাধবপুরীর কথা, গোপাল স্থাপন ।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল ।
মহাপ্রভুর মুখে আগে যে কথা শুনিল ॥
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ ।
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ ॥
এইমত চলি চলি কটক আইলা ।
সাক্ষীগোপাল দেখি সে দিন রহিলা ॥
সাক্ষী গোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ ।
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ ॥
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তরে ।
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচলে ॥
আঠারনালায় আইলা গোসাঞি শুনিয়া ।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ হাতে দিয়া ॥

দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত, অবধূত গোসাই বড় সুখ পাইল॥
তাঁহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগু বাড়ি পাঠাইল শচীর নন্দন॥
নরেন্দ্র আসিয়া তাঁরা সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা॥
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায়।
আপনি আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায়॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা আইলা প্রভু আপন ভবন॥
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল॥
পূর্ব্ব বৎসরের যার যেই বাঁসা স্থান।
তাঁহা সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম॥
এই মত ভক্তগণ রহিলা চারিমাস।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন বিলাস॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কালে যবে আইল।
সবা লঞা গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল॥
কুলীন গ্রামীর পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ আগে নর্ত্তন করিল॥
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিল উদ্যানে।
বাপী-তীরে তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে॥

রাঢ়ী এক বিপ্র তিঁহো নিত্যানন্দ দাস।
মহাভাগ্যবান্ তিঁহো নাম কৃষ্ণদাস॥
ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল॥
বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
"হোরা-পঞ্চমী" যাত্রা দেখেন লঞা ভক্তগণ॥
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান, স্নেহেতে জননী॥
আচার্য্য রত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে প্রভু নিভৃতে বসিয়া॥
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে॥
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥
কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল॥

নিত্যানন্দ কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে॥
নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ॥
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ॥
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন॥
প্রভু কহে বৈষ্ণবসেবা নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তিঁহো কহে কে বৈষ্ণব? কি তার লক্ষণ?
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিক্ষাইল॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥
স্বরূপ সহিত তাঁর হয় সখ্য প্রীতি।
দুই জনায় কৃষ্ণ কথায় একত্রই স্থিতি ॥
গদাধর পণ্ডিতে তিঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥
জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হইল বিদ্যানিধির মন ॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া।
দুই ভাই চড়ান তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ॥
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন ॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ ॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা ॥

তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন॥
অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি॥
গৌড় দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী, জাহ্নবী, এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তাঁ সবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥
দুঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া দশমী দিনে করিলা পয়ান॥
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা॥
জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা
উড়িয়া ভক্তগণ সব পাছে চলি আইলা।
উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা॥
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া॥

প্রসাদ ভোজন করি তাঁহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা॥
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥
রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিলা বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঁঞি রায় করিল পয়ান॥
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রু জল॥
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপা অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল॥
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌর ধাম।
প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা জগতে হৈল নাম॥
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল।
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী তাঁহারে পাঠাইল॥

গ্রামে গ্রামেতে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব গৃহে সামগ্রী ভরিবা ॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রি দিন বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা ॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা কর সব কাজ ॥
এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
মহাপ্রভু স্নান করি যাইবেন নদী পারে ॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি ॥
(১) চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপরে তাম্বু গৃহে স্ত্রীগণ চড়াইল ॥
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যায় চলিল প্রভু নিজগণ লঞা।
চিত্রোৎপলা নদী আসি তাঁহা কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম ॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে ॥

১। 'চতুর্দ্দার'—কটকের [illegible]

নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈলা নদীপার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইল চতুর্দ্বার॥
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নান কৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
রামানন্দ, মঙ্গরাজ, শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন॥
প্রভু সঙ্গে পুরীগোঁসাঞি,স্বরূপ দামোদর।
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল সবার কে করে গণন॥
গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িও প্রভু নিষেধিলা॥
পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে ইঁহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপদ দর্শন॥
প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমায় লাগি দোষ।
[illegible]॥

পণ্ডিত কহে সবে দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর ॥

আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞাসেবা ত্যাগদোষ তার আমি ভাগী ॥

এত বলি পণ্ডিত গোঁসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥

পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা-শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥

তাঁহার চরিতে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ।
তাঁহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়রোষ ॥

প্রতিজ্ঞাসেবা ছাড়িবে এই তোমার উদ্দেশ।
সেই সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলে দূরদেশ ॥

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজসুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ ॥

মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল ॥

এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথায় পড়িলা ॥

পণ্ডিত লইঞা যাইতে সার্ব্বভৌম আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা ॥

তুমি জান কৃষ্ণ নিজপ্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্ত-কৃপাবা[illegible] ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥

তথাহি—*

স্বনিগমমপহায় মৎ-প্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যগাচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতন করিয়া॥
এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুই জনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা॥
প্রভু লাগি ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন॥

মমতু মহান্তমনুগ্রহং যঃ কৃতবানিত্যাহ—স্বনিগমিতি। অশস্ত্র এবাহং সারা[illegible] মাত্রং করিষ্যামিতি এবম্ভূতাং স্বপ্রতিজ্ঞাং হিত্বা শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামী[illegible] এবং রূপাং মৎপ্রতিজ্ঞাং ঋতং সত্যং যথা ভবতি তথা অধিকাং কর্তুং [illegible] রথস্থঃ সন্নবপ্লুতঃ সহসৈবাবতীর্ণঃ অভ্যগাৎ অভিমুখমধাবৎ ইভং হন্তুং হ[illegible] সিংহ ইব। কিম্ভূতঃ? ধৃতো রথচরণশ্চক্রং যেন সঃ। তথাচ সংরম্ভেণ মনুষ্যনাট[illegible] বিস্মৃতৈঃ উদরস্থসর্ব্বভুবনভারেণ প্রতিপদং চলন্ত্যাঃ চলন্তী গৌঃ পৃথ্বী যস্মাত্তেনৈ[illegible] সংরম্ভেণ পথিগতং পাতিতমুত্তরীয়ং বস্ত্রং যস্য সঃ মুকুন্দো মে গতির্ভবত্বি[illegible] উত্তরেণান্বয়ঃ।

যিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার নিমিত্ত সহসা অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতরণ করিয়া সুদর্শনচক্র ধারণ করতঃ সিংহ যেমন হস্তী মারিবার জন্য ধাবিত হয়; তদ্রূপ আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাহার সংরম্ভে পৃথিবী প্রতিপদে কম্পিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার উত্তরীয়-বসন অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়াছিল।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশঃ শ্লোকঃ।

প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ॥
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তাঁরে দিলেন বিদায়॥
প্রভু বিদায় দিল রায় যান তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে রাত্রিদিনে॥
প্রতিগ্রামে রাজ আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্যগৃহে নানাদ্রব্যে করয়ে সেবন॥
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা॥
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করেন ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায়কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥
তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
দিন দুই চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ॥
মদ্যপ যবনরাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥

হেন কালে সেই যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া-কটকে আইল করি বেশান্তর॥
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দুচর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধপুরুষ হয় তাহার সহিতে॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাঁরে দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে॥
সেই সবলোক হয় বাউলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়॥
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি॥
এত কহি সেই চর "হরি কৃষ্ণ" গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়॥
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস(১) উড়িয়া স্থানে পাঠাইল॥
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি প্রেমে বিহ্বল হইল॥
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমা স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ-অধিকারী॥

১। 'বিশ্বাস'—রাজ-পাত্র-বিশেষ।

তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া।
যবনাধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার, করিয়াছে বিনয়।
তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধভয়॥
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে কহয়॥
আপনি মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শন স্মরণে যাঁর জগত তরিল॥
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তার আসি করুক প্রভু-দরশন॥
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া॥
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া॥
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম॥
অধম যবন কুলে কেন জন্মাইল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইল॥
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ॥
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া॥

চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এই মত হয়॥

তথাহি—*

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎ
প্রহ্বণাৎ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ "কৃষ্ণ হরি"॥
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার॥

তদ্দর্শনাল্লোকঃ কৃতার্থী ভবতীতি কৈমুতন্যায়েনাহ—যদিতি। প্রহ্বণং নমস্কারঃ। ক্বচিদিতি কদাচিৎকাদপি স্মরণাদিত্যর্থঃ। শ্বাদোঽপি শ্বপচোঽপি সদ্যস্তৎক্ষণএব সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতীতি দুর্জাত্যারম্ভকপ্রারব্ধ-পাপনাশো ব্যঞ্জিতঃ। যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ "দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতং। দুর্জ্জাত্যারম্ভকপাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তদি"তি।

হে ভগবন্! শ্বপচও যদি কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন, কিম্বা তোমাকে নমস্কার অথবা স্মরণ করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণবৎ পূজ্য হয়, অতএব তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবে একথা আর বক্তব্য কি।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকঃ।

গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসা করেছি অপার।
সেই পাপ হৈতে মোর হইক নিস্তার॥
তবে মুকুন্দদত্ত কহে শুন মহাশয়!।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা এই বড় উপকার॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হৈঞা॥
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি॥
প্রাতঃকালে সেহ বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিল নিজ বিশ্বাস পাঠাইয়া॥
মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে॥
এক নবীন নৌকা মধ্যে এক ঘর।
স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায়॥
জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশনৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল॥
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সে কালে তার প্রেমচেষ্টা না পারি বর্ণিতে॥

অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম-দেহ ধন্য॥
সেই নৌকায় চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ কৃপাশাটি॥
প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল॥
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লৈঞা গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড় কষ্টেসৃষ্টে আইলা॥
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥
মাধব-দাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ-কোটী-লোক তথা পাইল দর্শন॥
সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে ঐছে আইলা।
দিন দুই চারি প্রভু তাঁহাই রহিলা॥
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা॥
তাঁহা হৈতে যৈছে রামকেলি গ্রামে গেলা।
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥

অতএব ইঁহা তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন॥
সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিলা।
অতএব পুনঃ তাহা ইহা না লিখিলা॥
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার, সৎকুলীন, ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দোঁহার ভ্রাতৃব্যবহার॥
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানেন দুই জনে॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥

তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হইলা প্রসন্ন॥
আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত॥
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তিঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল॥
বার বার পালায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখেন আনি পথ হৈতে॥
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি দিনে।
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে॥
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা॥
আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥
শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তাঁরে শীঘ্র আসিহ কহিয়া॥
সাতদিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে।
রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে॥
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব?
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তাঁর মন।
শিক্ষারূপে কহে তাঁরে আশ্বাস বচন॥

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাউল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিও কোন ছলে॥
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে॥
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি তিঁহ প্রভুর শিক্ষা আচরিল॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥
দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় তুষ্ট হৈল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল॥
ইহা প্রভু এক এক করি সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তজন॥
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোঁসাঞি।
সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই॥
সবার সহিত ইঁহা হইল মিলন।
এবর্ষে নীলাদ্রি কেহ না কর গমন॥
ইঁহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব॥

মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইবারে তাঁর আজ্ঞা নিল॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা॥
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচলে আইল শচীর নন্দন॥
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল।
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা॥
কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ, শিখি আদি যত ভক্তগণ॥
গদাধর পণ্ডিত আর প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতার, গঙ্গার চরণ দেখিয়া॥
এত মনে করি কৈল গৌড়েরে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সঙ্ঘট্টে পথে না পারি চলিতে॥
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় পূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ॥
কষ্টসৃষ্টে করি গেলাম রামকেলি গ্রাম।
আমার ঠাঁই আইলা রূপ সনাতন নাম॥

দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপাপাত্র।
ব্যাবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥
বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥
তাঁর দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দোঁহারে ॥
উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥
এত কহি আমি যবে দোঁহে বিদায় দিল।
গমন কালে সনাতন প্রহেলা কহিল ॥
"যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥
তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাম কানাইর নাটশাল গ্রাম ॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল ॥
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী ॥
ভালত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে "এই এক ঢঙ্গে" ॥
দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন ॥
মাধবেন্দ্র পুরী তথা গেল একেশ্বরে।
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৈল তাঁরে ॥

বাদিয়ার বাজি পাতি চলিলাম তথারে।
বহুসঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে॥
একা যাইব কিবা সঙ্গে ভৃত্য একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন॥
বৃন্দাবন যাব কোথা একাকী হইয়া।
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির।
নিবৃত্তি হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর॥
ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে স্থানে।
আমা সঙ্গে আইল সব পাঁচ ছয় জনে॥
“নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবন?
সবে মিলি যুক্তি দেহ হঞা পরসন্ন॥
গঙ্গাধারে ছাড়ি গেনু ইহো দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥”
তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভু পাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া॥
তুমি যাঁহা যাঁহা রহ তাঁহা বৃন্দাবন।
তাঁহা যমুনা গঙ্গা সর্ব্ব তীর্থগণ॥
প্রভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে।
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিত্তে॥
এই যে আইলা প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস॥
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল রহ, কে করে বারণ॥

শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
'সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥'
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্তে দুই না যায় বর্ণন ॥
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥
সহস্র বদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু এক লীলার তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়গমন-
বিলাসো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
শরৎকাল আইল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ, স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি॥
"মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥
কেহ যদি সঙ্গে যাইতে পাছে উঠি যায়।
সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি ধায়॥
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা না মানিবা দুঃখ।
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ"॥

গৌরঃ বৃন্দাবনং গচ্ছন্ সন্ বনে বনপথে ব্যাঘ্রং ইভং হস্তিনং এণং মৃ
খগং পক্ষিগণং এতান্ সর্ব্বান্ প্রেমমত্তান্ প্রেমাবিষ্টান্, তথা কৃষ্ণ-জল্পিনঃ কৃষ্ণনা
জাপকান্ বিদধে কৃতবান্। তান্ কিম্ভুতান্? সহোন্নৃত্যান্ প্রভুনা সহ উন্নৃ

শ্রীগৌরাঙ্গদেব বনপথে বৃন্দাবন যাইতে যাইতে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষ
দিগকে কৃষ্ণনাম লওয়াইয়া প্রেমাবিষ্ট করিলেন, এবং তাহারাও প্রেমে উন্ম
হইয়া তাঁহার সহিত উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিল।

দুই জন কহে "তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যে ইচ্ছা সে করিবা নহ পরতন্ত্র ॥
কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদন"।
"তোমার সুখে" আমার সুখ কহিলে এখন ॥
আমা দোঁহার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর মহাশয় ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি ॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন ॥
প্রভু কহে নিজ সঙ্গী কাহো না লইব।
একজন নিলে আনের মনে দুঃখ হব ॥
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যদি পাই তবে লই একজন ॥
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু-আর্য্য ॥
প্রথমে তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্ব তীর্থ করিতে।
ইহার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবার ভিক্ষা কৃত্য ॥
ইঁহা সঙ্গে লও যদি হয় সবার সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নাই কোন দুঃখ ॥
এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বু-ভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥

তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল ॥
পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি সবার কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন ॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥
নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন ॥
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয় ॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ের প্রভুর লাগিল চরণ ॥
প্রভু কহে 'কহ কৃষ্ণ' ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥
আর দিন মহাপ্রভু করে নদী স্নান।
মত্ত-হস্তি-যূথ আইল করিতে জলপান ॥
প্রভু জল-কৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা ॥

সেই জলবিন্দু-কণা লাগে যার গায়।
সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, প্রেমে নাচে ধায়॥
কেহ ভূমি পড়ে কেহ করয়ে চীৎকার।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলা মৃগীগণ॥
ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভু সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥

তথাহি—*

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহ কৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্ব্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥

মূঢ়া বিবেকহীনা গতির্জ্ঞানং যাসাং তথা ভূতা অপি। মতয় ইতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। হরিণ্য ইতি বনচারিণ্যোঽপি এতা দৃশ্যমানা ইব ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ। নন্দস্য শ্রীবল্লবেন্দ্রস্য নন্দনমিতি ধাত্বর্থবলাদখিলগুণমহিষ্ঠত্বং সূচিতং। এবং গুরোরপি তস্য নাম গ্রহণমত্তিক্ষোভবৈবশ্যেন বিক্ষিপ্তমনস ইত্যুক্তত্বাৎ, উপাত্তাঃ স্বীকৃতা বিচিত্রা বেশা বনমালা বর্হাপীড়গুঞ্জাবতংসাদিরূপা যেন তং। বেণুরিঙ্কিতং বেণুনাদং। ইতি রাগত্বেনাপর্য্যবসিতং প্রথমফুৎকারমাত্রমুক্তং। বেণুরণিতমিতি পাঠোঽপি কচিৎ। আকর্ণ্য শ্রুত্বা কৃষ্ণএবসারঃ পরমোপাদেয়ো যেষামিতি স্বপতয়ো নিন্দিতাঃ পূজামিতি তাবতৈব সর্ব্বোপচারপূর্ণত্বং জাতমিতি ধ্বনিতং। অতএব দধুঃ পুপুষঃ সর্ব্বপূজাভ্যোঽধিকঞ্চক্রুঃ। অস্মৎপতয়স্তু গোপাঃ ক্ষুদ্রাঃ সমক্ষং তত্র সহস্ত ইতিভাবঃ। অতঃ ক্রিয়াতেঽপি বৈশিষ্ট্যং

হে সখি! এই হরিণী সকল বিবেক রহিত হইলেও ধন্য, যাহারা বিচিত্র-

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে একাদশঃ শ্লোকঃ।

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইলা পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাত ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥

তথাহি— *

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতা বাসদ্রুতরুট্ তর্ষণাদিকে ॥

বিশেষেণ রচিতামিতি। অত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ, প্রণয়াবলোকৈরিতি। ভাবমাত্রগ্রাহিণস্তস্য তৈরেব পূজাং সম্পত্তিঃ। বহুত্বং পরম্পরাবিবক্ষয়া। স্মেতি বিস্ময়ে। অহো বতাস্মাকমীদৃশং ভাগ্যং নাস্তীতি ভাবঃ। অন্যতৈত্তঃ। অথবা বেণোরিক্ষিতং অত্র তাদৃশং সম্ভমাকর্ণ্য শ্রবণদ্বারা আত্মা উপাত্তবেশং সন্তং প্রণয়াবলোকৈর্দধুর্ব্বশীকৃতবত্যঃ। তৈরেব পূজাং প্রীতিসেবামপি বিদধুরিত্যর্থঃ। অত্রাবি ভূমিপতিভিরিত্যারভ্য দধদ্দশনচূর্চ্চুরশব্দমখ ইতি মাঘকাব্যাৎ। সংশৃণ্বন্ বদমানাংস্তান্ বারণস্য গুণান্ জনানিতি ভট্টিকাব্যাচ্চ। শ্রীমন্নন্দনন্দনস্য শ্রবণক্রিয়াকর্ম্মত্বং জ্ঞেয়ং। অন্যৎ সমানম্।

যত্র বৃন্দাবনে নৈসর্গদুর্বৈবাঃ অহিনকুলাদয়ঃ সহৈবাসন্। ততঃ সুতরাং নৃমৃগাদয়ঃ নরাঃ সিংহাদয়শ্চ মিত্রাণীবাসন্নিত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ, অজিতস্য যোগাদিনা মহাপ্রয়াসেন হৃদ্যপি বশীকর্ত্তুমশক্যস্য ভগবত আবাসঃ সদাবস্থিতিস্তেন তদ্রূপেণ নিজমহিম্না হেতুনা দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্তর্ষাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ো যস্মাস্তথাভূতাঃ।

বেশধারী নন্দনন্দনের বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া নিজপতি কৃষ্ণসারদিগের সহিত প্রণয়াবলোকনরূপ উপচার দ্বারা পূজা করিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর বাসহেতু ক্রোধলোভাদি যে স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে, সেই বৃন্দাবনে স্বাভাবিক বৈরশালী অহিনকুলাদি মিলিত হইয়া, এবং মনুষ্য ও সিংহাদি মিত্রের ন্যায় বাস করিতেছে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশত্তমঃ শ্লোকঃ।

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ বলি প্রভু যবে কৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল ॥
নাচে কাঁদে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে প্রভুর রঙ্গে ॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোঽন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা সবাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা ॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হৈঞা ॥
'হরিবোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি ॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন শুনে, তার মুখে আন ॥
সবে 'কৃষ্ণ হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে ॥
যদ্যপি প্রভু লোক-সজ্ঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে ॥
তথাপি তাঁর দর্শন শ্রবণ প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ॥

গৌড়, বঙ্গ, রাঢ়, উৎকলাদি দেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈলা আপনে ভ্রমিয়া॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝে শক্তি কার॥
বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন।
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল॥
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ॥
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে।
কেহ দুগ্ধ দধি, কেহ ঘৃত খণ্ড আনে॥
যাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক।
ফল মূলের ব্যঞ্জন করেন বন্য নানা শাক॥

পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে ।
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জ্জনে ॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস ।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস ॥
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার ।
দুই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে কাষ্ঠ অপার ॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন ।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন ॥
শুন ভট্টাচার্য্য ! আমি গেলেম বহুদেশ ।
বনপথের সুখের সম নাহি লব লেশ ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল ।
বনপথে আনি আমায় বহু সুখ দিল ॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার ।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণ, দেখিব একবার ॥
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন ।
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন ॥
এত ভাবি গৌড়দেশে করিলাম গমন ।
মাতা, গঙ্গা, ভক্ত, দেখি সুখী হৈল মন ॥
ভক্তগণ লয়ে তবে চলিলাম রঙ্গে ।
লক্ষ কোটি লোক তাঁহা হৈল আমা সঙ্গে ॥
সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা ।
তাঁহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা ॥
কৃপার সমুদ্র ! দীন হীনে দয়াময় ।
কৃষ্ণ-কৃপা বিনে কোন সুখ নাহি হয় ॥

ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥
তেঁহো কহেন তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয়॥
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষা যে করিলা॥
অধম কাকেরে কৈলে গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্॥

তথাহি—*

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন॥
এইমত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্ন স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি॥

তং পরমানন্দমাধবং মহানন্দস্বরূপং গোবিন্দদেবং অহং বন্দে। যৎকৃপা যস্য মাধবস্য কৃপা কর্ত্রী মূকং বাক্‌শক্তিরহিতং জনং বাচালং বাচা অলং করোতি বাবদূকং করোতীত্যর্থঃ। এবঞ্চ পঙ্গুং পাদাদিরহিতং গিরিং পর্ব্বতং লঙ্ঘয়তে অনায়াসেন পর্ব্বতোল্লঙ্ঘন-সামর্থ্যযুক্তং করোতীত্যর্থঃ।

আমি সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে বন্দনা করি; যাঁহার কৃপাশক্তি মূককে বাচাল এবং পঙ্গুকেও পর্ব্বত লঙ্ঘন করান।

---

* ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীমদ্ভাগবতস্য [illegible] ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীধরস্বামিবাক্যম্।

সেইকালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হইল তাঁর কিছু বিস্ময় জ্ঞান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল হৈল হৃদয়ে উল্লাস॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভু লঞা গেল বিশ্বেশ্বর দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব চরণে॥
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান॥
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা।
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা॥
মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব্বদাস।
বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারাণসীবাস॥
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন॥
চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা॥

আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে ।
'মায়া' 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ।
ষড়্‌দর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা ।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥
নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন ॥
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন ।
দিন কত রহি তার ভৃত্য দুই জন ॥
মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবে ।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবে ॥
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে ।
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে ॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে ।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে ॥
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে, প্রভু নাহি মানে ।
প্রভু কহে আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণে ॥
এই মত প্রতিদিন করেন বঞ্চন ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া ।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥
এক বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার ।
প্রকাশানন্দ আগে করে চরিত্র তাঁহার ॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে ।
তাঁহার মহিমা প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥

প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধ কাঞ্চনবরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ, কমলনয়ন॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়া তাঁতে, অদ্ভুত কথন॥
তাঁহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়া তাঁহাতে॥
নিরন্তর "কৃষ্ণনাম" জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন॥
জগৎ মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপম॥
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি?
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব-ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তার ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥
যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহনবিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র, মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুইলোক নাশ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি তথা হৈতে উঠি গেল॥
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হঞাছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল।
সেহো তোমার নাম জানে আপনে কহিল॥
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য! চৈতন্য!' করি কহে তিনবার॥
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি মুখ মোর বলে কৃষ্ণ হরি॥
প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ, দুইত সমান॥

নাম, বিগ্রহ স্বরূপ, তিন একরূপ।
তিন ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ রূপ ॥
দেহ, দেহী, নাম, নামী, কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ, বিভেদ ॥

তথাহি—*

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥

তথাহি—†

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

নামৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বাভীষ্টদাতা যতস্তদেব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্য স্বরূপমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য বিশেষণানি চৈতন্যরসেত্যাদীনি। তস্য কৃষ্ণত্বে হেতুঃ অভিন্নত্বাদিতি একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূর্তমিত্যর্থঃ।

সেবোন্মুখে ভগবৎস্বরূপ-তন্নামগ্রহণায় প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ।

নাম এবং নামীর ভেদ না থাকায় চৈতন্য-রসমূর্ত্তি সর্ব্ববিধ শক্তিতে পূর্ণ, মায়া-গন্ধ-বিরহিত এবং নিত্যমুক্ত চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণই নাম-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণনামাদি অর্থাৎ নাম, দেহ এবং লীলা চিদানন্দ-স্বরূপ, সেই

---

* হরিভক্তিবিলাসৈকাদশবিলাসে ঊনসপ্তত্যধিক-দ্বিশতাঙ্কধৃত-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনম্।

† ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ষড়শীতিতমঃ শ্লোকঃ।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥

তথাহি—*

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো২
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া য স্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতো২স্মি॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥

মৃগশরীরং ত্যজতো ভরতস্য বর্ণিতং। নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যাদারং হ
মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহারেতি। তথা গ্রাহগ্রস্তস্য গজেন্দ্রস্য জজাপ পরমং জ
প্রাগ্‌জন্মন্যনুশিক্ষিতমিতি।

শ্রীগুরুং নমস্করোতি—স্বসুখেতি। স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য
তেনৈব ব্যুদস্তঃ অন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথাভূতো২পি অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রুচির
লীলাভিঃ আকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখধৈর্য্যং যস্য সঃ, তত্ত্বদীপকং পরমার্থপ্রকাশং ভাগ
পুরাণং কৃপয়া ব্যতনুত তং নতো২স্মি।

হেতু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয় হন না। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ ভগবৎনামাদি গ্র
প্রবৃত্ত হইলে, নামাদি তাঁহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ এবং যিনি সেইহেতু অন্যত্র ভাবশূন্য হই
শ্রীকৃষ্ণের রুচির-লীলা শ্রবণে অধৈর্য্য হইয়া কৃপাবশতঃ পরমার্থ-প্রকা
কৃষ্ণলীলাময় শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ লোকে প্রচারিত করিয়াছেন। সেই অ
পাপনাশক ব্যাসনন্দন শুকদেবকে আমি প্রণাম করি।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশত্তমঃ শ্লোকঃ।

তথাহি—*

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

এহো সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥

তথাহি—†

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্ক-মিশ্র-তুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাম্।
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ॥

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহাবহির্ম্মুখে॥

স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনান্দাধিক্যমাহ—তস্যেতি। তস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈর্মিশ্রিতা যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ অন্তর্গতঃ সন্ অক্ষররজুষাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি তেষাং সনকাদীনাং চিত্ততম্বোঃ সংক্ষোভং চিত্তেঽতিহর্ষং তনৌ রোমাঞ্চং চকার। অত্র অরবিন্দ-তুলস্যৌ চ তদানীং বনমালাস্থিতে এবোত জ্ঞেয়ং। অস্তু তাবদ্ভগবদাত্মভূতানাং তেষামঙ্গোপাঙ্গানাং তেষু ক্ষোভকারিত্বং তৎসম্বন্ধিনো বায়োরপীতিভাবঃ।

কমলনয়ন ভগবানের চরণার্পিত পদ্মকিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর বায়ু নাসা-রন্ধ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদির চিত্ত এবং তনুতে সম্যক্ ক্ষোভের অর্থাৎ চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চ করিয়াছিল।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ষষ্ঠপরিচ্ছেদে ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশত্তমশ্লোকঃ।

ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাই না বিকায় লঞা যাব ঘরে॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব॥
এতবলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি।
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি॥
(১)সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল।
দূর হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইল॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে মিলিয়া।
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা॥
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈলা বেণীস্নান।
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈলা নৃত্য গান॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া॥
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥
মথুরা চলিতে পথে যথা রহি জায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়॥
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা।
পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥
মথুরা নিকটে আইলা মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হৈঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈঞা॥

১। তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান ।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম ॥
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার ।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া ।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈঞা ॥
দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলী ।
"হরি কৃষ্ণ" কহে দোঁহে দুই বাহু তুলি ॥
মথুরা আইলা কৃষ্ণ, কোলাহল হৈল ।
কেশবসেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥
লোক কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময় ।
এরূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয় ॥
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈঞা ।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লৈঞা ॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ অবতার ।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া ।
তাহারে পুছিল কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥
'আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধব্রাহ্মণ ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন' ॥
বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী ॥
কৃপা করি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা ।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা ॥

গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিও তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয়(১)॥
শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণ বন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্য প্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥
তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজঘরে॥
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্য করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন॥
পুরীগোঁসাঞি তোমার ঠাঞি করিয়াছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ, সেই মোর শিক্ষা(২)॥

১। এক্ষণে উক্ত সেবা গোবর্দ্ধন হইতে 'নাথদ্বারা' নামক স্থানে বিদ্যমান আছেন।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাদ্বারা বৈষ্ণবসাধুদের শিক্ষা দিলেন।

তথাহি—*

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
(১)সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল ॥
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার ॥

লোকসংগ্রহপ্রকারমাহ—যদ্যদিতি। শ্রেষ্ঠো মহত্তমো যৎ কর্ম্ম যথাচরতি ং কর্ম্ম তথৈবেতরঃ কনিষ্ঠোঽপ্যাচরতি। স শ্রেষ্ঠস্তস্মিন্ কর্ম্মণি যচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং কুরুতে মন্যতে লোকঃ কনিষ্ঠোঽপি তদনুযায়ী তদেবানুবর্ত্ততে অনুসরতি। াস্ত্রোপেতং শ্রেষ্ঠাচরণং কল্যাণলিপ্সুনা কনিষ্ঠেন অনুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ তেজস্বিনঃ শ্রেষ্ঠস্য চ যৎ ক্বচিৎ স্বৈরাচরণং ব্যাবৃত্তং। তস্য শ্রেষ্ঠকৃতত্বেঽপি াস্ত্রোপেতত্বাভাবাৎ।

শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, ইতর কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ রেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, ইতর সাধারণলোকে াহারই অনুবর্ত্তী হয়।

১। 'সনোরিয়া'—সনাঢ্য—তপস্যাঢ্য। কালপ্রভাবে এই ব্রাহ্মণ-কুল র্য্যাহীন হইয়া অভোজ্যান্ন হইয়া পড়ে। পরে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কৃপা-াভের পর হইতে ইহারা পূজ্য হইয়াছেন।

---

* শ্রীভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে একবিংশতিশ্লোকঃ।

মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন॥
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম॥
ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধুব্যবহার।
পুরী গোঁসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্মসার॥

তথাহি—*

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল॥
লক্ষসংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিলা দরশন॥

তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ কেবলং বাদানুবাদরূপঃ শ্রুতয়ো বেদাদয়ো বিভিন্না বিরুদ্ধবাদিন্যঃ। অসৌ ঋষির্ন স্যাৎ যস্য ভিন্নমতং ন ভবেৎ। অতএব ধর্ম্মস্য তত্ত্বং যাথার্থ্যং গুহায়াং গুহাসদৃশনিভৃতস্থানে নিহিতং স্থাপিতং সর্ব্বৈরবিজ্ঞাতমিত্যর্থঃ যেন পথা মহাজনঃ ধর্ম্মাচার্য্যাঃ গতঃ স এব পন্থাঃ সাধুমার্গঃ আশ্রয়ণীয় ইতি শেষঃ।

তর্কদ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না, শ্রুতিসকল ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহাদের মত পরস্পর বিভিন্ন নহে, এতাদৃশ ঋষিই নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব নিভৃত স্থানে নিহিত আছে, অতএব মহাজন সকল যে পথে বিচরণ করেন, সেই পথই আশ্রয়ণীয়।

---

* একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশীপ্রকরণে ধৃতহিমাদ্রিনিবন্ধীয়ব্যাসবচনম্।

বাহু তুলি বলে প্রভু 'বোল হরি হরি' ।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি ॥
যমুনার চব্বিশঘাটে প্রভু কৈল স্নান ।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর ।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখেন সকল ॥
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল ।
সেই ব্রাহ্মণে প্রভু নিজসঙ্গে লৈল ॥
মধুবন, তালবন, কুমুদ, বহুলা ।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
পথে গাভীঘটা চরে, প্রভুকে দেখিয়া ।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া ॥
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে ॥
সুস্থ হয়ে প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডুয়ন ।
প্রভু সঙ্গ নাহি ছাড়ে চলে ধেনুগণ ॥
কষ্টে সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল ।
প্রভু কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগপাল ॥
মৃগ মৃগী মুখ দেখি প্রভু অঙ্গ চাটে ।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে(১) বাটে ॥
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায় ।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায় ॥

১। "বাটে"—পথে।

প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ।
অঙ্কুর পুলক, মধু অশ্রু বরিষণ॥
ফুল ফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম।
আনন্দিত বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ॥
তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সবা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥
প্রতিবৃক্ষ লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্প আদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণবোল' 'কৃষ্ণবোল' বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন ক্রন্দন।
মৃগের পুলক অঙ্গ, অশ্রু নয়ন॥
বৃক্ষডালে শুক শারী দিল দরশন॥
তা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥
শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে॥

তথাহি— *

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলারমাস্তম্ভিনী

অস্মাদৃশাং স্বামী জগন্মোহনঃ কৃষ্ণঃ শ্রিয়ং অবতু। কীদৃশঃ? বিশ্বজনান

---

* শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে [illegible]ত্রিংশশ্লোকঃ।

বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পরে পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মাদৃশাং
বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥

শুক বাক্য শুনি শারী করে রাধিকা বর্ণন॥

তথাহি—*

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎকবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী॥

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন॥

বিশ্বজনায় হিতা কীর্ত্তির্যস্য সঃ। অত্র হিতার্থে ঈনঃ। যস্য সৌন্দর্য্যং ললনালেঃ ধৈর্য্যং দলতীতি ধৈর্য্যদলনং। লীলা রমায়া লক্ষ্যাঃ স্তম্ভিনী বিস্ময়াদিনা স্তম্ভকারিণী। বীর্য্যং কন্দুকিতঃ কন্দুকীকৃতঃ অদ্রিবর্য্যো গোবর্দ্ধনো যেন তৎ। গুণাঃ পরার্দ্ধতোঽপ্যধিকাঃ অমলাশ্চ। শীলং সর্ব্বজনান্ অনুরঞ্জয়তি সুখয়তীতি তৎ

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা প্রেমা। "প্রেমা না প্রিয়তা হার্দ্দং প্রেমস্নেহ"ইত্যমরঃ। স্বরূপতাসৌন্দর্য্যং। সুশীলতা সুস্বভাবঃ। নর্ত্তনে গানেচ চাতুরী চতুরত্বং। গুণশ্রেণীরূপা সম্পৎ কবিতাচ পাণ্ডিত্যং চ রাজতে। কীদৃশী সতী। জগন্মনোমোহনঃ কৃষ্ণঃ তস্য চিত্তমোহিনী।

যাঁহার সৌন্দর্য্য ললনাগণের ধৈর্য্য দলন করে, যাঁহার লীলা বৈকুণ্ঠাধীশ্বরী লক্ষ্মীকে স্তম্ভিত করে, যাঁহার প্রভাব পর্ব্বতরাজ গোবর্দ্ধনকে কন্দুকিত করিয়াছে। অহো! যাঁহার স্বভাব সর্ব্বজনানুরঞ্জন এবং যাঁহার কীর্ত্তি বিশ্বজনের হিতকারী, সেই আমাদের প্রভু জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্ব রক্ষা করুন।

হে শুক! আমাদিগের শ্রীরাধিকার প্রিয়তা, স্বরূপতা, সুশীলতা, নৃত্য গীতে চাতুরী, গুণশ্রেণী সম্পৎ ও কবিতা তোমাদিগের জগন্মনোমোহন কৃষ্ণের চিত্তমোহিনী হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে।

---

* শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে অষ্টাদশসর্গে শুকং প্রতি শারিকাবাক্যম্।

তথাহি—*

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স শারিকে ! ।
বিহারী ব্রজনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥

পুনঃ শারী কহে শুকে কার পরিহাস।

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং সদনমোহিতঃ ॥

এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় প্রেমোল্লাস।
শুক শারী উড়ি পুনঃ গেলা বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥

হে শারিকে ! মদনমোহনো জীয়াৎ। কিম্ভূতঃ ? বংশীধারী, পুনঃ কিম্ভূতঃ জগন্নারীচিত্তহারী, পুনঃ কিম্ভূতঃ ? গোপীনারীভিঃ সহ বিহারী বিশেষণত্রয়েণ ক্রমে বেণুরূপলীলানাং মাধুর্য্যমুক্তম্ ।

শ্রীকৃষ্ণস্য মদনমোহনত্বং রাধাসঙ্গপ্রভাবেনেত্যাহ—সঙ্গে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইতিশেষঃ । যদা রাধা ভাতি তদা মদনমোহনঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতিশেষঃ। অন্যথা রা সঙ্গাভাবে বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনেন মোহিতঃ। ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিক নঙ্গবাণ-ব্রণখিন্ন-মানস ইতি শ্রীজয়দেবোক্তেঃ ।

হে শারিকে ! বেণূবাদ্যপরায়ণ ও জগন্নারী মনোহারী এবং গোপনারীগণে সহিত বিহারী মদনমোহনের জয় হউক।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধা যখন বিরাজিত হন তখনই মদনমোহন। আ যখন শ্রীরাধা ব্যতীত কৃষ্ণ একাকী থাকেন, তখন ভুবনমোহন হইলেও মদ কর্ত্তৃক মোহিত হন।

---

* শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য শ্লোকদ্বয়ম্ ।

প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ॥
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভুর কর্ণে "কৃষ্ণনাম" করে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি॥
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল বোল' করি উঠে করেন নর্ত্তন॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়॥
প্রভুর প্রেমাবেশে দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভু-রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ॥
সহস্রগুণ বাড়ে মথুরা দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেমবাড়ে ভ্রমে যবে বনে॥
অন্যদেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবননামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বারবন।
একত্র লিখিল, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন॥

বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার।
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার॥
তবু লিখিবারে নারে তার একক্ষণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্-দরশন॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৭৯॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌর-ভক্ত-বৃন্দ!
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
(১)আরিটগ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে ॥
আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোকস্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান ॥
দেখি সব গ্রাম্যলোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন।

শ্রীগৌরাঙ্গো বৃন্দাবনে স্বাবলোকনৈঃ স্বদর্শনদানৈঃ স্থিরচরান্ স্থাবরজঙ্গমান্ নন্দয়ন্ তদালোকাৎ তেষাং দর্শনাৎ আত্মানঞ্চ আনন্দয়ন্ পরিতঃ সর্ব্বত্র অভ্রমৎ বভ্রাম ইত্যর্থঃ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বদর্শনদ্বারা স্থাবরজঙ্গমদিগকে আনন্দিত করিয়া এবং স্বয়ং স্থাবরজঙ্গমদিগের দর্শনে আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

১। "আরিটগ্রামে"—এক্ষণে রাধাকুণ্ডনামে যে গ্রাম আছে, পূর্ব্বে তাহাকে আরিটগ্রাম কহিত।

সব গোপী হইতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী ।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী ॥

তথাহি—*

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ।
জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে ॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান ।
তারে রাধা সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান ॥
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা মধুরিমা ।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥

তথাহি—†

শ্রীরাধেব হরে স্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈঃ
যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি ।
প্রেমাস্মিন্ বত ! রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ,
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥

হরেঃ শ্রীরাধা ইব তদীয়সরসী রাধাসরসী প্রেষ্ঠা । যস্যাং সরস্যাং শ্রীকৃ
চন্দ্রঃ অনিশং প্রত্যহং । তয়া রাধয়া সহ প্রেম্ণা ক্রীড়তি । যস্যাং সর
সকৃৎ একবারমপি স্নানকৃজ্জনঃ অস্মিন্ কৃষ্ণে রাধিকেব প্রেম লভতে । তত্তস্যাঃ

স্বীয় অসাধারণ সর্ব্বজনচমৎকারী গুণহেতু শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধার ন্য
শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রেষ্ঠা। যে সরোবরে ব্রজের পূর্ণচন্দ্র মাধব প্রিয়ত
শ্রীরাধার সহিত নিরন্তর কেলি করিয়া থাকেন এবং যে ব্যক্তি উহাতে একব

---

* লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে একচত্বারিংশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবচনম্ ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
† শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সপ্তমসর্গে ব্যধিকশততমশ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যম্।

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য সেই মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল॥
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃ-সরোবরে।
গোবর্দ্ধন দেখি তাঁহা হইলা বিহ্বলে॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবৎ।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম॥
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
লোক সব দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভুর প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈল॥
সে রাত্রে রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে॥

...হিমা মধুরিমা চ ক্ষিতৌ কেন বর্ণ্যোঽস্তু। "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ ...ণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা" ইতি প্রমাণাৎ।

...ত্র স্নান করেন, তিনি শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লাভ করেন, অতএব ...শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা ক্ষিতিতলে কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়?।

গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপালদেবের দরশন কেমনে পাইব?
এত মনে করি প্রভু মৌন ধরি রহিলা।
জানি গোপাল ম্লেচ্ছভয় ভঙ্গী উঠাইলা॥

তথাহি—*

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ॥

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥
এক জন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল॥
আজি রাত্রে পালাও গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কালযবন॥

শ্রীকৃষ্ণো গোপালদেবো গিরেগোবর্দ্ধনাদবরুহ্য ভূমাববতীর্য্য শৈলং গোব
অনারুরুক্ষবে আরোঢ়ুমনিচ্ছবে যতো ভক্তাভিমানিনে তদানীং প্রকাশভে
ভক্ততয়াত্মানং মন্যমানায় গৌরায় রাধাকান্ত্যাচ্ছাদিতশ্যামকান্তয়ে স্বস্মৈ আ
স্বমাত্মানমদর্শয়ৎ। প্রকাশভেদেনাভিমানভেদো জ্ঞেয়ঃ; যথাহি—অপ্রকটপ্রকা
রাধাদিভিঃ সদা সংযোগে সত্যপি প্রকটপ্রকাশে কদাচিদ্বিরহভানং; তথা
স্বরূপসংপ্রাপ্তেঽপি কদাচিৎ প্রকাশবিশেষেণ ভক্তাভিমানোঽপি সম্ভবতী
সুধীভির্মন্তব্যমিতি।

গোপালদেব গোবর্দ্ধন হইতে অবতরণ করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করি
অনিচ্ছুক ভক্তাভিমানী গৌরাঙ্গদেবকে স্বদর্শন দান করিয়াছিলেন।

---

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থকারস্য বাক্যম্।

শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি গ্রামে থুইল॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানস-গঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥

তথাহি— *

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রাম-কৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ।

অয়মিতি, তদানীং শ্রীগোবর্দ্ধনাস্তিক এব তাসাং নিবাসেন সাক্ষাদঙ্গুল্যা দর্শনাৎ। অদ্রির্গোবর্দ্ধনঃ। জগতোঽশেষং পাপং দুঃখং চিত্তঞ্চ যথাযথং হরতীতি হরিস্তদধিষ্ঠাতা দেবঃ শাস্ত্রে লোকেচ প্রসিদ্ধঃ। তৎস্বভাবকেষু তস্য দাসেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ। তদ্বর্য্যত্বমেব ফলাভিব্যক্তিদ্বারা দর্শয়ন্তি—যদ্রামেতি। যৎ যস্মাৎ রামকৃষ্ণয়োশ্চরণস্পর্শেণ প্রকৃষ্টো মোদো হর্ষঃ রোমাঞ্চস্বেদাশ্রুদিস্বরূপতৃণাদ্যুদ্গমার্দ্রতা জলবিন্দুস্রাবাদিলক্ষণো যস্য সঃ। মন্মানং তনোতীতি সর্ব্বৈরন্যৈরপি ক্রিয়মাণং মানময়ং বিস্তারেণ করোতীত্যর্থঃ। পানীয়ানি পেয়ানি জলমধ্বাদীনি সূযবসানি

হে অবলাগণ! এই অদ্রি অর্থাৎ গোবর্দ্ধন হরিদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়েঽষ্টাদশঃ শ্লোকঃ।

মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয় সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥

গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান।
তাঁহাই শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলি গ্রাম ॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে, হৈল দিন শেষ ॥

কোমলানি পুষ্টিবর্দ্ধনানি দুগ্ধসম্পাদকানি। দীর্ঘত্বমার্ষং ছন্দোঽনুরোধাৎ। যৎ পানীয়ং সুবতে ক্ষরন্তি পানীয়সুবো নির্ঝরাঃ। ভূ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। উপবেশঃ স্বর্থং সুন্দরস্থানমিত্যর্থঃ। কন্দরা গুহাঃ। তৈশ্চ তত্রত্য-রত্নপর্য্যঙ্কপীঠপ্রদীপ দর্শাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যাঃ যথাসম্ভবঞ্চ তৈস্তেষাং মানো জ্ঞেয়ঃ। হে অবলা ইতি ত যুষ্মাকং শক্ত্যভাবেন তাদৃশসেবাভাগ্যং ন ঘটেতেত্যস্যোবত ভাগ্যবৈভবমিতিভাবঃ অত্রচ অক্ষণ্বতামিতিবদবহিত্থায়ামপ্যর্থান্তরব্যক্তির্যথা। রামো নীলচারুসিং ত্রিষিত্যমরকোষাৎ। রামো রমণীয়ো যঃ কৃষ্ণস্তস্য চরণয়োঃ স্পর্শেন প্রমোদো যস্য সঃ তয়োশ্চরণয়োঃ। যদ্বা, তাদৃশকৃষ্ণচরণয়োঃ স্পর্শপ্রমোদো যস্মা স্বস্বরূপ-শৈত্যাদি-গুণকত্বেন স্বশিলানাং বিধানাৎ। যদ্বা, রাসক্রীড়ারূপং যৎ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণং আচরণং তস্য স্পর্শনেন দানেন প্রমোদো যস্য সঃ। বিশ্রাণনং বিতরণং স্পর্শনমিত্যমরঃ। সর্ব্বদা তৎক্রীড়াসম্পাদনোৎসুক ইত্যর্থঃ। যদ্বা, তেন প্রমোদয়তি তমস্মান্ জগচ্চেতি তথা সঃ। যদ্বা, তাদৃশকৃষ্ণচরণয়োরিব স্পর্শপ্রমোদো যস্য এতৎস্পর্শনেন তৎস্পর্শনানন্দস্যৈব সিদ্ধেঃ। নিরন্তরবিচিত্র-প্রেমবিহারশ্রেণিভিস্তচ্চরণস্পর্শঃ তস্যো৩ :বক্তব্যো তয়োশ্চরণয়োরিত্যাদরেণ।

রামকৃষ্ণ চরণস্পর্শে হৃষ্ট হইয়া উত্তম জল, কোমল তৃণ, উপবেশনাদির নিমিত্ত গুহা, কন্দ এবং মূলদ্বারা গোগণ এবং বৎসগণের সহিত রামকৃষ্ণের পূজা সম্পাদন করিতেছেন।

তথাহি—*

বাম স্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥

এইমত তিনদিন গোপাল দেখিলা ।
চতুর্থদিবসে গোপাল মন্দিরে আইলা ॥
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি ।
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে "হরি হরি" ॥
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে ।
প্রভুর বাঞ্ছাপূর্ণ সব করিল গোপালে ॥
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব ।
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব(১) ॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে ।
কোন ছলে গোপাল উতরে আপনে ॥
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে ।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে ॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন ।
এইরূপে তাঁ সবারে দিয়াছেন দর্শন ॥

তামরসাক্ষস্য পদ্মলোচনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স প্রসিদ্ধো বামভুজদণ্ডো বো যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। তাং প্রসিদ্ধিমেব ব্যনক্তি—যেনেতি। যেন ভুজদণ্ডেন গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ক্রীড়াকন্দুকতাং নীতঃ প্রাপ্তঃ।

যিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে কন্দুকবৎ ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছেন, পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণের সেই বাম বাহুদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

১। 'ভাব'—ভক্তিবিশেষ।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ষড়্বিংশশ্লোকঃ।

বৃদ্ধকালে রূপ গোঁসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছ ভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
এক মাস রহিল বিট্ঠলেশ্বর (১) ঘরে॥
তবে রূপ গোঁসাঞি সব নিজগণ লঞা।
একমাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা॥
সঙ্গে গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ।
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোঁসাঞি লোকনাথ॥
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর শ্রীজীব গোঁসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোঁসাঞি॥
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব দুই জন।
শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ॥
গোবিন্দ ভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস॥
এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহুরঙ্গে॥
একমাস রহি গোপাল গেল নিজ স্থানে।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপালু আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে॥
প্রভু গমন রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল॥

১। 'বিট্ঠলেশ্বর'—শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র।

তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইল বিহ্বল॥
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া॥
কিছু দেব মূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে।
লোক কহে, মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥
দুই দিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক খোঁড়া শিশু ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া॥
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা।
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদিরবন আইলা॥
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোঁসাঞি॥

তথাহি—*

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১০৩ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর বন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লোহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন॥
যমলার্জ্জুন ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্র ঘরে॥
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিল আসিয়া॥
আর দিনে আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালিয়হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন॥
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কেশীতীর্থে আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায়॥
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলী তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলা কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবনশোভা দেখে যমুনার নীর॥

তেঁতুলী তলাতে বসি করে নাম সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করিয়া করে অক্রূরে ভোজন।
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
লোক ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম সংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে॥
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবারে উপদেশ করে নাম সংকীর্ত্তন॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনা পারে গ্রাম॥
কেশি স্নান করি তিঁহ কালিদহ যাইতে।
আমলি তলায় গোঁসাই দেখে আচম্বিতে॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুকে করেন নমস্কার।
প্রভু কহে 'কে তুমি! কাঁহা তোমার ঘর'?
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর॥
রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয় হই বৈষ্ণব কিঙ্কর॥
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইনু॥
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত নাচে সেই বলে হরি হরি॥
প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর তীর্থে আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা॥

প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥
'বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল'।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল॥
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে॥
প্রভু দেখি করে লোক চরণ বন্দন।
প্রভু কহে 'কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন'?
লোক কহে 'কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালিয় শিরে নৃত্য করে ফণিরত্ন জ্বলে॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়'।
শুনি হাসি কহে প্রভু 'সব সত্য হয়'॥
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইলুঁ দরশন॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিলা।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইলা॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজ জ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্য ভ্রম॥
ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে।
'আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ দরশনে'॥
তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
'মূর্খ বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া॥
কৃষ্ণ কেন দরশন দিবেন কলিকালে?
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥

বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণ দরশন করিহ কালি রাত্রে যাঞা॥
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাঁহারে পুছিলা॥
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া॥
দূর হইতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন॥
নৌকাতে কালিয় জ্ঞান দীপে রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয়॥
কিন্তু কাঁহা কৃষ্ণ দেখে কাঁহা ভ্রমে মানে।
(১)স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে॥
প্রভু কহে কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন।
লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ॥
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার॥
প্রভু কহে বিষ্ণু! বিষ্ণু! ইহা না কহিও।
জীবাধমে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিও॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥

১। 'স্থাণু'—শাখাপল্লবহীন বৃক্ষ, মূঢ়লোক তাহাতে যেমন পুরুষজ্ঞান এইরূপ জালিয়াকে লোকে কৃষ্ণজ্ঞান করিতেছে।

জীব ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

তথাহি—*

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বরের সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥

তথাহি—¶

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

জীবেশ্বরলক্ষণমাহ—হ্লাদিন্যা আনন্দরূপয়া সংবিদা জ্ঞানরূপয়াচ আশ্লিষ্ট আলিঙ্গিতঃ সচ্চাসাবানন্দশ্চেতি সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যয়া অজ্ঞানরূপয়া বহিরঙ্গশক্ত্যা সংবৃতঃ সম্যক্ আবৃতঃ অতঃ সংক্লেশনিক[illegible] আকরঃ উৎপত্তিস্থানং জীবঃ।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈর্দেবৈঃ সমত্বেন নারায়ণো ব্রহ্মণা রু[illegible] বা সম ইত্যাদি প্রকারেণ বীক্ষেত; নতু ব্রহ্মা বা রুদ্রো নারায়ণেন সম ইত্যাদির[illegible] ভক্তানাং তেষাং শ্রীভগবত্তুল্যত্বাৎ। স পাষণ্ডী সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতো ধ্রুবং ভবেৎ

হ্লাদিনী ও সংবিৎ শক্তি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বর। অজ্ঞানে আবৃত বিবিধ ক্লেশের আকর জীব।

যেজন ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সহিত শ্রীনারায়ণে সমান দে[illegible] অর্থাৎ নারায়ণদেব ব্রহ্মা বা রুদ্রের সহিত সমান এ প্রকার অনুভব ক[illegible] সেই জন নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হইবে।

---

* ভগবৎসন্দর্ভে ধৃতং সর্ব্বজ্ঞসূক্তেঃ।

¶ হরিভক্তিবিলাসস্য প্রথমবিলাসে [illegible]ধৃতং বৈষ্ণবতন্ত্রম্।

লোক কহে তোমাতে কভু নহে জীবমতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি॥
আকৃতে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি তবু না লুকায়।
ঈশ্বর স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণ প্রেমে জগত পাগল॥
স্ত্রী, বাল, বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল, যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন॥
কৃষ্ণ নাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত॥
দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমার শুনে।
সেও কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে(১) ত্রিভুবনে॥
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥

তথাহি—*

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎপ্রহ্বণাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুন স্তে ভগবন্ন্ দর্শনাৎ॥

১। 'তারে'—নিস্তার করে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ১৬ পরিচ্ছেদে ৪৬৮ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

এই মত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ।
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
প্রেমে মত্ত হঞা লোক নিজ ঘরে গেলা॥
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা।
এইমত কত দিন অক্রূর রহিলা॥
মাধব-পুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ।
মথুরার ঘরে ঘরে করান্ নিমন্ত্রণ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ॥
একদিনে দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ দিতে॥
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া॥
একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে॥

দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া।
আজি আমি আছিলাম উঠাইলু প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে॥
লোকের সঙ্ঘট্ট আর নিমন্ত্রণ জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে॥
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভু লয়ে যাই।
গঙ্গাতীর পথে যাই তবে সুখ পাই॥
(১)সোরা ক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান॥
মাঘমাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগ স্নান কত দিনে পাইয়ে॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
মকরে পৌঁছাহ প্রয়াগে করহ সূচন॥
গঙ্গাতীর পথে সুখ জানাইও তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি(২)।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি॥

১। 'সোরাক্ষেত্রে'—শ্রীব্রজমণ্ডলের পূর্ব্বে বাদাও জেলায়।
২। 'গড়বড়ি'—গণ্ডগোল।

প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায়
তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥
তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকর স্নান পাই ॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি ॥
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন ॥
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন!
যে তোমার ইচ্ছা আমি তাহাই করিব।
যাঁহা লঞা যাও তুমি তাহাই যাইব ॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল ॥
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন ॥
এতবলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া ॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুই জন ॥
যাইতে এক বৃক্ষ তলে প্রভু সবা লঞা।
বসিলা সবার পথশ্রান্তি দেখিয়া ॥
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাবীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লাসিত মন ॥

আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল ।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা ।
মুখে ফেনা পড়ে নাশায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা ॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার(১) দশ আইলা ।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোঁড়া হৈতে উত্তরিলা ॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার ।
এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া ।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞা ॥
তবে সেই পাঠান পঞ্চ জনেরে বান্ধিল ।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল ॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড় ।
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড় ॥
বিপ্র কহে পাঠান তোমার পাতসার দোহাই ।
চল তুমি আমি সিকদার পাশ যাই ॥
এই যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ ।
পাতসার আগে আমার আছে শতজন ॥
এই যতি ব্যাধে কভু হয়ে ত মূর্চ্ছিত ।
অবহি চেতন পাব হইব সম্বিত ॥
ক্ষণেক ইঁহা বৈস বান্ধি রাখহ সবারে ।
ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে ॥

১। 'আসোয়ার'—অশ্বারোহী ।

পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা দুই জন॥
গৌড়িয়া ঠগ এই কাঁপে তিন জন॥
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুড়কী আছে দুই শত কামানে॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটী লবে তোমা সবে মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার॥
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চৈতন্য পাইল।
হুঙ্কার করিয়া উঠি বলে 'হরি হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধ বাহু করি॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেল ধার॥
ভয় পাইয়া ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চজন।
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন॥
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি প্রভুর বাহ্য হইল॥
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু আগে কহে এই ঠগ পাঁচজন॥
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া॥
প্রভু কহেন ঠগ নহে মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥

মৃগী ব্যাধিত মুই কভু হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন॥
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে সেই লোক কহে পীর॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারই শাস্ত্র যুক্তে প্রভু করিল খণ্ডন॥
যেই যেই কহে প্রভু সকলই খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল॥
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্র স্থাপে নির্ব্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিঁহ শ্যামকলেবর॥
সচ্চিদানন্দ দেহ, পূর্ণব্রহ্ম রূপ।
সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগ, নিত্য সর্ব্বাদি স্বরূপ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তিঁহো সমাশ্রয়॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ॥
তাঁর সেবা বিনে জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার॥
মোক্ষাদি আনন্দ হয় যার এক কণ।
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন॥

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সকল খণ্ডিয়া স্থাপে ঈশ্বর সেবন॥
তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্র জ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধিমধ্যে পর বলবান্‌॥
নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া॥
ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয়॥
নির্ব্বিশেষ গোঁসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান।
সাকার গোঁসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান॥
সেইত গোঁসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুই অযোগ্য পামর॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
"আমি বড় জ্ঞানী" এই গেল অভিমান॥
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥
প্রভু কহে উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে॥
'কৃষ্ণ কহ। কৃষ্ণ কহ। কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ॥
'রাম দাস' বলি প্রভু কৈল তার নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান॥

অল্প বয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেহ মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥
তা সবারে কৃপা করি প্রভুত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হইল তাঁর পরম মহত্ত্ব॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য॥
সোরা ক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগ পয়ান॥
সেই বিপ্রে কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা॥
প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব॥
ম্লেচ্ছ দেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা
সেই দুই জন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা॥
যেই যেই জন প্রভুর পাইল দর্শন।
সেই প্রেমে মত্ত, করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥

তার সঙ্গে অন্য অন্য, তার সঙ্গে আন্।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেইমত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইল ॥
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা ॥
বৃন্দাবন গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্র বদন যাঁর নাহি পায় অন্ত ॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্রজীব হঞা ?
দিগ দরশন কৈল সূত্র করিয়া ॥
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ! ইহা সত্য করি মান ॥
যেই তর্ক করে ইহায় সেই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবনদর্শন-
বিলাসো নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীমহাপ্রভু আইটোটার বিশ্রামকালীন মহারাজা প্রতাপ রুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদসম্বাহন করিতেছেন।

ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বৃন্দাবনীয়রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ।
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে॥
দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥

স অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়মিত্যাদিনা উজ্জ্বলভক্তিসমর্পণপ্রয়োজনকাবতারতয়া প্রসিদ্ধঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ রূপে জগদ্‌গুরুবংশজকর্ণাটমহীমহেন্দ্রবংশজে রূপাভিধপরমভাগবত-ব্রাহ্মণবরে নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য কালেন লুপ্তাং বৃন্দাবনীয়াং বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীং রসকেলিবার্ত্তাং পুনঃ ব্যতনোৎ বিশেষেণ বিস্তারয়ামাস। যথা স এব প্রাক্‌-কল্পাদৌ বিধৌ ব্রহ্মণি নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য লোকসৃষ্টিং ব্যতনোৎ তথা অত্রায়ং বিবেকঃ, প্রাকৃতলোকসৃষ্টৌ ব্রহ্মণি প্রাকৃতশক্তিসঞ্চারঃ অপ্রাকৃতবৃন্দাবনীয়-রসকেলিবার্ত্তাবিস্তারে শ্রীরূপে অপ্রাকৃতশক্তিসঞ্চারঃ।

কল্পের আদিতে যেমন ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উৎকণ্ঠিত হইয়া, শ্রীরূপগোস্বামীতে নিজশক্তি সঞ্চার করতঃ পুনর্ব্বার বৃন্দাবনের রসকেলি-বার্ত্তা সর্ব্বত্র বিস্তারিত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ॥
শ্রীরূপ গোঁসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে॥
দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদি ঘরে॥
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ গোঁসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুই জন।
প্রভু বৃন্দাবনে যবে করিবেন গমন॥
শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার॥
এথা সনাতন গোঁসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা ।
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া ॥
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন ।
আচম্বিতে গোঁসাঞি সভাতে কৈল আগমন ॥
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা ।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা ॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল ।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল ॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা ।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম ।
আর এক জন দিয়া কর সমাধান ॥
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার ।
(১) তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার ॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ ॥

১। লঘুতোষণী শেষে শ্রীজীব গোস্বামী যে আপনাদিগের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় সনাতন, রূপ ও শ্রীবল্লভ ব্যতীত কুমারদেবের আরও পুত্র ছিলেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভাজন নহেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। এখানে যাহাকে বড়ভাই বলিলেন তিনি তাঁহার মধ্যে এক জন।

সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা॥
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতন কহে তুমি চল তুমি মোর সাতে॥
তিঁহো কহেন যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥
তবে তাঁরে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন॥
তবে সেই দুই চর রূপ ঠাঁই আইলা।
বৃন্দাবনে চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঁঞি।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য গোঁসাঞি॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে॥
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম বিমোচনে॥
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন॥
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোঁসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব॥
তাঁরে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হৈলা॥

ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশে হৈল মাধব দর্শনে॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে 'বল হরি হরি'॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোক চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্রসনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়॥
বিপ্র গৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার॥
শ্রীরূপে দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ! উঠ! রূপ আইস বলিলা বচন॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হইতে তোমা কাড়িল দুই জন॥
প্রভু চলিয়াছেন মাধব দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে॥

তথাহি—*

নমোঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥

এই শ্লোক পড়ি দুঁহারে কৈল আলিঙ্গন ।
কৃপাতে দুঁহার মাথায় ধরিল চরণ ॥
প্রভুকৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি ।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি ॥

তথাহি—§

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

চতুর্ব্বেদী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোঽপি বিপ্রো ন মদ্ভক্তশ্চেৎ তর্হি ন মে প্রি শ্বপচোঽপি মদ্ভক্তশ্চেৎ তর্হি মম প্রিয় ইত্যর্থঃ। তস্মৈ তাদৃশশ্বপচায় দে দানং কুর্য্যাৎ উত্তমপাত্রত্বাৎ, ততো তাদৃশশ্বপচাৎ গ্রাহ্যং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ ত প্রতিগ্রহে দোষাভাবাৎ। সচ অহমিব পূজ্যঃ নতু হীনজাতিবরমিতি বুদ্ধ্যা মন্যেতেতিভাবঃ ।

মহাবদান্যায় মহাদানশীলায় তে তুভ্যং নমঃ, কিম্ভূতায় ? কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় কৃষ্ণ চৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে গৌরকান্তয়ে কৃষ্ণায় নমঃ ।

ভগবান্ কহিতেছেন, চতুর্ব্বেদাভ্যাসযুক্ত বিপ্র যদি আমার ভক্ত না হ সে আমার প্রিয় নহে, কিন্তু চণ্ডাল আমার ভক্ত হইলে প্রিয়। তাদৃশ আমা ভক্ত চণ্ডালকে সৎপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিবে এবং তাহার নিক প্রতিগ্রহ করিবে ।

কৃষ্ণপ্রেমদানকারী মহাবদান্য গৌরকান্তি কৃষ্ণস্বরূপ তোমাকে আমি নমস্কার করি ।

---

* হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একনবত্যঙ্কধৃতং ইতিহাসসমুচ্চয়োক্ত- ভগবদ্বাক্যম্ ।

§ শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যম্ ।

তথাহি—*

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহহম্
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
সনাতনের বার্ত্তা কহ তাঁহারে পুছিলা॥
শ্রীরূপ কহেন তিঁহো বন্দী রাজ ঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবেন উদ্ধারে॥
প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সবে হইবে মিলন॥
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপ গোঁসাঞি সেই দিবস তথাই রহিলা॥
ভট্টাচার্য্য দুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদ পাত্র দুই ভাই পাইল॥

যঃ কৃপালুঃ অজ্ঞানমত্তং অসাবধানং ভুবনং উল্লাঘয়ন্ স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া করণভূতয়া প্রেমানন্দাবেশেন বিষয়ান্তরানুসন্ধানরহিতং অকরোৎ কৃতবান্, অমুং অদ্ভুতেহং অদ্ভুতচেষ্টিতং উন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্য ইত্যাদি পরমপুরুষার্থ-প্রদাতারং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং অহং প্রপদ্যে প্রপন্নোঽস্মি।

যে পরম দয়ালু জীবগণের সংসার রোগ শান্তি করতঃ স্বীয় প্রেম-সম্পত্তিরূপ সুধা দ্বারা প্রমত্ত করিয়াছেন, আমি সেই আশ্চর্য্য ক্রিয়াশীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণ লইলাম।

---

* শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথমসর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যম্।

ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাঁসা ঘর স্থান।
দুই ভাই বাঁসা কৈল প্রভু সন্নিধান॥
সে কালে বল্লভ ভট্ট রহে আম্বুলী গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে॥
দণ্ডবৎ কৈল তিঁহো প্রভু আলিঙ্গিল।
দুই জনে কৃষ্ণকথা কতক্ষণ হৈল॥
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল॥
অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ ভট্টের মন॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁরে মিলাইল॥
দূর হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হঞা॥
ভট্ট মিলিবারে যায় দোঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ॥
ইহা না স্পর্শিও ইঁহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥
দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি॥
দোহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এ দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম॥

তথাহি—*

অহোবত ! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

শুনি মহাপ্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

তথাহি—‡

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥

তথাহি—§

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

সদ্ভক্তিরেব দীপ্তাগ্নিঃ তেন দগ্ধং দুর্জ্জাতিরূপকল্মষং যস্য তথাভূতঃ শ্বপচো চাণ্ডালবিশেষোঽপি শুচিঃ পরমশুদ্ধঃ, যতঃ বুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ শ্লাঘ্যঃ প্রশংসাদিনা মাননীয়ঃ। বেদজ্ঞঃ জনশ্চেৎ নাস্তিকঃ ভক্তিহীনঃ, তর্হি স অশুচিঃ পণ্ডিতৈ- রশ্লাঘ্যঃ।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জনস্য জাতিঃ ব্রাহ্মণত্বাদিকং, শাস্ত্রং স্বাধ্যায়ঃ, জপঃ পুরশ্চর-

---

সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি দ্বারা যাহার দুর্জ্জাতিরূপ পাপ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এতাদৃশ শ্বপচ শুচি ও পণ্ডিতগণের মাননীয়, কিন্তু নাস্তিক অর্থাৎ ভক্তিহীন বেদজ্ঞ ব্যক্তি অশুচি ও পণ্ডিতের শ্লাঘ্য নহে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যম্।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ১১ পরিচ্ছেদে ৩৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশঃ শ্লোকঃ।

§ হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে একাদশঃ শ্লোকঃ।

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তি সার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার ॥
স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া ॥
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল কাঁপ ॥
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভু উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিলা নৌকা ঝলকে ভরে জল ॥
যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ ॥
দেশ পাত্র দেখি প্রভু যবে ধৈর্য্য হৈলা।
আয়ুলীর ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিলা ॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গে লইয়া ॥
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনি করিল প্রভুর পাদ প্রক্ষালন ॥

পাদিরূপং, তপঃ পঞ্চতপাদিকং, অপ্রাণস্য প্রাণহীনস্য দেহস্য মণ্ডনং অলঙ্কার ই
লোকরঞ্জনং নত্বর্থসাধনমিতিভাবঃ।

ভগবদ্ভক্তিহীন জনের জাতি, স্বাধ্যায়, পুরশ্চরণ, পঞ্চতপাদি তপস্যা, প্রাণহী
দেহের অলঙ্কারের ন্যায় লোকরঞ্জন মাত্র।

সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈলা।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইলা॥
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে॥
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেয়াইলা অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনি ভট্ট করেন প্রভুর পাদ সম্বাহন॥
প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তিঁহো প্রভুর চরণে॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়॥
আসি তিঁহ কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
কৃষ্ণে মতি রহু বলে প্রভুর বচন॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কৈল কহ কৃষ্ণের বর্ণন॥
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল॥

তথাহি—*

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।

অপরে ভবভীতাঃ শ্রুতিং ভজন্তু, ইতরে ভবভীতাঃ স্মৃতিং ভজন্তু, অন্যে ভব-

---

* পদ্যাবল্যাং শ্রীনন্দপ্রণামে প্রথমাঙ্কধৃতরঘুপত্যুপাধ্যায়শ্লোকে তস্যৈব বাক্যম্।

অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
আগে কহ প্রভু বাক্যে উপাধ্যায় কহিল ॥

তথাহি—*

কং প্রতি কথয়িতুমীশে সংপ্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম ॥

প্রভু কহে কহ তিঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভু দেহ মন আলুইলা ॥
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে ইঁহো কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার ॥

ভীতাঃ ভারতং ভজন্তু। অহং ইহ জগতি নন্দং তদাখ্যয়াখ্যাতং গোপেন্দ্রং ব
যস্য অলিন্দে বাহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠে পরং ব্রহ্ম বিরাজতে। শ্রুত্যাদিসেবনান্তর
কথঞ্চিৎ ব্রহ্মানুভূতিঃ। তত্র শ্রীমন্নন্দস্য সেবনাৎ পূর্ব্বমেব সুখেন সা
পরং ব্রহ্ম দর্শনমিতি শ্রুত্যাদিভ্যঃ শ্রীমন্নন্দস্য মাহাত্ম্যবিশেষঃ সূচিতঃ।

কং জনং প্রতি কথয়িতুং ঈশে সমর্থো ভবামি, কথিতেঽপি কো বা প্রতী
বিশ্বাসং আয়াতু করোতু। কিন্তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—গোপতিতনয়াকুঞ্জে যমু
কুঞ্জে গোপানাং বধূটীনাং স্বল্পবধূনাং বিটং লম্পটং ব্রহ্ম। য; কোঽপ্যেতস্মিন্
বিশ্বাসতীতিভাবঃ।

কতকগুলি ভবভীত ব্যক্তি শ্রুতি সেবন করেন, আর কতগুলি ভবভী
ব্যক্তি স্মৃতি সেবন করেন এবং আর একজাতীয় ভবভীত ব্যক্তি ভারত সেব
করেন। কিন্তু আমি নন্দ মহারাজকে বন্দনা করি, যাহার অলিন্দে পরব্র
বিরাজিত রহিয়াছেন।

আমি একথা কাহার কাছে বলিব, বলিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে
যমুনাতীরকুঞ্জে গোপবধুটীগণের বিট ব্রহ্ম।

---

* পদ্যাবল্যাং একনবতিতমাঙ্কধৃতরঘুপত্যুপাধ্যায়োক্তঃ শ্লোকঃ।

প্রভু কহে উপাধ্যায় ! শ্রেষ্ঠ মান কায় ?
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায় ॥
শ্যাম রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায় ?
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায় ॥
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, শ্রেষ্ঠ মান কায় ?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায় ?
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায় ?
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায় ॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্গদ স্বরে ॥

তথাহি—*

শ্যামমেব পরং রূপং পুরীমধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তিঁহো করেন নর্ত্তন ॥
দেখি বল্লভ ভট্ট চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল ॥

রূপাণাং মধ্যে পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং রূপং শ্যামমেব ধ্যেয়ং। পুরীণাং মধ্যে মধুপুরী বরা শ্রেষ্ঠা বৈকুণ্ঠাদিতোঽপীতার্থঃ। অতো ধ্যেয়া কৈশোরকং বয় এব ধ্যেয়ং, আদ্যো মধুর এব রসঃ শ্রেষ্ঠঃ অতঃ ধেয়ঃ।

রূপের মধ্যে শ্যামরূপ, পুরীর মধ্যে মধুপুরী এবং বয়সের মধ্যে কৈশোর বয়স শ্রেষ্ঠ ; অতএব ধ্যেয়।

---

* পদ্যাবল্যাং ত্রিসপ্ততিতমাঙ্কধৃত মাধবেন্দ্রপুরীকৃতঃ শ্লোকঃ।

প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভু দর্শনে সব লোক কৃষ্ণভক্ত হৈল॥
ব্রাহ্মণ সকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ ভট্ট তাহা সব করেন নিবারণ॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোঁসাঞি মধ্যে যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাব ইঁহা না দিব রহিতে॥
যার ইচ্ছা প্রয়াগে যাই কর নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন॥
গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোঁসাঞি লইয়া॥
লোক ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া।
রূপ গোঁসাঞিকে শিক্ষা করান্ শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল॥
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥

তথাহি—*

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাঙ্কে চতুরধিকশততমশ্লোকে ঘয়োম্মিলং সার্ব্বভৌমং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যম্।

লুপ্তেস্তি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতে নাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥

তথাহি—*

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো।
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥

কালেন বৃন্দাবন-কেলিঃ বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী কেলিঃ লীলা তস্যা বার্ত্তা লুপ্তা অপ্রকটা ইতি হেতোস্তাং বার্ত্তাং বিশিষ্য খ্যাপয়িতুং সাধারণগোচরীকর্ত্তুং দেবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ তত্রৈব শ্রীবৃন্দাবন এব রূপং সনাতনঞ্চ কৃপামৃতেনাভিষিষেচ অভিষিক্তবান্।

যঃ শ্রীরূপঃ প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য গুণগণৈর্গুণসমূহৈর্গাঢ়ং দৃঢ়তরং যথা স্যাত্তথা বদ্ধোঽপি গেহাধ্যাসাৎ গেহাবেশাৎ প্রাগেবমুক্ত এবেতি বিরোধাভাসালঙ্কারঃ। পরঃ শৃঙ্গারো রস ইব অমূর্ত্তোঽপি মূর্ত্ত এব। ইবশব্দ উৎপ্রেক্ষা-দ্যোতকঃ অপিশব্দঃ সম্ভাবনার্থকশ্চ। অনুপমেন শ্রীবল্লভেন সমং তং শ্রীরূপং দেবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ প্রয়াগে প্রেমপূর্ব্বকমালাপৈঃ দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ গাঢ়ালিঙ্গনপ্রকারৈরনুজগ্রাহ অনুগৃহীতবান্।

বৃন্দাবনের কেলিবার্ত্তা কালে বিলুপ্ত হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার তাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত, বৃন্দাবনে রূপ এবং সনাতনকে কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

যিনি পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ গুণাবলীর দ্বারা দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়াও গেহাবেশ হইতে বিমুক্ত, অমূর্ত্ত শৃঙ্গার রসই যেন মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক যে রূপাকারে প্রকাশিত; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অনুপম অর্থাৎ শ্রীবল্লভের সহিত সেই রূপকে প্রেমালাপ এবং গাঢ়ালিঙ্গন দ্বারা স্বীয় কৃপামৃতে অভিষেক করিয়াছিলেন।

---

* তত্রৈব নবমাঙ্কে সপ্তত্রিংশশ্লোকে রূপানুগ্রহে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারি-বাক্যম্।

তথাহি—তত্রৈব। *

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে॥
মহাপ্রভুর যত বড় ছোট ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তাঁরে প্রশ্ন করে প্রভুর পারিষদগণ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন?
কৈছে রহে? কৈছে বৈরাগ্য? কৈছে ভোজন?
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন?
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥

প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রিয়স্বরূপে ভক্তরূপে তথা দয়িতং দত্তং স্বরূপমাত্র যস্মৈ স্বয়মিতিশেষঃ। তস্মিন্ তথা একমভিন্নং রূপং যস্য তস্মিন্ তদীয়ত্বেনা ভেদাৎ। তথা স্ববিলাসরূপে নিজবিভূতিস্বরূপে রূপে রূপগোস্বামিনি সহজে স্বাভাবিকে অভিরূপে মধুরে তেচ তেচেতি বিশেষণকর্ম্মধারয়ঃ। নিজানুরূপে সপ্রয়োজনসদৃশীপ্রেমস্বরূপে প্রেম চ স্বরূপঞ্চ তে কর্ম্মভূতে ততান আবেশিতবানিত্যর্থঃ।

যাঁহাকে আপনাকে প্রদান করিয়াছেন, যিনি চৈতন্যের কলেবরবিশেষ এবং বিভুতিস্বরূপ, সেই রূপগোস্বামীতে স্বাভাবিক ও পরম মধুর স্বীয়প্রেম এবং স্বরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন।

---

* নবমাঙ্কে পঞ্চসপ্ততিতমশ্লোকে [illegible]কারে প্রতাপরুদ্রং প্রতি সার্ব্বভৌমবাক্যম্।
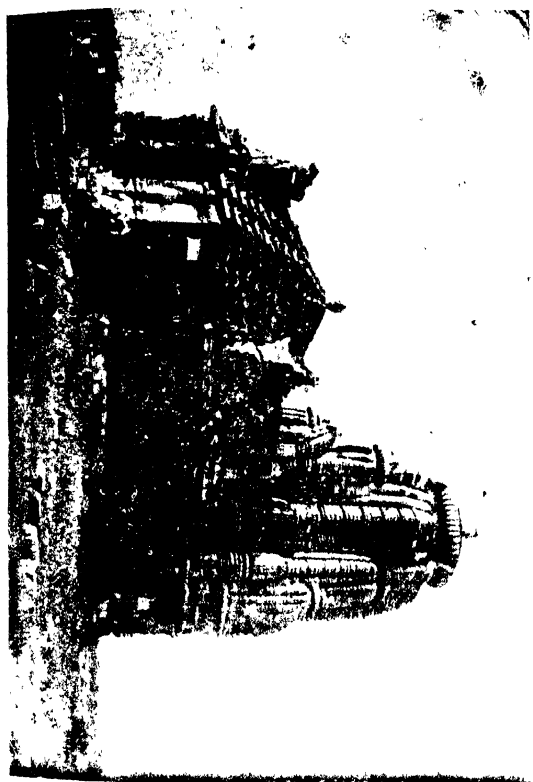
অনিকেতম দুয়ে রহে, যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন ॥
বিপ্র গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মধুকরী।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি ॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন, উল্লাস ॥
সার্দ্ধসপ্ত প্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে।
নাম কীর্ত্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে করে চৈতন্য-চিন্তন ॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা, তাঁহা কি বিস্ময় ?
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥

তথাহি—*

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥

অথ নিজভক্তিপ্রবর্ত্তনেন কলিযুগপাবনাবতারং স্বাশ্রয়চরণকমলং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যনামানং ভগবন্তং নমস্করোতিহৃদীতি। হৃদ যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতঃ অস্মিন্ সন্দর্ভে ইতিশেষঃ। বরাকেতি স্বয়ং দৈন্যোক্তং সরস্বতীতু তদসহমানা বরং শ্রেষ্ঠং আ সম্যক্ করবতি শব্দায়তে ইতি তমেব স্তাবয়তি। সংকলিতায়ামপি তৎপ্রেরণয়েরাস্ত প্রবৃত্তিঃ স্বামান্তর্থেত্যপেরর্থঃ।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যম্।

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥
প্রভু কহে শুন রূপ! ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥
পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥

তথাহি—*

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ॥

সূক্ষ্মস্বরূপঃ অয়ং জীবঃ চিৎকণঃ চিদ্রূপস্য ভগবতঃ কণঃ সূক্ষ্মতমাংশঃ ' বাগ্নের্বহবো ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমাত্মনঃ সর্ব্বে জীবা অভিপদ্যন্তে শ্রুতেঃ, কীদৃক্কণ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—কেশাগ্রশতভাগস্য একভাগঃ পুনস্তস্য ' ভাগৈকভাগসদৃশস্বরূপো যস্য সঃ। তথা সংখ্যাতীতঃ। অনেন জীবস্ব সূক্ষ্মতমঃ শ্রীভগবদংশঃ অসংখ্যেয়শ্চ নিরূপিতঃ।

যাঁহার হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা বরাকরূপ আমি এই সন্দর্ভ বিষয়ে প্রব হইয়াছি, সেই চৈতন্যরূপ হরির পদকমল বন্দনা করি।

জীবস্বরূপ কেশাগ্র শতভাগের এক ভাগের শতাংশ তুল্য সূক্ষ্ম ও ভগবদ ও অসংখ্যেয়।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকব্যাখ্যা শ্রুতিঃ।

তথাহি—*

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ।

তথাহি—†

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব! নেতরথা।

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মানামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ॥

সূত্রং প্রথমকার্য্যং মহান্ মহৎ তত্ত্বং। সূক্ষ্মোপাধিত্বাৎ দুর্জ্ঞেয়ত্বাচ্চ জীবস্য সূক্ষ্মত্বং। বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেনচৈবমারাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্ট ইতিশ্রুতেঃ।

এবং তাবৎ পরমাত্মনঃ সকাশাদবিদ্যাকৃতকার্য্যোপাধয়ঃ স্বদংশাএব জীবা জাতা সংসরন্তো ভজন্তীত্যুক্তং, তত্র যদ্যেকা অবিদ্যা তদা জীবস্যাপ্যেকত্বাৎ এক মুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ, অথবা নানা অবিদ্যাস্তর্হি তস্যৈবাংশাস্তরেণ সংসারানপগমাৎ। অনির্ম্মোক্ষ ইত্যাদি তর্কবলেন বস্তুত এব নানাত্মান স্তত্রচ তত্রচ তেষা- মণুত্বে দেহব্যাপি চৈতন্যং ন স্যাৎ, দেহপরিমাণত্বেচ মধ্যমপরিমানানাং সাবয়ব- ত্বেনানিত্যত্বং স্যাদতঃ সর্ব্বগতা নিত্যাশ্চ কেচন মন্যন্তে, তত্র ন তাবদুক্তদোষ- প্রসঙ্গঃ অবিদ্যাভেদেন তচ্ছক্তিভেদেন বা বদ্ধমুক্তব্যবস্থাসম্ভবাৎ ঈশ্বরস্য তু ন কেনাপ্যংশেন সংসারশঙ্কেত্যুক্তমেব। প্রসিদ্ধং চাত্মৈক্যং সর্ব্বশ্রুতিষু, কিঞ্চ ইমং পক্ষং অন্তর্যামিব্রাহ্মণমপি ন সহতে ইত্যাহ অপরিমিতা ইতি। বস্তুত এবনন্তা ধ্রুবাস্তেনৈবরূপেন নিত্যাঃ সর্ব্বগতা স্তনুভৃতো জীবা যদি স্যুস্তর্হি তেষাং সমত্বাৎ সাম্যতা ঘটতে ইতি কৃত্বা হে ধ্রুব! নিয়মো নিয়মনং ন স্যাৎ ইতরথা তু

সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে আমি অর্থাৎ জীব আমার সূক্ষ্মবিভূতি।

হে ধ্রুব! অসংখ্য এবং নিত্য জীবগণ যদি ব্যাপক হয়, তাহা হইলে জীব তোমার শাসনের এ নিয়ম থাকে না, অন্যথা অর্থাৎ ব্যাপক না হইলে নিয়ম্য- নিয়ন্তৃভাব ঘটনা হইতে পারে না, যে বহ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গাদি উৎপন্ন হয়,

---

* একাদশস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকঃ।

† শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশঃ শ্লোকঃ।

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ।
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥

ঘটতে, কথং যন্ময়ং উপাধিতো যদ্বিকারপ্রায়ং যজ্জীবাখ্যং অজনি জাতং; তৎ তস্য সবিকারস্য নিয়ন্তৃ নিয়ামকং ভবেৎ, অবিমুচ্য কারণতয়া অপরিত্যজ্য কিন্তু সমং অনুস্যূতং, নন্বু, কিং যত্তৎ শব্দৈর্জ্ঞায়তে? চেদুচ্যতাং ইদং তৎ ইত্যত আহ—অনুজানতাং যদমতমিতি। জানীম ইতি বদতাং যদমতং অবিজ্ঞাতপ্রায় অবিষয়ত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ যস্যা মতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদসঃ। অবিজ্ঞাত বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং। অবচনেনৈব প্রোবাচ সহ তূষ্ণীং বভূবেত্যা মতস্য জ্ঞাতস্য দুষ্টতয়া দোষশ্রবণাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ যদি মন্যসে সুবেদেতি ভ্রমেবেবাপি নূনং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপং যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বিত্যাদি তস্মাৎ য তৎ শব্দদ্যোত্যমতর্ক্যং কিমপি সর্ব্বানুস্যূতত্বেন সমং নিয়ন্তৃ ভবেদিত্যর্থঃ

অন্তর্যন্তা সর্ব্বলোকস্য গীতঃ শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবানুমেয়ঃ।
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্নৃসিংহঃ শ্রীমন্তং তং চেতসৈবাবলম্বে॥

বহ্নি নিজাংশ এবং ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গকে স্বরূপ রূপে অঙ্গীকার করিয়া যেমন তাহার নিয়ামক হয়, তদ্রূপ তোমার বিভিন্নাংশ জীবকে স্বস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার নিয়ামকও হইতে পারে। সেই জীবের সহিত তোমাকে যাহার সমান করিয়া জানে, তাহাদিগের তাদৃশ জ্ঞান দোষাশ্রিত।

কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ ভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥

তথাহি—*

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে!॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে(১) কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পান ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥

মুক্তানাং প্রাকৃতশরীরস্থেঽপি তদভিমানশূন্যানাং সিদ্ধানাং প্রাপ্তসালোক্যাদীনাঞ্চ কোটিষ্বপি মধ্যে নারায়ণসেবামাত্রাকাঙ্ক্ষী সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা সর্ব্বোপদ্রবরহিতঃ।

হে মহামুনে! জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্ত সালোক্যাদির কোটির মধ্যেও সর্ব্বোপদ্রব রহিত কেবল নারায়ণ সেবা অভিলাষী এতাদৃশ একজনও সুদুর্ল্লভ।

১। কোন ভাগ্যবান্ অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তি—অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধেও ভক্তজন সেবনজনিত ভাগ্যবিশেষবান্। যথা—যদি কোন ব্যক্তির সহিত কোন ভক্তিমান ব্যক্তির কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকে তাহাকে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য দান করেন তিনি তদ্দ্রব্য যদি সেই ভক্তিমান জনে সমর্পণ করেন—ইত্যাদি প্রকারে ভক্ত সেবনজনিত সৌভাগ্যবান্।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থঃ শ্লোকঃ।

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
(১)বিরজা ব্রহ্ম-লোক(২) ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ(৩) উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতি যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা(৪)।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥

১। 'বিরজা"—প্রধান পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তিনী নদী।

২। 'ব্রহ্মলোক'—মুক্তিলোক, এখানে ব্রহ্মলোক শব্দের সত্যলোক বাধ অনুপপন্ন হয়, যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সত্যলোক গণিত হইয়াছে।

৩। 'বৈষ্ণবে-অপরাধ'—যথা—হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি ক্রুধ্যতে দর্শনে হর্ষং নো যাতি পতনানি ষট্॥ বৈষ্ণবে তাড়ন অর্থাৎ প্রহা করা, নিন্দা অর্থাৎ দোষ কীর্ত্তন দ্বেষ—শত্রুতা অনভিনন্দন অপমান এবং দর্শে হর্ষ না হওয়া এছয় প্রকারে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ দ্বা পতন অর্থাৎ ভক্তিমার্গ হইতে চ্যুতি হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ হাতি মাতা ম হস্তিসদৃশ। সুকোমলা ভক্তিলতার পরম শত্রু।

৪। 'উপশাখা'—একগাছের উপর আর এক গাছ উৎপন্ন হ তাহাকে উপশাখা বলে। গ্রাম্যভাষায় উপশাখাকে পরগাছা বলে। উপ শাখা নির্দ্দেশ করিতেছেন—"ভুক্তি মুক্তি......উপশাখাগণ"। ভক্তিমান সা কের সাধন করিতে করিতে বিষয়ভোগ বাসনা ও মুক্তি বাসনা অর্থলাভ বাসন

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীব-হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

তথাহি—*

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।

ঋদ্ধা সমৃদ্ধা সম্পূর্ণেত্যর্থঃ। সিদ্ধিব্রজেন বিজয়িতা সত্যো ধর্ম্মো সাধনং যস্তাং
া সমাধিঃ ব্রহ্মানন্দসাধনং তৎফলং ব্রহ্মানন্দোঽপি তাবচ্চমৎকারয়তি যাবৎ

যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের সিদ্ধৌষধিরূপ শাস্ত্রাদির মধ্যে যে কোন

অন্য জন হইতে পূজা ও খ্যাতিলাভের বাসনা হয়, সেই বাসনা হইলে সাধক
ক্রমে ভক্তিবর্ত্ম হইতে স্খলিত হইতে আরম্ভ করে। অতএব উপশাখা উদ্গম
হইলেই ছেদন করিতে হইবে, অধিকদিন স্থায়ী হইলে এত বদ্ধমূল দৃঢ় হয়
যে তাহা ছেদ করিতে অত্যন্ত আবেগ পাইতে হয়।

---

* ললিতমাধবে পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয় শ্লোকে পৌর্ণমাসী বাক্যং শ্রুত্বা নেপথ্যস্থ
বাক্যং।

যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধিনাম্।
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি॥

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
(১)অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা(২) ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম(৩)।
(৪)আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়(৫) কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

প্রেম্নাং গন্ধঃ লেশোঽপি নোৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তস্মিন্নৈশ্বরসুখে হৃদি গতে সতি বিষয়-সুখং ব্রহ্মসুখঞ্চ তুচ্ছং ভবতীত্যর্থঃ।

প্রেমের লেশও অন্তঃকরণ পথের পথিক না হয়, সেই পর্য্যন্তই পরিপূর্ণ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সত্ত্বধর্ম্মোপেত সমাধি এবং সমাধির ফল গুরুতর ব্রহ্মানন্দ চমৎকারিতা সম্পাদন করে অর্থাৎ ঈশ্বরসুখ হৃদ্গত হইলে ব্রহ্মসুখ ও বিষয়সুখ তুচ্ছ হয়।

১। 'অন্য বাঞ্ছা'—শ্রীভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য নিজসুখ বাঞ্ছা।

২। 'অন্য পূজা'—শ্রীভগবৎ দাস বুদ্ধি ব্যতীত স্বতন্ত্র ঈশ্বররূপে অ দেবাদির পূজা।

৩। 'ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম'—জ্ঞান নির্ভেদে ব্রহ্মানুভবরূপ জ্ঞান কিন্তু ভগব তত্ত্বানুসন্ধান লক্ষণ জ্ঞান নহে। কর্ম্ম কাম্য নিষিদ্ধ প্রভৃতি কিন্তু ভগবৎ পরি চর্য্যাত্মক কর্ম্ম নহে।

৪। 'আনুকূল্যে'—শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত।

৫। 'সর্ব্বেন্দ্রিয়'—সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় ভগবৎ সেবার যোগ্য তাহা দ্বারা এই নিমিত্ত পায়ু উপস্থ শ্রীভগবৎ সেবার উপযোগী নহে বলিয়া ত্যজ্য। কিম্বা উৎসর্গামলমুত্রাদেশ্চিরত্তদ্বির্যতো ভবেৎ। অতঃ পায়োরূপস্থস্য তদারাধনসাধনম্।

তথাহি—*

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

তথাহি—†

মদগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্ব-গুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

তথাহি—তত্রৈব। §

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

তথাহি—তত্রৈব। ¶

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং অন্যাভিলাষিতাশূন্যং নির্ম্মলং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং তৎ-
ত্বেন আনুকূল্যেন সেবনং তদনুশীলনং অতএব উত্তমাত্বং স্বতঃ এব ব্যক্তম্।
তস্মাৎ স এব নির্গুণভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিকঃ সএব অন্তিমফলতয়া ভব-
াপবর্গ ইত্যর্থঃ। নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তীত্যাদেঃ। আত্যান্তিক-প্রলয়তয়া

সমস্ত উপাধি রহিত, এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মাদির আবরণ শূন্য,
রব্যাপার দ্বারা এতাদৃশ কৃষ্ণসেবনকে শুদ্ধ ভক্তি বলে।
সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক অর্থাৎ অপবর্গ বলিয়া উদাহৃত হইয়াছেন।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং একাদশাঙ্কধৃত-
রদপঞ্চরাত্রং।

† শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে দশমঃ শ্লোকঃ।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১১৩ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

§ অত্রৈব একাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১১৩ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

¶ তত্রৈব দ্বাদশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং।

যেনাতিব্রজ্যাত্র গুণান্ মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

তথাহি—*

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

তৎ প্রসিদ্ধেশ্চ। নম্নু, গুণত্রয়াত্যয়পূর্ব্বক-ভগবৎ সাক্ষাৎকার এবাপবর্গ ইতি চেত্তস্যাপি তাদৃশধর্ম্মত্বং স্বতঃ সিদ্ধমেবেত্যাহ—যেনেতি যেন কদাচিদপ্যপরিত্যাজ্যেন মদ্ভাবায় বিদ্যমানতায়ৈ সাক্ষাৎকারায়েত্যর্থঃ। উপপদ্যতে সমর্থো ভবতি তদ্বদন্যেষাং মৎসাক্ষাৎকারোঽপি ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা মদ্ভাবায় মৎপ্রেমবিশেষায়েতি। প্রেমমাত্রশূন্যস্য সালোক্যাদিকমপি নাস্তীতি ভাবঃ। যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামিত্যাদেঃ। ব্রহ্মকৈবল্যস্তু তেষাং ন ভবত্যেব যে যথামাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদিনা সনির্দ্ধারণ ভগবৎপ্রতিজ্ঞানাৎ তৎক্রতুন্যায়াচ্চ রাজন্ পতির্গুরুরিত্যাদৌ তাদৃশভক্তেরেব দুর্ল্লভত্বাচ্চ। যথোক্তং পঞ্চমে। যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি যোঽসৌ ভগবতীত্যাদিকং অনন্যনিমিত্তক ভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণেত্যন্তেন।

পূর্ব্বত্র হেতুং ব্যতিরেকেনাহ অত্র মুক্তি স্পৃহায়ামপি পিশাচীত্বং ভাবান্তরে ভক্তিস্পৃহাবরকত্বাৎ পূর্ব্বাপরাচ যোন্মুখতা তাৎপর্য্য ব্যতীত তত্র যদ্যপি ভক্তাঃ সংসারতোমুক্তা ভবন্ত্যেব তথাপি তদংশেতু তেষাং তাৎপর্য্যং ন ভবত্যেব, কিন্তু ভক্তেঃ প্রভাবেণৈব সা স্যাদিতি। তদেবমনয়া কারিকয়া সাধকানামপি ভুক্তি মুক্তিস্পৃহা ন যুক্তেতিজ্ঞাপিতং। ততশ্চ সুতরামেব সিদ্ধানাং নাস্তীত্যপি প্রায়স্ত পরত্রোভয় বিধতত্তদুদাহরণেষু জ্ঞেয়ঃ। ব্যাপ্নোতি হৃদয়ং যাবদ্ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাগ্রহ ইতি পাটান্তরস্ত সুশ্লিষ্টঃ।

যাহা দ্বারা গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া আমার প্রেম বিশেষ লাভ করিতে যোগ্য হয়।

পিশাচী সদৃশী ভুক্তি স্পৃহা যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে কি প্রকারে ভক্তিসুখের উদয় হইবে?

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয় লহর্য্যাং ষোড়শঃ শ্লোকঃ।

(১)সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম(২) নাম হয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ,(৩) মান,(৪) প্রণয়(৫)।

১। 'সাধনভক্তি'—কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্যাভাবা সা সাধনাভিধা। যে ভক্তি ইন্দ্রিয় ব্যাপারদ্বারা সাধ্য এবং ভাব ভক্তিতে সাধিত করেন, তাহাকে সাধন ভক্তি বলে। সেই সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার। অতএব গুরুপাদাশ্রয়, মন্ত্র, দীক্ষাদি এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সমস্তই সাধন ভক্তি মধ্যে পরিগৃহীত হইল, পূর্ব্বে আনুকূল্যময় কৃতার্থ অনুশীলনকে ভক্তি বলিয়াছেন অতএব গুরুপাদাশ্রয়াদিরূপ অনুশীলন কৃষ্ণ নিমিত্তই হইয়া থাকে।

১। রতি, ভাব ভক্তি।

অথ ভাব।

শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে।

শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষ অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তির সারই যাহার স্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ সাদৃশ্যশালী, রুচি অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির তদীয় আনুকূল্য এবং সৌহার্দ্দে অভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক যে ভক্তিবিশেষ তাহার নাম ভাব।

২। অথ প্রেম।

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

যাহা হইতে চিত্ত অতিশয় স্নিগ্ধ হয় এবং যে কৃষ্ণেতে অতিশয় মমতা সম্পাদন করে, সেই গাঢ়তাপন্ন ভাবকে পণ্ডিতেরা প্রেম বলেন। সান্দ্রাত্মা এইটী প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ অবশিষ্ট তটস্থ লক্ষণ।

১। 'প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে'—প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে।

৩। অথ স্নেহ।

সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে।
ক্ষণিকস্যাপি নেহস্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা।

প্রেম অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়া চিত্ত দ্রব করিলে স্নেহনামে অভিহিত হয়। যাতে ক্ষণিক বিরহও সহ্য হয় না।

রাগ,(১) অনুরাগ,(২) ভাব,(৩) মহাভাব(৪) হয়॥

৪। অথ মান।

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যোধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

স্নেহ গাঢ়তাপন্ন হইয়া নব অর্থাৎ পূর্ব্বে অননুভূত মাধুর্য্য অর্থাৎ আস্বা বিশেষ অনুভব করাইয়া বাহিরে অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ভজন করি তাহাকে মান বলে।

৫। অথ প্রণয়।

মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

মান গাঢ়তাপন্ন হইয়া বিস্রম্ভ ধারণ করিলে তাহাকে প্রণয় বলে। প্রিয়-জনের সহিত অভেদ মনকে বিস্রম্ভ বলে।

১। অথ রাগ।

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

যে প্রণয় গাঢ়তা বশতঃ কৃষ্ণসঙ্গাদিতে অধিকতর দুঃখকে ও চিত্তে সুখরূপে অনুভব করায় তাহাকে রাগ বলে। এই রাগ উৎপন্ন হইলে কৃষ্ণলাভের সম্ভা-বনা থাকিলেও তাঁহার অলাভে সুখও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়।

২। অথ অনুরাগ।

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগোভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

যে রাগ গাঢ়বশতঃ নবনবায়মান হইয়া প্রিয়তম সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও নবনবায়মান রূপে অনুভব করায় তাহাকে অনুরাগ বলে।

৩। অথ ভাব।

অনুরাগং স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয় বৃত্তি হয়, তখন সেই অনুরাগ স্বসংবেদ্য দশা অর্থাৎ মহাভাবোন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় তবে ভাব নামে অভিহিত হয়।

(১)যৈছে বীজ ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিছরি, উত্তম মিছরি আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ী(২) ভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব(৩) অনুভব(৪)॥

৪। অথ মহাভাব।

মুকুন্দ মহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ॥
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবর্গের এ ভাব অতিশয় দুর্ল্লভ। ব্রজদেবীমাত্র সংবেদ্য এই ভাবকে মহাভাব বলে।

১। 'যৈছে' যেমন। 'খণ্ড' সার, গাঁড়। 'শর্করা' দলুয়া। 'সিতা' চিনি। ইক্ষুবীজ যেমন উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া ইক্ষু আদি রূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ রতি উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব স্নেহ মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব ইহারা সকলেই প্রেমের বিলাস এই হেতু প্রেম শব্দে অভিহিত হয়। মিশ্রি, স্থানীয় ভাব। উত্তম মিশ্রি, স্থানীয় মহাভাব। যেমন মিশ্রির দ্বিবিধ ভেদ তেমনি ভাব ও মহাভাব ভেদে ভাব দ্বিবিধ।

২। 'এই সব'—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগ এবং ভাব।

২। অথ স্থায়িভাব।

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে॥
স্থায়িভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।

যিনি অবিরুদ্ধ (হাস্যাদি) এবং বিরুদ্ধ (ক্রোধাদি) ভাবকে বশংগত করিয়া সুরাজার ন্যায় বিরাজমান থাকেন, তাহাকেই স্থায়িভাব বলে, এই ভক্তি প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি স্থায়িভাব।

৩। অথ বিভাব।

বিভাব্যতেহি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম সদ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ॥

রত্যাদি যাহাতে বিভাবিত হয়, তাহাকে আলম্বন বিভাব এবং যদ্দ্বা রত্যাদি উদ্বুদ্ধ হয় তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে।

কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।
রত্যাদেবিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপিচ॥

রতির বিষয় ও আধার ভেদে আলম্বন দ্বিবিধ তন্মধ্যে রতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়াবলম্বন বলে আর রতির আধার অন্তরঙ্গ ভক্ত অর্থাৎ রতির মূল পাত্র কৃষ্ণ ভক্ত অর্থাৎ লীলা পরিকরকে আশ্রয়াবলম্বন বলে।

অথ উদ্দীপন।

উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।
তেতু শ্রীকৃষ্ণদেবস্য গুণাশ্চেষ্টাঃ প্রসাধনং॥
স্মিতাঙ্গ সৌরভে বংশশৃঙ্গ নূপুরকম্বরঃ।
পদাঙ্ক ক্ষেত্র তুলসী ভক্ত তদ্বাসরাদয়ঃ॥

যে ভাবকে (রতি অবধি মহাভাবপর্য্যন্ত) উদ্দীপ্ত করে তাহাকে উদ্দীপ বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, বেশ, মন্দ হাস্য, অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপু শঙ্খ, পদাঙ্ক, বৃন্দাবনাদি ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং বাসরাদি ইহারা উদ্দীপ বিভাব।

৪। অথ অনুভাব।

অনুভাবাস্তু বিত্তস্থ ভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥
নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং।
হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা॥
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপিচ॥

চিত্তগত ভাবের জ্ঞাপক কার্য্যকে অনুভাব বলে। নৃত্য বিলুঠিত (গড়াগড়ি) গীত, ক্রোশন, (চিৎকার) তনুমোটন (গা মোড়ামুড়ি) হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাই শ্বাস বাহুল্য, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, (বিকৃত অট্টহাস্য) ঘূর্ণ এবং হিক্কা প্রভৃতি।—

(১) সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণ-ভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥

অথ সাত্ত্বিক ভাব।

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় কৃষ্ণসম্বন্ধিভাব কর্ত্তৃক আক্রান্তচিত্তকে সত্ত্ব বলে।

সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবা স্তেতু সাত্ত্বিকাঃ।

এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন অর্থাৎ স্বতই প্রবৃত্ত যে ভাব তাহাকে সাত্ত্বিক বলে।

তেস্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽবেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম) রোমাঞ্চ, স্বরভেদ (বৈস্বর্য্য) কম্প, বৈবর্ণ্য (বর্ণ বিকৃতি) অশ্রু এবং প্রলয়, (শরীরে চেষ্টা ও জ্ঞানের অভাব) ভেদে সাত্ত্বিক-ভাব আট প্রকার।

অথ ব্যভিচারিভাব।

বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ॥
বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ।
ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে॥
নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌচ মদগর্ব্বৌ।
শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ॥
মোহোমৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থাচ।
স্মৃতিরথবিতর্ক চিন্তা মতিধৃতয়ো হর্ষ উৎসুকত্বঞ্চ॥
ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রাচ।
সুপ্তিবোধ ইতি যে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥

অনন্তর ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার ব্যভিচারী ভাব কথিত হইতেছে। বিশেষরূপে

যৈছে দেখি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
(১)মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর॥

অভিমুখ হইয়া স্থায়িভাবে বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যভিচারী বলা যায়। ইহারা সকল প্রকার ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলে। যাহারা বাক্য, অঙ্গ (ভ্রূনেত্রাদি) এবং সত্ত্ব (সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাব) দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে তাহারা ব্যভিচার ভাব। অমৃত বারিধিতে তরঙ্গের ন্যায়, ব্যভিচারী ভাব স্থায়িভাবে উন্মগ্ন হইয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করে এবং নিমগ্ন হইয়া তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য গ্লানি, শ্রম মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জড়তা, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি এবং বোধ এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভাবকে ব্যভিচারী বলে।

১। 'মিলনে'—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভাবের মিলনে। 'অমৃত আস্বাদনে'—অমৃত সদৃশ আস্বাদন যে কৃষ্ণভক্তিরস হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত "যৈছে দেখি……অমৃত মধুর"।

তথাহি—

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক রতিরূপ স্থায়িভাব শ্রবণাদি কর্তৃক বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারী ভাব দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে স্বাদ্যতা প্রাপ্ত অর্থাৎ চমৎকারবিশেষরূপে পুষ্ট হইয়া ভক্তিরস হয়। বিভাব কারণ অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব কার্য্য ব্যভিচারী ভাবে সহকারী এই সকল দ্বারা রতি স্বাদ্য হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। এস্থানে রতি শব্দে মহাভাব ব্যতীত সকলই স্থায়িভাব।

২। 'যৈছে ইত্যাদি'—সিতা, চিনি। যেমন সিতা, ঘৃত, মরীচ এবং কর্পূরে মিলিত হইয়া দধি রসালারূপে অপূর্ব্ব স্বাদ্য হয় তদ্রূপ বিভাবাদি মিলিত কৃষ্ণরতিও রসরূপে অপূর্ব্ব স্বাদ্য হয়।

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার(১)।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥

১। পঞ্চ পরকার, অর্থাৎ ভক্ত পঞ্চবিধ সুতরাং রতিও পঞ্চবিধ। বস্তুত রতি এক ভক্তভেদে পঞ্চ প্রকার প্রকাশিত হয়।

অথ শান্তরতি।

বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ ॥
প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জ্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তিরতির্মতা ॥

যাহা হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া মনের নিজানন্দে অবস্থিতি হয়, সেই ভাবকে শম বলে।

শমপ্রধানদিগের প্রায়ই মমতাগন্ধরহিত এবং পরমাত্মবুদ্ধিজনিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকে শান্তি বলে।

অথ দাস্যরতি।

এই দাস্যরতিকে রসামৃতসিন্ধু কর্ত্তা প্রীতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অথ প্রীতি।

স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিহোদিতা ॥
তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণী হ্যসৌ ॥

যাঁহারা হরি হইতে আপনাকে ন্যূন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা হরির অনুগ্রাহ্য। তাঁহাদিগের কৃষ্ণ আমাদিগের আরাধ্য এতাদৃশ জ্ঞানরূপ রতির নাম প্রীতি। কৃষ্ণে আসক্তি, তদ্ভিন্নে অপ্রীতি তাহার কার্য্য।

অথ সখ্যরতি।

যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ।
সা সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।
পরিহাসপ্রহাসাদিকারিণীয়মযন্ত্রণা ॥

বাৎসল্য রতি, মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥

যাঁহারা মুকুন্দের তুল্য বলিয়া আপনাকে অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে সখা বলে। তাহাদিগের শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাসময়ী রতিকে সখ্য বলে।

অসঙ্কোচে পরিহাস এবং উচ্চহাসাদি তাহার কার্য্য।

অথ বাৎসল্যরতি।

গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে॥
ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ॥

যাঁহারা হরির গুরু বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করেন, তাঁহারা পূজ্য বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অনুগ্রহময়ী রতির নাম বাৎসল্য।

লালন, শুভাশীর্ব্বাদ, এবং চিবুকস্পর্শনাদি তাহার চেষ্টা।

অথ প্রিয়তা অর্থাৎ মধুরা রতি।

মিথো হরে র্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণং।
মধুরা পরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।
অস্যাং কটাক্ষ-ভ্রূক্ষেপ-প্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ॥

হরি এবং মৃগাক্ষী অর্থাৎ তৎ প্রেয়সীর পরস্পর সম্ভোগ (স্মরণ, কীর্ত্তন, দর্শন, কেলি, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়া নিবৃত্তি এই অষ্ট প্রকার সম্ভোগ) কারণ যাহার অপর নাম মধুর, মৃগাক্ষীর সেই রতির নাম প্রিয়তা বা মধুররতি। কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গী, প্রিয়বাণী এবং মন্দহাস্য প্রভৃতি তাহার চেষ্টা।

পঞ্চ বিভেদ, পঞ্চ প্রকার। পঞ্চভেদ, পঞ্চবিধ।

২। 'শান্ত'—শান্ত ভক্তিরস। পূর্ব্বোক্ত শান্তিরতি স্বযোগ্য বিভাবাদিতে মিলিত হইয়া শমীদিগের হৃদয়ে শ্রবণাদি কর্ত্তৃক চমৎকাররূপে পুষ্ট হইয়া শান্ত ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। এইরূপ দাস্যাদিতেও জানিবে। এই শান্ত ভক্তি-রসে পরমাত্মা পরব্রহ্মাদিরূপে প্রতীয়মান চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণ

অথবা কৃষ্ণভক্তের কৃপায় লব্ধরতি আত্মারাম মুনিগণ (সনকাদি) এবং যাঁহারা মুক্তিলাভার্থ ভজন করেন, সেই তাপসগণ আশ্রয়ালম্বন। মহোপনিষদ শ্রবণ এবং নির্জ্জন স্থান সেবন প্রভৃতি উদ্দীপন। অনুভাবাদি যথা সম্ভব জানিবে।

দাস্য, দাস্যভক্তিরস। ইহাকেই প্রীতিভক্তিরস বলে।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাং।
নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতভক্তিরসোমতঃ॥

প্রীতিরতি আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া প্রীত ভক্তিরস হয়। এই প্রীতভক্তিরসে ব্রজে দ্বিভুজ, অন্যত্র দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ, ঈশ্বর, পরমারাধ্য এবং সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াবলম্বন। হরিদাস বিশেষাদি আশ্রয়ালম্বন। ভগবানের কৃপা চরণরজঃ এবং ভুক্তাবশিষ্টের প্রাপ্তি ও তাঁহার ভক্তসঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন। সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্যরূপে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন, তাঁহার ভক্তে মৈত্রী, তাঁহাতে অতিশয় নিষ্ঠা প্রভৃতি এবং পূর্ব্বোক্ত নৃত্য গীতাদি যথাসম্ভব অনুভাব। স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাব যথাসম্ভব হয়। শ্রম, মদ, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া এবং নিদ্রা ভিন্ন ব্যভিচারী ভাব।

"সখ্য" সখ্য ভক্তিরস। ইহাকেই প্রেয়ান ভক্তিরস বলে।

স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নিতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্য্যতে॥

স্থায়ীভাব সখ্যরতি স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে প্রেয়ান্ ভক্তিরস বলে।

এই রসে বিবিধ ভাষাবেত্তা, সুবেশ, অতিশয় বলবান্, দয়ালু, বীরচূড়ামণি, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, সুখী, প্রভৃতি গুণশালী পূর্ব্ববৎ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াবলম্বন। কৃষ্ণের বয়স্যবর্গ আশ্রয়ালম্বন। বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, নর্ম্ম, বিক্রম এবং তাঁহার প্রেষ্ঠজন প্রভৃতি উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, বাহ্বাহবি, কেলি এবং পরিহাসাদি অনুভব। সমস্ত সাত্ত্বিকভাব। উগ্রতা, ত্রাস এবং আলস্য ভিন্ন সমস্ত ব্যভিচারী।

বাৎসল্য, বৎসল ভক্তিরস।

হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥

বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ।
এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ॥

স্থায়ীভাব বাৎসল্য রতি বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্ট হইলে, পণ্ডিতেরা তাহাকে বৎসল ভক্তিরস বলেন।

শ্যামাঙ্গ, রুচির সর্ব্ববিধ সল্লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বচন, সরল, সলজ্জ, বিনয়ী, মান্যমানকারী এবং দাতা ইত্যাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এই বৎসল রসে বিষয়ালম্বন।

মাতা, পিতা প্রভৃতি গুরুজন আশ্রয়ালম্বন।

কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশবচাপল্য, জল্পিত এবং মন্দহসিত প্রভৃতি উদ্দীপন।

মস্তকঘ্রাণ, করদ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আদেশ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ দানাদি অনুভাব। এই বৎসল রসে নয়টি সাত্ত্বিক, স্তম্ভাদি অষ্ট, এবং স্তন্যস্রাব।

অপস্মার এবং প্রীতোক্ত ব্যভিচারী ভাব। মধুর মধুর রস।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোঽসৌ মধুরারতিঃ॥

স্থায়ীভাব মধুর রতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে মধুর ভক্তিরস বলে।

এই মধুর রসে অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য, লীলা এবং বৈদগ্ধীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।

তাঁহার প্রেয়সীবর্গ আশ্রয়ালম্বন। নবজলধর, ময়ূরপিচ্ছ, মুরলীধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন। কটাক্ষ, মন্দহসিত প্রভৃতি অনুভব।

স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। আলস্য ও উগ্রতা ভিন্ন নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারী ভাব।

১। হাস্য, হাস্যভক্তিরস।

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা।
হাস্যভক্তিরসো নাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে॥

পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত মনে।
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥

অগ্রে বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা হাসরতি পুষ্ট হইয়া হাস্যভক্তিরস হয়।

এই হাস্য ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণবিষয়াবলম্বন। কৃষ্ণ সদৃশ চেষ্টাশালী, বৃদ্ধ এবং শিশু প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের তদুপযুক্ত বচন, বেশ এবং চরিতাদি উদ্দীপন। নাসা, ওষ্ঠ এবং গণ্ডস্থলের বিস্পন্দনাদি অনুভাব। হর্ষ, আলস্য এবং অবহিত্থা প্রভৃতি ব্যভিচারী। হাসরতি স্থায়ীভাব।

অথ হাসরতি।

চেতো বিকাশো হাসঃ স্যাদ্বাগ্বেশেহাদিবৈকৃতাৎ।
সদৃগ্বিকাশনাসোষ্ঠকপোলস্পন্দনাদিকৃৎ ॥
কৃষ্ণসম্বন্ধি-চেষ্টোত্থঃ স্বয়ং সংকুচদাত্মনা।
রত্যানুগৃহ্যমাণোঽয়ং হাসো হাসরতির্ভবেৎ ॥

বাক্য বেশ এবং চেষ্টা প্রভৃতির বিকৃতিবশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস বলে। নয়নের বিকাশ এবং নাসা ওষ্ঠ, কপোলের স্পন্দনাদি তাহার চেষ্টা। কৃষ্ণ-সম্বন্ধি চেষ্টাজনিতঃ হাস স্বয়ং সংকুচিত কৃষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে তাহাকে হাসরতি বলে।

অদ্ভুত, অদ্ভুত ভক্তিরস।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি।
সা বিস্ময়রতির্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ ॥

সেই বিস্ময় রতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া অদ্ভুত ভক্তিরস হয়।

এই অদ্ভুত ভক্তিরসে লোকাতীত ক্রিয়া হেতু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়াবলম্বন। সর্ব্ব-বিধ ভক্তই আশ্রয়াবলম্বন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা বিশেষাদি উদ্দীপন। নেত্রবিস্তার স্তম্ভ, অশ্রু, এবং পুলকাদি অনুভাব। আবেগ; হর্ষ এবং জড়তা প্রভৃতি ব্যভিচারী বিস্ময় রতি স্থায়ীভাব।

অথ বিস্ময়রতি।

লোকোত্তরার্থবীক্ষাদের্বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তৃতিঃ ॥

অত্র স্থানেত্রবিস্তারসাধুক্তিপুলকাদয়ঃ ॥
পূর্ব্বোক্তরীত্যা নিষ্পন্নঃ স বিস্ময়রতির্ভবেৎ ॥

লোকোত্তরার্থ দর্শনাদি হেতু চিত্তের বিস্তৃতিকে বিস্ময় বলে। নেত্র বিস্তার, সাধুবাদ, এবং পুলকাদি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে নিষ্পন্নঃ বিস্ময়কে বিস্ময় রতি বলে।

বীর, বীরভক্তিরস।

অথ বীরভক্তি রস।

সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।
আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ ॥

স্থায়ীভাব উৎসাহ রতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে স্বাদ্য হইয়া বীর ভক্তিরস হয়।

এই বীরভক্তিরসে যুদ্ধ বীরাদি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, তাদৃশ সুহৃদরাদি আশ্রয়ালম্বন। আত্মশ্লাঘা, বাহ্বাস্ফোটন, স্পর্দ্ধা বিক্রম এবং অস্ত্র গ্রহণাদি প্রতিযোধস্থ হইলে উদ্দীপন হয়। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাব।

গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, ব্রীড়া, মতি হর্ষ, অবহিত্থা, অমর্ষ, ঔৎসুক্য, অসূয়া এবং স্মৃতি প্রভৃতি ব্যাভিচারী। উৎসাহ রতি স্থায়িভাব।

অথ উৎসাহরতি।

স্থেয়সী সাধুভিঃ শ্লাঘ্যফলে যুদ্ধাদিকর্ম্মণি।
সত্বরামনসা শক্তিরুৎসাহ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥
কালানপেক্ষণং তত্র ধৈর্য্যত্যাগোদ্যমাদয়ঃ।
সিদ্ধঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা স উৎসাহ রতির্ভবেৎ ॥

যাহার ফল সাধুগণের শ্লাঘাযোগ্য সেই যুদ্ধাদি কর্ম্মে স্থিরতর মনের আশক্তিকে উৎসাহ বলে। কালবিলম্বের অসহনং ধৈর্য্যত্যাগ এবং উদ্যম প্রভৃতি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সিদ্ধ এই উৎসাহকে উৎসাহ রতি বলে।

অথ করুণভক্তিরস।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি।
ভবেচ্ছোকরতির্ভক্তিরসোহয়ং করুণাভিধঃ ॥

শোকরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া করুণ-ভক্তিরস নামে বিখ্যাত হয়।

এই করুণভক্তিরসে অনিষ্ট প্রাপ্তির আস্পদরূপে বেত্ত শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার ভক্ত এবং অপ্রাপ্ত ভগবদ্ভক্তি সুখ ভক্ত বন্ধুবর্গ বিষয়ালম্বন। সেই সেই কৃষ্ণাদির অনুভব কর্ত্তা আশ্রয়ালম্বন তাঁহাদিগের কর্ম্ম, গুণ এবং রূপাদি উদ্দীপন। মুখশোষ, বিলাপ, স্রস্ত গাত্রতা, শ্বাস, ক্রোশন (চীৎকার) ভূপাত, ঘাত এবং উরস্তাড়নাদি অনুভাব।

অষ্ট সাত্ত্বিক—জড়তা, নির্ব্বেদ, গ্লানি, দৈন্য, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল্য, উন্মাদ, মৃত্যু, আলস্য, অপস্মার, ব্যাধি এবং মোহ প্রভৃতি ব্যভিচারী। শোকতাংশে পরিণতা রতি শোকরতি, সেই শোকরতিই স্থায়ীভাব।

অথ শোকরতি।

শোকস্ত্বিষ্টবিয়োগাদ্যৈশ্চিত্তক্লেশতরঃ স্মৃতঃ।
বিলাপপাতনিশ্বাসমুখশোষভ্রমাদিকৃৎ।
পূর্ব্বোক্তবিধিনৈবায়ং সিদ্ধঃ শোকরতির্ভবেৎ॥

ইষ্ট বিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে। বিলাপ, ভূমি-পতন, দীর্ঘনিশ্বাস, মুখশোষ এবং ভ্রমাদি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বরীতি অনুসারে নিষ্পন্ন এই শোককে শোরতি বলে।

শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ ঘন হইলেও প্রেম বিশেষবশতঃ অনিষ্ট প্রাপ্তির আশ্রয় বলিয়া বোধ হন।

রৌদ্র, রৌদ্রভক্তিরস।

অথ রৌদ্রভক্তি রস।

নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।
হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসঃ স্মৃত॥

ক্রোধরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্ট হইলে, তাহাকে রৌদ্র-রস বলে।

এই রৌদ্ররসে কৃষ্ণ; তাঁহার হিত ও অহিত এই ত্রিবিধ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণ বিষয়ে সখী ও জরতী প্রভৃতি হিত ও অহিত বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার ভক্তই আশ্রয়া-লম্বন। সোল্লুণ্ঠহাস (ঠাট্টার সহিত হাস) বক্রোক্তি, কটাক্ষ এবং অনাদর

প্রভৃতি উদ্দীপন। হস্তনিষ্পেষণ, দন্তঘর্ষণ, রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠদংশন, অতিশয় ভ্রূকুটী, ভুজাস্ফালন ও ভুজতাড়ন (তাল ঠোকা) মৌন, নতাস্যতা (ঘাড় হেঁট করা) দীর্ঘনিশ্বাস, বক্রদৃষ্টিতা, ভৎর্সন মস্তকবিধুতি (মাথা কাঁপান) নয়নপ্রান্তে ঈষৎ রক্তচ্ছবি, ভ্রূভেদ এবং অধরকম্প প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাব। আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, নির্ব্বেদ, মোহ, চাপল্য, অসূয়া, উগ্রতা, অমর্ষ এবং শ্রম প্রভৃতি ব্যভিচারীভাব। ক্রোধরতি স্থায়ীভাব।

অথ ক্রোধরতি।

প্রাতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে।
পারুষ্যভ্রূকুটীনেত্র-লৌহিত্যাদি বিকারকৃৎ।
এতৎ পূর্ব্বোক্তবৎ সিদ্ধং বিদুঃ ক্রোধরতিং বুধা॥

প্রতিকূলতাদি জনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে। নিষ্ঠুর বচন, ভ্রূকুটী এবং নেত্র লৌহিত্যাদিরূপ বিকার ইহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে নিষ্পন্ন ক্রোধকে ক্রোধরতি বলে।

বীভৎস, বীভৎস ভক্তিরস।

অথ বীভৎস ভক্তিরস।

পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সারতিরাগতা।
অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈর্বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে॥

স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত জুগুপ্সা রতিকে পণ্ডিতেরা বীভৎস ভক্তিরস বলেন।

এই বীভৎস ভক্তিরসে আশ্রিত (শরণাগত, জ্ঞানিচর, এবং সেবানিষ্ঠ দাসভক্ত) এবং শান্তাদি ভক্ত বিষয় ও আশ্রয় অবলম্বন। নিষ্ঠাবান বক্ত্র কুণন অর্থাৎ মুখ বাঁকা করা ইত্যাদি ঘ্রাণসংবৃতি, ধাবন, কম্প, পুলক এবং প্রস্বেদ প্রভৃতি অনুভাব। গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, নির্ব্বেদ, দৈন্য, বিষাদ, চাপল্য, আবেগ এবং জড়তা প্রভৃতি ব্যভিচারী। জুগুপ্সা রতি স্থায়ীভাব।

অথ জুগুপ্সারতি।

জুগুপ্সা স্যাদহৃদ্যানুভবাচ্চিত্তনিমীলনং।
তত্র নিষ্ঠীবনং বক্ত্রকুণনং কুৎসমাদয়ঃ॥
হরেরনুগ্রহাজ্জাতা সা জুগুপ্সা রতির্মতা॥

অহৃদ্য বস্তুর অনুভবজনিত চিত্তনিমীলনকে জুগুপ্সা বলে। নিষ্ঠীবন, মুখ-কৌটিল্য এবং কুৎসনাদি তাহার ক্রিয়া। শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত জুগুপ্সা রতি বলে।

ভয়, ভয়ানক ভক্তিরস।

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা।
ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্য্যতে॥

বক্ষ্যমাণ অর্থাৎ স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত ভয়রতিকে পণ্ডিতেরা ভয়ানক ভক্তিরস বলেন।

এই ভয়ানক ভক্তিরসে অনুকম্পনীয় এবং সাপরাধে শ্রীকৃষ্ণও স্নেহ-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট প্রাপ্তি দেখিতেছেন, সেই বন্ধুবর্গে যাহারা দারুণ তাহারা আলম্বন। ভ্রূকুটী প্রভৃতি উদ্দীপন। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, ফিরে দেখা, আপনাকে গোপন করা, উদ্ঘূর্ণা, রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ এবং চীৎকার প্রভৃতি অনুভাব।

অশ্রু ভিন্ন সর্ব্ববিধ সাত্ত্বিক। ত্রাস, মরণ, চপলতা, আবেগ, দৈন্য, বিষাদ, মোহ, অপস্মার এবং শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারী। ভয়রতি স্থায়িভাব।

অথ ভয়রতি।

ভয়ং চিত্তাদিচাঞ্চল্য-পাপঘোরেক্ষণাদিভিঃ।
আত্মগোপনহৃচ্ছোষ-বিদ্রবভ্রমণাদিকৃৎ॥
নিষ্পন্নং পূর্ব্ববদিদং বুধা ভয়রতিং বিদুঃ॥

পাপ এবং ভয়ানক দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে। আত্মগোপন, হৃচ্ছোষ, পলায়ন, এবং ভ্রমাদি ইহার ক্রিয়া। পূর্ব্বনিয়ম অনুসারে নিষ্পন্ন এই ভয়কে ভয়রতি বলে।

পঞ্চবিধ ইত্যাদি;—শান্তাদি পঞ্চবিধ রতির আধার শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তে হাস্যাদি সপ্তবিধ গৌণীরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা হাস্যাদি সপ্তবিধ গৌণরস-রূপে প্রকটিত হয়। শান্ত্যাদি স্বয়ংরতি সঙ্কুচিত হইয়া বিভাবের উৎকর্ষ জনিত যে ভাব বিশেষকে (হাস, বিস্ময়াদি) অনুগ্রহ করেন, সেই ভাববিশেষকে গৌণী রতি বলে। সুতরাং যেমন শান্ত্যারতি স্ব স্ব আধার হইতে কখনই চ্যুত হয় না, তদ্রূপ হাস্যাদি নয়। হাস্যাদি কৃষ্ণলীলাদির অনুসারে কিয়ৎকাল কোন

শান্তভক্ত নব যোগেন্দ্র(১) সনকাদি(২) আর।
দাস্য ভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন ॥
(৩)মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন ॥
পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা, কেবলা, ভেদ আর ॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হীন।
(৪)পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ ॥
(৫)ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রধানাতে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি ॥

কোন ভক্তে স্থায়ী হইয়া থাকে, এই কারণে অর্থাৎ আগন্তুক বলিয়া হাস্যাদি সপ্ত গৌণরস।

১। 'নবযোগেন্দ্র'—একাদশস্কন্ধোক্ত কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমশ; করভাজন।

২। 'সনকাদি'—ব্রহ্মার মানসপুত্রচতুষ্টয়—যথা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার।

৩। 'মধুররস ভক্তমুখ্য'—ব্রজদেবীগণই মধুর রসের মুখ্যভক্ত তদিতর মহিষীগণ ও লক্ষ্মীগণ গৌণভক্ত ইহা আক্ষেপ লব্ধ।

কেবলার লক্ষণ ও স্থান করিতেছেন—"গোকুলে কেবলা রতি ইত্যাদি—যে রতিতে অর্থাৎ যে ভাবে ঐশ্বর্য্য গন্ধ নাই কেবল নিজের মমতাময় সম্বন্ধ সর্ব্বদা স্ফুরিত হয় তাহার নাম কেবলা রতি এই কেবলারতি একমাত্র গোকুলেই গোকুলবাসি জনে বিদ্যমান আছে।

৪। 'পুরীদ্বয়ে'—মথুরা ও দ্বারকায়।

৫। পুনর্ব্বার রতিদ্বয়ের তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ কার্য্য কহিতেছেন—"ঐশ্বর্য্য

শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন ॥
বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥

তথাহি—*

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥

তথাহি—*

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি!

বিজ্ঞায় বিশেষতো জ্ঞাত্বা ইতি সাংপ্রতাদ্ভুতকর্ম্মদর্শনাদিনা স্মৃততজ্জন্ম ...াস্তত্বেন পূর্ব্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানোদ্বোধাৎ কৃতসভক্তিবন্দনাবপি পুত্রাবপি জগদীশবুদ্ধ্যা ...তৌ সন্তৌ, যদ্বা ন সস্বজাতে কিন্তু প্রণতৌ স্তুবন্তৌ চ স্থিতাবিত্যর্থঃ। তথা বিষ্ণুপুরাণে ;—উত্থাপ্য বসুদেবস্ত দেবকীচ জনার্দ্দনং। স্মৃতজন্মক্তবচনৌ- ...বেব প্রণতৌ স্থিতাবিতি। স্তুতিশ্চ দীর্ঘা তত্র বিদ্যতে।

এবমর্জ্জুনঃ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণং স্বসুখং শ্রীকৃষ্ণং বিলোক্য সংস্তুত্য প্রণম্যাচ

দেবকী এবং বসুদেব অগ্রে প্রণত পুত্র রামকৃষ্ণকে জগদীশ্বররূপে অবগত ...য়া, শঙ্কাবশতঃ আলিঙ্গন করিতে পারেন নাই।

...ন .....কেবলার রীতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধানা কৃষ্ণ রতিতে প্রীতির সঙ্কোচ ...বং কেবলারতিতে ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও ঈশ্বর বলিয়া না মানা বিষয়ে উদাহরণ ...য়েছেন—"শান্তদাস্য ...কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি"।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশঃ শ্লোকঃ।

† শ্রীভগবদ্গীতায়াং একাদশাধ্যায়ে একচত্বারিংশদ্বাচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ।

অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥
যচ্চোপহাসার্থমসৎকৃতোসি
বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু।
একোহথবাপ্যচ্যুত! তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ॥

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥

স্বসখ্যৈশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রকৃত্তদনুরূপমনুনয়তিথ্য সখেতি—দ্বাভ্যাং। কৃষ্ণো ভগবানে সখা মিত্রমিতি মত্বা নিশ্চিত্য তবেদং সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণং মহিমানমজানা অননুভবতা ময়া প্রমাদাদনবধানতঃ প্রণয়েন সখ্যপ্রেম্না বা যত্ত্বাং প্রতি প্রসভ হঠাদুক্তং তদিদানীং ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি। কিন্তদিতি? চেত্তত্রাহ—কৃষ্ণেত্যাদি। সখে তীত্যত্র সন্ধিশ্ছান্দসঃ। এতানি ত্রীণি সম্বোধনান্যনাদরগর্ভাণি। হে কৃষ্ণেত্যত্র শ্রীপূর্ব্বকত্বভাবাৎ। হে যাদবেত্যত্র রাজবংশত্বাভাবাবেদনাৎ হে সখে ইত্যত্র সবয়স্ত্বমাত্রসূচনাৎ।

কিঞ্চ যচ্চ বিহারাদিম্ববহাসার্থং পরিহাসায়াসৎকৃতোহসি সত্যবাক্ সরলো নিষ্কপটস্ত্বমিত্যেবং ব্যঞ্জকশব্দৈরবজ্ঞাতোহসি। এক সখীন্ বিনা বিজনে স্থিতস্তৎ সমক্ষং বা তেষাং পরিহসতাং সখীনাং পুরতো ব্যস্থিত ইত্যর্থঃ। তৎসর্ব্ব বচনরূপমসৎকাররূপং বাপরাধজাতং ক্ষময়ে ক্ষমস্ব প্রভো ভগবন্নিত্যানুনয়ামি হে অচ্যুতেতি সত্যপ্যপরাধেহবিচ্যুতে সখেত্যর্থঃ। অপ্রমেয়মতর্ক্যপ্রভাবং।

তোমার মহিমা না জানিয়া অনবধানবশতঃ কিংবা সখ্যভাব প্রযুক্ত হঠা হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! প্রভৃতি যে সকল সম্বোধন করিয়াছি।

এবং বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন সময়ে অন্যের অসমক্ষে অথব বন্ধুজনের সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে যে কিছু অসৎকার করিয়াছি, অতর্ক্য প্রভা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

তথাহি—*

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥

কেবলা শুদ্ধপ্রেম ভক্ত ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজসম্বন্ধ না মানে॥

তথাহি—†

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজং॥

নমু, স্বভাবতো মহাকৌতুকপর এব সঃ কিঞ্চ পুত্রপৌত্রাদ্যক্তাদিনা ত্যাগো ন সম্ভবেদিতি কথং তয়া ন বিচারিতং তত্রাহ—তস্যা ইতি। তস্যাঃ পরমদাক্ষিণ্যাময়-প্রেমবিখ্যাতায়াঃ শ্রীরুক্মিণ্যাঃ সুদুঃখমপ্রিয়শ্রবণাৎ। ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া শোকঃ অনুতাপঃ তৈর্বিনষ্টা বুদ্ধির্যস্যাস্তস্যা অতো বিচারাভাবঃ সূচিতঃ। শ্লথয়ন্তি বলয়ানি যস্মাত্তস্মাদ্ধস্তাৎ অনেন বলয়ান্যপি পতিতানি তেন কার্শ্যাতিশয়শ্চ সূচিতঃ। ব্যজনং পপাত। নচ কেবলং বিচারো নষ্টশ্চেতনাপীত্যাহ বিক্লবা অবশা ধীর্যস্যাস্তস্যাঃ। অতএব সহসৈব দেহশ্চ মুহ্যন্ কেশান্ প্রকর্ষেণ বিকীর্য্য বাতবিহতা রম্ভেব পপাত। প্রবিকীর্য্যেতি মোহস্য রম্ভেতি পাতস্য চাতিশয়ঃ সূচিতঃ।

তদেবমহো! পরমভাগবতী যশোদেত্যাহ—ত্রয্যেতি। ত্রয্যা কর্ম্মোপাসনাময্যা তত্তদন্তর্যামি পর্য্যবসানয়া। উপনিষদ্ভিঃ স্বরূপগুণাভ্যাং সর্ব্ববৃহত্ত্বমে

অতিশয় দুঃখ, ভয় এবং শোকে হতবুদ্ধি রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় এবং ব্যজন পতিত হইয়াছিল। আর ধীবৃত্তি অবশ হওয়ায় তাঁহার দেহও মোহ পরতন্ত্র হইয়া কেশকলাপ বিকীর্ণ করতঃ বাতাহতা কদলীর ন্যায় পতিত হইয়াছিল।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশঃ শ্লোকঃ।

† শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশঃ শ্লোকঃ।

তথাহি—*

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা।

তথাহি—¶

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানাং পরাজিতং।

আত্মন্যেব পর্য্যবসিতাভিঃ। সাংখ্যযোগৈঃ সেশ্বরৈঃ। তৈশ্চ শ্রীভাগবতার্থপর্য্য সানৈঃ পুরাণৈরিত্যর্থঃ। সাত্বতৈঃ তদুপাসনাময়ৈঃ পঞ্চরাত্রাগমৈঃ। অনয়োর বেদাঙ্গকল্পবৎসাহিত্যোক্তিঃ। উপ হীনে। যৎ কিঞ্চিদ্গীয়মানমাহাত্ম্যং ন সম্যক্ আনন্ত্যাৎ। তং হরিং আত্মজমমন্যত পুত্রভাবেন সাক্ষাত্তথালালিত ভীতি কাকুঃ। চমৎকারাতিশয়োব্যঞ্জিতঃ। নচ বিশ্বদর্শনেন শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ জ্ঞানমভূৎ। অন্যথা শ্রীদেবকীবসুদেবৌ তমেবাস্তোষ্যৎ।

মর্ত্ত্যলিঙ্গনরাকৃতিমপি অধোক্ষজং প্রাকৃতেন্দ্রিয়াগোচরং যতো ন কেনা প্রকাশোর ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তং সর্ব্বকারণকারণং তং শ্রীকৃষ্ণমাত্মজং স্বগর্ভজাত মত্বা বাৎসল্যরসপূর্ণমনস্বেন তদংশাচ্ছাদনাদিত্যর্থঃ। গোপিকা যশোদা উদূখ দাম্না ববন্ধ। তচ্চবন্ধনমুদরে জ্ঞেয়ং। দামোদরত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদত্র নোক্তং হ বংশে তূক্তং। দাম্না চৈবোদরে বদ্ধা প্রত্যবধ্নদুদূখলে ইতি তচ্চদুঃখাপ্রাপ্ত্যর্থং বন্ধুতো বন্ধনন্তু ভয়েণ গমনাশক্তয়ৈব কৃতং। প্রাকৃতং যথেতি যথা অন্যাপি শিক্ষ প্রাকৃতং বালকং বধ্নাতি তদ্বদিত্যনেন শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রাকৃতবালকত্বমায়াতমিতি।

ঋক্, যজু, এবং সাম এই বেদত্রয় ইন্দ্রাদি দেবতা বলিয়া, উপনিষদ্ সং সর্ব্ববৃহত্তম বলিয়া, সাংখ্য পুরুষ বলিয়া, যোগ পরমাত্মা বলিয়া এবং সা অর্থাৎ পঞ্চরাত্রাগম ভগবান্ বলিয়া যাঁহার মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎরূপে গান কর থাকেন, যশোদা সেই হরিকে আত্মজ বলিয়া মানিয়াছিলেন।

গোপী যশোদা সেই নরাকারে প্রতীয়মান অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞা করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ।

¶ তত্রৈব অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ।

বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতং॥

তথাহি। *

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।

ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥

তথাহি—†

পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবা-

নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

ভগবানিতি যুষ্মাকং যো ভগবান্ সোঽস্মাকং ব্রজবাসিভিঃ পরাজিত ইতি নর্ম্ম চ ব্যঞ্জিতং। রোহিণ্যাঃ সুতমিতি তেন তৎপ্রভাবাজ্ঞানস্যাপেক্ষয়া।

তত ইতি। ততো বরিষ্ঠস্যান্তর্ধানানন্তরং বনপ্রদেশবিশেষং তেনৈব সহ গমনক্রমেণাগ্রতো গত্বা দৃপ্তা গর্ব্বিতা সতী কেশবং কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে বধ্নাতীতি তং অতএবাব্রবীৎ কিন্তদাহ ন পারয়ে ইতি বহুপারভ্রমণেন পরিশ্রান্তত্বাদিতি ব্যাজময়ী হেতুঃ ব্যঞ্জনা। নয়, মুগ্ধে তাভ্যো দূরমগ্রে স্থানান্তরং স্বয়ং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ—নয়েতি। পূর্ব্ববদঙ্কে নিধায় ত্বমেব নয়েত্যর্থঃ।

এবঞ্চ সতি তদেতদস্য কৃতমত্যন্তমযুক্তমিত্যাহুঃ—পতীতি। সুতাঃ পুষ্টপুত্রাদয়ঃ। অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনঃ বান্ধবা মাতাপিত্রাদয়ঃ। তান অতি তেষাং বাক্যাতিক্রমাৎ স্নেহাদপরিত্যাগাচ্চাতিশয়েন বিশেষেণচ ধর্ম্মাদ্যনপেক্ষয়া সমূলত্বেন লজ্জায়ত্বা অতিক্রম্য আগমনে হেতুঃ তবোদ্গীতমোহিতা ইতি হরিণ্য ইবেতি ভাবঃ। নতু যাদৃচ্ছিকমুদ্গীতমপিতু জ্ঞানপূর্ব্বকমেবেত্যাহুর্গতিবিদ ইতি অস্মদা-

---

শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিলেন, মহারাজ! তোমাদের ভগবান্ আমাদের ব্রজবাসী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্বাসুর রোহিণীনন্দনকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল।

অনন্তর সেই গোপী (শ্রীরাধিকা) বনপ্রদেশে, গমনানন্তর গূঢ় গর্ব্বিতা হইয়া কেশবকে বলিয়াছিলেন; আমি আর চলিতে পারি না তোমার যেখানে মন হয় সেই খানে আমাকে লইয়া চল।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকঃ।

† তত্রৈব দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকঃ।

গতিবিদ স্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা।
শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেরিতি শ্রীমুখ-গাথা॥

তথাহি—*

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা॥

গমনং জানত ইতি যদ্বা নম্ন ভবত্যঃ পরমধীরা গীতমাত্রেণ কথং মোহিতা-স্তত্রাহুঃ—গীতগতিবিশেষান্ জানত ইতি। যৈঃ শক্রসর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বা ইতি ভাবঃ। যদ্বা ভবত্যো বিদগ্ধা মমৈতাদৃশং স্বভাবমপি জানন্তীতি কথং ন সাবধানা জাতা স্তত্রাহুঃ। ত্বৎস্বভাববিদোঽপি বয়মিতি। মোহ-মন্ত্রপ্রায়ত্বদ্গানস্যেতি ভাবঃ। অহো তদপ্যাস্তাং স্বয়মেব তথানীতা। যোষিতঃ পুনর্নিশি কস্ত্যজেৎ। সম্ভাবনায়াং লিঙ্ নকোঽপীত্যর্থঃ। অতএব হে কিতব! বঞ্চনাশীল! অনেনান্যোঽপি কিতবং কস্ত্যজেৎ। সর্ব্বস্যাপি তস্য কৈতবলক্ষণৈ-বার্থেন স্বব্যবহারসাধকত্বং। ভবতু তস্যাপি তিরস্কারিত্বমিতি তত্রাপি বিশেষঃ। অতএব হে অচ্যুত! স্বগুণাদব্যভিচারিন্নিতি সান্ত্বৈব তবৈষ সংজ্ঞেতিভাবঃ।

তথাপি সামান্যায়ামেব রতৌ লব্ধায়াং বিশেষেঽত্র প্রবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধশমপ্রচুর্য্যা-পর্য্যবসীয়তে।

হে অচ্যুতে! পতি ভ্রাতা জ্ঞাতি এবং মাতাপিত্রাদি সমূলে অতিক্রম করতঃ তোমার উচ্চগীতে মোহিত হইয়া তোমার সমীপে আসিয়াছি, তুমি আগমনের উদ্দেশ্যও অবগত আছ; অতএব হে কিতব! রাত্রিকালে স্বয়ং সমাগত কামিনীদিগকে কে পরিত্যাগ করে? (১)

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্তভক্তিরসলহর্য্যাং একবিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং।

১। শান্তরসে ঐশ্বর্য্য কোন স্থানে উদ্দীপন হইয়া শান্তভক্তের কৃষ্ণনিষ্ঠার বৃদ্ধি এবং দাস্যরসে দাস ভক্তের সেবার বৃদ্ধি করে কিন্তু বাৎসল্য সখ্য ও মধুর

(১)কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণভক্ত, এক জানি॥
স্বর্গমোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।

তথাহি—*

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে॥

বুদ্ধির মন্নিষ্ঠতা অর্থাৎ আমাতে নিষ্ঠাকে শম বলে, এইটী শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। অতএব শান্তিরতি ব্যতীত বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা দুর্ঘট।

১। কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ, কৃষ্ণ ভিন্ন বিষয়ে স্পৃহা নিবৃত্তি শান্তিরতির কার্য্য। অতএব কার্য্যদ্বারা শান্তিরতি অনুমিত হয় বলিয়া শান্ত,—শান্তি-রতির আশ্রয়কে কৃষ্ণভক্ত বলিয়া জানি।

রসে ঐশ্বর্য্য পিতা মাতা ও সখ্যবৃন্দের এবং প্রেয়সীবৃন্দের পরমেশ্বর বুদ্ধি উৎ-পাদনপূর্ব্বক স্বসম্বন্ধ ভুলাইয়া দিয়া ভাব সঙ্কোচ করে, তাহাই কহিতেছেন প্রথম উদাহরণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বসুদেব-দেবকীর বাৎসল্য প্রীতি সঙ্কোচ দ্বিতীয় উদাহরণে অর্জ্জুনের সখ্য প্রীতির সঙ্কোচ তৃতীয় উদাহরণে শ্রীরুক্মিণীর মধুর প্রীতির সঙ্কোচ প্রদর্শিত হইল এবং ব্রজস্থ কেবলা রতি অর্থাৎ শুদ্ধ প্রেমময় বাৎসল্য রসের পরিকর পিতা মাতা অর্থাৎ শ্রীযশোদা নন্দ প্রভৃতির এবং সখ্যরসের পরিকর শ্রীদামাদি সখার এবং মধুর রসের পরিকর শ্রীব্রজদেবীগণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও প্রীতির সঙ্কোচ করিতে পারে না তাহাই—"ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিঃ……" হইতে "পতিসুতান্বয়" পর্য্যন্ত পাঁচ শ্লোকে দেখাইলেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশঃ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৯ম পরিচ্ছেদে ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১)শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
(২)পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ ॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ব্রীড়া রণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান ॥
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্ ॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥

১। শান্তের স্বভাব ইত্যাদি কৃষ্ণে মমতা-গন্ধ মমতালেশও নাই—অর্থাৎ আমার প্রভু, আমার সখা, আমার পুত্র, আমার পতি এ প্রকার কোন মমত নাই, কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দময় স্বরূপ ও চিদৈশ্বর্য্য অনুভব করিয়া কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও তদিতর বস্তুতে তৃষ্ণাত্যাগী হয়।

২। ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান দাস্যে অর্থাৎ দাস্যরসে হয় সুতরাং শান্তরস অপেক্ষা প্রভু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে মমতা দাস্য রসের কার্য্য। কিন্তু সেই প্রভু বলিয়া মমতার মধ্যে ঈশ্বর জ্ঞান নিমিত্ত প্রচুর সম্ভ্রম হয় সেই সম্ভ্রম সময়ে অভীষ্ট সেবাবিষয়ে সঙ্কোচ করিয়া থাকে।

সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণ ভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে॥

তথাহি—*

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তাং শতাবৃত্তিং বন্দে॥

বিশেষেণোৎকর্ষমাহ—ইতীতি। ইতি এবং ভক্তাবশ্যতয়া। যদ্বা ইত্যনয়া দামোদরলীলয়া ঈদৃশীভিশ্চ দামোদরলীলাসদৃশীভিঃ পরম মনোহরাভিঃ শৈশবীভিঃ স্বস্য স্বাভির্বা অসাধারণীভির্লীলাভিঃ ক্রীড়াভিঃ। "গোপিভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ। উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ। বিভর্ত্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকং। বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহন্"। ইত্যাদ্যুক্তাভিঃ স্বঘোষং নিজ গোকুলবাসি প্রাণিজাতং সর্ব্বমেব আনন্দকুণ্ডে আনন্দরসময় গভীরজলাশয়বিশেষে নিতরাং মজ্জয়ন্তং। এতদেবোক্তং স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহন্নিতি। যদ্বা ঘোষঃ কীর্ত্তিঃ মাহাত্ম্যোৎকীর্ত্তনং বা। স্বস্য স্বানাং বা গোপগোপাদীনাং ঘোষো যথাস্যাত্তথা স্বয়মেবানন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং পরমসুখবিশেষমনুভবন্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ তাভিরেব তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভগবদৈশ্বর্য্যপরেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং আত্মনো ভক্তবশ্যতামাখ্যাপয়ন্তং। ভক্তিপরাণামেব বশ্যোঽহং নতু জ্ঞানপরাণামিতি প্রথয়ন্তং। অনেনচ দর্শয়ংস্তদ্বিদাং

যে তুমি এবম্বিধ দামোদরলীলা ও তৎসদৃশ অন্য বাল্যলীলা দ্বারা গোকুলবাসি প্রাণিমাত্রকে আনন্দসরোবরে নিমগ্ন করিতেছ, এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান

---

* হরিভক্তিবিলাসস্য ষোড়শবিলাসে একোনশতাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণবচনং।

(১)মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥

লোকে আত্মনো ভৃত্যবশ্যতামিত্যস্যার্থো দর্শিতঃ। অস্যার্থঃ;—তং ভগবন্তং বিদন্তীতি তথা তেষাং তজ্জ্ঞানপরাণামিত্যর্থঃ। তান্ প্রতি দর্শয়ন্নিতি। তদীয়ানাং ভাগবতানাং প্রভাবাভিজ্ঞেম্বেব নান্যেম্বাখ্যাপয়ন্তং বৈষ্ণবমাহাত্ম্যবিশেষানভিজ্ঞেষু ভক্তের্বিশেষতস্তন্মাহাত্ম্যস্য চ পরমগোপ্যত্বেন প্রকাশনাযোগ্যত্বাৎ। এবঞ্চ তদ্বিদামিতি ভৃত্যবশ্যতাবিদামিত্যর্থো দ্রষ্টব্যঃ। অতঃ প্রেমতঃ ভক্তিবিশেষেণ শতাবৃত্তি যথাস্যাত্তথা শতবারান্ ত্বমীশ্বরং পুনর্বন্দে। অতো ভক্তানামবশ্যকৃত্যং ভক্তিপ্রকারবিশেষরূপং বন্দনমেব প্রার্থ্যং নত্বৈশ্বর্য্যং জ্ঞানাদীতি ভাবঃ।

পরায়ণদিগকে আমি ভক্তপরাজিত ইহাই জানাইতেছ, আমি প্রেমদ্বারা পুনর্ব্বার সেই তোমাকে শতবার বন্দনা করি।

১। সমস্ত ভক্তিরসের গুণ মধুরভক্তিরসে পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা দেখাইতেছেন—"মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা……করে চমৎকার" কৃষ্ণনিষ্ঠা শান্তির গুণ, সেবা অতিশয় দাস্যের গুণ, অসঙ্কোচ সখ্যের গুণ, মমতাধিক বাৎসল্যের গুণ, নিজাঙ্গ দিয়া সেবন নিজগুণ।

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে ।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন ।
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন ॥
আজ্ঞা হয় আইসো মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে ।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে ॥
প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন ।
নিকটে আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া ।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ॥
তারে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা ।
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহো তাঁহাঞি পড়িলা ॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা ।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা ॥
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী ।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি ॥
রাত্রে তিঁহো স্বপ্ন দেখে প্রভু পাইলা ঘরে ।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে ॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা ।
আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা ॥
তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা ।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥

নিজঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্য চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায়ে ধরি।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি॥
যাবৎ তোমার হয়ে কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি॥
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব॥
এত জানি তাঁর ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার।
বাসা নিষ্ঠা করিল চন্দ্রশেখরের ঘর॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ সজ্জন আসি করে দরশন॥
শ্রীরূপ উপরে প্রভু যৈছে কৃপা কৈল।
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল॥
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই জন।
প্রেমভক্তি পায় সে চৈতন্য চরণে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো
নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং ।
নীচোঽপি যৎ প্রসাদাৎ স্যাৎ ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে ।
শ্রীরূপ গোঁসাঞির পত্রী আইল হেন কালে ॥
পত্রী পেয়ে সনাতন আনন্দিত হৈলা ।
যবন রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা ॥
তুমি এক জিন্দাপীর(১) মহা পুণ্যবান্ ।
কেতাব, কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥
এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজধন দিয়া ।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোঁসাঞা ॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার ।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার ॥

বন্দ ইতি। অনন্তং দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নং অদ্ভুতমচিন্ত্যং ঐশ্বর্য্যং প্রভাবো যস্য তং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুমহং বন্দে নমস্করোমি। যস্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ প্রসাদাৎ নীচোঽপি ভক্তিশাস্ত্রাণাং প্রবর্ত্তকঃ স্যাদিতি।

অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি ; যাঁহার প্রসাদে নীচজনও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে সমর্থ হয়।

১। 'জিন্দাপীর'—জীবিত-পীর—সিদ্ধ ব্যক্তি।

পাঁচসহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার।
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িয়ে কিন্তু করি রাজভয়।
সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়॥
দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেউটী(১) আইসয়।
তাঁহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল।
(২)দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল॥
কিছু ভয় নাহি আমি এ দেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব॥
তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিল।
সাতহাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥

১। 'নেউটি—ফিরিয়া।

২। 'দাঁড়ুকা'—বেড়ি।

৩। 'দরবেশ'—মুসলমান ফকির বিশেষ, এখানে শ্রীসনাতন গোস্বামী "মক্কায় যাইব" বলায় অনেকে তাঁহাকে মুশলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তাহা বড় ভ্রম। যেহেতু হোসেন সাহ যখন তাহার সভায় আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তিনি দেখেন শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র বিচার করিতেছেন; সুতরাং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার শাস্ত্রবিচারে প্রয়োজন কি? এবং সেই সময়ের নিরপেক্ষ ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণ মুসলমানের সভায় শ্রীমদ্ভাগবত চর্চ্চা করিবেনই বা কেন? অতএব এখানে "মক্কায় যাইব" বলার তাৎপর্য্য কেবল যবন প্রহরীকে ভুলাইয়া শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ সমীপে যাইবার জন্য।

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া॥
(১)গড়িদ্বার পথ ছাড়িল নারে তাঁহা যাইতে।
রাত্রি দিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে॥
তথা এক ভূমিক(২) হয় তার ঠাঞি গেলা।
পর্ব্বত পার কর আমায় মিনতি করিলা॥
সেই ভূঁয়া সঙ্গে হয় হাতগণিতা।
ভূঁয়া কাণে কহে সেই জানি এক কথা॥
ইহার ঠাঁই সুবর্ণের অষ্টমোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঁয়া সনাতনে কয়॥
রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজলোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদী-স্নান॥
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে॥
এই ভূঁয়া কেন মোরে সম্মান করিল।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল॥
তোমার ঠাঁঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে মোর ঠাঁঞি সাত মোহর হয়॥

১। 'গড়িদ্বার পথ'—তৎকালে গৌড় নগরের—গড়ের দ্বার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ ছিল, তাহাকে সাধারণে গড়িদ্বার পথ বলিত।
২। 'ভূমিক'—জমীদার।

শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন।
সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঁয়া কাছে দিয়া কহে মধুর করিয়া॥
এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার॥
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে পর্ব্বত আমা লেহ পার করি॥
ভূঁয়া হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে॥
তোমা মারি মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে।
ভাল হৈল কহিলা তুমি ছুটিলাম পাপ হৈতে॥
সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব॥
গোঁসাঞি কহে কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥
তবে ভূঁয়া গোঁসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল॥
পার হঞা গোঁসাঞি তবে পুছিল ঈশানে।
জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে॥
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ।
গোঁসাঞি কহে মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ॥
তারে বিদায় দিয়া গোঁসাঞি চলিলা একেলা।
হাতে করোয়া, ছেঁড়া কাঁথা, নির্ভয় হইলা॥

চলি চলি গোঁসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম।
গোঁসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তাঁর সনে।
ঘোড়া মুল্য লঞা পাঠায় পাতসার স্থানে॥
টুঙ্গির উপর বসি সেই গোঁসাঞিকে দেখিল।
রাত্রে এক জন সঙ্গে গোঁসাঞি পাশ আইল॥
দুই জন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
বন্ধন মোক্ষণ কথা গোঁসাঞি কহিল॥
তিঁহো কহে দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র বেশ কর, ছাড় মলিন বসনে॥
গোঁসাঞি কহে একক্ষণ ইহা না রহিব।
গঙ্গা পার করি দেহ এখনি চলিব॥
যত্ন করি তিঁহো এক ভোটকম্বল দিল।
গঙ্গা পার করি দিল গোঁসাঞি চলিল॥
তবে বারাণসী আইল গোঁসাঞি কত দিনে।
শুনি আনন্দিত হৈল প্রভু আগমনে॥
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাহ তাঁহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুরে কহিল।
কেহ হয়? করি প্রভু তাঁহারে পুছিল॥

তিঁহো কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তাঁরে আন প্রভু বাক্যে কহিল আসি তাঁরে ॥
প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন।
মোরে না ছুঁইও কহে গদ্গদ বচন ॥
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥
তবে প্রভু তাঁরে হাতে ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা ॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ-সম্মার্জ্জন।
তিঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন ॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥

তথাহি—*

ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

তথাহি—+

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

+ হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একনবত্যঙ্কধৃতং ইতিহাসসমুচ্চয়োক্তং বহ্বাক্যং।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ১৯শ পরিচ্ছেদে ৫৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥

তথাহি—*

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং নতু ভূরিমানঃ ॥

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥

ইদানীং ভক্তিং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিত্তব তোষহেতুরিত্যাহ—বিপ্রাদিতি । পূর্ব্বোক্তা ধনাদয়ো যে বিষট্ দ্বাদশ-গুণাস্তৈর্যুক্তাদ্বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে । যদ্বা সনৎসুজাতোক্তা দ্বাদশধর্ম্মাদয়ো গুণা দ্রষ্টব্যাঃ । তদুক্তং মহাভারতে ;— ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতীক্ষানসূয়া । যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্যেতি । কথম্ভূতাদ্বিপ্রাৎ অরবিন্দনাভস্য পাদারবিন্দবিমুখাৎ, কথম্ভূতং শ্বপচং ? তস্মিন্নরবিন্দনাভে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তং ঈহিতং কর্ম্ম । স এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং কুলং পুনাতি ভূরিমানো গর্ব্বো যস্য সতু বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি, কুতঃ কুলং যতো ভক্তিহীনস্যৈতে গুণা গর্ব্বায় ভবন্তি নতু শুদ্ধয়ে, অতো হীন ইতি ভাবঃ ।

ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপঃ, অদ্বেষ, হ্রী, তিতীক্ষা অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি এবং বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশ গুণ-যুক্ত ব্রাহ্মণ যদি ভগবৎ পদারবিন্দ হইতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহার অপেক্ষা যেমন বাক্য, শারীরিক চেষ্টা, অর্থ এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত করিয়াছে ; তাদৃশ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সেই চণ্ডালকুল পবিত্র করে । কিন্তু গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ আপনাকেও পবিত্র করিতে পারে না ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ ।

তথাহি—*

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি,
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি,
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন ॥
মহারৌরব হৈতে তোমার করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥
সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি ॥
কেমনে ছুটিলা বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
অদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহো শুনাইল ॥
প্রভু কহে তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা ॥
তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরে।
প্রভু আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে ॥

ত্বাদৃশানাং তব তুল্যানাং দর্শনং অক্ষ্ণোঃ ফলং অন্যথা চক্ষুধারণস্য বৈফল্যং স্যাদিতি। ত্বাদৃশানাং গাত্রসঙ্গঃ অঙ্গসঙ্গঃ তন্বাঃ ফলং। এবং ত্বাদৃশানাং কীর্ত্তনং হি নিশ্চিতং জিহ্বাফলং অন্যথা জিহ্বা ভেকজিহ্বায়মানা স্যাৎ অতএব লোকে ভাগবতা হি এব সুদুর্ল্লভা নত্বন্যে ইত্যর্থঃ।

ভবাদৃশ হরিভক্ত দর্শনই চক্ষুর ফল, ভবাদৃশ ব্যক্তির অঙ্গসঙ্গই দেহ ধারণের ফল, এবং ভবাদৃশ ব্যক্তির গুণকীর্ত্তনই জিহ্বার ফল, অতএব ভক্তই লোকে সুদুর্ল্লভ।

---

* হরিভক্তিসুধোদয়ে ত্রয়োদশাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ।

তপন মিশ্র তবে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন ॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর, যাহ ইহা লঞা ॥
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুব মনে আনন্দ অপার ॥
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লঞা গেলা তপন মিশ্রের ঘরে ॥
পাদপ্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ মিশ্রেরে কহিলা ॥
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিলা ॥
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তিঁহো কৈল নিবেদন ॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন ॥
(১)তবে মিশ্র পুরাতন এক ধূতি দিল।
তিঁহো তুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল ॥

১। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক পরমৈকান্তিকের এই বেশ—এই বেশ গ্রহণের মন্ত্র বা গুরুর অথবা নূতন বস্ত্রাদির প্রয়োজন নাই; কেবল কোন মহাত্মার পরি-

মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইল সনাতন।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণ॥
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে॥
সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্রে ভিক্ষা নিব॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট-কম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে॥
তারে কহে আরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কান্থা দেহ মোরে॥
সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক হঞা।
বহু মূল্য ভোট কেন দিবে কান্থা লঞা॥
তিঁহো কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ তুমি মোরে দেহ কান্থা খানি॥
এত বলি কান্থা লৈল ভোট তারে দিয়া।
গোঁসাইর ঠাঁই আইলা কান্থা গলায় দিয়া॥

ধের বস্ত্র লইয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেই বেশ গ্রহণ হয়। তাহাই শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীতপন মিশ্রের পরিধেয় বস্ত্র যাচ্ঞা পূর্ব্বক কৌপীন বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান দ্বারা দেখাইলেন, এই বেশের অপভ্রংশ—ভেক।

প্রভু কহে তোমার ভোট-কম্বল কোথা গেল ।
প্রভুপদে সব কথা গোঁসাঞি কহিল ॥
প্রভু কহে উহা আমি করিয়াছি বিচার ।
বিষয়রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস ।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস ॥
গোঁসাঞি কহে যে খণ্ডিল কুবিষয় রোগ ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-ভোগ ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥
পূর্ব্বে যৈছে রায় পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল ।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল ॥
ইঁহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন ।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ ॥

কৃষ্ণস্বরূপ-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-ভক্তিরসাশ্রয়ং ।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥

স ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুঃ সনাতনায় তত্ত্বং যাথার্থ্যং তত্ত্বং ব্রহ্মণি যাথার্থ্য-মিত্যমরঃ। কৃপয়া উপদিদেশ উপদিষ্টবান্। কিম্ভূতং ? কৃষ্ণস্য স্বরূপঞ্চ মাধুর্য্যং রূপগুণাদীনাং স্বাভাবিক পরম মনোহরতা ঐশ্বর্য্যং স্বাভাবিক সর্ব্ববশীকারিতা ভক্তিরসশ্চ আশ্রয়ো যস্য তৎ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামিকে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য এবং ভক্তিরস যাহার আশ্রয় সেই তত্ত্ব কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

(১)তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
(২)কে আমি ? কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥

তথাহি— *

সদ্ধর্ম্মভাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।

১। তত্ত্বজ্ঞ লোকের নিকট কিরূপ দীনতার সহিত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া প্র[শ্ন] করিতে হয় তাহা দেখাইতেছেন—"তবে সনাতন……কর্ত্তব্য আমার"।

২। "কে আমি ? আমারে কেন জারে তাপত্রয়" ইহাই যদি জানিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের চরমসীমায় উপস্থিত হইতে পারে ; এই নিমি[ত্ত] শ্রীসনাতন গোস্বামী আর কিছু প্রশ্ন না করিয়া এই প্রশ্ন করিলেন।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্কধৃত নারদী[য়] পুরাণ বচনং।

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে ॥
(১)জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
(২)কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
(৩)সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥

যেষাং মতিঃ সদ্ধর্ম্মস্য অববোধায় ভাগবতধর্ম্মং জ্ঞাতুমিত্যর্থঃ। নির্ব্বন্ধিনী অধ্যবসিতা। তেষাং অভীপ্সিতঃ বাঞ্ছিতঃ সর্ব্বার্থঃ অচিরাদেব ঝটিত্যেব সিধ্যতি।

যাহাদিগের বুদ্ধি ভাগবত ধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত অধ্যবসায় করিয়াছে, তাহাদিগের বাঞ্ছিত সর্ব্বার্থ শীঘ্রই সিদ্ধ হয়।

১। জীবের স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সকল সময়ই জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস অতএব নিত্যবদ্ধ জীবগণও মায়ার অধীন অবস্থায় আপনাকে ভুলিলে অর্থাৎ "আমি কৃষ্ণদাস" এই জ্ঞান হারাইলেও অভিজ্ঞজন কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহাদিগকে অনুভব করেন, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত পরে দিবেন অতএব মায়াপিচাশী—ইত্যাদি দ্বারা।

২। 'কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি'—যে শক্তি অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গাও নহে তাহাকে তটস্থা কহে। এই তটস্থা শক্তির অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ হইতে পারে, এবং ভগবানের সহিত কোন অংশে অভেদ ও কোন অংশে ভেদ এই জন্য কহিলেন "ভেদাভেদ প্রকাশ"।

৩। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত "সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়" সূর্য্যের বহিশ্চর কিরণাণু সকল সূর্য্য হইতে তেজরূপে অভিন্ন এবং ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্যসম্মুখে যাইতে অসমর্থ হয় বলিয়া সূর্য্য হইতে ভিন্ন। এবং অগ্নিজ্বালাচয়—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমূহ, অগ্নি হইতে তেজরূপে অভিন্ন এবং তাহা হইতে পৃথক হইয়া অন্ধকারে পতিত হয় বলিয়া ভিন্ন। এইরূপ জীবসকল চিদানন্দাংশে ভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবৎসান্মুখ্য লাভ করিতে পারে না এ কারণ ভিন্ন।

তথাহি—*

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।

তথাহি—¶

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবকস্য যথোষ্ণতা॥

যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ। অত্র ব্যাপকত্বাদিনা তত্তৎসমা-বেশাদ্যনুপত্তিশ্চ শক্তেরচিন্ত্যত্বেনৈব পরাহতা দুর্ঘটঘটকত্বং চাচিন্ত্যত্বং। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা অন্তরঙ্গা তটস্থা বহিরঙ্গাচ। তত্রান্তরঙ্গতয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণচাবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মি-স্থানীয়চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ। বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্য স্থানীয়-তদীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপেণ চ ইতি চতুর্দ্ধাত্বং অতএব তদাত্ম-কত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভূতত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গণিতং "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তেতি"।

লোকেহি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি যত এবং অতো ব্রহ্মণোঽপি তথাবিধা শক্তয়ঃ সর্গাদিহেতুভূতাভাব-

---

একদেশস্থিত অগ্নির কিরণ যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ এই অখিল জগৎ পরব্রহ্মেরই শক্তি।

ইহাদ্বারা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ অভেদবাদ এবং শ্রীমাধ্বাচার্য্যের ভেদবাদ নিমিত্ত পরস্পর বৈদান্তিক-সম্প্রদায়ে যে বিরোধ তাহারই সমাধান শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্মত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ।

---

* ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বংরজস্তম ইতি ত্রিবিধেকমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণু-পুরাণীয়-প্রথমাংশস্য দ্বাবিংশাধ্যায়ীয় পঞ্চাশৎ শ্লোকঃ।

¶ তত্রৈব বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশস্য তৃতীয়াধ্যায়ীয়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ।

লা)

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণত।
(১)চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি,(২) আর মায়াশক্তি(৩) ॥

তথাহি—*

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥

তথাহি—‡

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ! সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল! তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥

তথাহি—§

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

ক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধা শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদ শক্তিবৎ অতো গুণাদি
নস্যাপ্যচিন্ত্যশক্তিমত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ।

একদেশস্থিত অগ্নির কিরণ যেমন বিস্তৃত হয় সেইরূপ অখিল জগৎ পর-
মেশ্বর শক্তি।

১। 'চিচ্ছক্তি'—অন্তরঙ্গা। ২। 'জীবশক্তি'—তটস্থা।
৩। 'মায়াশক্তি'—বহিরঙ্গা।

---

* তত্রৈব ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয় সপ্তমাধ্যায়স্যৈকষষ্টঃ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ২০১ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।
‡ তত্রৈব বিষ্ণুপুরাণীয় ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়ীয় দ্বিষষ্ঠত্রিষষ্ঠৌ শ্লোকৌ।
এই দুই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৪৫।১৪৬
পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
§ শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ২০০ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

(১)কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

তথাহি—*

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

নমু কিমেবং *পরমেশ্বরভজনেন অজ্ঞানকল্পিতভয়স্য জ্ঞানৈকনিবর্ত্ত্যং
দিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভয়মিতি। যতো ভয়ং তন্মায়য়া ভবেৎ অতো বুধো বুদ্ধিমান্ তং
বাভজেৎ। নমু ভয়ং দেহাভিনিবেশতো ভবতি সচ দেহাহঙ্কারতঃ সচ স্বরূপ
স্মরণাৎ কিমত্র তস্য মায়া করোতি অত আহ ঈশাদপেতস্য ঈশবিমুখস্য তস্মাৎ
অস্মৃতিঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তিস্ততোবিপর্যয়ো দেহোঽস্মীতি ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশা
ভয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীম্বপি মায়াসু। উক্তঞ্চ শ্রীভগবতা;—
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং ত

ভগবদ্বিমুখজীবের স্ব স্বরূপের অর্থাৎ কৃষ্ণদাসত্বের অনুসন্ধান জন্য দে
অহং বুদ্ধি এবং তন্নিমিত্ত দ্বৈতাভিনিবেশে ভয় উপস্থিত হয়, এই জন্য বুদ্ধিম

১। এক্ষণে নিত্যবদ্ধ জীবের বিষয় বিবৃতি করিতেছেন; "কৃষ্ণ ভু
সেই......জলেতে চুবায়"। অনাদি বহির্ম্মুখ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে ক
বিস্মরণ নিমিত্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। সেই বহির্ম্মুখ জীবের উপরি অনাদিকাল হইতে
ভগবান্ আধিপত্য মায়াকে দিয়াছেন একারণ ভগবৎপরায়ণা মায়া সেই জীবকে
জন্মমরণ শোকদুঃখাদি প্রবাহরূপ সংসারদুঃখ দিতেছে। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত "দণ্ড
জনে" ইত্যাদি। আমাদের আচার্য্যগণের মতে ঈশ্বর, মায়া, কাল, কর্ম্ম ও জী
এই পাঁচটী পদার্থ নিত্য।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তত্রিংশৎ শ্লোকঃ।

(১)সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

তথাহি—*

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

ন্তি তে' ইতি। একয়া অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজেৎ। কিঞ্চ গুরুদেবতাত্মা গুরুরেব দেবতা আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ।

নমু, ত্রিগুণায়াস্তন্মায়ায়া নিত্যত্বাত্তদ্ধেতুকস্য মোহস্য বিনিবৃত্তি দুর্ঘটেত চেত্তত্রাহ—দৈবীতি। মম সর্ব্বেশ্বরস্যাবিতর্ক্যাতি বিচিত্রাণন্তবিশ্বস্রষ্টুরেষা মায়া দৈবী অলৌকিকী অদ্ভুতেত্যর্থঃ। তাদৃগ্বিশ্বসর্গোপকরণাৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ;—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্তু মহেশ্বরমিত্যাদ্যা। গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা"। শ্লেষেণ ত্রিগুণিতা রজ্জুরিবাতিদৃঢ়তয়া জীবানাং বন্ধহেতুঃ। অতো দুরত্যয়া তেষাং দুরতিক্রমা। রজ্জুপক্ষে চ্ছেত্তুমুদ্গ্রথিতুঞ্চ তৈরশক্যেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যে-তাদৃশী তথাপি মদ্ভক্ত্যা তদ্বিনিবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাহ মামিতি। মাং সর্ব্বেশ্বরং মায়া-নিয়ন্তারং স্বপ্রপন্ন বাৎসল্য-নীরধিং কৃষ্ণং যে তাদৃশ সৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি তে এতামর্ণবমিবাপরাং মায়াং গোষ্পদোদকাঞ্জলিমিবাশ্রমেণ তরন্তি তাং তীর্ত্বানন্দৈকরসং প্রসাদাভিমুখং স্ব স্বামিনং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি। মামেবেত্যেব-কারো মদন্যেষ বিধিরুদ্রাদীনাং প্রপত্ত্যা তস্যাস্তরণং নেত্যাহ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ "তমেব বিদিত্বেত্যাদ্যা"। মুচুকুন্দং প্রতি দেবাশ্চ,—"বরং বৃণীষ্ব ভদ্রস্তে ঋতে

ব্যক্তি গুরুতে ঈশ্বর ও আত্মদৃষ্টি করিয়া একান্ত ভক্তিসৎকারে সেই ভগবান্‌কে ভজন করিবে।

১। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া অত্যন্ত দুঃখী মায়িক জীবের দুঃখ নিবারণের উপায় বলিতেছেন; "সাধুশাস্ত্র……মায়া তাহারে ছাড়য়"। 'সাধু'—সদাচার পর ভক্ত। 'শাস্ত্র'—শ্রীহরিভক্তিপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চরাত্র প্রভৃতি।

* শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ।

(১)মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥
শাস্ত্র, গুরু, আত্মারূপে (২)আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥
(৩)বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধভক্তি প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধের নাম ভক্তি, প্রেম(৪) প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥
(৫)কৃষ্ণমাধুর্য্য সেবানন্দ-প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন ॥

কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্ত ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়” ইতি। ঘণ্টাক
প্রতি শ্রীশিবশ্চ ;—“মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুদেবো ন সংশয়” ইতি।

হে পার্থ! আমার ত্রিগুণময়ী মায়া দুস্তরা হইলেও যাহারা আমার শরণাগ
হয়, তাহারা অনায়াসে সেই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

১। অনাদিকাল হইতে মায়া কর্তৃক স্বরূপ বরণ হওয়ায় মায়ামুগ্ধ জীবে
স্বাভাবিক কৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান নাই, তাহাই কহিতেছেন “মায়ামুগ্ধ জীবের ইত্যাদি

২। ‘আত্মারূপে’—অন্তর্য্যামীরূপে—আত্মারূপে এস্থলে আজ্ঞারূপে এ
রূপ পাঠ কোন কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

৩। বেদশাস্ত্র ইত্যাদি। ‘সম্বন্ধ’—প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকতা রূপ অর্থা
বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের প্রতিপাদক বেদশাস্ত্র। অভিধেয়—শ্র
ণাদি সাধনভক্তি। সেই শ্রবণাদি সাধনভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন অর্থাৎ তাহা
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়।

৪। ‘প্রেম’—প্রেমাবিধ সাধ্যভক্তি প্রয়োজন—সেই প্রেম ধর্ম, অর্থ
কাম, মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থের শিরোমণি অর্থাৎ পঞ্চম পুরুষার্থরূপ।

৫। প্রেমের কার্য্য কহিতেছেন “কৃষ্ণমাধুর্য্য......রসাস্বাদন” কৃষ্ণমাধু

(১)ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেন এত দুঃখী ? তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহি, অন্যত্রে ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ পুরাণ জাবে কৃষ্ণ-উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তায়ে প্রাপ্ত্যের উপায়॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী(২) উঠিবে ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ(৩) এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥

কৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদির মনোহরতা কৃষ্ণসেবা পরিকরের সহিত কৃষ্ণের বিবিধ পরিচর্য্যা করিয়া আনন্দ তাহার পাইবার কারণ প্রেম—এবং প্রেমার এই স্বভাব যে কৃষ্ণসেবা করাইবে এবং কৃষ্ণবিষয়ক মধুরাদিরস আস্বাদন করাইবে।

১। 'ইহাতে'—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত অর্থাৎ মায়ামুগ্ধ অত্যন্ত দুঃখী জীবের কিরূপে দুঃখ বিমোচন হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—"দরিদ্রের ঘরে……ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্তে তারে ভজি"।

২। 'বরুলী'—বোলতা ভিমরুল দংশনে তীব্রদাহকারী কীটবিশেষ তৎ স্থানীয় কর্ম্ম অর্থাৎ ভিমরুল ও বরুলীতে দংশন করিলে যাদৃশ মহাযন্ত্রণা পাইতে হয় এইরূপ কর্ম্মাশক্ত জীবও বিবিধ যন্ত্রণার আকর।

৩। যক্ষস্থানীয় যোগ অর্থাৎ যক্ষ যেমন ধন রক্ষামাত্র করে আপনিও

উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে(১)।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥
(২)পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥

ভোগ করিতে পারে না ও অন্যকে ভোগ করিতে দেয় না, এইরূপ যোগমার্গে পরমাত্মা রূপে ভগবানকে যোগিগণ অনুভব করে মাত্র, কিন্তু আপনি শ্রীভগবন্মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে না এবং অন্যকে করিতে দেয় না।

১। কৃষ্ণ অজাগর স্থানীয় জ্ঞানমার্গ যাহাকে কৃষ্ণ অজাগর গ্রাস করিয়াছে তাহার বাঁচিয়া পুনর্ব্বার ভোগসুখ পাইবার সম্ভাবনা একেবারে নাই, এইরূপ জ্ঞানমার্গে যাহাকে গ্রাস করিয়াছে তাহার আর ভক্তিসুখ ভোগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

২। দক্ষিণ দিকে সূর্য্যের গমনে তেজ মন্দ হয় এবং শীত উৎপাদন করিয়া লোকের জাড্যবিধান করে, এইরূপ বিশ্বাসরূপ সূর্য্য দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ কর্ম্মে যাইলে তাহার তেজ মন্দ হয় অর্থাৎ তাহা হইতে আর অগ্রসর হইতে পারে না এবং কর্ম্ম বিশ্বাসী ব্যক্তি কর্ম্ম উপদেশরূপে শীত উৎপাদন করিয়া লোকে জাড্য উৎপাদন করে।

পশ্চিমে সূর্য্য অস্তগমন সময়ে কেবল আলোক মাত্র থাকে, কিন্তু সূর্য্যের তেজ কিছুমাত্র থাকে না এইরূপ বিশ্বাসরূপ সূর্য্য যোগরূপ পশ্চিম দিকে অস্তমিত হইলে ক্রমে তেজো বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হয়।

উত্তরে সুমেরু পর্ব্বতে সূর্য্য আচ্ছন্ন হইলে ঘোর অন্ধকার সমস্ত জগৎ গ্রাস করে এইরূপ জ্ঞানমার্গরূপ উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী বিশ্বাসরূপ সূর্য্য জগৎ অন্ধকারে আবৃত করে।

পূর্ব্বদিক হইতে সূর্য্য উদয় হইয়াই অন্ধকার নাশ করেন এবং ক্রমে ক্রমে তেজোবৃদ্ধি হয় সর্ব্বজগৎকে প্রকাশ করেন এইরূপ বিশ্বাস সূর্য্য ভক্তিবর্ত্ম রূপ পূর্ব্বদিকে উদয় প্রারম্ভেই জগতের অন্ধকার নাশ করিতে থাকে এবং ক্রমে যত অগ্রসর হয় ততই তেজোবৃদ্ধি হয় ও সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করেন কিন্তু সূর্য্য উদয়ে পেচকাদি কতকগুলি প্রাণী যেমন অন্ধ হয় এইরূপ

ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

তথাহি—*

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যঃ ধর্ম্ম উদ্ধব!।
ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জিতা॥

তথাহি—†

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥

শ্রদ্ধয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকয়াহমেব গ্রাহ্যঃ ক্রমাদ্বশীকার্য্যঃ। মন্নিষ্ঠা মন্নিতু দার্ঢ্যং গতাসীদিতিক্রমসন্দর্ভঃ। সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপীতি শ্রীস্বামিপাদাঃ।

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমিশ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা একমাত্র কেবলা ভক্তি দ্বারা ক্রমে বশীভূত হই। যেহেতু আমি সতের আত্মা ও প্রিয়। অধিক কি আমাতে দৃঢ়তা প্রাপ্তা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।

ভক্তি বিশ্বাস সূর্য্যের উদয়ে কতিপয় বহির্ম্মুখ জীব অন্ধ হয়। ইহাই দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব দিকে কর্ম্মযোগ জ্ঞান ও ভক্তির স্থান নির্ণয় করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উনবিংশঃ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৭ পঃ ৩১৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

† শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিংশঃ শ্লোকঃ।

দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
(১)ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
(২)তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥

তথাহি—*

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেবহি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥

ব্যামোহায়েতি। সর্ব্বপুরাণাগমরূপ-মহাবাক্যস্য সম্যক্ বিচারায়োগ্যা[illegible] যান্ প্রতি খণ্ডশো বদন্তু ইত্যর্থঃ। যতঃ সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। ব্যাপারারূঢা[illegible] বৃত্তয়ঃ। বিবেচনং বিচারঃ। ব্যতিকরঃ অসঙ্গঃ তং নীতেষু তদ্ব্যাপারেষু সিদ্ধান্তঃ তস্মিন্ এক এব ভগবান্ নিশ্চীয়তে চরাচরজঙ্গমাস্তেচাত্র মনুষ্যা মনুষ্যাধিকাধিকত্বাচ্ছাত্রস্য।

চরাচর জগতের মোহের নিমিত্ত সেই সেই পুরাণ ও তন্ত্র সকল সেই [illegible] দেবতাগণকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া অনভিজ্ঞজনের নিকট কল্পাবধি জল্পনা কর[illegible] কিন্তু সেই সেই পুরাণাগমের রুচি প্রভৃতি বৃত্তি সকলের বিচার প্রসঙ্গদ্বারা[illegible] সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হয় তাহাতে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বররূপে নিশ্[illegible] হইতেছেন।

১। 'ভোগ প্রেমসুখ'—ইত্যাদি প্রেম সুখভোগই মুখ্য প্রয়োজন ও[illegible] ব্যতীত ভবক্ষয়াদি আনুষঙ্গিক ফল।

২। 'তার জ্ঞানে'—বেদাদি সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানে।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারি-লহর্য্যাং উনষষ্ঠাঙ্কধৃতপা[illegible] বৈশাখমাহাত্ম্যং।

(১)গৌণ মুখ্য বৃত্তি, কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥

তথাহি—*

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমানূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চনঃ ॥'

তদেবং মদুৎপন্নস্য বেদস্য তাৎপর্য্যজ্ঞ শ্চাহমেবেত্যাহ—কিং বিধত্ত ইতি গ্রাম সন্দর্ভঃ। কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ কিং বিধত্তে? দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিমাচষ্টে প্রকাশয়তি? জ্ঞানকাণ্ডেচ কিমনূদ্য বিকল্পয়েন্নিষেধার্থমিত্যেবমস্য হৃদয়ং মং মত্তোঽন্যঃ কশ্চিদপি ন বেদ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ।

তন্ন তর্হি ত্বং মৎকৃপয়া কথয় ওঁ মিতি কথয়তি—মামিতি। যজ্ঞরূপং বিধত্তে মামেব। তত্তদ্দেবতারূপং অভিধত্তে। ন মত্তো পৃথক্ যচ্চাকাদিপ্রপঞ্চজাতং। এতস্মাদাত্মান আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিনা বিকল্প্য অপোহ্যতে নিরাক্রিয়তে তদপ্যাহমেব নতু মত্তঃ পৃথগস্তি।

বেদ কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্র-বাক্য দ্বারা কাহাকে প্রকাশ করেন এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া বিকল্প করেন এই নিমিত্ত বেদের হৃদয় আমি ভিন্ন কেহই জানে না।

বেদ আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করে, আমাকেই দেবতারূপে প্রকাশ করে, এবং আমাকেই আকাশাদি তর্ক করিয়া নিরাকরণ করে। শব্দরূপ বেদ মায়ামাত্র জগতের নিষেধ পূর্ব্বক, আমার অবতারাদিরূপভেদকে অনুবাদ করতঃ পরে শ্রীকৃষ্ণরূপ আমাকে অবলম্বন করিয়া প্রসন্ন হয়। এই পর্য্যন্ত সকল বেদের তাৎপর্য্য।

১। ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে ১৯৯ পত্রে দৃশ্য। অন্বয়—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা, ব্যতিরেক—তদসত্ত্বে তদসত্তা, অর্থাৎ যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণের সত্তায় ঘট ও কুণ্ডলের সত্তা ইহাই অন্বয় এবং মৃত্তিকা সুবর্ণের অসত্তায় ঘট ও কুণ্ডলের অসত্তা ইহাই ব্যতিরেক। এইরূপ পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণ সত্তায় জগতের সত্তা এবং তাহার অসত্তায় জগতের অসত্তা।

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৪২—৪৩ শ্লোকঃ।

তত্রৈব—। *

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহং।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং॥
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপ শক্তি, শক্তি কার্য্যের, কৃষ্ণ সমাশ্রয়॥

তথাহি—॥

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং।
ক্রীড়াদ্ভুতকুলাম্ভোধৌ পরমানন্দমুদীর্য্যতে॥

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

তথাহি—§

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্য ধাম॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে চত্বারিংশ শ্লোকঃ।
একচত্বারিংশদ্দ্বিচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ।

॥ শ্রীমদ্ভাগবতস্য দশমস্কন্ধস্য প্রথমঃ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৪৫ পত্রে দৃষ্ট।

§ ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমঃ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৪৬ পৃষ্ঠে দৃষ্ট।

তথাহি—*

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, ত্রিবিধ প্রকাশে॥

তথাহি—‡

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ব্রহ্ম, অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেমন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥

তথাহি—তত্রৈব। §

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।

এবং দেহদ্বয়াতিরিক্তস্য শুদ্ধস্যাত্মনঃ স্বতঃ প্রিয়ত্বমুক্ত্বা বিবক্ষিতমাহ—কৃষ্ণ। মিতি। "কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়ত" ইত্যেতল্লক্ষণত্বেন তন্নামানমেনং শ্রীযশোদানন্দনরূপং অখিলানামাত্মনাং সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয়স্য তস্য রশ্মিপরমাণুস্থানীয়ানাং শুদ্ধানামপি ক্ষেত্রজ্ঞানাং পরমস্বরূপত্বেন পরমাত্মানমবেহি। তর্হি কথং লোকে দৃশ্যতয়া ভাতি তত্রাহ—জগদ্ধিতায়েতি। আত্মারামাণাং তৎপ্রিয়জনানাঞ্চাত্মাধিকপরমপ্রেমাস্পদ সর্ব্বাংশত্বেন তদ্ব্যতিরিক্তবস্তুসংভেদাভাবাদিতি ভাবঃ। নিরুপাধিপরমপ্রেমা-

---

হে মহারাজ! তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে অখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমস্বরূপ

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতিঃ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ২য় পঃ ৪০ পত্রে দ্রষ্টব্য।

‡ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ২য় পঃ ৩১ পত্রে দ্রষ্টব্য।

§ ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষট্চত্বারিংশৎ শ্লোকঃ।

তত্ত্বম্ নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার হন্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥

তথাহি—*

কৃষ্ণ মেনমবেহি ত্বমাত্মানামখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

তথাহি—¶

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন!
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

(১)ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥

স্পদত্বং খল্বাত্মত্বঞ্চেতি। অতএব শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃত মহাবারাহবচনং;—দে
দেহিবিভাগোঽত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিদিতি। তদেবমসুরাদীনাং মায়াবর
তথা ভাতি। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত' ইতি ভগবদ্গীতাসু
তত্র যোগমায়া দুর্ঘট-ঘটনাকারিণী মম কিমপি বুদ্ধিসৌষ্ঠবমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ
তৎ প্রিয়জনানান্তু তৎ প্রেমভাবিতান্তঃকরণে ক্ষীরে সিতোপলবদেকজাতীয়ে
প্রেমাস্পদতাস্বভাবোঽসৌ স্বমাধুরীভিরধিকতয়া ভাতি। অন্যত্রতু যথোচি
মিতি স্থিতে সর্ব্বাভিশস্থিতপ্রেম স্বভাবানাং শ্রীব্রজবাসিনান্তু কিমুতেতি ভাবঃ।

বলিয়া অবগত হও তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের হিতের জন্য স্বীয় যোগমা
প্রভাবে সাধারণের নিকট সংসারী জীবের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

১। 'কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত......হইতে এই পর্য্যন্ত যাহা বলিলেন এ

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশৎশ্লোকঃ।
¶ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকঃ।
ইহার টীকাও ব্যাখ্যা আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৩৩ পত্রে দৃষ্ট।

(১)স্বয়ং রূপ তদেকাত্ম(২) রূপ আবেশ(৩) নাম।
প্রথমেই তিনরূপেই রহে ভগবান্॥
স্বয়ং রূপে স্বয়ং প্রকাশ, দুই রূপে(৪) স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ং রূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥
প্রাভব, বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে॥
মহিষীবিবাহে হৈলা বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রভাব প্রকাশ এই শাস্ত্রপর সিদ্ধি॥
সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
(৫)কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়॥

বিষয় আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অভিব্যক্তি হইয়াছে সেখানেই ব্যাখ্যাদি দৃষ্ট।

১। স্বয়ং রূপ ;—অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।

যাঁহার স্বরূপ অনন্যাপেক্ষি অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ অন্য হইতে ব্যক্ত হয় না, সেই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ।

২। অথ তদেকাত্মরূপঃ।

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিরনন্যা দৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥

যিনি স্বয়ং রূপের সহিত অভিন্ন স্বরূপে বিরাজমান, কিন্তু আকৃতি, বেশ এবং চরিত্রাদিদ্বারা অন্যের ন্যায় প্রকাশ হন তাঁহাকে তদেকাত্মরূপ বলে।

৩। অথ আবেশঃ।

জ্ঞানশক্ত্যাদিকণয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
স আবেশো নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥

যে সকল মহত্তম জীবে জ্ঞানশক্তি প্রভৃতির অংশদ্বারা ভগবান আবিষ্ট হন তাঁহাদের নাম আবেশরূপে।

৪। দুইরূপে, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশরূপে।

৫। এই সকল পয়ারের ব্যাখ্যা আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে ২৭ পৃষ্ঠে দৃষ্ট।

তথাহি—*

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাসে।
ভাব বেশভেদ নাম বৈভব প্রকাশে॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার, বর্ণ, অস্ত্র ভেদ নাম বিভেদ॥

তথাহি—ক

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং।

বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্রে ভেদ সব কৃষ্ণের সমান॥

চকারাৎ পূর্ব্বসাম্যং বোধয়তি। তে ত্বয়াভিহিতেনোক্তেন পঞ্চরাত্রাদি বিধিনা ইতি পঞ্চরাত্রস্য পরমপ্রামাণ্যং, তেন সর্ব্বতো মান্যত্বঞ্চোক্তং। তত্রৈব দর্শয়িষ্যতে। মোক্ষধর্ম্মবাক্যেন। অতএব সংস্কৃতাত্মানঃ শৈবাদি-দীক্ষিতানতিক্রম্য গুণবিশেষযুক্তচিত্তাঃ। অতএব ত্বন্ময়াস্ত্বৎপ্রচুরাঃ সদাবহিরন্তশ্চ ত্বৎস্ফূর্ত্তিমন্ত ইত্যর্থঃ। বহ্ব্যো বাসুদেবাদয়ো মৎস্যাদয়শ্চ মূর্ত্তয়ো যস্য। একা পরম ব্যোমাধিপ মহানারায়ণরূপা মূর্ত্তির্যস্য তস্য তস্য। যদ্বা বহুমূর্ত্তিকমপ্যেকমূর্ত্তিকমিতি তত্তন্মূর্ত্তীনাং নানাত্বেঽপ্যেকমভিপ্রেতমিতি ত্বামেব যজন্তি।

শৈবাদি দীক্ষিত হইতেও যাহাদিগের চিত্তে গুণবিশেষের প্রকাশ হইয়াছে এবং যাহাদিগের অন্তরে ও বাহিরে আপনি সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, হে ভগবন্! তাহারা তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্র বিধি দ্বারা মৎস্যাদি রূপে বহুমূর্ত্তি হইয়াও, সর্ব্বদা এক মূর্ত্তি তোমাকেই অর্চ্চন করিয়া থাকেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনসপ্ততিতমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ।
ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে ২১ পৃষ্ঠে দৃষ্ট।

ক শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চত্বারিংশাধ্যায়ে সপ্তমঃ শ্লোকঃ।

(১)বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ।
দ্বিভুজস্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রভাব বিলাস(২) ॥
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ, আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান ॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্যবিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয়ে লোভ ॥
মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্ব নৃত্য দরশনে।

তথাহি—*

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে

হে সখে! অয়ং চারণঃ নটঃ আভীরলীলস্য গোপলীলস্য মে মম দ্বৈতং

যাহার অলৌকিক মধুরিমার পরিমল সেই গোপলীলাশালী আমার

১। 'বৈভব প্রকাশ'—ইহা বিলাসের নামান্তর আদিলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে যে বিলাসের লক্ষণ করিয়াছেন এবং উদাহরণ দিয়াছেন। যথা—

"একই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন।
অনেক প্রকার হয় বিলাস তার নাম ॥
যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ" ॥

এখানেও সেই লক্ষণ উদাহরণ দিলেন—"সেই বপু সেই আকৃতি…… দেবকীতনুজ"।

২। 'প্রভাব বিলাস'—প্রভাব প্রকাশ,এখানে বিলাস শব্দের অর্থ প্রকাশ।

---

* ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে ঊনবিংশঃ শ্লোকঃ।

বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ॥
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে! মামকং।
যস্য প্রেক্ষ্য সরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি॥

পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে॥

তথাহি—*

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত! প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
‡ সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবেবেশাকৃতিভেদে তদেকাত্ম নাম তার॥
তদেকাত্ম রূপের বিলাস, স্বাংশ দুই ভেদ।
বিলাস স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ॥

কৃত্রিমরূপঃ সমক্ষয়ন্ দৃগ্‌গোচরীকুর্ব্বন্ চিত্রীয়তে আশ্চর্য্যবৎ করোতীত্যর্থঃ। কিম্ভূতস্য? উদ্‌গীর্ণ উদিত অদ্ভুত মাধুরীনাং পরিমলো যস্য স যস্য। যস্য কৃত্রিমরূপস্য সরূপতাং প্রেক্ষ্য মে মনঃ কেলিকুতুহলায় উত্তরলিতং সৎ ব্রজবধূনাং সমানরূপতাসারূপ্যং অন্বিচ্ছতি। নিরন্তরাভিলষতীত্যর্থঃ।

কৃত্রিমরূপ দেখাইয়া এই নট বারংবারং চমৎকৃত করিতেছে। হে সখে! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, যাহার সারূপ্য অবলোকন করিয়া আমার চিত্ত কেলিকৌতুকার্থ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া ব্রজবধূগণের সারূপ্য বাঞ্ছা করিতেছে।

---

* ললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কে চতুস্ত্রিংশঃ শ্লোকঃ।
ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৯৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

(১)প্রাভব বৈভব ভেদে বিলাস দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস ভেদ অনন্ত প্রকার॥
প্রাভব বিলাস বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মুখ্য চারিজন॥
ব্রজে গোপভাব রামের পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন।
বর্ণ বেশ ভেদ তাতে বিলাস তার নাম॥
বৈভব প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে।
এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব ভেদে ভাসে॥
আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস।
দ্বারকা মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদ নাম ভেদ বৈভব বিলাস॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণ রূপে॥
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণ রূপে চারিদিকে যার বাসে॥
চারি জনের পুনঃ পৃথক তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি, যাহা হৈতে বিলাসের স্ফূর্ত্তি॥
চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ সব।
বাসুদেব মূর্ত্তি কেশব, নারায়ণ, মাধব॥

১। "প্রাভব বৈভব......ইত্যাদি" ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৪৫ পৃষ্ঠায় আছে।

সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম, বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর ॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ ॥
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধাদামোদর অন্য ব্রজেন্দ্রকোঙর ॥
(১)দ্বাদশ তিলক মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম।
(২)আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থান ॥
এই চারিজনের বিলাস অষ্টজন।
তা'সবার নাম কহি শুন সনাতন ॥
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র অষ্ট জন ॥
বাসুদেবের বিলাস অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র, অচ্যুত দুই জন ॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস হরি, কৃষ্ণ দুই জন ॥

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই দ্বাদশ নাম মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাসান্তবর্ত্তি করিয়া দ্বাদশ তিলক করিবে এইরূপ বিধি করিয়াছেন। ২। আচমনে বৈষ্ণব আচমন সম্বন্ধে

এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥
ইহার মধ্যে যাহার আকার বেশ ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস বৈভব বিভেদ॥
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ বামন।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ॥
কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস বাসুদেবাদি চারিজন।
সেই চারিজনার বিলাস বিশংতি গণন॥
ইঁহা সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে॥
যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহা সন্নিধান॥
পরব্যোম মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি।
পরব্যোম উপরি কৃষ্ণ-লোকের(১) বিভূতি॥
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন॥

১। কৃষ্ণলোকের বিভূতি কৃষ্ণলোক—শ্রীগোকুল। বিভূতি—বৈভব অর্থাৎ শ্রীগোলোকধাম বৈকুণ্ঠের উপরি বিরাজিত এবং শ্রীগোকুলের বৈভব—ইহাই ফলিতার্থ। "যত্ত্ গোলোকনাম স্যাৎ তত্তু গোকুলবৈভবং" ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতং।

বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সবার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস ॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥
ইহার মধ্যে কারও অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ বামন ॥
অস্ত্রধৃতিভেদে নাম ভেদের কারণ।
চক্রাদি ধারণ ভেদ শুন সনাতন ॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্র ধারণের গণনার অন্ত ॥
সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন।
তার মত আগে কহি চক্রাদি ধারণ ॥
বাসুদেব গদা শঙ্খ চক্র পদ্ম ধর।
সঙ্কর্ষণ গদা শঙ্খ পদ্ম চক্র কর ॥
প্রদ্যুম্ন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর।
অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম কর ॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্র ধর।
তার মত কহি যেই সব অস্ত্রকর ॥
শ্রীকেশব পদ্ম শঙ্খ চক্র গদা কর।
নারায়ণ শঙ্খ পদ্ম গদা চক্র ধর ॥
শ্রীমাধব গদা চক্র শঙ্খ পদ্ম কর।
শ্রীগোবিন্দ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ ধর ॥

(১)বিষ্ণুমূর্ত্তি গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র কর।
মধুসূদন শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা ধর॥
ত্রিবিক্রম পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ কর।
শ্রীবামন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর॥
শ্রীধর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ কর।
হৃষীকেশ গদা চক্র পদ্ম শঙ্খ ধর॥
পদ্মনাভ শঙ্খ পদ্ম চক্র গদা কর।
দামোদর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ ধর॥

১। প্রায় মুদ্রিত পুস্তকে অস্ত্রধারণের অত্যন্ত ব্যতিক্রম লিখিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত সিদ্ধার্থসংহিতার বচনগুলি এখানে দিলাম॥

বাসুদেবো গদা শঙ্খ চক্র পদ্মধরো মতঃ। পদ্মং শঙ্খং তথা চক্রং গদাং বহতি কেশবঃ। শঙ্খং পদ্মং গদাং চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ সদা। গদাং চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ। চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ। পদ্মং কৌমুদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেঽপ্যধোক্ষজঃ। সঙ্কর্ষণো গদা শঙ্খ পদ্ম চক্রধরঃ স্মৃতঃ। চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দঃ ধরতে ভুজৈঃ। গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি হি। চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ। গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেঽচ্যুতঃ সদা। শঙ্খং কৌমুদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ পদ্মমুদ্বহেৎ। চক্র শঙ্খ গদা পদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে। পদ্মং কৌমুদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ। শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভুজৈঃ। চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ। পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ। অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্মলসদ্ভুজঃ। হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খং চ ধারয়েৎ। পদ্মনাভো বহেৎ শঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাং তথা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদর সদা। শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ। শঙ্খং কৌমুদকীং পদ্মং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি যঃ। এতাশ্চ মূর্ত্তয়ো জ্ঞেয়ং দক্ষিণাধঃ করঃ ক্রমাৎ।

পুরুষোত্তম চক্র পদ্ম শঙ্খ গদা ধর।
অচ্যুত গদা পদ্ম চক্র শঙ্খ ধর॥
নৃসিংহ চক্র পদ্ম গদা, শঙ্খ ধর।
জনার্দ্দন পদ্ম চক্র শঙ্খ গদা কর॥
শ্রীহরি শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা কর।
শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র ধর॥
অধোক্ষজ পদ্ম গদা শঙ্খ চক্র কর।
উপেন্দ্র শঙ্খ গদা চক্র পদ্ম ধর॥
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কহে ষোল জন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি ধারণ॥
(১)কেশব ভেদ পদ্ম শঙ্খ গদা চক্র ধর।
(২)মাধব ভেদ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ কর॥
(৩)নারায়ণ ভেদ নানা ভেদ অস্ত্র কর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রধর॥
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
(৪)পুরীর আবরণ নাম পুরীর সব দেশে।
নবব্যূহ রূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে॥

১। আদি কেশবাদি ভেদে—কেশব ভেদ।
২। বিন্দুমাধব, বেণীমাধবাদি ভেদে—মাধব ভেদ।
৩। মূল নারায়ণ, ক্ষিরোদশায়ী প্রভৃতি ভেদে—নারায়ণ ভেদ।
৪। 'পুরীর'—বৈকুণ্ঠপুরীর।

তথাহি—*

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥

প্রকাশ বিলাসের এই কৈল বিবরণ ।
(১)স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন ॥
সঙ্কর্ষণাদি মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার ।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদি অবতার ॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার ।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার আর ।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম ।
এতরূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন ।
শাখা-চন্দ্র ন্যায়(২) করি দিগ্‌দরশন ॥

বাসুদেবাদ্যা বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধা ইতি চত্বারঃ। নারায়ণ-নৃসিংহকৌ দ্বৌ। হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মেতি চ ত্রয় ইতি নব উদিতাঃ কথিতাঃ।

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ এবং বামন এই নবব্যূহ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

১। "স্বাংশ"—তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরীতঃ। তাদৃশ হইয়াও যিনি ন্যূনশক্তি প্রকাশ করেন তাঁহার নাম স্বাংশ।

২। 'শাখা-চন্দ্র ন্যায়'—কেহ চন্দ্র দেখিতে চাহিলে তাহাকে বৃক্ষের শাখার উপর দিয়া যেমন চন্দ্র দেখাইয়া চন্দ্রের উদ্দেশমাত্র করা হয়।

---

* লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পাদবিভূতিকথনে পঞ্চাশীতিতমাঙ্কধৃত-পাঞ্চরাত্রম্।

তত্রৈব—*

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

প্রথমে করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার॥

তথাহি—‡

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

অথ হয়গ্রীব হরি হংস পৃশ্নিগর্ভ বিভু সত্যসেন বৈকুণ্ঠাজিত সার্ব্বভৌম বিষ্বকসেন ধর্ম্মসেতু সুধামা যোগেশ্বর বৃহদ্ভান্বাদীনাং সংগ্রহার্থমাহ—অবতারা ইতি। হরেরবতারা অসংখ্যেয়া সহস্রশঃ সম্ভবন্তি। হি প্রসিদ্ধৌ। অসংখ্যেয়ত্বে হেতুঃ সত্ত্বনিধেঃ সত্বস্য স্বপ্রাদুর্ভাবশক্তেঃ সেবধিরূপস্য। তত্রৈব দৃষ্টান্তো যথেতি। অবিদাসিনঃ উপক্ষয়শূন্যাৎ সরসঃ সকাশাৎ কুল্যা স্যুঃ স্বভাবকৃতা নির্ঝরা অবিদাসিনঃ সহস্রশঃ সম্ভবন্তি অত্র যে অংশাবতারাস্তেষু চৈ বিশিষ্টো জ্ঞেয়ঃ। কুমারনারদাদিষ্বাধিকারিকেষু জ্ঞানভক্তিশক্ত্যংশাবেশো জ্ঞেয়ঃ। শ্রীপৃথ্বাদিষু প্রিয়াশক্ত্যংশাবেশঃ। কচিত্তু স্বয়মেবাবেশ স্তেষাং ভগবানেবাহমিতি বচনাৎ। অথ শ্রীমৎস্যদেবাদিষু সাক্ষাদংশত্বমেব। তত্র চাংশত্বং নাম সাক্ষাদ্ভগবত্বে হপ্যব্যভিচারি-তাদৃশ তদিচ্ছাবশাৎ সর্ব্বদৈবৈকদেশতয়াবাভিব্যক্তশক্ত্যাদিকত্ব মিতি জ্ঞেয়ং। অতৈবোদাহরিষ্যতে রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতার মকরোদিত্যাদি।

হে দ্বিজগণ! যেমন উপক্ষয়শূন্য সরোবর হইতে সহস্র সহস্র তাদৃশ নির্ঝর সকল সমুদ্ভূত হয়, তদ্রূপ স্বীয় প্রাদুর্ভাব শক্তির সেবধি রূপ হরির অসংখ্যেয় অবতার হয়।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকঃ।

‡ শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে চত্বারিংশ শ্লোকঃ।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৫ম, পঃ, ১৪৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট

অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছা সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব চিত্তাধিষ্ঠাতা ॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোকে বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥

তথাহি—*

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং ॥

অথ তস্য তত্তদ্রূপতাসাধকং নিত্যং ধাম সহস্রপত্রং কমলমিত্যাদিনা প্রতিপাদয়তি। সহস্রাণি পত্রাণি যত্র তৎ কমলং ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ীতি বক্ষ্যমাণ চিন্তামণিময়ং পদ্মং তদ্রূপং। তচ্চ মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং মহতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাভাগবতো বা পদং মহাবৈকুণ্ঠরূপমিত্যর্থঃ। তত্তু নানাপ্রকারং শ্রূয়তে ইত্যাশঙ্ক্য প্রকারবিশেষত্বেন নিশ্চিনোতি—গোকুলাখ্যমিতি। গোকুলমিত্যাখ্যা রূঢ়ির্যস্য তৎ গোপাবাসরূপমিত্যর্থঃ। রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়েন তথৈব প্রতীতেঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য প্রোক্তং শ্রীদশমে ;—ভগবান্ গোকুলেশ্বর ইতি। অতএব তদনুকূলত্বেনোত্তরগ্রন্থোঽপি ব্যাখ্যেয়ঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম শ্রীনন্দযশোদাদিভিঃ

যে সহস্রদল কমলাকার গোকুলনামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান, বলদেবের অংশ

---

* ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ।

মায়াদ্বারে সৃজেন তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করেন শক্তি আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি॥

তথাহি—*

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী,
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানং।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য,
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥

সহ বাসযোগ্যং মহান্তঃপুরং। তৈঃ সহ বাসতোঽগ্রে সমুদ্দেক্ষ্যতে। তস্য স্বরূপমা —তদিতি। অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্যাংশেন জ্যোতির্বিভাগবিশেষেণ সম্ভবঃ সদাবি র্ভাবো যস্য তৎ। তথা তন্ত্রেণৈতদপি বোধ্যতে। অনন্তোঽংশো যস্য বলদেবস্যা সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি।

অখিলগুরুত্বমেব জনকত্বেন নিয়ন্তৃত্বেন চাহ—এতাবিতি। হি এব। রাম মুকুন্দশ্চোতেবব বিশ্বস্য বীজযোনী নিমিত্তোপাদানে। নম্বু, পুরুষপ্রধানয়ো বীজযোনিত্বং প্রসিদ্ধমত আহ; পুরুষঃ প্রধানমিতি। পুরুষোঽংশঃ প্রধানং শক্তিঃ অতঃ প্রধানপুরুষাবপ্যেতাবেবেত্যর্থঃ। এবং জনকত্বমুক্তং। ভূতেষু প্রাণি অন্বীয় অনুপ্রবিশ্য তদ্বিলক্ষণস্য শুদ্ধচিন্মাত্রস্বরূপস্য জীবস্য ঈশাতে নিয়ন্তারে ভবতঃ। চকারাজ্জ্ঞানাঞ্চ সন্নিধিরর্থঃ। ইমাবিতি পুনরুক্তিস্তয়োরেব তাদৃশতা

অর্থাৎ জ্যোতির্বিভাগবিশেষদ্বারা আবির্ভূত হইয়াছে, সেই কমল কর্ণিকারে শ্রীকৃষ্ণের ধাম।

হে ব্রজরাজ! রাম এবং কৃষ্ণ দুইই বিশ্বের বীজ ও যোনি অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, যেহেতু পুরুষ ও প্রকৃতি তাহাদিগের অংশ ও শক্তি; এবং

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌চত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকঃ

সৃষ্টিহেতু সেই মূর্ত্ত প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বর মূর্তি অবতার নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥
সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম॥

তথাহি—*

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

তথাহি—†

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য,
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎ-কারণ॥

নির্দ্ধারয়তি। কুতঃ পুরাণো অনাদি তত্র অনাদিত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যেণ কারণত্বং, ততশ্চ নিয়ন্তৃত্বমিত্যর্থঃ।

স্বয়ং অনাদি। ইহারা সমস্ত ভূতে অনুপ্রবেশ করিয়া জীব এবং সমস্ত ভূতবর্গের নিয়ন্তা হইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে পরিচালিত করেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৫ম, প, ১৪৭ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

† শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠ্যাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৫ম, প, ১৩৬ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥

তথাহি—*

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তম স্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥

পুনস্তাদৃশত্বমেব ব্যনক্তি—প্রবর্ত্তত ইতি। যত্র বৈকুণ্ঠে রজস্তমশ্চ ন প্রবর্ত্ততে তয়োর্মিশ্রং সহচরং জড়ং যৎ সত্ত্বং তদপি ন কিন্তু অন্যদেব সুষ্ঠু স্থাপয়িষ্যমাণ মায়াতঃ পরা ভগবৎ স্বরূপশক্তিস্তস্যাবৃত্তিত্বেন চিদ্রূপং শুদ্ধসত্ত্বাখ্যং তত্ত্বমি তদীয় প্রকরণ এব স্থাপয়িষ্যতে তদেব চ যত্র প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ! তথাচ নার পঞ্চরাত্রে জিতন্তেস্তোত্রে। লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্গুণসংযুতং। অবৈষ্ণ বানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতমিতি। পাদ্মোত্তরখণ্ডেতু বৈকুণ্ঠনিরূপণে তস্য সত্ত্বস্য প্রাকৃতত্বং স্ফুটমেব দর্শিতং। অত উক্তং প্রকৃতিবিভূতিবর্ণনানন্তরং। এব প্রাকৃতরূপায়া বিভূতিরূপমুত্তমং। ত্রিপাদ্বিভূতিরূপন্ত শৃণু ভূধরনন্দিনি! প্রধা পরমব্যোম্নোরন্তরা বিরজানদী বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদভূতং সনাতনং। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরম পদং। শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদমিত্যাদি। প্রাকৃতগুণানাং পরস্পর ব্যভিচারিত্বমুক্তং সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদ্যাং অন্যোহন্যমিথুনবৃত্তয় ইতি তট্টীকায়াঞ্চ অন্যোহন্য সহচরা অবিনাভাববর্ত্তিন ইতি যাবৎ। ভবতি চাত্রাগমঃ। অন্যোহন্যমিথুনা সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্র গামিনঃ। রজসো মিথুনং সত্যমিত্যাদ্যুপক্রম্য। নৈষামাদি সংপ্রয়োগো বিয়োগো বোপলভ্যত ইতীতি। তস্মাদত্র রজসোঽসত্ত্বাদস্য তমসত্ত্বনাশত্বং প্রাকৃতসত্ত্বাভাবাচ্চ সচ্চিদানন্দরূপত্বং তস্য দর্শিতং অত্র হেতু নচ কালবিক্রম ইতি। কালবিক্রমেণহি প্রকৃতিক্ষোভাৎ সত্ত্বাদয়ঃ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে

যে বৈকুণ্ঠে রজো ও তমোগুণের এবং রজস্তমঃ সম্বন্ধীয় অর্থাৎ প্রাকৃত সত্ত্ব গুণের প্রবৃত্তি নাই, যাহাতে মিশ্র অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রাধান্য নাই

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ।

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান।
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান ॥
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষুভিত করি করে বীর্য্যাধান ॥
(১)স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥

তথাহি—*

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।

তস্মাদ্যত্রাসৌ ষড়্ভাববিকার হেতুঃ কালবিক্রম এব ন প্রবর্ত্ততে তত্র তেষামভাবঃ। কিঞ্চ তেষাং মূলত এব কুঠার ইত্যাহ—ন যত্র মায়েতি। মায়াত্র জগৎস্থষ্ট্যাদিহেতুভগবচ্ছক্তিঃ নতু কাপট্যমাত্রং রজ আদি নিষেধে নৈবতদ্ব্যুদাসাৎ। অথবা যত্র তয়োঃ সম্বন্ধি সত্বং প্রাকৃতসত্বং যত্তদপি ন প্রবর্ত্ততে মিশ্রং অপৃথগ্ভূতং গুণত্রয়ং প্রধানঞ্চ অতএবেশিতব্যা ভাবাৎ কালমায়ে অপি ন স্তঃ। অগ্রে মায়া প্রধানয়োর্ভেদো বিবেচনীয়ঃ। কৈমুত্যেনোক্তমেবালং দ্রঢ়য়তি কিমুতাপর ইতি। তয়োর্বিমিশ্রং কিঞ্চিদ্রজস্তমোমিশ্রং সত্বঞ্চ নেতি ব্যাখ্যাতু পিষ্টপেষণমেব সামান্যতোরজস্তমো নিষেধেনৈব তৎপ্রতিপত্তেঃ। নমু গুণাদ্যভাবান্নির্বিশেষ এবাসৌ লোক ইত্যাশঙ্ক্য তত্রবিশেষস্তস্যাঃ শুদ্ধ সত্বাত্মিকায়াঃ স্বরূপানতিরিক্ত শক্তেরেব বিলাস ইতি দ্যোতয়ংস্তমেব বিশেষং দর্শয়তি—হরেরিতি। সুরাঃ সত্ত্বপ্রভাবাঃ অসুরা রজস্তমঃ প্রভাবাঃ তৈরর্চ্চিতাস্তেভ্যোর্হত্তমা ইত্যর্থঃ গুণাতীতত্বাদেবেতি ভাবঃ।

ইদানীং তত্ত্বানামুৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণান্যাহ—দৈবাদিত্যাদিনা। এতাস্ত-

---

যেখানে কালের কোন প্রভাব নাই এবং যে স্থানে মায়াও নাই অতএব রাগ লোভাদি যেস্থানে নাই তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না; যে বৈকুণ্ঠে হরির পার্ষদগণ সুরাসুর হইতেও পূজ্যতম।

১। ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ।

আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং ॥

তথাহি—*

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন ॥
এহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥

সংহত্যেতঃ প্রাক্তণেন গ্রন্থেন। তত্রচিত্তস্যোৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—চতুর্ভিঃ দৈবাজ্জীবাদৃষ্টাৎ ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা যস্যাঃ। যোনৌ অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ বীর্য্যং জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিং সা প্রকৃতিঃ মহত্তত্ত্বমসূত। মহতঃ স্বরূপমাহ—হিরণ্ময় প্রকাশবহুলং।

কালবৃত্ত্যেতি। কালবৃত্ত্যা কালশক্ত্যা গুণময্যাং ক্ষুভিতগুণায়াং মায়ায়া প্রকৃতৌ অধোক্ষজঃ পরমাত্মা আত্মভূতেন আত্মাংশভূতেন পুরুষেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃ রূপেণ বীর্য্যং চিদাভাসং আধত্ত বীর্য্যবান্ চিচ্ছক্তিযুক্তঃ।

জীবের অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হইলে, পরম পুরুষ প্রকৃতিতে জীবাখ্য চিদ্রূপ শক্তির আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি হইতে প্রকাশ বহুল মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

চিচ্ছক্তিযুক্ত পরমাত্মা গুণ ক্ষোভ হইলে স্বাংশভূত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ রূপে প্রকৃতিতে বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করিয়াছিলেন।

---

* তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকঃ।

পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়াপর(১)॥

তথাহি—*

যস্যৈক নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী॥
এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব॥
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক মূর্ত্তে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিলা বিচার॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল॥
তার নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম॥
সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দ ভুবন।
তিঁহো ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি করিল সৃজন॥

১। 'মায়াপর—মায়াতীত।

* ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৫ম, পঃ, ১৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণু রূপ হয়ে করেন জগত পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়াসনে ॥
রুদ্র রূপ ধরি করে জগত সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ অবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তিনের অধিকার ॥
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যাঁরে গাই ॥
এইত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপার ॥
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু, গুণ অবতার।
(১)দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার ॥
বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের তিঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী ॥
(২)পুরুষাবতার এই কহিল নিরূপণ।
লীলাবতার কহি এবে শুন সনাতন ॥
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া করি দিগ্‌দরশন ॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন।
বরাহাদি লেখা যার না যায় গণন ॥

১। 'দুই অবতার'—পুরুষাবতার, গুণাবতার।

২। এই সমস্ত পয়ারের অর্থ আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখিলেই বো-
গম্য হইবে।

তথাহি—*

মৎস্যাশ্বকচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংসঃ
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ।
ভারং ভুবো হর যদূত্তমো বন্দনং তে॥

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিন গুণ অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥

হে ঈশেতি। তত্র সামর্থ্যং দর্শয়তি—যদূত্তমেতি। অধুনা শ্রীকৃষ্ণরূপত্বেন সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বাৎ পূর্ব্বতো বিশেষেণ পালনং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। অতএব ভারং হরেতি। যদ্যপি ময়া হতা ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা ইতি রীত্যা তব জন্মনা ভারো-ঽপনীত ইত্যুক্ত্যৈব তৎপ্রার্থনাবিশেষতো লব্ধা তথাপি পুনর্ব্বহি ত্বল্লীলাদর্শনার্থ মুক্তকণ্ঠতয়ৈব ইদমুক্তমিতি জ্ঞেয়ং। অন্যৈস্তুঃ। যদ্বা যথা পাসি তথা অধুনাপি পাসি পাস্যসি কাক্বা। ততোঽধিকমেব পাস্যসীত্যর্থঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—ভুবো ভারং হরেতি শ্রীনৃসিংহাদ্যবতারে ত্বয়া হতানামপি হিরণ্যকশিপুকালনেমি-প্রভৃতীনাং পুনরত্র জন্মনা ভুবো ভারো ভবত্যেব অধুনা তথা বিধেহি যথা তেষাং পুনরা-বৃত্তির্নস্যাদ্যেন ভক্তানামস্মাকং তাদৃশ দুষ্টদর্শনেনচ পরমহিতং স্যাদিতিভাবঃ। নন্বেবং দুষ্টানাং মুক্তিদানমযোগ্যমিত্যাশঙ্ক্য তদর্থং সকাকু প্রণমতি যদূত্তমেতি।

হে ঈশ! আপনি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র এবং দেবগণের মধ্যে অবতার করিয়া আমাদিগকে যেরূপে পালন করিয়া থাকেন, এক্ষণেও কি তাহাই করিবেন? না তাহা হইতে অধিকতররূপে পালন করিবেন? হে যদূত্তম! এইক্ষণে পৃথিবীর ভার হরণ কর, আমরা তোমায় প্রণাম করি।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকঃ।

ভক্তিমিশ্র কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ॥
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি ॥

তথাহি—*

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ,
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥

তদেবং দেব্যাদীনাং তদাশ্রয়কত্বং দর্শয়িত্বা প্রসঙ্গসঙ্গত্যা ব্রহ্মণশ্চ দর্শয়তী ভিন্নতয়া জীবত্বমেবস্পষ্টয়তি ভাস্বানিতি। ভাস্বান্ সূর্য্যো যথা নিজেষু নিত্য স্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু অশ্মশকলেষু সূর্য্যকান্তাখ্যেষু স্বীয়ং কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকটয়তি। অপি শব্দাৎ তেন তদুপাধিকাংশেন দাহাদি কার্য্যং স্বয়মেব করোতি তথা তত্র জীববিশেষে কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি তেন তদুপাধিকাংশেন স্বয়মেব ব্রহ্ম সন্ জগদণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে বিধানকর্ত্তা ব্যষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ। যত্র মহাব্রহ্মৈবায়ং বর্ণ্যতে। তদুপলক্ষিতো মহাশিবশ্চ জ্ঞেয়ঃ। ততশ্চ জগদণ্ডানাং বিধানকর্তৃত্বঞ্চ যুক্তমেব যদ্যপি দুর্গাদ্যা মায়া কারণার্ণবশায়িন এব কর্ম্মকরী যদ্যপি চ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদ্যা গর্ভোদকশায়িন এবাবতারাস্তথাপি তস্য সর্ব্বাশ্রয়তয়া তদ্গতাঙ্গপ্রায়তয়া গণিতাঃ। এবমুত্তরত্রাপি তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামীতি।

সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্তমণিখণ্ডে স্বকীয় কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকট করেন এবং তেজঃ উপাধিক অংশদ্বারা দাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, তদ্রূপ যিনি জীববিশেষে কিঞ্চিৎ সৃষ্টি শক্তি সঞ্চার করিয়া তদুপাধিক অংশ দ্বারা স্বয়ং

---

* ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ঊনপঞ্চাশত্তমঃ শ্লোকঃ।

তথাহি—*

যস্যাংশত্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলা কলায়াঃ,
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক ॥

নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থ মায়া সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি ॥
মায়া সঙ্গে বিকারি রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ।
(১)ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে ভিন্ন স্বরূপ ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে ॥

তথাহি—¶:

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ,
সংজায়তে নতু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।

তত্র ক্রমপ্রাপ্তং মহেশং নিরূপয়তি—ক্ষীরমিতি। কারণকার্য্যভাবমাত্রাংশে দৃষ্টান্তোঽয়ং দার্ষ্টান্তিকস্য কারণস্য নির্বিকারত্বাৎ। চিন্তামণ্যাদিবদচিন্ত্য-শক্ত্যৈব তদাদিকার্য্যতয়াপি স্থিতত্বাৎ শ্রুতিশ্চ,—একো হবৈ নারায়ণ আসীন্ন

ব্রহ্মা হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্ত্তা অর্থাৎ ব্যষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা হন; সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যেমন দুগ্ধ বিকারবিশেষযোগে দধি হয়, কিন্তু সে দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে

১। পাঠান্তর; —জীবতত্ত্ব নহে তিঁহো কৃষ্ণাংশ স্বরূপ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতমাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে ১৫৬ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।
¶ ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ।

যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ ॥
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শিব মায়াশক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥

তথাহি—*

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥

ব্রহ্মা নচ শঙ্করঃ। স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ, অতএব ব্যজায়ন্ত বিশ্বো হিরণ্যগর্ভোঽগ্নিবরুণরুদ্রেন্দ্রা ইতি স ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তি সোঽনুৎপত্তিরলয় এব ব্যজায়ন্ত এব হরিঃ পরমানন্দ ইতি। শম্ভোরপি কার্য্যত্বং গুণসম্বলনাৎ যথোক্তং শ্রীদশমে;—হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। শিবশক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত ইতি। এতদেবোক্তং বিকারবিশেষযোগাদিতি ক্বচিদভেদোক্তির্যাদৃশ্যতে তামপি সমাদধতি। ততো হেতোঃ পৃথক্ নাস্তীতি। যথোক্তং ঋক্ শিরসি;—অথ নিত্যো নারায়ণো ব্রহ্মা নারায়ণঃ শিবশ্চ শক্রশ্চ নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণো দিশশ্চ নারায়ণঃ অধশ্চ নারায়ণ ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণো নারায়ণ এবেদং সর্ব্বমিত্যাদি। দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণাপ্যেবমুক্তং—সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃগিতি।

শিব ইতি। শশ্বচ্ছক্তিযুতঃ ক্রমেণাবির্ভবন্ প্রথমতস্তাবন্নিত্যমেব শক্ত্যা গুণসাম্যাবস্থপ্রকৃতিরূপোপাধিনা যুক্তঃ। গুণক্ষোভে সতি ত্রিলিঙ্গো গুণত্রয়োপাধিঃ। প্রকটৈশ্চ সদ্ভিস্তৈর্গুণৈঃ সংবৃতশ্চ। নন্বু, তমউপাধিত্বমেব তস্য শ্রূয়তে। কথং

পৃথক্ পদার্থ নয়। সেইরূপ যিনি সংহারাদি কার্য্যের নিমিত্ত শম্ভুত্ব অর্থাৎ রুদ্রত্ব গ্রহণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শিব অর্থাৎ রুদ্র নিরন্তর প্রকৃতি শক্তির সহিত সংযুক্ত এজন্য গুণক্ষোভের

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীত্যধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ।

তথাহি—*

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ মায়া পার॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণঅংশী, তিঁহো অংশ, বেদে হেন গায়॥

চত্ত্বদুপাধিত্বস্তত্রাহ বৈকারিক ইতি। বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ। তৈজসঃ রাজসঃ তামসশ্চ ইতি অহং অহঙ্কারং হি তত্তদ্রূপেণ ত্রিধা সচ তদধিষ্ঠাতেত্যর্থঃ। মুখ্য-তয়া নাস্তাং সামান্যদৃগুণত্রয়ং গৌণতয়া ত্বাস্ত ত্রবৈত্যর্থঃ॥

অথ শ্রীবিষ্ণোরুপাধিরাহিত্যং দর্শয়ংস্তাদৃশপরমপুরুষার্থহেতুত্বং স্থাপয়তি হরি-রীতি হি প্রসিদ্ধৌ হেতৌ বা। প্রকৃতেরুপাধিতঃ পরস্তদ্ধর্ম্মৈরপৃষ্টঃ। অতএব নির্গুণোপি কৃতস্ত্রিলিঙ্গত্বাদিকমিতি ভাবঃ। তত্রহেতুঃ। সাক্ষাদেব পুরুষ ঈশ্বরঃ নতু প্রতিবিম্ববদ্ব্যবধানেনেত্যর্থঃ। অতো বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ ইতিবৎ তনুশব্দোপাদানাৎ কুত্রচিৎ সত্ত্বশক্তিত্বশ্রবণমপি প্রেক্ষাদিমাত্রেণোপকারিত্বাদিতি-ভাবঃ। অতএব সর্ব্বেষাং শিবব্রহ্মাদীনাং দৃক্ জ্ঞানং যস্মাৎ তথাভূতঃ সন্ উপ-দ্রষ্টা তদাদিসাক্ষীভবতি অনন্তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ গুণাতীতফলভাগ্ ভবতি। যতো যস্যা লক্ষ্ম্যাঃ পতিরসৌ সাপি স্বরূপভূতৈব শক্তির্নতু শিবাশ্রয়া প্রকৃতি-রতাপ্রাকৃতবিভূতিং দাস্যন্তী প্রাকৃতবিভূতিং খণ্ডয়ত্যেব, যথৈব বক্ষ্যতে। তঃ শান্তির্যতোহভয়ং ধর্ম্মং সাক্ষাদ্ যতোজ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদন্বিতং। ঐশ্বর্য্য-ষ্টধা যস্মাদ্‌যশশ্চাত্মমলাপহমিতি। অতো গুণো বা দোষো বা বিচার্য্যতা-মিতি ভাবঃ।

রে ত্রিগুণোপাধি এবং সেই গুণত্রয়ে আবৃত যখন সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস-ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ, তখন সেই অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা রুদ্রও ত্রিগুণোপাধি।

যেহেতু হরি নির্গুণ পুরুষ সাক্ষাৎ প্রকৃতিপর, সকলের জ্ঞানপ্রদ এবং সর্ব্ব-সাক্ষী তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণ ভাব প্রাপ্ত হয়।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ।

তথাহি। *

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য,
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
য স্তাদৃগেবাহ চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মা, শিব, আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥

তথাহি—*

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥

প্রসঙ্গাৎ গুণাবতারং বিষ্ণুং নিরূপয়তি—দীপার্চ্চিরেবহীতি। তাদৃক্তে (
বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মেতি। যদ্যপি শ্রীগোবিন্দস্যাংশঃ কারণার্ণবশায়ী
গর্ভোদকশায়ী তস্য চাংশাবতারোঽয়ং বিষ্ণুরিতি লভ্যতে। তথাপি মহাদী
পরস্পরয়াভিসূক্ষ্মনির্ম্মলং দীপস্যোদরস্য জ্যোতিরূপস্যাংশে যথা তেন সহ স
তথা গোবিন্দেন বিষ্ণোর্গম্যতে। শম্ভোস্তু তমোঽধিষ্ঠানত্বাৎ কজ্জলময়সূক্ষ্ম
শিখাস্থানীয়স্য ন তথা সাম্যমিতি বোধনায় তদিত্থমুচ্যতে। অগ্রে মহাবি
রূপ কলাবিশেষত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ।

সৃজামীতি। তেন ভগবতা নিযুক্তঃ প্রেষিতঃ অহং সৃজামি। হরো
তদ্বশঃ তেন প্রেরিত ইত্যর্থঃ, হরতি সংহরতি। আত্মনো হরস্যচ তন্নিয়মত্ব সু

যেমন দীপশিখা আর একটী দশায় অর্থাৎ সলিতার সহিত মিলিত হ
মূলদীপের সহিত ধর্ম্ম বিস্তার করতঃ পূর্ব্বদীপের ন্যায় প্রকাশ পায়, সেই
যিনি পালনার্থ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন
আমি ভজনা করি।

হে নারদ! তাঁহারই নিয়োগে আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি, রুদ্র তাঁহার অ

---

* ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশৎশ্লোকঃ।

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকঃ।

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ ॥
ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর ॥
এ চৌদ্দ একদিনে, মাসে চারিশত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ ॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ চারিসহস্র মন্বন্তরাবতার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস ব্রহ্মার জীবন ॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত ॥
স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ, স্বারোচিষে বিভুনাম।
উত্তমে সত্যসেন, তামসে হরি অবিধান ॥
রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে অজিত, বৈবস্বতে বামন।
সাবর্ণে সার্ব্বভৌম, দক্ষ সাবর্ণে ঋষভগণ ॥
ব্রহ্মসাবর্ণে বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মসাবর্ণে।
রুদ্রসাবর্ণে সুধামা, যোগেশ্বর দেবসাবর্ণে ॥

বিষ্ণোস্তু সাক্ষাদ্রূপত্বং দর্শয়তি—পুরুষরূপেণেতি। পুরুষঃ পরমাত্মা সাক্ষাৎ তদ্রূপেণৈব বিষ্ণুনামাবতারেণ ত্রিশক্তিধৃক্ পুরুষ এব পরিপাতি নতু সর্গসংহারয়োস্তত্র তদাবিষ্টাংশেনেত্যর্থঃ।

হইয়াই বিশ্বের সংহার করেন, সেই ত্রিশক্তিশালী পরমাত্মা হরি বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন করেন।

ইন্দ্রসাবর্ণে বৃহদ্ভানু অভিধান।
এই চৌদ্দমন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ॥
যুগাবতার কহি এবে শুন সনাতন।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের গণন ॥
শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥

তথাহি—*

আসন্ বর্ণা স্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

সত্যযুগে ধর্ম্ম ধ্যান করায় শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যিঁহো কৃপা করি।
কৃষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী ॥
ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্ত বর্ণ ধরি ॥
কৃষ্ণ পদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণ বর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম ॥

তথাহি—॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

॥ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ৩য় পরিচ্ছেদে ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তথাহি—*

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥

এইমন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিল লোকে লঞা ভক্তগণ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোকে করে সংকীর্ত্তন॥

তথাহি—†

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥

চতুর্ব্যূহ রূপিণে শ্রীকৃষ্ণায় নমস্করোতি নমস্তে ইতি।

ভগবান্ বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার, ভগবান্ সঙ্কর্ষণ! তোমাকে নমস্কার, ভগবান্ প্রদ্যুম্ন! তোমাকে নমস্কার, এবং ভগবান্ অনিরুদ্ধ! তোমাকে নমস্কার।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশশ্লোকঃ।

† শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ঊনত্রিংশশ্লোকঃ।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার ৩য় পরিচ্ছেদে ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তথাহি—*

কলে র্দোষনিধেরাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ,
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

ইদানীং কলেঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি যুগেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠমাহ—কলেরিতি দ্বাভ্যাং দোষাণাং নিধেরপি কলেরেকো গুণো রাজন্নস্তি বিরাজমানো বাস্তি। যথা এব এব রাজা অসংখ্যানপি দস্যূন্ হন্তি তথৈবৈক এব গুণঃ সর্ব্বানপ্যুক্তলক্ষ দোষান্ হন্তীতি ভাবঃ। স এব কস্তত্রাহ কীর্ত্তনাদেবেতি নাত্র ধ্যানাদেরপেক্ষতে তার্থঃ। যদ্বা কীর্ত্তনাদেব কিমুত কীর্ত্তনসহিতধ্যানাদিভ্যঃ। পরং সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থঃ প্রেমাণং।

কীর্ত্তনং হি কলাবপি সর্ব্বগুণবারিধিরিত্যাহ—কৃত ইতি। যদ্ যচ্চ কৃত দিষু তেন তেন সাধনেন স্যাৎ তচ্চতচ্চ তচ্চ তদিত্যেকশেষাৎ তৎ সর্ব্বং প্রাপ্নে তীর্থঃ অতএবোক্তমন্যত্র। "ধ্যায়ন কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবমিতি"।

কৃতযুগে ধ্যানাদি সাধনাদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি সাধনাদ্বারা, দ্বাপরযুগে পরি চর্য্যাদি দ্বারা যাহা পাওয়া যাইত, কলিযুগে কেবলমাত্র হরিসংকীর্ত্তন দ্বার তৎসমুদয় লাভ করিতে পারা যায়।

দোষনিধি হইলেও কলিযুগের একটি মহান্ গুণ বিরাজমান আছে "যেম এক মহারাজ অসংখ্য দস্যুগণকে বিনাশ করে, এইরূপ কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তনমাত্রা কলিগুণ নিখিল কলিদোষ নাশ করে। যদি কীর্ত্তন সহিত ধ্যানাদি হয় তাহ হইলে কি হয় তাহা বলা যায় না।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশচতুশ্চত্বারিংশঃ শ্লোকঃ

তথাহি—*

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্,
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং॥

তথাহি—+

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে যুগাবতারগণ।
অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন॥

কৃতযুগে পরমশুদ্ধচিত্ততয়া ধ্যানস্য। ত্রেতায়াঞ্চ সর্ব্ববেদপ্রবৃত্ত্যা যজ্ঞানাং। াপরে চ শ্রীমূর্ত্তিপূজাবিশেষ প্রবৃত্ত্যা অর্চ্চনস্য শ্রৈষ্ঠ্যমেবাপেক্ষ্য তত্তৎ পৃথক্ পৃথ-ক্তং এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং সর্ব্বং সমুচিতং কলৌ কেশবনাম কীর্ত্তনান্তর্ভূত-মবেতি সুখমাপ্নোতীত্যর্থঃ। সংকীর্ত্ত্য সম্যগুচ্চৈরুচ্চার্য্যেতি সদ্যঃ স্বপরানন্দ-শেষার্থমুক্তং। তেন চ মহাত্ম্যবিশেষ এব সম্পদ্যত ইতি।

এতেষু চতুর্যুগেষু কলিরেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—কলিমিতি। গুণজ্ঞাঃ কীর্ত্তন প্রচাররূপং তদ্‌গুণং জানন্তঃ। অতএব তদ্দোষাগ্রহণাৎ সারভাগিনঃ সারমাত্র-গ্রাহিণঃ আর্য্যা বেদতাৎপর্য্যবিদঃ কলিং সভাজয়ন্তি। গুণমেব দর্শয়তি। যত্র প্রচারিতেন সঙ্কীর্ত্তনেন এবকারেণ সাধনান্তর নিরপেক্ষেণ তেনেত্যর্থঃ। সর্ব্ব ্যানাদিভিঃ কৃতাদিষু সাধনসাহস্রৈঃ সাধ্যঃ স্বার্থঃ স্বকীয় পুরুষার্থোঽপি লভ্যতে।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, এবং দ্বাপরে অর্চ্চন করতঃ যাহা পাওয়া যায়, কলিযুগে কেবল কেশবের নাম কীর্ত্তন করিয়াই তৎসমুদয় পাওয়া যায়।

যাহাতে কেবল সঙ্কীর্ত্তন করিলেই সমস্ত স্বার্থ অনায়াস-লভ্য, সারগ্রাহী গুণজ্ঞ আর্য্যগণ সেই কলিযুগকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন।

---

* হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশতাঙ্কধৃতবিষ্ণু-পুরাণীয়ষষ্ঠাংশস্য দ্বিতীয়াধ্যায়ীয়সপ্তদশশ্লোকঃ।

\+ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োস্ত্রিংশশ্লোকঃ।

চারিযুগের অবতারের এইত গণন।
শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন॥
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ মতি॥
অতিক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমতে জানিব কলিতে কোন্ অবতার॥
প্রভু কহে অবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি।
কলি অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্যে শাস্ত্র প্রমাণ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারে জ্ঞান॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥

তথাহি—*

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈ র্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥

অহো অহমীশ্বরঃ কুতো জ্ঞাতস্তত্র হেতুর্বক্তেতি। শরীরিষু মৎস্যাদিষ্বা মধ্যে অশরীরিণঃ প্রাকৃতশরীর রহিতস্য তব। কিম্বা শরীরিষু বর্ত্তমানা অ শরীরিণঃ তদ্ধর্ম্মরহিতাঃ। শরীরেষ্বিতি পাঠেঽপি সএবার্থঃ। অতস্তৈস্তৈরনির্ব্ব- চনীয়ৈঃ অতএবাতুল্যাতিশয়ৈরসমোর্দ্ধরূপৈর্বীর্য্যৈঃ প্রভাবৈরদ্ভুত চরিতৈর্বা দেহিষু জীবেষু অসঙ্গতৈরঘটমানৈরিত্যর্থঃ। অবতারা অপি জ্ঞায়ন্তে কিং পুনস্ত্বমবতারী- ত্যর্থঃ।

যাহার সমান ও যাহা হইতে অতিশয় নাই এবং জীবে সর্ব্বদা অঘটমান সেই সেই প্রভাব দর্শন করিয়া শরীরী অর্থাৎ মৎস্যাদিজাতি মধ্যে থাকিয়াও শরীর ধর্ম্মরহিত যে তোমার অবতারাবলী অনায়াসে জানিতে পারা যায়, সেই সাক্ষাৎ অবতারী তুমি, তোমাকে কেন না জানিব।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকঃ।

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥
আকৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ ।
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ।
ভগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে ।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ॥

তথাহি —*

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ ।
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

(১)এই শ্লোকে পর-শব্দে কৃষ্ণ-নিরূপণ ।
সত্য শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ ॥
বিশ্ব সৃষ্ট্যাদি কৈল দেব ব্রহ্মাকে পড়াইল ।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥
এই সব কার্য্যে তাঁর তটস্থ লক্ষণ ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥
অবতারকালে হয় জগতে গোচর ।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥
সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ ।
পীতবর্ণ, কার্য্য প্রেমদান সংকীর্ত্তন ॥

১। এই সকল পয়ারের অর্থ জন্মাদ্যস্য শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ অনুশীলন করিলেই বুঝা যাইবে।

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে ২৪৯ পৃষ্ঠায় দৃশ্য ।

কলিযুগে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
প্রভু কহে চাতুরালি ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ॥
শক্ত্যাবেশাবতারের অসংখ্য গণন।
দিগ্ দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন॥
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ গৌণ, মুখ্য, দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যাবতার, আভাসে বিভূতি লিখি॥
সনকাদি, নারদ, পৃথু আর পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মা আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি॥
শেষে স্বসেবন শক্তি, পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্য্যসঞ্চারণ॥

তথাহি—*

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥

আদিপদেন ভক্তিক্রিয়াকলয়া জ্ঞানশক্ত্যাদ্যংশেন যত্র যেষু মহত্তমজীবেষু জনার্দ্দন আবিষ্টো ভবতি তে আবেশা নিগদ্যন্তে। ঋষিভিরিতিশেষঃ। ততশ্চ জ্ঞানশক্ত্যাদ্যংশেন যান্ মহত্তমান্ জীবান্ জনার্দ্দনঃ প্রবিষ্টঃ তান্ ঋষয়ঃ আবেশান্ কথয়ন্তীত্যর্থঃ।

---

* লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশপ্রকরণে চতুর্থশ্লোকঃ।

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তিভাবাবেশে॥

তথাহি— *

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং।

তথাহি—‡

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন!।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

এইত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার॥
কিশোর শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন॥

অনুক্তা বিভূতীঃ সংগ্রহীতুমাহ—যদ্ যদিতি। বিভূতি মদৈশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীমৎ সৌন্দর্য্যেণ সংপত্ত্যা বা যুক্তং উর্জ্জিতং বলেন যুক্তং বা যদ্ যদ্ সত্ত্বং বস্তু ভবতি তত্তদেব মম তেজোঽংশেন শক্তিলেশেন সম্ভবং সিদ্ধমবগচ্ছ প্রতীহীতি। সারতত্ত্ব ব্যাপাত্ত্বাভ্যাং সর্ব্বেঽভেদনির্দ্দেশা নীতা বামনাদীনাং তন্নির্দ্দেশাস্ত্ত সঙ্গমিতাঃ স্তি।

যে সকল জীবে জ্ঞানশক্ত্যাদি কলাদ্বারা জনার্দ্দন আবিষ্ট হয়েন, সেই দ্বারায় মহত্তম জীবকে আবেশ বলা যায়।

হে অর্জ্জুন! ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত এবং বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই আমার শক্তিলেশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।

---

* শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকঃ।

‡ শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকঃ।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ॥

তথাহি—*

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্ ॥

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে ক্রমে ক্রমে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে করে প্রকটন ॥
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কিশোরতা প্রাপ্তি।
রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি ॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি লীলা কেমনে নিত্য হয় ॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিল্য, জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে ॥

বয়োঽত্র কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরাখ্য ত্রয়াত্মকং ক্রমপ্রাপ্তং জ্ঞেয়ং তে... ন্বিতঃ সদৃশতয়া লব্ধ ইতি বয়স্তদ্বতোর্দ্বয়োরপি প্রাশস্ত্যমুক্তং, পশ্চাৎ সাদৃশ্যে... রন্থুরিত্যমরঃ। বয়স ইতি। ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে গুণাঃ সন্ত্যাস্মিন্নিতি ধর্ম্মী পূর্ণাবির্ভ... ইত্যর্থঃ। মতঃ সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। অত্র সামান্য ভক্তিরসে বর্ণোত ইতি শে...

কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর প্রভৃতি বয়সের নানাবিধ ভেদ থাকিলে... সর্ব্বভক্তি-রসাশ্রয়, সর্ব্বগুণান্বিত, নিত্য-নববিলাসবিশিষ্ট কৈশোর বয়... শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তবিংশতিশ্লোকঃ।

জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
রাত্রি দিনে হয় ষষ্টি দণ্ড পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয়শত পল তার মান॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয়॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল চৌদ্দমন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে নিত্যলীলা কহে আগম পুরাণ॥
গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥
অতএব গোলোকে কহি নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট তাহার॥
ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে, পূর্ণতর পূর্ণ॥

তথাহি—*

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥

এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম॥
এই সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার॥

অত্রাখিলত্বমন্যদ্বয়াপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং। ভক্তভক্ত্যানুরূপরূপাধিকাধিকপ্রকাশাং অসর্ব্বত্বং স্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া তথাপি পূর্ণতরত্বাদিকমন্যতরাপেক্ষয়া।

কৃষ্ণস্যেত্যত্র পূর্ণতমতা চৈশ্বর্য্যগতা তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়-বাসসঃ ইত্যাদিষু মাধুর্য্যগতা "নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্! শ্রেয় এব মহোদয়ং" :ইত্যাদিষু কৃপাগতা চ "অহো! বকীয়ং স্তনকালকূটমিত্যাদিষু"। দ্বারকা মথুরাদিম্বিতি ন যথাসংখ্যাতয়া প্রয়োগঃ। সমঃ সংখ্যত্বেন অপ্রয়োগাৎ, কিন্তু যথাসম্ভবতয়ৈব কুত্রাচিৎ কস্যাপি বিশেষদর্শনাৎ।

নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ও মধ্যাদিভেদে হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ বলিয়া পঠিত হন। অখিল গুণপ্রকাশক পূর্ণতম তদপেক্ষা অল্পগুণ প্রকাশক পূর্ণতর তাহা অপেক্ষাও অল্পগুণপ্রকাশক পূর্ণ, পণ্ডিতগণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন গোকুলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকায় পূর্ণতা সুব্যক্ত হইয়াছে।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১১৮।১১৯.১২০ শ্লোকঃ।

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্ দরশন॥
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৭৯॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্বনিরূপণে শ্রীভগবৎ-স্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশতিতমপরিচ্ছেদঃ

একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিক-সাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!

অগতীনাং গতিরহিতানাং জনানাং একগতিং কেবলাশ্রয়রূপং হীনানাং সজ্জন্মকর্ম্মরহিতানাং অতিনীচজনানাং যেঽর্থা প্রয়োজনানি ধর্ম্মাদয়ো বা তেষাং অধিকং যথা স্যাত্তথা সাধকমিতি। এবম্ভূতং শ্রীচৈতন্যং নত্বা অস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-শীকরং কণামাত্রং লিখামি।

যিনি অগতির গতি এবং যিনি সজ্জন্মকর্ম্মরহিত নীচজাতির প্রতি অধিক কৃপাবান্; সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করিয়া তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র লিখিতেছি।

সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে॥
শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন॥
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়।
পারিষদ ষড়ৈশ্চর্য্যপূর্ণ সব হয়॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ একদেশে রহে যার।
সে পরব্যোমের কে করে গণনা বিস্তার॥
অনন্তবৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকায় গণি॥
এইমত ষড়ৈশ্চর্য্য পূর্ণ অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায় জীব কোন্ ছার॥

তথাহি—*

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্,
যোগেশ্বরোতী র্ভবত স্ত্রিলোক্যাং।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি,
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং॥

এবং সর্ব্বমেব নিরূপ্য সংভ্রমেণাহ—কো বেত্তীতি। ভূমন্ হে অপারিচ্ছিন্ন! ভগবন্ হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত! পরমাত্মন্ হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! সর্ব্বকারণস্বরূপেতিবা। যোগেশ্বর হে স্বাভাবিক যোগশক্ত্যা সর্ব্বকালব্যাপক! ভবত উতীর্লীলাঃ। অহো বিস্ময়ে। ক কথং বা কতি বা কদা বা স্যুরিতি কো বেত্তি। কিন্তুপারিচ্ছিন্নত্বাদপারিচ্ছিন্নানাং তাসামাধারং সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তত্বাত্তাসাং প্রকারং পরমাত্মত্বাং

হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরমাত্মন্! হে যোগেশ্বর! তুমি মহাস্বরূপশক্তি যোগমায়া বিস্তার করতঃ ক্রীড়া করিতেছ, অহো! তোমার লীলা কোথায় কি

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে একবিংশতিশ্লোকঃ।

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত ।
ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥

তথাহি—*

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য ।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥

ব্রহ্মাদি রহু সহস্রবদন অনন্ত ।
নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত ॥

তাসামিয়ত্তাং সর্ব্বকালব্যাপকত্বাত্তদবসরমপি ত্বমেব বেৎসীত্যর্থঃ । তত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ যোগমায়াং মহাস্বরূপশক্তিং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সীতি । অচিন্ত্যং তব যোগমায়া-বৈভবমিতি ভাবঃ ।

গুণাত্মনঃ গুণানাং আত্মনঃ গুণাধিষ্ঠাতুস্তে তব পুনর্গুণান বিমাতুং এতাবন্ত ইতি গণয়িতুমপি কে ঈশিরে সমর্থা বভূবুঃ, দূরতস্তদ্বিশেষবার্ত্তা । কথম্ভূতস্য তব । অস্য বিশ্বস্য হিতায় পালনায় বহুধা বহুগুণাবিষ্কারেণাবতীর্ণস্য । নমু কালেন নিপুণৈঃ কিমশক্যমত আহ—কালেনেতি । বাশব্দো বিতর্কে । সুকল্পৈরতি-নিপুণৈর্বহুজন্মনা কালেন ভূপরমাণবো বিমিতাঃ বিশেষেণ গণিতা ভবেয়ুঃ । তথা খে মিহিকা হিমকণা অপি । তথা দ্যুভাসঃ দিবি নক্ষত্রাদিকিরণ-পরমাণবো ঽপি ।

প্রকারে, কত প্রকার, কোন কালে হইতেছে, ইহা ত্রিলোক মধ্যে কে জানিতে পারে ।

হে ভগবন্ ! এই বিশ্বের হিতার্থ অচিন্ত্য অনন্ত গুণ প্রকটন করিতে অবতীর্ণ তোমার গুণ গণনা করিতে কে সমর্থ হয় ? অধিক কি বলিব, যাহারা পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা এবং নক্ষত্রাদি কিরণ পরমাণু সাকল্যে গণনা করিয়াছে, তাহারাও তোমার গুণ গণনায় সমর্থ হয় না ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকঃ ।

তথাহি—*

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে,
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ,
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং ॥

সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজগুণের অন্ত না পান, হয়েন সতৃষ্ণ ॥

তথাহি—§

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।

এতৎ প্রপঞ্চয়তি—নান্তমিতি। পুরুষস্য যন্মায়াবলং তস্যান্তং ন বিদামি ন বেদ্মি। দশশতানি আননানি যস্য স অস্য ভগবতো গুণান্ গায়ন্নপ্যধুনাপি পারং ন সমবস্যতি ন প্রাপ্নোতি।

দ্যুপতয় এবেতি। হে ভগবন্! তে অন্তং দ্যুপতয়ঃ স্বর্গাদিলোকপতয়ো ব্রহ্মাদয়োঽপি ন যযুঃ ন প্রাপুঃ। আস্তাং দ্যুপতয়ো ন যযুরিতি। যদযস্মাত্ত্বমপি আত্মনোঽন্তং ন যাসি। কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা বা। অত আহ—অনন্ততয়া অন্তাভাবেন। নহি শশবিষাণজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং তদপ্রাপ্তির্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তি। অনন্তত্বমেবাহ—যদন্তরেতি। যস্য তব অন্তরা মধ্যে। ননু অহো! সাবরণাঃ উত্তরোত্তরদশগুণ-সপ্তাবরণযুক্তাঃ অণ্ডনিচয়াঃ ব্রহ্মাণ্ডসমূহা বান্তি

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! সেই পুরুষের মায়াবলের অন্ত আমি জানি না এবং তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণও জানেন না, অর্ব্বাচীনদিগের ত কথাই নাই, আদিদেব অনন্ত সহস্র বদনে তাঁহার গুণ চিরকাল গান করিয়া এ পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হন নাই।

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি অনন্ত, অতএব দেবতারাও আপনার

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে চত্বারিংশশ্লোকঃ।

§ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকঃ।

খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥

(১)সেহো রহু ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ অণ্ড স্ব স্ব নাথ সনে ॥

রিভ্রমন্তি বয়সা কালচক্রেণ। খে রজাংসীব। সহ একদৈব নতু পর্য্যায়েণ। যস্মাদেবং অতঃ শ্রুতয়স্ত্বয়ি ফলন্তি তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা পর্য্যবস্যন্তি নতু সাক্ষাদ্বদন্ত্য-মেতাবানিতি। সগুণস্য গুণানন্ত্যাৎ নির্গুণস্য চাগোচরত্বাৎ। কথন্তর্হ্য-র্থে তাৎপর্য্যমিতি তত্র বিধিমুখে বাক্যে ভবেদয়ং নিয়মঃ পদার্থৈস্তৈব বাক্যার্থত্ব-তি নিষেধমুখেতু নায়ং নিয়ম ইত্যাহ—অতন্নিরসনেনেতি। "অন্যদেব-তদ্বিদিতা-থাদবিদিতাদন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাসাৎ কৃতাকৃতাৎ অস্থূলমনন্বিত্যাদি" কারেণ লক্ষণয়াচ ত্বত্ত্বমসীত্যাদয়ঃ পর্য্যবসন্তি। ন চ বাচ্যং নিষেধৈঃ শূন্য-বন্ধ্যাপ্যাত ইতি। যতো ভবন্নিধনাঃ ভবন্তি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তির্যাসাং তাস্তথা হি নিরবধির্নিষেধ সংভবতি অতোঽবধিভূতে ত্বয়ি ফলন্তীত্যর্থঃ। হ্যুপতয়ো হ্যন্তমনন্ত! তে, ন চ ভবাম্নগিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ। ত্বয়ি ফলন্তি ততো নমইত্যতো, জয়েতি ভজে ভবতৎপাদং।

হে ভগবন্! হে অনন্ত! ব্রহ্মাদি দেবতা তোমার অন্ত জানেন না, সে দূরে থাকুক অন্ত না থাকায়, তুমিও তোমার অন্ত জান না। আকাশে পরমাণুপুঞ্জের ন্যায় উদর মধ্যে অর্থাৎ তোমার শ্রীমূর্ত্তির এক রোমকূপে উত্তরোত্তর গুণ আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জ কালচক্রের সহিত যুগপৎ ভ্রমণ করিতেছে, অতএব শ্রুতিগণ তন্ন তন্ন বলিয়া তুমি ভিন্ন সকলকে নিরাস করিয়া তাৎপর্য্য দ্বারা তোমাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

১। শ্রীদশমস্কন্ধে বর্ণিত—"ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মধু মহিমা দেখিবার নিমিত্ত ব্রজবালক ও বৎস সমস্ত হরণ করিলে, শ্রীভগবান পুনরায় সমস্ত ব্রজবালক ও বৎস রূপ ধারণ করিয়া এক বৎসর ব্রজে বিহার করিয়াছিলেন। বৎসর পূরণের

এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত(১) ॥
"কৃষ্ণাবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ" শুকদেব বাণী।
কৃষ্ণ সঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি ॥
এক এক গোপ করে যে বৎস চারণ।
কোটি অর্ব্বুদ পদ্ম শঙ্খ তাহার গণন ॥
বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার ॥
সব হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥
এক কৃষ্ণ দেহ হইতে সবার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত ॥
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ।
সে জানুক; কায়মনে মুঞি এই মানোঁ ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে এক বিন্দু ॥

...৬ দিন পূর্ব্বে ব্রহ্মা আসিয়া তদ্দর্শনে বিস্মিত হইলে, শ্রীভগবান্ সমস্ত সখা বৎস এবং সখাদিগের বেণু শৃঙ্গ বস্ত্র শিক্যা প্রভৃতি সমস্তই বৈকুণ্ঠধামের সা... বৈকুণ্ঠনাথ মূর্ত্তি হইয়া দেখাইয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠনাথকে এক এ... ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মা স্তুতি করিয়াছিলেন। তাৎকালিক এক সময়ে প্রাকৃত সৃ... ব্রহ্মাণ্ড, এবং অপ্রাকৃত সৃষ্টি বৈকুণ্ঠ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছিলেন। সেই লীল... ঐশ্বর্য্য বর্ণন "সেহ রহু......নহে এক বিন্দু"।

১। 'অবধূত'—উদাসীন যোগিবিশেষ, তাদৃশ—অর্থাৎ পাগল।

তথাহি—*

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা নমে প্রভো ! ।
মনসো বপুষো বাচা বৈভবং তব গোচরং ॥

কৃষ্ণের মহিমা রহু কেবা তার জ্ঞাতা ।
বৃন্দাবন স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা(১) ॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্র পরকাশে ।
তার এক দেশে বৈকুণ্ঠ অজাণ্ডগণ ভাসে(২) ॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন ।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্ দরশন ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য সাগর ।
মন ইন্দ্রিয় ডুবিল, প্রভু হইল ফাঁফর ॥

তদেব মনস্যপি দেববপুষ ইত্যাদিভিঃ সামান্যতস্তন্মহিম্নো দুস্তর্ক্যত্বং দর্শিতং । ন্দ্চ পশ্যেশ মেঽনার্য্যমিত্যাদিভিঃ, স্বরূপ-শক্তিমায়াশক্ত্যোঃ স্বরূপস্য চাবিশে-ষঃ, অহোঽতিধন্যা ইত্যাদিভি স্তস্মিন্নপ্রেম্নঃ । এষাং ঘোষনিবাসিনামিত্যাদিনা ারুণ্যস্য । প্রপঞ্চমিত্যাদিনা লীলায়াশ্চেতি তত্তন্নিরূপণং পরিত্যজ্যোপ-ার্থমেব নিজাভীষ্টত্বেনাভিপ্রায়স্তূপসংহরতি জানন্ত ইতি । অতএব হে প্রভো ! বিচিত্রানন্ত-মহাপ্রভাব ! তব বৈভবং বেদাদিভিঃ শ্রুতমপি মম মনসো ন াচরঃ ন পরিচ্ছেদ্যঃ, সামক্ষ্যেণ দৃষ্টাদিরূপমপি বপুষশ্চক্ষুরাদি গোলকস্য ন তএব ন বাচস্তস্মাদ্মৌমীত্যাদিনা যৎ প্রার্থিতং তদেব প্রার্থয়ইতি ভাবঃ ॥৬॥

হে প্রভো ! বহু উক্তির প্রয়োজন নাই, যাঁহারা তোমার মহিমা জানি িয়া অভিমান করে তাঁহারা জানুক । কিন্তু তোমার বৈভব আমার মন ীর এবং বাক্যের অগোচর নহে ।

---

১ । 'বিভুতা'—ব্যাপকতা ।

২ । 'ভাসে'—প্রকাশে ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশঃ শ্লোকঃ ।

ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে॥

তথাহি—*

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন॥

তদেবং পরৈশ্বর্য্যে সত্যপি যদুগ্রসেনানুবর্ত্তিত্বং তৎ পুনরস্মান্ অত্য[...] ব্যথয়তীত্যাহ—স্বয়ন্ত্বিতি। স্বয়ন্তু য এবং ভূতস্তস্য তৎ কৈঙ্কর্য্যং নোঽস্মান্ বি[...] পয়তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য স্বমপেক্ষ্যান্যস্য সাম্যমতিশ[...] নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ ত্র্যধীশঃ ত্রয়াণাং লোকানাং গুণানাং বা অধীশ[...] স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা পরমানন্দস্বরূপ-সম্পত্ত্যা প্রাপ্ত-সমস্ত-ভোগঃ। বলিং ক[...] অর্হণং বা হরদ্ভিঃ সর্পয়দ্ভিশ্চিরকালীনৈর্লোকপালৈঃ কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্ত[...] পাদপীঠং যস্য। প্রণমতাং কিরীটসংঘট্টধ্বনিরেবস্তুতিহেতুত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে[...]

হে বিদুর! যাঁহার সমান এবং যাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহই নাই। [...] স্বস্বরূপপরমানন্দ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং লোকপ[...] [...]কল বলিসমর্পণ পূর্ব্বক কিরীটাগ্র দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের স্তুতি করেন অর্থ[...] পাদপীঠে লোকপালগণের কিরীট সংঘট্টে যে শব্দ হয় তাহা যেন পাদপীঠের স্ত[...] বলিয়া বোধ হয় সেই স্বয়ং ভগবানের উগ্রসেনের অনুবর্ত্তিত্ব আমাদিগের ব[...] [...]থা উৎপাদন করিতেছে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একবিংশ শ্লোকঃ।

তথাহি—*

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদির ঈশ্বর ।
তিন আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

তথাহি—†

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥

এ সামান্য ত্র্যধীশ্বরের অর্থ শুন আর ।
জগতকারণ তিনি পুরুষাবতার ॥
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ, ক্ষীরোদক-স্বামী ।
এইতিন স্থল স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব অন্তর্য্যামী ॥
এইতিন সর্ব্বাশ্রয় জগত ঈশ্বর ।
এহো কলা অংশ যার কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

তথাহি—§

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

---

* ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ২য় পরিচ্ছেদে ৪৬ পৃষ্ঠে দৃষ্ট ।
† শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকঃ ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ৬৩৪ পৃষ্ঠে দৃষ্ট ।
§ ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎশ্লোকঃ ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৫ম পরিচ্ছেদে ১৪৩ পৃষ্ঠে দৃষ্ট ।

এই অর্থ বাহ্য, গূঢ় অর্থ শুন আর।
তিন আবাস স্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার॥
অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা সার॥

তথাহি—*

করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে নহি চিন্তা-কণিকাভ্যুদেতি নঃ॥

তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অনন্তস্বরূপের ধাম॥
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরী।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্য আছে ভরি॥

করুণেতি করুণা-নিকুরম্বেণ কৃপাভরেণ কোমলে মৃদবে তথা মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি মনোহরৈশ্বর্য্যপ্রকটনপরে ব্রজরাজনন্দনে জয়তি অসমোর্দ্ধমুৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বতি সতি নোঽস্মাকং চিন্তাকণিকা চিন্তালেশো নাভ্যুদেতি অস্মাদৃশান্ পাতকিনউদ্ধৃত্য স্বীয় সর্ব্বোৎকর্ষং রক্ষিষ্যত্যেবেতিভাবঃ।

করুণাকোমল এবং মধুর ঐশ্বর্য্যবিশেষশালী ব্রজরাজনন্দনের উৎকর্ষ আবিষ্কৃত হইলে আমাদিগের আর কোন চিন্তার কারণ নাই। অর্থাৎ আমাদের সদৃশ মহাপাতকীদিগকে উদ্ধার করিয়া নিজোৎকর্ষ আবির্ভাব করিবেন।

---

* গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ।

তথাহি—*

গোলকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

তদিদং প্রপঞ্চগতমাহাত্ম্যমুক্ত্বা নিজধামগতমাহ—গোলোকেতি। দেবীমহেশে ত্যাদিগণনং ব্যুৎক্রমেণ জ্ঞেয়ং। দেব্যাদীনাং যথোত্তরমূর্দ্ধোর্দ্ধ্বপ্রভাবত্বাৎ তত্তল্লো-কানামূর্দ্ধোর্দ্ধ্ব ভাবিত্বমিতি। গোলোকস্য সর্ব্বোর্দ্ধ্বগামিত্বং সর্ব্বব্যাপকত্বঞ্চ ব্যবস্থাপিতমস্তি। ভুবি প্রকাশমানস্য বৃন্দাবনস্য তু তেনাভেদ এবদর্শিতঃ। স তু লোকস্তয়া কৃষ্ণসাদমানঃ কৃতাত্মনা। ধ্রুতো ধ্রুতিমতা বীর নিম্নতোপদ্রবং গবামিত্যানেন অভেদেনৈবচি গোলোক এব নিবসতীত্যেবকারঃ সংঘটতে। অতো ভুবি প্রকাশমানেঽস্মিন্ বৃন্দাবনেঽপি তস্য নিত্যবিহারিত্বং শ্রূয়তে যথা আদি বারাহে। বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদি-সেবিতং। তত্রচ বিশেষঃ। কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনং বল্লবীভিঃ ক্রীড়নার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ। গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে, অত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি ইতি। অতএব বৃহদ্গোতমীয়ে নারদ উবাচ, কিমিদং দ্বাদশবনং বৃন্দারণ্যং বিশাংপতে।। শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্! যদি যোগ্যাঽস্মি মে বদ। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং। পঞ্চযোজন মেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং॥ কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী। অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবত্যেব যুগে যুগে। তেজোময়-মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা ইতি। এতদ্রূপমাশ্রিত্য বারাহাদৌ তে নিত্য কদম্বা দয়ো বর্ণিতাঃ। তস্মাদস্মদ্দৃশ্যমানস্যৈব বৃন্দাবনস্য অস্মদদৃশ্যতাদৃশপ্রকাশ বিশেষ-এব গোলোক ইতি লব্ধং। যদা চাস্মদ্দৃশ্যমানে প্রকাশে সপরিকরঃ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভবতি তদৈবাস্যাবতার ইত্যুচ্যতে। তদৈবচ রসবিশেষপোষায় সংযোগ

যাহার নিম্নদেশে ভূর্লোকাদির ঊর্দ্ধে যথাক্রমে দেবী অর্থাৎ মায়া লোক

* ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*।

প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।

বিরহঃ পুনঃ সংযোগাদিময় বিচিত্র লীলা মায়াময় পারদার্য্যাদি ব্যবহারশ্চ গম্যতে, যদাতু যথাত্র যথাবাস্তত্র কল্পাতন্ত্র যামল সংহিতা পঞ্চরাত্রাদিষু তথা দিগ্দর্শনেন বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। তথাচ শ্রীদশমে জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরেত্যাদি। তথাচ পাদ্মে নির্ম্মাণখণ্ডে—শ্রীভবদ্বাক্য-ব্যাসবাক্যে। পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং। ততোহপশ্যমহং ভূপ! বালকালাম্বুদপ্রভং। গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈরিত্যানেনানন্ত-স্ত্রীধর্ম্মবয়স্কতাদি বোধকেন কন্যাপদেন তাসামন্যাদৃশত্বং নিরাক্রিয়তে। তথাচ গৌতমীয়ে তন্ত্রে চতুর্থাধ্যায়ে অথ বৃন্দাবনং ধ্যায়েদিত্যারভ্য তদ্ধ্যানং। স্বর্গাদেরপরিভ্রষ্টকন্যকাশতমণ্ডিতং। গোগোবৎসগণাকীর্ণং বৃহৎষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতং। গোপকন্যাসহস্রৈস্তু পদ্মপত্রায়তেক্ষণৈঃ। অর্চ্চিতং ভাবকুসুমৈস্ত্রৈলোক্যৈকগুরুং পরমিতি। তদ্দর্শনাধিকারীচ দর্শিতস্তত্রৈব সদাচারপ্রসঙ্গে। অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপরূপধরং হরিমিতি। তত্রৈবান্যত্র। বৃন্দাবনে বসেদ্ধীমান যাবৎকৃষ্ণস্য দর্শনমিতি। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রেচাষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গে। অহর্নিশং জপেদ্যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিমিতি। অতএব তাপন্যাং ব্রহ্মবাক্যং। তদুহোবাচ ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মেধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যতে গোপবেশোমে পুরস্তাদাবির্ব্বভূবেতি তস্মাৎ ক্ষীরোদশায্যাবতারতয়া তস্য যৎ কথনং তত্তু তত্তদংশানাং তত্র প্রবেশাপেক্ষয়া। তদলং বিস্তরেণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিতমেব। অথ প্রস্তুত মনুসরামঃ দেবীমহেশ হরিধাম্নামুপরিধামত্বং দর্শিতং।

প্রধানেতি। প্রধানং প্রকৃতিঃ পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠলোকঃ তয়োরন্তরে

তদুপরি শিবলোক এবং তাহার উপরি হরিলোক অর্থাৎ পরব্যোম বিরাজ করিতেছেন, সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাব নিচয় যিনি বিধান করিয়াছেন সেই গোলোকে বিরাজমান সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

* লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীবিষ্ণোর্ধামকথনে সপ্তাশীতিতমাঙ্কৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডং।

বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং।

তার তলে বাহ্যাবাস(১) বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরী অপার॥
দেবীধাম নাম তার, জীব যার বাসী।
(২)জগল্লক্ষ্মী রাখি, যাঁহা রহে মায়াদাসী॥
এই তিন ধামে রহয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর॥

তথাহি—*

ত্রিপাদ্বিভূতে র্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদং।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥

মধ্যে বিরজানাম্নী নদী অস্তি ইতিশেষঃ। কা সা ইত্যপেক্ষায়ামাহ—বেদাঙ্গেতি। বেদাঙ্গস্ত ভগবতো ঘর্ম্মজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা প্রবাহিতা। শুভা ত্রিলোকপাবনী মন্দাকিন্যাদিরূপেণেত্যর্থঃ।

তস্যা ইতি। তস্যা বিরজায়াঃ পারে পরব্যোম বর্ত্ততে কিম্ভূতং? তদিত্যাহ ত্রিপাদ্ভূতমিত্যাদিনা বিশেষণৈঃ।

ত্রিপাদ্বিভূতেরিতি! তৎপদং গোলোক পরব্যোমস্থানং ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাদাশ্রয়ত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং ত্রিপাৎস্বরূপং উচ্যতইতিশেষঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। যতো

প্রধান এবং পরমব্যোমের মধ্যবর্ত্তিনী বিরজানাম্নী নদী যিনি নারায়ণের অঙ্গসম্ভূত স্বেদজলে প্রবাহিত হইতেছেন এবং গঙ্গাদিরূপে সকলের শুভসম্পাদন করিতেছেন।

সেই বিরজার পারে ত্রিপাদ্বিভূতিরূপ, সনাতন পরব্যোম বিদ্যমান রহিয়াছেন। যে ধাম অমৃত, শাশ্বত, নিত্য এবং অনন্ত পরম উৎকৃষ্ট।

১। 'বাহ্যাবাস'—বাহিরবাটী। ২। 'জগলক্ষ্মী'—প্রাকৃত সম্পৎরূপা।

---

* লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রিপাদভূমিকথনে চতুর্থাঙ্কধৃতশাস্ত্রোত্তরখণ্ডং।

ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মারুদ্রগণ।
'চিরলোকপাল' শব্দে তাহার গণন ॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ কহেন "কোন্ ব্রহ্মা ? কি নাম তাহার" ?
দ্বারী আসি ব্রহ্মারে পুছয়ে আর বার ॥
বিস্মিতি লইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিল।
"কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইল" ॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লয়ে গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা, দণ্ডবৎ কৈলা ॥
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
"কি লাগি তোমার ইঁহা আগমন হৈল" ॥
ব্রহ্মা কহে তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয় করহ ছেদন ॥
"কোন্ ব্রহ্মা" পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে ?
আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ?

যস্মাৎ সর্ব্বা ভগবতো মায়িকী বিভূতিঃ পাদাত্মিকা একপাদ রূপা প্রোক্তা পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতিশ্রুতেঃ।

যেহেতু সর্ব্ববিধ মায়িকবিভূতিই পাদাত্মিকা এই নিমিত্ত ত্রিপাদ্বিভূতির আশ্রয় হেতু গোলোক ও পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূত।

শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যায়ানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে॥
দশ বিশ শত সহস্র অযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো না যায় গণন॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ বদন কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইল লক্ষ কোটি নয়ন॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইল।
হস্তিগণ মধ্যে যেন শশক রহিল॥
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ পাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করি পড়ে মুকুট পীঠে লাগে॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে॥
পাদপীঠ মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠ স্তুতি করে মুকুট হেন জানি॥
যোড়হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা কৈলে প্রভু! দেখাইলে চরণ॥
ভাগ্য মোরে বোলাইলা দাস অঙ্গী করি।
কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা করি শিরে ধরি॥
কৃষ্ণ কহে তোমা সবায় দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা লাগি এক ঠাঁঞি সবা বোলাইল॥
সুখী হও সব কিছু নাহি দৈত্য ভয়?
তারা কহে তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয়॥
সংপ্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈত ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার॥

দ্বারকাদি বিভূতির এইত প্রমাণ।
(১)"আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ" সবার হইল জ্ঞান ॥
কৃষ্ণ সহ দ্বারকার বৈভব অনুভব হৈল।
একত্র মিলিলেন কেহ কাহ না দেখিল ॥
তবে কৃষ্ণ সব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেলা ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার ॥
ব্রহ্মা বলে পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিল।
তাহার উদাহরণ আমি সাক্ষাৎ দেখিল ॥

তথাহি—*

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা নমে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরং ॥

কৃষ্ণ কহেন এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি, কোন লক্ষ কোটি।
কোন নিযুত কোটি, কোন কোটি কোটি ॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥

১। ইহা দ্বারা বলা হইল—এই সকল ব্রহ্মারই, আমার ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণাবতার ইহা জ্ঞান হইয়াছে, সুতরাং কিন্তু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডে তৎকালে শ্রীকৃষ্ণাবতার সহ প্রকটিত দ্বারকাধামের ব্যাপকতা বলা হইল।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ২১ পরিচ্ছেদে দৃষ্ট।

এক পাদ বিভূতির, ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ বিভূতির কেবা করে পরিমাণ ?

তথাহি—*

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং॥

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে ত দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানান না যায়॥ *
'অধীশ্বর' শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়।
'ত্রি' শব্দে কৃষ্ণেয় তিন লোক কয়॥
(১)গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্॥
পূর্ব্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্পাল।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চিরলোক পাল॥
তা সবার মুকুট কৃষ্ণ পাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ কালে তার মণি পীঠে লাগে॥
মণি পীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন অনুমানি॥

১। 'গোলোকাখ্য গোকুল'—ইত্যাদি লঘুভাগবতামৃতে শ্রীভগবানের [illegible]রিধাম বলিয়াছেন—ব্রজ, মধুপুরী, দ্বারাবতী ও গোলোক; কিন্তু এখানে [illegible]গোলোকধাম গোকুলের বৈভব বিশেষ বলিয়া গোকুলের সঙ্গে অভেদ বিবক্ষায় [illegible]ন ধাম বলা হইয়াছে।

---

* "জানিল না যায়" প্রাচীন পুস্তকের পাঠ।

নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি সম্পত্তির ষড়ৈশ্বর্য্য নাম॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি তার ছুইল এক বিন্দু॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোকে পড়িল॥

তথাহি—*

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং॥

নম্বন্তর্ধায় স্ববিম্বং বৈকুণ্ঠমেব কিং নীতবাংস্তত্রাহ। যদ্বিম্বং মর্ত্ত্যলীলায়ৌপয়িকং উপযুক্তং কথং বৈকুণ্ঠং যাতু ইতিভাবঃ। তেন দ্বারকায়ামেব সম্প্রত্যপি যথাপূর্ব্বমেব তদ্বর্ত্তএব তদিচ্ছাভাবাদত্রত্যলোকাস্তন্ন পশ্যন্তীতিভাবঃ। নচ মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকত্বেন তস্যাপকর্ষো মন্তব্যঃ প্রত্যুত বৈকুণ্ঠলীলা-স্বরূপেভ্যোঽপি পরমোৎকর্ষ এবেত্যাহ—স্বযোগমায়া-স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি স্তস্যাবলং সম্পূর্ণ-সামর্থ্যং দর্শয়িতুমিতি; নচ কিমস্যৈশ্বর্য্যং মাধুর্য্যং বা নিহ্নুত্য স্থাপিতমপিতু স্ব সর্ব্বস্বমত্র বিম্বে নিক্ষিপ্তং নাপি বৈকুণ্ঠস্যৈবং বলং দর্শিতমিতিভাবঃ। গৃহীত-মিতি স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীত-মায়য়া বিভোরিতাত্র মায়ায়া গুণা গৃহীতা ইতিবদভেদেঽপি ভেদোক্তিঃ। বুদ্ধির্হি ভগবতি অভেদেঽপি ভেদং জনয়তীতি ন্যায়াৎ গৃহীতমাবিষ্কৃতমিতি সন্দর্ভঃ। যদ্বা যদ্বিম্বং দর্শয়িতুং স্বযোগমায়াবলং গৃহীতং রাসমহিষী-বিবাহেষু তথাপ্রসিদ্ধেঃ। [illegible] স্তোতয়তি। [illegible] বৈকুণ্ঠস্থস্য শ্রীনারায়ণরূপস্যাপি বিস্মাপনং অতোরূপং অহো সাদৃশ্যং ইতি

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ।

যথা—রাগঃ।

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ * •
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন!
যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধ্রু ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
(১)প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপ তার নিত্য ধাম ॥

চমৎকার-প্রাপকং। অস্যাবতার-রূপগুণ-লীলাদি দর্শনাৎ। বৈকুণ্ঠীয়পার্ষদা-দীনাং কা বর্ত্তেতিভাবঃ। অতএব সৌভগর্দ্ধেঃ সৌভগসম্পত্তেঃ পরং পদং পরা বধিস্থানং অতো বৈকুণ্ঠনাথস্যাপি তদ্দর্শনেচ্ছোদ্ভবতি বিজাত্মজামে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণেত্যাদেঃ। ভূষণানামপি ভূষণানি অঙ্গানি যস্যেতি পরমসৌন্দর্য্যমুক্তং।

১। 'প্রকট কৈল'—সাধারণ লোকের লোচনগোচর করিলেন।

---

* পাঠান্তর 'এই লীলায় হয় অনুরূপ'।

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥
চড়ি গোপী মনোরথে, মন্মথে মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প বহে অশ্রুধার॥
মুক্তাহার বক পাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥
(১)মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।

১। "মাধুর্য্য ভগবত্তাসার"—ভগবত্তার সারই মাধুর্য্য।

(১)স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ।
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানাগরী॥

তথাহি—*

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ,
মেকান্তধাম-যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥

তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্গম॥
সখিহে! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ?
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্রভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥ ধ্রু॥ (২)
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোম-স্বরূপের গণে।

১। ইহাই উপরোক্ত পয়ারগুলিই শ্লোকের বিষদ ব্যাখ্যা সুতরাং আর ব্যাখ্যা

* এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ও টীকা আদিলীলায় চর্থ পরিচ্ছেদে ৯৯ পৃষ্ঠে দৃষ্ট।

দেওয়া হইল না।

২। পাঠান্তর 'নেত্র তনু মন'।

যিঁহো সব অবতারী, পরব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো এমাধুর্য্য লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি' করিল তপস্যা ॥
সেইতো মাধুর্য্য সার, (১)অন্য সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি।
(২)আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশ কার্য্য জানি ॥
(৩)গোপীভাবদর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করি হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য

১। 'অন্যে সিদ্ধ নাহি যায়'—অন্যস্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ব্যতীত শ্রীনারায়ণাদিতে যাহা সিদ্ধ না হয়।

২। "আর সব প্রকাশে—ইত্যাদি" শ্রীকৃষ্ণের অন্য প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণদত্ত গুণ ভাসে প্রকাশ হয়।

৩। "গোপীভাব দর্পণ......নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য"। গোপীভাব দর্পণ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যকে নবনবায়মান করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে বাড়াইতে থাকে, এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য ও গোপীভাব দর্পণকে নবনবায়মান করাইয়া বাড়াইতে থাকে "বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,—মুখ মুদ্রিত না করিয়া অর্থাৎ পরমহর্ষে উভয় উভয়কে বাড়াইতে থাকে।

(১)কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি জপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবলে যে রাগমার্গে,(২) ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ ॥
(৩)সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়
দিব্য গুণগণ রত্নালয়।
(৪)আনের বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী, সর্ব্বাশ্রয় ॥
শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত। *
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
করে কৃষ্ণ জগতের হিত ॥

১। কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য অনুভব হয় তাহা বলিতেছেন "কর্ম্ম ......মাধুর্য্য সুলভ"। কর্ম্ম—শ্রীভগবদ্ভক্তির বিরুদ্ধ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম।

তপ ভগবদ্ব্রত ভিন্ন বৃথা উপবাস করিয়া ক্লেশ সহন।

যোগ—হটযোগ।

জ্ঞান—নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান লক্ষণ জ্ঞান।

বিধিভক্তি—অনুরাগহীন হইয়া কেবল নরকভয় নিবারণের জন্য ভগবদ্ভক্তি।

জপ—শ্রীভগবন্মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রজপ।

ধ্যান—ভগবন্মূর্ত্তি ব্যতীত মূর্ত্ত্যন্তর চিন্তন।

২। 'রাগমার্গে'—রাগানুগামার্গে।

৩। 'সেইরূপ ব্রজাশ্রয় ইত্যাদি'—সেই ব্রজাশ্রিত কৃষ্ণরূপ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আশ্রয়।

৪। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ রত্নালয়তা দেখাইতেছেন—"আনের বৈভব সত্তা ·····ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ"।

---

* 'এ সব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত' এই পাঠও অনেক পুস্তকে দেখা যায়।

কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখ মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥

তথাহি—*

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসং।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো,
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥

তেষ্বপি ব্রজবাসিন স্তেষ্বপি গোপ্য স্তৎ প্রিয়নর্ম্ম সখায়শ্চ তন্মাধুর্য্যপাঃ প্রবরাঃ পরমাঃ ধন্যতমা ইত্যাহ—যস্যেতি সর্ব্বাঙ্গেষ্বপি মধ্যে পরমমধুরমাননং তদাননমপ্যূর্দ্ধাধোভাগাভ্যাং দ্বিধা বিভক্তং মহামাধুর্য্যং ভবতি। তত্রাপি সর্ব্ব মহামাধুর্য্যাণাং চক্রবর্ত্তী হাসামৃত মহামধুরিমা তদধরভাগমধ্যে নিবসতীত্যধর-ভাগং বর্ণয়তি। মকর কুণ্ডলাভ্যাং চারু দেদীপ্যমানৌ যৌ কর্ণৌ তাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ কপোলৌ। তাভ্যাং সুভগং দ্রষ্টৃজন মনোহরং। বিলাসৈর্হর্ষৌৎসুক্য-চাপলাদিভির্দ্যোত্যমানৈঃ সহিতোহাসো যত্র তৎ। যদ্বা মকরকুণ্ডলাভ্যাং সকাশাদপি চারুকর্ণৌ ভূষণভূষণাঙ্গমিত্যুক্তে স্তয়োরপি শোভাবর্দ্ধকত্বাৎ অর্থাৎ মকরকুণ্ডলাভ্যাং তাভ্যাং সকাশাদপি ভ্রাজন্তৌ কপোলৌ। অন্তর্ব্বর্ত্তিচর্ব্যমাণ তাম্বূলস্য পার্শ্বস্থয়োর্হংস কুণ্ডলয়োশ্চ ছবিমত্ত্বাৎ তাম্বূল হেতুকদরোত্তুঙ্গিম-বদেকতরত্বাদতিস্বচ্ছত্বাদতিসুকুমারত্বাচ্চ অর্থাৎ মকরকুণ্ডলভ্যাং তাভ্যাং সকাশাদপি সবিলাসোহাসঃ বিম্বাধর-দশনসৃক্কণীশোভানুরঞ্জিতত্বাৎ সর্ব্ব মাধুর্য্য মহারাজ চক্রবর্ত্তিত্বাৎ স্বজ্যোৎস্না প্রবাহ নির্ব্বাপিত সর্ব্ব সন্তাপ শ্রেণীকত্বাৎ সর্ব্ব ভক্তচেতশ্চকোরাতিলোভনীয়ত্বাৎ যুবতী জনকামাম্বুধি বর্দ্ধকত্বাৎ ব্রজ-কুলবালা কুলজাতি ধর্ম্মধৈর্য্য ধ্বংসক মহোন্মাদ প্রবর্ত্তক কার্ম্মণধর্ম্মবত্ত্বাৎ যত্র তৎ। দৃশিভির্নেত্রাঞ্জলিভিঃ পিবন্ত্যোঽপি ন ততৃপুঃ। নিমেষোন্মেষমাত্রব্যব-

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥

যথা রাগঃ—

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয় ।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগত করিল কামময় ॥

ধানমপ্যসহমানাস্তৎ কর্ত্তুর্নিমেঃ কুপিতা বভূবুরিতি নিমেষাসহত্বেন রূঢ় মহাভাব লক্ষণেনাত্র স্ত্রিয়ো গোপ্যএব নাস্যাঃ । নরাঃ কৃষ্ণপ্রিয়নর্ম্মসখাঃ সুবলাদয়ঃ নাস্থে জ্ঞেয়াঃ । গোপীঃ প্রিয়নর্ম্মসখাংশ্চ বিনা রূঢ়ভাবস্যাস্যোদয়-সম্ভবাভাবাৎ। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ । আস্তা প্রেমাস্তিকাং তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা । রতিভাবান্তিমাসীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে ! রতির্নর্ম্মবয়স্যানামনুরাগান্তিমাং স্থিতিং । তেষেব সুবলাদীনাং ভাবান্তামেব গচ্ছতীতি ।

মকর কুণ্ডলদ্বারা শোভমান মনোহর কর্ণযুগল এবং গণ্ডদ্বয় যাহার সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছে, বিলাসমাখা হাস্য যাহাতে বিরাজিত এবং সর্ব্বদাই যাহাতে উৎসব অবস্থিতি করিতেছে, যে শ্রীকৃষ্ণের সেই আনন নেত্র দ্বারা পান করতঃ প্রমোদান্বিত হইয়াও নর-নারী সকল তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, যেহেতু দর্শনের ব্যবধানকারী নিমেষ উন্মেষ সহন করিতে অসমর্থ হইয়া নিমেষের সৃষ্টিকর্ত্তা নিমির প্রতি কোপ করিয়াছিলেন ।

---

* শ্রীকৃষ্ণদর্শনকালে নিমেষ নিন্দনাংশের মাত্র প্রমাণস্বরূপ উপরোক্ত দুই শ্লোক।

সখি হে! কৃষ্ণ মুখ দ্বিজরাজ-রাজ।

কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ ॥ধ্রু॥

দুই গণ্ড সুচিক্কণ, যিনি মণিদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।

ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু,
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥

কর নখ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।

পদনখচন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥

নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।

ভ্রূধনু নাসিকা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারী মন লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥

এই চাঁদের বড় নাট, পাসরি চাঁদের হাট,
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।

কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে
সব লোকে করে আপ্যায়িত ॥

বিপুল আয়তারুণ, (১)মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।

১। 'মদন-মদ ঘূর্ণন'—মদনমদে মত্ততায় যে ঘূর্ণিত হয়। কিংবা মদনের সৌন্দর্য্যাদি নিমিত্ত মদ—গর্ব্ব ঘূর্ণন অর্থাৎ ঘুরাইয়া যে দূরে নিক্ষেপ করে। এবং যাহার হৃদয়ে এই নয়নভঙ্গি উদয় হয় তাহার সে হৃদয় হইতে মদনমদ দূরীভূত হয় এই অর্থও তৎপক্ষে হইতে পারে।

লাবণ্য-কেলি-সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥
যার পুণ্য পুঞ্জ ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পান ?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ, পীতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দন ॥
না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলে আঁখি দুটি,
তাহে দিলে নিমেষ আচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার ?
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য-সিন্ধু, মুখ সুমধুর-ইন্দু,
অতি মধুরস্মিত সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন(১) ॥

তথাহি—*

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং ॥

১। 'স্বহস্ত চালন'—তৎকালে সমুদিত ভাববশতঃ আস্বাদনে পরম সুখ বিশেষ অভিব্যক্ত হয় এইরূপ ভঙ্গিবিশেষ।

* কর্ণামৃতে দ্বিনবতিতমশ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ *

'সনাতন ! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নভর ॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিক ব্যাপে যার পূর ॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুপুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।

তাদৃশানন্ত তন্মাধুর্য্যবিশেষমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ—মধুরমিতি। অস্য বিভোর্ব্বপুর্মধুরং মধুরং অতিসুমধুরমিত্যর্থঃ। পুনঃ শ্রীমুখমালোক্য সশিরশ্চালনমাহ—বদনং মধুরং মধুরং মধুরং অতিতরাং মধুরমিত্যর্থঃ। তত্র স্মিতমনুভূয় সশীৎকারং তন্নির্দ্দেশকতর্জ্জনীচালন-পূর্ব্বকমাহ—এতন্মৃদুস্মিতং মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং অতিতমাং সুমধুরমিত্যর্থঃ। কীদৃশং মধুগন্ধি মধুসৌরভযুক্তং মুখাম্বুজস্য মকরন্দরূপত্বাৎ সর্ব্বমাদকমিত্যর্থঃ। সুরতে কৃতমধুপানত্বাৎ তদীয়গন্ধি বা।

---

* এই শ্লোকের অর্থ পয়ারে করা হইয়াছে।

(১)বংশী-ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনি রূপে পাঞা পরিণামে ॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি কোল হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ?
নীবী খসায় পতি আগে, গৃহ কর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে ॥
লোক ধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিলে আনে,
কৃষ্ণ কৃপা তোমার উপরে।

১। বংশী ছিদ্ররূপ আকাশে,—তার গুণ শব্দে—অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দে পৈশে—প্রবেশ করিয়া, ধ্বনিরূপে—বংশীধ্বনিরূপে, পায় পরিণামে, অর্থাৎ পরিণত হইয়া ।

মোর চিত্ত ভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥
আমিত বাউল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য স্রোতে আমি যাই বহি ?
তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে ॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশতিঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবং।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই ত কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার ॥
এবে কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ।
(১)যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
কৃষ্ণ(২) ভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥

তথাহি—মুনিবাক্যং।

শ্রুতি র্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং,
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।

বন্দ ইতি। তং প্রসিদ্ধং করুণার্ণবং দয়াসমুদ্রং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবমহং বন্দে। কিদৃশঃ সঃ? যেন দেবেন অতিগূঢ়া ইয়ং ভক্তিঃ কলাবপি প্রকাশিতা। অত্র সম্প্রদানানির্দ্দেশাৎ পাত্রাপাত্র বিচারমকৃত্বৈব যস্মৈ কস্মাঅপি স্বভক্তি র্দত্তেতিজ্ঞেয়ং।

শ্রুতির্মাতা জনয়িত্রী মাতৃবৎ সর্ব্বদা হিতকারিণীত্বাৎ স্পৃষ্টা জিজ্ঞাসিতা সতী ভবদারাধনবিধিং দিশতি আজ্ঞাপয়তীতার্থঃ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইত্যা-

---

যিনি অতি রহস্য এই ভক্তিযোগকে কলিযুগেও প্রকাশ করিয়াছেন, সেই প্রসিদ্ধ দয়ার সাগর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

১। অবিধেয়—শাস্ত্রের বাচ্য। ২। ভক্তি—সাধনভক্তি।

পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগাঃ,
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ! ভবানেব শরণং ॥

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্‌ ।
স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ ।
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন ॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার ।
এক নিত্য মুক্ত, একের নিত্য সংসার ॥
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে ।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে ॥

দিনা সকলশ্রুতীনাং গৌণমুখ্যাদিবৃত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণৈকপরত্বাৎ। স্মৃতির্ভগিনী শ্রুতিজাতত্বাৎ স্পৃষ্টা সতী তথা বক্তি ভবদারাধনবিধিং কথয়তীত্যর্থঃ। যে বা পুরাণাদ্যাঃ পুরাণতন্ত্রাদয়ঃ সহজনিবহা স্তে তদনুগাঃ তয়োঃ জননীভগিন্যোরনুগাঃ তেঽপি স্পৃষ্টা ভবদারাধনবিধিং কথয়তি। অতঃ হে মুরহর ! ভবানেব শরণং ইতিসত্যং জ্ঞাতং।

মাতা শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমার আরাধনা করিতে অনুমতি করেন। মাতা যাহা বলেন, ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলিতেছেন। ভ্রাতৃবর্গ যে পুরাণ ইতিহাসাদি মাতা ভগিনীর অনুগামী অর্থাৎ তাঁহারাও তোমারই ভজন করিতে বলেন। অতএব হে মুরহর! এক মাত্র তুমিই আশ্রয় ইহা আমি সত্যই বুঝিতে পারিয়াছি।

কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়॥

তথাহি—*

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে! সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥

কামাদীনামিতি। কামাদীনাং কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাণাং কতি দুর্নিদেশা শাস্ত্রনিসিদ্ধাজ্ঞাকতিধা কতিভিঃ প্রকারৈ র্নপালিতাঃ অস্মাভিরিতিশেষঃ তেষাং কামাদীনাং ময়ি করুণা ন জাতা ত্রপা লজ্জাপি ন জাতা উপশান্তিরপি ন জাতা। অতএব হে যদুপতে! সাংপ্রতমিদানীং লব্ধবুদ্ধিরহং এতান্ কামাদীন্ অথ কাৎস্নেন উৎসৃজ্য দূরতঃ পরিহৃত্য অভয়ং ভয়নিবর্ত্তকং ত্বাং শরণং রক্ষকমায়াতঃ প্রাপ্তঃ। ইদানীং আত্মদাস্যে নিজ দাসোচিত-কর্ম্মণি মাং নিযুঙ্ক্ষ্ব।

হে প্রভো! আমি কামাদির কত দুর্নিদেশ কতপ্রকারে না পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না, অথবা তাহারা দয়া করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত বা বিরতও হইল না; অতএব হে যদুপতে! এইক্ষণে লব্ধবোধ আমি তাহাদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া ভয়নিবর্ত্তক তোমার শরণ লইলাম, তুমি নিজদাস্যে আমাকে নিযুক্ত কর।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং অপরাধভঞ্জনে ষষ্ঠশ্লোকঃ।

(১)এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা(২) দিতে নাহি বল॥

তথাহি—*

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং,
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং॥

তথাহি—†

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো,
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।

ভক্তিহীনং কর্ম্মশূন্যমেবেতি কৈমুতিকন্যায়েন দর্শয়তি—নৈষ্কর্ম্ম্যমিত্যাদিনা। নৈষ্কর্ম্ম্যং ব্রহ্ম তদেকাকারত্বাৎ নিষ্কর্ম্মতারূপং নৈষ্কর্ম্ম্যং। অজ্যতেঽনেনেতি অঞ্জনং। উপাধি তন্নিবর্ত্তকং নিরঞ্জনং এবম্ভূতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবো ভক্তি স্তদ্বর্জ্জিতং চেৎ অলং অত্যর্থং ন শোভতে। সম্যগপরোক্ষায় ন কল্পতে ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখস্বরূপং যৎ কাম্যং কর্ম্ম যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ। তদপি কর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে বহির্ম্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাৎ।

ভক্তিশূন্যানাং সর্ব্বসাধনবৈফল্যং দর্শয়ন্নমতি—তপস্বিন ইতি। তপস্বিনো

সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তি বর্জ্জিত হইলে, যখন অপরোক্ষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় না, তখন সাধনকালে এবং ফলকালে দুঃখময় কাম্য কর্ম্মের কথা কি বলিব, নিষ্কামকর্ম্মযোগও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়; সেও চিত্তশুদ্ধির হেতু হয় না।

তপস্বী, দানশীল, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রজাপক এবং সদাচারিগণ যাহাতে পীর

১। 'এই সব সাধনের'—পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞানের।

২। 'তাহা দিতে'—ফল দিতে। কৃষ্ণভক্তি সাহায্যে কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান নিজ নিজ ফল দিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বতঃ ফল দিবার ইহাদের সামর্থ্য নাই।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ।

† তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকঃ।

ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং,
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।

তথাহি—*

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো!
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥

যোগিনঃ। সুমঙ্গলাঃ সদাচারাঃ। যস্মিংস্তপ আত্মার্পণং বিনা। সুভদ্রশ্রবস ইত্যাবৃত্তির্যশঃশ্রবণাদেঃ প্রাধান্যজ্ঞাপনায়।

নমু, তদ্বিধাং ভক্তিং ত্যক্ত্বা যন্মহিমপর্য্যবসানদর্শনায় তদুচিতশ্রবণমননাদিভিঃ কেচিজ্‌জ্ঞানাভ্যাসিনো দৃশ্যন্তে তত্রাহ—শ্রেয় ইতি। শ্রেয়সাং অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং স্রুতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং। শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা, অবান্তরফলত্বেন স্বতএব জ্ঞানমপি ভবিতৈবেতি সূচিতং। তথাভূতামপি মধুররূপাদি বার্ত্তাময়ীং ভক্তিমুদস্য উচ্চৈরবহেলয়া দূরে ক্ষিপ্তা অত্যন্তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ। কেবলস্য তদ্বিধভক্তিশূন্যতয়া স্ববিজ্ঞতামাত্রতাৎপর্য্যস্য বোধস্য লব্ধয়ে ক্লিশ্যন্তি তদুচিতশ্রবণম নান্যর্থমিতস্ততো গমনাদিভির্যমনিয়মাদিভিশ্চঃশ্রমং কুর্ব্বন্তি তেষাং, ক্লেশল এব শিষ্যতে তেষু তবানুগ্রহানুদয়াদিতি ভাবঃ। এব কারেণ চিত্তশুদ্ধ্যাদিকঞ্চ ফলং নিরস্তং। নমু যোগাভ্যাসাদিক্রমেণ সিদ্ধিলাভস্ত ভবিতা তত্রাহ নান্যদিতি। অতএব বক্ষ্যতে স্বয়ং ভগবতা। যস্যাং নমে পাবনমঙ্গকর্ম্মস্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য। লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীর ইতি। অত্রোপযুক্তো দৃষ্টান্তঃ, যথা স্থূলতুষাবঘাতিনো লোকৈর্মূর্খা ইত্যুপহস্যন্তে। তুষা

জপাদি অর্পণ না করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই মঙ্গল যশঃ ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

হে প্রভো! সর্ব্ববিধ পুরুষার্থের সরণরূপা তোমার ভক্তিকে অতিশয়

---

* তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ।

কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥

তথাহি—*

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
(১)তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

তথাহি—§

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥

বুসানি। তেষামপ্যতিচূর্ণিতানাং নাশঃ কেবল হস্তাদিবেদনৈবচ স্যাৎ তদ্বদি তার্থঃ। বিভো! হে প্রভো! ইত্যবশ্যং ভজনীয়তোক্তা।

স্বজনকস্য গুরোর্ভগবতোঽনাদরাৎ গুরুদ্রোহেণ দুর্গতিং যান্তীতি বক্তুং ভগবতঃ সকাশাৎ বর্ণানামাশ্রমণাঞ্চোৎপত্তিমাহ—মুখেতি। গুণৈঃ তত্র সত্ত্বেন বিপ্রা সত্ত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ। রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ। তমসা শূদ্র ইতি।

অনাদর করিয়া যাহারা কেবল লাভার্থ ক্লেশ করে, তাহারা স্থূল তুষাব ঘাতীর ন্যায় কিছুমাত্র লাভ না করিয়া ক্লেশমাত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভগবান্ বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু এবং চরণ হইতে চারি আশ্রমে সহিত সত্ত্বাদি গুণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।

১। 'তাতে'—সেই অবস্থায়।

---

* মধ্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদে ৫৯৯ পত্রে ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

§ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়-তৃতীয়-শ্লোকঃ।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

তথাহি—*

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

য ইতি। এষাং মধ্যে যেঽজ্ঞাত্বা ন ভজন্তি যে চ জ্ঞাত্বাপ্যবজানন্তি আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাত্তং তদভজনে কৃতঘ্নতামপ্যাহ ঈশ্বরমিতি। স্থানাদ্বর্ণাশ্রমরূপাৎ স্বাশ্রমাৎ ভ্রষ্টাঃ।

নন্থ বিনাপি মৎপাদাশ্রয়ং জ্ঞানেনৈব সংসারোত্তরণাদিকং ভবেৎ কিন্তেন তত্রাহ য ইতি। হে অরবিন্দাক্ষেতি দৃষ্টিমাত্রেণ সর্ব্বতাপহারিত্বমুক্তং! তাদৃশেঽপি ত্বয়ি বহুত্বপর্য্যবসিতেন যুষ্মৎপদেন তদীয়াশ্চ গৃহ্যন্তে। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র শ্রবণাদীত্যাদি গ্রহণাৎ মননিদিধ্যাসনাদি। যদ্বা, প্রথমতস্তাবত্তাদৃশে, ত্বয়ি অস্ত অসন্ যো ভাবস্তস্মাদ্ ভক্তেরভাবাৎ ন বিশুদ্ধা বুদ্ধির্যেষাস্তে তথা। তথাপি জ্ঞানমার্গমাশ্রিত্য বিমুক্তমানিনঃ দেহদ্বয়াতিরিক্তত্বেনাত্মানং ভাবয়ন্তঃ। "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসা"মিত্যুক্তেঃ কৃচ্ছ্রেন, পরং পদং জীবন্মুক্তিরূপমারুহ্য প্রাপ্যাপি ততোঽধঃ পতন্তি। কদেত্যপেক্ষায়ামাহুরনাদৃতেতি। আদৃতেতি যদীতিশেষঃ। তেষাং ভক্তিপ্রভাবজ্ঞানপরস্তেরবুদ্ধিপূর্ব্বকস্ত

এই চারি বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যে সাক্ষাৎজনক স্বরূপ পরম পুরুষ ভগবানকে যাহারা ভজনা করে না ও অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতন প্রাপ্ত হয়।

হে অরবিন্দলোচন! যাহারা তোমাতে ভক্তি না থাকায় অবিশুদ্ধচিত্ত হইয়া

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকঃ।

কৃষ্ণ সূর্য্য সম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

তথাহি—*

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বং।

ষনাদরস্ত নিবর্ত্তকাভাবাৎ। তথাপি দগ্ধানামপি পাপকর্ম্মণাং মহাশক্তি-শ্রীভগবৎপাদপদ্মাবজ্ঞয়া প্ররোহাৎ। তথাচ বাসনাভাষ্যধৃতং শ্রীভাগবত পরিশিষ্টবচনং। "জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ"। অতএব তত্রৈব—"জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসার-বাসনাং। যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ"। রথযাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তি চন্দ্রোদয়ধৃতং পুরাণান্তর বচনঞ্চ—"নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং জগদীশ্বরং। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ"।

কিং তদ্ভগবতঃ স্বরূপং যস্মিন্ মনোধারণাং বিধায় মায়াং তরন্তীত্যপেক্ষায়া-মাহ—শশ্বদিতি সার্দ্ধেন। যদ্ ব্রহ্মেতি বিদুর্মুনয়স্তদ্বৈ ভগবতঃ স্বরূপং। কিং তদ্ব্রহ্ম তদাহ অজস্রং নিত্যঞ্চ তৎসুখঞ্চ বিশোকঞ্চেতি। অজস্রসুখত্বে হেতুঃ শশ্বৎ সদা প্রশান্তং অতো নিত্যসুখরূপং বিশোকত্বে হেতুঃ অভয়ং কুতঃ যতঃ সমং ভেদশূন্যং অতোঽভয়ং দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ। তৎ কুতঃ যতঃ প্রতিবোধমাত্রং জ্ঞানৈকরসং। নমু জ্ঞানস্যাপি নীলপীতাদ্যাকারেণ চক্ষুরাদি করণভেদেনচ ভেদো দৃশ্যতে। বিশুদ্ধং নির্ম্মলং। নমু দর্শিতো বিষয়করণয়োঃ পরাগ্ রাগোরূপো মল ইত্যত আহ সদসতঃ পরং বিষয়করণসঙ্গশূন্যং বৃত্তেরেব তদুপ রাগো ন জ্ঞানস্যেতি ভাবঃ। নমু তথাপি জ্ঞানমাত্রা সহ ভেদঃ স্যাৎ ন আত্মতত্ত্ব

আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা যদি তদীয় চরণে অনা-দর করে, তবে বহুকষ্টে পরমপদ আরোহণ করিয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হয়।

মুনিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহাই ভগবানের স্বরূপ, সর্ব্বদা প্রশান্ত অভয়, এবং ভেদশূন্য, বস্তুতঃ জ্ঞানের রূপ বিষয় ও করণসম্বন্ধশূন্য, নির্ম্ম

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে সপ্তচত্বারিংশশ্লোকঃ।

শব্দং ন যত্র পুরুষকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ॥

তথাহি—*

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥

"কৃষ্ণ তোমার হঙ" যদি বলে একবার।
মায়া বন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥

রাত্মনো জ্ঞাতুঃ স্বরূপমেব তৎ ন ততো ভিন্নং। নমু চ, তান্ত্বৌপনিষদং পুরুষং জ্ঞামীতি শব্দবোধাত্ত প্রতীতেঃ কুতো বোধরূপত্বং তত্রাহ—শব্দো ন যত্রেতি। রারোপিত ভ্রমনিবৃত্তাবেব শব্দস্য ব্যাপারো ন তদ্বোধ ইত্যর্থঃ। নমু ভবতু নাম নরস্ত-ভেদজ্ঞানরূপত্বাৎ বিশোকং। সুখস্তু তু নানা কারকসাধ্যক্রিয়াফলত্বাৎ থমজন্যসুখত্বং তস্যেত্যত আহ। যত্র বহুকারকসাধ্যঃ ক্রিয়ার্থঃ উৎপত্ত্যাদি তুর্বিধং ক্রিয়াফলঞ্চ নাস্তি। ইন্দ্রিয়ৈঃ জ্ঞানাংশস্যাভিব্যক্তিরিব ক্রিয়াভিরানন্দাংশ-াভিব্যক্তিমাত্রং ক্রিয়তে নোৎপত্ত্যাদিকমিতি ভাবঃ। নতুৎপত্ত্যাদ্যভাবেঽপি াায়মলাপকরণেন বিকার্য্যত্বং স্যাদেব ব্রীহীনামিব তুষাপকরণেন ইত্যাশঙ্ক্যাহ ায়া অভিমুখে স্থাতুং বিলজ্জমানেব যস্মাৎ পরেতি দূরতোঽপসরতি ইতি।

বমায়য়েতি। মায়াসম্বন্ধোক্তেস্তস্যা দুর্জয়ত্বোক্তেশ্চ তথাপি কিমস্তি সংসারো নবেত্যাহ বিলজ্জমানয়েতি। মৎকপটোঽসৌ জানাতীতি যস্য দৃষ্টিপথে স্থাতুং বলজ্জমানমেব তস্মিন্ স্বকার্য্যমকুর্ব্বত্যা অমুয়া মায়য়া বিমোহিতা অস্মদাদয়ো র্ধিয়ঃ অবিদ্যাবৃত জানা এবাবিকত্থন্তে কেবলং শ্লাঘন্তে অনেন স্বরূপবিতাসা প্রশ্নোত্তরং ভবতীতি।

জ্ঞানমাত্র। সেই জ্ঞানও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শব্দব্যাপার তাঁহার বোধক নহে, অপর তাহাতে চতুর্ব্বিধ উৎপত্ত্যাদি ক্রিয়াফলও নাই।

মায়া যে ভগবানের নয়নপথে থাকিতে লজ্জিত হয়, দুর্ব্বুদ্ধিগণ সেই মায়ার াহিত হইয়া 'আমি আমার' বলিয়া শ্লাঘা করে।

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

সকৃদদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥

ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণের ভজয়॥

তথাহি—§

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥

সকৃদিতি। অপ্যর্থে এব শব্দঃ যঃ প্রপন্নঃ শরণং গতঃ সন্ তব অস্মি ভ
মীতি সকৃদপি যাচতে। যদ্বা কথং প্রপন্নস্তদাহ তবেত্যাদিনা শরণাগতত্বলক্ষ
ণেদং জ্ঞেয়ং এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং।

অকামইতি। অকাম একান্তভক্তঃ সর্ব্বকাম উক্তানুক্ত সর্ব্বকামোবা মো
কামঃ পুরুষং পূর্ণং নিরুপাধিং।

"কৃষ্ণ! তোমার হইলাম" বলিয়া যে একবার প্রার্থনা করে, আমি সর্ব্ব
তাহাকে অভয় প্রদান করি ইহাই "আমার" ব্রত।

অকাম অর্থাৎ একান্তভক্ত অথবা সর্ব্বকাম অর্থাৎ উক্ত ও অনুক্ত সর্ব্ববি
কামনাশালী কিংবা মোক্ষকামী, ইহারা যদি উদার বুদ্ধি হয়, তবে দৃঢ়ভক্তিযো
পূর্ণ পুরুষ ভগবান্‌কে ভজনা করিবে।

---

* হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে শ্রীনবত্যধিকত্রিংশাঙ্কধৃতরামায়
বচনং।

§ শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ।

আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥

তথাহি—*

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং ॥

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে করে অভিলাষে ॥

তথাহি—¶

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং,
স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥

তথাপি নিষ্কামাঃ কৃতার্থা ইত্যাহ—সত্যমিতি। অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ নৃণাং সকামানামর্থিতং যাচিতং দিশতি দদাতীতি সত্যং তথাপি পরমার্থদো ন ভবত্যেব যৎ যস্মাৎ যতো দানাদনন্তরং পুনরর্থিতো ভবতি, নন্বর্থিতশ্চেৎ কিমপি ন দদ্যা-দিত্যাশঙ্ক্যাহ অনিচ্ছতাং কামিনাং ইচ্ছানাং কামানাং পিধানমাচ্ছাদকং নিজপাদ-পল্লবং স্বয়মেব বিধত্তে সংপাদয়তীত্যর্থঃ।

স্থানাভিলাষীতি। পিতৃপিতামহাভ্যামনধিষ্ঠিতং কমপি স্থানং অভিলষিতুং

যদ্যপি ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকাম মনুষ্যদিগের প্রার্থিত প্রদান করেন, সত্য, তথাপি পরমার্থ প্রদান করেন না, যেহেতু দানের পর আবার প্রার্থনা করিয়া থাকে। কিন্তু ভজমানেরা ইচ্ছা না করিলেও সর্ব্ববিধ কামনার আচ্ছাদক নিজপাদপল্লব তাহাদিগকে প্রদান করেন।

হে প্রভো! লোকে কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেমন দিব্যরত্ন লাভ

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকঃ।

¶ হরিভক্তিসুধোদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে ধ্রুবচরিতে অষ্টাবিংশশ্লোকঃ।

সংসারে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

তথাহি—*

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিত্তরতি কশ্চন॥

(১)কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপচয়॥

শীলমস্য তথাভূতোঽহং তপসি স্থিতঃ হে প্রভো! সোঽহং দেবমুনীন্দ্রাণাং গুহ্যং ত্বাং কাচং বিচিন্বন্ দিব্যরত্নমিব প্রাপ্তবান্ কৃতার্থোঽস্মি অতো হে স্বামিন্! অন্যং বরং ন যাচে।

মৈবমিতি। অধমস্য নীচস্যাপি মমেতি তৎসন্দর্শনাখিল সাধনরাহিত্যাং তদ্বৈপরীত্যঞ্চোক্তং। তথাপি অচ্যুতস্য তদ্ভজনাভাসেঽপি কৃপালুতাদি মাহাত্ম্যাচ্যুতি রাহিত্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনং তন্মাহাত্ম্যবলাৎ স্যাদেবেত্যর্থঃ। সম্ভাবনায়াং লিঙ্। অত্র নিদর্শনং চিন্তয়তি; তত্তৎকর্ম্মভোগপ্রবাহেণ সংসার্য্যমাণোঽপি কচিৎ সাঙ্কেত্য-নামাদি-নিমিত্তে সতি কশ্চনাজামিলাদি সদৃশস্তরতি তদ্বেলায়মানং শ্রীভগবন্তং প্রাপ্নোতি। যথা কথঞ্চিৎ তদপি গমনাদৌ সতি পূতনাদি সদৃশো বা, নদীরূপকেণ যথা তদ্ধ্রিয়মাণঃ। তৃণাদিরনুকূলবাতাদিনিমিত্তে সতি তরতি তদ্বদিতি ব্যঞ্জিতং।

করে, আমিও সেইরূপ উৎকৃষ্ট স্থান পাইবার জন্য তপস্যায় দেবেন্দ্র মুনীন্দ্রগণের দুর্লভ তোমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আর বর বাঞ্ছা করি না।

অতি অধম হইলেও আমার কৃষ্ণদর্শন হইবে। নদীবেগে নীয়মান তৃণাদির মধ্যে কোনটী যেমন কখন তীরে উত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ কালনদীতে হ্রিয়মাণ জীবগণের মধ্যে কেহ কখন উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ কৃষ্ণ সন্দর্শন লাভ করে।

১। 'কোন ভাগ্যে'—পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তসঙ্গ এবং তৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়ে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ।

তথাহি—*

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত ! সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
(১)গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

তথাহি—¶

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ !
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্
আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

এবং অষ্টভিঃ শ্লোকৈঃ ঈশ্বরবহির্ম্মুখানাং সংসারপ্রপঞ্চং ভক্ত্যা তন্নিবৃত্তিক্রমমাহ—ভবাপবর্গ ইতি। হে অচ্যুত ! ভ্রমতঃ সংসারতো জনস্য ত্বদনুগ্রহেণ যদা ভবস্য সংসারস্য অপবর্গো অন্তো ভবেৎ প্রাপ্তকালঃ স্যাত্তদা সতাং সঙ্গো ভবেৎ। যদা সৎসমাগমো ভবেৎ তদাচ সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা কার্য্যকরণনিয়ন্তরি ত্বয়ি ভক্তির্ভবতি ততো মুচ্যত ইত্যর্থঃ।

হে অচ্যুত ! অনাদিকাল হইতে এই সংসারে ভ্রমণশীলজনের যখন সংসার নাশের সময় উপস্থিত হয়, সেইকালে তোমার ভক্তের সঙ্গলাভ হইয়া থাকে, যেকালে সৎসঙ্গপ্রাপ্তি হয় সেইকালে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তের কার্য্য কারণের নিয়ন্তা তোমাতে রতি অর্থাৎ ভক্তি উৎপন্ন হয়।

১। "গুরু অন্তর্য্যামি ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই গুরু এবং অন্তর্য্যামি রূপে স্বয়ং শিক্ষা দেন। ইহাদ্বারা শ্রীগুরূপদেশ শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা ইহা প্রতিপন্ন করিলেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকঃ।

¶ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদ ১২ পৃষ্ঠে দৃষ্ট।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

তথাহি—*

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥

তথাহি—§

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্ব্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকং॥

অথ তে বৈ বিদন্ত্যতি তরন্তি চ দেবমায়ামিত্যাদৌ তির্য্যগ্জনা অপীত্যনেন ভক্ত্যধিকারে কর্ম্মাদিবজ্জাত্যাদিকৃত-নিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধামাত্রং হেতুরিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গতৎ-কৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন যদুক্তং শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্যেত্যাদি।

রহূগণেতি। এতচ্চ ভগবৎসঙ্গং তত্ত্বং। ছন্দসা ব্রহ্মচর্য্যেণ গৃহাৎ গার্হস্থ্যেন তপসা বাণপ্রস্থত্বেন। নির্ব্বপণাৎ সন্ন্যাসাৎ। ইজ্যয়া তত্র তত্র তত্তদ্দেবতোপা-

---

হে উদ্ধব! কোন অনির্ব্বনীয় অর্থাৎ পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ এবং কৃপাজাত ভাগ্যোদয়ে আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে যাহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি অতিশয় নির্ব্বেদযুক্ত নয় ও অতিশয় আসক্ত নয় এতাদৃশ পুরুষেরই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ প্রেমোৎপাদক হয়।

হে রহূগণ! মহৎপাদরেণুর অভিষেক ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ।

§ শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

নৈষাং মতি স্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং,
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
(১)লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

সনয়া তস্যামপি বিশেষঃ জলাগ্নিসূর্য্যৈরিতি। মহৎপাদরজোঽভিষেকং বিনেতি তস্যৈব সর্ব্বশুদ্ধিহেতুত্বেন যোগ্যতাহেতুত্বাৎ।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মেত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিতং বিষ্ণুং কথং ন বিদুঃ কুতো বা তেষাং অমিস্রপ্রবেশ স্তত্রাহ নৈষামিতি। নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্তবিষয়াভিমানিনাং মহীয়সাং মহত্তমানাং পাদরাজসাভিষেকং যাবন্ন বৃণীত তাবৎ শ্রুতিবাক্যতো জ্ঞাতেঽপি এষাং মতিরুরুক্রম স্যাঙ্‌ঘ্রিং ন স্পৃশতি ন প্রাপ্নোতি অসম্ভাবনাদিভির্বিহন্যত ইত্যর্থঃ। অনর্থস্য তৎস্পর্শবিঘ্নবৃন্দস্যাপগমো যদর্থঃ যস্যা অঙ্‌ঘ্রি স্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ প্রয়োজনং। মহদনুগ্রহাভাবায় তত্ত্বনিশ্চয়ো নাপি মোক্ষ স্তেষামিত্যর্থঃ।

সন্ন্যাস এই চতুর্থাশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা এবং তত্তৎ কর্ম্মের তত্তৎ দেবতার উপাসনা দ্বারা ও জল, অগ্নি, সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা এই ভগবানকে লাভ করা যায় না।

হে পিতঃ! বিষয়াভিমানরহিত মহত্তমদিগের চরণরেণুদ্বারা যাবৎ অভিষেক না হয় তাবৎ ইহাদিগের মতি ভগবচ্চরণ স্পর্শ করিতে পারে না, যাহার ফল সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি।

১। "লবমাত্র"—অত্যল্পকাল মাত্র।

---

* তত্রৈব সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকঃ॥

তথাহি—*

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥

তথাহি—॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতং॥

তুলয়ামেতি। ভগবৎসঙ্গিনো বিষ্ণুভক্তাস্তেষাং সঙ্গস্য যো লবঃ অত্যল্প-কালস্তেনাপি স্বর্গং ন তুলয়াম ন সমং পশ্যাম ন চাপবর্গং, সম্ভাবনায়াং লোট্। মর্ত্ত্যানাং তুচ্ছাশিষো রাজ্যাদ্যা ন তুলয়ামেতি কিমুত বক্তব্যং। তুলয়িতুং সম্ভাবনা-মপি ন কুর্ম্ম ইত্যর্থ ইতি সন্দর্ভঃ।

অথ নিরপেক্ষাণাং সাধন-সাধ্যপদ্ধতিমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তাং স্তৌতি—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষু গুহ্যেষু মধ্যে অতিশায়িতং গুহ্যমিতি সর্ব্বগুহ্যতমং। ভূয় ইতি রাজ-বিদ্যাধ্যায়ে মন্মনা ভবেত্যাদিনা পূর্ব্বমপি মমাতিপ্রিয়ত্বাদস্তে পুনরুচ্যমানং শৃণু, পরমং সর্ব্বসারস্যাপি গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতং। পুনঃ কথনে হেতুরিষ্টোঽসীতি ত্বং মমেষ্টঃ প্রিয়তমোঽসি। মদ্বাক্যং দৃঢ় নিখিল প্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিয়ততে হিতং বক্ষ্যামি। ত্বয়াপ্যেতদেবানুষ্ঠেয়মিতি ভাবঃ।

শৌনক কহিলেন, হে সূত! যখন হরিদাসগণের সহিত যৎকিঞ্চিৎ কাল-সঙ্গই স্বর্গাপবর্গের সহিত তুলনা করিতে পারি না, তখন তাহা মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির সহিত যে তুলনা হয় না, তাহা আর কি বলিব।

হে অর্জ্জুন! সকল গুহ্যের মধ্যে সাতিশয় গুহ্যতম এবং সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত গীতাশাস্ত্রের সারভূতা কথা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকঃ।
॥ শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃষষ্টিতমপঞ্চষষ্টিতমৌ শ্লোকৌ।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্ ॥
(১)এই আজ্ঞা(২) বলে ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয় ।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥

তথাহি—*

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

এতদ্বচঃ প্রাহ মন্মনা ভবেতি । ব্যাখ্যাতঞ্চ প্রাক্ এবং মন্মনস্ত্বাদি বিশিষ্টো মামেব নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণকং ত্বদতিপ্রিয়ং দেকীনন্দনং কৃষ্ণমেব মনুষ্যসন্নিবেশিনমেষ্যসি । নতু মম রূপান্তরং সহস্রশীর্ষত্বাদি লক্ষণ-মঙ্গুষ্ঠমাত্রমন্তর্যামিনং বা নৃসিংহ-বরাহাদি-লক্ষণং বেত্যর্থঃ । তুভ্যমহমাত্মান-মেব ত্বৎসখং দাস্যামীতি তে তব সত্যং শপথঃ । সত্যং শপথতথ্যয়োরিতি নানার্থ বর্গঃ । অত্র ন সংশয়িষ্ঠা ইতি ভাবঃ । নমু মাথুরত্বাত্তব শপথকরণাদপি মে ন সংশয়বিনাশস্তত্রাহ প্রতিজানে পতিজ্ঞাং কৃত্বাহমব্রবং । যত্ত্বং মে প্রিয়োঽসি স্নিগ্ধমনসোহি মাথুরাঃ প্রিয়ং ন প্রতারয়ন্তি কিং পুনঃ প্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ । যস্ত মষ্যতিপ্রীতিস্তস্মিন্ মমাপি তথা তদ্বিয়োগং সোঢ়ুমহং ন শক্নো-মীতি পূর্ব্বমেব ময়োক্তং প্রিয়োহীত্যাদিনা তস্মান্মদ্বাচি বিশ্বসিহি মামেব প্রাপ্স্যসি ।

হে অর্জ্জুন ! তুমি আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও আমার অর্চ্চনে নিরত হও এবং আমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত অতএব তোমার শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি নিশ্চয় আমাকে পাইবে ।

১। ‘এই আজ্ঞা’—“মন্মনা ভব” এই শ্লোকোক্ত আজ্ঞা ।
২। ‘ভক্ত্যে’—ভক্তিতে ।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৯ম পরিচ্ছেদে ২৮৭ পৃষ্ঠে দৃষ্ট ।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥

তথাহি—*

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং,
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

শাস্ত্র যুক্ত্যে সুনিপুন দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেও মহাভাগ্যবান্॥
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবেন উত্তম।
রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত তরতম(১)॥

কিঞ্চ, নানাকর্ম্মভিস্তত্তদ্দেবতাপ্রীতিনিমিত্তস্যাপি ফলানি হরিপ্রীত্যা ভবন্তি, কেবলং তত্তদ্দেবতারাধনে ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ, মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ স্কন্ধাঃ তদ্বিভাগাঃ ভুজাস্তেষামপ্যুপশাখাঃ। উপলক্ষণমেতৎ পত্রপুষ্পাদয়োঽপি তৃপ্যন্তি। মূলমেকং বিনা স্ব স্ব নিষেচনেন। প্রাণস্যোপহরণং ভোজনং তস্মা-দেবেন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তির্নতু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথগনুলেপনাত্তথা অচ্যুতারাধনমেব সর্ব্ব-দেবতারাধনং ন পৃথগিত্যর্থঃ।

যেমন তরুমূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, ভুজ এবং উপশাখা সকলেরই তৃপ্তি হয়, এবং প্রাণকে উপহার দিলে অর্থাৎ আহার করিলে ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ অচ্যুতের আরাধনা করিলে সকল দেবতার আরাধনা হয়।

১। 'ভক্ততরতম'—ভক্তের তারতম্য অর্থাৎ ছোট বড়।

* শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ।

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন । *
একাদশস্কন্ধে সবার করিয়াছে লক্ষণ ॥

তথাহি—‡

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ †
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

অথ মানসলিঙ্গবিশেষৈরেব মধ্যম ভাগবতং লক্ষয়তি ঈশ্বর—ইতি। পরমেশ্বরে প্রেম করোতি তস্মিন্ ভক্তিযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তদা তদধীনেষু ভক্তেষু মৈত্রীং বন্ধুভাবং। বালিশেষু তদ্ভক্তিমজানৎসু উদাসীনেষু কৃপাং। আত্মনো দ্বিষৎসু উপেক্ষাং তদীয়দ্বেষে চিত্তক্ষোভেনোদাসীন্যমিত্যর্থঃ। তেষ্বপি বালিশত্বেন কৃপাংশসম্ভবাৎ। অস্য বালিশেষু কৃপায়া এব স্ফুরণং। দ্বিষৎসূপেক্ষায়া এব। নতু প্রাগ্বৎ সর্ব্বত্র তস্য প্রেম্নো বা স্ফুরণং। ততো মধ্যমত্বং। অথোত্তমস্যাপি তদধীনদর্শনেন তৎস্ফুরণানন্দাদয়ো বিশেষত এব। ততশ্চ তস্মিন্নধিকে যন্মৈত্রী ভবতি তন্ন নিষিধ্যতে। কিন্তু সর্ব্বত্র তদ্ভাবাবশ্যকতা বিধীয়তে পরমোত্তমোত্তমেঽপি তথা দৃষ্টং। "ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষ" ইতি।

যিনি পরমেশ্বরে প্রেম, হরিভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা এবং নিজের বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তাঁহাকে মধ্যম ভাগবত বলে।

---

* অনেক পুস্তকেই "ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে উত্তম" এই কয় পংক্তি ইহার পরেই দৃষ্ট হয়।

† শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশ-চতুশ্চত্বারিংশপঞ্চচত্বারিংশশ্লোকাঃ।

‡ ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ২৫২ পত্রে দৃষ্ট।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে॥

তথাহি—*

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা,
মনোরথে নাসতি ধাবতো বহিঃ॥ *

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্ দরশন॥
(১)কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥

অথ ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন কনিষ্ঠং লক্ষয়তি—অর্চ্চায়ামেবেতি। অর্চ্চায়াং প্রতিমায়ামেব ন তদ্ভক্তেষু। অন্যেষু চ সুতরাং ভগবৎপ্রেমাভাবাৎ ভক্তমাহাত্ম্যজ্ঞানাভাবাৎ সর্ব্বাদর-লক্ষণ ভক্তগুণানুদয়াচ্চ। স প্রাকৃতঃ প্রকৃতিঃ প্রারম্ভঃ অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিরিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা। "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপ" ইত্যাদি শাস্ত্রাজ্ঞানাৎ তস্মাল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তৈবেতি পূর্ব্ববৎ। অতশ্চাজাতপ্রেমশাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকস্তু মুখ্য কনিষ্ঠোজ্ঞেয়ঃ।

যিনি লোক পরম্পরা প্রাপ্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিমাতে হরি পূজা করেন, কিন্তু সর্ব্বাদর-লক্ষণ ভক্তগুণ উদয় না হওয়ায় হরিভক্ত বা অন্যের সৎকার করেন না, তাহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলে অর্থাৎ তিনি সম্প্রতি ভক্তির আরম্ভ করিয়াছেন।

১। 'কৃপালু'—পরসংসারদুঃখাসহিষ্ণু। অকৃতদ্রোহ—নিজদ্রোহিজনেও

---

* ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ২১৮ পত্রে দৃষ্ট।

সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

তথাহি—*

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥

সাধূনাং লক্ষণমাহ—তিতিক্ষব ইতি। সাধু সুশীলং তদেব ভূষণং যেষাং তে তথা।

তিতিক্ষু অর্থাৎ শীত উষ্ণাদিতে যাঁহার তুল্য জ্ঞান। কারুণিক সর্ব্বপ্রাণীর উপকার কর্ত্তা, অজাতশত্রু শমদমাদি সংপন্ন এবং সাধুদিগের সম্মানকর্ত্তা, ইত্যাদি গুণশালীকে সাধু বলে।

যিনি দ্রোহ করেন না। সত্যসার—সত্যই যাঁহার বল। সম—সুখ দুঃখে যাহার সমান জ্ঞান। নির্দ্দোষ অনবস্থাত্মা—অর্থাৎ অসূয়াদি দোষরহিত। বদান্য—দানশীল। মৃদু—অকঠিনচিত্ত।—শুচি—সদাচার। অকিঞ্চন—অপরিগ্রহ। সর্ব্বোপকারক—যথাশক্তি সকলের উপকারকর্ত্তা। শান্ত—নিয়তান্তঃকরণ। নিরীহ—ব্যবহারিক ক্রিয়াশূন্য। স্থির—নিজকার্য্যে ফলোদয় যে পর্য্যন্ত না হয় সেই পর্য্যন্ত অব্যাগ্র। জিতষড়্গুণ ক্ষুৎপিপাসা—শোক মোহ জরা মৃত্যু এই ষড়ূর্ম্মি যিনি জয় করিয়াছেন। মিতভুক্—লঘু আহারী। অপ্রমত্ত—সাবধান। মানদ—অন্যের মানদাতা অমানী—সম্মানাকাঙ্ক্ষা। গম্ভীর—নির্ব্বিকার। করুণ—করুণাদ্বারাই যিনি প্রবর্ত্ত হন। মৈত্র—অবঞ্চক। কবি—বন্ধ-মোক্ষজ্ঞ। দক্ষ—পরবোধনে নিপুণ—এইগুলি ভক্তিপ্রবর্ত্তক সাধুগণের গুণ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে বিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতং সঙ্গিসঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা,
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।

তথাহি—†

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদাভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত! সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

তথাহি—‖

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং,
পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ!

মোক্ষবন্ধনয়োর্দ্বারমাহ—মহৎসেবামিতি। তমসঃ সংসারস্য দ্বারং যোষিতাং যে সঙ্গিনঃ তেষাং সঙ্গং। মহতাং লক্ষণমাহ—সার্দ্ধেন মহান্ত ইতি চ। সাধবঃ সদাচারাঃ।

অতইতি। হে অনঘাঃ! নিরবদ্যাঃ ভবতো যুস্মান্ আত্যন্তিকং ক্ষেমং

ঋষভদেব কহিলেন, হে পুত্রগণ! পণ্ডিতেরা মহৎ সেবাকেই ভগবৎ প্রাপ্তির এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে নরকপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। যাঁহার সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধবিহীন, সর্ব্বভূতের হিতকরী তাঁহারাই মহান্।

নিমি রাজা কহিলেন, হে অনঘগণ! এই হেতু আপনাদিগের নিকট

---

* তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ।

† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ২২ পরিচ্ছেদে দৃষ্ট।

‖ তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকঃ।

সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি
সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাং ॥

কৃষ্ণ প্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

তথাহি—*

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী(১) এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর ॥

তথাহি—†

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য-প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥

পৃচ্ছামঃ। যস্মাৎ অস্মিন্ সংসারে ক্ষণার্দ্ধকালভাবোঽপি সৎসঙ্গঃ নৃণাং সেবধি-নিধিঃ নিধিলাভে যথা আনন্দো ভবতি তথাত্র পরমানন্দ ইত্যর্থঃ।

তদ্দোষমেব দর্শয়তি ন তথেতি। যথা যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গতঃ বন্ধস্তথা অন্য-প্রসঙ্গতো ন ভবেৎ। "সঙ্গোঽত্র তদ্বাসনয়া তদ্বার্ত্তাদিময়" ইতি সন্দর্ভঃ।

আত্যন্তিক ক্ষেম জিজ্ঞাসা করিতেছি, যেহেতু এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধকাল সৎসঙ্গও মনুষ্যদিগের পক্ষে সেবধি অর্থাৎ নিধি।

যোষিৎসঙ্গ, এবং তাহার সঙ্গীর সঙ্গ, এই দুই পুরুষের যাদৃশ মোহ এবং বন্ধনের হেতু অন্য প্রসঙ্গ তাদৃশ নহে।

১। 'স্ত্রীসঙ্গী'—বলিতে কামস্ত্রীসঙ্গী বুঝিতে হইবে, কিন্তু ধর্ম্মপত্নী সঙ্গীকে স্ত্রীসঙ্গী বলা যায় না। যেমন অসাধুজনের অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিহীন ব্যক্তিদিগের সঙ্গ করিবে না এইরূপ যোষিৎ ক্রীড়ামৃগগণের সঙ্গ করিবে না।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৬৯ পৃষ্ঠে দৃশ্য।

† শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি র্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ং॥
তেষশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

তথাহি—‡

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসং॥

অসৎ সঙ্গং নিন্দতি সত্যমিতিত্রিভিঃ—

চকারাৎ যথেবাসাধুস্থ তেষু ন কুর্য্যাৎ তথা যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু ন কুর্যাদিত্যর্থ ইতি সন্দর্ভঃ, খণ্ডিতাত্মসু দেহাত্মবুদ্ধিষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগবদধীনেষু।

বরমিতি। বিশেষণে অবস্থিতির্নিবাসো। শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য কিঞ্চিচ্চিন্তায়া অপি বিমুখো যো জনস্তেন সংবাসঃ সহবাস এব বৈশসং পীড়া নৈবতু সোঢ়ব্যমিত্যর্থঃ। লোকদ্বয়ে স্বকুলস্যাপ্যনর্থাবহত্বাৎ।

সত্য, শৌচ, দয়া মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, কীর্ত্তি, ক্ষমা, শম, দম এবং ভগ এই সকল অসৎ-সঙ্গদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়।

যাহাদিগের বুদ্ধির স্থিরতা নাই এবং দেহাত্মবুদ্ধি, সেই মূঢ় অসাধু ও শোকার্হ এবং ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামস্ত্রীগণের অধীন ব্যক্তিদিগের সঙ্গ করিবে না।

প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের শিখাযুক্ত পঞ্জরের মধ্যে অবস্থিতি করাও ভাল, তথাপি যেন শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বিমুখজনের সহবাসজনিত পীড়া না হয়।

---

* তত্রৈব একবিংশাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশচতুস্ত্রিংশৌ শ্লোকৌ।

‡ হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে চতুর্ব্বিংশাধিক দ্বিশততমাঙ্কধৃত কাত্যায়ন সংহিতাবচনং।

তথাহি—*

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্। ‡

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥

তথাহি—॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ভকতবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য,
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

তথাহি—¶

কঃ পণ্ডিতস্তদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।

ভগবতো ভক্তিহীনান্ অতএব ক্ষীণপুণ্যান্ জনান্ কচিদপি লৌকিক-কার্য্যাদাবপি মা দ্রাক্ষীঃ।

ভক্তপ্রিয়াদিতি। ভক্ত সুবেশাদিনা পূতনাদিভ্যোঽপি তাদৃশপদ প্রদানাৎ প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ত্বেন প্রসিদ্ধো যস্য তস্মাৎ। তথোক্তং শ্রীমদুদ্ধবেনাপি অহো বকীয়মিত্যাদি। তৎপ্রিয়ত্বেঽপি নতু কথমপ্যনবধানাদিনা তৎপালন প্রতিজ্ঞাব্যভিচারঃ স্যাদিত্যাহ। ঋতগিরঃ সত্যসঙ্কল্পাৎ। কদাচিত্তস্য পরমভক্তান্তরাবেশেঽপি সঙ্কল্পস্যৈব তৎ কার্য্যসাধকত্বাদিতি ভাবঃ। ন চোপকারাত্মকস্য

ভগবদ্ভজনে বিমুখ ক্ষীণপুণ্য মনুষ্যাদিগকে লৌকিক-কার্য্যাদিতেও দেখিবে না।

হে প্রভো! ভক্তপ্রিয়, সত্যসঙ্কল্প, ভক্তসুহৃৎ এবং কৃতজ্ঞ তোমাকে ত্যাগ

---

* গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকপাদঃ।

‡ এই শ্লোকের তিন পাদ অদ্যাপিও পাওয়া যায় নাই।

॥ শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্‌ষষ্টিতমশ্লোকঃ।

¶ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশশ্লোকঃ।

সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥

বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ ॥

তথাহি—*

অহো ! বকীয়ং স্তনকালকূটং,
জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং,
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

ভজনস্যাপেক্ষা কিন্তু কথঞ্চিদাশ্রয়মাত্রস্তেত্যাহ—সুহৃদঃ। ন চোপকারানভি তেত্যাহ—কৃতমুপকারং জানাতি বহু মন্যত ইতি কৃতজ্ঞাৎ। তচ্চোপক স্যাসম্ভাপি বহুমন্যমানত্বে পর্য্যবস্যতীত্যাহ—সর্ব্বানিতি। যস্য বিষয়-লাভালা দিনা উপচয়াপচয়ৌ ন স্তঃ ভজতঃ ভজনমাত্রং কুর্ব্বতঃ পত্রপুষ্পাদিন সেবমানায় সর্ব্বাংস্তদভীষ্টান্ কামান্ দদাতি। তত্র সুহৃদঃ সুহৃদে সৌহ্ যুক্তায় তু আত্মানমপি সুহৃদ্রূপেণ দদাতি তদধীনংকরতোতীত্যর্থঃ। তস্মাদ গৃহাগমনমপি তব স্বাধ্যমিতি।

এবমনুবৃত্তিঃ কৃপয়ৈবেতি সূচয়ন্ অপকারিষপি তস্য কৃপালুত্বং দর্শয়ন্নাহ—অ ইতি। অহো আশ্চর্য্যং। অস্যত্রাবতারাদাবেতাদৃশ্যা মর্য্যাদা-লঙ্ঘিন্যাঃ কৃ অদর্শনাৎ। যা হন্তুমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সংভৃতং কালকূটং বিষং যমপায়য়ৎ ব পূতনা সা অসাধ্বী দুষ্টাপি ধাত্রীণাং কিমু গাবো সুমাতর ইত্যনুসারেণ তস্মৈ স্ত

করিয়া কোন বুদ্ধিমান্ অন্যের শরণাগত হইবে ? যাঁহার বিষয়ের লাভে বৃ এবং অলাভে হ্রাস নাই, সেই তুমি ভজমান সুহৃৎকে তাহার অভীষ্টবি এবং আপনাকে পর্য্যন্তও প্রদান কর।

দুষ্ট পূতনা প্রাণবিনাশের অভিসন্ধিতে যাঁহাকে স্তনসম্ভূত কালকূট।

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকঃ।

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥

তথাহি—*

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ॥
আত্মনিক্ষেপঃ কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥

স্তনদায়িনীনাং কাসাঞ্চিদুচিতাং গতিং লেভে। ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দত্তবানিত্যর্থঃ। ততোঽন্যং কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ভজেমেত্যর্থঃ।

আনুকূল্যস্যেতি। আনুকূল্যস্য ভগবদ্ভজনানুকূলতায়াঃ সঙ্কল্পঃ কর্ত্তব্যত্বেন নিয়মঃ। প্রাতিকূল্যস্য তদ্বৈপরীত্যস্য বর্জ্জনং। শরণাগতং মামবশ্যমেব রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ। গোপ্তৃত্বেন রক্ষকত্বেন বরণং স্বীকরণং প্রার্থনং বা। আত্মনিক্ষেপ আত্মসমর্পণং। কার্পণ্যঞ্চ ভগবন্! রক্ষ রক্ষেত্যাদি প্রকারেণার্ত্তত্বং। সাচ অঙ্গাঙ্গিভেদেন ষড়্বিধা। তত্র গোপ্তৃত্ববরণমেবাঙ্গী শরণাগতিশব্দেনৈকার্থাৎ অন্যানি ত্বঙ্গানি তৎপরিকরত্বাৎ। ততশ্চ বিশ্বাসরূপে প্রীতিরূপে সখ্যে রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসস্তত এব গোপ্তৃত্বেন বরণঞ্চেতি জ্ঞেয়ং। তথা প্রীতি স্বভাবে নানুকূল্যসঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবর্জনঞ্চেতি দ্বয়ং স্বয়ং পর্য্যবস্যত্যেব তথা। "মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্নভূয়োঽর্হতি শোচিতুমিতি"। আর্ত্তানাং শরণং ত্বহমিতি ভগবদ্বচনবিশ্বাসেনাত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে অপি তত্রৈব পর্য্যবস্যতঃ। তত্র সূক্ষ্মবিচারাপেক্ষয়া প্রায়ঃ শব্দঃ। যদ্বা তেনাত্মনিবেদনে আত্মনিক্ষেপে কার্পণ্যঞ্চ প্রীতিবিশেষ-স্বাভাবিকতয়া প্রীত্যাত্মকে সখ্য এব দ্রষ্টব্যমিত্যেষা দিক্।

পান করাইয়া জননীযোগ্য গতি লাভ করিয়াছে, সেই কৃষ্ণ ভিন্ন আর এমন দয়ালু কে আছে যে তাঁহাকে ভজনা করিব?

শরণাগতি ছয় প্রকার। যথা—ভগবানের আনুকূল্যের শঙ্কল্প অর্থাৎ কর্ত্তব্যতারূপে নিয়ম, প্রাতিকূল্যের বর্জন, তিনি আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিবেন বলিয়া বিশ্বাস, রক্ষাকর্ত্তৃস্বরূপে স্বীকার বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা, আত্মনিবেদন এবং কার্পণ্য অর্থাৎ হে প্রভো! আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া কাতরতা।

* হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে সপ্তদশাধিকচতুঃশততমাঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রং

তথাহি—*

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে তৎকালে করেন আত্মসম॥

তথাহি—§

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।

এবং ফলিতং সংক্ষেপেণাভিব্যঞ্জয়ন্ শরণাগতকৃত্যঞ্চ দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যমে লিখতি—তবেতি। হে ভগবন্নহং তবাস্মীতি বাচা বদন্ তদা তবৈবাহমিতি মন বিদন জানন্ অভিমন্যমান ইত্যর্থঃ। তন্বা দেহেন তস্য ভগবতঃ স্থানং শ্রীমথুরা কমাশ্রিতঃ সন্ শরণাগতো মোদতে আনন্দমনুভবতি। সর্ব্বথা সত্যসিদ্ধেঃ।

কৃতইত্যত আহ মর্ত্ত্যইতি। যদা মর্ত্ত্যঃ ত্যক্তানি সমস্তানি কর্ম্মাণি যেন ত ভূতঃ সন্ মে নিবেদিতাত্মা ভবতি তদা অসৌ মে বিচিকীর্ষিতো বিশিষ্টঃ ক মিষ্টো ভবতি। ততশ্চামৃতত্বং মোক্ষং মায়ানিবৃত্তিমিত্যর্থঃ। প্রতিপদ্যমানো মা আত্মভূয়ায় মদৈক্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায়েতি যাবৎ। কল্পতে যোগ্যো ভবতি। বৈ ক্র

হে প্রভো! আমি তোমার হইলাম, এই বাক্য বলিয়া মনেও সেইর অভিমান করিয়া এবং শরীর দ্বারা তাঁহার ধাম মথুরাদি আশ্রয় করিয়া শরণাগ ব্যক্তি পরমানন্দ অনুভব করেন।

মনুষ্য যে কালে সমস্ত কর্ম্ম পরিহার করতঃ আমাতে আত্মসমর্পণ ক তখন সে জীবন্মুক্ত হইয়া আমার সদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভের যোগ্য হয়।

---

* তত্রৈব অষ্টাদশাধিকচতুঃশততমাঙ্কধৃতবৈষ্ণবতন্ত্রং।

§ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকঃ।

এবে সাধনভক্তি লক্ষণ শুন সনাতন ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥

তথাহি—*

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা ।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥

(১)শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় ।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥

কৃতীতি । সামান্যতো লক্ষিতা উত্তমা ভক্তিঃ কৃত্যা ইন্দ্রিয়প্রেরণয়া সাধ্যা চেৎ সাধনাভিধা ভবতি কৃত্যান্তদন্তর্ভাবশ্চ পূর্ব্বক্রিয়ায়া যজ্ঞান্তর্ভাববৎ। তত্র-ভাবাদ্যনুভাবরূপায়া ব্যবচ্ছেদার্থমাহ সাধ্যো ভাবঃ প্রেমাদি রূপো যয়া সা নতু ভাবসিদ্ধা সাহি তদঙ্গত্বাৎ সাধ্যরূপৈবেতি। সাধ্যভাবেত্যনেন সাধ্যপুমর্থান্তরাচ পরিহৃতা উত্তমায়া এবোপক্রান্তত্বাৎ ভাবস্য সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বা-ভাবঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিত্যেতি। ভগবচ্ছক্তিবিশেষত্বেনাগ্রে সাধয়িষ্যমানত্বা-দিতি ভাবঃ।

ইন্দ্রিয় প্রেরণার দ্বারা সাধ্য এবং প্রেমাদি যাহার ফল তাহাকে সাধনভক্তি বলে নিত্য সিদ্ধ ভাবের হৃদয়ে অভিব্যক্তির নাম সাধ্যতা ॥

১। 'শ্রবণাদি ক্রিয়া ইত্যাদি'—তার অর্থাৎ সাধনভক্তির শ্রবণাদি ক্রিয়া স্বরূপলক্ষণ অর্থাৎ শ্রবণাদিক্রিয়া সাধনভক্তি হইতে অভিন্ন হইয়া সাধনভক্তির বোধক ইহা "কৃতিসাধ্যা" ইত্যাদি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উপরিধৃত শ্লোকের "কৃতিসাধ্যা" এই অংশের তাৎপর্য্য।

তটস্থ লক্ষণে ইত্যাদি সাধনভক্তিই তটস্থ লক্ষণ—প্রেমধনে উপজায়—উৎপন্ন করে। অর্থাৎ সাধনভক্তির তটস্থ লক্ষণ প্রেমভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি শ্রবণাদি

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকঃ।

এইত সাধন(১) ভক্তি(১) দুইত প্রকার।
এক বৈধীভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
(১)বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥

তথাহি—*

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং॥

এবং বিপর্য্যায় প্রশ্নস্যোত্তরমুক্ত্বা শ্রোতব্যাদি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—তস্মাদিতি। হে ভারত! হে ভারতবংশ্য! সর্ব্বাত্মেতি শ্রেষ্ঠত্বং ভগবানিতি সৌন্দর্য্যং ঈশ্বর ইতি আবশ্যকত্বং হরিরিতি বন্ধহরিত্বং। অভয়ং মোক্ষমিচ্ছতা।

হে ভরতবংশ্য! মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরিই শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য এবং স্মর্ত্তব্য।

ক্রিয়া হইতে ভিন্ন হইয়া উৎপাদকরূপে শ্রবণাদি ক্রিয়ারূপ সাধন ভক্তির বোধক বলিয়া তটস্থ লক্ষণ। ইহা উক্ত শ্লোকের "সাধ্যভাব" এই অংশের তাৎপর্য্য।

১। সাধনভক্তি হইতে প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয় বলিলে প্রেমভক্তি জন্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হন এ কারণ কহিতেছেন. "নিত্যসিদ্ধ ইত্যাদি" যেমন দর্পণ অত্যন্ত মলিন হইলে তাহাতে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হন না কিন্তু মার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছ করিলে দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্ব পতিত হয় এইরূপ শ্রবণাদি সাধন ভক্তিদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম উদয় হন।

বৈধী ও রাগানুগাভেদে সাধনভক্তি দুই প্রকার। তাহার মধ্যে যাঁহার ভগবানে অনুরাগ জন্মে নাই তিনি যদি নরকাদি ভয়ে ভীত হইয়া শাস্ত্রের শাসনে ভগবানে যে ভক্তি করেন তাহার নাম বৈধী ভক্তি। তাহাই বলিতেছেন "এইত সাধনভক্তি......সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ।

তথাহি—*

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

তথাহি—†

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥
(১)গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা,(২) গুরুর সেবন(৩)।

সর্ব্বে সায়ং সন্ধ্যামুপাসীত ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইত্যাদিরূপাঃ। এতয়োঃ স্মর্ত্তব্যাস্মর্ত্তব্যরূপয়োর্বিধিনিষেধয়োরেব কিঙ্করা অধীনাঃ। বিপরীতেতু বিপরীতফলা ভবন্তীতি ভাবঃ। চিচ্ছব্দস্তত্র জাতুশব্দস্য অর্থদ্যোতকএব নতুবাচকঃ।

বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। যত বিধি ও নিষেধ সকলই এই দুই বিধি নিষেধের অধীন।

১—২। 'গুরুপাদাশ্রয়'—সৎসঙ্গের দ্বারা সংসারের অনর্থকারিতা ও নিজদেহের ক্ষণভঙ্গুরতা অবনত হইয়া যথোক্ত লক্ষণ ‡ গুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিবে। তাঁহা হইতেই কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করিবে। এখানে কেবল দীক্ষাশব্দে—ভজন শিক্ষার উপলক্ষণ। অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট ভজন শিক্ষা করিবে। যদি শ্রীগুরুদেব প্রকট না থাকেন কিম্বা কুলগুরুত্ব নিবন্ধন লৌকিকলীলায় স্ত্রী, কিম্বা শাস্ত্রোপদেশদানে অসমর্থতা প্রকট করেন তাহা হইলে তৎসদৃশ ব্যক্তি তত্তুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা করিবে।

৩। 'গুরুর সেবন'—অকপটে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধিতে শ্রীগুরুসেবা করিবে।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ২২ পরিচ্ছেদে ৬৮২ পত্রে দ্রষ্টব্য।

† ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ষষ্ঠাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং।

‡ "শ্রীগুরুলক্ষণ" ক্রমদীপিকা প্রভৃতি উপাসনা-গ্রন্থে ব্যক্ত আছে।

(১)সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা, (২)সাধুমার্গানুগমন ॥
(৩)কৃষ্ণ প্রীতে ভোগ ত্যাগ, (৪)কৃষ্ণতীর্থে বাস।
(৫)যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, (৬)একাদশ্যুপবাস ॥
(৭)ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
*সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন ॥

১। সদ্ধর্ম্মশিক্ষা ও পৃচ্ছা—শ্রীগুরুর নিকট সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে ও শিক্ষা করিবে। ২। সাধুমার্গানুগমন—স্বজাতীয় সাধুগণের আচরিত শাস্ত্র-বিধির অনুসরণ। ৩। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ—কৃষ্ণে আমার প্রীতি হউক এই উদ্দেশে ভোগ্যবস্তু যথাসম্ভব ত্যাগ। ৪। কৃষ্ণতীর্থে বাস দ্বারকায় এবং পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ও গঙ্গাদি পুণ্যনদীতটে বাস। ৫। যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ—নিজের যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত প্রতিগ্রহ করিবে না। ৬। একাদশ্যুপবাস—ভগবদ্ব্রতমাত্রে উপবাস। ৭। ধাত্র্যশ্বত্থ—ইত্যাদির সুগম অর্থ।

* 'সেবাপরাধাদি'—যথা;—যানে আরোহণ এবং চরণে পাদুকা দিয়া ভগবদ্‌গৃহে গমন ॥ ১ ॥ ভগবদ্ যাত্রা উৎসবাদির অসেবন ॥ ২ ॥ কৃষ্ণের অগ্রে প্রণাম না করা ॥ ৩ ॥ উচ্ছিষ্টযুক্ত দেহে এবং অশৌচে ভগবৎপ্রণামাদি ॥ ৪ ॥ এক হস্ত দ্বারা প্রণাম ॥ ৫ ॥ তদগ্রে অন্যদেবতা অর্থাৎ সূর্য্যাদির প্রদক্ষিণ ॥ ৬ ॥ তদগ্রে পাদ প্রসারণ ॥ ৭ ॥ তদগ্রে পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ বাহুযুগল দ্বারা জানুদ্বয় বেষ্টন করিয়া উপবেশন ॥ ৮ ॥ তদগ্রে শয়ন ॥ ৯ ॥ ভোজন ॥ ১০ ॥ মিথ্যা-ভাষণ ॥ ১১ ॥ উচ্চ ভাষণ ॥ ১২ ॥ পরস্পর কথোপকথন ॥ ১৩ ॥ রোদন ॥ ১৪ ॥ কলহ ॥ ১৫ ॥ নিগ্রহ ॥ ১৬ ॥ অনুগ্রহ ॥ ১৭ ॥ এবং সাধারণ মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ॥ ১৮ ॥ ভগবৎসেবাকার্য্যে সময়ে কম্বলধারণ ॥ ১৯ ॥ তদগ্রে পরনিন্দা ॥ ২০ ॥ পরের প্রশংসা ॥ ২১ ॥ অশ্লীল ভাষণ ॥ ২২ ॥ অধোবায়ু পরিত্যাগ ॥ ২৩ ॥ সামর্থ্য থাকিতে গৌণোপচার (অর্থ ব্যয় করিতে সামর্থ্য থাকিতেও বিত্তশাঠ্য করিয়া) ভগবদুৎসবাদি নির্ব্বাহ করা ॥ ২৪ ॥ অনিবেদিত ভক্ষণ ॥ ২৫ ॥ যে কালে যে যে ফলাদি ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য ভগবান্‌কে অর্পণ না করা ॥ ২৬ ॥, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ ভগবদর্থে প্রদান করা ॥ ২৭ ॥ শ্রীমূর্ত্তিকে পশ্চাৎ

করিয়া উপবেশন ॥ ২৮॥ এবং অগ্রকে প্রণাম করা ॥ ২৯॥ গুরুর সমীপে কোন স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি ॥ ৩০ ॥ নিজের প্রশংসা করা ॥ ৩১ এবং দেবতার নিন্দা ॥ ৩২ । এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধ ॥ এতদ্ভিন্ন বরাহ পুরাণে আর কতকগুলি অপরাধ বলিয়াছেন। যথা ;—রাজান্ন ভক্ষণ ॥ ১ ॥ অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ ॥ ২ ॥ বিধি ব্যতীত উপাসনা ॥ ৩ ॥ বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন ॥ ৪ ॥ কুক্কুরদৃষ্ট ভক্ষ্যের সংগ্রহ ॥ ৫ ॥ পূজাকালে-মৌনভঙ্গ ॥ ৬ ॥ পূজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থ গমন ॥ ৭ ॥ গন্ধ মাল্যাদি না দিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান ॥ ৮ ॥ অবিহিত পুষ্পদ্বারা পূজা ॥ ৯ ॥ দন্তধাবন না করিয়া ॥ ১০ ॥ স্ত্রী সম্ভোগ করিয়া ॥ ১১ ॥ রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া। ১২। দীপ স্পর্শ করিয়া। ১৩। শব স্পর্শ করিয়া। ১৪। রক্তবর্ণ নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় এবং মলীন বস্ত্র পরিধান করিয়া। ১৫। মৃত দর্শন করিয়া। ১৬।১৭। ক্রোধ করিয়া। ১৮। শ্মশানে গমন করিয়া। ১৯। কুসুম্ভ এবং পিণ্যাক ভক্ষণ করিয়া। ২০।২১। এবং তৈলাভ্যক্ত শরীর হইয়া এবং অজীর্ণ অবস্থায় হরির স্পর্শ এবং কর্ম্ম করা। ২২।২৩। ভগবচ্ছাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তন। ২৪। ভগবদগ্রে তাম্বুল চর্ব্বণ।২৫। এরণ্ডপত্রস্থ কুসুম দ্বারা ভগবদর্চ্চন।২৬ আসুরকালে ভগবৎ পূজা। ২৭। পীঠে এবং ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎ পূজা। ২৮। স্নানকালে বাম হস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ। ২৯। পর্য্যুষিত এবং যাচিত পুষ্পদ্বারা ভগবদর্চ্চন। ৩০। পূজাকালে থূৎকার নিক্ষেপ। ৩১। পূজা বিষয়ে গর্ব্ব করা অর্থাৎ আমার ন্যায় কেহ পূজা করিতে পারে না ইত্যাদি মনন করা। ৩২। তির্য্যক্‌পুণ্ড্র ধারণ। ৩৩। অপ্রক্ষালিত চরণে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ। ৩৪। অবৈষ্ণব পক্কান্ন ভগবানকে অর্পণ করা। ৩৫। অবৈষ্ণব সম্মুখে বিষ্ণুপূজা। ৩৬। গণেশের পূজা না করিয়া এবং কপালী অর্থাৎ স্বসামথ্যাত নীচজাতি বিশেষকে দর্শন করিয়া বিষ্ণু পূজা করা। ৩৭।৩৮। নখস্পৃষ্ট জলদ্বারা শ্রীমূর্ত্তির স্নাপন। ৩৯। ঘর্ম্মলিপ্তাঙ্গ হইয়া শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা। ৪০। নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন। ৪১। ভগবচ্ছপথাদি করা। ৪২।

অথ নামাপরাধ দশ প্রকার যথা—মহতের নিন্দা। ১। বিষ্ণু হইতে শিবের গুণ নামাদিকে ভিন্ন করিয়া মানা। ২। গুরুতে অবজ্ঞা। ৩। বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা। ৪ হরি নাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিবাদ-

(১)অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে(২)।
(৩)বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে ॥
হানি লাভ সম, শোকাদি বশ না হইবে।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে ॥

কল্পনা। ৫। প্রকারান্তরে নাম মাহাত্ম্যের অর্থ কল্পনা করা। ৬। নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি। ৭। অন্য শুভ ক্রিয়ার সহিত নামের তুলনা করা। ৮। শ্রদ্ধা বিহীন, বিমুখ এবং শ্রবণে রুচিরহিত ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ। ৯। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অপ্রবৃত্তি। ১০। এই সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জ্জনে সাবধান হইবে।

১। 'অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ'—এখানে অবৈষ্ণব শব্দে যথাবিধি যোগ্য গুরুর নিকট যাহার বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করা হয় নাই এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও যে একাদশী করে না তাহাকে বুঝায়। যথা—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতঃ প্রাজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥
পরমাপদমাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
নৈকাদশীং ত্যজেদ্‌যস্তু তস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী ॥

যিনি যোগ্য গুরুর নিকট যথাবিধি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজাপরায়ণ তিনিই বৈষ্ণব তাহা যাহার হয় নাই সেই অবৈষ্ণব। এবং পরম আপদ উপস্থিত হইলে বা আনন্দ উপস্থিত হইলে যিনি শ্রীএকাদশী ব্রত না ত্যাগ করেন তিনিই বৈষ্ণব। তাহা ভিন্ন অবৈষ্ণব।

২। 'বহুশিষ্য না করিবে'—অনধিকারি-বহুশিষ্য করিবে না।

৩। 'বহুগ্রন্থ'—ভক্তিবিরোধি বহুগ্রন্থ। কলাভ্যাস—চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা অর্থাৎ যাহাতে ভগবৎ সম্বন্ধ গন্ধও নাই এতাদৃশ গান নৃত্য প্রভৃতি কলা শিক্ষা ত্যাগ করিবে, কিন্তু ভগবৎ সম্বন্ধ থাকিলে শিক্ষা করিবে। ব্যাখ্যান—অর্থাৎ অসৎশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ত্যাগ করিবে। হানি লাভ সম—অর্থাৎ লাভালাভে হর্ষ বিষাদ শূন্য।

(১)বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থ গৃহে গতি॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥

১। বিষ্ণু বৈষ্ণবনিন্দা—নিন্দা—দোষকীর্ত্তন। শ্রবণ—নাম লীলাগুণাদির শ্রুতির নাম শ্রবণ। কীর্ত্তন—নামলীলাগুণাদির মুখে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণের নাম কীর্ত্তন। স্মরণ—নামলীলাগুণাদির যথাকথঞ্চিৎ মনের সহিত সম্বন্ধের নাম স্মরণ। সেই স্মরণ পাঁচ প্রকার যথা;—স্মরণ, ধ্যান ধারণা ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। তাহার মধ্যে বিশেষতঃ রূপাদি চিন্তনের নাম ধ্যান সকল স্থান হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সামান্যাকারে মনোধারণের নাম ধারণা। এবং অমৃতধারার ন্যায় অনবিচ্ছিন্ন স্মৃতির নাম ধ্রুবানুস্মৃতি। ধ্যেয়মাত্র স্ফুরণের নাম সমাধি। পূজন—শুদ্ধি ন্যাসাদিপূর্ব্বক উপচার সমূহের মন্ত্রের দ্বারা উপপাদন করার নাম পূজন। বন্দন—প্রণাম। পরিচর্য্যা—সেবন। দাস্য—আপনাকে ভগবদ্দাসরূপে অনুভব করিয়া তদুচিত ব্যবহার করা। সখ্য—বন্ধুবৎব্যবহার করা। আত্মনিবেদন দেহ দৈহিক কৃষ্ণে অর্পণ। অগ্রে নৃত্য—শ্রীভগবানের অগ্রে নৃত্য। বিজ্ঞপ্তি—আপনার অবস্থা শ্রীভগবানে জানান। সেই বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার সংপ্রার্থনাত্মিকা, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। দণ্ডবৎ নতি—দণ্ডবৎ প্রণাম। অভ্যুত্থান—ভগবদ্দর্শনে গাত্রোত্থান করিয়া মর্য্যাদা করা। অনুব্রজ্যা—যাত্রোৎসবে শ্রীভগবদ্মূর্ত্তি বাহির হইলে তাঁহার পশ্চাৎগমন। তীর্থগৃহে গতি—শ্রীভগবত্তীর্থে শ্রীমথুরাদিতে ও শ্রীভগবদ্গৃহে শ্রীভগবদালয়ে তদ্দর্শনার্থ গমন। পরিক্রমা—প্রদক্ষিণ শ্রীভগবমূর্ত্তি চারিবার প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম। স্তবপাঠ—পৌরাণিক কিম্বা বৈদিক বা অন্য মহজ্জন কর্ত্তৃক রচিত

আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজ প্রিয় দান ধ্যান, তদীয় সেবন ॥
তদীয় তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।
সর্ব্বদা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
*চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

বা স্বরচিত স্তোত্র পাঠ করা। জপ—মন্ত্রের লঘু উচ্চারণের নাম জপ। সেই জপ তিন প্রকার উপাংশু, বাচিক ও মানস। সংকীর্ত্তনে বহুজনে মিলিত হইয়া ভগবদ্‌গুণাদি গান। ধূপ ও মাল্য গন্ধ আঘ্রাণ করা। এবং শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন। আরত্রিক দর্শন—উৎসব দর্শন—শ্রীমূর্ত্তিদর্শন। নিজপ্রিয় দান—আপনি যাহা ভালবাসে তাহাই শ্রীভগবান্‌কে দান। 'তদীয় সেবন' ইহার অর্থ "তদীয় তুলসী……কৃষ্ণের অভিমতা"। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা ইত্যাদির সুগম অর্থ। চতুঃষষ্টি অঙ্গ সাধনভক্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মহাপ্রভাবশালী পাঁচ অঙ্গ বলিতেছেন। "সাধু সঙ্গ……পাঁচের অল্প সঙ্গ"।

---

* এখানে চতুঃষষ্টি অঙ্গ সাধনভক্তির অর্থ অতি সংক্ষেপে করা হইলমাত্র কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ ও প্রত্যেক অঙ্গ ভক্তিযাজনের নিয়ম শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতে জানিতে হইবে।

তথাহি—*

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরংঘ্রিসেবনে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥

তথাহি—‖

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥

সজাতীয়েতি। সজাতীয়ঃ স্বসমান-জাতীয় আশয়শ্চিত্তং যস্য সঃ তস্মিন্ স্ব-সমানবাসন ইত্যর্থঃ। তথা স্নিগ্ধে স্বস্মিন্ স্নেহপরে। তথা স্বতঃ স্বস্মাৎ বরে শ্রেষ্ঠে। তস্মিন্ সাধৌ সঙ্গঃ। রসিকৈর্ভক্তিরসবেত্তৃভিঃ সহ ভাগবত্বার্থমাস্বাদঃ। শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধা বিশেষেণ শ্রীমূর্ত্তের্ভগবৎ প্রতিমায়া অঙ্ঘ্রিসেবনে প্রীতিঃ প্রিয়তাতিশয়ঃ। নাম্নাং স্বাভীষ্টানামিত্যর্থঃ। সঙ্কীর্ত্তনমুচ্চৈর্ভাষণং। মথুরা-মণ্ডলে স্থিতির্নিরন্তরবাসঃ।

দুরূহেতি। দুরূহং বোধগোচরীকর্ত্তুমশক্যং অদ্ভুতং বীর্য্যং মণিমন্ত্রমহৌষ-ধীনামিব প্রভাবো যস্মিন্ অস্মিন্ সাধুসঙ্গাদিকে পঞ্চকে অঙ্গপঞ্চকে শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু তিষ্ঠতু। যত্র অঙ্গপঞ্চকে স্বল্পঃ অত্যল্পঃ সম্বন্ধোঽপি প্রসঙ্গাদিরূপোঽপি সদ্ধিয়াং নিরপরাধচিত্তানাং ভাবজন্মনে ভাবস্য জন্মনে অভিব্যক্তয়ে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ।

স্বসদৃশ বাসনাশালী, প্রেমবান্ এবং আপনা হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট সাধুর সঙ্গ রসজ্ঞ ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত্বার্থের আস্বাদন।

বিশেষ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির চরণসেবা, নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে বাস।

যাঁহার প্রভাব অস্মদাদির বুদ্ধির অগোচর সেই শ্রীমূর্ত্তি সেবাদি পঞ্চ অঙ্গে শ্রদ্ধা হওয়া দূরে থাকুক্, এমন কি যাহাতে যে কোনরূপ যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধও নিরপরাধ চিত্তের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ।

* তত্রৈব দ্বিচত্বারিংশাঙ্কধৃত শ্লোকঃ।

‖ তত্রৈব নবাধিকশততমাঙ্কধৃতঃ শ্লোকঃ।

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।

তথাহি—*

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদংঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥

অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥

তথাহি—†

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু,
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥

শ্রীবিষ্ণোরিতি। শ্রীবিষ্ণোর্ভগবতঃ শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে বৈয়াসকি শুকঃ, স্মরণে প্রহ্লাদঃ, তস্য ভগবতঃ অঙ্ঘ্রিভজনে চরণসেবনে লক্ষ্মীস্তৎপ্রেয়সী পূজনে অর্চ্চনে পৃথুঃ, অভিবন্দনে অক্রূরো, দাস্যে কৈঙ্কর্য্যে কপিপতির্হনূমান্ সখ্যে অর্জ্জুনঃ, সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিঃ পরিনিষ্ঠিতোঽভবৎ বভূব। পরং কেবল এষামেকৈকাঙ্গনিষ্ঠয়া কৃষ্ণাপ্তিঃ কৃষ্ণপ্রাপ্তির্বভূবেতি ভাবঃ।

ভক্তিমেব সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ভগবৎ-পরত্ব-কথনেন প্রপঞ্চয়তি—স বৈ ইতি। শ্রুতিঃ শ্রোত্রং অচ্যুতস্য সৎকথানামুদয়ে শ্রবণে চকারেত্যস্য সর্ব্বত্রান্বয়ঃ।

শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুক, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, অর্চ্চনে পৃথু, বন্দনে অক্রুর, দাস্যে হনূমান, সখ্যে অর্জ্জুন, এবং আত্মনিবেদনে বলিরাজার নিষ্ঠা হওয়ায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে।

সেই মহারাজ অম্বরীষ কৃষ্ণপাদপদ্মদ্বয়ে মন, বৈকুণ্ঠের গুণানুবর্ণনে বাণি

---

* পদ্যাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে দ্বিতীয়াকম্বুতদাক্ষিণাত্য শ্রীবৈষ্ণবকৃতঃ শ্লোকঃ।

† শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টাদশাদিশ্লোকঃ।

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ,
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে,
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে,
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া,
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

কামত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেবঋষিপিত্রাদিগের কভু নহে ঋণী ॥

মুকুন্দেতি। মুকুন্দস্য লিঙ্গানাং আলয়াঃ স্থানানি তেষাং চ, দর্শনে দৃশৌ নেত্রে তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শে অঙ্গসঙ্গমং। শ্রীমত্যাস্তুলস্যা স্তৎপাদসরোজেন যৎ সৌরভং তস্মিন্ তদর্পিতে তস্মিন্ নিবেদিতান্নাদৌ।

পাদাবিতি। কামং স্রক্‌চন্দনাদি সেবাং। দাস্যে নিমিত্তে তৎপ্রসাদস্বীকারায় নতু কামকাম্যয়া বিষয়েচ্ছয়া। কথং চকার উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতির্যথা ভবেত্তথা। অনেন চ ভক্তেষু পরং ভাবং প্রাপ্ত ইত্যেতৎ স্ফুটীকৃতং।

ন্দ্রিয়, হরি মন্দির মার্জ্জনাদি কর্ম্মে করদ্বয়, এবং অচ্যুতের পবিত্র কথা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি মুকুন্দ বিগ্রহের আলয় দর্শনে নেত্রদ্বয়, তাঁহার ভক্তের গাত্রস্পর্শে অঙ্গসঙ্গ, ভগবৎ-পাদপদ্মসৌরভযুক্ত তুলসী-সৌরভ-গ্রহণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এবং তন্নিবেদিত অন্নাদির স্বাদ গ্রহণে রসনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি ভগবৎ ক্ষেত্রগমনে পাদদ্বয় এবং হৃষীকেশের চরণ মস্তক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবন্নির্মাল্য মাল্যচন্দনাদি বিষয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া প্রসাদ বোধে স্বীকার করিতেন। এবং যেরূপে ভগবদ্ভক্তাশ্রয়া নিষ্কামরতি উৎপন্ন হয়, সেই রূপেই সকল কার্য্য করিতেন।

তথাহি—* ।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং,
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥

(১)বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত ।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করেন না করায় প্রায়শ্চিত ॥

ভক্তস্য নিধিনিষেধনিবৃত্তেঃ কৃতকৃত্যমাহ—দেবর্ষীতি । আপ্তাঃ পোষ্যা কুটম্বিনঃ ইতরে দেবাদয়ঃ পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ এতেষাং যথা অভক্ত ঋণী অতএব তেষাং কিঙ্করঃ তদর্থং নিত্যং পঞ্চযজ্ঞাদিকর্ত্তা তথাচ স্মৃতিঃ । হীন জাতিং পরীক্ষীণ মৃণার্থং কর্ম্মকারয়েদিতি । ভক্তস্তু ন তেষাং কিঙ্করঃ কিন্তু ভগবত এবেত্যনধিকারত্বং কোঽসৌ যঃ সর্ব্বভাবেন মুকুন্দং শরণং গতঃ কর্ত্তং কৃত্যং পরিহৃত্য যদ্বা কর্ত্তং ভেদং কৃতী চ্ছেদেন ইত্যস্মাৎ । আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ইত্যস্য টীকায়াং ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সন্ত্যজ্যেতি । নিবৃত্তাধিকারিণোক্তং করভাজনেন দেবর্ষীতি । দেবাদীনাং স্বাতন্ত্র্যমিতি যাবৎ ! এবমেবোক্তং গারুড়ে ;—"অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ । ইত্যাখ্যা জায়তে তাবদ্যাবন্নার্চ্চয়তে হরি"মিতি সন্দর্ভঃ ।

যিনি ভেদ পরিহার পূর্ব্বক্ সর্ব্বতোভাবে শরণাগত প্রতিপালক মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, হে মহারাজ ! সেই হরিভক্ত দেবতা, ঋষি, ভূত, কুটম্ব পিতৃলোক এবং মনুষ্যের ঋণী ও কিঙ্কর নন্ ।

'বিধিধর্ম্ম'—এখানে বিধিধর্ম্ম বলিতে কাম্যাদি কর্ম্মবিধি জানিতে হইবে। কিন্তু ভক্তি অঙ্গ অর্চ্চনাদির বিধি নহে। সে বিধি ত্যাগ করিয়া ভক্তিকে শাস্ত্রে উৎপাত স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন যথা—শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রি-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে" ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ ।

তথাহি—*

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য,
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ,
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

নচ বিকর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তরূপং কর্ম্মান্তরং কর্ত্তব্যং তস্য তচ্ছ্রবণস্য বিকর্ম্ম প্রবৃত্ত্যভাবাৎ কথঞ্চিদপতিতেঽপি বিকর্ম্মণি তদনুস্মরণেনৈব প্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যানুষঙ্গিকসিদ্ধেরিত্যাহ—স্বপাদমূলমিতি। ত্যক্তঃ অন্যস্মিন্ দেবতান্তরে ভাবো ভগবতীব যেন তস্য স্বপাদেতি হৃদি সন্নিবিষ্টত্বে হেতুঃ। ত্যক্তান্যভাবস্যেতি বিকর্ম্মবিধুননে হেতুঃ। হরিঃ স্বভাবত এব সর্ব্বদোষহরঃ পরেশ ইতি শক্তিতশ্চেতি ইত্যর্থঃ। তত্রাপি প্রিয়স্যেত্যাগ্রহশ্চেত্যর্থঃ। অত্র কর্ম্মপরিত্যাগহেতুত্বেনাভিধানাৎ শ্রদ্ধা শরণাপত্ত্যোরৈকার্থ্যং লভ্যতে। তচ্চ যুক্তং। শ্রদ্ধাহি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ঞ্চ বদতি। ততো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াঃ তচ্ছরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি। নচ দেবাদিতর্পণতাৎপর্য্যেণাপি পৃথক্ পৃথগারাধনং কর্ত্তব্যং। যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেনেত্যাদৌ পৌনরুক্ত্যপ্রাপ্তেঃ। নচ তাক্ত কর্ম্মণো মধ্যে বিঘ্নস্থগিতায়ামপি তত্ত্যাগানুতাপো যুজ্যত ইতি ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মমিত্যাদ্যুক্তেঃ। শ্রীগীতাসু চ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যাদেশ্চ"। ইত্থস্য "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণামিত্যাদি" দ্বয়েনৈকার্থং দৃশ্যতে। অতো ভক্ত্যারম্ভ এব তু স্বরূপত এব কর্ম্ম ত্যাগঃ। পরিত্যজ্যেত্যত্র পরি শব্দস্য হি তথৈবার্থঃ। মন্মনাভব মদ্ভক্ত ইত্যাদিনা চানন্যামেব ভক্তিমুপদিদেশ। তথা বিষ্ণু পুরাণেঽপি ভরতমুদ্দিশ্য; যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশবঃ। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলং। নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয়! কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষপীতি। অত্র বচনান্তরস্যাবকাশাৎ সুতরামেবচ তত্তদ্বচনময়কার্য্যান্তর পরিত্যাগোঽঙ্গীকৃতঃ। কথঞ্চিৎ ক্রিয়মাণমপি তন্মায়ৈব কৃতমিত্যবগতেশ্চ সর্ব্বত্র তদীক্ষণাচ্ছুদ্ধভক্তিত্বমেবাঙ্গীকৃতং যথোক্তং পাদ্মে;—সর্ব্ব ধর্ম্মোর্জ্জিতা বিষ্ণোর্নাম-মাত্রৈকজল্পকাঃ।

করভাজন কহিলেন, মহারাজ! অনন্যভাবে নিজ চরণসরোজ ভজনে প্রবৃত্ত

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টত্রিংশশ্লোক।

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।

তথাহি—*

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥

যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ॥

সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকা ইতি। তস্মান্মতান্তরেণাপ্যপ-চিতঃ শ্রদ্ধাবতোঽনন্যভক্ত্যধিকারঃ কর্ম্মাদ্যনধিকারশ্চেতি।

অন্য ভক্ত্যধিকারিণঃ কর্ম্মজ্ঞানয়োরপি স্পর্শো ন সম্মত ইতি বদন্ সুতরাং তৎকরণাকরণদোষাস্পর্শমাহ—তস্মাদিতি। যস্মাত্তিদাত ইত্যাদেজ্জ্ঞানং প্রোক্তে নেত্যাদেঃ বৈরাগ্যঞ্চ স্বত এব স্যাত্তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য জ্ঞানং তৎসাধনাভ্যাসঃ বৈরাগঞ্চ বৈরাগ্যাভ্যাসঃ প্রায়ঃ শ্রেয়ো ন ভবেৎ কিমুত কর্ম্মযোগ ইত্যর্থঃ ব্যর্থাধিকপ্রয়াসাৎ। তাদৃশ ভক্ত্যন্তরায়াচ্চ। নঞ্‌দ্বয়মত্যন্ততন্নিরাসার্থং প্রায়ো বিতর্কে। অত্র প্রায়ো গ্রহণস্যায়ং ভাবঃ। ভজতাং জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসেন প্রয়োজনং নাস্ত্যেব। তত্র যথা স্থিতেঽপি সত্যো মুক্তিমার্গে কেষাঞ্চিৎ ক্রমমুক্তি-মার্গে প্রবৃত্তির্জায়তে। যথা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মেত্যাদি" শ্রীগীতানুসারেণ যদি ক্রম-ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তিকামনা স্যাত্তদা ভবত্বিতি। তদেব ভক্তেঃ প্রেমলক্ষণে সর্ব্ব-ফলরাজে স্বফলে নাস্ত্যেব জ্ঞানাদ্যপেক্ষা।

প্রিয়ভক্তে যদি কখন বিকর্ম্ম উৎপতিত হয়, তাঁহার হৃদয়ে উপবিষ্ট পরমেশ্বর হরি তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিয়া দেন। অর্থাৎ বিকর্ম্ম প্রবৃত্তি সম্ভব না হইলেও যদি কথঞ্চিৎ কোন অপরাধাদি নিমিত্ত কোন বিকর্ম্ম উপস্থিত হয় তাহা হইলে, তাঁহার ভগবৎ স্মরণের দ্বারাই আনুসঙ্গিক প্রায়শ্চিত্ত হয় কিন্তু পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

সেই হেতু, হে উদ্ধব! যাহার চিত্ত আমাতে অর্পিত হইয়াছে, সেই ভক্তি-যুক্ত যোগীর শ্রেয়ঃ প্রায়ই জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতে পারে না।

---

* তত্রৈব বিংশাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ! তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

বিধিভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥

তথাহি—‡

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

এত ইতি। হে ব্যাধ! তব ইদানীমেতে অহিংসাদয়ো গুণা ন হি অদ্ভুতাঃ
তো যে জনা হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা স্তে পরতাপিনো ন স্যুরিতি।
ইষ্টইতি। ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা তস্য
হেতুঃ প্রেমময়তৃষ্ণেত্যর্থঃ। সা রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তিঃ
যায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ"। এবমুত্তরত্রাপি তন্ময়ী তদেকপ্রেরিতা। তৎপ্রকৃতবচনে
ময়ট্।

হে ব্যাধে! সম্প্রতি তোমার যে অহিংসাদিগুণ আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু যাহারা
হরিভজনে প্রবৃত্ত তাহারা পরকে তাপ দেয় না।
অভিলষিত বস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার হেতু প্রেমময় তৃষ্ণাকে রাগ
বলে, সেই রাগপ্রচুর ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্বভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং দ্ব্যধিকশততমাঙ্কধৃত-
স্কান্দবচনং।

‡ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং চতুরধিকশততমঃ
শ্লোকঃ।

(১)ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
(২)শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥*

তথাহি—¶

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

রাগানুগালক্ষণমাহ বিরাজন্তীমিতি। ব্রজবাসিজনাদিষু অভিব্যক্তং য স্তাত্তথা বিরাজন্তীং রাগাত্মিকাং অনুসৃতা যা সা রাগানুগা উচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ।

ব্রজবাসিদিগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিরাজমানা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুবর্ত্তি রাগানুগা ভক্তি বলে।

১। 'ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা'—রাগ হইতে অভিন্ন হইয়া রাগের বোধক বলি স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে পরমাবিষ্টতা রাগ হইতে ভিন্ন হইয়া রাগের বোধক বলি তটস্থ লক্ষণ।

২ 'শাস্ত্রযুক্তি ইত্যাদি'—লোভ উৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্তি অপেক্ষা ক না, কিন্তু লোভ উৎপন্ন হইলে শাস্ত্রযুক্তি অপেক্ষা করে অন্যথা ভজনরী জানিবার উপায়ান্তর নাই।

---

* রাগানুগা সাধনভক্তির ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ২৩০ পত্র হইতে ২৩৫ পর্য্যন্ত বিবৃত আছে, তথায় দ্রষ্টব্য।

¶ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ত্র্যধিকশততমশ্লোকঃ

তথাহি—*

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে ।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং ॥

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন ।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন ।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

তথাহি—†

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া ।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনাঃ হঞা ॥

তত্তদিতি । তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রীভাগবতাদি-সিদ্ধ নির্দেশশাস্ত্রেষু শ্রুতে শ্রবণদ্বারা যৎকিঞ্চিদনুভূতে সতি যৎ শাস্ত্রং বিধিবাক্যং নাপেক্ষতে যুক্তিঞ্চ ন কিন্তু প্রবর্ত্তত এবেত্যর্থঃ । তদেব লোভোৎপত্তের্লক্ষণমিতি ।

সেবেতি । সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎ-সেবোপযোগিদেহেন তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবো রতি-বিশেষস্তল্লিপ্সুনা ব্রজলোকস্তত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনা স্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ ।

শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে সেই সেই ভাবাদি মাধুর্য্য অনুভব গোচর হইলে যখন বিধিবাক্য এবং কোনরূপ যুক্তিকে অপেক্ষা করে না, সেই লোভোৎ-পত্তির লক্ষণ ।

---

* তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং অষ্টাদশাধিকশততমঃ শ্লোকঃ ।

† তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চাশদধিকশততমঃ শ্লোকঃ ।

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও টীকা মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে ২৩২।২৩৩ পত্রে দেখিতে হইবে ।

তথাহি—*

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥

তথাহি—‡

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে,
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং॥

অথরাগানুগায়াঃ পরিপাটীমাহ—কৃষ্ণমিত্যাদিনা। সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীমন্নন্দব্রজাবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ।

ন কর্হিচিদিতি। শান্তরূপে শান্তমবিকৃতং রূপং তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে মৎপরাস্তদ্বাসিনো লোকাঃ কদাচিদপি ন নঙ্ক্ষ্যন্তি ভোগহীনা ন ভবন্তি। অনিমিষো মে হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং নো লেঢ়ি তান্ন গ্রসতে। ন স পুনরাবর্ত্ততে ইতিশ্রুতেঃ। ন কেবলমেতাবত্তেষাং মাহাত্ম্যমিত্যাহ—যেষামিতি। প্রিয়ো লক্ষ্যাদীনামিব তত্তয়া ভাবনীয়ঃ। এবমাত্মা পরমাত্মা সনকাদীনামিব। সুতো ভবতাদীনামিব। সখা শ্রীদামাদীনামিব। গুরুঃ প্রদ্যুম্নাদীনামিব। সুহৃদ্ একএব নানাপ্রকারঃ পাণ্ডবাদীনামিব। দৈবমিষ্টমুদ্ধবাদীনামিব। যদ্বা গোলোকাদিকমপেক্ষ্যৈবমুক্তং। তত্রহি তথাভাবাএব শ্রীগোপ্যো নিত্যা বিদ্যন্তে যেষাং মাং বিনা ন কশ্চিদপরঃ প্রেমভাজনমস্তীত্যর্থঃ।

হে জননি! আমি যাহাদিগের পতি, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরুজন, সুহৃৎ, এবং অভীষ্টদেব সেই আমার নিত্যধামবাসী একান্ত ভক্তগণের ভোগ্যবস্তু কখনই বিনষ্ট হয় না, এবং আমার কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে অসমর্থ।

---

* তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যামূনপঞ্চাশদধিকশততমশ্লোকঃ।

‡ শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তা স্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥
প্রেমাঙ্কুরে রতি ভাব, হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেম-সেবন।
এই ত কহিল অভিধেয় বিবরণ॥
অভিধেয় ভক্তি এবে কহিল বিবরণ।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন॥
অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১১৬॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ববিচারো
নাম দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পত্যীতি। যে উদ্‌যুক্তা সন্তো হরিং পত্যাদিবৎ তেভ্যো নমো নমঃ। "সুহৃদ্‌-
নিরপেক্ষহিতকারী মিত্রং সহ বিহারীতি দ্বয়োর্ভেদ ইতি দুর্গমসঙ্গমনী"।

যাঁহারা উদ্যমের সহিত পতি, পুত্র সুহৃদ্, ভ্রাতা, পিতা এবং মিত্রের ন্যায়
হরিকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকেও প্রণাম।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ধৃতনারায়ণব্যূহস্তবঃ।

ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং,
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয় অদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান॥

যঃ গৌরঃ। চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য অদত্তং কস্মৈচিদপি অসমর্পিতং নিজ গুপ্তবিত্তং স্বপ্রেম-নামামৃতং আপামরং পামরমভিব্যাপ্য জনেভ্যো বিততার বিকীর্ণবান্। অত্র হেতুঃ প্রত্যুদারঃ অতিদাতা যথা অতিদাতারঃ পাত্রাপাত্র বিচারমকৃত্বৈব পরদুঃখনিবারণেচ্ছয়া যস্মৈকস্মৈচিদপি ধনানি বিকীরন্তি তথায়মপি স্বপ্রেমনামামৃতং বিকীরতীতিভাবঃ। কোঽসৌ গৌর ইত্যপেক্ষায়ামাহ। কৃষ্ণঃ। তমাল-শ্যামবর্ণ-শ্রীযশোদাস্তনয়ন্ধয়-পরব্রহ্ম-সএব স্বপ্রেম-নামামৃতং সমর্পয়িতুং শ্রীগৌরোঽভবদিতি ধ্বনিঃ। অতস্তৎপ্রেমনামামৃতমাস্বাদনেচ্ছুভি স্তৎপাদসরোজাশ্রয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যনুধ্বনিঃ।

হে দাতাশিরোমণে। গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া অতি গুপ্ত স্বীয় প্রেমামৃত নামামৃত আপামর জনগণকে বিতরণ করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই।

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়ীভাব নাম ॥

তথাহি—*

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥

অথ তদেতদ্বিবিচ্যতে, পূর্ব্বস্তাবদ্ভক্তি সামন্ত লক্ষণে চেষ্টারূপা ভাবরূপা-চেতি দ্বিবিধাভক্তির্দর্শিতা। তত্র চেষ্টারূপা দ্বিবিধা ভাবভক্তেঃ সাধনরূপা কার্য্য-রূপাচ। কার্য্যরূপাতু রসাবস্থায়ামনুভাবরূপাচ। তয়োঃ পূর্ব্বা দর্শিতা উত্তরা রসপ্রসঙ্গে দর্শয়িষ্যতে। অথ ভাবরূপাচ দ্বিবিধা রসাবস্থায়াং স্থায়ীনাম্নী সঞ্চারি-নাম্নীচ। তত্রচ পূর্ব্বা দ্বিবিধা ক্রোড়ীকৃতপ্রণয়াদি প্রেমনাম্নী রত্যপরপর্য্যায়া প্রেমাঙ্কুর রূপাভাবনাম্নীচ। তদেবং সতি উত্তরা সঞ্চারিরূপাপি রসপ্রসঙ্গে দর্শ-য়িষ্যতে সম্প্রতিতু স্থায়িভাব সামন্যরূপং প্রেমনাম্না প্রণয়াদিকমপি ক্রোড়ী-কুর্ব্বন্ রত্যপরপর্য্যায়ং স্থায়িভাবাঙ্কুররূপং ভাবং লক্ষয়তি শুদ্ধসত্ত্বেতি। সাচ ভাবপর্য্যায়া তদূর্দ্ধাবস্থাব্যক্তৌ ভবিষ্যতীত্যভিপ্রেত্য চাহ শুদ্ধসত্ত্বেতি। অত্র সত্ত্বং নাম সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তেঃ সংবিদাখ্যা বৃত্তিঃ নতু মায়াবৃত্তি-বিশেষঃ। বিবৃতস্বেতৎ শ্রীভাগবতসন্দর্ভস্য দ্বিতীয়সন্দর্ভে শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমাধ্যায়েচ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষত্বং নাম চাত্র যা স্বরূপশক্তিবৃত্ত্যন্তর লক্ষণা। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিত ইতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিনী নাম্নী মহাশক্তিস্তদীয়সারবৃত্তি-সমবেততৎসারাংশত্বমিত্যবগন্তব্যং। তয়োঃ সমবেতয়োঃ সারত্বঞ্চ তন্নিত্যপ্রিয়-জনাধিষ্ঠানকতদীয়ানুকূল্যেচ্ছাময়পরমবৃত্তিত্বং। হ্লাদিনীসারসমবায়ত্বঞ্চাস্যৈব ভাবস্য পরম পরিণামরূপে মোদনাখ্যে মহাভাবে শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিমধিকৃত্য ব্যক্তী ভবিষ্যতি। রাধিকাযূথএবাসৌ মোদনে ন তু সর্ব্বতঃ যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনী-শক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়ো বর ইতি। অসৌ পদেন চানুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনরূপা-

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ স্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ সাদৃশ্যশালী এবং রুচি অর্থাৎ

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভাবভক্তিলহর্য্যাং প্রথমশ্লোকঃ।

(১)এই দুই ভাবের, স্বরূপত-টস্থ-লক্ষণ।
প্রেমার লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥

সামান্যেন লক্ষিতা ভক্তিরেবাক্তবাস্তে ইত্যর্থঃ। সাতু যদ্যপি ধাত্বর্থসামান্যরূ ব্যাখ্যাতা তথাপ্যত্র চেষ্টারূপা ন গৃহ্যতে, কিন্তু ভাবরূপৈব বিধেয়স্ত ভাব সাক্ষান্নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। বক্ষ্যতে চ স্বয়মেব ভাবমাত্রস্য লক্ষণং। "শরীরেন্দ্রিয়বর্গ বিকারাণাং বিধায়িকাঃ। ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতা" ইতি। চি বৃত্তয়শ্চাত্র প্রকারান্তরেণ চিত্তস্য স্থিতয়ঃ। বিকারো মানসো ভাব ইত্যমরঃ তথাপি বক্ষ্যমাণানাং ব্যভিচারিণামত্র প্রাপ্তিস্তেষাং যোজয়িষ্যমাণানাং চি মাসৃণ্যকৃত্বাভাবাৎ প্রেমাঙ্কুরত্বেন বিশেষত্বাচ্চ ততশ্চায়মর্থঃ। অসৌ সামান্যতে লক্ষিতা যা ভক্তিঃ সৈব নিজাংশবিশেষে ভাব উচ্যতে। স চ কিং স্বরূপস্তত্রাহ— কৃষ্ণস্বশক্তিরূপঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষো বা সএবাত্মা তন্নিত্যাপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকত্ব নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ। কিঞ্চ রুচিভিঃ প্রাপ্ত্যভিলাষঃ স্বকর্তৃকানুকূল্যাভি লাষসৌহার্দ্দাভিলাষৈশ্চিত্তার্দ্রতাকৃদিতি। এষ চ বক্ষ্যমাণ-প্রেমোঽঙ্কুররূপএবে ত্যাহ—প্রেমেতি। সূর্য্যস্ত্বত্রাচিরাদুদয়িষ্যমাণাবস্থো গৃহ্যতে। ততশ্চ তদংশু সাম্য ভাগিতি প্রেম প্রথমচ্ছবিরূপ ইত্যর্থঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যত ইতি বক্ষ্যতে। অস্যাপ্রাকৃতত্বং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষহ্লাদিনীসাররূপঞ্চ মোক্ষ সুখস্যাপি তিরস্কারকত্বাৎ শ্রীভগবতোঽপি প্রকাশকত্বাদানন্দকরত্বাচ্চ। অত্র প্রমাণস্য বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ প্রীতিসন্দর্ভোদৃশ্যঃ। তদেবং নিত্যতৎপ্রিয় জনানাং ভাবে লক্ষিতে প্রপঞ্চগতভক্তানামপি চিত্তবৃত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণতদ্ভক্তকৃপয়া তাদৃশী ভবতীতি তেনৈব লক্ষিতঃ স্বাদিতালমিত বিস্তরেণ।

ভগবৎ প্রাপ্ত্যভিলাষ ও তদীয় আনুকূল্যাভিলাষ এবং চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক ভক্তি বিশেষের নাম ভাব।

১। 'এই দুই'—অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা এই বিশেষণ ভাব হইতে অভিন্ন হইয়া ভাবের বোধক হেতু স্বরূপলক্ষণ। এবং রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ— এই বিশেষণ—ভাব হইতে ভিন্ন হইয়া ভাবের বোধক বলিয়া তটস্থ লক্ষণ। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মাই ভাবের স্বরূপ। এবং রুচিদ্বারা চিত্তমাসৃণ্যকারিতা ভাবের কার্য্য।

তথাহি—*

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

তথাহি—॥

অনন্যমমতা-বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় ।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন ।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন ॥
(১)অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয় ।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥

অথ ভাবমপ্যুক্ত্বা প্রেমাণমাহ—সম্যগিতি অত্র সান্দ্রাত্মত্বং স্বরূপ লক্ষণ অন্যৎ দ্বয়ং তটস্থ লক্ষণং ।

অনন্যমমতেতি । বিষ্ণৌ ভগবতি প্রেমসঙ্গতা প্রেমরসব্যাপ্তা যা মমতা মমায়মিতিভাবঃ সা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণেতি, ভীষ্মাদিভি স্তদ্বিদ্ভিরুচ্যতে । কথম্ভূতা ? মমতা ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ দেহগেহাদৌ মমতা যস্যাঃ সা । ইতি প্রেমলক্ষণৈব সুসিদ্ধা ।

যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্‌রূপে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয় এবং সাতিশয় মমতা সম্পন্ন হয় সেই গাঢ়তাপন্ন ভাবকে প্রেম বলে ।

অন্য বিষয়ক মমত্ব বর্জ্জিত এবং প্রেমরসব্যাপ্তমমতা শ্রীকৃষ্ণে হইলে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব এবং নারদ সেই মমতাকে প্রেমভক্তি বলেন ।

১। 'অনর্থ নিবৃত্তি'—যাহা হইতে ভক্তির লক্ষ্য ও ভক্তিচর্চ্চার ব্যাঘাত

---

* তত্রৈব প্রেমভক্তিলহর্য্যাং প্রথমঃ শ্লোকঃ ।

॥ হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে দ্ব্যশীত্যধিকত্রিশতত্তমাঙ্কধৃত-নারদপঞ্চরাত্রং ।

রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর(১)॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥

তথাহি—*

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া,
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ।
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি,
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

তত্র বহুষ্বপি ক্রমেষু সংস্থু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ—আদাবিতিদ্বয়েন। আদৌ প্রথমসাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ ততঃ প্রথমান্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতি শিক্ষা নিবন্ধনঃ। নিষ্ঠা তত্রাবিক্ষেপণসাতত্যং। রুচিরভিলাষঃ কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকেয়ং আসক্তিস্তু সারসিকী।

প্রথম শ্রদ্ধা তদনন্তর সাধুসঙ্গ তৎপরে ভজন ক্রিয়া তৎপরে অনর্থ নিবৃত্তি তাহার পর নিষ্ঠা তাহার পর রুচি তৎপরে আসক্তি তদনন্তর ভাব এবং তাহার পর প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবে ইহাই প্রায়িকক্রম।

হয় তাহাকে সামান্যতঃ অনর্থ বলা যায়। সেই অনর্থ চারি প্রকার যথা—সুকৃতজাত, দুষ্কৃতজাত, অপরাধজাত, ভক্তিজাত। এই অনর্থের নিবৃত্তিও পাঁচপ্রকার যথা—একদেশকী, বহুদেশকী, আত্যন্তিকী, প্রায়িক ও পূর্ণা। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপ ভজনক্রিয়া হইতে সর্ব্ববিধ অনর্থ ক্রমিক নিবৃত্তি হইতে আরম্ভ হইয়া প্রেমলাভ হইলে পূর্ণরূপে অনর্থ নিবৃত্তি হয়। এবিষয়ে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিলে মাধুর্য্যকাদম্বিনী বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হইবে।

১। প্রীত্যঙ্কুর—ভাব।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং একাদশঃ শ্লোকঃ।

তথাহি—¶

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি—*

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা,
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে,
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥

(১)এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥

তত্রমুখ্যানি লিক্ষাস্তাহ ক্ষান্তিরিতি।

যে সকল ব্যক্তির ভাবের অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল মহাত্মাতে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরাগ, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সর্ব্বদা রুচি, তদ্গুণাখ্যানে আসক্তি এবং তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি প্রভৃতি অনুভাব হয়।

১। ক্ষান্তি-প্রভৃতির লক্ষণ ও উদাহরণ বলিতেছেন "এই নব প্রেমাঙ্কুর..." ..কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ"

"প্রাকৃত ক্ষোভে" ইত্যাদি—ইহা ক্ষান্তির লক্ষণ। "তং মোপযাতং" এই শ্লোক উদাহরণ।

¶ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ১৯ পত্রে দৃষ্ট।

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং একাদশশ্লোকঃ।

তথাহি—‡

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা,
গঙ্গাচ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহক স্তক্ষকো বা,
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥

(১)কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।

তথাহি—*

বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥

তমিতি। মা মামুপযাতং শরণাগতং বিপ্রাঃ প্রতিযন্তু অঙ্গীকুর্ব্বন্তু দেবী দেবতা-রূপা। গঙ্গাচ প্রত্যেতু বা শব্দঃ প্রতিক্রিয়ানাদরে। যূয়ং বিষ্ণুগাথা কথা অলং গায়ত।

বাগ্‌ভিরিতি। ভক্তা বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তঃ স্তুতিবিষয়ীকুর্ব্বন্তঃ। মনসা স্মরন্তঃ স্রবন্নেত্রজলঃ তথা তন্বা নমন্তঃ অনিশমিত্যস্য সর্ব্বেরেব শত্রন্তপদৈঃ সম্বন্ধঃ।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, শরণাগত আমি, আমাকে ব্রাহ্মণগণ অঙ্গীকার করুন্‌। এবং ভগবানে চিত্তধারণ করিয়াছি বলিয়া গঙ্গা দেবীও আমাকে অঙ্গীকার করুন্‌। বিপ্রনিসৃষ্ট কুহক তক্ষকই বা আমাকে দংশন করুক তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই তোমরা সকলে বিষ্ণুগাথা গান কর।

নিরন্তর বাক্য দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ, এবং শরীর দ্বারা প্রণতি করিয়া

১। কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ইত্যাদি অব্যর্থ কালত্বের লক্ষণ—"বাগ্‌ভিঃ স্তুবন এই শ্লোক উদাহরণ।

‡ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকঃ।

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়স্য দ্বাদশাধ্যায়ীয়াষ্টত্রিংশশ্লোকঃ।

ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥

তথাহি—§

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি জানে।

তথাহি—†

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥

কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে ॥

নিশং তথা কুর্ব্বন্তোঽপি ন তৃপ্তাঃ, প্রত্যুত সন্তঃ সমগ্রমায়ুঃকালং হরেরেব সমর্প-
ন্তি।

য ইতি। যো ভরতঃ দুস্ত্যজান্ দারাদীন্ জহৌ। দুস্ত্যজত্বে হেতুঃ হৃদি স্পৃশঃ
নোজ্ঞান্। ত্যাগে হেতুঃ উত্তমঃশ্লোকে লালসা যস্য সঃ।

হরাবিতি। নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ সম্রাড়পি এষ এব ভরতঃ হরৌ রতিং বহন্
ন্ অরিপুরে ভিক্ষামটন্ শ্বপাকং চণ্ডালবিশেষমপি বন্দাতে।

অবিতৃপ্ত সাধুগণ নয়নজলাভিষিক্ত হইয়া হরির উদ্দেশেই সমস্ত পরমায়ুঃকাল
র্পণ করিতেছেন।

মহরাজ ভরত ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষী হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় হৃদয়ে
নরন্তর বিরাজমান স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ এবং রাজ্যকে যৌবনাবস্থাতেই মলবৎ
রিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সমস্ত ভূপতির শিখামণি স্বরূপ এই মহারাজ ভরত ভগবানেতে একান্ত রত
ইয়া ভিক্ষা নিমিত্ত শত্রুপুরীতে গমন করত চণ্ডাল পর্য্যন্ত বন্দনা করিয়াছেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকঃ।

† ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃতপদ্ম
পুরাণ বচনং।

তথাহি—*

ন প্রেম শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো,
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো ! সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী,
হে গোপীজনবল্লভ ! ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাং॥

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।

তথাহি—¶

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসী,
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং॥

যোগোঽষ্টাঙ্গঃ তস্য বৈষ্ণবত্বং বিষ্ণুধ্যানময়ত্বং য এবহি স গর্ত্ত উচ্যতে জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং। শুভকর্ম্ম বর্ণাশ্রমাচারাদিরূপং। সজ্জাতিস্তদ্যোগ্যতাহেতুঃ তত্র যোগাদীনাং তৎপ্রাপ্তিহেতুত্বং ভক্ত্যুপযুক্ততয়া কৃতত্বেন দ্রষ্টব্যং। তচ্চ যোগঃ তৃতীয়ে কাপিলেয়ানুসারেণ, জ্ঞানস্য ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইতি গীতানুসারেণ শুভকর্ম্মণঃ সবৈ পুংসঃ পররাধর্ম্ম ইত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ং। মদাশা মমস্বসুখমাত্রে চ্ছয়া ত্বাং প্রাপ্তুং প্রবৃত্তস্য যা সা। নতু ভগবৎ প্রেম্না প্রবৃত্তস্য বা আশা কা তৃষ্ণা সা যতঃ অচ্ছেদ্যং মূলং স্বসুখকামত্বং যস্যাঃ সা। তর্হি কিং করবাণি,তত্রাহ-হীনেতি। ভবতা সাপি প্রেমময়ী কর্ত্তুং শক্যত ইতি বিচার্য্য সৈব ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ। ব্যথয়ত ইত্যত্র স্বস্যাচিত্তত্ব.ননাদনাদরকর্ম্মকাচ্ছিত্তবৎ কর্ত্তৃকাদিত্যনেন প্রাপ্তস্য পরস্মৈপদস্যাভাবঃ। তদিদং সর্ব্বং দৈন্যেনৈবোক্তমিতি রত্নাবেবোদাহৃতং।

আমার প্রেম নাই, প্রেমের কারণে যে শ্রবণাদি সাধনভক্তি তাহাও নাই ধ্যান ধারণাদিময় বৈষ্ণবযোগেও কোন অনুষ্ঠান নাই এবং জ্ঞান বা কোন শুভকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করি নাই, অধিক কি বলিব সমস্ত সাধনের মূল যে সজ্জাদি তাহাও নাই; অতএব হে গোপীবল্লভ! তোমাতে যে আমার অচ্ছেদ্যমূলা আশা সেই আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

* শ্রীসনাতন গোস্বামিনোক্তং।

¶ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলার ২য় পরিচ্ছেদে ৫২ পত্রে দৃষ্ট।

নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম ॥

তথাহি—*

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ ! ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা ॥

কৃষ্ণ গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি ।

তথাহি—§

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো,
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং ।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥

কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা পীরিতি ॥

তথাহি—‖

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্ ।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং ॥

হে গোবিন্দ ! মধুস্বরকণ্ঠী বালা চন্দ্রকান্তিনামা কচিৎ : গন্ধর্ব্বকন্যা অদ্য তব নামাবলিং গায়তি কিম্ভূতা ? রোদনবিন্দব এব মকরন্দাঃ তে স্যন্দতঃ দৃগিন্দিবরাভ্যাং যস্যাঃ সা । অনেন নামাবলীগানেনাস্যাঃ প্রেমা প্রাদুর্ভূত ইতি সূচিতং ।
কদাহমিতি । দূরতঃ প্রার্থনা কস্যচিজ্জাতভাবস্য । যতঃ সংপ্রার্থনা অনুৎপন্নভাবস্য । লালসা তূৎপন্নভাবস্যেতি ভেদঃ লালসাময়ত্বাৎ সংপ্রার্থনামাত্রলাল-

---

হে গোবিন্দ ! অদ্য অশ্রুজলে অভিষিক্ত: হইয়া চন্দ্রকান্তিনামক গন্ধর্ব্ব-বালা মধুরস্বরে তোমার নাম পরম্পরা গান করিতেছেন ।
কোন জাতভাব ব্যক্তি দূর হইতে প্রার্থনা করিতেছেন । হে পুণ্ডরীকাক্ষ !

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ষোড়শশ্লোকঃ ।
§ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ২১ পরিচ্ছেদে ৬৭৪ পৃষ্ঠায় দৃশ্য ।
‖ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশশ্লোকঃ ।

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন(১) এবে শুন সনাতন॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা(২) বিজ্ঞে(৩) না বুঝয়॥

তথাহি—*

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

তথাহি—§

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।

সেত্যেবহি গণ্যত ইত্যতো লালসাময়ীয়ং অত্রেদৃশে সংপ্রার্থনা লালসে প্রস্তাবা দেব দর্শিতে কিন্তু রাগানুগায়ামেব জ্ঞেয়ং।

অন্যস্যেতি। যস্য ধন্যস্য চেতসি অয়ং নবঃ প্রেমা উন্মীলিত উদয়তি তা মুদ্রাঃ বাক্যক্রিয়য়োঃ পরিপাটী অন্তর্বাণীভিঃ শাস্ত্রবিদ্ভিরপি সুষ্ঠু সুদুর্গমা বোদ্ধু শক্যেত্যর্থঃ।

কবে আমি যমুনা তীরে সজলনয়নে তোমার নামাবলী কীর্ত্তন করত নৃ আরম্ভ করিব।

যে ধন্যজনের চিত্তে এই নবীন প্রেমের উদয় হয়, তাহার বাক্য ও ক্রিয়া পরিপাটী শাস্ত্রবেত্তারাও বুঝিতে পারেন না।

১। ‘চিহ্ন’—অনুভাব।

২। ‘মুদ্রা—পরিপাটী। ৩। ‘বিজ্ঞ’—শাস্ত্রবেত্তা।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমলহর্য্যাং দ্বাদশশ্লোকঃ।

§ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ১২৬ পৃষ্ঠে দৃষ্ট।

প্রেম ক্রমে বাড়ি(১) হয় স্নেহ, মান প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ, ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিছরি, শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
(২)শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ॥
(৩)প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব রস হয় মিলে এই চারি॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন॥

১। 'বাড়ি'—ক্রমে গাঢ় হইয়া। স্নেহাদির লক্ষণ মধ্যলীলায় ১৯ পরিচ্ছেদে ৫৫৫।৫৫৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

২। শান্ত প্রভৃতির পঞ্চবিধ রতির লক্ষণ ১৯ পরিচ্ছেদে টিপ্পনী দেখুন। স্থায়িভাব ও রসের লক্ষণ ১৯ পরিচ্ছেদে টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৩। 'প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে......সব [illegible] রস হয় চমৎকারকারী"। এই অংশের অর্থ মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে দেখিলে বুঝা যাইবে।

অনুভাব, স্মিত, নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর ॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী ॥
পঞ্চবিধ রস ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সবাতে প্রাবল্য ॥
শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥
শান্তাদি রসের যোগ, বিয়োগ, দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকা-নিকরে ॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন,(১) বিরহে মোহন, নাম তার ॥

১। অথ মাদনঃ।

সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥

হ্লাদিনীসার অর্থাৎ প্রেম সর্ব্ববিধভাবের উদ্‌গমে উল্লাসী হইলে তাহাকে মাদন বলে। যে মাদন পরাৎপর অর্থাৎ উৎকর্ষের চরমসীমায় উপস্থিত, যাহা একমাত্র শ্রীরাধিকাতে বিরাজমান।

অথ মোহনঃ।

মোহনঃ স্যাদ্বিয়োগেঽস্য সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবঃ। যাহাতে সাত্ত্বিক ভাব সমুদায় উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই মহাভাবকে মোহন বলে।

মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা(১) চিত্রজল্প(২) মোহনে দুই ভেদ ॥
(৩)চিত্রজল্প ; দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতায় দশশ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥

অথ মোহনঃ।

মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ। যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সূদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥ বিশ্লেষ অবস্থায় এই মোদনকে মোহন বলে। যাহাতে বিরহ বৈবশ্যহেতু সাত্ত্বিক ভাবসকল সুদ্দীপ্ত হয়।

১। অথ উদ্‌ঘূর্ণা।

স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানা বৈবশ্যচেষ্টিতং।

বিরহবৈশ্যহেতু বিলক্ষণ নানাবিধ চেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে।

২। অথ চিত্রজল্প।

প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ।
ভূরিভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥

প্রিয়তমের সুহৃদের দর্শন হইলে যাহা গূঢ়রোষ বিজৃম্ভিত, যাহার বহুতর ভাবসূচক এবং যাহার উপসংহার সাতিশয় উৎকণ্ঠাযুক্ত সেই জল্প অর্থাৎ উক্তিকে চিত্রজল্প বলে।

৩। 'দশ অঙ্গ'—অর্থাৎ প্রজল্পাদি দশ অঙ্গ।

প্রজল্পাদি দশ অঙ্গ যথা।

চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতং।
বিজল্পোজ্জল্পসংজল্পা অবজল্পোঽভিজল্পিতং॥
আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্ত্তিতাঃ॥

প্রজল্প, পরিজল্পিত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্পিত, আজল্প প্রতিজল্প, এবং সুজল্পভেদে এই চিত্র জল্পের দশ অঙ্গ।

ভ্রমরগীতা—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ের "মধুপকিতব বন্ধো" ইত্যাদি দশ শ্লোক।

(১)উদ্‌ঘূর্ণা বিবশচেষ্টা দিব্যোন্মাদ(২) নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান॥
(৩)সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ,(৪) দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ(৫) নাহি অন্ত তার॥

১। 'উদ্‌ঘূর্ণা বিবশচেষ্টা'—বিরহ বিবশতা হেতু নানাবিধ চেষ্টার না উদ্‌ঘূর্ণা; সেই উদ্‌ঘূর্ণা দিব্যোন্মাদ ভেদ।

২। দিব্যোন্মাদঃ।

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেযুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যা স্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ।

এই মোহনাখ্য মহাভাব কোন অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ভ্রমময়ী কোন বৈচিত্রীবিশেষকে দিব্যোন্মাদ বলে।

বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি এবং আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান প্রভৃতি দিব্যোন্মাদের কার্য্য।

৩। সম্ভোগ বিপ্রলম্ভভেদে শৃঙ্গার রস দুই প্রকার।

তন্মধ্যে সম্ভোগঃ।

দর্শনালিঙ্গনাদিনা মানুকূল্যান্নিসেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥

আনুকূল্যময় দর্শন এবং আলিঙ্গন প্রভৃতির নিষেবন দ্বারা নায়ক নায়িকার উল্লাস বর্দ্ধনকারী সেই ভাবকে সম্ভোগ বলে।

৪। অথ বিপ্রলম্ভঃ।

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥

যুক্ত অথবা অযুক্ত নায়ক ও নায়িকার আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তি নিবন্ধন উৎকর্ষ সাধক এবং সম্ভোগের উন্নতিসাধক ভাবকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বলে।

৫। অনন্ত অঙ্গ—চুম্বন আলিঙ্গন প্রভৃতি। নাহি অন্ত—অর্থাৎ গণনা করিয়া অবধারণা করা যায় না।

বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ,(১) মান(২)।
প্রবাসাখ্য,(৩) আর প্রেমবৈচিত্ত্য(৪) আখ্যান ॥
(৫)রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে।
প্রেমবৈচিত্ত্য শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥

১। পূর্ব্বরাগ।

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥

সঙ্গমের পূর্ব্বে নায়ক নায়িকার দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত যে রতি উদ্বুদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলেন।

অথ মানঃ।

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥

পরস্পর অনুরক্ত নায়ক এবং নায়িকা এক স্থানে বিদ্যমান থাকিলেও যে ভাব পরস্পর আলিঙ্গন এবং দর্শনাদির বিরোধী তাহাকে মান বলে।

৩। অথ প্রবাসঃ।

পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে ॥

মিলনের পর যুবক যুবতীর দেশান্তরাদি জন্য ব্যবধানকে পণ্ডিতেরা প্রবাস বলেন।

৪। অথ প্রেমবৈচিত্ত্যং।

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥

প্রিয়তমের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষ স্বভাববশতঃ বিশ্লেষ বুদ্ধিতে যে আর্ত্তি তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে।

৫। রাধিকাদ্যে ইত্যাদি—বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবাদি গ্রন্থে পূর্ব্বরাগ, মান এবং প্রবাস রাধিকাদিতে প্রসিদ্ধ শ্রীদশমে মহিষীগণের প্রেমবৈচিত্ত্য প্রসিদ্ধ।

তথাহি—*

কুররি! বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে,
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা,
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥

তথাহি—॥

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

তত্র স্বভাবত এব রুদতীং কুররীং প্রত্যাহুঃ কুররীতি। হে কুররি! জগতি ত্বমেবৈকা বীতনিদ্রা সতী ন শেষে শয়নেচ্ছামপি ন কুরুষ ইত্যর্থঃ। যতো বিলপসি উচ্চৈঃ পরিদেবনামেব কুরুষে। ঈশ্বরঃ অস্মাকং পতিস্তু রাত্র্যাং তদন্বেষণশক্তিবিরোধিন্যাং গুপ্তবোধঃ কুত্রাপ্যাচ্ছন্নঃ সন্ শেতে। যদ্বা জগতীত্যৈস্তবাত্রৈবান্বয়ঃ। কুত্রাপীত্যেবার্থঃ। তস্মাদিদমনুমীমহে ইত্যাহুঃ বয়মিবেতি। তস্মাৎ হে সখি! রবসাদৃশ্যাৎ সখ্যপ্রাপ্তেঃ। তবোচ্চৈর্বিলাপোঽয়মস্মাস্বপি সচিব্যায়স্যালিতি ভাবঃ।

নায়কানামিতি। নায়কানাং দিব্যাদিব্যদিব্যাদিব্যানাং মধ্যে স্বয়ং ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতে করিতে মহিষীগণ তদ্গতচেতা হইয়া প্রেমবৈবশ্য হেতু বিরহস্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাঁহাকেই চিন্তাকরতঃ উন্মত্তের ন্যায় কুররীকে বলিতেছেন। হে কুররি। এই জগতে তুমিই একাকিনী নিদ্রাশূন্য হইয়া শয়নের ইচ্ছাও করিতেছ না, যেহেতু উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছ। আমাদিগের পতি দ্বারকানাথ সম্প্রতি এই রাত্রিকালে কোন নিভৃতস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে নিদ্রা যাইতেছেন; হে সখি! বোধ করি, আমাদের ন্যায় সহাস্য কটাক্ষ দ্বারা তোমার চিত্তও তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবতিতমাধ্যায়ে পঞ্চদশঃ শ্লোকঃ।

॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তমশ্লোকঃ।

যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥

তথাহি—*

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ ॥

তথাহি—†

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান বয়সান্বিতঃ ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্ত শিরোরত্নং শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। রত্নং স্বজাতীয়শ্রেষ্ঠ ইত্যবিধানাৎ। অত্র হেতুঃ যত্র যস্মিন্ কৃষ্ণে সর্ব্বে মহাগুণা নিত্যতয়া বিরাজন্তে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নায়কের চূড়ামণি। যাঁহাতে সর্ব্ববিধ মহাগুণরাশি অবিনশ্বর হইয়া বিরাজ করিতেছে।

এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ সুরম্যাঙ্গ—যাহার অঙ্গ সন্নিবেশ শ্লাঘার্হ। ১। সর্ব্ব সল্লক্ষণান্বিত, গুণোত্থ এবং অঙ্কোত্থভেদে শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ। রক্ততা এবং তুঙ্গতাদি গুণযোগে গুণোত্থ সল্লক্ষণ হয়। তন্মধ্যে নেত্রান্ত, পাদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ এই সপ্তস্থানে রক্তিমা। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিক, কটি এবং বদন এই ছয় স্থান তুঙ্গতা। কটি, ললাট এবং বক্ষঃস্থল এই তিন স্থানে বিশালতা। গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন এই তিন স্থানে খর্ব্বতা। নাভি স্বর ও বুদ্ধি এই তিন স্থানে গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু এবং জানু এ পঞ্চস্থানে দীর্ঘতা। ত্বক্, কেশ, লোম, দন্ত এবং অঙ্গুলীপর্ব্ব এই পঞ্চ

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ২১ পরিচ্ছেদে ৬৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ত্রয়োবিংশাঙ্কধৃতসপ্ত শ্লোকঃ।

বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥

স্থানে সূক্ষ্মতা। এইরূপ গুণোত্থ সল্লক্ষণ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার, ইহা মহাপুরুষে লক্ষণ। করতালাদিতে রেখাময় চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোত্থ গুণ বলে। তন্মধ্যে করতলে চক্র কমলাদি অঙ্কোত্থ চিহ্ন। পাদতলে অর্দ্ধচন্দ্রাদি চিহ্ন তন্মধ্যে বাম পদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ ধনুঃ। অম্বর, গোষ্পদ, মৎস্য এবং শঙ্খ এই আ চিহ্ন। এবং দক্ষিণপদে অষ্টকোণ, ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব স্বস্তিক উর্দ্ধরেখা, জম্বুফল, চক্র এবং ছত্র এই একাদশ চিহ্ন ॥ ২ ॥ রুচির—যিনি সৌন্দর্য দ্বারা নয়নের আনন্দ সম্পাদন করেন ॥ ৩ ॥ তেজসান্বিত—তেজোরাশি এব প্রভাবাতিশয়যুক্ত ॥ ৪ ॥ বলীয়ান্—বলাতিশয়শালী ॥ ৫ ॥ বয়সান্বিত—নানা বিলাসান্বিত নবকিশোর ॥ ৬ ॥ বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ—নানাদেশীয় সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ॥ ৭ ॥ সত্যবাক্য—যাহার বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না ॥ ৮ ॥ প্রিয়ংবদ—অপরাধীতেও যিনি শান্তবাদি ॥ ৯ ॥ বাবদূক—যাহার বাক্য শ্রবণপ্রিয় এবং রসভাবাদি সমন্বিত ॥ ১০ ॥ সুপাণ্ডিত্য—বিদ্বান্ এবং নীতিজ্ঞ ॥ ১১ ॥ বুদ্ধিমান্—মেধাবী ও সূক্ষ্মধী ॥ ১২ ॥ প্রতিভান্বিত—যাহার জ্ঞান সদ্য নবনবোল্লেখি ॥ ১৩ ॥ বিদগ্ধ—যাহার চিত্ত চতুঃষষ্টি বিদ্যা ও বিলাসে দিগ্ধ ॥ ১৪ ॥ চতুর—একদা বহুকার্য্য সাধনকারী ॥ ১৫ ॥ দক্ষ—দুষ্কর কার্য্যের শীঘ্র সমাধায়ক ॥ ১৬ ॥ কৃতজ্ঞ—অন্যকৃত সেবাদি কার্য্যের অভিজ্ঞ ॥ ১৭ ॥ সুদৃঢ়ব্রত—যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম সত্য ॥ ১৮ ॥ দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ—দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে তদুচিত ক্রিয়াকারী ॥ ১৯ ॥ শাস্ত্র চক্ষু—শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মকারী ॥ ২০ ॥ শুচি—পাপনাশক ও দোষবর্জ্জিত ॥ ২১ ॥ বশী—জিতেন্দ্রিয় ॥ ২২ ॥ স্থির—যিনি ফলোদয় না দেখিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন্ না ॥ ২৩ ॥ দান্ত—দুঃসহ হইলেও যিনি উচিত ক্লেশ সহন করেন ॥ ২৪ ॥ ক্ষমাশীল—যিনি অন্যের অপরাধ সহন করেন ॥ ২৫ ॥ গম্ভীর—যাঁহার অভিপ্রায় অন্যের দুর্ব্বোধ ॥ ২৬ ॥ ধৃতিমান্—পূর্ণস্পৃহ এবং ক্ষোভ কারণসত্ত্বে ক্ষোভ রহিত ॥ ২৭ ॥ সম—রাগ দ্বেষ রহিত ॥ ২৮ ॥ বদান্য—দানবীর ॥ ২৯ ॥ ধার্ম্মিক—যিনি স্বয়ং ধর্ম

দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥

তথাহি—*

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥

জীবেষ্বিতি। ক্বচিদ্ভগবদনুগৃহীতেষ্বিত্যেব মুখ্যতয়াঙ্গীকৃতং অন্যেষু তু তদা-ভাসতয়েত্যর্থঃ।

আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মাচরণে ব্রতী করেন॥ ৩০॥ শূর—যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ॥ ৩১॥ করুণ—পরদুঃখাসহিষ্ণু॥ ৩॥ মান্যমান-কৃৎ—গুরু ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধাদির পূজক॥ ৩৩॥ দক্ষিণ—সুস্বভাববশতঃ কোমল চরিত॥ ৩৪॥ বিনয়ী—ঔদ্ধত্য পরিহারী॥ ৩৫॥ হ্রীমান্—অন্য কর্ত্তৃক স্মর রহস্য বিদিত হইলে অথবা অন্য ব্যক্তি স্তুতি করিলে যিনি অধাষ্ট্য স্বভাববশতঃ সঙ্কুচিত হন॥ ৩৬॥ শরণাগত পালক—শরণাগত ব্যক্তির পালনশীল॥ ৩৭॥ সুখী—ভোক্তা ও দুঃখ গন্ধে অস্পৃষ্ট॥ ৩৮॥ ভক্ত সুহৃৎ—সুসেব্য ও দাসদিগের বন্ধুভেদে ভক্তসুহৃৎ দুই প্রকার॥ ৩৯॥ প্রেমবশ্য—প্রিয়তামাত্র বশ্যই॥ ৪০॥ সর্ব্বশুভঙ্কর—সকলেরই হিতকারী॥ ৪১॥ প্রতাপী—যিনি স্বীয় প্রভাবে শত্রু-তাপকতা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ৪২। কীর্ত্তিমান—নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা বিখ্যাত। ৪৩। রক্তলোক—সর্ব্ব লোকের অনুরাগের পাত্র। ৪৪। সাধু-সমা-শ্রয়—সদেকপক্ষপাতী। ৪৫। নারীগণ-মনোহারী—সুন্দরীবৃন্দমোহন। ৪৬। সর্ব্বারাধ্য সকলের অগ্রপূজ্য। ৪৭। সমৃদ্ধিমান্—মহাসম্পত্তিযুক্ত। ৪৮। বরী-য়ান্—সকলের অতিমুখ্য। ৪৯। ঈশ্বর—স্বতন্ত্র ও যাঁহার দুর্লঙ্ঘ্য। ৫০। অনুক্রমে পরিকীর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশৎ প্রকার গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ত্রিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

অথ পঞ্চ গুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু ॥
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ। *
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ,
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।

অথেতি। অংশেন যথাসম্ভব গুণাংশেন গিরিশাদিষু শ্রীশিবাদিষু আদিগ্রহণা কচিদ্ দ্বিপরার্দ্ধাদৌ সাক্ষাদ্ভগবদবতার ব্রহ্মাদয়ো গৃহ্যন্তে।

অথোচ্যন্ত ইতি। লক্ষ্মীশোঽত্র পরব্যোমাধিনাথঃ শ্রীনারায়ণঃ। আদিশব্দ মহাপুরুষাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে।

কোন কোন জীবে বিন্দু বিন্দু রূপে এই সকল গুণের উপলব্ধি হইলে এক শ্রীকৃষ্ণেতেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে।

অনন্তর যে পাঁচগুণ যথাসম্ভব আংশিকরূপে শ্রীশিবাদিতে সম্ভাবিত হ সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত-মায়া এবং মায়া কার্য্য অবশীভূত। সর্ব্বজ্ঞ—পরিচিত্তস্থিত দেশকালাদি ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ের অভিজ্ঞ। নিত্য নূতন—সর্ব্বদা অনুভূয়মা হইলেও যিনি অননুভূতের ন্যায় স্বীয় মাধুরী দ্বারা চমৎকারিতা সম্পাদন করেন সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গ—ঘনীভূত চিদানন্দ যাঁহার আকৃতি। সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত-সমস্ত সিদ্ধি যাঁহার অধীন।

অবিচিন্ত্য মহাশক্তি—দিব্যসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব এবং ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহন ও ভক্ত প্রারব্ধ ধ্বংস প্রভৃতি অচিন্ত্য মহাশক্তি। কোটীব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ—যাহার শরীরে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করে। ইহাদ্বারাও মধ্যমাকারেও শ্রীবিগ্রহের বিভু কীর্ত্তিত হইল। অবতারাবলীবীজ—অবতারী। হতারিগতি দায়ক—নিহত শত্রু দিগের গতিদাতা। আত্মারাম গণাকর্ষী—যিনি ব্রহ্মরসে নিমগ্ন আত্মারামগণকে

---

* তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং দ্বাত্রিংশাদিশ্লোকঃ।

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়-মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলী-কল-কূজিতঃ
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিত-চরাচরঃ॥
লীলা-প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ॥
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা শ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥ *

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥

তথাহি—¶

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥

অথেতি। বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা বৃন্দাবনে বন ইতি প্রসিদ্ধায়াঃ প্রবরা মুখ্যা গুণাঃ কীর্ত্ত্যন্তে ময়েতিশেষঃ। মধুরেতি। ইয়ং শ্রীরাধা। চারবঃ সৌভাগ্য-

---

আকর্ষণ করেন। এই পাঁচটী গুণ পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ এবং মহাপুরুষা-দিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে বড়ই অদ্ভুত। অর্থাৎ চমৎকারতাতিশয় সম্পাদক।

যিনি সর্ব্ববিধ অদ্ভুত চমৎকার লীলাতরঙ্গের সমুদ্রতুল্য, যিনি অনুপম মধুর প্রেমদ্বারা প্রিয়জনকে ভূষিত করেন। যাঁহার বেণুধ্বনি ত্রিজগতের মন আকর্ষণ করে। এবং যাঁহার সমান বা যাহা হইতে অধিক নাই, এতাদৃশ রূপ দ্বারা যিনি চরাচরকে বিস্মিত করেন।

লীলা, এবং প্রেমহেতু প্রিয়াদিগের আধিক্য, এবং বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য, এই চারিটি গোবিন্দে অসাধারণ। অর্থাৎ অন্যত্রে নাই।

---

* এই সমস্ত শ্লোকোক্ত গুণের যাহা লক্ষণ মূলগ্রন্থে আছে, তাহারই অনুবাদ দেওয়া হইল, মূলগ্রন্থে উদাহরণ দ্রষ্টব্য অন্যথা যথাস্বরূপে গুণগুলি উপলব্ধি হইবে না।

¶ উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণকথনে নবাদিশ্লোকঃ।

চারু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিত-মাধবা
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্‌নর্ম্মপণ্ডিতা।
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী।
গোকুল-প্রেমবসতির্জ্জগৎশ্রেণী-লসদ্‌যশা॥
গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা সখী-প্রণয়িতা-বশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রব-কেশবা॥
বহুনা কিং গুণাস্তস্যা সঙ্খ্যাতীতা হরেরিব॥

রেখাঃ পাদাদিস্থিতাশ্চন্দ্রকলাদয়স্তৈরাঢ্যা যুক্তা। বরাহসংহিতা জ্যোতিঃশাস্ত্র
স্তর কাশীখণ্ড মৎস্য গাড়ুরাদ্যনুসারেণ তা এতাশ্চ রেখাপর্য্যন্তং যথা;—
বামচরণস্যাঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ তত্তলে চক্রং। মধ্যমাতলে কমলং কমলতলে সপাত
ধ্বজঃ। মধ্যমায়া দক্ষিণত আগতা মধ্যচরণপর্য্যন্তা ঊর্দ্ধরেখা। কনিষ্ঠাত
অঙ্কুশঃ। ইতি সপ্ত। দক্ষিণ চরণস্য অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ, পার্শ্বে মৎস্যঃ। কনি
তলে বেদিঃ। মৎস্যোপরিরর্থঃ। শৈল কুণ্ডল গদা শক্তয়স্ত যথা শোভং সন্ত
নাম্না ইত্যষ্টৌ। অথ বামকরস্য তর্জ্জনীমধ্যময়োঃ সন্ধিমারভ্য কনিষ্ঠাতলত
করভাগে গতা পরমায়ুরেখা, তত্তলে করভমারভ্য তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যদেশং গতাঙ্গ
অঙ্গুষ্ঠাধো মণিবন্ধতঃ উত্থিতা বক্রগত্যা মধ্যরেখায়াং মিলিত্বা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্ম
ভাগং গতান্যা। অঙ্গুলীনামগ্রতো নন্দ্যাবর্ত্তাঃ পঞ্চ। অনামিকাতলে কুঞ্জর
পরমায়ুরেখাতলে বাজী। মধ্যরেখাতলে বৃষঃ। কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশঃ। ব্য
শ্রীবৃক্ষ যূপ বাণ চামরমালা যথা শোভং জ্ঞেয়াঃ। ইত্যষ্টাদশ। অথ দক্ষিণক
তর্জ্জনীমধ্যময়োঃ সন্ধিমারভ্যাতর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যদেশং গতান্যা। অঙ্গুষ্ঠাধো মণিবন্ধ
উত্থিতা বক্রগত্যা মধ্যরেখাং মিলিত্বা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্মধ্যভাগং গতান্যা। অঙ্গু
নামগ্রতঃ শঙ্খঃ। তর্জ্জনীতলে চামরং। কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশঃ। প্রাসাদদুন্দু
বজ্র শকট যুগ কোদণ্ডাসি ভৃঙ্গারাশ্চ যথাশোভং জ্ঞেয়াঃ। ইতি সপ্তদশ। তদে
বামচরণে সপ্ত। দক্ষিণ চরণে অষ্ট। বামকরে অষ্টাদশ। দক্ষিণ করে সপ্তদশ
মিলিত্বা পঞ্চাশৎ।

নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে মাতা পিতা আশ্রয়ালম্বন ॥
এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ।
যৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ ॥

তথাহি—*

ভক্তি নির্ধূ'ত-দোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং ॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তি-সুখশ্রিয়াং।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাং ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগোলোজ্জ্বলাং।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাং ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনিঃ।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপাদ্যতে পরাং ॥

পুনস্তস্যাং রসোৎপত্তৌ সাধনং সহায়ং প্রকারঞ্চাহ—ভক্তীতি। তত্র সাধন মনুতিষ্ঠতামিত্যন্তং সহায়ং সংস্কারযুগলং প্রকারস্তু রতিরিত্যাদিকো জ্ঞেয়ঃ। নির্ধূ'তদোষত্বাদেব. প্রসন্নত্বং, শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাবির্ভাবযোগ্যত্বং, ততশ্চোজ্জ্বলত্বং তদাবির্ভাবাৎ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্নত্বং অনুভাবধ্বনিগতৈরিতি। নতু লৌকিকারস-বাদতি অত্র সৎকবিনিবন্ধতাপেক্ষেতি ভাবঃ।

ভক্তিপ্রভাবে যাঁহাদের দোষ বিদূরিত হইয়াছে ; সুতরাং প্রসন্ন অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্য এবং উজ্জ্বল তদ্ধেতু সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন যাঁহাদের চিত্ত ; যাঁহারা শ্রীভাগবতার্থাস্বাদে অনুরক্ত এবং রসজ্ঞ ভক্তসঙ্গে রঙ্গী ; যাঁহাদের শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মের ভক্তিসুখ-সম্পত্তি জীবনীভূত ; যাঁহারা কেবল প্রেমান্তরঙ্গ সাধন-

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্থাদিশ্লোকঃ।

এই রস আস্বাদ নহে (১)অভক্তের গণে।
(২)কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥

তথাহি—*

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপদাম্বুজ-সর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন ॥
পূর্ব্বেতে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে ॥
তুমিহ করিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরার লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতি-শাস্ত্র-করি করিহ প্রচার ॥

অস্য ভক্তিরসস্য আস্বাদস্তু ভাব্যভাবকভক্তৈরেবাস্বাদ্যঃ স্যাৎ, নতু পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতৈরপীত্যাহ—সর্ব্বথেতি।

মুষ্ঠ অনুষ্ঠান করেন তাদৃশ ভক্তগণের হৃদয়ে সংস্কার-যুগলোজ্জ্বলা আনন্দরূপা য রতি বিরাজিত আছে, সেই রতি অনুভবপথগত কৃষ্ণাদি বিভাবসমূহের দ্বারা আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই ভক্তিরস অভক্তগণের সর্ব্বপ্রকারেই দুরূহ, কিন্তু যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজ সর্ব্বস্ব তাঁহারাই নিরন্তর আস্বাদন করিয়া থাকেন।

১। 'অভক্তের গণে'—কর্ম্মমীমাংসক প্রভৃতির।
২। 'কৃষ্ণভক্তগণ'—পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণ-রসজ্ঞ ভক্তগণ।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে পঞ্চমলহর্য্যাং।

যুক্ত বৈরাগ্য-স্থিতি(১) সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান(২) সব নিষেধিল॥

তথাহি—*

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

এবমেকান্তিভক্তান্ পরিনিষ্ঠিতাদীননেকান্তিভক্তান্ সনিষ্ঠাংশ্চ তত্তৎসাধন-ভেদৈরুপবর্ণ্য তেষাং সর্ব্বোপরগুণান্ গুণান্ বিদধাত্যদ্বেষ্টেতি সপ্তভিঃ। সর্ব্ব-ভূতানামদ্বেষ্টা দ্বেষং কুর্ব্বৎস্বপি তেষু মৎপ্রারব্ধানুগুণপরেশপ্রেরিতান্যমূনি মদ্রুহং দ্বিষন্তীতি দ্বেষশূন্যঃ। পরেশাধিষ্ঠানান্যমূনীতি তেষু মৈত্রঃ স্নিগ্ধঃ কেনচিন্নিমিত্তেন খিন্নেষু মাভূদেষাং খেদ ইতি করুণঃ দেহাদিষু নির্ম্মমঃ। প্রকৃতেরমী বিকারা ন মমেতি তেষু মমতাশূন্যঃ। নিরহঙ্কারস্তেষ্বাত্মাভিমানরহিতঃ। সমদুঃখসুখঃ সুখে সতি হর্ষেণ দুঃখে সতি উদ্বেগেন চাব্যাকুলঃ যতঃ ক্ষমী তত্তৎসহিষ্ণুঃ।

সততং সন্তুষ্টঃ লাভেঽলাভে চ প্রসন্নচিত্তঃ যতো যোগী গুরূপদিষ্টোপায়নিষ্ঠঃ। যতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়বর্গঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভিভবিতুমশক্যতয়া স্থিরো

সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা তাহারা দ্বেষ করিলে আমার প্রারব্ধানুসারে পরমেশ্বর কর্ত্তৃকপ্রেরিত হইয়া আমাকে দ্বেষ করিতেছে এই বুদ্ধিতে দ্বেষশূন্য। সমস্ত জীবই পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত এই বুদ্ধিতে জীবমাত্রের প্রতি স্নিগ্ধ। কোন কারণে তাহাদিগের খেদ উপস্থিত হইলে ইহাদিগের খেদ আর যেন না হউক এই বুদ্ধিতে করুণ। এবং দেহাদিতে মমতাহীন। এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি রহিত। সুখের সময় হর্ষে ও দুঃখের সময় উদ্বেগে যিনি ব্যাকুল নহেন।

যিনি লাভালাভ সন্তুষ্ট এবং গুরূপদিষ্ট উপায়নিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয়, এবং যাঁহার

১। 'স্থিতি'—মর্য্যাদা।

২। 'শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান'—শুষ্ক বৈরাগ্য ও শুষ্ক জ্ঞান।

---

* শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা দ্বাদশ অধ্যায়।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

নিশ্চয়ঃ। হরেঃ কিঙ্করোঽস্মীতি অধ্যবসায়ো যস্য সঃ। অতো ময্যর্পিতমনো বুদ্ধিঃ এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ প্রীতিকর্ত্তা।

যস্মাল্লোকঃ কোঽপি জনো নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন লভতে, যঃ কারুণিকত্বাজ্জনোদ্বেজকং কর্ম্ম ন করোতি লোকাচ্চ যো নোদ্বিজতে সর্ব্ব বিরোধিত্ববিনিশ্চয়াদ্‌যদুদ্বেজকং কর্ম্ম লোকো ন করোতি যশ্চ হর্ষাদিভি র্ম্মুক্তো ন তু তেষাং মোচনে স্বয়ং ব্যাপারী অতিগম্ভীরাত্মরতিনিমগ্নত্বাৎ তৎ স্পর্শেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ। তত্র স্বভোগ্যাগমোৎসাহো হর্ষঃ। পরভোগ্যা গমাসহনমমর্ষঃ। দুষ্টসত্ত্বদর্শনাধীনো বিত্রাসঃ ভয়ং কথং নিরুদ্ধমস্তু মম জীবন মিতি বিক্ষোভস্তূদ্বেগঃ। এতাশ্চতস্রঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ।

অনপেক্ষঃ স্বয়মাগতেঽপি ভোগ্যে নিস্পৃহঃ। শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরপবিত্রবান্‌ দক্ষঃ স্বশাস্ত্রার্থবিমর্শসমর্থঃ। উদাসীনঃ পরপক্ষগ্রাহী। গতব্যথোঽপকৃতোঽপাধি শূন্যঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী স্বভক্তিপ্রতীপাখিলোদ্যমরহিতঃ।

"আমি শ্রীভগবদ্দাস" এই নিশ্চয় কুতর্কে অভিভব করিতে পারে না এবং যি আমাতে মনঃ বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন সেই ভক্তই আমার প্রিয়।

যাহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না অর্থাৎ কারুণিকত্বহেতু লোকোদ্বেজ কর্ম্ম যিনি করেন না, এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না অর্থাৎ অবিরো নিশ্চয় করিয়া যাঁহার উদ্বেজক কর্ম্ম লোকেও করে না। এবং যিনি হর্ষ, অ ভয় উদ্বেগ কর্ত্তৃক মুক্ত তিনিই আমার প্রিয়।

অনপেক্ষ—যিনি স্বয়ং আগত ভোগ্যে নিস্পৃহ, শুচি—বাহ্য-অন্তর যাঁহা পবিত্র, দক্ষ—স্বশাস্ত্রার্থ বিচারে সমর্থ, উদাসীন—যাঁহার স্বপক্ষ পরপক্ষ না গতব্যথ—অন্যে অপকার করিলেও যিনি মনঃপীড়া শূন্য, যিনি সর্ব্বারম্ভ প ত্যাগী—স্বভক্তিবিরোধি অখিলোদ্যম রহিত—সেই ভক্তই আমার প্রিয়।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥

যঃ প্রিয়ং পুত্রশিষ্যাদি প্রাপ্য ন হৃষ্যতি অপ্রিয়ং তৎ প্রাপ্য তত্র ন দ্বেষ্টি প্রিয়ে তস্মিন্ বিনষ্টে ন শোচতি অপ্রাপ্তং তন্নাকাঙ্ক্ষতি। শুভং পুণ্যমশুভং পাপং তদুভয়ং প্রতিবন্ধকত্বসাম্যাৎ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ।

সমঃ শত্রৌ চেতি স্ফুটার্থঃ। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কুসঙ্গশূন্যঃ।

তুল্যেতি। নিন্দয়া দুঃখং, স্তুত্যা সুখঞ্চ যো ন বিন্দতি। মৌনী যতবাক্ মননশীলো বা যেন কেনচিদদৃষ্টাক্লিষ্টেন রূক্ষেণ স্নিগ্ধেন বান্নাদিনা সন্তুষ্টঃ। অনিকেতো নিয়তনিবাসরহিতো নিকেতমোহশূন্যো বা স্থিরমতির্নিশ্চিতজ্ঞানঃ। অদ্বেষ্টেত্যাদিষু সপ্তসু যেষু গুণানাং পুনরপ্যভিধানং তত্তেষামতিদৌর্লভ্যজ্ঞাপনার্থমিত্যদোষঃ। সনিষ্ঠাদীনাং ত্রিবিধানাং ভক্তানাং সম্ভূয় স্থিতা এতেঽদ্বেষ্ট্রাদয়ো ধর্ম্মা যথাসম্ভবং তারতম্যেনৈব সুধীভিঃ সঙ্গমনীয়াঃ।

উক্তভক্তিযোগমুপসংহরন্ তন্নিষ্ঠাফলমাহ—যে ত্বিতি। যে ভক্তা যথোক্ত

যিনি পুত্র, শিষ্য. প্রিয়বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, এবং যিনি অপ্রিয় পাইয়া তাহাতেও দ্বেষ করেন না। এবং প্রিয় বস্তু না পাইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না। এবং পাপপুণ্য পরিত্যাগী ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

যিনি মিত্র মান অপমান শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখে সম এবং কুসঙ্গবর্জ্জিত।

এবং যিনি নিন্দায় দুঃখী ও স্তুতিতে সুখী হন না এবং নতবাক্ এবং যাহা তাহা দ্বারা সন্তুষ্ট, অনিকেত—অর্থাৎ নিকেত (নিবাস) রহিত ও স্থিরবুদ্ধি তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

তথাহি

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্ ।

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা ।
ভাগবত সিদ্ধান্ত গূঢ়(১) সকলি কহিলা ॥

মথ্যাবেশ্য মনো যে মামিত্যাদিভির্যথাগতমিদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে প্রাপ্য মামিব প্রাপকং তৎ সমাশ্রয়ন্তি । শ্রদ্দধানা ভক্তিশ্রদ্ধালবঃ মৎপরমা মন্নিরতাবে মমাতীব প্রিয়া ভবন্তি ।

চীরাণীতি । ননু দিক্সম্ভাবো নাম নগ্নত্বমেব বল্কলং অন্নং তোয়ং বাস স্থানঞ্চ যাচ্ঞা প্রযত্নং বিনা কথং প্রাপ্যেত, তত্রাহ চিরাণী বস্ত্রখণ্ডানি পরান্ বিভ্রতি পুষ্যন্তি ফলাদিভিঃ যে গুহা গিরিদর্য্যঃ । ননু, কদাচিদেষাং অলাভে কিং কার্য্যং তত্রাহ—অজিতো হরিঃ উপসন্নান্ শরণাগতান্ কিংন অবতি রক্ষতি কিং শব্দ স্যাপি পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ । উক্তঞ্চ "ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে । ধনেন যে দুর্ম্মদাস্তানন্ধান্ ।

যে ব্যক্তি আমি যে প্রকারে বলিলাম এইরূপে এই ধর্ম্মামৃতের শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উপাসনা করেন তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার অতীব প্রিয় ।

পথে কি দেহাচ্ছাদনোপযোগী জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া নাই ? পরপোষক বৃক্ষ সকল কি ফলাদিদানে পরকে ভিক্ষাদান করে না ? নদীসকল কি শুষ্ক হইয়াছে ? পর্ব্বতের গুহা সকল কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ? ভগবান্ বিশ্বম্ভরদেব কি শরণাগত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন না ? তবে কেন সাধু সকল ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণকে সেবা করেন ?

১। "ভাগবত সিদ্ধান্ত গূঢ়"—শ্রীভাগবতের যাবৎ গূঢ় সিদ্ধান্ত ।

(১)হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি॥

১। শ্রীহরিবংশোক্ত শ্রীগোলোক স্থিতি নির্ণায়ক শ্লোকগুলি যাহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে উদ্ধার করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ স্বয়ং তাহার যে টীকা করিয়াছেন, সেই টীকা ও তাহার অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ।
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাং॥ ১॥
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি।
স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণো মহাকাশগতো মহান্॥ ২॥
উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী।
যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহং॥ ৩॥
গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাং।
ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ॥ ৪॥
গবামেব তু দুরারোহা হি সা গতিঃ।
স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ! সীদমানঃ কৃতাত্মনা॥ ৫॥
ধৃতো ধৃতিমতা বীর! নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাং॥ ইতি

তত্রাদৌ শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যমেব শ্রীহরিবংশোক্ত-শ্রীবৈশম্পায়ন-বচনেন সহ সম্বাদয়ন্ শ্রীগোবর্দ্ধনধারণানন্তরশক্রকৃতভগবৎস্তুতৌ পদ্যান্যেবানুস্মারয়তি—স্বর্গাদিতি সার্দ্ধপঞ্চভিঃ। তত্র স্বর্গশব্দেন ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ, পৃথ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নান্তিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতোমূর্দ্ধা ইতি বা লোককল্পনেতি দ্বিতীয়স্কন্ধোক্ত ত্রিলোকপক্ষানুসারেণ স্বর্গমারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তং লোকপঞ্চক মুচ্যতে। তচ্চ ব্রহ্মাণ্ডসীমাপ্রাপ্তমেব তস্মাদূর্দ্ধমুপরি ব্রহ্মলোকঃ ব্রহ্মময়লোকো বৈকুণ্ঠলোকঃ সচ্চিদানন্দঘনত্বাৎ। যদ্বা ব্রহ্মণঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণলোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ। যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরাবরণান্তেভ্যো বহির্মুক্তিপদং তদুপরি শ্রীশিবলোকস্তদুপর্য্যেব শ্রীবৈকুণ্ঠলোকঃ পূর্ব্বমুক্তোঽস্তি তথাপ্যাবরণাদেরলোকত্ব প্রসিদ্ধভাবেন উর্দ্ধতামাত্রাপেক্ষয়া বা কিম্বা স্বর্গস্যৈব লোকত্বপ্রসিদ্ধ্যা তস্মাদপ্যূর্দ্ধত্বেনৈব পরমমাহাত্ম্যসিদ্ধ্যা স্বর্গাদূর্দ্ধমিত্যুক্তং। কিঞ্চ যদ্যপি পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রঃ

পরমং ভবানিতি। পরংব্রহ্ম মহ্যাক্তভীতাদি-বচনতঃ পরব্রহ্মশব্দেনৈব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোঽভিধীয়তে। নচ কেবলব্রহ্মশব্দেন। তথাপি। অহমাত্মা গুড়াকেশঃ সর্ব্বভূতাশয়স্থিত ইতি শ্রীভগবদগীতাসু বিভূত্যধ্যায়ে বিভূতিকথনায়ত্বে তথা "বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্রে" আত্মতত্ত্বাধিপ ইতি বিভূতিনামকথনে চ আত্মশব্দেনাত্র তত্ত্ব ব্রহ্মোক্তেঃ। তথা পরাৎ পরং ব্রহ্মচ তে বিভূতয় ইত্যাদি মহাজনবচনতশ্চ ব্রহ্মণো ভগবদ্বিভূতিত্ব-প্রতিপাদনাৎ। তত্র "বৃহৎ সহস্রনাম স্তোত্রে" এব ভগবদ্ বিভূতিনাম্নাং ভগবন্নামসহস্রমধ্য এব গণনাৎ বিভূতিরূপত্বাত্মতত্ত্বস্ত নাম্নো ভগবন্নামস্বেব পর্য্যবসানাৎ ব্রহ্মশব্দেনাপি কচিদ্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোঽভিধীয়তে। অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশুকদেবেনোক্তং। মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিপাদৈঃ। ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যো নতু প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তীত্যর্থঃ। এবমেব ব্রহ্মর্ষয়ঃ ব্রহ্মময়া ঋষয়ঃ যদ্বা ব্রহ্মণো ভগবত ঋষয় পরমভাগবতাঃ শ্রীনারদাদয় স্তেষাং সমূহৈঃ সেবিতঃ নিত্যমাশ্রিতঃ। তত্র গমনেঽধিকারিণ আহ। তত্র ব্রহ্মলোকেত্ত ময়া সহ বর্ত্তত ইতি সমঃ শ্রীশিব তস্য সপত্নীকস্যাপি গতিঃ জ্যোতির্ব্রহ্ম তৎস্বরূপাণাং মুক্তানামিত্যর্থঃ। অত্র সমাসান্তপ্রবিষ্টস্যাপি গতিরিত্যস্যাকর্ষঃ কার্য্যঃ। নতু তাদৃশানামপি সর্ব্বেষা মিত্যাহ মহাত্মনাং মহাশয়ানাং মোক্ষতুচ্ছতানুভবেন তন্নিরাদরতয়া শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দভক্তিপরাণাং শ্রীসনকাদিতুল্যানামিত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রীনারদাদয়োঽপীদৃশা স্তথাপি তে নিত্যপার্ষদা নিত্যমেব নিবসন্তীতিপূর্ব্বং পৃথগুক্তাঃ। যথা শ্রুতার্থো ধ্রুবলোকাধস্তাদেব চন্দ্রসূর্য্যাদীনাং জ্যোতিষাং গতিঃ মহর্লোকেঽপি ন বর্ত্তত অতঃ সত্যলোকেঽপিচ ন সজ্জতে কুতস্তদুপরি হরিবৈকুণ্ঠলোকে স্যাৎ। ১।

তস্য ব্রহ্মলোকস্যোপরি গবাং লোকঃ শ্রীগোলোক ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ব্রহ্মশব্দেন শ্রীবৈকুণ্ঠলোকোঽসাবপরিচ্ছিন্ন এব তস্যোপরীত্যুক্তির্ঘটতে তথাপি যৎ মুক্তিপ্রাপ্যপদাদপরিচ্ছিন্নাদূর্দ্ধং শ্রীশিবলোকঃ কেনাপি বিশেষেণ নির্দ্দিষ্টঃ। যথা চা পরিচ্ছিন্নস্য শ্রীশিবলোকস্যাপ্যুপরি ততোঽধিকেনাপ্যুৎকর্ষেণ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকোপরিকল্পিতঃ তথাত্রাপি শ্রীভগবদ্বিলাসরূপ-শব্দবিশেষ-বিলসিতেন কেনচিদুৎকর্ষ ভরেণ বৈকুণ্ঠলোকোপরি শ্রীগোলোক, ইতি ব্যবস্থা সুসিদ্ধ্যেত। তেষামেব মহাত্মনাং সাধ্যা ভক্তীরা। কিন্তু সামান্যতঃ সর্ব্বেষামেব মাদৃশাং ব্রহ্মাদীনাং সনকাদীনাং শিবাদীনাং নারদাদীনাং পরমাভীষ্টসিদ্ধয়ে বহুতরসাধনবদ্ভিঃ প্রাপ্তিঃ

প্রাপ্যা নিত্যপ্রিয়াঃ শ্রীনন্দাদয়স্তং শ্রীগোলোকং পালয়ন্তি অধিকৃত্য ভুঞ্জন্তি-ত্যর্থঃ। হে কৃষ্ণ! তত্রৈব সাধ্যা নানাবিধভাববিশেষেণ সাধনায়া বশীকর্ত্তুং যোগ্যাঃ প্রাপ্তাস্ত্বতঃ সর্ব্ব এব তত্রত্যা গোপগোপীপ্রভৃতয়ঃ। কিম্বা শ্রীরাধাদয়োগোপ্য এব। তত্রত্যেষ্বপি মধ্যে প্রিয়তমত্বেন প্রধানতয়া তা এব বিচিত্রবিহারাদিনা তং পরিপালয়ন্তি তন্মাহাত্ম্যং নিতরাং পোষয়ন্তি। প্রসিদ্ধসাধ্যগণানাং চ দেবগণান্তঃ-পাতিত্বাৎ জ্যোতিষামিব সত্যলোকেঽপি গমনাভাবাৎ কুতো বৈকুণ্ঠোপরি-গমনাশঙ্কাপি। অস্তুতরাং দূরে পালনবার্ত্তা। এবং শ্রীগোলোকস্য পরমপ্রপঞ্চাতী-তত্বেনাতাত্ত্ব সচ্চিদানন্দ ঘনরূপতয়া পরমাপরিচ্ছিন্নতামাহ মহেতি। প্রাকৃত আকাশঃ স্বল্পাকাশঃ তস্মাদ্বাহ্যো যঃ সতু মহান্ তদগতঃ তত্র বর্ত্তমানঃ। যদ্বা, নিত্যত্বাপরিচ্ছিন্নত্বানরূপত্ব-ব্যাপকত্বাদি-সাম্যাদাকাশশব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। মহা-কাশঃ পরংব্রহ্ম যদ্বা, পরমনিবিড়সুশ্যামকান্ত্যা মহাকাশইব মহাকাশো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ তদগত সচ্চিদানন্দ ঘনত্বাদিনা তস্মাদভিন্ন স্তৎ স্বরূপো বৈকুণ্ঠলোক ইত্যর্থঃ। ততোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষেণ স গোলকস্ত মহান্ মহাকাশগতঃ তদেবাহ সর্ব্বেষাং লোকানামুপরি শ্রীবৈকুণ্ঠলোক স্তস্যাপ্যুপরিবর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। তত্র তাদৃশেঽপি গোলোকে তব গতিঃ। যথোক্তং শ্রীভগবতৈব শান্তিপর্ব্বণি। এবমহং বিধৈরূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাং। ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয়! গোলোকঞ্চ সনাতনমিতি * সাচ বৈকুণ্ঠে যাদৃশী তাদৃশী ন ভবতি। কিন্তু ততোঽপি পরমদুর্জ্ঞেয়ত্যাহ— তপোময়ী মনস ঐকাগ্র্যং তপঃ সমাধিরিত্যর্থঃ। তন্ময়ী সমাধিনৈব জ্ঞাতুং শক্যা-তোঽতীব দুর্বিতর্ক্যেত্যর্থঃ। তদেবাহ—য'মিতি পিতামহং শ্রীব্রহ্মাণং পৃচ্ছন্তোঽ-পীত্যনেন তস্যাপি দুর্জ্ঞেয়ত্বং ধ্বনিতং।

অধুনা তস্য গোলোকেত্যাখ্যা বীজমন্ত্রোবেতি ব্যঞ্জয়ন্ নিজপালক সহিতানাং গবামেব প্রাধান্যেন তত্র নিবাস ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—গতিরিতি। সুকৃতকর্ম্মণাং জনানাং মধ্যে শমদমাদ্যানামেব স্বর্গঃ দেবলোকমারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তাং গতিং প্রাপ্যইত্যর্থঃ। অন্যপাতু বিলস্বর্গভৌমস্বর্গাদি। ব্রাহ্মৈব তপসি। বিষ্ণুবিষ-য়ক মনঃ সমাধানে যুক্তানাং সততমুদযুক্তানাং রতচিত্তানাং বা প্রেমভক্তানাং ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠলোকঃ। এতৎ দ্বয়ং দৃষ্টান্ততয়োক্তং। পরেতি পরমোৎকৃষ্টত্বাদপুনরাবর্ত্তিলক্ষণত্বাচ্চ। গবামিত্যুপলক্ষণং তদনুবর্ত্তিনাং গোপ-

* এই শ্লোকের টীকাও দেওয়া হইল।

গোপীপ্রভৃতীনাং। নহু, গর্ষায়েন তত্র বাস ইতি কুত্র পূর্বমত্রৈব সাধ্যত্বং পাল রক্ষিত ত ইত্যুক্তেঃ। অত্রো যথা তৌম মথুরামণ্ডলেষ্মিন্ ব্রজগোকুলাদিশব্দেন গর্ষ গোপীনাঞ্চ নিবাসস্থানমুচ্যতে। তথাত্র পূর্বোক্তং। হি যস্মাৎ সা গতিঃ তৎপর স্তুয়ারোহা অতৈস্তুঃখেনাপ্যারোঢ়ুমশক্যা কথঞ্চিদপাদ্যেভ্যোর্থঃ। হে কৃষ্ণ স গোলোকাখ্যো লোকস্ত সীদমানঃ মৎকৃতগোকুলোপদ্রবেণ ব্যর্থমানঃ সন্ ত্ব ধৃতো রক্ষিতঃ। যদ্যপি নিত্যস্বাদানন্দঘনত্বাচ্চ কদাপ্যসৌ লোকো ন খলু সীদ ত্যেব। তত্র গমনাধিকারিণামপি নকো. প্যুপদ্রবঃ সম্ভবতি। তথাপ্য জ্ঞানেনেন্দ্র কৃতৈ স্তল্লোক সম্বন্ধি গবামুপদ্রবৈঃ সীদমান:ইব জাত ইতি স্বদৃষ্ট্যানুসারেণ নিজাপ রাধবিশেষ জ্ঞাপনায়েন্দ্রেণ তথোক্তমিতিদিক্।

স্বর্গের—অর্থাৎ সত্যলোকের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মময় বৈকুণ্ঠলোক কিম্বা ব্রহ্মলোক শব্দে ব্রহ্মের অর্থাৎ ভগবানের লোক—বৈকুণ্ঠলোক যদিচ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে আবরণ সকল, আবণের বাহিরে মুক্তিপদ, সেই মুক্তি-পদের উপরি শ্রীশিবলোক, তাহার উপরি বৈকুণ্ঠলোক, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও আবরণাদির লোকত্ব প্রসিদ্ধ নাই বলিয়া কেবল ঊর্দ্ধতা মাত্র অপেক্ষা করিয়া কিম্বা স্বর্গেরই লোকত্ব প্রসিদ্ধ হেতু তাহার উপর বলিলেই ব্রহ্মলোকের অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকের পরম মাহাত্ম্য সিদ্ধ হয় এই হেতু স্বর্গের ঊর্দ্ধ ব্রহ্মলোক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যদ্যপি "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরম ভবান্" এবং "পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ ইত্যাদি বচনের দ্বারা:পরব্রহ্ম শব্দেই শ্রীকৃষ্ণ অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু কেবল ব্রহ্মশব্দে কৃষ্ণকে বুঝায় না। তাহা হইলেও "অহমাত্মা গুড়াকেশ আত্মতত্ত্বাধিপঃ পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়"ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের শ্রীভগবদ্বিভূতিত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় এবং "বৃহৎ সহস্রনাম স্তোত্রে ভগবদ্বিভূতি নাম সমূহের ভগবন্নাম মধ্যে পর্য্যবসান হয় বলিয়া কচিৎ ব্রহ্মশব্দে শ্রীকৃষ্ণও অভিহিত হন অতএব শ্রীদ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন "মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ এই শ্লোকের শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—ব্রহ্মলোক' বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনঃ নিত্যঃ নতু প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী" সুতরাং ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ বৈকুণ্ঠলোক, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। এব সেই ব্রহ্মলোক ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত, অর্থাৎ ব্রহ্মময় ঋষিগণ কিম্বা ব্রহ্মের অর্থাৎ শ্রীভগবানের ঋষিগণ অর্থাৎ পরম ভাগবত আত্মারাম ঋষিগণকর্তৃক সেবিত অর্থাৎ

...ত্য আশ্রিত। সেই ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকে উমার সহিত শ্রীমহাদেব ...নে অধিকারী এবং মুক্তির তুচ্ছতা অনুভব করিয়া তাহাতে অনাদরপূর্ব্বক ...ভগবৎপদারবিন্দে ভক্তিপর সনকাদি তুল্য ব্যক্তিগণও গমনে অধিকারী। ...াকের এই অর্থই সমীচীন যথা শ্রুতার্থে অর্থাৎ সোম শব্দে চন্দ্র ও জ্যোতিঃ ...ে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র ব্রহ্মলোক শব্দে সত্যলোক, এই অর্থ অসঙ্গত হয়, কারণ ...লোকের অধস্তাৎ চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতির্গণের গতি, কিন্তু মহর্লোকেও নাই ...তরাং সত্যলোকে সম্ভবে না। কিরূপে সর্ব্বোপরি বৈকুণ্ঠলোকে তাহাদিগের ...তি সম্ভব হইবে। ১।

ব্রহ্মলোকের—অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকের উপরি গোলোক। এখানে যদ্যপি ...নন্ত নিবন্ধন অপরিচ্ছিন্ন বৈকুণ্ঠলোকের উপরি কোন লোক আছেন, ইহা ...ম্ভব হয় না, তাহা হইলেও যেমন অপরিচ্ছিন্ন মুক্তিপদের ঊর্দ্ধে কোন বিশেষের ...ারা শিবলোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এবং সেই অপরিচ্ছিন্ন শিবলোকের উপরি ...াহা হইতে কোন অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষ দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক পরিকল্পিত হইয়াছেন সেইরূপ শ্রীভগবানের বিলাসরূপ শব্দবিশেষ:বিলসিত কোন অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষাতিশয় দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের উপরি শ্রীগোলোক এই ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হইল। সেই গোলোকধাম সাধ্যগণ অর্থাৎ আমাদিগের এবং ব্রহ্মাদির এবং শিবাদির পরমাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত বহুতর সাধনভরের দ্বারা সাধন অর্থাৎ আরাধনা করিবার যোগ্যনিত্যপ্রিয় নন্দাদি, যে গোলোক অধিকার করিয়া উপভোগ করিয়া থাকেন। কিম্বা হে কৃষ্ণ! তোমার সাধ্য অর্থাৎ নানাবিধ ভাববিশেষ দ্বারা তোমার বশীকরণযোগ্য-শ্রীগোলোকবাসি গোপ গোপী প্রভৃতি কিম্বা সাধ্য শব্দে সেই গোলোকবাসিদিগের মধ্যে প্রিয়তমত্ব সর্ব্বপ্রধানতা নিমিত্ত শ্রীরাধাদি গোপীগণ। তাঁহারা যে গোলোকধামকে পালন করেন অর্থাৎ বিচিত্র লীলাদিদ্বারা সেই ধামের মাহাত্ম্য অতিশয় পোষণ করেন। সাধ্য শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ এখানে সঙ্গত হয় না, কারণ সাধ্যগণের দেবলোকঃপাতিত্ব বলিয়া জ্যোতির্গণের ন্যায় সত্যলোকেও গমনে সামর্থ্য নাই সুতরাং বৈকুণ্ঠের উপরি গোলোকধামে একবারেই যাইবার সম্ভাবনাই নাই পালন বার্ত্তা দূরে থাকুক।

এক্ষণে শ্রীগোলোকের পরম:প্রপঞ্চাতীতত্ব হেতু অত্যন্ত সচ্চিদানন্দ-

ঘনরূপত্ব নিমিত্ত পরমাপরিচ্ছিন্নতা বলিতেছেন, শ্রীগোলোক মহাকাশ অর্থাৎ প্রাকৃত আকাশের নাম স্বল্পাকাশ তাহার বাহিরে মহাকাশ সেই মহাকাশে গোলোকধাম বর্ত্তমান। কিম্বা নিত্যত্ব অপরিচ্ছিন্নত্ব, নীরূপত্ব ব্যাপকত্ব সাম্যে আকাশ শব্দে ব্রহ্ম। মহাকাশ শব্দে পরব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম যাহাতে বিদ্যমান, কিম্বা নিবিড় শ্যামকান্তি নিমিত্ত মহাকাশ সদৃশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা হইতে অভিন্ন বৈকুণ্ঠলোক। শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে মহাত্ম্যবিশেষ দ্বারা সেই গোলোক মহাকাশগত। অর্থাৎ সকল লোকের উপরি বিদ্যমান শ্রীবৈকুণ্ঠলোক, তাহার উপরি শ্রীগোলোকধাম বিদ্যমান রহিয়াছেন। হে কৃষ্ণ! সেই গোলোকেও তোমার গতি।

ইহার প্রমাণ শান্তিপর্ব্বে স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন "আমি এই প্রকার বহুবিধরূপে বসুন্ধরাতলে বিচরণ করি, এবং ব্রহ্মলোক ও গোলোকেও বিচরণ করি"। ভগবানের শ্রীগোলোকে গতি, বৈকুণ্ঠে গতি যে প্রকার সেই প্রকার নহে, কিন্তু তাহা হইতে পরম দুর্জ্জ্ঞেয়। যেহেতু সেই গতি ও তপোময়ী। অর্থাৎ কেবল একমাত্র সমাধিদ্বারা অবগত হওয়া যায় বলিয়া অতীব দুর্বিতর্ক্যা। সেই নিমিত্ত পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা জানিতে পারি নাই।

এক্ষণে নিজপালক সহিত গোগণের নিবাস বলিয়াই সেই লোকের নাম গোলোক হইয়াছে তাহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন। সুকৃতকর্ম্মা জনগণের মধ্যে যাঁহারা শমদমাঢ্য; তাঁহাদের দেবলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত গতি অর্থাৎ প্রাপ্য। অন্যথা বিলস্বর্গ ও ভৌমস্বর্গ প্রভৃতি। এবং ব্রাহ্মতপে অর্থাৎ বিষ্ণুবিষয়ক মনঃ সমাধানযুক্ত প্রেমভক্তগণের ব্রহ্মলোক অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্টত্ব নিবন্ধন পুনরাবৃত্তি রহিত হেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্য। এবং গোগণের গোপগোপীগণের গোলোক বাস। এখানে গোশব্দ উপলক্ষণ করিয়া গোপ গোপী প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন কি? কেবল গোগণের বাসস্থান শ্রীগোলোক একথা ব্যাখ্যা করিলেই পূর্ব্বোক্ত সাধ্য শব্দোক্ত গোপগোপীগণের বাস স্বতই প্রতিপন্ন হইত? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই;—যেমন ভূমি বলরহিত এই মথুরামণ্ডলে ব্রজ গোকুল প্রভৃতি শব্দের দ্বারা গো গোপ গোপীগণের নিবাসস্থান বুঝায় এইরূপ গোলোকেও "গোগণের লোক" এবং গোষ্ঠাদি শব্দের দ্বারাও গোপ গোপীগণের নিবাস বুঝায় বলা এখানে গোশব্দ

(১)মৌষললীলা আর কৃষ্ণ(২) অন্তর্ধান।
(৩)কেশবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥

গোলোক নিবাস বলা হইয়াছে। সেই গতি দুরারোহ অর্থাৎ কথঞ্চিৎ লভ্য। হে কৃষ্ণ! সেই গোলোক মৎকৃত উপদ্রবের দ্বারা অর্থাৎ দারুণ বর্ষা শীলাবর্ষণ অশনিপাত প্রভৃতির দ্বারা ব্যথিত হইয়াছিল, তুমি রক্ষা করিয়াছ"। এখানে যদ্যপি নিত্যত্ব ও আনন্দঘনত্ব নিমিত্তক কদাপি শ্রীগোলোকের কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন উপদ্রব দ্বারা ব্যথিত হইবার সম্ভাবনা নাই তথাপি তাৎকালিক উপদ্রব দ্বারা সেই ধাম ব্যথিত হইয়াছিল বলিয়া যে অনুভব হইয়াছিল তাহা অজ্ঞানতা নিমিত্ত স্বদৃষ্টানুসারে নিজের অপরাধ বিশেষ জানাইবার জন্য ইন্দ্র কহিয়াছিলেন ইহা জানিতে হইবে। *

কিঞ্চ এবম্বহুবিধৈরূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাং।
ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয়! গোলোকঞ্চ সনাতনং॥ ইতি

ইদানীং স্কন্দপুরাণীয়ং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদবর্ত্তিপদ্যং চানুস্মারয়তি—এবমিতি। পূর্ব্বোক্তৈঃ শ্রীপুরুষোত্তমাদিরূপৈঃ সনাতনং নিত্যমিতি প্রপঞ্চাতীতত্বমুক্তং।

১। 'মৌষললীলা'—শ্রীএকাদশস্কন্ধে বর্ণিত যাদবদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপে যদুকুলক্ষয়।

২। 'কৃষ্ণান্তর্ধান'—শ্রীমহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্য পরিত্যাগ যে প্রকারে বর্ণিত আছে।

৩। 'কেশাবতার'—শ্রীমহাভারতে ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে শ্রীহরি-শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী কেশ নিজ মস্তক হইতে উৎকর্ত্তন করিলেন। তাহার মধ্যে শুক্লবর্ণ কেশের অবতার শ্রীবলরাম এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশের অবতার শ্রীকৃষ্ণ। এই সমস্ত লীলা মায়িক অর্থাৎ ভোজবাজীর ন্যায় প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও মিথ্যা।

* এই টীকার যে অনুবাদ দেওয়া হইল তাহাতে কোন অংশ ইন্দ্রের উক্তি এবং কোন অংশ শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের উক্তি, তাহা সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিয়া অনুভব করিবেন।

মহিষীহরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধ হয়॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা॥
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিক্ষাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর॥
তুমি যে কহিলে এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার একবিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে পার, যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
"মুঞি যে শিক্ষাইনু তোরে" স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥
সংক্ষেপে কহিল প্রেম প্রয়োজন সংবাদ।
বিস্তারি কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ॥

অন্তৎ পূর্ব্ববদেব জ্ঞেয়ং যশ্চান্যো গোলোকঃ প্রপঞ্চান্তঃ সত্যলোকাদৌ শ্রূয়তে। যত্রত্যা সুরভিঃ শ্রীব্রহ্মণ আদেশাদ্গোবর্দ্ধনোদ্ধরণানন্তরং নিজকুল নিদান মাথুর গোকুলরক্ষণ হর্ষেণ শ্রীশ্রীগোবিন্দাভিষেকার্থমত্রাগতা। স তু ব্রহ্মাদীনাং তত্তল্লোকাধিকারিণামুপভোগবিষয়ো গবামাবাসো মথুরামণ্ডলবর্ত্তীতর গবাম্প্রাপ্যো জ্ঞেয়ঃ। শ্রীমথুরায়াঞ্চ নিত্যং সন্নিহিতস্য তত্রচ সদা ব্রজভূমৌ বিক্রীড়তো ভগবতঃ শ্রীগোপালদেবস্য সম্বন্ধবিশেষেণাত্রত্যানাং গবাং বৈকুণ্ঠোপরিতনো গোলোকশ্চ সমুচিত ইতি।

প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রয়োজনপ্রেমবিচারনাম
ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্য দয়াচলঃ।
তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং করুণার্ণবং।
যেনাত্মারামাশ্লোকাষ্টাদশার্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

আত্মারামেতীতি। যঃ চৈতন্য এব উদয়াচল উদয়গিরিঃ আত্মারামেত্যাদি-মেব অর্কো ভগবন্মহিমপ্রকাশকত্বাত্তস্য অর্থা একষষ্টিপ্রকারাস্ত এবাংশবঃ ...শাস্তান্ প্রকাশয়ন্ জগতাং তমঃ জহার নাশয়ামাসেত্যর্থঃ। সোঽব্যাৎ ...রিতিশেষঃ। অত্র উদয়াচলরূপকেন যথা উদয়াচলাদর্কস্য প্রকাশো নান্যতস্তথা ...চৈতন্যচত্তএবাত্মারামেতি পদ্যার্থপ্রকাশো নান্যত ইতি ধ্বনিতং।
...তমিতি। তং প্রসিদ্ধং ঈশ্বরঞ্চ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থং। করুণার্ণবং

যিনি আত্মারাম ইত্যাদি শ্লোকরূপ প্রভাকরের অর্থরূপ কিরণাবলি প্রকাশ ...য়া জগতের তমো নাশ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যরূপ উদয়গিরি আমাদিগকে ...রক্ষন্।
সেই পরমেশ্বর দয়ার সাগর ভগবান্ চৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌমস্থানে।
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে।

তথাহি—*

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ ॥
প্রভু কহে আমি বাতুল, আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে ॥
কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে।
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে ॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে(১)।
তোমা সবা সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে ॥

দয়াসাগরং। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে। যেন আত্মারামেতি শ্লোকস্য অষ্টাদ পরিকীর্ত্তিতাঃ সার্ব্বভৌমাগ্রত ইতি শেষঃ।

যিনি কৃপা করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে, আত্মারাম ইত্যাদি শ্লোকের প্রকার অর্থ বলিয়াছেন।

১। 'নাহি ভাসে'—স্ফূর্ত্তি হয় না।

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৫০ পত্রে দ্রা

(১)একাদশ পদ এই শ্লোক সুনির্ম্মল।
পৃথক্ পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল॥
আত্মা শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব, (২)এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥
এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিয়ে গণন॥
মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিব মিলন॥
(৩)মুনি শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী।
তপস্বী, ব্রতী, যতি আর ঋষি, মুনি?
(৪)'নির্গ্রন্থাঃ' শব্দে কহে অবিদ্যাগ্রন্থিহীন।
বিধি নিষেধ বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদি বিহীন॥

তথাহি—বিশ্বপ্রকাশে।

আত্মা দেহমনো ব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু।
প্রযত্নে চ॥

দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি এবং প্রযত্ন আত্মাশব্দের এই সাত অর্থ।

১। 'একাদশ পদ'—আত্মারাম॥ ১॥ চ॥ ২॥ মুনয়ঃ॥ ৩॥ নির্গ্রন্থাঃ॥৪॥ অপি॥ ৫॥ উরুক্রমে॥ ৬॥ কুর্ব্বন্তি॥ ৭॥ অহৈতুকীং॥ ৮॥ ভক্তিং॥ ৯॥ ইত্থম্ভূতগুণঃ॥ ১০॥ এবং হরিঃ॥ ১১॥ এই একাদশ পদ।

২। "এই সাত অর্থ প্রাপ্তি'—আত্ম শব্দে ব্রহ্ম প্রভৃতি সপ্ত অর্থের লাভ হয়।

৩। 'মুনিশব্দে'—মননশীল, মৌনী প্রভৃতি সাত অর্থ।

৪। 'নির্গ্রন্থশব্দে'—অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, ও শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন। মূর্খ ম্লেচ্ছ নীচাদি শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যক্তি। ধনসঞ্চয়ী। নিধন। ইহাই নির্ উপসর্গের সহ গ্রন্থ শব্দ সমাস হইয়া অভিব্যক্ত করিতেছে।

মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী, নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন॥

তথাহি—বিশ্বে।

নির্ নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্ নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রথনেঽপিচ॥

'উরুক্রম' শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
(১)'ক্রম' শব্দে কহে তার পাদ-বিক্ষেপণ॥
'শক্তি-কম্প, পরিপাটী, যুক্ত,* শক্ত্যে আক্রমণ।
চরণ চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন॥

তথাহি—†

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসা স্খলতা ত্রিপিষ্টং
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পমানং॥

ইদং ময়া সংক্ষেপেণোক্তং বিস্তরেন তু বক্তুং ন কোঽপি সমর্থ ইত্যাহ—বিষ্ণোরিতি। পৃথিব্যা পরমাণূনপি যো বিমমে গণিতবান্ তাদৃশোঽপি কো নু বিষ্ণোর্বীর্য্যগণনাং কর্ত্তুমর্হতি। কথম্ভূতস্য যো বিষ্ণুঃ সত্যলোকং চস্কম্ভ ধৃতবান্ তস্য। কিমিতি চস্কম্ভ যস্মাৎ ত্রিবিক্রমে অস্খলতা প্রতিঘাতশূন্যেন স্বরংহসা স্বপাদবেগেন ত্রিসাম্যরূপসদনং অধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাদারভ্য উরু অধিকং কম্পমানং যস্যেতি বা অতশ্চস্কম্ভ। আত্রিপিষ্টমিতি বা চ্ছেদঃ। সত্যলোকমভিব্যাপ্য যঃ সর্ব্বং ধৃতবানিত্যর্থঃ। তথাচ মন্ত্রঃ "ওঁ বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রাবোচং যো

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! যে ব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণু গণিতেও পারে সে

১। 'ক্রমশব্দার্থ'—পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি ও শক্তিদ্বারা আক্রমণ।

---

* অনেক হস্তলিখিত পুস্তকে "যুক্তি" এই পাঠ আছে।

† শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একোনচত্বারিংশশ্লোকঃ।

বিভুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন।
'উরুক্রম' শব্দের এই অর্থ নিরূপণ॥

তথাহি বিশ্বে ;—

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ।

'কুর্ব্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয়॥

তথাহি পাণিনিঃ ;—

স্বরিতঞিতোঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে॥

(১)'হেতু' শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
(২)ভুক্তি, সিদ্ধি মুক্তি, মুখ্য এ তিন প্রকারে॥

পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কম্ভ যদুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণ স্ত্রিধোরুগায় ইতি। অস্যার্থঃ বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি নু কং প্রাবোচং কঃ প্রাবোচদিত্যর্থঃ। যঃ পার্থিবানি রজাংস্যপি বিমমে সোঽপি যো বিষ্ণু স্ত্রিধা বিচক্রমাণঃ ত্রিবিক্রমং কুর্ব্বন্ উত্তরং লোকং অস্কম্ভয়ৎ অবষ্টব্ধবান্। কথম্ভুতঃ সধস্থং সহস্থ সধাদেশঃ তিষ্ঠন্তীতি স্থাঃ তত্রত্যাদেবৈঃ সহ বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ।

কি বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে সমর্থ হয়। যে বিষ্ণু প্রতিঘাতশূন্য পাদবেগদ্বারা প্রকৃতির আবরণ পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন।

১। হেতু শব্দের অর্থ বলিতেছেন "হেতুশব্দে·...এ তিন প্রকারে"।
২। ভুক্তি শব্দে অনন্ত প্রকার ভোগ।

এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
(১)সিদ্ধি অষ্টাদশ, মুক্তি(২) পঞ্চবিধাকার ॥
এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥
'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
(৩)এক সাধন, প্রেমভক্তি নয়-প্রকার ॥
রতিলক্ষণা, প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাব লক্ষণরূপা আর ॥
শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে প্রেমপর্য্যন্ত।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত ॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত ॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব-সীমা।
'ভক্তি' শব্দের এই সব অর্থের মহিমা ॥
'ইত্থম্ভূতগুণঃ' শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
'ইত্থং' শব্দের ভিন্ন অর্থ 'গুণঃ' শব্দের আন ॥
'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণ-তুল্য হয় ॥

১। সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার। যথা—অণিমা। ১। লঘিমা। ২। মহিমা। ৩। প্রাপ্তি। ৪। প্রাকাম্য। ৫। বশিতা ৬। ঈশিতা। ৭। কামাবসায়িতা। ৮। অনূর্ম্মিমত্ব। ৯। দূরশ্রবণ। ১০। দূরদর্শন। ১১। মনোজব। ১২। কামরূপতা। ১৩। পরকায়-প্রবেশ। ১৪। ইচ্ছামৃত্যু। ১৫। অপ্সরাদিগের সহিত দেবক্রীড়া প্রাপ্তি। ১৬। সঙ্কল্পানুরূপ সিদ্ধি। ১৭। অপ্রতিহতাজ্ঞতা। ১৮।

২। মুক্তি—সালোক্যাদি পাঁচ প্রকার।

৩। 'এক সাধন'—সাধনভক্তি এক প্রকার।

তথাহি—*

ত্বৎসাক্ষাৎ করণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ! ॥

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব বিস্মারণ ॥
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক-শক্তিগুণে(১) কৃষ্ণ কৃপায় বান্ধে ॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত বিচার।
এই স্বভাব, গুণে যাতে মাধুর্য্যের সার ॥
'গুণ' শব্দের অর্থ গুণ কৃষ্ণের অনন্ত।
সচ্চিৎ রূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ-পূর্ণতা(২)।
ভক্ত-বাৎসল্য-আত্ম-পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।

হে ভগবন্! ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদরূপবিশুদ্ধসাগরে স্থিতস্য মে মম ব্রাহ্মাণি সুখানি গোষ্পাদয়ন্তে। যথা মহাসাগরে বিহরতঃ জন্তোঃ গোষ্পদজল কিংকরং তথা ব্রাহ্মসুখানি মমেতি ভাবঃ।

হে ভগবন্। যে প্রকার মহাসাগরে বিচরণকারী জন্তু সকলের গোষ্পদ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার আপনার দর্শনরূপ আনন্দ-সমুদ্রে বিহরণশীল আমার ব্রহ্মসম্বন্ধিসুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে।

১। 'অলৌকিক শক্তিগুণে'—লোকাতীত শক্তিযুক্ত গুণ।
২। 'স্বরূপ-পূর্ণতা'—পরিপূর্ণ স্বরূপতা।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং অষ্টাবিংশাঙ্কধৃতো ভক্তিসুধোদয়স্য চতুর্দ্দশাধ্যায়ীয়বট্‌ত্রিংশশ্লোকঃ।

কারও মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে।

তথাহি—*

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥

শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে ॥

তথাহি—॥

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে! আখ্যানং যদধীতবান্ ॥

তথাহি—‡

স্বসুখ-নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচির-লীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং।

নমু, ত্বমতিপ্রসিদ্ধো জন্মত এব ব্রহ্মানুভবী গৃহাৎ পরিব্রজ্য গতোঽনুব্রজ... পিতরমপি নৈব পর্য্যচৈষীঃ সংপ্রতি কথমেবং ব্রূষে ইত্যাত আহ—পরিনিষ্ঠিত... গৃহীতচেতা আকৃষ্টচিত্তঃ ব্রহ্মানুভবাদধিকলীলায়া মাধুর্য্যাধিক্যে ইদমেব প্র... মিতি ভাবঃ।

স্বগুরুং শুকং নমস্কুর্ব্বন্নেব বক্তৃহৃদয়নিষ্ঠা-পর্য্যালোচনয়া সমস্তগ্রন্থতাৎপ...

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অব... ছিলাম সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলা শ্রবণে আকৃষ্ট চিত্ত... তাহাতেই আমার এই আখ্যান অধ্যয়ন করা হইয়াছে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদে ৪৯৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

॥ তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ।

‡ শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ।

ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং,
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীরূপে হরে গোপীকার মন।

তথাহি—*

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি,
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।

নির্দ্ধারয়তি—স্বসুখেতি। স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং যতো যস্য সঃ। তেনৈব ব্যুদস্তোঽন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথাভূতোঽপি অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রুচিরাভির্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখধৈর্য্যং যস্য সঃ। এবম্ভূতো যঃ তত্ত্বদীপং পরমার্থপ্রকাশং শ্রীমদ্ভাগবতং ব্যতনুত। অখিলবৃজিনং তাদৃশভাবস্য প্রতিকূলমুদাসীনঞ্চ সর্ব্বং হন্তীতি তং ব্যাসসূনুং শ্রীশুকদেবং নতোঽস্মি।

নন্ত ভবত্যো ন ধনাদিনা মূল্যেন ক্রীতা ন বা দত্তভৃতয়ঃ কুতো দাস্যো ভবেয়ুঃ। উচ্যতে। অস্মত্রৈব খল্বসাবস্তে ন স ব্যবহারঃ। ভবতি তু স্বমুখাদিদর্শনদানমেব মূল্যং ভৃতিশ্চেত্যাহুর্বীক্ষ্যেতি। তব মুখং বীক্ষ্য বিশেষেণ দৃষ্ট্বা বিশেষমেবাহুঃ অলকাবৃতেত্যাদি বিশেষণৈঃ। তত্রচ অলকৈর্ললাটোপরিবিলসদ্ভিরাবৃতমিত্যূর্দ্ধভাগস্য। তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়ো স্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ। ইতি দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ। স্বসিতেনাবলোকো যস্মিন্নিতিতলমধ্যভাগয়োরিত্যেবং সর্ব্বত্র শোভোক্তা। স্থলরূপকেন গণ্ডয়োর্বিস্তীর্ণত্বং কুণ্ডলশ্রীত্যনেন সচ্ছত্বঞ্চ ধ্বনিতং। অধরে চ সুধানুমানং দর্শনমাত্রাল্লোভবিশেষোৎ-

---

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়াছিল এবং তজ্জন্য দ্বৈতস্ফূর্ত্তি বিরত হইয়াছিল, তাদৃশ হইয়াও যিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলা কর্ত্তৃক ব্রহ্মানন্দ হইতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া, কৃপা বশতঃ সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশক ভাগবতপুরাণ বিস্তার রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্ত বৃজিনহন্তা ব্যাসনন্দন শুকদেবকে আমি প্রণাম করি।

গোপীগণ কহিলেন, হে সুন্দর! যাহাতে কুণ্ডলশ্রীযুক্ত গণ্ডস্থল, সুধাময়

---

* তত্রৈব দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকঃ।

দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য,
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥

রূপ গুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ ॥

পত্তেঃ সৌরভ্য-বিশেষানুভবাচ্চ। তথা ভুজদণ্ডযুগঞ্চ বিলোক্য। কিম্ভূতং? দত্তমভয়ং ভক্তানাং দৈত্যবধাদিনা যেন তদিতি বলিষ্ঠত্বাদিগুণঃ। তেন চ চাতুর্য্যেণ পত্যাদিভ্যো ভয়ং ভক্তানাং দৈত্যবধাদিনা যেন তদিতি বলিষ্ঠত্বাদিগুণঃ। তেন চ চাতুর্য্যেণ পত্যাদিভ্যো ভয়ং পরিহৃতং, বস্তুতস্তু গাঢ়াশ্লেষেণ কামাদি ভয়হরত্ব-মভিপ্রেতং। দণ্ডরূপকেণ সুবৃত্ত-পৃথুদীর্ঘত্বাদ্যাকারসৌষ্ঠবং। অত্রাপ্যেবং বৈশিষ্ট্যমুক্তং। তথা বক্ষশ্চ শ্রিয়া বামভাগস্থস্বর্ণবর্ণলক্ষ্মীরেখারূপয়া লক্ষ্ম্যা কত্র্যা একং শ্রেষ্ঠং রমণং যস্মিন্নিতি পরমসৌন্দর্য্যাদি সংপত্তিনিধানত্বমুক্তং। চকারদ্বয়ং বিলোক্যেতি পুনরুক্তিশ্চ নিজরসেভুজবক্ষসো বিশেষাশ্রয়তাবিবক্ষয়া। তথোত্তরয়োর্দ্বয়োরেকা প্রিয়া চৈকসংপ্রয়োজনকত্বাৎ। তাদৃশগণ্ডাধরমণ্ডিতে শ্রীমুখে হি চুম্বনপানে ভুজবক্ষসোশ্চালিঙ্গন-মাত্রমভিলষিতমিতি। অত্রালকা-দীনামুক্তি ক্রমেণেদং গম্যতে। প্রথমতো মুখস্য তত্তৎসৌন্দর্য্যদর্শনে জাতেঽপি লজ্জয়া নচাতুরক্ষ্যেণ দর্শনং। কিন্তু অত্যুৎকণ্ঠয়া পশ্চাদেব। তত ইচ্ছাবিশে-ষেণ যেন ভুজৌ দৃষ্টৌ তস্যতু বিশ্রামো বক্ষস্যেবেতি তথাক্রমো জ্ঞেয়ঃ। এবং দাসীত্বে হেতুঃ পরমমোহনতৈবেতি ধ্বনিতং। কিঞ্চ ভৃতির্ম্ল্যঞ্চ খলু বিষয়-দানমেব লোকে দৃশ্যতে, তত্তু ত্বয়ি তদ্রূপশোভাবতি মধুরাধরসুধে লোভনীয়-ভুজাদিস্পর্শে পূর্ণ লক্ষ্মী নিধান বক্ষসি লব্ধে স্বতঃসিদ্ধমেবেতি। তথা বীক্ষ্যেতি স্বেষাং নেত্র খঞ্জন-বন্ধোঽপি ধ্বনিতঃ। তত্রালকানাং পাশত্বং কুণ্ডলয়োস্তদন্তিম-কুণ্ডলিকারূপত্বং গণ্ডয়োঃ স্থিধানস্থলত্বং অধরসুধয়া লোভ্যাহারত্বং হসিতাবলোকস্য বিশ্বাসজনক স্বপালিত-খঞ্জনদ্বয়বিলাসত্বং। তত্র ভুজদণ্ডযুগস্য চ দত্তাভয়ত্বমেব করপল্লবযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তাদৃশ বক্ষসশ্চ সুখচার-প্রদেশত্বমিত্যপি জ্ঞাপিতং।

অধর এবং হসিতাবলোকন রহিয়াছে, সেই এই অলকাবৃত তোমার মুখকমল দেখিয়া, অভয়প্রদ ভুজদণ্ড যুগল এবং লক্ষ্মীদেবীরও রতিজনক বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইলাম।

তথাহি—*

কাস্ত্র্যঙ্গ! তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগা পুলকান্যবিভ্রন্॥

নন্বেবং পতিব্রতাভিরুপহসনীয়া ভবিষ্যথ, তত্র সরোষ দৈন্যমাহুঃ—কা স্ত্রীতি। ত্রিলোক্যাং বর্ত্তমানা কা স্ত্রী আর্য্যচরিতাৎ স্বধর্ম্মাৎ ন চলেদপিতু সর্ব্বৈব চলেদিত্যর্থঃ। তচ্চ দেব্যো বিমানগতয় ইত্যাদিনা সূচিতং। কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘমূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন। অমৃতেতিপাঠান্তরে কলপদং যদমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী। কলেতি পদেতি প্রতিপদমপি তাদৃশং বোধয়ন্তি। আয়তেতি তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য নির্ব্বন্ধং বোধয়ন্তি স্বেষাঞ্চ ধৈর্য্যোণাপি তৎকালক্ষেপং বারয়ন্তি পাঠান্তরে তস্যালৌকিকস্বাদুত্বং ব্যঞ্জয়তি। তত্রাদর্শন এবং বার্ত্তা দর্শনেঽপি তথৈবেত্যেবং সর্ব্বতো মার এবেতি সভয়মিবাহুত্রৈলোক্যেতি। ত্রৈলোক্যস্য উর্দ্ধাধোমধ্যবর্ত্তমানযাবল্লোকস্য সৌভগং সৌভাগ্যং জনপ্রিয়ত্বং সৌন্দর্য্যং বা যস্মিন্ যদন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ। তদিদং প্রত্যক্ষবর্ত্তমানমিত্যন্যথাত্বং নিরস্তং। যদ্বা ইদমেতাদৃশ ধর্ম্মমসাধারণমিত্যর্থঃ। নিরীক্ষ্যেতি যস্য শ্রবণাদিনাপি মোহঃ স্যাদিতি কৈমুত্যং বোধয়ন্তি কা স্ত্রীতি। যত্র পুরুষা অপি স্বয়ং ভগবানপি মুহ্যেয়ুরিতি ভাবঃ। শক্র সর্ব্বপরমেষ্ঠী পুরোগা ইতি বক্ষ্যমাণাৎ বিস্মাপনং স্বস্য চেতি তৃতীয়োক্তেশ্চ। অহো! অস্তু তাবত্তাদৃশ সারাসারবিদাং তেষাং বার্ত্তা যদ্যাভ্যাং বেণুগীতরূপাভ্যাং গবাদয়োঽপীতি। অনেন লোকেষ্বপি ভিরিত্যাক্তোত্তরং।

গোপীগণ কহিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! ত্রিলোকীতে এতাদৃশী স্ত্রী কে আছে যে, তোমার অমৃতময় বেণুর কলগীতে বিমোহিত হইয়া এবং ত্রৈলোক্যে নিখিল সৌন্দর্য্য যাহাতে অন্তর্ভূত হইয়াছে, তোমার তাদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? স্ত্রীদিগের কথা দূরে থাকুক, যে বেণুগীত শ্রবণ এবং রূপ দর্শন করিয়া গো, দ্রুম, পক্ষী এবং মৃগগণ পুলকিত হয়।

* তত্রৈব উনত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ।

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদিগণ॥
পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা, চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥

তথাহি—*

যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

হরি শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ॥

তথাহি—‡

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

তবে করে ভক্তি-বাধক কর্ম্ম অবিদ্যানাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ॥
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ॥

পাকাদ্যর্থং প্রজ্জ্বলিতোঽপ্যগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মসাৎ করোতি, তথা রাগাদিনা কথঞ্চিন্মদ্বিষয়া সতী ভক্তিঃ সমস্তপাপানীতি ভগবানপি স্বভক্তিমহিমাশ্চর্য্যেণ স্বযোধয়তি অত উদ্ধব বিস্ময়ং শৃণ্বিতি।

পাকাদির জন্য প্রজ্জ্বলিত অনল যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, হে উদ্ধব! সেইরূপ মদ্বিষয়িনী ভক্তি সমস্ত পাপরাশিকে নিঃশেষে দগ্ধ করে।

---

* পূর্ব্বশ্লোকস্য চতুর্থঃ পাদঃ।

‡ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর! শৃণ্বতাং তে,
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গ! তাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥

পরমকুলীনকন্যাদিত্বাৎ প্রথমতঃ স্বয়ং তাদৃশসন্দেশে প্রাপ্তাং লজ্জাং সর্ব্বথামেব তদ্‌গুণরূপসমাকৃষ্টতা সামান্যে ন্যবৃণ্বতী দুর্ব্বারং ভাবং ব্যঞ্জয়তি শ্রুত্বেতি। হে ভুবনসুন্দর! ভুবনেষু পরমবৈকুণ্ঠপর্য্যন্তেষু প্রাকৃতাপ্রাকৃত লোকেষু প্রকৃত্যাচাপ্রকৃত্যাচ শোভমান সর্ব্বাকর্ষক মাধুর্য্যেত্যর্থঃ। তত্রাপি হে অচ্যুত! নিত্যমেব তাদৃশ তব প্রকৃতি শোভাভূতানাং গুণানামাকৃতি শোভা-ভূতানাং রূপাণাঞ্চ স্বরূপাভিন্নত্বাদিতি ভাবঃ। এতদ্বিরোধি বিষয়ৈব শ্রুত্বা গুণা-নিতি রূপমিতি চ গুণরূপে এবোক্তে নতু স্বরূপমপি তদ্বৎ পৃথগিতি তদেবং ভুবন সুন্দরাদিত্ব মুৎপত্তিতএব তস্যাঃ স্ফুরতীত্যায়েয়ং। লক্ষীত্বেন প্রাচীন সংস্কারসম্ভবাৎ শ্রবণাদি বিশিষ্টত্বেনানুক্তত্বাৎ। শ্রুত্বা গুণানিত্যাদিনা শ্রবণ বিশিষ্টত্বেন তূক্ত্যন্তরাৎ তেন পৌনরুক্ত্যাৎ আবিশতীত্যাশব্দ-স্বারস্যাচ্চ। ততঃ প্রাচীন সংস্কারতোঽশ্রুতেঽপি ত্বয়ি মম চিত্তং বিশত্যেব শ্রুতে তু বিশেষত ঃইত্যাহ তে তব গুণান্ সর্ব্বসুখদত্বাদীন্ তেষ্বেকমেকমপীত্যর্থঃ। রূপং কান্ত্যবয়ব সৌষ্ঠবঞ্চ শ্রুত্বা শ্রবণ পথপ্রাপ্তি-মাত্রেণ বিশেষতোঽন্তর্ভূয় মম চিত্তং ত্রপারহিতং সং ত্বয়ি আসম্যক্ অনুসন্ধানান্তররাহিত্যেন বিশতি মগ্নং ভবতি কুলীনকন্যায়া-স্তাবদসঙ্গতং পুরুষং মনসাপি প্রবেষ্টুং ত্রপা জায়তে। তত্র তু সা ত্যক্তৈব, সম্প্রতি সাক্ষাদপি প্রার্থনং ক্রিয়তে অহো! সোঽয়ং তব সর্ব্বাকর্ষণ স্বভাব এবেতি, মম বা কো দোষ ইতি ভাবঃ। নমু, স্বমনঃ সংযম্যতাং তত্রাপ্যাহ অচ্যুতেতি ত্বমপি তস্মাচ্চ্যুতো ন ভবসি কথমপি ত্যক্তুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। তদেবং ত্বয্যেবং নিবেদয়িতুং যুক্তমিতি চ সর্ব্বাকর্ষকতা ব্যঞ্জক সর্ব্বসুখদত্ব পুরস্কৃতান্ গুণানেব

হে ভুবন-সুন্দর! হে অচ্যুত! কর্ণবিবর দ্বারা শ্রোতৃবর্গের অন্তরে প্রবেশ করিয়া নিখিল তাপ হরণ করে, তোমার সেই গুণসমূহ, এবং চক্ষু-

* তত্রৈব দ্বিপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে ঊনত্রিংশশ্লোকঃ।

বংশীগীতে রূপে হরে লক্ষ্যাদির মন।

তথাহি—*

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব ! বিদ্মহে,
তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥

বিশিংসতী তদেকরতেঃ স্বস্যাকর্ষণাদৌ কৈমুত্যমাপাদয়তি—শৃণ্বতামিতি। শ্রবণে ন্দ্রিয়-যুক্ত-মাত্রাণাং তত্রাপি শ্রোতুং প্রবৃত্তমাত্রাণামিত্যর্থঃ। কর্ণ বিবরৈরিতি তেষাং বিবরাত্মকত্বাৎ গুণানাঞ্চ শব্দবাহনত্বাৎ পুরুষপ্রযত্নাভাবেঽপি তদ্দ্বার স্বতএব নিঃশেষেণ প্রবিশ্যান্তরমবগাহ্য তাপমাত্রং হরতঃ তচ্ছীলানিত্যর্থঃ। তাঃ শ্রুত্বা মম চিত্তং ত্বয্যাবিশতি। অহো! যোঽসাবেক এব তাদৃশানামস্থানা গুণানামাশ্রয়ঃ। স এব সাক্ষাদেবাশ্রয়িতুং যোগ্য ইত্যৌৎসুক্যেন সদা চিন্তয়তি তথা তাদৃশে অনন্যরতাবত্যন্তাযুক্তত্বাৎ। কথঞ্চিজ্জাতমপিতাপং শীঘ্রমেব যে হরিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্য বর্দ্ধয়তীতি স বিশেষার্থঃ। এবং গুণানিতি প্রকৃত্যা শোভ মানতা ব্যঞ্জিতা। আকৃত্যা রূপমিতি পূর্ব্ববত্তদপি বিশিনষ্টি—দৃশামিতি। দৃগিন্দ্রি মাত্র যু[illegible]নাং যাদৃশস্তাসামখিলার্থস্য লাভঃ সর্ব্বমাধুর্য্যস্যানুভবো যস্মিন্ তদস্তূর্ণ ইত্যর্থঃ। অতঙ্[illegible]বনাভূতানামাক্ষ্যানির্বিশেষত্বৈবেতি ভাবঃ। তচ্চ শ্রুত্বা মম চিত্ত ত্বয্যাবিশতি সদৈব সাক্ষাদনুভবিতুং বাঞ্ছতীতি সবিশেষার্থঃ। রূপস্য পশ্চাদুক্তি স্তদহো চক্ষুর্মাত্রগম্যমপি সাক্ষাদিবানুভবামীতি ক্রমেণ নিজভাবোৎকর্ষজ্ঞাপ নায় তথারূপস্য চক্ষুষানুভবঃ স্যাদিত্যধিকজ্ঞাপনায় চ। অতএব গুণানা তাপহরত্বমেবোক্তং রূপস্য তু অখিলার্থ লাভত্বমিতি। শ্রুত্বা গুণানিত্যেতাবছক্ত বাক্যমসমাপ্যৈব ভুবন-সুন্দরেতি সম্বোধনমত্যন্তবৈবশ্যেন। এবমচ্যুতেতি চ অত্র পত্যুর্নামগ্রহণমেতাদৃশনাম্নো মহিমাধিক্যায় দোষায়েতি।

মানুষগণের চক্ষু যাহাতে সমস্ত মাধুর্য্য আস্বাদন করে, তোমার তাদৃশ রূপরাশি শ্রবণ করিয়া আমার মন লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তোমাতে আবিষ্ট হইতেছে।

* তত্রৈব ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে দৃষ্ট।

চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।
'হরি' শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ ॥
'অপি' 'চ' দুই শব্দ হয়ত অব্যয়।
যেই অর্থে লাগাইয়ে সেই অর্থ হয় ॥
তথাপি 'চ' কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে;—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোঽন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে ॥

'অপি' শব্দের মুখ্য অর্থ সপ্ত বিখ্যাত ?

তথাপি বিশ্বপ্রকাশে;—

অপি সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামাচারক্রিয়াসু চ ॥

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ কহি যাহা যে লাগয় ॥
ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যাঁর সম ॥

তথাহি—*

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥

বৃহত্ত্বাদিতি। বৃহত্ত্বাৎ সর্ব্বগতত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ কারণতয়া সংবর্দ্ধকত্বাচ্চ যদ্রূপং তদ্‌ব্রহ্ম সংজ্ঞিতমিতি।

একতরের প্রাধান্যে, সমাহারে, পরস্পরার্থ প্রাধান্যে, সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে, পাদপূরণে এবং অবধারণার্থে চ শব্দের প্রয়োগ হয়।

সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয় যুক্ত পদার্থ, এবং কামচার ক্রিয়া এই সকল অর্থে অপি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যিনি সর্ব্বগত এবং কারণরূপে সকলের সম্বর্দ্ধক তাঁহার নাম ব্রহ্ম।

---

* বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশাধ্যায়ে সপ্তপঞ্চাশত্তমঃ শ্লোকঃ।

সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন্॥

তথাহি—*

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

সেই অদ্বয় তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
যাঁহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন্॥

তথাহি—‖

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥

আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব-স্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥

তথাহি—¶

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ॥

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ॥
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, প্রকাশে॥

আততত্বাদিতি। আততত্বাৎ ব্যাপকত্বাৎ মাতৃত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণকর্তৃত্বাচ্চ পরম আত্মা হরিঃ। হি প্রসিদ্ধৌ॥

সর্ব্বব্যাপক এবং সকলের প্রমাপক হরিই পরমাত্মাশব্দবাচ্য।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ৩, পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
‖ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদ ১৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
¶ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টচত্বারিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

'ব্রহ্ম' আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়ি-বৃত্তে নির্ব্বিশেষ রন্তর্যামী কয়॥
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে॥
রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।
স্বয়ং-ভগবত্ত্বে প্রকাশে দুইত স্বরূপ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়।

তথাহি—¶

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠকে যায়॥

তথাহি—‡

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা,
দূরেযমাহ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।

কীদৃশস্তদ্বৈকুণ্ঠমিত্যাহ যচ্চেতি। যচ্চ ন উপরিস্থিতং ব্রজন্তি কে অনিমিষাং
...গণানধীনানাং ঋষভঃ শ্রেষ্ঠো হরি স্তস্যানুবৃত্ত্যা দূরে যমো যেষাং। যদ্বা দূরে

যাঁহারা কদাচ কাল প্রভাবের আয়ত্ত হন্ না, শ্রীহরি সেবা করিয়া, যাঁহারা
...কে দূরে উৎসারিত করিয়াছেন' যাঁহাদিগের কারুণ্যাদি স্বভাব আমাদিগের

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ৩১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
¶ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ২৪৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
‡ শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে পঞ্চবিংশশ্লোকঃ।

ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম, সর্ব্বকাম, মোক্ষকাম আর ॥

তথাহি—*

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ॥
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥

বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥
অজাগল স্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥

কৃতযমনিয়মাঃ। দূরেঽহমিতি পাঠে দূরীকৃতাহঙ্কারা ইত্যর্থঃ। স্পৃহ
কারুণ্যাদি শীলং যেষাং তে। কিঞ্চ ভর্ত্তুর্হরের্যৎ সুযশস্তস্য মিথঃ কথনে যো
রাগস্তেন বৈক্লব্যং বৈবশ্যং তেন বাষ্পকলা তয়া সহ পুলকীকৃতমঙ্গং যেষাং
যথা ন উপরীতি ব্রজতাং বিশেষণং নিরহঙ্কারত্বাদস্মত্তোঽপি যেঽধিকাস্তে
ব্রজন্তীত্যর্থঃ।

বাঞ্ছনীয়, এবং যাঁহারা পরস্পর নিজ প্রভু ভগবানের উপাদেয় যশোরা
কীর্ত্তনে অনুরাগভরে বিবশ হইয়া, অশ্রুর সহিত পুলক ধারণ করেন, তাঁহার
আমাদিগকে উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সক্ষম।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশমশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ২২ পরিচ্ছেদে ২৮৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

তথাহি—*

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ। ॥

আর্ত্ত, অর্থার্থী, দুই সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু' জ্ঞানী, দুই মোক্ষকাম মানি ॥
এই চারি সুকৃতী হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি মাগে শুদ্ধ ভক্তিদান ॥
সাধু ভক্তসঙ্গ, কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥

তথাহি—¶

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনং ॥

তর্হি ত্বাং কে প্রপদ্যন্তে, তত্রাহ—চতুর্ব্বিধা ইতি। সুকৃতিনঃ সুপণ্ডিতাঃ স্ববর্ণাশ্রমোচিত-কর্ম্মণা মদেকাঙ্ক্ষিভাবেন চ সংপন্না জনা মাং ভজন্তে। তে চ চতুর্ব্বিধাঃ। তত্রার্ত্তঃ শত্রুক্লেশাত্ত্যাপদ্‌গ্রস্তস্তদ্বিনাশেচ্ছুর্গজেন্দ্রাদিঃ। জিজ্ঞাসুঃ বিবিক্তাত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছুঃ শৌনকাদিঃ। অর্থার্থী রাজ্যাদিসংপদিচ্ছুর্ধ্রুবাদিঃ। জ্ঞানী শেষত্বেন স্বাত্মানং শেষিত্বেন পরমাত্মানঞ্চ মাং জ্ঞাতবান্ শুক-সনকাদিঃ। এষার্ত্তাদয়ঃ সকামাঃ, জ্ঞানী তু নিষ্কামঃ আর্ত্তার্থিনোঃ পরত্র জিজ্ঞাসুতা সম্পত্তয়ে তয়োরন্তরালে জিজ্ঞাসোরুপন্যাসঃ।

তেষাং শ্রীকৃষ্ণবিরহাসহনং কৈমুতিকন্যায়েনাহ—সৎসঙ্গেতি। সতাং সঙ্গা°

হে ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতী জন আমাকে ভজনা করিয়া থাকে।

সৎসঙ্গ প্রভাবে যিনি পুত্রাদিরূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধি-

---

* শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকঃ।

¶ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকঃ।

'দুঃসঙ্গ' কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

তথাহি—*

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি-কৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র, কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

'প্র' শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥
সকামভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছায় পিধান॥

তথাহি—†

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং॥

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণকৃপা ভক্তির স্বভাব।
এই তিন সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণভাব॥

মুক্তোন্মুক্ত পুত্রাদিবিষয়ো দুঃসঙ্গো যেন সঃ। সদ্ভিঃ কীর্ত্ত্যমানং রুচিরং যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যশঃ সকৃদপি আকর্ণ্য সত্ত্বসঙ্গং ত্যক্তুং নোৎসহতে ন ত্যক্তুং শক্নোতি।

মানজন সাধুকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান রুচিকর ভগবদ্‌যশঃ একবার শ্রবণ করিয়া, আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে সক্ষম হন্ না।

---

* তত্রৈব প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ২৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
† শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলায় ২২ পরিচ্ছেদে ৬৮৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব॥
শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি এই কহিল আভাস।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ॥
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার।
কেবল ব্রহ্ম-উপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর॥
কেবল ব্রহ্ম-উপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময় আর প্রাপ্ত ব্রহ্মালয়॥
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত ব্রহ্মালয়॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন॥

তথাহি—*

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। ইতি।

মুক্তা অপীতি। কেচন ভজনবিশেষ ভাগ্যবন্তো জ্ঞানোদয়েন মুক্তা অপি মুক্তিসুখমনুভূয়াপি প্রাক্তন-ভজনবিশেষ-সংস্কারেণ ততোঽপ্যধিক সুখমনুভবিতুং লীলয়া বিগ্রহং শরীরং কৃত্বা নিত্যপার্ষদতয়েত্যর্থঃ। ভগবন্তং ভজন্তে সেবন্তে।

ভজনবিশেষ ভাগ্যশালী কতিপয় জীব, জ্ঞানোদয়ে মুক্ত হইয়া অর্থাৎ মুক্তি সুখ অনুভব করিয়াও, তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ অনুভব করিবার নিমিত্ত, লীলাবশতঃ পার্ষদ দেহ ধারণ করতঃ ভগবান্‌কে সেবা করিয়া থাকেন।

---

* শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং ধৃতা ভাষ্যকৃতাং ব্যাখ্যা।

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
সনকাদ্যে কৃষ্ণ কৃপা সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥

তথাহি—*

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥

ব্যাস কৃপায় শুকদেব লীলাদি শ্রবণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥

তথাহি—‡

হরে র্গুণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যাগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥

তমেবার্থং শ্রীশুকস্যাপ্যনুভবেন সংবাদয়তি—হরেরিতি। শ্রীব্যাসাদেব যৎকিঞ্চিৎ শ্রুতেন গুণেন পূর্ব্বমাক্ষিপ্তা মতির্ব্রহ্মানন্দানুভবো যস্য সঃ। পশ্চাদধ্যাগাৎ। মহৎ বিস্তীর্ণমপি। ততশ্চ তৎ সঙ্কথাসৌহার্দ্দেন নিত্যং বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়া যস্য তথাভূতো বা তেষাং প্রিয়ো বা স্বয়মভবদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ পূর্ব্বং তাবদয়ং গর্ভমারভ্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বৈরিতয়া মায়ানিবারকত্বং জ্ঞাতবান্। ততঃ স্বনিয়োজনয়া শ্রীব্যাদেবেনানীতস্য দর্শনান্নিবারণে সতি কৃতার্থম্মন্যতয়া স্বয়মেকান্তমেব গতবান্। তত্র শ্রীব্যাসদেবস্তু তং বশীকর্তুং

সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্ত যাঁহার অতীব প্রিয়, সেই ভগবান্ শুকদেব গোস্বামী

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকঃ।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলার ১৭ পরিচ্ছেদে ৪৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকঃ।

নব যোগেশ্বর জন্ম হইতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তি বিবরণ॥

তথাহি—*

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং,
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুর-সঙ্গমায় রঙ্গ,
যোগেন্দ্রাঃ পুলকভৃতো ন বাপ্যবপুঃ॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর॥

তদনুসাধনং শ্রীভাগবতমেব জ্ঞাত্বা তদ্গুণাতিশয় প্রকাশময়াংস্তদীয় পদ্যবিশেষান্ কথঞ্চিৎ শ্রাবয়িত্বা তেন তমাক্ষিপ্তমতিং কৃত্বা তদেব পূর্ণমধ্যাপয়ামাসেতি শ্রীভাগবত-মহিমাতিশয়ঃ প্রোক্তঃ।

অক্লেশামিতি। শ্রুতিজ্ঞা বেদপারগা নবাপি যোগেন্দ্রা-ঋষভ-দেব-পুত্রাঃ কবিপ্রভৃতয়ো নব ভ্রাতরঃ অক্লেশাং অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাস্তদভাববতীং কমলভুবো ব্রহ্মণো গোষ্ঠীং সভাং প্রবিশ্য শ্রুতিশিরসাং গোপালতাপন্যাদ্যুপনিষদাং শ্রুতিং শ্রবণং কুর্ব্বন্তো পুলক ভৃতো লোমাঞ্চিত কলেবরাঃ সন্তো যদুপুরং সঙ্গমনায় দ্বারকাং গন্তুমিত্যর্থঃ। উত্তুঙ্গং সাতিশয়রঙ্গং উৎকণ্ঠামিতি যাবৎ অবাপুঃ প্রাপ্তবন্তঃ।

হরিগুণ শ্রবণে আক্ষিপ্তচেতা হইয়া, এই বিস্তীর্ণ আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিধ ক্লেশ-বর্জ্জিত ব্রহ্মার সভায় বেদার্থবেত্তা নব যোগেন্দ্র উপস্থিত হইয়া উপনিষদ্ শ্রবণ করিতে করিতে নয় ভ্রাতাই পুলক ধারণ করতঃ, কৃষ্ণ দর্শনার্থ যদুপুর গমনে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাং সপ্তমশ্লোকঃ।

মুমুক্ষু অনেক জগতে সাংসারিক জন।
মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন॥

তথাহি—*

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণ ভজনেচ্ছা করায় মুমুক্ষা ছাড়ায়॥

তথাহি—‡

অহো! মহাত্মন্! বহুদোষদুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন, সুখাবহেন,
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা॥

নবস্থান্ ভৈরবাদীন্ দেবানপি কেচিদ্ভজন্তো দৃশ্যন্তে, সত্যং যতন্তে সকা
কিন্তু মুমুক্ষবোঽপাস্থায় ভজন্তে কিমুত তত্তদ্ভোকপুরুষার্থাঃ ইত্যাহ—মুমু
: ইতি। মুমুক্ষবো মুক্তিকামা ঘোররূপান্ রজস্তমোগুণাবিষ্টান্ ভূতপতী
পিতৃপ্রজেশাদীনামুপলক্ষণং পিতৃভূত প্রজেশাদীন্ হিত্বা পরিত্যজ্য অনসূয়
দেবতান্তরানিন্দকাঃ সন্তঃ শান্তাঃ শুদ্ধসত্ত্বরূপা নারায়ণস্য কলা অবতারান্ ভজন্তি
অহো ইতি। অহো আশ্চর্য্যে। হে মহাত্মন্! এষ ভবঃ সংসারো বহ
দোষৈ দুষ্টোঽপি সুখাবহেন সৎসঙ্গমাখ্যেন একেন গুণেন ভাতি সন্ধান্ দোষ

---

* মুমুক্ষুগণ, ঘোরস্বভাব পিতৃগণ, ভূতগণ এবং প্রজাপতি প্রভৃতিকে পরিত্য
পূর্ব্বক, অসূয়াশূন্য অর্থাৎ দেবতান্তরের অনিন্দক হইয়া শান্ত স্বভাব নারায়
কলার ভজনা করিয়া থাকেন।

হে মহাত্মন্! এই সংসার বহুদোষে দুষ্ট হইলেও সুখাবহ সৎসঙ্গরূপ এ

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকঃ।

‡ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং ধৃতোঽয়ং
হরিভক্তিসুধোদয়স্য প্রথমাধ্যায়ীয়পঞ্চাশত্তমঃ শ্লোকঃ।

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষু ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন॥
কৃষ্ণের দর্শনে কারও কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায়॥

তথাহি—*

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত! চিরং কালঃ॥

জীবন্মুক্ত অনেক, সেহ দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গেই গুণে কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে॥

তিরস্কৃতা প্রকাশত ইতি ভাবঃ। যেন গুণেনাদ্য নোঽস্মাকং মুমুক্ষা মুক্তীচ্ছা কৃশীকৃতা বিলীনেত্যর্থঃ।

অস্মিন্নিতি। সুখঘনা ঘনীভূতানন্দরূপা মূর্ত্তির্যস্য তথাভূতে অস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণঃ রূপে পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে যদুপুর্য্যাং স্ফুরতি সতি আত্মারামতয়া বয়মাত্মারামা ইত্যভিমানেন মে মম চিরমিত্যব্যয়ং কালবিশেষণং কালো বৃথা গতঃ। যদ্বাত্মস্বেব সুখমঙ্গীকৃতং তন্মাত্মা কিন্ত্বয়মেবেত্যভিপ্রায়ঃ।

গুণ সকল দোষ আবরণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, যে গুণ অদ্য আমাদিগের প্রবলতর মুমুক্ষাকে বিনাশ করিল।

এই আনন্দঘন মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজধানী দ্বারকানগরে স্ফুরিত থাকিতে আত্মারাম এই অভিমানে আমার চিরকাল অনর্থক গত হইয়াছে।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শান্তভক্তিলহর্য্যাং ত্রয়োদশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

তথাহি—§

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

তথাহি—‖

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ,
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন,
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায়॥

তথাহি—¶

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥

মুক্তিরিতি। অন্যথারূপং অবিদ্যয়াধ্যস্তং দেহাদিকং। হিত্বা স্বরূপেণ পরমাত্মৈকং শেষত্বেন ব্যবস্থিতিঃ মুক্তিঃ।

অবিদ্যা কর্ত্তৃক আরোপিত দেহাদিতে অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাংশরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলে।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৭৮৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

§ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ১৯০ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

‖ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১০ পরিচ্ছেদে ৩১৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

¶ শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকঃ।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-দোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ-ভক্তি হৈতে মায়া মুক্ত হয়॥

তথাহি—*

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

তথাহি—†

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।

তথাহি—‡

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো!
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥

তথাহি—§

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন,
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
‡ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬৮১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
§ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬৮৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

তথাহি—*

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥

তবে মুক্ত পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥

তথাহি—§

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ চকার ইহা অপির অর্থ হয়॥
'আত্মারামাশ্চ' অপি করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি
'মুনয়ঃ সন্ত' ইতি কৃষ্ণ-মননে আসক্তি॥
'নির্গ্রন্থাঃ' অবিদ্যাহীন, কেহ বিধি হীন।
যাঁহা যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন॥
'চ' শব্দে কার যদি ইতরেতর অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকারে লুপ্ত হয়॥
এক আত্মারাম শব্দ অবশেষে রহে।
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে ;—

স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ॥

স্বরূপাণামিতি। একবিভক্তৌ যানি স্বরূপাণি :সমানরূপাণ্যেব দৃষ্টা

এক বিভক্তিতে সমানরূপ শব্দ দৃষ্ট হইলে, তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র শ

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬৮২ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
§ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ৭৮১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

তবে যে চকারে সেই সমুচ্চয় কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণকে ভজয় ॥
"নির্গ্রন্থা অপি" এই অপি সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে ॥
অন্তর্যামী-উপাসক আত্মারাম হয়।
সেই আত্মারাম যোগী দুই ভেদ হয় ॥
সগর্ভ, নির্গর্ভ, এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥

তথাহি—†

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে,
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ,
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥

তেষামেক এব শিষ্যতে। উক্তার্থানামপ্রয়োগো ভবতি। যথা রামশ্চ রামশ্চরামা রামা ইত্যত্র উত্তররামশব্দ এব শিষ্যতে তেন রামা ইতি।

তামেবং ধারণাং সবিশেষমাহ—কেচিদিতি। কেচিদ্বিরলাঃ স্বদেহস্যান্তর্মধ্যে যৎ হৃদয়ং তত্র যোঽবকাশস্তস্মিন্ বসন্তং প্রাদেশস্তর্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তারঃ স এব মাত্রা প্রমাণং তত্রোপচর্য্যতে কঞ্জং পদ্মং রথাঙ্গং চক্রং।

অবশিষ্ট থাকে, অপর শব্দের প্রয়োগ হয় না; যেমন রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা এই শব্দ মাত্র থাকে, অপর রামশব্দ দ্বয়ের প্রয়োগ হয় না।

কতিপয় মহাত্মা স্বদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশস্থ প্রাদেশ পরিমিত চতুর্ভুজ এবং পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদাধারী পুরুষকে ধারণায় স্মরণ করিয়া থাকেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ।

তথাহি—*

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো,
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে॥

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার॥

তথাহি—†

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

এবং হরাবিতি। এবং পূর্ব্বোক্ত-যোগমিশ্রভক্ত্যনুষ্ঠানেন হরৌ প্রতিল ভাবো যেন সঃ। তত্র লিঙ্গং ভক্ত্যাদি। ভক্ত্যা শ্রবণাদিনা দ্রবৎ হৃদয়ং যস্য প্রমোদাদুদ্গতানি পুলকানি যস্য সঃ। ঔৎকণ্ঠপ্রবৃত্তয়া অশ্রুকলয়া মুহুরর্দ্যা আনন্দ সংপ্লবে নিমজ্জমানঃ। অপি এবমপি তচ্চ ধ্যেয়-মধুরত্বস্যাভাবেন তাদৃশ পরঞ্চ তস্য চিত্তং বিযুঙ্‌ক্তে ইত্যুক্তমপি ভবতি যেন যোগাঙ্গতয়া ভক্তিরনুষ্ঠি তস্মাৎ কৈবল্যেচ্ছা কৈতবদোষাদিতি ভাবঃ। যথোক্তং—'ধর্ম্ম প্রোজ্ঝি কৈতবোঽত্র' ইত্যত্র প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধেরপি কৈতবত্বং, অতএব ব শব্দেন কাঠিন্যং অরসবিত্বং কৌটিল্যং দাম্ভিকত্বং অর্থমাত্রসাধনত্বঞ্চ ব্যঞ্জিত শুদ্ধ-ভক্তাস্তু ন কদাচিৎ তথা তং ধ্যেয়ং ত্যজন্তি। যথোক্তং রাজ্ঞা;—ধৌতা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্ত-সর্ব্বপরক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথেতি।

নন্বেবমষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানং প্রাপ্তমিতি চেত্তত্রাহ আ

এইরূপ যোগমিশ্র-ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা যিনি হরিতে ভাব লাভ করিয়াছে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, প্রমোদভরে যাঁহার অঙ্গে পুলকে উদ্গম হয় এবং উৎকণ্ঠা প্রবৃত্ত অশ্রুকলায় যিনি আনন্দ সংপ্লবে যিনি ডুবিয়া যা তাঁহার তাদৃশ চিত্ত বড়িশও ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় বস্তু হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে।

---

* তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টবিংশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকঃ।

† শ্রীভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকঃ।

তথাহি—*

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ় স্তদোচ্যতে॥

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া॥
'চ' শব্দে অপি অর্থ ইহাও কহয়।
মুনি, নিগ্রর্ন্থ, শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয়॥
'উরুক্রমে' 'অহৈতুকী' কাঁহা কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম॥

রুক্ষোরিতি। মুনের্যোগাভ্যাসিনো যোগং ধ্যাননিষ্ঠামারুরুক্ষোস্তদারোহে কর্ম্ম-কারণং হৃদ্বিশুদ্ধিকৃত্বাৎ। তস্যৈব যোগারূঢ়স্য ধ্যাননিষ্ঠস্য তদ্দার্ঢ্যে শমো বিক্ষেপক-কর্ম্মোপরতিঃ কারণং।

যোগারূঢ়ত্বজ্ঞাপকং যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু কর্ম্মস্বপি চ যদা আত্মানন্দরসিকঃ স্বনুষজ্জতে। তত্র হেতুঃ সর্ব্বেতি। সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সংকল্পানাশক্তিমূলভূতান্ সন্ন্যাসিতুং পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ।

ধ্যাননিষ্ঠারূপ যোগপদবীতে আরোহণে অভিলাষী যোগাভ্যাসীর তদারোহণে কর্ম্মই কারণ, যেহেতু কর্ম্মের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। এবং যোগারূঢ় মুনির চিত্ত বিক্ষেপক কর্ম্মের উপরতিরূপ শমই ধ্যানদার্ঢ্যের কারণ।

যে কালে যোগাভ্যাসরত সাধক ভোগ ও কর্ম্মবিষয়ক সঙ্কল্প শূন্য হইয়া, ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি এবং তাহার সাধন কর্ম্মে অনাশক্ত হন্, সেই কালে তাঁহাকে যোগারূঢ় বলে।

---

* তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ।

আত্মা শব্দে মন কহে মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ॥

তথাহি—*

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়োদহরং।
তত উদগাদনন্ত! তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥

এবং তাবৎ সর্ব্বাত্মকে পরমেশ্বরে সর্ব্বশ্রুতি-সমন্বয়েন সম্ভজনীয়ত্বমুক্ত্বা উক্ত-নিষ্ঠয়া চ তদেব দৃঢ়ীকৃত্য ইদানীমনবগাহ্য মহিমনি প্রথমন্তাবদুপাধ্যালম্বনমুপাসনং উদরং ব্রহ্মেতি শর্করাক্ষা উপাসতে হৃদয়ং ব্রহ্মেত্যারুণয়ো ব্রহ্মা হৈব তা ই ঊর্দ্ধ্বং বোদসর্পৎ তচ্ছিরোহশ্রয়ত ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বিদধতীত্যাহ—উদরমুপাসত ইতি। ঋষিবর্ত্মসু ঋষীণাং সংপ্রদায়মার্গেষু যে কূর্পদৃশস্তে উদরালম্বনং মণিপুরকস্থং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি। শর্করাক্ষা ইতি শ্রুতিপদস্য প্রতিপদং কূর্পদৃশ ইতি, কূর্পঃ শর্করা রজো বিদ্যতে দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে তথা রজঃপিহিতদৃষ্টয়ঃ স্থূলদৃষ্টয় ইতি যাবৎ। উদরস্য হৃদয়াপেক্ষয়া স্থূলত্বাৎ। যদ্বা কূর্পং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মদৃশ ইত্যর্থঃ। তদা হৃদয়স্থং সূক্ষ্মমেবালক্ষ্য তৎ প্রবেশায় প্রথমমুদরস্থ মুপসিত ইতি ভাবঃ। আরুণয়স্তু সাক্ষাৎ হৃদয়স্থং দহরং সূক্ষ্মমেব উপাসতে। হৃদ্বিশেষণং পরিসরপদ্ধতিমিতি। পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তীতি পরিসরাঃ নাড্যস্তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণস্থানমিত্যর্থঃ। বিশেষণস্য ফলমাহ—তত ইতি। ততো হৃদয়াৎ ভো অনন্ত! তব ধাম উপলব্ধিস্থানং সুষুম্নাখ্যং পরমং শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং শিরো-মূর্দ্ধানং প্রতি উদগাৎ উৎসর্পৎ মূলাধারাদারভ্য হৃদয়মধ্যাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদগত-মিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং ধাম? যৎ সমেত্য প্রাপ্য পুনরিহ কৃতান্তমুখে মৃত্যুমুখে সংসারে ন পতন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ;—শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানম-

---

ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থূলদৃষ্টি ঋষিগণ উদরমধ্যে মণিপুরস্থ ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন, এবং আরুণি ঋষিগণ নাড়ীগণের প্রসরণে স্থান হৃদয়স্থ দহর

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ।

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী-ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হইয়া ॥
'আত্মা' শব্দে যত্ন কহে যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে নির্গ্রন্থ হইয়া ॥

তথাহি—*

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো,
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং,
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥

ভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ান্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ন্যা উৎক্রমেণ ভবন্তি ইতি। উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ হন্তি মৃত্যুভয়ং দেবো হৃদ্গতং তমুপাস্মহে।

নমু, স্বধর্ম্মমাত্রাদপি কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতেঃ, পিতৃলোকপ্রাপ্তিফলমস্ত্যেব তত্রাহ—তস্যৈবেতি। কোবিদো বিবেকী তস্যৈব হেতো স্তদর্থং যত্নং কুর্য্যাৎ, যৎ উপরি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং অধঃ স্থাবরপর্য্যন্তং ভ্রমদ্ভির্জীবৈঃ ন লভ্যতে ষষ্ঠীতু সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া, তত্তু বিষয়সুখমন্যত এব কালেন প্রাচীনকর্ম্মাবসরেণ সর্ব্বত্র নরকাদাবপি লভ্যতে দুঃখবৎ যথা দুঃখং প্রযত্নং বিনাপি লভ্যতে তদ্বৎ। তদুক্তং ;—'অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈব যান্তি দেহিনঃ। সুখান্যপি তথা মন্যে

অর্থাৎ সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপাসনা করেন। যেহেতু হে অনন্ত! সেই হৃদয় হইতে তোমার উপলব্ধি স্থান জ্যোতির্ম্ময় সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে উদ্গত হইয়াছে, যাহাকে লাভ করিলে আর এ সংসারে পতন হয় না।

ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এবং নিম্নে স্থাবর যোনি পর্যান্ত ভ্রমণ করিয়া জীবগণ যাহা লাভ করিতে পারে না, বুদ্ধিমান্ লোক তাহারই জন্য যত্ন করিবে। যত্ন না করিলেও যেমন দুঃখ আপনিই উপস্থিত হয়, তদ্রূপ যাহার বেগ কাহারই

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ

তথাহি—*

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥

'চ' শব্দ অপি অর্থে, 'অপি' অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥

তথাহি—†

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥

তথাহি—‡

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

দৈবতমত্রাতিরিচ্যত' ইতি। সর্ব্বত্র সর্ব্বযোনিষু গভীররংহসা অবনাগাহ্‌ বেগেন
তস্মাদৈহিকার্থং সুতরাং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ।

সাধনৌঘৈরিতি। আসঙ্গশব্দেন সাধন-নৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্য
সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ তস্য তাদৃশসামর্থ্যেঽপ্যন্যত্র প্রবৃত্ত্যা ন বিন্দ
আসঙ্গো নৈপুণ্যং যেষু তাদৃশৈঃ সাধনৌঘৈর্নানাসাধনৈরিত্যর্থঃ। সুচিরা
সুকালাদপি অলভ্যা বহুমশক্যা। হরিণাচাশ্বদেয়েতি। আসঙ্গেনাপি কৃ
সাধনভূতে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে সতি যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তি
জায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ। দ্বিধা সুদুর্ল্লভেতি প্রকারদ্বয়েনাপি দুর্ল্লভত্বং তস
ইত্যর্থঃ।

বুদ্ধির গোচর হয় না, সেই প্রাচীন কর্ম্ম বশতঃ নরকাদিতেও সুখের প্রাপ্তি
হইয়া থাকে; সুতরাং ঐহিকের নিমিত্ত কর্ম্ম করা উচিত হয় না।

আসঙ্গ-রহিত সাধনরাশি দ্বারা চিরকালেও লাভ করা যায় না, এবং আসঙ্গ

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্কধৃতনারদীয়ং।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ৫৯৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

† তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিনিরূপণে ত্রয়োবিংশশ্লোকঃ।

‡ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১২ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট

'আত্মা' শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত এবে হঞা করয়ে ভজনে ॥
'মুনি' শব্দে পক্ষী, ভৃঙ্গ, "নির্গ্রন্থাঃ" মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপা, সাধুসঙ্গে দুঁহার ভজন ॥

তথাহি—*

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্।
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচির-প্রবালান্,
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥

প্রায়ো বতেতি। বতেতি বিস্ময়ে। অম্বেতি অয়ং ভাবাবিষ্ট প্রমদাজন-কথ নভাবঃ। প্রায় ইতি বিতর্কে। মুনয়ঃ আত্মারামঃ শ্রীসনকাদয়োঽস্মিন্ বনে বিহগা এব বভূবুরিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োজনমাহুঃ কৃষ্ণেত্যাদিনা। কৃষ্ণেন ঈক্ষিতং ময়েবোৎপ্রেক্ষিতং কল্পিতং পূর্ব্বং তাদৃশাভাবাৎ। তেনৈবোদিতং উত্তরোত্তর-প্রকটিতগুণং ইতি বেণুগীতস্য ব্রহ্মসমাধিতোঽপ্যাকর্ষতা দর্শিতা। কলয়তি জগচ্চিত্তমাকর্ষতীতি কলং বেণুগীতং। তাদৃশমুনিত্বে লিঙ্গমাহুঃ। রুচিরপ্রবালান্ বিচিত্রোপশাখাময়ান্ দ্রুমভুজান্ বেদশাখারূপান আরুহ্য অতিক্রম্য তদভিনিবেশমপি পরিত্যজ্য মীলিতা মুদ্রিতা আচ্ছন্না দৃক্ দেহাদিজ্ঞানং যৈ স্তথাভূতা পি সন্তঃ। বিগতা অন্যেষাং কৃষ্ণব্যতিরিক্তানাং বাক্ কথাপি কিং পুনর্বিচারাদি স্তথাভূতাঃ সন্তঃ শৃণ্বন্তি।

কিলেও যাবৎ ফলভূত সাক্ষাৎ ভক্তিযোগে গাঢ় আসক্তি না জন্মে, তাবৎ হরি র্ত্তিক অদেয়; অতএব সুদুর্লভা ভক্তি দুই প্রকার।

হে অম্ব! আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর। বোধ করি এই বনে মুনিগণ পক্ষী হৈয়া অবস্থান করিতেছেন; যেহেতু ইহারা বেদশাখারূপ বিচিত্র উপশাখাময় তরুশাখা অতিক্রম অর্থাৎ অভিনিবেশ ত্যাগপূর্ব্বক, দেহাদিজ্ঞান আচ্ছাদিত এবং

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

এতেঽলিন স্তব যশোঽখিললোকতীর্থং,
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা,
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবং॥

এত ইতি শ্রীমদঞ্জুল্যা দর্শয়তি—এতেঃ অলিনঃ ভৃঙ্গাঃ। অবিশেষেণাখি
লোকানাং তীর্থং সংসারমলপাবনং ত্বদ্ভক্তি মাহাত্ম্যদ্যোতক-গুরুরূপং স্রাতব য
কীর্ত্তিং গায়ন্তঃ অনুপথং পথি পথি ভজন্তে অনুবর্ত্তন্তে ত্বাং। অনুপদমিতি প
তথৈব। তচ্চ যুক্তমেবেত্যাহ—হে আদিপুরুষেতি সদা। ত্বতঃ সর্ব্বেষাং
সেবকত্বাদিতি ভাবঃ। অত্রানুমিমীত ইব প্রায় ইতি ভবদীয়া ভবতো নানা
স্তোপাসকা যে তেষ্বপি পূর্ণস্য মদগ্রজরূপস্য ভবত উপাসকত্বান্মুখ্যা যে মুন
পরমমননিশ্চিতৈঃ তদ্রূপ ত্বদ্ভজনেন তত এবান্যত্র মৌনশীলত্বেন চানন্যা ইত
তেষাং গণাঃ অতএব শ্লেষেণ মুনয়োঽপি অনুগা যেষাং তে মুনীশ্বরা ইত্যর্থ
শ্রীব্রহ্মণাঽপি দুর্লভস্য লাভাৎ তে বনে শ্রীবৃন্দাবনে গূঢ়মস্মদ্রূপোপাসকৈরজ্ঞ
মপি অত্রৈব কচিৎ ক্রীড়াবিশেষায় নিলীয় স্থিতমপি ত্বাং ন জহতি তত্র হেতুঃ অ
দৈবমিতি ভবদীয়মুখ্যা ইতি চ অনয়োশ্চ মিথো হেতুত্বং। হে অনঘ! ন বিদ্য
ভক্তানাং অঘং যস্মিন্ সঃ হে অপরাধাগ্রাহিন্ পরমকারুণিকেতি যাবৎ। অনঘা
দৈবমিত্যেকং বা পদং। তদেবমেষামপীষ্টসিদ্ধিঃ কার্য্যেতি ভাবঃ। প্রায় ই
বিতর্কে শ্রীনারদাদিবদ্-যশোগান-পরম-রহস্য-তদন্বেষণানুগত্যাদি-সাম্যাৎ।

কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত কথা পরিত্যাগ করতঃ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বয়ং কল্পিত জগচ্চিত্তাক
বেণুগীত শ্রবণ করিতেছেন।

হে আদিপুরুষ। অখিল লোকের সংসার-মলনাশক তোমার কীর্ত্তি গ
করতঃ এই ভৃঙ্গগণ প্রতি পথে তোমার অনুবর্ত্তন করিতেছে বোধ করি তোম
ভক্তমুখ্য মুনিগণ ভৃঙ্গরূপ প্রকট করতঃ "এই বৃন্দাবনে গূঢ়ভাবে লীলাকা
পরম কারুণিক অভীষ্টদেব" একারণ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না

---

* তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠসপ্তমৌ শ্লোকৌ।

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য ! মুদা হরিণ্যঃ,
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন,
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়।
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥

তথাহি—*

সরসি সারস-হংস বিহঙ্গা-
শ্চারু গীতহৃতচেতস এত্য।

নৃত্যন্তীতি। হে ঈড্য ! স্তুতিযোগ্য। ইতি স্মিত্বা বিমুখীভবন্তমিবাগ্রজমভি মুখী করোতি। মুদেত্যস্য সর্ব্বেরপ্যনুসঙ্গঃ। অমী শিখিনো ময়ূরা নৃত্যন্তি। গোপ্য ঈক্ষণেন প্রিয়ং প্রীতিং তে তুভ্যং কুর্ব্বন্তি জনয়ন্তি। রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণ ইতি সম্প্রদানত্বং। গোপ্য ইবেতি বীক্ষণস্য সুষ্ঠুতয়া প্রেম চ সাম্যাৎ ধৈর্য্য-চাঞ্চল্যসপ্রেমত্বাদিনা তৎস্মরণাচ্চ অতএব শ্রীরামপ্রেয়স্যোহপ্যন্যা জ্ঞেয়াঃ। ইত্থং পৌগণ্ডমারভ্য তাসু তস্য ভাবোদয়ঃ সূচিতঃ। পরমতেজস্বিত্বেন পৌগণ্ড এব কৈশোরাংশাবির্ভাবাৎ তাসামপি তাদৃশত্বাৎ। সূক্তৈঃ শ্রোত্রসুখদশব্দৈঃ কোকিলগণাঃ গৃহমাগতায় অভ্যাগতায়েত্যর্থঃ। তত্তৎ কৃতং কুর্ব্বন্তি তচ্চ বাক্ চতুর্থীচ সুনৃতেতি ন্যায়েন যুক্তমেবেত্যাহ—ইয়ানিতি। ইয়ান্ হি সতাং মহতাং নিসর্গঃ স্বভাবঃ।

সরসীতি। যর্হি শ্রীকৃষ্ণঃ সন্ধিতবেণুর্ভবতি তদৈব সরসি তস্মিন্ স্থিতা যে তে সর্ব্বেঽপীত্যর্থঃ। সারসাশ্চ হংসাশ্চ বিহঙ্গাশ্চ চক্রবাকাদয়স্তেচ। চারুণা গীতেন বেণুগীতেন হৃতানি আকৃষ্টানি চেতাংসি যেষাং তে তদ্গীতাভিমুখমেত্য আগত্য

হে সুযাহি ! পরমানন্দে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, গোপীদিগের ন্যায় হরিণী গণ বীক্ষণ দ্বারা এবং কোকিল সকল কর্ণসুখপ্রদ শব্দ দ্বারা নিজ গৃহাগত তোমার প্রীতি সংপাদন করিতেছে, যেহেতু সাধুগণের স্বভাবেই এই অতএব বৃন্দাবনবাসী ইহারাই ধন্য।

হে সখি ! যে কালে শ্রীকৃষ্ণ অধরে বেণু সন্ধান করেন, তৎকালে সরোবরস্থ

---

* তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকঃ।

হরিমুপাসত তে যতচিত্তা,
হন্ত! মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥

তথাহি—*
কিরাত-হূনান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

কিম্বা 'ধৃতি' শব্দে নিজ পূর্ণতাদি জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয়॥

হরিং মনোহর স্বভাব তয়া তথা প্রসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং উপলক্ষীকৃত্যাসত। তে অনন্তাঃ সুখবিহার-পরা অপি। যদ্বা পরম-ভাগধেয়াঃ। তত্র তেষামানন্দ মূর্চ্ছা যাহর্যত চিত্তা ইত্যাদিনা। হন্ত খেদে। তথা নিজাভীষ্ট লাভাদ্ বিস্ময়ে বা হরিমিতি পূর্ব্ববদ্দৃষ্টান্তগর্ত্তঃ শ্লেষঃ ততঃ পক্ষে হরিং বিষ্ণুং উপাসত অতএব উপাসনা লক্ষণং যতেত্যাদি।

তদাশ্রিতানাং পাপজীবানামপি পরমশুদ্ধৌ হেতুত্বং দর্শয়ন্নাহ কিরাতেতি। কিরাতাদয়ো যে পাপজাতয়ঃ অন্যেচ যে পাপরূপাঃ। যদপাশ্রয়া বৈষ্ণবাস্তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ শুধ্যন্তি। অসম্ভাবনাশঙ্কাং পরিহরতি প্রভবিষ্ণবে প্রভবণশীলায়।

সারস, হংস এবং অন্য পক্ষিগণ মনোহর বেণুগীত কর্ত্তৃক আকৃষ্টচেতা হইয়া চিত্ত সংযম, নয়নমুদ্রণ এবং মৌন ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন।

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন এবং খস প্রভৃতি পাপজাতি, ও যাহারা কর্ম্মদোষবশত পাপাত্মা তাহারাও যে ভাগবতগণের আশ্রয় করিয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করে, সেই প্রভাবশালী ভগবানকে প্রণাম।

---

* তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ॥

কৃষ্ণপ্রেম দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর হীন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবাপূর্ণানন্দ প্রবীণ॥

তথাহি—†

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতং॥

তথাহি—‡

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥

ধৃতিরিতি। জ্ঞানেন ভগবদনুভবেন তথা ভগবৎসম্বন্ধেন যো দুঃখাভাবস্তেন তথা উত্তমস্য ভগবৎ সম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্নঃ প্রাপ্ত্যা চ যা পূর্ণতা মনসোঽচাঞ্চল্যং সা ধৃতিরিত্যর্থঃ। অপ্রাপ্তস্য অতীতস্য নষ্টস্যচ বিষয়স্যচ অনভিশোচনং অভিশোচনাভাবং করোতীতি সঃ।

হৃষিকেশইতি। যস্য হৃষীকেশে সর্ব্বনিয়ন্তরি ভগবতি হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি স্থৈর্য্যং স্থিরভাবং গাঢ়াশক্তিমিতি যাবৎ গতানি যাতানি। জীবো জীবনং তদ্বৎ চঞ্চলে ক্ষণভঙ্গুরে ইতি যাবৎ সংসারে সএব ধৈর্য্যং নিশ্চলভাবমাপ্নোতি।

জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং উত্তমপ্রাপ্তি নিবন্ধন পূর্ণতা অর্থাৎ মনের অচাঞ্চল্যকে ধৃতি বলে। অপ্রাপ্ত অতীত এবং নষ্টবিষয়ের শোচনাভাব প্রভৃতি তাহার অনুভাব।

যাহার ইন্দ্রিয়বর্গ ভগবানে গাঢ়াশক্ত, সেই ব্যক্তিই এই ক্ষণভঙ্গুর চঞ্চল সংসারে ধৈর্য্য লাভ করে।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং ষষ্টিতমশ্লোকঃ।

† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১১৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

‡ শ্রীগোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ।

'চ' অবধারণে ইহা 'অপি' সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খচয়ে॥
আত্মা শব্দে 'বুদ্ধি' কহে, বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ, নির্গ্রন্থ মূর্খ আর॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ পায়॥

তথাহি।—*

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

চতুঃশ্লোক্যা পরমৈকান্তিনাং ভক্তিং ব্রুবন্ তস্যা জনকং পোষকঞ্চা[illegible] যাথার্থ্যং তাবদাহ—অহমিতি। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণোঽহং সর্ব্বস্যাস্য বিধিরুদ্রপ্রমুখ প্রপঞ্চস্য প্রভবো হেতুঃ। এবমেবাথর্ব্বসু পঠ্যতে ;—যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণ ইতি। অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময় প্রজাঃ সৃজেয়েত্যুপক্রম্য নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়ে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশরুদ্র জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা ইত্যাদি। এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণো বোধ্যঃ। ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র ইত্যাদ্যাস্তরপাঠাৎ। তদাহুরেকো বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নী সোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তরস্থস্য যত্রচ্ছান্দোগ্যৈঃ ক্রিয়মাণাষ্টকাদিসংজ্ঞকা স্তুতিঃ স্তোম স্তূয়তে ইত্যাদ্যুপক্রম্য প্রধানাদিসৃষ্টিমভিধায় অথ পুনরেব নারায়ণঃ সোঽন্য কামো মনসা ধ্যায়ত তস্য ধ্যানান্তরস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যন্তপো বৈরাগ্যমিতি। তত্র চতুর্মুখো জায়ত ইত্যাদি চ।

আমিই ব্রহ্মরুদ্রাদি প্রভৃতি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুসমূহের উৎপত্তি স্থান

---

* শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ।

তথাহি—*

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা,
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

ঋক্ চ যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধামিত্যাদি। মোক্ষধর্ম্মে চ;—প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতাবিতি। বারাহে চ;—নারায়ণঃ পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ। তস্মাদ্রুদ্রোঽভবদ্দেবঃ সচ সর্ব্বজ্ঞতাং গত ইতি। এবঞ্চ মদিতর নিখিলোপাদান-নিমিত্ত-ভূতোঽহমিত্যুক্তং। যৎ মম্মৎসম্ভূতং তৎ সর্ব্বং মত্তঃ প্রবর্ত্ততে মদধীনপ্রবৃত্তিকমিতি। মদন্তর্নিখিলনিয়ন্তা চাহমিত্যুক্তং। ইতি মত্বা মমেদৃশত্বং সদ্গুরুমুখান্নিশ্চিত্য ভাবেন প্রেম্না সমন্বিতা সন্তো বুধাঃ প্রশস্তবুদ্ধিমন্তো মাং ভজন্তে।

কিং বহুনা সৎসঙ্গেন সর্ব্বে বিদন্তীত্যাহ—তে বৈ ইতি। অদ্ভুতাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসা যস্য হরে স্তৎপরায়ণাস্তদ্ ভক্তাস্তেষাং শীলে শিক্ষা যেষাস্তে তথা যদি ভবন্তি তর্হি স্ত্রী শূদ্রাদয়ঃ পাপজীবাঃ স্বপ্রারব্ধ পাপবশাত্তত্তদ্রূপেণ যে জীবন্তি তে অপি তথা তির্য্যগ্জনা অপি বিদন্তীতি শ্রুতে ভগবতো রূপে ধারণা মনো নিয়মনং যেষাং তে বিদন্তীতি কিমু বক্তব্যং।

এবং আমি সকলের নিয়ন্তা। ইহা সদ্গুরু মুখে অবগত হইয়া বধুগণ প্রেমযোগে আমার ভজনা করেন।

স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর ও তির্য্যগ্জাতি পাপজীবি অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধচারী হইলেও যাঁহার পাদবিন্যাস অদ্ভুত অর্থাৎ ত্রিলোকী আক্রমণ করিয়াছিল, সেই ভগবানের ভক্তের পবিত্র চরিত্রে যদি শিক্ষিত হয়, তবে তাহারাও ভগবত্তত্ত্ব অনুভব এবং তাঁহার মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। অতএব যাঁহারা বেদার্থ আলোচনা করতঃ ভগবদ্রূপে চিত্ত সমাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবত্তত্ত্ব জানিয়া মায়া উত্তীর্ণ হইবেন তাহা আর কি বলিব?

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ।

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণপায়॥

তথাহি—*

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

তথাহি—†

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥

তথাহি—‡

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥

ভক্তির প্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া॥

তথাহি—§

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১২ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ৭১৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
‡ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ৬৮৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
§ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৫০ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

তথাহি—*

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং॥

'আত্মা' শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই পরমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে॥
জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥
'চ' শব্দে এব অর্থ 'অপি' সমুচ্চয়ে।
আত্মারাম এব হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে॥
সেই জীব সনকাদি সব মুনিগণ।
নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ॥
ব্যাস শুক সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকৃপা হৈতে হয় স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয়॥

তথাহি—‡

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ,
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।

এবং তৎকর্তৃকসেবয়া তান্ স্তুত্বা শ্রীরাম কর্তৃক প্রসাদেনাপি ধরণ্যাদি
স্তুতিতানেব স্তৌতি ধন্যেতি। ইয়মাদিতো বর্ত্তমানা বিচিত্রাবতার-স্পর্শ সৌভাগ্য-

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ৬৮৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

‡ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ।

নভোহদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোহন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥

বতী বিশেষতঃ শ্রীবরাহ-শেষ-প্রসাদাতিশয়লব্ধ-মাহাত্ম্যাপি অদ্য ত্বদবতার এব ধন্যা পরমপ্রশংসনীয়াভূৎ। আস্তাং তাবদস্যা ধন্যত্বং তৎসম্ভাবানাং মধ্যে লঘিষ্ঠা ইমাঃ শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তিন্যস্তা বীরুধঃ তৃণ-লতা-দূর্ব্বাদ্যা অপি ধন্যাঃ যতস্ত্বৎপাদস্পৃশঃ। এবমুত্তরত্র চ ধন্যেয়মিতি বচনলিঙ্গব্যত্যয়েনানুবর্ত্ত্যং। স্বদিতি ছান্দসো ত্তগো-লুক্। অতো যথা স্থানমাকর্ষণীয়ং। যথাক্রমলতাশ্চ করজৈরঙ্গুলীভিঃ কিশলয়াদীনাং সৌকুমার্য্য-স্পর্শায় ভূষণার্থচ্ছেদনায় বা স্পৃষ্টাঃ সন্তঃ। মালত্যোহদর্শি বঃ কচ্চিদিত্যাদিবৎ। করজা নখা ইত্যর্থে তু তৈরভিমর্শো নাম নাগরতা সূচকঃ কিশলয়াদৌ লেখো জ্ঞেয়ঃ। স চ শ্রীগোপীনামুদ্দীপনার্থং পপ্রচ্ছুতেমালতা ইত্যাদিবৎ। তথা এতা নদ্য এতেহদ্রয়োহপি ত্বৎপাদস্পৃশঃ সন্ত ইতি গম্যং যোজ্যং বা। তেষু তস্যৈব প্রাধান্যাৎ নদ্য স্তদেত্যাদৌ গৃহ্ণন্তি পাদযুগলমিতি হন্তায়মদ্রিরিত্যাদৌ যদ্রাম-কৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদ ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। অথ গোপীপর্য্যায়াঃ শ্যামশারিবাং তর্হি কথঞ্চিত্তদ্বক্ষোলগ্নাং দর্শয়ন্ শ্লেষেণাহ গোপ্য ইতি। যং পিতৃব্যাদবতীর্ণস্য পুনর্মৎপিতুঃ ধর্ম্মতাং প্রাপ্তস্য গোপকন্যা-পরিণয়নমেব ভবিষ্যতীতি সূচয়ন্ত্যা ইতি ভাবঃ। তদেবং ভাবী যত্তস্য প্রিয়াত্বং প্রাপ্স্যন্তীভিঃ কাভিশ্চিদ্ গোপীভিঃ সহ বিহারস্তস্য সূচনা কৃতা যৎস্পৃহেতি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ-বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীরপি যৎস্পৃহা ন কেবলং স্পৃহামাত্রং কিন্তু বক্ষ্যতে চান্যনাগপত্নীভিঃ। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ ইতি। এবমন্যত্র গোকুলে তদপ্রাপ্তিঃ শ্রীগোপীনামিব তদনন্যত্বাভাবাৎ তাসু তদধিকারিণীষ্বনুগতত্বাচ্চেতি ভাবঃ। অত্র সর্ব্বেষাং সর্ব্বেষু সৎস্বপি তস্য তস্য প্রসাদস্য পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তত্বাদ্বিশেষোক্তিরিতি জ্ঞেয়ং।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবকে কহিলেন হে অগ্রজ! অদ্য (তোমার অবতার সময়ে) তোমার পাদস্পৃষ্ট এই পৃথিবী ও বৃন্দাবনস্থ তৃণ, গুল্ম; নখস্পৃষ্ট দ্রুম ও লতা তোমার কৃপাবলোকনে নদী, পর্ব্বত, পক্ষী ও মৃগ এবং লক্ষ্মীও যাঁহাকে বাঞ্ছা করেন সেই

তথাহি—*

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈ স্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং,
নির্যোগ-পাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রং ॥

অহো কিং বক্তব্যং হরিদাসবর্য্যাত্বেন যথার্থ নাম্নোঽস্যাদ্রিপতের্মহিমা কিন্তু সর্ব্বেঽপ্যত্রত্যাশ্চরাচরাঃ পরমধন্যা ইত্যাহুর্গা ইতি। গাং অনেন তাসাং গবামসঙ্খ্যেয়ত্বাদ্দূরগামিত্বেন বিস্তীর্ণ দেশগণ জীবগণ সুখদাতৃত্বং বিবক্ষিতং গোপকৈরিতি দয়ায়াং কন্ তৎ পরিবারত্বেন স্নেহবিষয়ত্বাৎ। সহ অনুবনং বনে বনে। অত্রাপ্যবান্তরভেদেন ততঃ স্বেষামেব তদ্দর্শনেন সর্ব্বতঃ পুণ্যহীনত্বং অতঃ গোপাস্তি চুখত্বয়ানাৎ শ্রীকৃষ্ণং রক্ষন্তীতি শ্লেষশ্চ। অস্মাকন্তু ন তাদৃশপ্রেমসেবাযোগ্যতেতি ভাবঃ। নয়তোঃ ইতি তত্র তত্র গমনে তয়োঃ স্বাচ্ছন্দ্যং ঘটতে হ্যাকৃষ্টং নয়ত্বৎসন্নিধাবিত্যোতৎ উদারেতি তত্র তেষু তস্য পরমানন্দদাতৃত্বং বেণ্বিতি তদীয় স্বনেষপি বৈশিষ্ট্যং কলদৈরিতি ধ্বনৌতু মধুরাস্ফুটে কল ইত্যাভিধানাৎ। মাধুর্য্যেণৈব তাবন্মনোহরত্বং তত্রচাস্ফুটত্বাৎ কেবলং সঙ্কেতোক্তিরিতি নানাভাবাক্রান্ত্যা তদতিশয়িত্বং। যদ্বা নূপুরকলশব্দযুক্তৈঃ পদৈঃ পাদবিক্ষেপৈরিতি তদ্বিলাসস্মরণং বহুত্বং গৌরবেণ। উদারবেণুস্বনৈঃ মহাবেণুনাদৈঃ। উদারেতি তত্র তেষু তস্য পরমানন্দ দাতৃত্বং। বেণ্বিতি তদীয় স্বনেষপি বৈশিষ্ট্যং। তনুভৃৎসু শরীরিষু ইতি এব কস্তুনুভৃদ্ বস্তুত্বেন পর্ত্তোদিত্যোতৎ। অস্পন্দনং কিঞ্চিচ্চলনস্যাপ্যভাবঃ গতিমতাং প্রশস্তচঞ্চক্তিযুক্তানামপি নিত্যতৎস্বভাবানাং নদ্যাদীনামপি বা। অতঃ কিমুতাস্মাকং দূরগমনমিত্যোতৎ তরূণাং অয়োরকাণামপি পুলকোঽঙ্কুরোদ্ভেদমিষেণ রোমাঞ্চো যুগপদেব জায়ত ইত্যেতৎ। অতঃ কম্পোঽপি লক্ষিত স্তেন স্থাবরজঙ্গময়োর্দ্বয়োর্ধর্ম্মবৈপরীত্যমপি। হে সখ্য!

ব্রজদেবীগণ কহিলেন, হে সখীগণ! আশ্চর্য্য শ্রবণ কর, গোপ্পণের পাদবন্ধন রজ্জু দ্বারা যাহাদের পরম সৌন্দর্য্য সেই রাম ও কৃষ্ণ যেকালে গোপগণের

* তত্রৈবৈকবিংশাধ্যায়ে উনবিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

বনলতা স্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥

ইতীদং ভবত্যোঽপি জানন্তীত্যেতৎ। নির্যোগেতি সর্ব্বাসামেব গবাং সুশীলত্বেন পাশান্তরানুপযোগাৎ নির্যোগাখ্যঃ পাশো নির্যোগপাশঃ সচ চপলস্বভাবানাং পশূনাং দোহনসময়ে গোবামজঙ্ঘাসঙ্গতা-পাদবন্ধন-রজ্জু স্তেন কৃতলক্ষৈঃ। গুণৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষণাহত-লক্ষণাবিতমরাৎ পরম সৌন্দর্য্যগুণেন প্রতীতৌ। ততশ্চানেন মুক্তাস্তবকজুষ্টাগ্রদ্বয় পট্টময়তা তস্য ধ্বনিতা। সোঽয়ং চোষ্ণী-ষাদ্যুপরি শোভাং দধানো গোপবেশঃ সর্ব্বেষাং মনোহর্ত্তাপি তাসাং শ্রীগোপ-সুন্দরীণান্তু বিশেষতো জ্ঞেয়ঃ। স্বদেশজাতি বয়ঃ সদৃশং বেশাদিকং হি সর্ব্বেষতীব রোচকং স্যাদিতি। বিচিত্রমিতি তত্র তত্র স্বেষাং :বিস্ময়মোহঃ ইদং যথাযোগ্যং বহুত্র যোজনীয়ং। অথ পূর্ব্ববৎ কেবল কৃষ্ণৈক বিষয়ভাব ব্যঞ্জকশ্চায়মর্থঃ। অহো সখ্যঃ স্ফুটং গোচারণমিষেণ সগণসাভ্রাতৃকোঽসৌ বনং ভ্রমন্ কিতবইব লক্ষত ইত্যাহুর্গা ইতি। নির্যোগপাশাভ্যাং কৃত· সিদ্ধলক্ষণং কিতবোচিত-পদ বন্ধনচিহ্নং যয়োস্তথাভূতয়োঃ গোপকৈস্তদ্দধিপয়সোঃ স্তেয়বস্তূনাঞ্চ রক্ষকৈঃ পা পালাখ্যৈঃ মহানয়ো র্গো বনাদ্বনং নয়তোর্মধ্যে য উদারঃ সর্ব্ববরীয়ান্ তস্য বে স্বনৈর্জঙ্গমানামস্পন্দনমভূৎ স্থাবরাণাঞ্চ পুলকোঽভূৎ। কীদৃশৈঃ? মোহনমন্ত্রবন্মনো হরাব্যক্তপদৈঃ। অতো মহাবৈণবিক এবাত্র কিতবমুখ্যঃ। অন্যেতু তদনুযায়িন এব। তস্মাদস্মাক্রিয়ৈব তস্যতু মোহনবিদ্যাত্মকো বেণুর্ভবতীভির্ন শ্রোতব্যঃ অন্যথা তাভ্যাং নির্যোগপাশাভ্যামেব নূনং ভবন্মনোবন্ধং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ এবং সর্ব্বথা স্বমোহদুঃখমেব বিবক্ষিতমিতি স্থিতং।

সহিত বনে বনে গোচারণ করিতে করিতে মধুর এবং অস্ফুট উদার বেণুধ্বনি করেন; তৎকালে শরীরীর মধ্যে জঙ্গমের অস্পন্দন অর্থাৎ স্থাবর ধর্ম্ম এ স্থাবরের পুলক অর্থাৎ জঙ্গমধর্ম্ম হইয়াছিল।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্ট

তথাহি—*

কিরাতহূনান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশাঃ,
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

আগে তের অর্থ কৈল আর ছয় এই।
ঊনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই॥
এই উনিশ অর্থ করিলু আগে শুন আর।
'আত্মা' শব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার॥
দেহারামী দেহ ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহ করে শ্রীকৃষ্ণভজন॥

তথাহি—§

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন॥

তথাহি—¶

কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥

কর্ম্মণীতি। কিঞ্চ কর্ম্মাণ সন্ধে অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে বৈগুণ্য

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ৭৭৮ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
§ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ৭৯২ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
¶ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ।

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

তথাহি—*

যৎপাদসেবাভিরুচি স্তপস্বিনা-
মশেষ-জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী,
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥

দেহারামী, সর্ব্বকাম, সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম॥

বাহুল্যেন ফলনিশ্চয়াভাবাৎ। ধূমেন ধূম্রো বিবর্ণ আত্মা শরীরং যেষাং তান্। কর্ম্মণি ষষ্ঠী। আসবং মকরন্দং মধু মধুরং।

কিঞ্চ, জীবানাং মোক্ষদঃ পরমেশ্বর এব ন অর্ব্বাগ্দেবতাঃ তাসামপি জীবত্বাবিশেষাদিত্যাহ যদিতি। যস্য পাদয়োঃ সেবায়াঃ অভিরুচিঃ তপস্বিনাং অশেষৈর্জন্মভিঃ সংবৃদ্ধং ধিয়ো মলং সদ্যঃ ক্ষিণোতি ক্ষপয়তি তমেব ভজেতেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কথম্ভূতা? অন্বহং অহন্যহনি এধতী বর্দ্ধমানা সতী সাত্ত্বিকী তৎপাদসম্বন্ধস্যৈবৈষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি।

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! এই অবিশ্বসনীয় সত্রযাগের ধূমসেবনে যাহাদিগের শরীর বিবর্ণ হইতেছিল, সেই আমাদিগকে তুমি সুমধুর শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম-মকরন্দ পান করাইয়া আশ্বাস প্রদান করিলে।

শ্রীপৃথু মহারাজ কহিলেন' হে সভ্যগণ! যাঁহার চরণ সেবাভিলাষ প্রতিদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তপস্বিদিগের অনাদিকাল হইতে উপচিত বুদ্ধির মল অর্থাৎ বাসনাকে পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃত-গঙ্গার ন্যায় নিঃশেষে ক্ষয় করেন, সেই হরিকেই ভজন করিবে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে ঊনত্রিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্-দেব-মুনীন্দ্রগুহ্যং ।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥

এই চারি অর্থসহ হইল তেইশ অর্থ !
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥
'চ' শব্দ সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয় ।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
নির্গ্রন্থ হইয়া, ইহা 'অপি' নির্দ্ধারণে ।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহরয়ে বনে ॥
'চ' শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর ।
'বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার ॥
কৃষ্ণমনন মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয় !
আত্মা রামা অপি ভজে গৌণ অর্থ কয় ॥
'চ' এবার্থে, 'মুনয়' এব কৃষ্ণ ভজয় ।
'আত্মার'মা অপি' 'অপি' গর্হা অর্থ কয় ॥
নির্গ্রন্থ হইঞা এই দুঁহার বিশেষণ ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥
'নির্গ্রন্থ' শব্দে কহে তবে ব্যাধ, নির্ধন ।
সাধুসঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥
'কৃষ্ণ রামশ্চ এব' হয় কৃষ্ণ-মনন ।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে [illegible] পৃষ্ঠায় দৃষ্ট

এক ভক্ত-ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞানে॥
এক দিন নারদ দেখি শ্রীনারায়ণ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগে করিলা গমন॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড়ফড়ি॥
আর কত দূরে এক দেখিল শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড়ফড়॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কত দূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে॥
কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষ ওত(১) হঞা।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর॥
পথ ধাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা।
নারদ দেখিয়া মৃগ সব পলাইলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায়।
নারদপ্রভাবে মুখে গালি না বাহিরয়॥
গোঁসাঞি! প্রমাণ পথ ছাড়ি কেন অইলা?
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা॥
নারদ কহে পথ ভুলি আইলাঙ পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে॥

১। ওত—অন্তরাল।

পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত নিশ্চয়॥
নারদ কহে জীব যদি মার তুমি বাণে।
অর্দ্ধমারা কর কেন না লও পরাণে॥
ব্যাধ কহে শুন গোঁসাঞি মৃগারি মোর নাম।
পিতার শিক্ষায় আমি করি ঐছে কাম॥
অর্দ্ধমারা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবে ত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে॥
নারদ কহে এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে মৃগাদি লহ যেই তোমার মনে॥
মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘরে।
যেই চাহ তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বরে॥
নারদ কহে ইহা আমি কিছুই না চাই।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমার ঠাঞি॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধমারা না করিবে॥
ব্যাধ কহে কিবা দান মাগিলা আমারে।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে?
নারদ কহে অর্দ্ধ মারিলে জীবে পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ তোমার হইবে অবস্থা॥
ব্যাধ তুমি জীব মার এ অল্প পাপ তোমার।
কদর্থনা দিয়া মার; এ পাপ অপার?
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে।
তারা তোমা তৈছে মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে॥

নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল॥
ব্যাধ কহে বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমনে তরিব আমি পামর অধম ?
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায় ?
নিস্তার করহ মোরে পড়োঁ তুয়া পায়॥
নারদ কহে যদি ধর আমার বচন ;
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন॥
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত করিব।
নারদ কহে ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব॥
ব্যাধ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে ?
নারদ কহে আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে॥
ধনুক ভাঙ্গিয়া ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িলা।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈলা॥
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুই জন॥
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া॥
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসীসেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করহ সংকীর্ত্তন॥
আমি তোমার বহু অন্ন পাঠাইব দিনে দিনে।
সেই অন্ন লবে যত খাও দুই জনে॥
তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হয়ে মৃগাদি তিন ধাঞা পলাইল॥

দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
যথাস্থানে গেলা নারদ ব্যাধ আইল ঘর ॥
নারদের উপদেশ সকল করিল।
গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল ॥
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল।
অন্ন আনি সবে তাঁর আগেতে ধরিল ॥
একদিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিলে তত লয় যত খায় দুই জনে ॥
এক দিন নারদ কহে শুনহ পর্ব্বতে।
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে ॥
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ স্থানে।
দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে ॥
আস্তে ব্যস্তে ধাঞা আইসে পথ নাহি পায়।
পথে পিপীলিকাদি ইতি উতি ধায় ॥
দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকাদি দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥
নারদ কহে ব্যাধ এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥

তথাহি—*

এতে নহ্যদ্ভুতা ব্যাধ! তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥

তবে সেই ব্যাধ দুঁহা অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দুঁহা ভক্ত্যে বসাইল ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৭১৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

জল আনি ভক্ত্যে দুঁহার পদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রী পুরুষে পিয়া শিরে লৈল ॥
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণনাম গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি ॥

তথাহি—*

অহো! ধন্যোঽসি দেবর্ষে! কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥

নারদ কহে বৈষ্ণব! তোমার অন্ন কিছু আয়।
ব্যাধ কহে যারে পাঠাও সেই দিয়া যায় ॥
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাই।
সবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥
নারদ কহে ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্।
এত বলি দুই জন হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
এই ত কহিল তোমার ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ প্রভাব জ্ঞান ॥

অহো ইতি। অহো চমৎকারাতিশয়ে। হে দেবর্ষে! নারদ! ত্বং ধন্যোঽসি কুতঃ? যস্য তব কৃপয়া নীচোঽপি লুব্ধকো ব্যাধ স্তৎক্ষণাদুৎপুলকঃ সন্ অচ্যুতে ভগবতি ভাবং লেভে প্রাপ।

হে দেবর্ষে! আপনিই ধন্য! যেহেতু আপনার কৃপায় নীচ প্রকৃতি ব্যাধং পুলকাঞ্চিত তনু হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রতিলাভ করিয়াছে।

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দশমাকধৃতং স্কন্দপুরাণ বচনং।

এইত আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল ॥
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার ॥
আত্মা শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্ আর ভগবানাখ্যান ॥
তাঁতে রমে যেই সেই সব আত্মারাম।
বিধিভক্ত, রাগভক্ত, দুই বিধ নাম ॥
দুই বিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥
জাতাজাত রতিরূপে সাধক দুই ভেদ।
বিধি রাগ মার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ ॥
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পরিষদ দাস।
সখা, গুরু, কান্তাগণ চারিবিধ প্রকাশ ॥
সাধনসিদ্ধ দাস সখা গুরু কান্তাগণ।
উৎপন্ন রতি সাধক ভক্ত চারিবিধ জন ॥
অজাতরতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ ভেদ প্রচার ॥
রাগমার্গে ঐছে আর ভক্ত ষোল ভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ ॥
'মুনি' নির্গ্রন্থ' 'চ' 'অপি' চারি শব্দের অর্থ।
যাঁহা যেই লাগে তাহা করিয়ে সমর্থ ॥
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥

ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে।
আটামবার আত্মারাম নাম লইয়ে॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটাম বার।
শেষে সব লোপ করি, রাখি একবার॥

তথাহি পাণিনিঃ ;—

স্বরূপানামেকশেষ একবিভক্তৌ। *

আটাম বার চকারের সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম শব্দে আটাম অর্থ কয়॥

তথাহি—*

উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।

অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থ বৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ।

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণভক্তি করয়॥
'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে এই অর্থ তার॥
নির্গ্রন্থা এব হঞা, অপি নির্দ্ধারণে।
এই ঊনষষ্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে॥
সর্ব্ব সমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয়।
'আত্মারামশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' ভজয়॥
'অপি' শব্দ অবধারণে সেহো চারিবার।
চারি শব্দ সঙ্গে 'এব' করিবে উচ্চার॥

যথা ;—

উরুক্রম এব, ভক্তিমেব, অহৈতুকীমেব, কুর্ব্বন্ত্যেব॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ৭৮০ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

এইত করিল শ্লোকের ষষ্টি সংখ্যা অর্থ।
এক অর্থ শুন আর প্রমাণসমর্থ ॥
'আত্মা' শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন ॥

তথাহি—*

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥

তথা চ অমরঃ ;—

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষ ইতি।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
তবে সব ত্যজি সেহো কৃষ্ণকে ভজয় ॥
ষাটি অর্থ কহিল এক কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় সব ইহার উদাহরণ ॥
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবলে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥

তথাহি প্রাচীনশ্লোকঃ।

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ॥

ভক্ত্যেতি। ভক্ত্যা ভাগবতং ভাগবতার্থং গ্রাহ্যং গ্রহীতুং শক্যং। ন চ বুদ্ধ্যা বিচারেণ টীকয়া বা গ্রাহ্যমিতি।

ভক্তি দ্বারা ভাগবতার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বুদ্ধি ও টীকা দ্বারা কোনরূপেই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ২০১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ প্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা জানিতে নাহিক সমর্থ॥
প্রভু কহে কেন কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচারণ॥
* কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতিশ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে মেৎকার॥

তথাহি—*

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ॥

পুনঃ প্রশ্নান্তরং ব্রূহীতি। ধর্ম্মস্য বর্ম্মণি কবচবদ্রক্ষকে কৃষ্ণে স্বাং কাষ্ঠাং দিশং নিজনিত্যধামেত্যর্থঃ উপেতে সতি ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ কমাশ্রিত্য বর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন হে সূত! যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর, ব্রহ্মণ্য এবং ধর্ম্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্যধামে গমন করিলে, ধর্ম্ম কাহার শরণাগত হইল, তাহা বল?

'অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।' এই শ্লোকাংশ অনেক মুদ্রিত পুস্তকে আছে, কিন্তু প্রাচীন পুঁথিতে নাই।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

এইত করিল এই শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ॥
আমা হেন যেবা কেহ আর বাতুল হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচজাতি কিছু না জানো আচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥

তদিদং পুরাণং ন শাস্ত্রান্তরতুল্যং কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপমেবেত্যাহ কৃষ্ণ ইতি। স্বস্য কৃষ্ণরূপস্য ধাম নিত্যলীলাস্থানমুপগতে সতি কৃষ্ণে তত্র চ "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রেতি" "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিত"মিতি চানুস্মৃত্যা পরম প্রকৃষ্টতয়াবগবতৈর্ভগবদ্ধর্ম্মৈঃ ভগবজ্জ্ঞানাদিভিরপি স্বধামোপগতে সতি কলৌ নষ্টদৃশাং তাদৃশ-ধর্ম্মজ্ঞান-বিবেক-রহিতানাং কৃতে তদিদং পুরাণমেবার্কঃ নতু শাস্ত্রান্তরবদ্দীপস্থানীয়ং যৎ যথা বিধোঽয়ং পুরাণার্ক উদিতঃ তাদৃশ-ধর্ম্মজ্ঞান প্রকাশনাত্তৎ-প্রতিনিধিরূপেণাবির্ব্বভূব। অর্কবত্তৎ প্রেরিতয়ৈবেতি ভাবঃ।

ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবজ্জ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলাস্থানে উপগত হইলে, কলিযুগে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিবেকরহিত জীবের নিমিত্ত এই পুরাণসূর্য্য উদিত হইয়াছেন।

---

* ঐত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকঃ।

তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচ হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়ে॥
প্রভু কহে যে কবিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমায় করাবেন স্ফুরণ॥
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন।
সর্ব্বকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ॥
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দুঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান্‌, সব মন্ত্র-বিচারণ॥
মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্র-শুদ্ধ্যাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতিকৃত্য, শৌচ, আচমন॥
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র চক্রাদি ধারণ॥
গোপীচন্দন মালাধৃতি, তুলসী আহরণ।
বস্ত্র পীঠ গৃহ সংস্কার কৃষ্ণ প্রবোধন॥
পঞ্চ, ষোড়শ পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজা আরতি কৃষ্ণের ভোজন শয়ন॥
শ্রীমূর্ত্তি-লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্রযাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি দরশন॥
নামমহিমা, নামাপরাধ, দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবা-অপরাধ খণ্ডন॥
শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধূপাদি লক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন॥
পুরশ্চরণ-বিধি, কৃষ্ণ-প্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদ্য ত্যাগ, বৈষ্ণব-নিন্দাদি-বর্জ্জন॥

সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন।
অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত শ্রবণ॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ।
মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী(১)॥
এই সবার বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধা করণ।
অকারণে দোষ কৈলে ভক্তিলম্ভন(২)॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমন্দির-করণ লক্ষণ॥
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্তব্যবহার॥
এই সংক্ষেপে করিল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখিবে "কৃষ্ণ" করাবে স্ফুরণ॥
এইত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ॥
নিজ গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া॥

১। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী, শ্রীরামনবমী ও শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী মাত্রই অবশ্যকর্ত্তব্য বৈষ্ণবব্রত, এতদতিরিক্ত উক্তানুক্ত ব্রতসমূহে উপবাসাকরণে প্রত্যবায় নাই।

২। "অকরণে দোষ কৈলে ভক্তিলম্ভন"—অর্থাৎ এই সকল ব্রত না করিলে দোষ হয়, করিলে ভক্তিলাভ হয়।

তথাহি—*

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং,
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ,
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাং॥

তথাহি—॥

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণোর্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ॥

গৌড়েন্দ্রস্যেতি। গৌড়েন্দ্রস্য গৌড়দেশাধিপস্য সভায়াঃ ভূষণে অলঙ্করণে মণীরূপস্যাগ্রজ এষ সনাতননামা এবেত্যবধারণে। ঋদ্ধাং সমৃদ্ধাং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা পরিহায় তরুণীং নবীনাং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং বৈরাগ্যসম্পত্তিং দধে আশ্রিতবান্। কথম্ভূতঃ? অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণঃ হৃদয়ং যস্য সঃ বাহ্যে অবধূতস্যেবাকৃতির্যস্য সঃ কিমিব শৈবালৈঃ পিহিতং সমাচ্ছাদিতং মহাসরঃ অন্তঃ স্বচ্ছগম্ভীরজলং সরোবরমিব তদ্বিদাং ভক্তিতত্ত্ববিদাং প্রীতিপ্রদঃ।

তং সনাতনমিতি। অতিমাত্রয়া নিরতিশয়য়া দয়য়া আর্দ্রঃ চম্পকবৎ চম্পককুসুমবদ্গৌরঃ পীতবর্ণঃ শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ অক্ষ্ণোর্নয়নয়োর্দৃষ্টিমাত্রং উপাগত হীনবেশেন সমায়াতং তং শ্রীসনাতনং পরিঘায়তাভ্যাং দোর্ভ্যাং বাহুভ্যা সানুকম্পং যথা স্যাত্তথা অথ কৎ্যন্তেন আলিলিঙ্গ:আলিঙ্গিতবান্।

যিনি গৌড়েশ্বরের সভালঙ্করণে মণিস্বরূপ, সেই শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই শ্রীসনাতন গোস্বামী সমৃদ্ধা সম্পত্তিলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নবীনা বৈরাগ্য লক্ষ্মীকে আশ্রয় করতঃ, শৈবালে আচ্ছাদিত মহাসরোবরের ন্যায় অন্তর ভক্তি রসে পরিপূর্ণ থাকায়, বাহ্যে অবধূতাকৃতি হইয়াও ভক্তিতত্ত্ববেত্তাদিগের প্রীতি প্রদ হইয়াছিলেন।

স্বভাবতঃ সাতিশয় দয়ালু, চম্পকগৌর ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব হীনবেশে

---

* চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাঙ্কে শকস্যোকঃ।

॥ তত্রৈব একাধিকশততমশ্লোকঃ।

তথাহি—*

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

এই কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান।
বিধিরাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান॥
কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিরস, ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
যার প্রাণধন, সেই পায় এই ধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৩০॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

সমাগত সেই সনাতন গোস্বামীকে দূর হইতে অবলোকন করতঃ, পরিঘের ন্যায় আয়ত বাহুযুগলদ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলার ১৯ পরিচ্ছেদে ৫৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিখাইল তাঁরে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত ॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতিবড়রঙ্গী ॥
সন্ন্যাসীর গণে প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে পশ্চাৎ কৃপা কৈল ॥
সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশ কহিয়ে ইহাঁ সংক্ষেপ করিয়া।

বৈষ্ণবীকৃত্যেতি। সন্ন্যাসিনঃ প্রকাশানন্দাদয়ো মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠা যেষাং তান্ কাশ্যাং নিতরাং বস্তুং শীলমেষাং তান্ কাশীনিবাসিনঃ বৈষ্ণবীকৃত্য সনাতনং সনাতন-গোস্বামিনং বৈষ্ণববেষাদি প্রদানেন সংস্কৃত্য প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা স্বয়ং ভগবান্ নীলাদ্রিমাগতঃ।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসি প্রভৃতি কাশীবাসীকে বৈষ্ণব এবং সনাতন গোস্বামীকে বেষাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া, নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন।

যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন॥
প্রভুর স্বভাব তাঁরে দেখে যেই জনে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে॥
কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইঁহা দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইঁহার ভক্তে॥
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে॥
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে॥
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর, তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভু পদে কৈল নিবেদন॥
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল॥
হেনকালে বিপ্র আসি কৈল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিনে মধ্যাহ্ন করি তাঁর ঘরে গেলা॥
তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার॥
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্ত হয় কথন।
তাঁহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন॥
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল॥

লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার।
সুযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার॥
উপদেশ লয়ে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন।
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক, তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুরে করিয়া সম্মান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতি মনোরম॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনি পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন কাণ॥
সূত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥
আচার্য্য কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে 'হয় হয়' করে, হৃদয়ে না মানে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জানি॥
'হরের্নাম' শ্লোকের এই করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়॥

তথাহি—*

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো।
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥

তথাহি—॥

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ॥

ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান॥
শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস।
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস॥

তথাহি—‡

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি।
এই বড় পাপ সত্য চৈতন্যের বাণী॥

তথাহি—¶

নাতঃপরং পরম! যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।

নাতঃ পরামতি। হে পরম! যৎ খলুতঃ পরং ভবতঃ স্বরূপং পূর্ণভগ-

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬৮১ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।
॥ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬৮৩ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।
‡ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৮ পরিচ্ছেদে ৫১৮ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।
¶ শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকঃ।

পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥

তথাহি—*

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ,
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং,
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥

বদাদিরূপং তত্তু ন পশ্যামি কিন্ত্বদোরূপমুপাশ্রিতোঽস্মি। তৎ স্বরূপং বিশিনষ্টি- আনন্দো ব্রহ্মেত্যুক্তং ব্রহ্ম চ মাত্রা নির্ব্বিশেষ চিদ্রূপোঽংশো যস্য। ন বিদ্যতে বিবিধঃ কল্পঃ সৃষ্ট্যাদিকল্পনা যত্র ভগবদাদিরূপস্য মহাবৈকুণ্ঠস্থিতস্য সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মণ্যুদাসীনত্বাৎ পুরুষস্যৈব তত্র প্রবৃত্তত্বাৎ। তদুক্তং কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়া- মিত্যাদি বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণীত্যাদি চ। অবিদ্ধং মায়য়া ন ভিন্নং বর্চ্চস্তেজঃ শক্তির্যস্য তাদৃশং। অদো রূপং যত্র। যদা শ্রিতৈব বিশ্বকারণং প্রধানমপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

তত্র হেতুত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বমেব দর্শয়তি—দৃষ্টমিতি। অভিনাভাবত্বে হেতু পরমাত্মভূতঃ সর্ব্বেষাং মূলস্বরূপঃ। পরমার্থভূত ইতি পাঠেঽপি সএবার্থঃ অর্থো বস্তু।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে পরম! তোমার এই রূপের পর আর কোন পৃ ভগবদাদিরূপ আমি দেখিতেছি না, আনন্দ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চিদ্রূপ ব্রহ্ম যাহা মাত্রা অর্থাৎ অংশ, যাহাতে সৃষ্ট্যাদি কল্পনা নাই, যাহার শক্তি মায়াসম্ভিন্ন নয় যিনি স্বাংশ পুরুষ দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি বি হইতে ভিন্ন ও সমস্ত ভূত ইন্দ্রিয়ের আত্মা যে প্রকৃতি যাঁহাকে আশ্রয় করিয় আছে, হে আত্মন্! তোমার সেই এই রূপকে আমি আশ্রয় করিলাম।

ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থাবর, জঙ্গম, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র যাহা কিছু দৃষ্ট ব শ্রুত হয়, অচ্যুত ব্যতিরেকে যে সকল তত্ত্ববস্তু হইতে পারে না, যেহেতু তিনি সকলের মূলস্বরূপ।

---

* তত্রৈব দশমস্কন্ধে ষট্চত্বারিংশত্তমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল! মঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥

তথাহি—†

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরং॥

ননু তর্হ্যদো রূপং প্রকৃতগুণবিশিষ্টং নেত্যাহ—তদ্বা ইদমিতি। তদেবেদমিত্যর্থঃ। বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিক" মিত্যক্রূরোক্তন্যায়েন ভিন্নত্বেনাবভূতত্বেঽপি তস্মাদভিন্নত্বাৎ। প্রধানেনাশ্রিতত্বেঽপি "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকমিতি" ন্যায়েন তদনাসক্তত্বাৎ। তর্হি কথং ভবতা দৃশ্যতে তত্রাহ—ধ্যান ইতি। হে ভুবনমঙ্গল! নোঽস্মাকং মঙ্গলায় ধ্যানে ধ্যানলক্ষণায়াং ভক্তাবেব স্বাতন্ত্র্যেণ দর্শিতত্বাৎ। তর্হ্যে তদ্রূপবিশেষদর্শনে কিং কারণন্তত্রাহ—উপাসকানাং দৃষ্টিকামনয়া তাদৃশোপাসনাকর্তৃণাং স্বস্য সকামত্বেঽপি তাদৃশ তদুপকারানুসন্ধানেন প্রত্যুপকারাসামর্থ্যাৎ কেবলং নমতি তস্মা ইতি। তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে নমোঽনুবিধেম অনুবৃত্ত্যাকরবাম। তদেবং স্বেষাং সকামত্বেঽপি কৃপাকরত্বং তস্য দর্শয়িত্বা তদ্বহির্মুখান্নিন্দাতি য ইতি। অসন্তোঽত্র তত্তদজ্ঞানকল্পিতামিতি কুতর্কেণ মন্বানা উচ্যতে।

নন্বীদৃশমহিমানং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে তত্রাহ—অবজানন্তীতি।

হে ভুবনমঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক, তোমার সেই এই সচ্চিদানন্দ রূপ আমাদিগের মঙ্গলার্থ ধ্যানে দেখাইলে, কুতর্ক-পরায়ণ বহির্মুখগণ তোমার যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ মায়া-কল্পিত বলিয়া অনাদর করত নরকগামী হয়, হে কৃপাময়! আমরা সেই তোমাকে সর্ব্বদা প্রণাম করিতে অভিলাষী।

---

* তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ।

† শ্রীভগবদ্গীতায়াং নবমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকঃ।

ভূতমহেশ্বরং নিখিলজগদেকস্বামিনং সত্যসঙ্কল্পং সর্ব্বজ্ঞং মহাকারুণিকঞ্চ ম
মূঢ়াস্তে অবজানন্তি। অত্র প্রকারং দর্শয়ন্ বিশিনষ্টি—মানুষীমিতি। মানু
সন্নিবেশিনীং মানুষচেষ্টা-বহুলাং তনুং শ্রীমূর্ত্তিমাশ্রিতং তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন নিত
প্রাপ্তং মামিতররাজকুমারতুল্যং কশ্চিদ্দগ্রপুণ্যো মনুষ্যোঽয়মিতিবুদ্ধ্যা মন্ত
ইত্যর্থঃ। মানুষী তনুঃ খলু পাঞ্চভৌতিক্যেব নচ ভগবত্তনুস্তাদৃক্। সচ্চিদানন্দ
রূপায় কৃষ্ণায়েতি ত্বমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিতি শ্রবণাৎ। তথা
তদবজ্ঞাতৃণাং মৌঢ্যাঙ্ক্যযোগাৎ ব্রহ্মাদি বন্দ্যত্বাযোগাচ্চ। এবং বুদ্ধিস্তেষাং কু
যস্মাত্তে মূঢ়া ভণ্যন্তে তত্রাহ—পরমিতি। পরং অসাধারণং ভাবং স্বভাবমজানন্
মানুষ্যাকৃতেস্তস্য জ্ঞানানন্দাত্মত্ব সর্ব্বেশত্ব মোক্ষত্বাদি স্বভাবানভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ
এবঞ্চ সতি তনুমাশ্রিতমিত্যুক্তির্বিশেষবিভাগং ভেদকার্য্যমাদায় বোধ্যা। য
বসুদেব সূনোর্দ্বারকাধিপতেঃ সূতিকাগৃহাবির্ভূতমেব স্বরূপং নৈজং চতুর্ভুজত্বা
ততো ব্রজং গচ্ছতঃ স্বরূপন্তু মানুষং দ্বিভুজত্বাদত উক্তং বভূব প্রাকৃতঃ শি
রিতীতি বদন্তি তন্নিরবধানং মানুষীং তনুমাশ্রিতামিতি তদুক্তেঃ তেনৈব রূপে
চতুর্ভুজেনেতি পার্থপ্রার্থনায়াং চতুর্ভুজং তং প্রতি দৃষ্টেদং মানুষং রূপমিত্যা
পার্থবাক্যাচ্চ তস্মান্মানুষ্য সন্নিবেশত্বমেব তত্তনোর্মনুষ্যমিত্যুক্তং যত্রাবতী
কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতীতি শ্রীবৈষ্ণবে। গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমি
শ্রীভাগবতেচ। মনুষ্যচেষ্টাপ্রাচুর্য্যাচ্চ তস্যাস্তত্বং। যথা মনুষ্যোঽপি রা
দেববৎ সিংহবচ্চ বিচেষ্টনায় দেবো ন সিংহশ্চ ব্যপদিশ্যতে তস্মাদ্দ্বিভুজশ্চ
র্ভুজশ্চ সমনুষ্য ভাবেনোক্ত হেতুদ্বয়াদ্ব্যপদিশ্যঃ। ন খলু ভুজভূম্নাপরেশ
কার্ত্তবীর্য্যাদৌ ব্যভিচারাৎ। বিভুচৈতন্যত্বং জগজ্জন্মাদিহেতুত্বং ব্যপদেশত্বং ত
দ্বিভুজেঽপি তাস্মন্নাস্ত্যেব তদুক্তেঃ। নচদ্বিভুজত্বংসাদি। সৎ পুণ্ডরীক নয়
মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরমিতি তস্যানা
সিদ্ধত্ব শ্রবণাৎ প্রাকৃতশিশুরিত্যত্র প্রকৃত্যা স্বরূপেণৈব ব্যক্তঃ শিশুরিত্যেবার্থঃ
তস্মাদ্বৈদূর্য্যমণৌ নানারূপাণীব তাস্মন্ দ্বিভুজত্বাদীনি যুগপৎ সিদ্ধান্যেব য
রুচ্যুপাস্তানীতি শাস্ত্রোদিতত্ত্ব-নিত্যোদিতত্বকল্পনা দূরোৎসারিতা।

নিখিল ভুবনের একমাত্র স্বামী যে আমি, আমার জ্ঞানানন্দাদিস্বভাব ন
জানিয়া, অজ্ঞজনেরা নরাকৃতি দেহধারী বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

তথাহি—*

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

সূত্রে পরিণামবাদ, তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া॥
এইত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায়॥
পরমার্থ বিচার গেল করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করি আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবচন॥
চৈতন্য গোঁসাঞি যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত সেই সব ছারখার॥
এত কহি সেই করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন॥
আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥

এষামাসুরস্বভাবাৎ কচিদপি বিমোক্ষো ন ভবতীত্যাহ—তানিতি। আসুরীষ্বেব হিংসাতৃষ্ণাদিযুক্তাসু ম্লেচ্ছব্যাধযোনিষু তত্তৎকর্ম্মানুগুণফলদয়ঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহমজস্রং পুনঃ পুনঃ ক্ষিপামি।

হে অর্জ্জুন! আমি সেই সকল দ্বেষ-পরায়ণ, ক্রূর এবং নরাধমদিগকে সংসার মধ্যে আসুরযোনি অর্থাৎ হিংসাতৃষ্ণাদিযুক্ত ম্লেচ্ছ ও ব্যাধযোনিতে পুনঃ পুনঃ নিঃক্ষেপ করিয়া থাকি।

---

* তত্রৈব ষোড়শাধ্যায়ে ঊনবিংশঃ শ্লোকঃ।

ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাঁহা হৈতে॥
মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ হন।
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয়॥
পাতঞ্জল কহে ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান।
অতএব বেদমতে কহে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত বর্ণন॥
বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয় ত সগুণ॥
পরমকারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥

তথাহি—*

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

---

* একাদশীতত্ত্বে নবমীবিদ্ধৈকাদশীবিচারে ধৃতহিমাদ্রিনিবন্ধীয় ব্যাসবচনং।
এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৪৯৮ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার॥
এসব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥
হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব শ্রীহরি॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিলা॥
মাধব সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনে আসিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারি জনে মিলি করে নাম সংকীর্ত্তন॥

তথাহি—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

চৌদিগেতে লোক লক্ষ বলে "হরি হরি"।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি॥
নিকটে হরিধ্বনি শুনি প্রকাশানন্দ।
কৌতুকে দেখিতে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ॥
দেখি প্রভুর নৃত্য প্রেম দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেহ বলে "হরি হরি"॥
কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক কদম্ব॥

হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি সঞ্চারী বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর যবে বাহ্য হৈলা।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিলা॥
প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিলা চরণ॥
প্রভু কহে তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের সম॥
শ্রেষ্ঠ হঞা কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম॥
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম মাত্র ভাসে।
লোক শিক্ষা লাগি ঐছে করিতে না আইসে॥
তিঁহো কহে তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণ স্পর্শে সব ক্ষমাইল॥

তথাহি—*

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

' জীবন্মুক্তা ইতি। অচিন্ত্যা মহতী শক্তির্যস্য তস্মিন্ ভগবতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণে হরৌ যদি অপরাধিনঃ স্যুঃ। তর্হি জীবন্মুক্তাঃ প্রাপ্তব্রহ্ম তদাত্মা অপি কর্ম্মভিঃ তস্মীকৃতৈরপি অপরাধেন পুনরঙ্কুরিতৈঃ পুনরপি বন্ধনং সংসারং যান্তি।

যদি অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ভগবানে অপরাধ হয়, তবে জীবন্মুক্তেরাও কর্ম্ম দ্বারা সংসারে নিপতিত হয়।

* বাসনাভাষ্যধৃতং পরিশিষ্টবচনং।

তথাহি—*

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥

প্রভু কহে বিষ্ণু! বিষ্ণু! আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন॥
জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম রুদ্র সম।
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন॥

তথাহি—†

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান॥

সবা ইতি। স সর্পবপুঃ সুদর্শননামা বিদ্যাধরঃ অঙ্গিরঃ শাপপ্রাপ্তং সর্পবপুঃ সর্পাকারং রূপং হিত্বা, বিদ্যাধরেষু তৈর্বা অর্চ্চিতং পূজিতং সুদুর্ল্লভমিত্যর্থঃ। রূপং ভেজে। ইতি পূর্ব্বতোঽপি রূপবিশেষপ্রাপ্তিঃ সূচিতা। তত্রহেতুঃ ভগবতঃ অবিচিন্ত্যশক্তিমতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীমতঃ পাদস্য স্পর্শেন তৎস্বভাবেন হতান্যশুভানি মহদপরাধলক্ষণান্যানি বহুজন্মসঞ্চিতান্যশেষপাপানি যস্য সঃ। ভগবত ইতি অচিন্ত্যশক্তিরেব তত্র হেতুঃ। শ্রীমদিতি বায়ক-সৈরিন্ধ্র্যাদিষু তথা দর্শনাদিতি ভাবঃ।

হে মহারাজ! ভগবানের শ্রীমৎ পাদস্পর্শ দ্বারা বহুজন্ম সঞ্চিত মহদপরাধ পর্য্যন্ত অশেষ অশুভ বিনষ্ট হইলে, সেই সুদর্শন নামা বিদ্যাধর সর্পাকার রূপ পরিত্যাগ করতঃ বিদ্যাধরার্চ্চিতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকঃ।

† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলার ১৮ পরিচ্ছেদে ৫১৮ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় আমায় তোমার নিন্দাতে॥

তথাহি—*

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে!॥

তথাহি।—॥

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

তথাহি।—§

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং,
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

এবে তোমার পদাব্জে উপজিবে ভক্তি।
তথি লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি॥
এত বলি প্রভু লঞা তথায় বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা॥
মায়াবাদে করিলে যত দোষের আখ্যান।
সবে এই জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান॥
সূত্রে করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে ৫৪৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট

॥ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৫ পরিচ্ছেদে ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

§ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৬৯১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

তুমি ত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি॥
প্রভু কহেন 'আমি জীব' অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাস সূত্রের গভীরার্থ ব্যাস ভগবান্॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনি করিয়াছে সূত্রের ব্যাখ্যানে॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মারে নারায়ণ চতুঃশ্লোকীতে যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥
চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
(১)যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবতের শ্লোক উপনিষদ কহে এক মত॥

১। 'যেই সূত্রে যেই ঋক্.....নিবন্ধন"—অর্থাৎ যে ঋক্ হইতে যে বেদান্ত-সূত্র হইয়াছে সেই সেই সূত্র হইতে শ্রীভাগবতের শ্লোক হইয়াছে।

তথাহি—*

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনং॥

এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্ দরশন।
এইমত ভাগবতের শ্লোক ঋক্ সম॥
ভাগবতে সম্বন্ধ' অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছেন লক্ষণ॥
আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি অভিধেয় নাম॥
সাধনের ফল প্রেমা মূল প্রয়োজন।
যেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥

তথাহি—§

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

তস্যেশ্বরত্বং দর্শয়ন্ লোকস্য হিতমুপদিশতি—আত্মাবাস্যমিতি। আত্মনা ঈশ্বরেণাবাস্যং সত্তা-চৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যং বিশ্বং সর্ব্বং জগত্যাং লোকে যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ ভূতজাতং অতস্তেনেশ্বরেণ কিঞ্চিৎ ত্যক্তং দত্তং যদ্ধনং তেনৈব ভুঞ্জীথা ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ্। যদ্বা তেন হেতুনা ত্যক্তেন ঈশ্বরার্পণেনৈব ভুঞ্জীথা। স্বার্থং কস্যচিদপি ধনং মাগৃধঃ মাভিকাঙ্ক্ষীঃ। যদ্বা কস্যচিদিতি কস্যান্বিস্য ধনমস্তি যতো ধনাকাঙ্ক্ষা ক্রিয়েতেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ ঈশাবাস্যমিতি যথাশ্লোকমেব।

এই লোকে যাহা কিছু পদার্থ আছে সে সকলই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই হেতু যাহা কিছু ভোগ্য ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক ভোগ কর, নিজার্থ কাহার ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ।

§ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

এই তিন তত্ত্ব আমি কহিব তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে॥
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি॥
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে॥

তথাহি—*

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমিত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট সবে আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥

তথাহি—॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥

অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহ স্থিতির নির্দ্ধার॥
যে বিগ্রহ নাহি মানে নিরাকার মানে।
তারে তিরস্কার করি কৈল নির্দ্ধারণে॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১৩ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।
॥ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১৪ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

এই সব শব্দ হয় বিজ্ঞান বিবেক।
মায়া-কার্য্য মায়া হইতে আমি ব্যতিরেক ॥
যৈছে সূর্য্যাভাস স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব কহিল শুন আর সব ॥

তথাহি—*

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশ-কাল-দশায়(১) ব্যাপ্তি যার ॥
ধর্ম্মাদিবিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥
সর্ব্বদেশ কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য ॥

তথাহি—*

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥

আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্যদ্বারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ ॥

১। 'দশা'—অবস্থা।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে ১৪ পৃষ্ঠার দৃশ্য।
॥ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১৫ পৃষ্ঠার দৃশ্য।

পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে॥

তথাহি—*

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহং॥

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয় কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখএ আমারে॥

তথাহি—§

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ,
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

তথাহি—¶

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

উক্ত-সমস্ত-লক্ষণ-সারমাহ—বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাদ্যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি কথম্ভূতঃ? অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপি অঘৌঘং নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিং ন বিসৃজতি যতঃ প্রণয়রসনয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধং অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ। স ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি।

হবিযোগেন্দ্র কহিলেন, হে মহারাজ! যাঁহার নাম অবশ কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইলেও তৎক্ষণাৎ পাপপুঞ্জ বিনাশ করেন, সেই হরি, প্রেমরজ্জুদ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া সাক্ষাৎ যাহার হৃদয় পরিত্যাগ করে না, তিনিই উত্তম ভাগবত বলিয়া অভিহিত হন।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

§ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চাশৎশ্লোকঃ।

¶ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ২৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তথাহি—*

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ,
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥

ততশ্চ চিরাৎ প্রাপ্তাবধানানাং তাসাং পুনরুন্মাদাখ্যামবস্থাং বর্ণয়তি—গায়ন্ত্য ইতি। গানমত্র গোকুলে প্রসিদ্ধং পূতনাবধাদিময়ং তচ্চ বিষজলাপ্যয়াদিত্যা বক্ষ্যমাণরীত্যা স্বরক্ষণাত্তিপ্রায়েণ। উচ্চৈর্গানন্তু তং প্রতি দূরাগ্নিজার্ত্তিশ্রবণা কিম্বা গীতপ্রিয়স্য তস্য তেনাকর্ষণার্থং কিংবা আর্ত্তিভরস্বভাবাদেব। অমুমেবেতি যদ্যপি ত্যাগেন পরম দুঃখদোঽসৌ তথাপি তমেবেত্যর্থঃ। গণয়তি গুণগ্রা গ্রামং ভ্রমাদপি নেহত ইত্যাদিবৎ। সংহতা অন্যোঽন্যং মিলিতাঃ সত্যঃ সর্ব্ব সম্যঙ্‌মার্গণার্থং। কিংবা সখ্যেনান্যোন্যমার্ত্ত্যুপশমনার্থং। কিংবা আর্ত্তিভরস্বভা দেব। গানান্বেষণয়োর্যৌগপদ্যমিদং গায়ন্ত্য এব ভ্রমন্তি মধ্যে মধ্যেতু পৃচ্ছন্তী ত্যর্থঃ। বনস্পতীন্ প্রতি প্রশ্নে হেতুঃ উন্মত্তকবদিতি স্বার্থে কণ্। তেন কেশাং সংবরণং ব্যজ্যতে, পুরুষং সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপমপি অতএবাকাশবদ্ভূতেষু অন্তর বহিশ্চ ব্যাপ্য সন্তমপি পপ্রচ্ছুঃ। নিজপ্রেমাবলম্বন কেবল নরলীলারূপেণৈ তস্য তৎ প্রশ্নবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা অহো বত তাসামিদং সর্ব্বং কিমরণ্যরুদিত মেব জাতং নেত্যাহ—আকাশেতি। বক্ষ্যতে চ স্বয়ং ময়া পরোক্ষং ভজতেতি যদ্বা পুরুষং স্বনায়কং পপ্রচ্ছুঃ, তঞ্চ ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু আকাশবদন্তরং বহিশ সন্তং সাক্ষাদিব সত্তয়া স্ফুরন্তং পপ্রচ্ছুঃ। তাদৃশ স্ফূর্ত্তিশ্চ তাসাং প্রেম-বিবর্ত্তবশ দেব। "বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যা" ইতি বৎ তত্র বহি স্ফুরণং দূরতঃ অন্তস্তু নিকটাৎ। তত্র চ সত্ত্বাস্যাদেনৈব নিজেন্দ্রিয়েষ্বপি বনস্পতি জাতিষু প্রশ্নো যোগ্য ইতি ভাবঃ।

গোপীগণ পরস্পর মিলিত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকেই গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বন হইতে বনান্তর গমন করতঃ তাঁহারই অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এবং আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তর ও বাহিরে বিদ্যমান্ সেই মহাপুরুষকে অনুভব করিয়াও আর্ত্তি স্বভাবে বনস্পতিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

* তত্রৈব দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ।

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥

তথাহি—*

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

তথাহি—†

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতা বাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥

তথাহি—‖

এতেচাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

অথৈতৎ প্রাথিত লীলাকথাং কথয়ন্নেব শ্রীভগবদাদিষ্ট চতুঃশ্লোকী জ্ঞানং ত্যাহ ভগবানিত্যাদি। অশেষসংক্লেশসমং বিধত্ত ইত্যাত্মন্তেন গ্রন্থেন। অথ ক্রমানুরোধেন চতুর্ণামর্থাবিপর্য্যয়েণ বক্তব্যাঃ। তত্রাহমেবাসমেবাগ্রেনান্যদ্-সদসৎ পরমিত্যস্যার্দ্ধস্যার্থং সৃষ্টিলীলোপক্রমেণ দর্শয়তি ভগবানিতি দ্বাভ্যাং। ঃ বিশ্বং পুরুষাদিপার্থিব পর্য্যন্তং তদানীমেকাকিনা স্থিতেন ভগবতা সহৈকী-াসীদিত্যর্থঃ। আত্মানাং শুদ্ধজীবানামপি রশ্মিস্থানীয়ানামাত্মা মণ্ডল-নীয়ং পরমস্বরূপং নচ তস্যাপ্যন্তস্তদস্তি যত আত্মা স্বয়ং সিদ্ধস্বরূপইত্যর্থঃ। তি তত্র স্বাংশানামপ্যংশিত্বং দর্শিতং ব্রহ্মাভিন্নত্বঞ্চ। কদা আত্মেচ্ছাসৃষ্ট্যাদীচ্ছা স্তা অনুগতো লীনতায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। নন্বু, বৈকুণ্ঠ্যাদিবহুবৈভবেহপি সতি থমেক এবাসীত্তত্রাহ। বৈকুণ্ঠাদি নানামত্যাপি স এবৈক উপলক্ষিত ইতি। সনাসমেতত্বেহপ রজিাসৌ প্রজাতীতিশৎ।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল, যেহেতু ভগবান্ আত্মার আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ জীবেরও পরস্বরূপ, সে সময় সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতেই লীন ছিল এবং বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবে তিনিই উপলক্ষিত ছিলেন।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ৩১পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
† শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকঃ।
‖ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ৪০ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

এই ত সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি॥

তথাহি— *

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

তথাহি—†

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

তথাহি—‖

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ॥

তথাহি—¶

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং॥

সাক্ষাদ্ভক্তি ফলমাহ স্মরন্তইতি। অঘৌঘং পাপপুঞ্জং হরতি নাশয়তীতি তং
হরিং মিথঃ পরস্পরং স্বয়ং স্মরন্তঃ অন্যান্ স্মারয়ন্তশ্চ ভক্ত্যা সাধনলক্ষণয়া

প্রবুদ্ধ যোগেন্দ্র কহিলেন, হে মহারাজ! প্রাপ্ত প্রেমাভক্তগণ পরস্পর পাপপুঞ্জ

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ৬১৩ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।
† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।
‖ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদে ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।
¶ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ শ্লোকঃ।

তথাহি—*

এবং ব্রতস্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ।
নিজ কৃত সূত্রের অর্থ ভাষ্য স্বরূপ॥

তথাহি—†

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা উৎপুলকং লোমাঞ্চং বিভ্রতি ধারয়ন্তি প্রেম সম্পন্নাভক্তা ইতি শেষঃ।

অর্থোঽয়মিতি। অয়ং শ্রীমদ্‌ভাগবতাভিধঃ গ্রন্থো ব্রহ্মসূত্রাণাং বেদান্তসূত্রাণামর্থঃ অভিধেয়রূপঃ। তথা ভারতস্য মহাভারতস্য অর্থানাং নির্ণয়োনিশ্চয়ো যস্মিন তথাবিধঃ। তথা গায়ত্র্যা ভাষ্যরূপঃ ব্যাখ্যারূপ ইত্যর্থঃ। তথাবেদার্থৈ-রুপবৃংহিতো বর্দ্ধিতঃ। তথা পুরাণানাং মধ্যে সামরূপঃ "বেদানাং সামবেদো-ঽস্মীত্যনেন যথা সামোবেদো ভগবদ্রূপস্তথৈবায়মিতি ভাবঃ। সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রক্তি-

---

বিনাশক হরিকে স্বয়ং স্মরণ করিয়া এবং অন্যকে স্মরণ করাইয়া সাধনভক্তি দ্বারা আবির্ভূত প্রেমভক্তি দ্বারা লোমাঞ্চিত কলেবর ধারণ করেন।

যাহা ব্রহ্মসূত্রের অভিধেয়, যাহাতে মহাভারতের সমস্ত অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, যাহা গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, সমগ্রবেদার্থ দ্বারা যাহার কলেবর বর্দ্ধিত, যাহা

---

* এই শ্লোকের টীকা ব্যাখ্যা আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ১৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমাঙ্কধৃত গরুড়পুরাণ বচনং।

তথাহি—*

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং॥

তথাহি—†

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
"সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি" সাধনে প্রয়োজন॥

নির্দ্দিষ্টরূপত্বাৎ। তথা দ্বাদশভিঃ স্কন্ধৈর্যুক্তঃ। তথা শতৈঃ পঞ্চত্রিংশাধিক শতক সংখ্যৈঃ বিচ্ছেদৈরধ্যায়ৈঃ সংযুক্তঃ। অষ্টাদশভিঃ সহস্রৈঃ শ্লোকৈঃ সম্মিতঃ অষ্টাদশসাহস্রঃ সাক্ষাদ্ ভগবতা স্বয়ং ভগবতা উদিতঃ কথিতঃ কস্মৈ চতুঃশ্লোক্যা যেন বিভাবিতোঽয়মিত্যাদ্যুক্তেঃ।

সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং বেদানাং সারং সারং উপাদেয়ভাগঃ সমুদ্ধৃতমিদং শ্রীমদ্ভাগবতং সূতং প্রাহয়ামাসেতি পূর্ব্বার্দ্ধেনান্বয়ঃ।

সর্ব্বেতি। হি প্রসিদ্ধৌ। সর্ব্ববেদান্তানাং সারভূতং শ্রীভাগবতমিষ্যতে। যতঃ তস্য ভাগবতস্য রসএবামৃতং তেন তৃপ্তস্য জনস্য অন্যত্র শাস্ত্রাদৌ ক্বচিদপি রতিঃ স্যাৎ ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ।

পুরাণের মধ্যে সামবেদ স্বরূপ, যাহাতে দ্বাদশটী স্কন্ধ সন্নিবেশিত, যাহাতে তিনশত পঁইত্রিশ অধ্যায় বিরাজিত, এবং যাহাতে অষ্টাদশ সহস্র পরিমি শ্লোক, সেই এই শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক কথিত।

বেদব্যাস সমস্ত বেদ ও ইতিহাস হইতে সার সার উদ্ধার করিয়া এ শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন।

সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সারভূত এই শ্রীমদ্ভাগবত। যেহেতু এই শ্রীভাগবং রসামৃতে পরিতৃপ্ত জনের অন্য শাস্ত্রাদিতে রতির সম্ভাবনা হয় না।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকঃ।

† তত্রৈব দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যং সূরয়ঃ।
তেজো-বারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

তথাহি—‡

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

কৃষ্ণভক্তিরসরূপ শ্রীভগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হইতে পরম মহত্ত্ব॥

তথাহি—¶

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং,
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।

ত্রিকাণ্ডতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যো শ্রীভগবৎপ্রীতোকব্যঞ্জকস্য শ্রীভাগবতপুরাণস্য রসাত্মকত্বং নির্দ্দিশন্ তদীয়াবয়বসারত্বনির্দ্দেশন দোষপরিহারপূর্ব্বকং কারণান্তরং যোজয়ন্ পূর্ব্বতোঽপি বৈশিষ্ট্যমাহ—নিগমেতি। হে ভাবুকাঃ! পরম মঙ্গলায়না যে রসিকা ভগবৎ প্রীতিরসজ্ঞা ইত্যর্থঃ। তে যূয়ং বৈকুণ্ঠাৎ ক্রমেণ ভুবি পৃথিব্যামেব গলিতমবতীর্ণং নিগমকল্পতরোঃ সর্ব্বফলোৎপত্তিভুবঃ শাখোপশাখাভি বৈকুণ্ঠমপাধ্যারূঢ়স্য বেদরূপতরোর্যৎ খলু রসরূপং শ্রীভাগবতাখ্যং ফলং তৎ ভুবাপি স্থিতাঃ পিবত আস্বাদ্যান্তর্গতং কুরুত। অহো ইত্যলভ্যলাভব্যঞ্জনা। ভাগবতাখ্যং যচ্ছাস্ত্রং তৎ খলু রসবদপি রসৈকময়তা বিবক্ষয়া রসশব্দেন নির্দ্দিষ্টং। ভাগবতশব্দেনৈব তস্য রসস্যাস্তদীয়ত্বং ব্যাবৃত্তং। ভাগবতস্য তদীয়ত্বেন রসস্যাপি তদীয়ত্বা-

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ২৪৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

‡ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ২৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

¶ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকঃ।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

ক্ষেপাৎ শব্দশ্লেষেণ চ ভগবৎসম্বন্ধিরসমিতি গম্যতে। স চ রসো ভগবৎপ্রীতিময় এব। যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়ামিত্যাদি ফলশ্রুতেঃ। যন্ময়ত্বেনৈব শ্রীভগবতি রস শব্দঃ শ্রুতৌ প্রযুজ্যতে। রসো বৈ সইতি। স এবচ প্রশস্যতে। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি। অত্র রসিকা ইত্যনেন প্রাচীনার্ব্বাচীন সংস্কারাণামেব তদ্বিজ্ঞত্বং দর্শিতং। গলিতমিত্যনেন রসস্য সুপাকিমত্বেনাধিক স্বাদুত্বমুক্ত্বা শাস্ত্রপক্ষে সুনিষ্পন্নার্থত্বেনাধিক স্বাদুত্বং দর্শিতং। রসমিত্যনেন ফল পক্ষে ত্বগষ্ঠ্যাদিরাহিত্যং ব্যজ্যাত্র পক্ষে হেয়াংশরাহিত্যং দর্শিতং। ভাগবতমিত্যনেন সৎস্বপিফলান্তরেষু নিগমস্য পরম ফলত্বেনোক্তা তস্য পরমপুরুষার্থত্বং দর্শিতং। এবং তস্য রসাত্মকস্য ফলস্য স্বরূপতোঽপি বৈশিষ্ট্যে সতি পরমোৎকর্ষবোধনার্থং বৈশিষ্ট্যান্তরমাহ শুকেতি। অত্র ফল পক্ষে কল্পতরু-বাসিত্বাদলৌকিকত্বেন শুকোঽপ্যমৃতমুখোঽভিপ্রেয়তে। ততস্তন্মুখং প্রাপ্য যথা তৎ ফলং বিশেষতঃ স্বাদু ভবতি তথা পরম ভাগবতমুখ-সম্বন্ধং প্রাপ্য ভগবদ্গুণবর্ণনমপি ততস্তাদৃশ পরম ভাগবতবৃন্দ মহেন্দ্র শ্রীশুকদেব মুখ সম্বন্ধং কিমুতেতি ভাবঃ। অতএব পরমস্বাদু পরমকাষ্ঠা প্রাপ্তত্বাৎ স্বতোঽন্যতশ্চ তৃপ্তিরপি ন ভবিষ্যতীত্যালয়ং মোক্ষানন্দমপ্যভিব্যাপ্য পিবতেত্যুক্তং। তথাচ বক্ষ্যতে। পরিনিষ্ঠিতোঽপীত্যাদি অনেনাস্বাদ্যান্তরবন্নৈদং কালান্তরেঽপ্যাস্বাদক বাহুল্যেপি ব্যয়িষ্যতীত্যপি দর্শিতঃ। যদ্বা তত্র তস্য রসস্য ভগবৎ প্রীতিময়ত্বেঽপি দ্বৈবিধ্যং। তৎপ্রীত্যুপযুক্তত্বং তৎপ্রীতিপরিণামত্বঞ্চেতি। যথোক্তং দ্বাদশে। কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায়-লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাং। বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-বিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতী র্নচ পারমার্থ্যং। যত্তূত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদঃ সঙ্গীয়তে অভীক্ষ্নমমঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্নং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমান ইতি। ততঃ সামান্যতো রসত্বমুক্ত্বা বিশেষতোঽপ্যাহ অমৃতেতি। অমৃতং তল্লীলারসঃ। হরিলীলা কথাব্রাতামৃতানন্দিত-সৎসুরমিতি দ্বাদশে শ্রীভাগবত-বিশেষণাৎ। লীলাকথা-সন্নিবেশনমিতি তত্রৈব রসত্ব নির্দ্দেশাচ্চ সৎসুরমিতি সন্তোঽত্রাস্বাদকাঃ। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যেত্যাদিবৎ। তত্র সুরা অমৃতমাস্বাদিতবন্তঃ। অত্র অমৃতদ্রবপদেন লীলারহস্য সার এবোচ্যতে। তস্মাদেবং ব্যাখ্যেয়ং। যদ্যপি প্রীতিময়রস এব প্রেয়ান্ তথাপ্য

তথাহি—*

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

স্যাত্র বিবেকঃ। রসানুভবিনোঽত্র দ্বিবিধাঃ। পিবতেত্যুপদেশ্যাঃ স্বতন্তদনুভবিলীলাপরিকরাশ্চ। তত্র লীলাপরিকরা এব রসসারমনুভবন্তি অন্তরঙ্গত্বাৎ। পরে তু যৎ কিঞ্চিদেব বহিরঙ্গত্বাৎ। যদ্যপ্যেবং তথাপি তদনুভবময় রসসারং সানুভবময়েন রসেনৈকতয়া বিভাব্য পিবত। ষতস্তাদৃশতয়া তাদৃশশুকমুখাদ্ গলিতং প্রবাহরূপেণ বহন্তমিত্যর্থঃ। তদেবং ভগবৎপ্রীতেঃ পরমরসাপত্তিঃ শব্দোপাত্তৈব। অন্যত্র চ। সর্ব্ববেদান্তসারমিত্যাদৌ। তত্রাসামৃততৃপ্তস্তেত্যাদি। এবমেবাভিপ্রেত্য ভাবুকা ইত্যত্র রসবিশেষ-ভাবনাচতুরা ইতি টীকা। তথা-স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পনর্বিহাতুমিচ্ছেন্নরসগ্রহোজন ইত্যাদি। অত্র বৈকুণ্ঠস্থিতকল্পতরুফলস্য রসমাত্ররূপিত্বঞ্চ যথা হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে পঞ্চতত্ত্বনিরূপণে। "দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্! প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ। গন্ধরূপং স্বাদরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ। হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেচ্চ তৎ। ত্বগ্বীজঞ্চৈব সর্ব্বেষাং হেয়াংশং কিল যদ্ ভবেৎ। সর্ব্বন্তু-ভৌতিকং বিদ্ধিনহ্যভূতময়ং হি তৎ। রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকমিতি"। অত্র বৈকুণ্ঠ ইতি তৎ প্রকরণ লব্ধং।

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রয়োজন-প্রশ্নেনৈব তচ্চরিত-প্রশ্নোঽপি জাত এব তথাপ্যত্যৌৎসুক্যেন পুনরপি তচ্চরিতান্যেব শ্রোতুমিচ্ছন্ত স্তত্রাত্মনস্তৃপ্ত্যভাবমাবেদয়ন্তি বয়ন্ত্বিতি। যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্মঃ। উদ্গচ্ছতিতমো যস্মাৎ স উত্তম স্তথাভূতঃ শ্লোকো যশো যস্য তস্য বিক্রমে বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ অলমিতি

হে পরম-মঙ্গলায়ন ভগবৎ-প্রীতিরসজ্ঞ ভাবুকগণ! শুক মুখ নিঃসৃত, বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ, অমৃত সার, দুর্ল্লভ, এবং রসময় বেদরূপ কল্পতরুর ভাগবত নামক ফল তোমরা বারংবার পান কর।

রসজ্ঞেরা শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়াই যাহাকে পদে পদে পরম স্বাদু বলিয়া অনুভব

---

* তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকঃ।

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

তথাহি—*

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

তথাহি—¶

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।

তথাহি—‡

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে! আখ্যানং যদধীতবান্॥

ন মন্যামহে। তত্র হেতুং। যদ্ বিক্রমং শৃণ্বতাং। যদ্বা অন্যে তু তৃপ্যন্তু নাম বয়ন্ত নেতি তু শব্দস্যান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ। ত্রিধা হ্যলং বুদ্ধির্ভবতি উদরাদিভরনে বা রসাজ্ঞানেনবা স্বাদুবিশেষাভাবাদ্বা তত্র শৃণ্বতামিত্যনেন শ্রোত্রস্যাকাশত্বাদন্তরণ-মিত্যুক্তং রসজ্ঞানামিত্যনেন চাজ্ঞানতঃ পশুবত্তৃপ্তি নিরাকৃতা ইক্ষুচক্ষণবদ্র-সান্তরাভাবেন তৃপ্তিং নিরাকরোতি পদে পদে প্রতিক্ষণং স্বাদুতোঽপিস্বাদু।

করিয়া থাকেন, হে সূত! উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের সেই চরিত শ্রবণ করিয়া আমর কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ১৯০ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
¶ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদ ৭৮১ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
‡ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ৭৬৮ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

তথাহি—*

তস্যারবিন্দনয়নস্য বদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥

তথাহি—‡

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নিৰ্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিথম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল এই শ্লোক বিবরণ ॥
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার।
কয়িয়াছেন, যাহা শুনি লোকে চমৎকার ॥
তবে সব লোক শুনিবারে আগ্রহ করিল।
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল ॥
শুনিয়া সন্ন্যাসিদিগণের চমৎকার হৈল।
চৈতন্য-গোঁসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্ধারিল ॥
এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি ॥
সব কাশীবাসী করে নাম-সংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কাঁদে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৪৯৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

‡ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৫০ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

নিজগণ লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর॥
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে বেচিতে আমি আনিল ভাবকালী॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহি দেশে লওয়া নাহি যায়॥
আমি বোঝা বহিব তোমা সবার দুঃখ হৈল।
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনিমূলে বিলাইল॥
সবে কহে লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলা নিস্তার॥
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ॥
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গণন।
সংকীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন॥
প্রভু যবে স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর দরশনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে॥
বাহু তুলি প্রভু কহে বল "কৃষ্ণ হরি"।
দণ্ডবৎ করে লোক "হরিধ্বনি" করি॥
এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া।
আর দিনে চলিল প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া॥
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লাগ নৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন॥

তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া জন॥
সবে চাহে প্রভু সঙ্গে নীলাচলে যাইতে।
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্নের সহিতে॥
যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে॥
সনাতনে কহিল তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন॥
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন॥
এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবেই পড়িলা তবে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘর আইলা।
সনাতন গোঁসাঞি বৃন্দাবনেরে চলিলা॥
এথা শ্রীরূপ গোঁসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধি রায় মিলিলা॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী॥
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মন্সব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তাঁরে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হুসেন সাহা গৌড়ে রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়েরে তিঁহো বহু বাড়াইল॥
তাঁর স্ত্রীর তাঁর রঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজা স্থানে॥

রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
ইহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে এহো নাহিজীবে॥
স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তাঁর মুখে দেয়াইলা॥
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাঞা।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল পণ্ডিতের স্থানে।
তারা কহে তপ্তঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে॥
কেহ কহে এত নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসা আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥
প্রভু কহে ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
প্রভু আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্য আইলা॥
কতক দিবস তিঁহ নৈমিষারণ্যে রহিলা।
তাবৎ বৃন্দাবন দেখি প্রভু প্রয়াগে আইলা॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগি না পাইয়া বড় মনে দুঃখ হৈল॥

রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে॥
আপনে রহে এক পয়সার চাবানা খাইয়া।
আর পয়সা বেণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখিত বৈষ্ণব দেখি করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধিভাত তৈল মর্দ্দন॥
রূপ গোঁসাঞি আইলে তাঁরে বহু প্রীতি কৈলা।
আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন করাইলা॥
মাসমাত্র রূপগোঁসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে॥
গঙ্গাতীর পথে প্রভু প্রয়াগেতে আইলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা॥
এথা সনাতন গোঁসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সরান্—রাজপথ দিয়া॥
মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ অনুপম কথা সকল কহিলা॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজ পথে সনাতন।
অতএব তাঁহার সনে না হৈল মিলন॥
সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে॥
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে॥
মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ত তীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া॥

এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা।
রূপ গোসাই দুই ভাই কাশীতে আইলা॥
মহারাষ্ট্রী দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন।
তিনজন সহ রূপ করিল মিলন॥
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র ঘরে ভিক্ষা।
মিশ্র মুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা॥
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইলা বড় সুখে॥
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া॥
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বন পথে মহাসুখ পাইলা॥
সুখে চলি আসি প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈলা নানারঙ্গে॥
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজভক্তগণে॥
শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলে যৈছে ইন্দ্রিয় উঠিলা॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা॥
পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিলা চরণ।
দুঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥

দামোদর স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর।
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর॥
আর যত ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
আনন্দ সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা॥
জগন্নাথসেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা॥
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দাদি মিলিলা সকল॥
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিত, গোঁসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা॥
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সবা সঙ্গে ইঁহ আজি করিব ভোজনে॥
তবে দুঁহে জগন্নাথের প্রসাদ আনিল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল॥
এইত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রি গমন॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ॥

মধ্যলীলার কৈল এই দিগ্‌ দরশন।
ছয় বৎসর কৈল যৈছে গমনাগমন॥
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তনবিলাস॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় লীলার আস্বাদ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্র কথন।
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ বর্ণন।
তঁহি মধ্যে নানা ভাগের দিগ্‌দরশন॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস॥
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপাল স্থাপন, ক্ষীর চুরির বর্ণন॥
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল চরিত্র বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আস্বাদন॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমে করিল উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা, বাসুদেব নিস্তার॥
অষ্টমে রামানন্দ সম্বাদ বিস্তার।
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার॥
নবমে কহিল দক্ষিণ তীর্থভ্রমণ।
দশমে কহিল সর্ব্ব বৈষ্ণব মিলন॥
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ক্ষালন॥

ত্রয়োদশে রথ আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হেরাপঞ্চমী যাত্রা দরশন॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈলা আস্বাদন॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা অমোঘে তারিল॥
ষোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা গৌড়দেশ পথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার বর্ণন॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি-সঞ্চারণ॥
বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য বর্ণন।
দ্বাবিংশ দ্বিবিধ সাধন-ভক্তি বিবরণ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি-রসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে আত্মারাম শ্লোকার্থ বর্ণন॥
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণব-করণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ॥
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা-সার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার॥

জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনে আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বসার॥
শ্রীভাগবততত্ত্বরস করিল প্রচার।
কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত জানাইল সংসার॥
ভক্ত লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহা ভক্তমুখে, কাঁহা শুনিলা আপনে॥
শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য-চরণ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্ব সার।
সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহঁ পাবে পার॥

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥
ভক্তগণ! শুন মোর দৈন্য বচন।
তোমা সবার চরণ, ধূলি অঙ্গে বিভূষণ,
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন॥
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন।

প্রেমরস কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ॥
নানা ভাবের ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ,
যাতে বসে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্ত হংস করয়ে আহার॥
সেই সরোবরে গিয়া, হংস চক্রবাক লঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস॥
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেম ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার শেষে জীয়ে জগজ্জন॥
চৈতন্যলীলামৃত পূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥
এই লীলামৃত বিনে, খায় যদি অন্ন পানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার একবিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
এ অমৃত কর কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।

না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ ॥
তোমা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্টপূরণ ॥
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ জীব চরণ,
শিরে ধরি যার করো আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি-বৈষ্ণবকরণং মহাপ্রভোঃ
পুনর্নীলাদ্রিগমনং মধ্যলীলানুবাদকরণঞ্চ নাম
পঞ্চবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্।

অন্ত্যলীলা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্।

অন্ত্যলীলা

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥
দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্ম্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥

প্রারিপ্সিতস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্যান্ত্যলীলাত্মকস্য গ্রন্থস্য নির্ব্বিঘ্নপরিসমাপ্তি-কামো গ্রন্থকারঃ তৎকৃপামর্থয়ন্নমস্করোতি· পঙ্গুমিতি। যৎকৃপা যস্য চৈতন্যদেবস্য পঙ্গুং গতিশক্তিবিহীনং শৈলং পর্ব্বতং লঙ্ঘয়তে। তথা মূকং বাক্‌শক্তিরহিতং শ্রুতিং বেদলক্ষণাং বাণীং আবর্ত্তয়েৎ পুনঃপুনরুদাত্তাদিস্বরেণোচ্চারয়েৎ ঈশ্বরং কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে।
দুর্গম ইতি। দুর্গমে গন্তুমশক্যে পথি মুহুর্ব্বারংবারং স্খলন্তী পাদগতির্যস্য তস্য অন্ধস্য মম কৃপারূপযষ্টিদানেন সন্তঃ সাধবঃ অবলম্বনং সন্তু ভবন্তু।

যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায় এবং মূককে বেদপাঠ করায় আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

আমি একে অন্ধ, তাহাতে আবার এই দুর্গম পথে পুনঃপুনঃ পাদস্খলন হইতেছে, অতএব সাধুগণ কৃপা-যষ্টি দান করিয়া আমার অবলম্বন হউন।

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল-ভট্ট, দাস রঘুনাথ
এই ছয় গুরুর করেঁা চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট পূরণ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ,
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলশ্রীগোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
মধ্যলীলা সংক্ষেপে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ!
মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ।
পূর্ব্ব গ্রন্থে সংক্ষেপে করিয়াছি বর্ণন ॥
আমি জরাগ্রস্ত নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥
পূর্ব্ব লিখিত সূত্রগণ অনুসারে।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥
বৃন্দাবন হইতে প্রভু নীলাচল আইলা।
স্বরূপ গোঁসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥

এই তিন শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদ ৭।৮ পত্রে

শুনি শচী আনন্দিত সব ভক্তগণ।
সবে মিলি নীলাচলে করিল গমন ॥
কুলীনগ্রামী ভক্তগণ আর খণ্ডবাসা।
আচার্য্য শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি ॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান।
সবার পালন করি, দেন বাসা স্থান ॥
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥
একদিন এক নদী পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥
কুক্কুর রহিলা, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা ॥
একদিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাশরিলা ॥
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনে বসিলা।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত? সেবকে পুছিলা ॥
কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশলোক পাঠাইলা ॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইল।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈল ॥
প্রভাতে কুক্কুর চাহি কাহুঁ না পাইল।
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈল ॥
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইল নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥

সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ করেন ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ সবারে পাঠাইলা বাসস্থানে।
আর দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভু স্থানে॥
আসিয়া দেখিল সবে সেইত কুক্কুরে।
প্রভুর পাশে বসিয়াছে কিছু অল্পদুরে॥
প্রসাদ নারিকেল শস্য প্রভু দেন ফেলাইয়া।
'কৃষ্ণ, রাম, হরি' কহ বলেন হাসিয়া॥
শস্য খায় কুক্কুর কৃষ্ণ কহে বার বার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন॥
এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল তাঁর মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দীশ্লোক তথাই লিখিল॥
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥
এইমত দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা॥

রূপ গোঁসাঞি প্রভু পাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥
অনুপমের লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হইল।
ভক্তগণ পাশ আইল, লাগি না পাইল॥
উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি॥
আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥
স্বপ্ন দেখি রূপ গোঁসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥
(১) ব্রজপুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাসের বাসাস্থলে॥
হরিদাস ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
তুমি যে আসিবে প্রভু আমারে কহিলা॥
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে প্রভু আসিব এখন॥
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে মিলিতে।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু, আইলা আচম্বিতে॥

ব্রজপুর-লীলা—ব্রজলীলা ও পুরলীলা।

রূপ দণ্ডবৎ করে হরিদাস কহিল।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিল॥
হরিদাস রূপ লঞা বসিল এক স্থানে।
কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণে॥
সনাতনের বার্ত্তা যদি গোঁসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম, তিঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে॥
প্রয়াগে শুনিলা তিঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন॥
রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোঁসাঞি চলিলা।
গোঁসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপাত করিয়া॥
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু দুই জনে।
প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে॥
তোমা দুঁহার কৃপায় ইঁহার তৈছে হউক শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরসভক্তি॥
গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন॥
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে॥

ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহা সনে করি কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন॥
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভু কৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার॥
ভক্ত লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
(১) যাইটোটা আসি কৈল বন্যভোজন॥
প্রসাদ খায়, "হরি" বলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস রূপের আনন্দিত মন॥
গোবিন্দ দ্বারা প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা॥
আর দিনে প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান্ কাঁহাতে॥ *

তথাহি—†

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥

কৃষ্ণোঽন্য ইতি। যদুসম্ভূতো শ্রীকৃষ্ণঃ অন্যঃ অন্যপ্রকাশঃ যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ স বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য কচিৎ কস্মিংশ্চিৎ কালে নৈব গচ্ছতি ন গচ্ছত্যেব।

যদুসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ অন্য প্রকাশ, কিন্তু যিনি নন্দনন্দন তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না।

১। "যাইটোটা"—যুঁই ফুলের বাগিচা।

* 'না পারে থাকিতে'—কোন মুদ্রিত পুস্তকের অপপাঠ।

† লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপ্রকটলীলায়াং দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃতযামলবচনম্।

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোঁসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা॥
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল॥

এখানে শ্রীঅম্বিকা হইতে যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাহির হইয়াছেন, তাহা আধুনিক টীকায় "লিখিত-যামলবচনমিদং কেনচিদ্দ্বিকৃষ্ণবাদিনা সন্নিবেশিতমিতি লক্ষ্যতে প্রকরণবিরুদ্ধত্বাৎ" অর্থাৎ উক্ত যামলবচনটী কোন দ্বিকৃষ্ণবাদি কর্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু উক্ত বচনটী প্রকরণ বিরুদ্ধ। কেহ কোন প্রাচীন বা আধুনিক বিজ্ঞ বৈষ্ণব-সম্মত নহে। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে অভিব্যক্ত করা হইতেছে।

কেচিদ্ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ।
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেৎ আদ্যো গৃহেহ্বানকদুন্দুভেঃ॥
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমঃ।
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতিগৃহং বিশন্॥
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরম্।
প্রাবিশদ্বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্॥
এতচ্চাতিরহস্যত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে।
কিন্তু ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ॥

শ্রীদশমে—

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ"

তথা তত্রৈব—

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।

তথাচ—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।

তথাচ তত্র শ্রীব্রহ্মস্তবে—

বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।

পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা॥
দুই নান্দী (১) প্রস্তাবনা (২) দুই সঙ্ঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা॥
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিল॥
প্রভুর নৃত্যে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই॥

১। নান্দী। নাটকাদির মঙ্গলাচরণ শ্লোকবিশেষ। তল্লক্ষণং—"গুরুদেব-দ্বিজাতীনাং স্তুতির্যত্র প্রবর্ত্ততে। আশীর্ব্বচনসংযুক্তা সা নান্দী পরিকীর্ত্তিতা"।

২। প্রস্তাবনা—নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে। চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা।

নটী, বিদূষক, কিম্বা, পারিপার্শ্বিক, স্বকার্য্যোত্থ এবং প্রস্তুতের আক্ষেপক বাক্যদ্বারা পরস্পর সংলাপ করে সেই নাটকাদির অঙ্গবিশেষকে প্রস্তাবনা বলে।

তথা যামলবচনং সমুদাহরন্তি—

কৃষ্ণোঽন্যযদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি।
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদা।

প্রাচীন মহাত্মাদিগের এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কর্ত্তা স্বয়ং এবং তৎপরবর্ত্তি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় প্রভৃতির এই মতে দৃঢ়তম আস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং অম্বিকা শ্রীগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহার কোন ভিত্তি নাই। যেহেতু এইরূপ প্রাচীন অর্ব্বাচীন রক্ষিত হস্তলিখিত একখানি গ্রন্থও দেখা যায় না যাহাতে এই শ্লোক নাই। অধিক বিবেচনের অনাবশ্যক।

পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কেন শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে॥
সবে একা স্বরূপ গোঁসাই শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করান্ আস্বাদনে॥
রূপ গোঁসাঞি মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায়॥

তথাহি—*

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ পৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

শ্রীরূপগোস্বামিকৃতশ্লোকো যথা—†

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি! কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালাতে রাখিলা।
সমুদ্র স্নান করিবারে রূপ গোঁসাঞি গেলা॥
হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে।
চালে গোঁজা শ্লোক পাঞা প্রভু লাগিলা পড়িতে॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১০ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপ গোঁসাঞি স্নান করি আইলা॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে?
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
সেই শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল॥
মোর অন্তর বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে?
স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥
অন্যথা এ অর্থ কারও নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলে করি অনুমান॥
প্রভু কহে ইঁহ আমায় প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্য পাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা হৈলা॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ॥
স্বরূপ কহে যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবাই জানিল॥

তথাহি—ন্যায়ঃ।

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে।

ফলেনেতি। ফলেন ফলদর্শনেন কার্য্যদর্শনেনেত্যর্থঃ। ফলস্য কারণমনুমীঃ অনুমাতৃভিরিতিশেষঃ।

ফলদর্শন করিলে ফলের কারণ অনুমান প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে।

তথাহি—*

স্বর্গাপগা হেমমৃণালিনীনাং
নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা ।
রূপ গোঁসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥
একদিন রূপ করেন নাটক লিখন ।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥
সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা ।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥

ভব ভবান্ স্বর্গীয়ো হংসঃ সুবর্ণশরীরত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বর্গেতি। স্বর্গা গায়াঃ স্বর্নদ্যা হেমমৃণালিনীনাং সুবর্ণকমলিনীনাং নালা মৃণালানিচ নালা-সম্বন্ধী মৃণালানি বা তেষামগ্রাণি ভুঞ্জত ইতি তাদৃশা বয়ং অন্নানুরূপাং ভক্ষণীয়বস্তুপরিণ বীর্য্যযোগ্যাং তনুরূপাং ঋদ্ধিং শরীরসৌন্দর্য্যসমৃদ্ধিং ভজামঃ প্রাপ্নুমঃ। কথমি মিত্যাহ—হি যতঃ কার্য্যং ঘটাদি কর্ত্তৃনিদানাৎ আদিকারণাৎ গুণান্ শৌক্ল্যা অধীতে প্রাপ্নোতি। "কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে" ইতি শাস্ত্রকৃতঃ। অত্র কা পদং সমবায়িকারণপরং আরভন্তে জনয়ন্তি। প্রকৃতে তু সৌবর্ণমৃণালাদিভক্ষণাদস্মা সুবর্ণময়ত্বং। নালা পদ্মদণ্ডঃ। মৃণালং বিসং। অথচ বয়ং নালা নলসম্ব ইত্যপ্যুট্টঙ্কিতং। তনুরূপ ঋদ্ধিমিত্যত্র ঋদন্তোরকো হ্রস্ব ইতি পাক্ষিকত্ব সন্ধ্যভাবঃ। অর্থান্তরন্যাসঃ।

আমরা স্বর্গনদীস্থ সুবর্ণ-কমলিনীর ও মৃণালের অগ্রভাগ ভোজন করি ভক্ষ্যবস্তুর অনুরূপ শরীর ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছি, যেহেতু কার্য্য, কারণ হইতে গুণ লাভ করিয়া থাকে।

---

* নৈষধীয়তৃতীয়সর্গে সপ্তদশশ্লোকে দময়ন্তীং প্রতি হংসবাক্যম্।

কোন্ পুঁথি লেখ বলি এক পত্র লৈল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল ॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥
শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি ॥
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধুমুখে জানি।
নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥

তথাহি—*

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

তুণ্ড ইতি। হে নান্দীমুখ! অহং নো জানে কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী অক্ষর-যুগলং কিয়দ্ভিঃ কিয়ৎপরিমিতৈরমৃতৈর্জনিতা উৎপাদিতা। কথমিতি চেত্তত্রাহ—তুণ্ডে বদনে তাণ্ডবিনী তাণ্ডবং নাট্যং তৎ কুর্ব্বতী সতী নটীব তুণ্ডাবলীনাং লব্ধয়ে প্রাপ্তয়ে রতিং বিতনুতে প্রকাশয়তি, তথা কর্ণক্রোড়ে কর্ণপদব্যাং কড়ম্বিনী অঙ্কুরিতা সতী কর্ণানামর্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং ঘটয়তে, তথা চেতএব প্রাঙ্গণং তত্র-

যিনি তুণ্ডাগ্রে নৃত্য আরম্ভ করিয়া তুণ্ডাবলী লাভের জন্য রতি বিস্তার করেন, যিনি কর্ণপথে অঙ্কুরিতা হইয়াই অর্ব্বুদসংখ্যক কর্ণেন্দ্রিয়লাভে ইচ্ছা উৎপাদন করেন এবং যিনি চিত্ত-প্রাঙ্গণে সঙ্গিনী হইয়াই সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে

* বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ত্রয়োদশশ্লোকঃ।

তবে মহাপ্রভু দুঁহা করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ॥
সবে মিলি চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিল কহিতে॥
দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে॥
ঈশ্বর-স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ॥

তথাহি—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং,
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ম্॥

সঙ্গিনী সতী সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং কৃতিং ব্যাপারং বিজয়তে চেষ্টাশূন্যং করোতীত্য
স্যমন্তকং গৃহীত্বা কাশ্যাং গতমক্রূরং প্রতি শ্রীমদুদ্ধবস্য বর্ণদূতোঽয়ং
স্যেতি। অয়ং কমলেক্ষণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ভৃত্যস্য সাধারণ-সেবকাভাসস্য গুরু

রহিত করেন, হে নান্দীমুখি! এতাদৃশ কৃষ্ণ এই অক্ষরদ্বয় কত অমৃতে প্র
হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তত্রিংশমশ্লোকঃ।

ভক্ত সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হঞা কৈল চরণ-বন্দন॥
ভক্তসঙ্গে কৈল প্রভু দুঁহাকে মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা লঞা ভক্তগণ॥
রূপ হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না বসিলা পীঁড়ার উপরে॥
'পূর্ব্ব শ্লোক পড়' রূপে প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মেন ধরিল।
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল॥
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল॥

তথাহি—*

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি! কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।

অপরাধান্ন পশ্যতি নাহং ভৃত্যঃ প্রত্যুত বিষয়ং মনাক্ ঈষদপি কৃতাং সেবাং বহুধা বহুপ্রকারতয়া অভ্যুপৈতি অঙ্গীকরোতি, পিশুনেষু দুর্জ্জনেষ্বপি "পিশুনো দুর্জনঃ খল" ইত্যমরাৎ। অভ্যসূয়াং দোষদৃষ্টিং নাবিষ্করোতি ন প্রকাশয়তি কথমেবং তত্রাহ যতঃ শীলেন শুচিচরিতেন নির্ম্মলা স্বভাবতো রাগদ্বেষাদিরহিতা মতি-র্যস্যেতি সুশীলমুকুটমণেস্তস্য স্বাভাবিকোঽয়ং গুণ ইত্যতঃ সর্ব্বথা দ্বারকাগমনাম্মা-দৈষীরিতি ভাবঃ।

স্যমন্তক মণি* গ্রহণ করিয়া অক্রূর কাশীধামে যাইলে, উদ্ধব এই বর্ণদূত দ্বারা জানাইয়াছিলেন "এই কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেবকের অপরাধ গুরুতর হইলেও তাহাতে দৃক্পাত করেন না, প্রত্যুত অল্প সেবাকেও অধিক বলিয়া স্বীকার করেন, এবং দুর্জ্জনেতেও কোনরূপ অসূয়া করেন না, যেহেতু স্বভাব বশতঃ ইহার মত নির্ম্মল" ।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

রায় ভট্টাচার্য্য বলে তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ॥
আমারে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিলে সিদ্ধান্ত।
সে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ ॥
প্রভু কহে "কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যেই শ্লোক শুনি লোকের যায় দুঃখ শোক" ॥
বার বার প্রভু তাঁরে আজ্ঞা যদি দিল।
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল ॥

তথাহি—*

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি সবার হৈল আনন্দ বিস্ময় ॥
সবে বলে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥
রায় কহে কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা অন্ত্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদে ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে॥
আরম্ভিয়া ছিলা এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া॥
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥
রায় কহে নান্দী-শ্লোক পড় দেখি শুনি।
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভুর আজ্ঞা মানি॥

তথাহি— *

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণী
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী॥

সুধানামিতি। হরিলীলারূপা শিখরিণী রসালা রোমাবল্যাং শিখরিণী রসালা স্তভেদয়োরিতি কোষাৎ। তে তব তৃষ্ণাং হরতু, কিম্ভূতাং? সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সন্তাপানাং আধ্যাত্মিকাদীনাং উদ্গমো যস্যাং তথাভূতা যা বিষমা সংসাররূপা সরণিঃ পন্থাঃ তয়া প্রণীতাং জনিতামিত্যর্থঃ। কীদৃশী? চান্দ্রীণাং চন্দ্রসম্বন্ধিনীনাং সুধানাং মধুরিম্না মাধুর্য্যেণ হেতুনা য উন্মাদঃ অহঙ্কারস্তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা। তথা রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারাঃ কর্পূরাস্তৈঃ সুরভিতাং সৌগন্ধ্যং, পক্ষে—মনোহারিতাং দধানা।

যে হরিলীলা শিখরিণী চন্দ্রসুধার মাধুর্য্যজনিত অহঙ্কারদমনকারিণী এবং রাধাদি ব্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ কর্পূর দ্বারা সৌগন্ধ্য-ধারিণী; তিনি তোমার নিরন্তর আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের উদ্গমকারিণী সংসার-পদবী-ভ্রমণজনিত-তৃষ্ণা হরণ করুন।

---

* বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে প্রথমশ্লোকঃ।

রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন॥
প্রভু কহে! কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে॥
তবে রূপ গোঁসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে এই অতিস্তুতি হৈল॥

তথাহি— *

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া॥
রায় কহে কোন মুখে পাত্র সন্নিধান।
রূপ কহে কালসাম্যে প্রবর্ত্তক নাম॥

তল্লক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াং দ্বাদশশ্লোকঃ।
আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকং।

আক্ষিপ্ত ইতি। কালসাম্যেন প্রবৃত্তকালবর্ণনস্য সাম্যেন যত্র পাত্রস্য প্র
আক্ষিপ্তঃ উপস্থিতঃ তৎ প্রবর্ত্তকং নাম প্রস্তাবনাঙ্গমিতি শেষঃ।

প্রবৃত্ত কাল-বর্ণনের সাদৃশ্য অবলম্বনে যেস্থানে পাত্রের প্রবেশ হয়
প্রস্তাবনার অঙ্গকে প্রবর্ত্তক বলে।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ৩ পৃষ্ঠায় দ্র

* তথাহি বিদগ্ধমাধবে ;—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগং।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী॥

রায় কহে (১) প্ররোচনাদি কহ শুনি।
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি॥

সোঽয়মিতি। সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় সমাগতোঽভূৎ। যস্মিন্ বসন্তসময়ে গূঢ়া অনভিব্যক্তপ্রকাশা গ্রহাঃ সূর্য্যাদয়ো যস্যাং সা। পক্ষে—গূঢ়ো গ্রহ আগ্রহো যস্যাঃ সা। পৌর্ণমাসী পূর্ণিমা-তিথিঃ। পক্ষে—প্রসিদ্ধা যোগমায়া। পূর্ণং ষোড়শকলাভিঃ। পক্ষে—আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিকং। তথা উপোঢ়ঃ প্রাপ্তো নবোঽনুরক্তো রাগো রক্তিমা যস্য। পক্ষে—উপোঢ়ঃ অভিব্যক্তঃ নবো নবায়মানোঽনুরাগো যস্য তং। তম্যা রজন্যা ঈশ্বরং পতিং চন্দ্রং। পক্ষে—তং স্বয়ং ভগবত্ত্বয়া প্রসিদ্ধং ঈশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং। রুচিরয়া শোভনয়া। রাধয়া বিশাখা-নক্ষত্রেণ। রাধা বিশাখেত্যমরাৎ। বৈশাখপূর্ণিমায়াং প্রায়ো বিশাখা নক্ষত্রস্য সম্ভবাৎ। পক্ষে—বৃষভানুনন্দিন্যা। নিশি রজন্যাং। রঙ্গায় শোভনার্থং, পক্ষে—কৌতুকায় সঙ্গময়িতা সঙ্গময়িষ্যতীতি ভাবঃ।

সেই বসন্ত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে গুপ্তগ্রহা পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমা তিথি) শোভা সম্পাদনার্থ রজনীতে পূর্ণতম ঈশ্বরকে (পূর্ণচন্দ্রকে) লাবণ্যবতী রাধার সহিত (বিশাখা নক্ষত্রের সহিত) মিলিত করিবেন।

শ্লেষপক্ষে। সেই বসন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে পৌর্ণমাসী (যোগমায়া) কৌতুক রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য আগ্রহসহকারে রজনীতে

১। 'প্ররোচনা'—যথা সাহিত্যদর্পণে "প্রস্তুতাভিনয়েষু প্রশংসাতঃ শ্রোতৃণাং প্রবৃত্ত্যুন্মুখীকরণং প্ররোচনা।
প্রশংসাদ্বারা শ্রোতৃবর্গের প্রস্তুত অভিনয়ে প্রবৃত্তি উন্মুখ করাকে প্ররোচনা বলে।

* বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দশমশ্লোকঃ।

তথাহি— *

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরিপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥

তথাহি— †

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা !
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং ।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃ কলুষতাং ॥

ভক্তানামিতি। অনর্গলা বিশুদ্ধা ধীর্যেষাং তেষাং ভক্তানাং নিসর্গেণ স্বভা[বেন] উজ্জ্বলো নির্মলো বর্গঃ সমূহ উদগাৎ। নাটকরূপঃ প্রবন্ধোঽপি গোপস্ত্রীজনবল্লভ[স্য] শ্রীকৃষ্ণস্য শীলৈঃ সুচরিতৈঃ পল্লবিতঃ সুসজ্জীকৃতঃ। বৃন্দাটবী-গর্ভভূঃ রাসস্থ[লী] তাণ্ডববিধেরভিনয়ক্রিয়ায়াশ্চত্বরতাঞ্চ লেভে, বল্লববধূবন্ধোঃ অতএব মদ্বি[ধ] মাদৃশজনস্য পুণ্যমণ্ডলানাং সৌভাগ্যরাশীনাময়ং পরিপাকঃ ফলমুন্মীলতি ইত্য[হং] মন্যে ।

অভিব্যক্তেতি। হে বুধাঃ সহৃদয়াঃ ! প্রকৃত্যা স্বভাবেন লঘুরূপাৎ ক্ষুদ্রাক[ৃতে] কাব্যনাটকাদিরূপাং ! ব্যঙ্গপক্ষে তু, প্রকৃত্যা লঘুঃ ক্ষুদ্রশ্চাসৌ রূপনামাচেতি তস্ম[াৎ]

পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে লাবণ্যবতী শ্রীরাধিকার সহিত মি[লিত] করিবেন।

স্বভাবতঃ উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধচেতা ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, [এবং] গোপীবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নাটকরূপ প্রবন্ধও স্বভাবোক্তি অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিত [এবং] বৃন্দাবন মধ্যস্থ রাসস্থলী রঙ্গস্থল হইয়াছেন, বোধ করি এই সকল মাদৃশ ব্য[ক্তির] সৌভাগ্যরাশির ফল উদয় হইল।

হে সহৃদয় সভ্যবৃন্দ ! আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্ররূপ হইলেও আমা হইতে

---

* বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে অষ্টমশ্লোকঃ ।

† তত্রৈব ষষ্ঠশ্লোকঃ ।

রায় কহে কহ দেখি প্রেমোৎপত্তির কারণ (১)।
পূর্ব্ব-রাগ, বিকার-চেষ্টা, † কাম-লিখন ॥
ক্রমে শ্রীরূপ গোঁসাঞি সকলই কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল ॥

রাগোৎপত্তিহেতুর্যথা— *

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং,
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।

যতী তু দৈন্যমসহমানা তমেব স্তাবয়তি প্রকৃষ্টাং কৃতিং কাব্যনাটকাদিরূপাং শীঘ্রং রূপয়তি রচয়তীতি তস্মাৎ। মত্তোঽভিব্যক্তাপীয়ং কৃতিঃ প্রবন্ধঃ বো বং সিদ্ধার্থান্ অভিলষিতবিষয়ান্ বিধাত্রী, কুতঃ? যতো হরিগুণময়ী। তথাহি লিন্দেন হীনজাতি-বিশেষেণাপি সমিধং উন্মথ্য জনিতঃ অগ্নিঃ হিরণ্যশ্রেণীনাং ঃ কলুষতাং অন্তর্ম্মালিন্যং কিমু নাপহরতি অপি তু হরত্যেব?

একস্যেতি। একস্য পুরুষস্য কৃষ্ণেতি নাম্নোঽক্ষরং তন্মাত্রমিত্যর্থঃ। শ্রুতমেব ং লুম্পতি বিলুপ্তাং করোতি। অন্যস্য পুরুষস্য বংশ্যাঃ কলঃ মধুরাস্ফুটধ্বনিঃ

কৃ এই হরিগুণময় প্রবন্ধ আপনাদিগের অভীষ্টার্থের সিদ্ধি সম্পাদন করিবে, অতি- চ জাতি পুলিন্দ যদি কাষ্ঠসঙ্ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, সে অগ্নি স্বর্ণ- াশির অন্তর্ম্মল অপহরণ করে না কি?

হে সখি! এক পুরুষের কৃষ্ণ এই নামাক্ষর শ্রবণমাত্রই আমার মতি বিলুপ্ত

১। প্রেমোৎপত্তির কারণ—প্রেমাভিব্যক্তির হেতু। পূর্ব্বরাগ যথা ;—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥

নায়ক এবং নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে দর্শন এবং শ্রবণাদজনিত যে রতি প্রকাশ পায় রসজ্ঞেরা তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলেন। বিকারচেষ্টা হৃদয়স্থ বিকার- বোধক বাহ্য ক্রিয়া। কাম-লিখন—অনঙ্গলেখ—স্বীয় প্রেম প্রকাশক পত্র লিখন।

---

* তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে অষ্টমশ্লোকঃ। † রাগচেষ্টা পাঠান্তর।

এব স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ,
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥

তথাহি— *

ইয়ং সখি! সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥

তথাহি— †

ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং,
সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।

শ্রুতএবেতি বিভক্তিং বিপরিণময্য আকর্ষণীয়ং। সান্দ্রাং ঘনীভূতাং উন্মাদ-পরম্পরা উন্মাদশ্রেণীং উপনয়তি প্রাপয়তি। পটে চিত্রপটে এষ স্নিগ্ধ-ঘনদ্যুতিঃ বীক্ষণা বীক্ষণমারভ্য মে মনসি লগ্নং কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে কৃষ্ণাখ্যে বংশীবাদকে নবঘনশ্যাম সুন্দরে ত্রিষু পুরুষেষু মে মম রতিরভূৎ, অতো মৃতিরেব শ্রেয়সীত্যহং মন্যে।

ইয়মিতি। হে সখি! ইয়ং রাধায়া হৃদয়বেদনা সুদুঃসাধ্যা সর্ব্বথা অসাধ্যা, য হৃদয়বেদনায়াং কৃতাপি চিকিৎসা কুৎসায়াং নিন্দায়াং পর্য্যবস্যতি।

ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং, সুন্দর! মম মন্দিরে ত্বং বসসি।
তত্র তত্র রণৎসি বলাৎ, যত্র যত্র চকিতা পলায়ে ॥

করিতেছে। অন্য পুরুষের মধুর অস্ফুট বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রই উন্মাদ পরম্পরা উপনীত করিতেছে, এবং এই চিত্রপটস্থিত স্নিগ্ধ নবঘনকান্তি দেখিবা মাত্রই আম হৃদয়ে লগ্ন হইয়াছেন. ধিক্ তিন পুরুষে আমার রতি উৎপন্ন হইল, এখন মরণ মঙ্গল। ‡

হে সখি! রাধার এই হৃদয়-বেদনা সর্ব্বথা অসাধ্য, ইহার চিকিৎসা নিন্দাতে পর্য্যবসিত হইবে।

---

* তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তমশ্লোকঃ।

† তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকঃ।

‡ এখানে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, মুরলীরব শ্রবণ এবং চিত্রপট দর্শনই রাগোৎপত্তি হেতু।

তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং,
জহি জহ চইদা পলাএন্মি ॥

তত্রৈব— *

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে,
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং,
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥

যথা— †

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং,
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং।

হে সুন্দর! প্রতিচ্ছন্নগুণং ধৃত্বা ত্বং মম মন্দিরে বসসি। অহং চকিতা ভীতা যত্র যত্র পলায়ে পলায়নং করোমি, ত্বং তত্র তত্র বলাৎ মাং রুণৎসি।

অগ্রে ইতি। অসৌ শ্রীরাধা অগ্রে সমীপে শিখণ্ডখণ্ডং ময়ূরপিচ্ছং বীক্ষ্য চিরাং বীক্ষণানন্তরং এব উৎকম্পং কম্পাতিশয়মালম্বতে গুঞ্জানাং বিলোকনাদ্‌-লোকনমাত্রাদেব মুহুর্ব্বারংবারং সাস্রং যথাস্যাত্তথা পরিক্রোশতি উচ্চৈশ্চিৎ-রোতি। অপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং জনয়ন্ বালায়াঃ শ্রীরাধায়াশ্চিত্তভূমিং রঙ্গস্থলীমবিশৎ প্রবিষ্টবান্। অয়ং নবীনগ্রহঃ কঃ ইত্যহং নো জানে।

হে সুন্দর! তুমি প্রতিচ্ছন্নগুণ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা আমার গৃহে অবস্থিতি করিতেছ, আমি ভীত হইয়া যে যে স্থানে পলায়ন করি, তুমি সেই সেই স্থানে আমাকে বলপূর্ব্বক রোধ করিতেছ।

রাধিকা সম্মুখে ময়ূরপিচ্ছ অবলোকন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ কম্পাতিশয়কে অবলম্বন করেন, গুঞ্জাবলীর বিলোকন মাত্রই বারংবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে থাকেন; নটনক্রীড়ার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে করিতে শ্রীরাধিকার চিত্তরঙ্গস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছে, এই নবীন-গ্রহ কে তাহা জানি না।

---

* তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে চতুর্দ্দশশ্লোকঃ।

† তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বাত্রিংশশ্লোকঃ।

তমালস্য স্কন্ধে সখি! কলিতদোর্বল্লরিরিয়ং,
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥

রায় কহে কহ দেখি ভাবের স্বভাব।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব॥

তথাহি— *

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদা সুধামধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

রায় কহে কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ।
রূপগোঁসাঞি কহে সাহজিক প্রেমধর্ম্ম॥

তথাহি— †

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।

অকারুণ্য ইতি। হে সখি! পরমকরুণতয়া খ্যাতো কৃষ্ণঃ, যদি ময়ি অকারুণ্যে নির্দ্দয়োঽভূৎ, তর্হি ইদং অগঃ অপরাধ স্তব কথং সম্ভবতি। অতো মুধা বৃথা রোদীঃ রোদনং মা কার্ষীঃ। পরং অতঃপরং ইমাং বক্ষ্যমাণামুত্তরকৃতিং মরণো ত্তরক্রিয়াং কুরু। কিন্তদিত্যাহ—তমালস্য স্কন্ধে কলিতা বদ্ধা দোর্বল্লরিভুর্জল যস্যাঃ সা ইয়ং তনুর্যথা বৃন্দাবনে চিরং চিরকালং ব্যাপ্য অবিচলা নিশ্চলা সা তিষ্ঠতি। তেন কদাচিৎ কৃষ্ণাঙ্গপরিমলং প্রাপ্য ধন্যা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ।

হে সখি! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন, তাহাতে তোমার অপর কি? আর বৃথা রোদন করিও না, এইক্ষণে মরণোত্তর কর্ত্তব্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এই দুই বাহুলতা তমালের স্কন্ধে বাঁধিয়া রাখিবে; যেন বৃন্দাবনে চিরকাল ব্যাপি এই তনু স্থিরভাবে থাকে।

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদে ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকঃ।

দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী,
প্রেম্নঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা— *

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী,
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিম্বা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্,
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥

স্তোত্রং যত্রেতি। যত্র স্বারসিকে প্রেম্নি স্তোত্রং স্তুতিবাদঃ তটস্থতাং ঔদাসীন্যং প্রকটয়ৎ সৎ চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে সম্পাদয়তি। নিন্দাপি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী সতী প্রমদং প্রীতিং প্রযচ্ছতি। কস্যচিদনির্ব্বচনীয়স্য স্বারসিকস্য স্বাভাবিকস্য প্রেম্নঃ ইয়ং প্রক্রিয়া প্রকারঃ কেনাপি দোষেণ ক্ষয়িতাং হ্রাসং; কেনাপিচ গুণেন গুরুতাং বৃদ্ধিং অনাতন্বতী বিস্তারমকুর্ব্বতী সতী বিক্রীড়তি বিশেষেণ ক্রীড়াং করোতি।

শ্রুত্বেতি। ইন্দুবদনা শ্রীরাধা মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা সখীমুখাদিতি শেষঃ। প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী সতী বিধুরে ব্যথিতে স্বান্তে মনসি শান্তিধুরাং ধৈর্য্যাতিশয়ং বিধায় অবলম্ব্য প্রায়ঃ কিং পরাঞ্চিষ্যতি পরাঙ্মুখী ভবিষ্যতি। কিংবা পামরস্য নির্দ্দয়স্য কামস্য কার্ম্মুকাদেব পরিত্রস্তা সতী অসূন্ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি। হা খেদে! ময়া মৌগ্ধ্যাৎ মূঢ়ত্বাৎ হেতোঃ ফলিনী ফলবতী মনোরথলতা উন্মূলিতা সমূলমুৎপাটিতা।

যাহাতে স্তুতিবাদ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া চিত্তের ব্যথা প্রদান করিয়া থাকে, নিন্দা ও পরিহাস শ্রী পোষণ করিতে করিতে আনন্দ সম্পাদন করে; সেই অনির্ব্বচনীয় সহজ প্রেমের প্রক্রিয়া কোন দোষে হ্রাস অথবা গুণ দ্বারা বৃদ্ধি বিস্তার না করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে।

চন্দ্রমুখী রাধিকা সখীর নিকট আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া প্রেমাঙ্কুর ভেদ করিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে ধৈর্য্যভার অবলম্বন করিয়া আমাতে কি পরাঙ্মুখী

---

* তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে চত্বারিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—শ্রীরাধিকায়াবাক্যং, *

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি! তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহাস্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং †

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি নহি-জানীমহি মনাক্।

যস্যেতি। যস্য কৃষ্ণস্য উৎসঙ্গে ক্রোড়ে যৎ সুখং তস্যাশয়া দীর্ঘতৃষ্ণয়া। আশাতৃষ্ণাপিচায়ত্তেত্যমরঃ। ময়া গুরুভ্যো গুরুজনেভ্যো গুর্ব্বী ত্রপা লজ্জা শিথিলিতা শিথিলীকৃতা। তথা প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমা যূয়ং পরিক্লেশিতাশ্চ। তথা সাধ্বীভিরধ্যাসিতঃ সেবিতঃ সঃ প্রসিদ্ধঃ পাতিব্রত্যলক্ষণো মহান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মোঽপি ন গণিতো নাদৃতঃ মম ধৈর্য্যং ধিক্ যৎ যস্মাৎ তেন কৃষ্ণেন উপেক্ষিতাপি অহং পাপীয়সী জীবামি।

গৃহান্তরিতি। নিজসহজবাল্যস্য স্বীয়সহচরবাল্যস্য বলনাৎ প্রভাবাৎ গৃহস্যান্তর্মধ্যে খেলন্ত্যো বিহরন্ত্যো বয়ং অভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি মনাক্ ঈষদপি ন জানী-

---

হইবেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কন্দর্পের কার্ম্মুক ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। হায়! আমি ফলবতী মুগ্ধ মনোরথলতা মূলের সহিত উৎপাটিতা করিলাম।

হে সখি! যে কৃষ্ণের উৎসঙ্গ সুখের আশায় গুরুজন হইতে গুরু লজ্জা শিথিল করিয়াছি, প্রাণ হইতেও সুহৃত্তম তোমাদিগকেই বা কত প্রকার ক্লেশ দিয়াছি। এবং সাধ্বীগণ-সেবিত প্রসিদ্ধ পাতিব্রত্য ধর্ম্মকেও গণনা করি নাই। সেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও পাপীয়সী আমি জীবিত আছি, আমার ধৈর্য্যে ধিক্।

---

* তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে একচত্বারিংশশ্লোকঃ।
† তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকঃ।

বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যাষ্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥

শ্রীকৃষ্ণসমক্ষং শ্রীললিতাবাক্যং— *

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং,
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে,
হা! মেধাবিনি! রাধিকে! তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥

হি। তাদৃশা বয়ং অশরণাং নিরাশ্রয়াং কামপি অনির্ব্বচনীয়াং দশাং নেতুং প্রাপ-
য়িতুং কথং যুক্তাঃ কথং বা তে ত্বয়া উদাসীনপদবী প্রথয়িতুং বিস্তারয়িতুং ন্যায্যা
যোগ্যোচিতা। তস্মাদস্মাকং যথার্থমেব ব্যবসায় ইতি ভাবঃ।

অন্তঃক্লেশেতি। অন্তর্ম্মনসি উপেক্ষাজনিতেন ক্লেশেন কলঙ্কিতা দূষিতা বয়মদ্য
যাম্যাং যম-সম্বন্ধীয়াং পুরীং নগরীং যামঃ। তথাপ্যয়ং শ্রীকৃষ্ণো বঞ্চনানাং সঞ্চয়ে
রাশিকরণে প্রণয়িনং প্রীতিযুক্তং হাসং ন উজ্ঝতি ন ত্যজতি। হে মেধাবিনি! হে
রাধিকে! গভীরৈর্বোদ্ধুমশক্যৈঃ কপটৈঃ সংপুটিতে প্রচ্ছন্নে অস্মিন্ আভীর-পল্লীষু
বিটে ধূর্ত্তে কৃষ্ণে তব গরীয়ান্ প্রেমা কথমভূৎ।

হে কৃষ্ণ! আমরা স্বীয় সহজ বাল্য স্বভাব বশতঃ গৃহমধ্যে থাকিয়া খেলা করি,
ভাল মন্দ কিছুই জানি না, আমাদিগকে এতাদৃশ নিরাশ্রয় দশায় লইয়া যাওয়া
তোমার কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? আবার সেই অবস্থায় আনিয়া উদাসীনতা
অবলম্বন করা কি তোমার উচিত হইল?

অদ্য আমরা অন্তঃক্লেশে কলঙ্কিত হইয়া যমপুরী গমনে উদ্যত হইলাম। তথাপি
ইনি বঞ্চনা সঞ্চয়ে সুনিপুণ হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না। হা মেধাবিনি!
রাধিকে! গভীর কপটতায় প্রচ্ছন্ন এই আভীরপল্লীবিটে তোমার গুরুতর প্রেম
কি প্রকারে হইল?

---

* তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ।

তথাহি, তত্রৈব পৌর্ণমাসীবাক্যং— *

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব ! নবরসা রাধিকা-বাহিনী ত্বাং,
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি ॥

রায় কহে বৃন্দাবন মুরলী নিঃস্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ?
কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপ গোঁসাঞি কহে করি নমস্কার ॥

হিত্বেতি। কৃষ্ণ এব অর্ণবঃ হে তথাবিধ ! রাধিকৈব বাহিনী নদী ত্বা লেভে। কিং কৃত্বা ধবতরোঃ অন্তিকং সামীপ্যমপি দূরে পথি হিত্বা ধবতরবে যত্র স্যুস্তত্তো নদ্যো ন নিঃসরন্তীতি প্রসিদ্ধেঃ। পক্ষে—ধবঃ ভর্ত্তা। ধর্ম্ম এ সেতু তস্য ভঙ্গেন উদগ্রা উদীর্ণমগ্রং যস্যাঃ, পক্ষে—সেতুঃ মর্য্যাদা। উদগ্রা উন্নতা উচ্চ প্রাংশূন্নতোদগ্রোচ্ছ্রিতাস্তুঙ্গ ইত্যমরঃ। গুরুং বিশালং শিখরিণং পর্ব্বতং পক্ষে—গুরুং গুরুজনঞ্চ শিখরিতুল্যকঠোরং গুরুজনমেব শিখরিণমিতি বা। রংহ বেগেন। নবো নূতনো রসো জলীয়স্বাদুত্বং স্রোতোভিঃ ক্বাপি অপর্য্যবিতত্বাং পক্ষে—নব শান্তশৃঙ্গারাদয়ো রসা যস্যাং সা ক্বচিদ্বিয়োগাদৌ নির্ব্বেদাদিস্থায়িত্বে শান্তাদীনামুদ্বোধাৎ। তঞ্চ সমুদ্র ইব বাগ্‌ভিরেব বীচিভিঃ তরঙ্গৈঃ কিমিতি অস্য বিমুখীভাবং বৈমুখ্যং তনোষি।

হে কৃষ্ণসাগর ! নবরসা রাধিকানদী দূর হইতে ধবতরুর পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মসেতুর ভঙ্গে উত্তুঙ্গ হইয়া বেগ দ্বারা গুরুশিখরীকে লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছে, তুমি কেন বচনতরঙ্গদ্বারা তাহাতে বিমুখী ভাব বিস্তার করিতেছ ?

---

* তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে অষ্টমশ্লোক

শ্রীবৃন্দাবনবর্ণনং যথা, তত্রৈব— *

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে,
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদং।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি॥

তথাহি — †

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং,
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি,
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ॥

সুগন্ধাবিতি। সু শোভনো গন্ধো যস্যেতি তস্মিন্ সুগন্ধৌ। মধুরে মনোহরে মাকন্দপ্রকরাণাং আম্রসমূহানাং মকরন্দস্য নিস্যন্দে মুহুর্বারংবারং বন্দীকৃতঃ মধুপবৃন্দঃ ভ্রমরসমূহো যস্মিন্ তৎ। মন্দা উন্নতির্যেষাং তৈঃ চন্দনগিরের্মলয়াচলস্যানিলৈঃ কৃতং আন্দোলং ঈষৎ কম্পনং যস্যেতি তদিদং বৃন্দাবিপিনং মমাতুলমানন্দং তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তীতি।

বৃন্দাবনমিতি। বৃন্দাবনং দিব্যাভির্লতাভিঃ পরীতং বেষ্টিতং। তাশ্চ লতাঃ পুষ্পৈঃ স্ফুরিতানি দ্যোতিতানি অগ্রাণি ভজন্তীতি তথা তানিচ পুষ্পাণি স্ফীতা আনন্দিতা মধুব্রতা ভ্রমরা যেষু তথাভূতানি। তে চ মধুব্রতাঃ শ্রুতিং শ্রবণেন্দ্রিয়ং হর্ত্তুং শীলমেষাং তথাভূতানি গীতানি যেষাং তে ইতি। অত্রৈকাবলীনামালঙ্কারঃ। তথাহি দর্পণে ;—পূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রতি বিশেষণত্বেন পরং পরং। স্থাপ্যতেঽপোহ্যতে বা চেৎ স্যাত্তদৈকাবলী দ্বিধেতি।

হে সখে! মধুমঙ্গল! বৃন্দাবন আম্র মুকুল-ক্ষরিত সুগন্ধি এবং মধুর মকরন্দ-কারাগারে মধুপশ্রেণিকে নিবদ্ধ করিয়া এবং মলয়াচলের মন্দবায়ু কর্ত্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইয়া আমার অনুপম আনন্দ সংবর্দ্ধন করিতেছেন।

হে সখে! এই বৃন্দাবনে দিব্য লতায় পরিবেষ্টিত, সেই লতা সকলের

---

* বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ঊনবিংশশ্লোকঃ।

† তত্রৈব প্রথমাঙ্কে বিংশশ্লোকঃ।

তথাহি— *

কচিদ্ভৃঙ্গীগীতং কচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা,
কচিদ্বল্লীলাস্যং কচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
কচিদ্ধারাশালী করককলপালীরসভরো,
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদং ॥

মুরলীবর্ণনং যথা তত্রৈব ;— *

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো,
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।

হে সখে! ইদং দৃশ্যমানং বৃন্দাবনং হৃষীকাণাং বিষয়েন্দ্রিয়াণাং বৃন্দং সমূ
প্রমোদয়তি আনন্দয়তি। কথমিত্যাহ—কচিৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রদেশে ভৃঙ্গীণ
মধুকরীণাং গীতং গানং। কচিচ্চ অনিলস্য দক্ষিণবায়োর্ভঙ্গ্যা গতিবিশেষেণ শিশির
শৈত্যং। কচিচ্চ বল্লীনাং লতানাং লাস্যং নটনং। কচিচ্চ অমলানাং মল্লীনাং কুসু
বিশেষাণাং পরিমলঃ বিমর্দ্দোত্থিতঃ জনমনোহরগন্ধঃ। বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গ
জনমনোহরে ইত্যমরঃ। কচিচ্চ ধারাশালী করকানাং দাড়িমানাং ফলপা
রসভরঃ ফলসমূহানাং রসপূরাতিশয় ইত্যর্থঃ।

পরামৃষ্টেতি। উভয়তঃ শিরসি পুচ্ছে চ অঙ্গুষ্ঠত্রয়পরিমিতং প্রদেশং ব্যা
অসিতরত্নৈরিন্দ্রনীলমণিভিঃ পরামৃষ্টা খচিতা। তথা ত । রৌ অরু

অগ্রভাগে কুসুমরাজি পরিস্ফুরিত। সেই কুসুম শ্রেণীতে মধুকরগণ মধুপা
আনন্দিত এবং সেই মধুকরগণ কর্ণরসায়ন গানে প্রবৃত্ত।

কোন প্রদেশে মধুকরী-গণের সুমধুর গান হইতেছে, কোন স্থানে শীতল ব
প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থানে লতাগণ নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে মল্লি
কুসুমের পরিমল আমোদিত করিতেছে, কোন স্থানে দাড়িমীফলপরম্পর
রসপূর বিরাজিত রহিয়াছে, অতএব এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়গণের পরমানন্দ ব
করিতেছে।

যাহার শির এবং পুচ্ছভাগে অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিত প্রদেশে ইন্দ্রনীলমণি দ্বা

---

* তত্রৈব প্রথমাঙ্কে সপ্তবিংশঃ শ্লোকঃ।

† তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে প্রথমশ্লোকঃ।

তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বুনদময়ী,
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥
তথাহি—বিশাখাসমক্ষং শ্রীরাধিকাবাক্যং *
সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য,
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা ;
কস্মাত্ত্বয়া বত ! গুরোর্বিষমা গৃহীতা,
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥

রক্তবর্ণৈর্মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ খচিতৌ। শিরোঽঙ্গুষ্ঠত্রয়াদন্তরমঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য পুচ্ছাঙ্গুষ্ঠত্রয়াৎ পূর্ব্বমঙ্গুষ্ঠত্রয়ঞ্চ ব্যাপ্য যৌ দ্বৌ পরিসরৌ তথা তয়োঃ পূর্ব্বোক্তয়োঃ পরিসরয়োর্মধ্যে হীরৈর্হীরকৈরুজ্জ্বলং যদ্বিমলং বিশুদ্ধং জাম্বূনদং স্বর্ণং তন্ময়ী ইয়ং কল্যাণী কেলিমুরলী হরেঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনস্য করে বিলসতি।

সদ্বংশতঃ তব জনিরুৎপত্তিঃ। কুলমস্করয়োর্বংশ ইত্যমরঃ। তথা পুরুষোত্তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাণৌ স্থিতির্বাসঃ। তথা তথা জাত্যা প্রকারেণ ত্বং সরলা অকুটিলাসি, পক্ষে—জাত্যা জন্মনা সরলা উদারা দক্ষিণে সরলোদারাবিত্যমরঃ। তথাপি বত আশ্চর্য্যে। গোপাঙ্গনাগণস্য গোপসুন্দরীসমূহস্য বিষমা ভয়াবহেতি যাবৎ বিশেষেণ মোহনস্য মন্ত্রস্য দীক্ষা উপদেশঃ কস্মাদ্গুরো স্ত্বয়া গৃহীতা।

খচিত, যাহার শির ও পুচ্ছের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পর ও পূর্ব্ব অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিত পরিসরদ্বয় অরুণ বর্ণ মণি দ্বারা খচিত এবং যাহার সেই উভয় পরিসরের মধ্যভাগে হীরক দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত সেই এই বিশুদ্ধ জাম্বূনদময়ী কল্যাণী কেলিমুরলী শ্রীকৃষ্ণের করে বিলাস করিতেছে।

হে মুরলিকে! তোমার সদ্বংশে জন্ম, পুরুষোত্তমের করে অবস্থিতি এবং তুমি জাতিতেও সরলা, অহো! তথাপি গোপাঙ্গনাগণের মোহন মন্ত্রের বিষম দীক্ষা কোন গুরুর নিকট গ্রহণ করিয়াছ?

---

* উত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে রাধাবাক্যং শ্লোকঃ

তথাহি— *

সখি! মুরলি! বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা,
লঘুরতিকঠিনাত্মা নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং,
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন॥

তথা— †

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং,
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্,
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

সখীতি। হে সখি! মুরলি! ত্বং বিশালেন ছিদ্রজালেন রন্ধ্রসমূহেন, পক্ষে—দোষসমূহেন পূর্ণা ব্যাপ্তা। তথা লঘুঃ লাঘববতী গৌরবরহিতাচ। অতিকঠিন আত্মা শরীরং যস্যাঃ সা, পক্ষে—নিষ্ঠুরস্বভাবা। নীরসা শুষ্কা, পক্ষে—নির্নাস্তি রসে রসজ্ঞানং যস্যাঃ সা অরসিকা। গ্রন্থিলা গ্রন্থিবহুলা, পক্ষে—কৌটিল্যবতী। তদপি তথাপি ত্বং চুম্বনানন্দেন সান্দ্রং নিবিড়ং হরিকরস্য পরিরম্ভং আলিঙ্গনং কেন পুণ্যোদয়েন পুণ্যপ্রভাবেণ শশ্বৎ নিরন্তরং ভজসি।

রুন্ধন্নিতি। বংশীধ্বনিঃ অম্বুভৃতো মেঘান্ রুন্ধন্। মুহুরিতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তথা তুম্বুরুং গন্ধর্ব্ববিশেষং চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্। তথা সনন্দনমুখান্ সনক-সনন্দন সনাতন-সনৎকুমারাখ্যান্ ব্রহ্মণো মানসপুত্রান্ ধ্যানাৎ সমাধেরন্তরয়ন্ ব্যুত্থাপয়ন্ তথা বেধসং সৃষ্টিকর্ত্তারং ব্রহ্মাণং বিস্মাপয়ন্। তথা ঔৎসুক্যাবলিভি

হে সখি! মুরলি! তুমি বিশালছিদ্রজালে পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয় কঠিনাত্মা গ্রন্থিলা এবং নীরসা, তথাপি কি পুণ্যের প্রভাবে হরিকরের নিবিড় আলিঙ্গন এ চুম্বনে পরমানন্দ লাভ করিতেছ।

জলধরের গতিরোধ, তুম্বুরুর চমৎকারিতা, সনন্দনাদির সমাধি ভঙ্গ, বিধাতার বিস্ময়োৎপাদন, ঔৎসুক্যপরম্পরা দ্বারা বলিরাজের অস্থিরতা, নাগরাজে

---

* তত্রৈব চতুর্থাঙ্কে অষ্টমশ্লোকে পদ্মাং প্রতি চন্দ্রাবলীবাক্যং।

† তত্রৈব প্রথমাঙ্কে ত্রয়োবিংশশ্লোকে আকাশে নারদবাক্যং।

শ্রীকৃষ্ণরূপবর্ণনং, যথা তত্রৈব— *

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ,
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো,
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ॥

তথা— †

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং,
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি! তিরঃ-সঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলং।

নেঃ পুনঃ প্রবলেচ্ছা-পরম্পরাভিঃ বলিং বৈরোচনিং চটুলয়ন্ চঞ্চলীকুর্ব্বন্ তথ নাগেন্দ্রং অনন্তং আঘূর্ণয়ন্ তথা অণ্ডকটাহস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য ভিত্তিং পৃথিব্যাদ্যাবরণরূপাং ভিন্দন্ অভিতঃ সর্ব্বতো বভ্রামেতি শ্রীকৃষ্ণ-বংশীনাদস্য লোকাতিলোকগামিত্বং র্চিতম্।

অয়মিতি। নয়নেন নয়নশোভয়া দণ্ডিতা প্রবরস্য সুজাতস্য পুণ্ডরীকস্য দ্যাম্ভোজস্য প্রভা শোভা যেন সঃ। তথা নবজাগুড়স্য নবীনকুঙ্কুমস্য দ্যুতিং ান্তিং বিড়ম্বয়িতুং শীলমনয়োস্তথাভূতে পীতে পীতবর্ণে অম্বরে বসনে যস্য সঃ। অরণ্যজাভির্বন্যাভিঃ পরিক্রিয়াভিরলঙ্কারৈর্দমিতঃ পরাজিতো দিব্যবেশে মণি-ক্যাদিকল্পিতে আদরো যেন সঃ। তথা হরিন্মণিবৎ মরকতমণিবৎ মনোহরা যা যুতিস্তাভিরুজ্জ্বলমঙ্গং যস্য সঃ। গরুত্মতং মরকতমশ্মগর্ভং হরিন্মণিরিত্যমরঃ॥ ায়ং হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রভাতি শোভতে।

পাতাল এবং ব্রহ্মাণ্ড কটাহের আবরণ ভিত্তির ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি কল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছে।

যাঁহার নয়নশোভায় পুণ্ডরীকের প্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, যাঁহার পরিহিত পীতাম্বর দ্বারা নবকুঙ্কুমের শোভা বিড়ম্বিত হইয়াছে, যাঁহার বন্যবেশ দ্বারা দিব্যবেশের আদর দমিত হইয়াছে, এবং মরকত মণির ন্যায় কান্তি দ্বারা যাঁহার অঙ্গ সমুজ্জ্বল, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন।

---

* তত্রৈব প্রথমাঙ্কে চতুর্দ্দশশ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং।

† ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে সপ্তবিংশশ্লোকে ললিতাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং।

বংশী-কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং,
রিঙ্গদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি ! পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥

তথা— *

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্,
সুমুখি ! নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা,
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥

জঙ্ঘাধ ইতি । হে সখি ! হে বরাঙ্গি ! পুরোঽগ্রে জঙ্ঘায়া বামজঙ্ঘায়া অধস্তটে নিম্নপ্রান্তে সঙ্গিমিলিতং দক্ষিণপদং তদগ্রভাগো যস্য তং । তথা কিঞ্চিদ্বিভুগ্নং দক্ষিণভাগে আবর্জ্জিতং ত্রিকং পৃষ্ঠবংশস্যাধোভাগো যচ্চ তং । সাচি বামভাগে তির্য্যক্ স্তম্ভিতা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তং । তথা তিরঃ তির্য্যক্ সঞ্চলং নেত্রাঞ্চলং অপাঙ্গো যস্য তং । তথা কুট্মলিতে সঙ্কুচিতে অধরে লোলাভিঃ চঞ্চলাভিঃ অঙ্গুলীভিঃ সঙ্গতাং মিলিতাং বংশীং দধানং । তথা রিঙ্গন্তৌ তির্য্যক্ চলন্তৌ ভ্রুবাবেব ভ্রমরৌ যস্য তং মূর্ত্তিমন্তং পরমানন্দং স্বীকুরু অঙ্গীকুরু ।

কুলবরেতি । সুমুখি ! পুরোঽগ্রে অয়ং অপূর্ব্বঃ অদৃষ্টাশ্রুতঃ বিশ্বকর্ম্মা ক [...] নিশিতঃ শাণিতঃ দীর্ঘাপাঙ্গ এব টঙ্কঃ পাষাণবিদারণাস্ত্রবিশেষঃ তস্য ছটা[...] কুলবরতনূনাং কুলাঙ্গনানাং ধর্ম্মা এব গ্রাববৃন্দানি পাষাণবিশেষঃ তানি যুগপৎ এক[...] ভিন্দন্ সন্ মরকত-মণীনাং হরিন্মণীনাং লক্ষৈর্লক্ষসংখ্যাভিঃ গোষ্ঠকক্ষাং গো[...] প্রদেশং চিনোতি রচয়তি ।

যাঁহার বাম জঙ্ঘার নিম্নপ্রান্তে দক্ষিণ পাদাগ্র মিলিত, যাঁহার ত্রিকদেশ দক্ষিণ ভাগে কিঞ্চিৎ বিভুগ্ন, যাঁহার গ্রীবা ঈষৎ বক্রভাবে স্তম্ভিত, যাঁহার নেত্রপ্রান্ত বক্র হইয়া সঞ্চালিত, যিনি কুট্মলিত অধরে লোলাঙ্গুলী-সঙ্গত বংশীকে ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার ভ্রূমধুকর নৃত্যপরায়ণ, হে সখি বরাঙ্গি শ্রীরাধিকে ! সেই অগ্রে মূর্ত্তিমান পরমানন্দকে অঙ্গীকার কর ।

হে সুমুখি ! যিনি যুগপৎ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ শাণিত টঙ্কচ্ছটা দ্বারা কুলাঙ্গনাদিগের কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তররাশিকে ভেদ করিতে করিতে অসংখ্য মরকত মণি গোষ্ঠ-প্রদেশকে বিরচিত করিতেছেন, সেই এই অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা কে ?

* তত্রৈব প্রথমাঙ্কে শঙ্কচ্যারিংশচ্ছ্লোকে-ললিতাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ।

তথা—*

নবাম্বুধরমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি! স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ॥

শ্রীরাধারূপবর্ণনং যথা, তত্রৈব—†

বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং,
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি॥

নবেতি। নবাম্বুধর-মণ্ডলীনাং নূতনজলধরশ্রেণীনাং মদং গর্ব্বং বিড়ম্বয়িতুং শীলং যস্যাস্তথাভূতা দেহস্য দ্যুতিঃ কান্তির্যস্য সঃ কোঽপি ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ নন্দসুধাকরঃ নব্যো যুবা স্ফুরতি। চন্দ্রমা ইত্যনেন ব্রজেন্দ্রকুলস্য ক্ষীরাব্ধিত্বং। ইসাবিত্যাহ—হে সখি! স্থিরকুলাঙ্গনানাং নিকরস্য নীবিবন্ধ এবার্গলং কপাটঃ। ছিদাকরণে কৌতুকী যস্য বংশীধ্বনিঃ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে।

বলাদিতি। অক্ষোর্নয়নযোর্লক্ষ্মীঃ শোভা বলাৎ নব্যং কুবলয়মুৎপলং কবল-গ্রসতে। তথা মুখস্য উল্লাসঃ শোভাবিশেষঃ ফুল্লং বিকসিতং কমলবনং বনং বলাৎ উল্লঙ্ঘয়তি তিরশ্চকার তথা চাঙ্গিকরুচিঃ অষ্টাপদং সুবর্ণং

যাঁহার অঙ্গকান্তি নবঘনমণ্ডলীর গর্ব্ব খর্ব্ব করে, সেই কোন নন্দকুলচন্দ্র নব্য স্ফুরিত হইতেছেন, হে সখি! কুলাঙ্গনাগণের নীবিবন্ধ রূপ অর্গলচ্ছেদনে মহা কৌতুকী যাঁহার বংশীধ্বনি সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান হইয়া রহিয়াছে।

যাঁহার নয়ন শোভা বলপূর্ব্বক নূতন উৎপল শোভা গ্রাস ও মুখশোভা প্রফুল্ল কমলকাননের শোভাকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে, এবং শরীরের শোভা

---

* তত্রৈব প্রথমাঙ্কে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীরাধিকাং প্রতি ললিতাবাক্যং।

† বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে অষ্টাবিংশশ্লোকে শ্রীরাধিকায়া রূপং দৃষ্ট্বা পৌর্ণমাসীবাক্যং।

তথা— *

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং,
শতপত্রং বত ! শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং,
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননং ॥

তথা— †

প্রমদ-রসতরঙ্গস্মের-গণ্ডস্থলায়াঃ,
স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো,
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥

কষ্টাং ক্লেশকারীং দশাং অবস্থাং বলাৎ উপনয়তি প্রাপয়তি। কিলেত্যাশ্চর্য্যে রাধায়াঃ কিমপি বক্তুমশক্যং বিচিত্রং রূপং বিলসতি।

বিধুরিতি। বিধুশ্চন্দ্রঃ দিবা দিবসে বিরূপতা, মেতি প্রাপ্নোতি শতপত্রং প শর্ব্বরীমুখে রজনীমুখে প্রদোষে বিরূপতাঞ্চেতি। বত খেদে। ইতি হেতোঃ রাত্রিন্দিবং শ্রিয়া শোভয়া উজ্জ্বলং মম প্রিয়ায়াঃ শ্রীরাধিকায়াঃ আননং মুখং বে উপমানেন তুলনামর্হতি অপিতু ন কেনেতি ভাবঃ।

প্রমদেতি। প্রমদ-রস-তরঙ্গেন আনন্দরসোচ্ছ্বাসেন স্মেরং মন্দহসিতযুক্ত গণ্ডস্থলং যস্যা স্তস্যাঃ। তথা স্মরধনুরনুবধ্নাতীতি তৎ সদৃশেতি যাবৎ যা ভ্রূল

সুবর্ণকে কষ্টকর অবস্থায় উপস্থিত করিতেছে, সেই শ্রীরাধিকার অনির্ব্বচনী বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলসিত হইতেছে।

হে সখে। চন্দ্র দিবাভাগে এবং পদ্ম প্রদোষেই বিরূপ হয়, অতএব হ সখে! দিবা রাত্রি সমান শোভাসম্পন্ন আমার প্রেয়সীর মুখের তুলনা কাহা সহিত হইবে?

যাঁহার গণ্ডস্থল আনন্দরসভরে মন্দহসিতযুক্ত এবং যিনি কামকার্ম্মুক স ভ্রূলতাকে নাচাইতেছেন, সেই পক্ষ্মলাক্ষী শ্রীরাধিকার কটাক্ষ, মদকল এ

---

* তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে অষ্টাদশশ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

† তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চাশত্তমশ্লোকে বিশাখাবাক্যানন্তরং শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার ।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার ॥
রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্যসম ভাস (১) ?
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ ?
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখের ব্যাদান ।
এত বলি নান্দী-শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ॥

তথা— *

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকা-
ন্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥

স্যা লাস্যং ভজতীতি তস্যাঃ । পক্ষ্মলে প্রশস্তপক্ষ্মান্বিতে অক্ষিণী যস্যা স্তস্যা রাধায়াঃ কটাক্ষঃ মদকলা মদোৎকটা চ চলা চ ভ্রমন্তী যা ভৃঙ্গী তস্যা ভ্রান্তিং ভ্রমরম্পরাং ভঙ্গীং দধানঃ সন্ মমেদং হৃদয়মদাঙ্ক্ষীৎ দষ্টবান্ ।

সুররিপুসুদৃশামিতি । মুকুন্দযশ এব শশী । বো যুষ্মভ্যং মুদং চিরং দিশতু । অখণ্ডঃ ইত্যনেন পূর্ণচন্দ্রস্যোপানত্বং দর্শিতং । চন্দ্রস্য সদাতনপূর্ণত্বাভাবাদস্য তং সত্তাদ্ব্যতিরেকালঙ্কার স্তথাহি—ব্যতিরেকো বিশেষশ্চেদুপমানোপমেয়য়োরিতি । বিস্তুর্য়িত্যাহ—সুররিপুসুদৃশাং উরোজা এব কোকাশ্চক্রবাকাস্তান্ মুখান্যেব কমলানি তানিচ খেদয়ন্ সন্ তথা অখিলাঃ সুহৃদ এব চকোরাস্তান্ নন্দয়িতুং শীলমস্য সঃ । আশীর্ব্বাদস্য প্রাথমিকত্বাৎ তদ্রূপমঙ্গলং প্রথমং কৃত্বং,

---

ভ্রমরপরা ভ্রমরীর ভ্রান্তি সম্পাদন করিতে করিতে আমার এই হৃদয়কে দংশন করিয়াছে ।

অসুরাঙ্গনাদিগের স্তনচক্রবাক ও মুখকমলের খেদ উৎপাদনকারী এবং

---

১ । 'ভাস'—দীপ্তি ।

---

* ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

অভীষ্টদেবের স্তুতি কহ রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা॥

তথা— *

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস॥

সমস্তবস্তুবিষয়রূপকালঙ্কারোঽত্র বাচ্যঃ। অপ্রস্তুতপ্রশংসা ব্যঙ্গ্যা। কংসাদিসুরারিঃ বিশেষে নন্দাদি সুহৃদ্বিশেষে বক্তব্যে সুররিপুমাত্রস্য সুহৃন্মাত্রস্য চ গ্রহণাৎ।

নিজপ্রণয়িতেতি। যঃ ক্ষিতৌ পৃথিব্যাং উদয়ং প্রাকট্যমাপ্নুবন্ সন্ নিজ প্রণয়িতাসুধাং স্বপ্রেমামৃতং অলমতিশয়েন বিকিরতি বর্ষতি। তথা উরীকৃত অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলস্য অধিরাজস্থিতিঃ সাম্রাজ্যমর্য্যাদা যেন সঃ। তথা লুঞ্চিত নিঃসারিতা তমস্ততির্যেন সঃ। তথা বশীকৃতানি জগতাং মনাংসি যেন সঃ স শচীসুতাখ্যঃ শচীসুতনামা শশী শ্রীগৌরচন্দ্রো মম কিমপি শর্ম্ম সুখং বিন্যস্য দদাত্বিত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধশ্চন্দ্রো যৎকিঞ্চিদেব সুধাং কিরতি অয়ন্তু প্রেমামৃতমতি শয়েন। স তু দ্বিজরাজঃ অয়ং দ্বিজকুলাধিরাজঃ। স তু বাহ্যতমসাং নাশকঃ অয়ং অন্তস্তমোরাশীনাঞ্চেতি ব্যতিরেকোঽলঙ্কারঃ।

সুহৃচ্চকোরের আনন্দ বর্দ্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড কীর্ত্তিচন্দ্র তোমাদিগের আনন্দ সম্পাদন করুন্।

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া স্বীয় নিজপ্রেমামৃত বিকীরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি জগতের তমোরাশি নিঃসারিত করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতের মন যাঁহার বশীভূত, সেই শচীসুতনামা শশী আমার অনির্ব্বচনীয় কোন সুখ সম্পাদন করুন্।

* তত্রৈব প্রথমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকে সূত্রধারঃ শ্রেষ্ঠদেবং প্রণমতি।

কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কবিত্ব সুধাসিন্ধু ?
তার মধ্যে কেন মিথ্যা স্তুতি ক্ষারবিন্দু ?
রায় কহে রূপের বাক্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস॥
রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্তুতি মঙ্গলাচরণে॥
রায় কহে কোন অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ ?
তবে রূপ গোঁসাঞি কহে তাহার বিশেষ॥

তত্রৈব— *

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণং।

উদ্‌ঘাত্যক নাম এই আমুক বিধি-অঙ্গ।
তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ॥

নটতেতি। নটতা অভিনয়ং, পক্ষে নৃত্যং কুর্ব্বতা তেন কলানিধিনা তন্নাম্না টেন পক্ষে—শ্রীকৃষ্ণেন রঙ্গস্থলে অভিনয়স্থানে, পক্ষে—রণক্ষেত্রে কিরাতরাজং নানামধিপং, পক্ষে—কংসং নিহত্য হত্বা গুণবতি পূর্ণমনোরথনাম্নি সময়ে তারায়াঃ রায়াঃ কন্যকায়াঃ, পক্ষে—শ্রীরাধিকায়াঃ করগ্রহণং পাণিগ্রহণং বিধেয়ং করিষ্যতে তি।

সেই কলানিধি নাচিতে নাচিতে কিরাতরাজকে নিহত করিয়া পূর্ণমনোরথ নামক সময়ে তারার পাণিগ্রহণ করিবেন।

---

* ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে উদ্‌ঘাত্যক নটীং প্রতি সূত্রধারবাক্যম্।

তল্লক্ষণং যথা— *

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যক উচ্যতে॥

রায় কহে কহ আগে অঙ্গের (১) বিশেষ।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ॥

তথাহি— †

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুনা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী॥

পদানীতি। অগতার্থানি অবোধিতার্থানি পদানি তদর্থগতয়ে তস্য আ... তার্থস্য বোধায়, যত্র নরা অন্যৈরন্য দিস্তার্থযুক্তৈঃ পদৈর্যোজয়ন্তি স উদ্ঘাত্যকস্তন্ন প্রস্তাবনাঙ্গমুচ্যতে।

যা নিপুণা স্বকার্য্যকুশলা হ্রিয়ং লজ্জামবগৃহ্য নিহত্য বনায় বনং গ... গৃহেভ্যো রাধাং কর্ষতি সা নিসৃষ্টার্থবরায়া বংশ্যাঃ কাকলী সৈব দূতী জ... নিসৃষ্টা-লক্ষণং যথা;—বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাৎ সনোরেকতরেণ যা। যুক্তে ঘটয়েদেবা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যত ইতি।

অবোধিত অর্থযুক্ত পদকে অন্যার্থ বোধের জন্য যে স্থানে যোজনা কর... তাহাকে উদ্ঘাত্যক নামক প্রস্তাবনাঙ্গ বলে।

যে লজ্জা নাশ করিয়া বন গমনের নিমিত্ত শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করে, স্বকার্য্যকুশলা বর-বংশীকাকলী রূপা নিসৃষ্টার্থা দূতী নিজের উৎকর্ষ প্রা... করিতেছে।

১। 'অঙ্গ'—নাটকের অন্যান্য অঙ্গ।

পরিকর নামক মুখসন্ধির অঙ্গ এই শ্লোক। যথা নাটকচন্দ্রিকাতে;—

বীজস্য বহুলীকারো জ্ঞেয়ঃ পরিকরো বুধৈঃ।

বীজের বিস্তার করাকে পরিকর বলে। এই শ্লোকে বনাকর্ষণাদি অনুরাগ বীজের বিস্তার করা হইয়াছে।

---

* সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রাব্যনিরূপণে ষষ্ঠপরিচ্ছেদে দ্বাত্রিংশপত্রম্।
† [illegible] পৌর্ণমাসীং প্রতি গার্গীবাক্যম্।

তথা—*

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি॥

তথা। †

সহচরি! নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ! চটুলৈরুৎসর্পদ্ভি র্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ॥

হরিমিতি। রজোভরঃ গোধূলিরাশিঃ রজোগুণশ্চ হরিং শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশতে ঃ অন্ধকারঃ তমোগুণশ্চ পুরতোঽমুং সঙ্গময়তি অতো ব্রজবামদৃশাং ব্রজবাম-চনানাং পদ্ধতিঃ কৃষ্ণভজন-বর্ত্ম সর্ব্বদৃশঃ সর্ব্বজ্ঞায়াঃ শ্রুতেরপি ন প্রকটা ন-চরঃ।

সহচরীতি। হে সহচরি! নিরাতঙ্কঃ নির্ভয়চিত্তঃ তথা মুদিরস্য মেঘস্য দ্যুতি-। দ্যুতির্যস্য সঃ। তথা মাদ্যন্ যো মতঙ্গজঃ তদ্বৎ বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ ঃ যুবা কঃ? কুতো কস্মাৎ স্থানাৎ বা ব্রজভুবি প্রাপ্তঃ সমায়াতঃ? অহহ

রজো * কৃষ্ণের উদ্দেশ করিতেছে, এবং তমঃ তাঁহাকে সঙ্গম করাইতেছে, অতএব ব্রজাঙ্গনাদিগের কৃষ্ণভজন পদ্ধতি সর্ব্বজ্ঞ শ্রুতিরও অগোচর।
হে সহচরি! যিনি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর এবং মদমত্ত মতঙ্গজের

* রজঃ—গোধূলি, পক্ষে রজোগুণ। তমঃ—গোধূলিজনিত অন্ধকার পক্ষে, মোগুণ। মঞ্চাহ্বুত্তিষ্ঠ ইত্যাদি—পূর্ব্ব শ্লোকে অনুরাগ বীজের উৎপত্তি বলিয়া, র্ব্বার এই শ্লোকে তাহার আধান করায়, ইহাকে সমাধান নামক মুখ সন্ধির বলে। তথাহি;—

বীজস্য পুনরাধানং সমাধানমিহোচ্যতে॥

বীজের পুনর্ব্বার আধান করাকে সমাধান নামক মুখ সন্ধির অঙ্গ বলে।

* তত্রৈব প্রথমাঙ্কে একবিংশশ্লোকে গার্গীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং।
† তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে একাদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা সখীমাহ।

তথা * ·

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা,
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা ।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী,
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥

খেদে য ইহ অস্মাকং সমক্ষং চটুলৈশ্চঞ্চলৈ স্তথা উৎসর্পন্তি ভ্রমদ্ভিঃ দৃগঞ্চ
কটাক্ষাস্তএব তস্করাস্তৈঃ মম চেতঃকোষাৎ চিত্তধনাগারাৎ ধৃতিধনং ধৈর্যাধ
বিলুণ্ঠয়তীতি ।

বিহারসুরদীর্ঘিকেতি । যা মম মনএব করীন্দ্র স্তস্য বিহারায় সুরদীর্ঘি
স্বর্গঙ্গেব । তথা বিলোচনে নয়নে এবং চকরৌ তয়োঃ শরদি অমন্দঃ পূর্ণো
শ্চন্দ্রস্তস্য প্রভেব । উরোবক্ষ স্তদেবাম্বরমাকাশং তস্য তটং তস্যাভর
অলঙ্কারেষু মধ্যে তারাবলী ময়া উন্নতোমনোরথৈঃ কৃত্বা সেয়ং রাধা অলি
উরোবক্ষশ্চ বৎসশ্চেতি ।

স্যায় যাঁহার বিলাস, সেই এই নিরাতঙ্ক যুবা কে, এবং কোথা হইতেই বা ব্র
মণ্ডলে সমাগত হইয়াছেন ? যিনি আমাদিগের সমক্ষে চঞ্চল এবং ভ্রমণশী
কটাক্ষতস্কর দ্বারা আমার চিত্তধনাগার হইতে ধৈর্য্যধন লুণ্ঠন করিতেছেন ।

যিনি আমার চিত্তকরীন্দ্রের বিহার মন্দাকিনী, যিনি নয়ন চকোরের শার
পূর্ণচন্দ্র প্রভা এবং যিনি হৃদয়াকাশের নক্ষত্রমালা ; সেই এই রাধিকাকে আ
উন্নত মনোরথ দ্বারা লাভ করিয়াছি ।

মুখসন্ধির যে অঙ্গ সুখ দুঃখকর হয়, তাহাকে পণ্ডিতেরা বিধান না
অভিহিত করেন ।

এই শ্লোকে সুরদীর্ঘিকাদি শব্দ দ্বারা শ্রীরাধিকার গুণ কীর্ত্তন করা
ইহাকে গুণকীর্ত্তন নামক নাটকের ভূষণ বলে যথা ;—

লোকে গুণাতিরিক্তানাং বহুনাং যত্র নামভিঃ ।
একঃ সংশব্দ্যতে তত্তু বিজ্ঞেয়ং গুণকীর্ত্তনং ॥

---

* তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে দশমশ্লোকে শ্রীরাধিকা দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র-বদনে ॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
(১) নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার ॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ॥

তথাহি প্রাচীনকৃতশ্লোকঃ ;—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥

তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি ॥
প্রভু কহে প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহায় আমার তুষ্ট হল মন ॥
মধুর প্রসঙ্গ ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥

কিং কাব্যেনেতি। তস্য কবেঃ কাব্যেন কিং? তস্য ধনুষ্মতঃ কাণ্ডেন [illegible]ণেন কিং? যৎ কাব্যং কাণ্ডঞ্চ পরস্য অন্যস্য শত্রোশ্চ হৃদয়ে মনসি বক্ষসি চ [illegible] যৎ শিরো ন ঘূর্ণয়তি।

সেই কবির কাব্য রচনার প্রয়োজন কি এবং সেই ধনুঃধারীর বাণনিঃক্ষেপেই [illegible] প্রয়োজন কি? যাহা। পর হৃদয়ে লগ্ন হইয়া মস্তক ঘূর্ণিত না করায় *

১। 'নাটক লক্ষণ'—অর্থাৎ নাটকে যে যে লক্ষণের প্রয়োজন হয়, তাহা [illegible]রূপে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

* পর—অন্য এবং শত্রু। হৃদয়—মন এবং বক্ষঃস্থল।

সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজ-লীলা-প্রেম-রস বর্ণে নিরন্তর॥
ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥
তোমার যৈছে বিষয়-ত্যাগ তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, তাঁহাতেই স্থিতি।
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া শক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতুলী তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে॥
ভক্ত কৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও, সেই করিবে, জগৎ তোমার বশ॥
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সবার চরণ বন্দন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আর সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু কৃপা রূপে আর রূপের সদ্গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা।
হরিদাস ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥
হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহার কে জানে মহিমা॥

শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি ।
যেই মহা প্রভু কহান সেই কহি বাণী ॥

তথাহি —*

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥

এই মত দুই জন কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে ॥
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ ।
প্রভু বিদায় দিল গৌড়ে করিতে গমন ॥
শ্রীরূপ প্রভু-পদে নীলাদ্রি রহিলা ।
দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥
দোলযাত্রা বই প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা ।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা ॥
বৃন্দাবনে যাও তুমি রহিও বৃন্দাবনে ।
একবার ইঁহা পাঠাইও সনাতনে ॥
ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ ।
লুপ্ত তীর্থ সব তার করিহ প্রচারণ ॥
কৃষ্ণসেবা ভক্তিরস করিহ প্রচার ।
আমিহ দেখিতে তাঁহা যাব একবার ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
রূপ গোঁসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥
প্রভুর ভক্তগণ পাশে বিদায় হইলা ।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে ৫৪৫ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট ।

এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস॥ ১২২॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরূপসঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

বন্দ ইতি। শ্রীগুরোঃ মন্ত্রদাতু শ্রীযুত-পদকমলং জাতাবেকবচনমিতি। শ্রীগুরূন্ ভজনশিক্ষাগুরূন্। তথা বৈষ্ণবান্ ভগবদ্ভক্তান্। তথা অগ্রজা শ্রীসনাতনেন সহ বর্ত্তমানং তথা গণেন পরিকরেণ সহ বর্ত্তমানো যঃ রঘুন রঘুনাথদাসঃ রঘুনাথভট্টশ্চ তাভ্যামন্বিতং তথা জীবেন সহ বর্ত্তমানং তং শ্রীরূ তথা অদ্বৈতেন সহ বর্ত্তমানং তথা অবধুতেন শ্রীনিত্যানন্দেন সহ বর্ত্তম তথা পরিজনৈঃ সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং। তথা গণেন শ্রীরূপাদি মঞ্জরীবৃ সহ বর্ত্তমানাভ্যাং ললিতা-শ্রীবিশাখাভ্যামিত্যুপলক্ষণং চিত্রাদীনাং। সখীবৃ

দীক্ষাগুরুর চরণকমল বন্দনা করি এবং ভজনশিক্ষাগুরুকে, সনাত রঘুনাথ ও জীবের সহিত বিদ্যমান্ শ্রীরূপকে; অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র। জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
সর্ব্ব লোক নিস্তারিতে গৌর অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার॥
সাক্ষাদ্দর্শন আর যোগ্য ভক্ত-জীবে।
আবেশ করয়ে, কাঁহা হয় আবির্ভাবে॥
সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায় সবা নিস্তারিলা।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবিষ্ট হইলা॥
প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দের আগে কৈল আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিল এই ঈশ্বর স্বভাব॥
সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগৎ তারিল।
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল॥
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া॥
আর নানাদেশের লোক আসি জগন্নাথ।
চৈতন্য-চরণ দেখি হইল কৃতার্থ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নব খণ্ডবাসী।
দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি॥

...ন্তার্থঃ। অন্বিতান্ মিলিতান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদাংশ্চ অহং বন্দে। অত্র গৌরবার্থঃ।
...দ শব্দ রাধাকৃষ্ণাবিত্যর্থঃ।

...রিজনের সহিত বিদ্যমান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ; এবং মঞ্জরীগণে পরিবৃত
...লিতা ও বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের সহিত বিদ্যমান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি
...বন্দনা করি।

প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি নাচে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
এই মত দরশনে ত্রিজগৎ নিস্তারি।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী॥
তা সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্য ভক্তজীব দেহে করেন আবেশে॥
সেই জীবে নিজ শক্তি করেন প্রকাশে।
তাঁহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্বদেশে॥
এই মত ত্রিভুবন তারিল আবেশে।
ঐছে আবেশ কিছু কহিয়ে বিশেষে॥
গৌড়ে যৈছে আবেশ তাহা করিয়ে বর্ণন।
সম্যক্ না যায় কহা, কহি দিগ্‌দরশন॥
আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো বড় অধিকারী॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে কাঁদে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ, সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার॥
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাঁহাকে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম॥

চৈতন্য আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে॥
পরীক্ষা করিতে তাঁরে যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল॥
আপনে বোলান মোরে ইহা আমি জানি।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি॥
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্য আবেশে।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে॥
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায়।
ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাই বোলাহ তাঁহারে॥
চারিদিকে ধায় লোক শিবানন্দ বলি।
শিবানন্দ কোন্? তাঁরে বোলায় ব্রহ্মচারী॥
শুনি শিবানন্দ সেন শীঘ্র আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে নিকটে বসিলা॥
ব্রহ্মচারী বলে তুমি যে কৈলে সংশয়।
এক মন হঞা তার শুনহ নিশ্চয়॥
গৌর-গোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর॥
তবে শিবানন্দমনে প্রতীত হইল।
অনেক সম্মান ভক্তি তাঁহারে করিল॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব॥

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে ।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে ॥
এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা আবির্ভাব ।
প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব ॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা ।
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া ॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম ।
প্রভুর কৃপাতে তিঁহো মহা ভাগ্যবান ॥
এক বৎসর তিঁহো প্রথম একেশ্বর ।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে বড় কৃপা কৈলা ।
মাস দুই মহা প্রভুর নিকটে রহিলা ॥
তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা কৈল গৌড় যাইতে
ভক্তগণে নিষেধিল ইহাঁকে আসিতে ॥
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে ।
তাঁহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে ॥
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষ মাসে ।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁর আবাসে ॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা তিঁহো ভিক্ষা দিবে ।
সবাকে কহিও এ বৎসর কেহ না আসিবে ॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল ।
শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল ॥
চলিতেছিলা আচার্য্য রহিলা স্থির হঞা ।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥

পৌষ মাস আইল দুঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥
এইমত মাস গেল গোঁসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হইলা॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা।
দোঁহে তারে মিলি তবে স্থানে বসাইলা॥
দোঁহার দুঃখ দেখি তবে কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা দোঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ॥
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা।
আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেনে না আইলা?
শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষে॥
আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে॥
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জনে।
আনিবে প্রভুরে এই নিশ্চয় কৈল মনে॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর ছিল নিজ নাম।
নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈল গৌরধাম॥
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
পানিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল॥
কালি মধ্যাহ্নে তিঁহো আসিবেন তোমার ঘরে।
পাক সামগ্রী আন আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে॥
তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল কিছু সন্দেহ না কর॥
যে চাহিয়ে তাহা কর হইয়া তৎপর।
অতিত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর॥

পাক সামগ্রী আন আমি যেই চাহি।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাহি॥
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা সূপ, ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর উপহার॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িল।
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক বাড়িল।
তিন জনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল॥
দেখে শীঘ্র আসি বসিল চৈতন্য গোঁসাঞি।
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি॥
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার।
হা হা কি করিলে? বলি করয়ে ফুৎকার।
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেন কর উপযোগ?
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস॥
ভোজন দেখি যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানিহাট।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী॥

শিবানন্দ কহে কেনে করহ ফুৎকার ?
ব্রহ্মচারী কহে তোমার প্রভুর ব্যবহার ॥
তিনজনের ভোগ তিঁহো একেলা খাইল ।
জগন্নাথ-নৃসিংহের উপবাস হৈল ॥
শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয় ।
কিবা প্রেমাবেশে কহে ? কিবা সত্য হয় ?
তবে শিবানন্দে পুনঃ কহে ব্রহ্মচারী ।
সামগ্রী আনহ নৃসিংহ লাগি পুনঃ পাক করি ॥
তবে শিবানন্দ পাক সামগ্রী আনিল ।
পাক করি নৃসিংহের ভোগ লাগাইল ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ ।
নীলাচলে গিয়া দেখে প্রভুর চরণ ॥
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা ।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা ।
গত বর্ষ পৌষে আমা করাইল ভোজন ।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন ॥
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য হইল !
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥
এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন ।
শ্রীনিবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন ॥
নিত্যানন্দ-নৃত্য দেখে আসি বারে বারে ।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে ॥
প্রেমবশ গৌর প্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম ।
প্রেমবশ হঞা তাঁহা দেন দরশন ॥

শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে ?
যাঁর প্রেমবশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥
এইত কহিল গৌরের আবির্ভাব ।
ইহা যেই শুনে জানে চৈতন্য প্রভাব ॥
পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান্ আচার্য্য ।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য ॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ-অবতার ;
স্বরূপ গোঁসাঞি সহ সখ্য ব্যবহার ॥
একান্ত ভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তিঁহো করেন নিমন্ত্রণ ॥
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন ।
একেলা প্রভুকে লঞা করান ভোজন ॥
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান ।
বিষয়-বিমুখ আচার্য বৈরাগ্য-প্রধান ॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই ।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তাঁর ঠাঁই ॥
আচার্য্য তাঁহারে প্রভু পদে মিলাইল ।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইল ॥
আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥
স্বরূপ গোঁসাইকে আচার্য্য কহে আর দিনে ।
বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে ॥
সবে মিলি আইস ভাষ্য শুনি ইহাঁর স্থানে ।
প্রেমে ক্রোধ করি স্বরূপ বলেন বচনে ॥

বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরিক-ভাষ্য (১) শুনে।
সেব্য সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার॥
আচার্য্য কহে আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে চালাইতে॥
স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ (২) শ্রবণে।
চিদ্ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা, এই মাত্র শুনে॥
জীব জ্ঞান কল্পিত-ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন কাণ॥
তবে লজ্জা পাঞা আচার্য্য মৌন ধরিলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥
একদিন আচার্য্য প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া॥
মোর নামে শিখি মাহিতীর ভগিনী স্থানে গিয়া।
শুক্ল চালু এক মাণ আনহ মাগিয়া।
মাহিতীর ভগিনী সেই নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥

১। 'শারীরিক ভাষ্য'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।
২। 'মায়াবাদ'—যাহাতে মায়াবাদ নিরূপিত সেই শাস্ত্র।

প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকারগণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতী তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন ॥
তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি নিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস ॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
(১) দেউল প্রসাদ, আদা চাকি, নেম্বূ সলবন ॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা ॥
উত্তম অন্ন! এ তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।
আচার্য্য কহে মাধবী পাশ মাগিয়া আনিলা ॥
প্রভু কহে কোন্ যাই মাগিয়া আনিল?
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল ॥
অন্নপ্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা।
নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা ॥
দ্বার মানা, হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে ॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি তবে পুছিল মহাপ্রভুর পাশ ॥

১। 'দেউল প্রসাদ'—দেউল—দেবকুল। অর্থাৎ শ্রীমন্দির হইতে আগত প্রসাদ।

কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস ?
কি লাগিয়া দ্বার মানা ? করে উপবাস ॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনি জনের মন ॥

তথাহি—*

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

ক্ষুদ্র জীব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোঁসাঞির আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা ॥
আর দিনে সবে মিলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে ॥
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ ॥

স্ত্রীসন্নিধানন্তু সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যাহ—মাত্রা জনন্যা, স্বস্রা ভগিন্যা, দুহিত্রা-কন্যয়াচ সহ অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণমাসনং যস্য স তথাভুতো ন ভবেৎ। কুত ইত্যাহ—বলবান্ বিশিষ্ট-বলশালী ইন্দ্রিয়গ্রাম ইন্দ্রিয়সমূহঃ বিদ্বাংসমপি কর্ষতি আকর্ষতি।

মাতা, ভগিনী, এবং কন্যার সহিত সঙ্কীর্ণ আসনে উপবেশন করিবে না, যেহেতু বলবান্, ইন্দ্রিয়বর্গ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকঃ।

প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
নিজ কার্য্যে যাও সবে ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ কহ যদি আমা না দেখিবে হেথা॥
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে চলিল উঠিয়া॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা।
বুঝা নাহি যায় এই মহাপ্রভুর লীলা॥
আর দিনে সবে পরমানন্দ পুরী স্থানে।
"প্রভুকে প্রসন্ন কর" কৈল নিবেদনে॥
তবে পুরী গোঁসাঞি একা প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা॥
পুছিলা কি আজ্ঞা? কেন হৈল আগমন?
হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন॥
শুনিয়া কহেন প্রভু শুনহ গোঁসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি॥
আজ্ঞা দেহ মোরে মুই যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা গোবিন্দ মাত্র সাথ॥
এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা॥
আস্তেব্যস্তে পুরী গোঁসাঞি প্রভু স্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা॥
তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর?

লোক হিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥
এত বলি পুরী-গোঁসাঞি গেলা নিজ স্থানে।
হরিদাস স্থানে গেলা সব ভক্তগণে॥
স্বরূপ গোঁসাঞি কহে শুন হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস॥
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর॥
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কর তবে আপনি ক্রোধ যাবে॥
এত বলি তাঁরে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপন ভবন আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া॥
প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে।
দূর হৈতে হরিদাস করে নিরীক্ষণে॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম শিখাইতে॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে॥
এই মত হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভু মনে প্রসাদ নহিল॥
রাত্রিশেষে প্রভুরে তিঁহ দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেতে গেল, কারে কিছু না বলিয়া।
প্রভুপাদ প্রাপ্তি লাগি সংকল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥

সেইক্ষণে প্রভু স্থানে দিব্যদেহে আইলা।
প্রভু কৃপা পাঞা অন্তর্ধানেতে রহিলা॥
গন্ধর্ব্ব দেহে গান করেন অন্তর্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে গীত শুনায় অন্য নাহি শুনে॥
এক দিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্ত গণে।
হরিদাস কাঁহা ? তারে আনহ এখানে॥
সবে কহে হরিদাস বর্ষ পূর্ণ দিনে।
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা ? কেহ নাহি জানে॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় জন্মিলা॥
একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ।
কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ॥
সমুদ্র স্নানে গেলা সবে শুনে কত দূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে॥
মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দ আদি মিলি সবে কৈল অনুমানে॥
বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।
স্বরূপ কহেন এই মিথ্যা অনুমান॥
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন।
প্রভু কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি যে হয়।
মহাপ্রভু ভঙ্গী পাছে জানিবে নিশ্চয়॥

প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে গেলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তিঁহো সবারে কহিলা॥
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় জন্মিলা॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা॥
হরিদাস কাঁহা যদি শ্রীবাস পুছিল।
স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান প্রভু উত্তর দিল॥
তবে শ্রীবাস তাঁর বৃত্তান্ত কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥
শুনি হাসি প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত॥
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিল।
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভু পাশ আইল॥
এই মত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ মন॥
আপন কারুণ্যে লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটী করণ॥
তীর্থের মহিমা নিজভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত॥
মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্র-গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিও তর্কে হয় বিপরীত॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৯॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-দণ্ডরূপশিক্ষা নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ *

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ-কুমার।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদু ব্যবহার ॥
প্রভু স্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভু সঙ্গে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার ॥
প্রভুকে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদর তারে প্রীতি সহিতে না পারে ॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণ-[illegible]
প্রভু না [illegible]

নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাপ্রীতি।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে বালকের রীতি॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে॥
আর দিন সেই বালক প্রভু স্থানে আইলা।
গোঁসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা॥
অন্যাপদেশে পণ্ডিত কহেঁা গোঁসাঞির ঠাঞি।
গোঁসাঞি গোঁসাঞি এবে জানিব গোঁসাঞি॥
এবে গোঁসাঞির যশ সবলোকে গাইবে।
এবে গোঁসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হইবে॥
শুনি প্রভু কহে 'কাঁহা কহ দামোদর'?
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে?
মুখর জগতের মুখ কে পারে আচ্ছাদিতে॥
পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর?
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর?
যদ্যপি ব্রাহ্মণীর সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।

ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥
এতেক বিচারি প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥
প্রভু কহে দামোদরে চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা ॥
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলে সাবধান ॥
তোমা-সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়(১)।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয়?
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তোমার আগে নাহি কারও স্বচ্ছন্দ চরণে ॥
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাঁহা করিবে গমনে ॥
মাতাকে কহিও মোর কোটী নমস্কারে।
মোর সুখ কথায় সুখী করিও তাঁহারে ॥
নিরন্তর নিজকথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইঁহাতে ॥

১। পূর্ব্বোক্ত হরিদাসের চরিত্রদ্বারা 'ভৃত্যের প্রতি প্রভুর দণ্ডরূপ লীলা' এবং এই প্রকরণে "প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যে বাক্যদণ্ডরূপ লীলা", এই উভ লীলাদ্বারা জগতে শিক্ষা দিলেন যে "ভক্তিমানগণের প্রকৃতি (অর্থাৎ কামস্ত্রী সম্ভাষণ" সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য।

এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও।
আর গুহ্যকথা তাঁরে স্মরণ করাইও॥
বারে বারে আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য বিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি মান॥
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পিঠা, পায়েস রান্ধিলা॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
মোর স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ান॥
আস্তেব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাই দেখি তোমার সুখ উপজিল॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছি শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখিল যেন নিমাই খাইল ভাত॥
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ নাহি লাগাইল এই জ্ঞান গেল॥
পাকপাত্র দেখি সব অন্ন আছে ভরি।
পুনঃ ভোগ লাগাইলা স্থান সংস্কার করি॥
এই মত বার বার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে মোরে করে আকর্ষণ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লঞা যায় আমা তোমার প্রেম বলে॥
এই মত বার বার করাইও স্মরণ।
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিও চরণ॥

এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে, বৈষ্ণবে, দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল॥
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা পণ্ডিত তাহা আচরিল॥
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার॥
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন॥
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন॥
এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি।
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁরে লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা॥
হরিদাস! কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা করে মহাদুরাচার॥
ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার?
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার॥
হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥

যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হা রাম! হা রাম! বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম! হা রাম!
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে তার হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণং ;—

দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ।
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন॥
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥

ম্লেচ্ছঃ—"গোমাংস-খাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে। ধর্ম্মাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে" ইত্যুক্ত-লক্ষণ-জাতিবিশেষঃ। দ্রংষ্ট্রী দংষ্ট্রাহতঃ শূকরদন্তাহতঃ "হারাম" ইতি ম্লেচ্ছভাষায়াং শূকরে সঙ্কেতিতঃ শব্দঃ, তং পুনঃ পুনঃ উক্ত্বাপি মুক্তিং আপ্নোতি। শ্রদ্ধয়া গৃণন্ নাম কীর্ত্তয়ন্ জনঃ মুক্তিমাপ্নোতীতি কিং বক্তব্যং স চ প্রেমভক্তিপর্য্যন্তং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ।

যখন বরাহ দংষ্ট্রায় আহত হইয়া কোন ম্লেচ্ছ 'হারাম' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিল, তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিলে মুক্তি

তথাহি—*

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যের সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিঃক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।

এতদেব পরিপোষয়ন্ নামকীর্ত্তনে লাভপূজাখ্যাত্যর্থতাং ত্যাজয়তি নামৈক-মিতি।—বাচি গতং প্রসঙ্গাৎ বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃ স্পৃষ্টমপি, শোত্রমূলং গতং কথঞ্চিৎ শ্রুতমপি বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা, ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং-বক্ষ্যমাণ-নারায়ণশব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদা-পতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং। যদ্বা, যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাত্যক্তৌ হকার-রিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরিরিতি নামাস্তেব। তথাপি রাজমহিষীত্যাত্রাপি রাম নামাপি এবমন্যদপ্যূহ্যং। তথাপি তত্তন্নাম মধ্যে ব্যবধায়ক-মক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশ ব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, ব্যবহিতং তদ্রহিতঞ্চাপি বা। তত্র ব্যবহিতং নাম্ন কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষর গ্রহণমিত্যেবং রূপং মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিত মিত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষর গ্রহণবর্জ্জিতং কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্য ফলমাশু সিদ্ধ্যতীত্যাহ—তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ দেহাদিমধ্যে নিঃক্ষিপ্তং দেহ ভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং তদা ফলজনকং ন ভবতি কিং? অপি তু ভবত্যেব। কি অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি কিন্তু বিলম্বেন ভবতীত্যর্থঃ।

ভগবানের যে কোন একটী নাম যদি প্রসঙ্গ ক্রমে বাগিন্দ্রিয়ে প্রবৃত্ত অথ মনঃস্পর্শ করে, কিম্বা কর্ণগোচর হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণ অথবা ব্যবহি কিম্বা কোন অংশে রহিত হইলেও, নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে এবং অপর হইতে ও সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে।

---

* হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে· উনবত্যধিকশততমাঙ্কধৃতং পদ্মপু শ্রীমন্নারদার্থবিলয়বাক্যং।

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।

তথাহি—*

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে! পাবনং পাবনানাং,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত! যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিং॥

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥

তথাহি—†

ম্রিয়মাণো হরের্ণাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

তং নির্ব্যাজমিতি। হে গুণনিধে! শ্রদ্ধয়া দৃঢ়বিশ্বাসেন রজ্যন্তী উল্লসন্তী ...স্য তথাভূতঃ সন্ ত্বং, তং প্রসিদ্ধং পাবনানাং পাবনং উত্তমঃশ্লোকশিরো-...ভূষণরূপং শ্রীকৃষ্ণং অতিতরামতিশয়েন নির্ব্ব্যাজং অকপটং যথাস্যাত্তথা ভজ। ...নীয়-গুণমাহ যস্য ভগবতো নামৈব ভানুঃ সূর্য্যঃ তস্য আভাসোঽপি অন্তঃ-...করণকুহরে প্রোদ্যন্ উদয়ন্নেব মহাপাতকান্যেব ধ্বান্তরাশিরন্ধকারপুঞ্জঃ তং ক্ষপয়তি ...দূরীকরোতি।

ম্রিয়মাণ ইতি। প্রকরণমুপসংহৃত্যাপি পুনঃ সর্ব্বথা প্রতীত্যর্থমেকেনৈব ...কোন নামমাহাত্ম্য-সিদ্ধান্তমাহ। ম্রিয়মানত্বাদেব অশ্রদ্ধয়া গৃণন্ কিং পুনঃ ...য়েতি। ম্রিয়মাণোঽপি কিং পুনর্জীবন্নিতি মরণসময়ে অবশত্বেন শ্রদ্ধাহীনোঽপি

...যদি সেই নাম, দেহ, ধন এবং জনতাতে লুব্ধ পাষণ্ডিমধ্যে বিন্যস্ত হয়, তবে ...লোকে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ বিলম্বে হয়।

যাঁহার নাম সূর্য্যের আভাস ও অন্তঃকরণকুহরে উদিত হইয়াই মহাপাতক-...অন্ধকাররাশি নিঃসারিত করে, হে গুণনিধে! সেই প্রসিদ্ধ পাবনের পাবন ...উত্তমঃশ্লোকগণের শিরোভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর।

অজামিল মহাপাতকী হইয়াও অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যখন পুত্রোপচারিত নারায়ণ নাম

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং দ্বিপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ।

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে॥
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন?
হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গমের আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গম সেই হয়ত শ্রবণ॥
শুনিয়াই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায়—এই অকথ্য কথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাহা কহিয়াছেন আমাতে।
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।
তাঁরে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন॥

কিং পুনঃ শ্রদ্দধানঃ। পুত্রোপচারিতমপি কিং পুনঃ সাক্ষাদেব। অজামি[illegible]
তাদৃশমহাপাতক্যপি কিং পুনর্নিষ্পাপ ইতি। অবধারণচতুষ্কং জ্ঞেয়মিতি।[illegible]

উচ্চারণ [illegible] বৈকুণ্ঠধাম গমন করিয়াছিল, তখন যে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক [illegible]
[illegible] আর কি বলিব?

জগত তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়া প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলে সংসার॥
প্রভু কহে সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এইত ব্রহ্মাণ্ড তবে জীব শূন্য হবে॥
হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাঁহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে॥
সেই জীব হবে ইঁহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া॥
অবতরি তুমি তৈছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের খণ্ডাইল সংসার॥

তথাহি— *

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥

[illegible]জেন ক্রিয়তাং নাম ভবতা গর্ভাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন বিস্ময়ো ন কার্য্য [illegible]ত্যর্থঃ। অতএব ভবতেতি গৌরবেনোক্তং ন তু ত্বয়েতি বিস্ময়াকরণে

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে [illegible]পাধ্যায়ে পঞ্চ[illegible]।

তথাহি—*

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্লভং
ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্ ভক্তিমতাম্॥

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের করিলে নিস্তার॥
যে কহে চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক মোর পুনঃ এই ত নিশ্চয়॥
তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু॥

হেতুবিশেষঃ। ভগবতি অশেষৈশ্বর্য্যযুক্তে। নন্বু, তর্হি কথং দেবকীগর্ভতো জ তত্রাহ অজে। জীববন্ন জায়তে; কিন্তু স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তবাৎসল্যাদিনা স্বয়মা ৰ্ভবতীত্যর্থঃ। ভগবত্ত্বাদেব যোগেশ্বরেশ্বরে তত্রাপি কৃষ্ণে সর্ব্বতঃ পূর্ণাবির্ভা ইত্যর্থঃ। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরাদিকমপি মুচ্যতে॥

যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ দ্বেষানুবন্ধেন শত্রুভাবেনাপি সংস্মৃতশ্চ অখিলানাং সুরাসুরাদীন দুর্ল্লভং ফলং মুক্তিরূপং প্রযচ্ছতি। ভক্তিমতাং সাধনভক্তিনিষ্ঠানাং সম্য প্রেমভক্তিরূপং ফলং প্রযচ্ছতীতি কিমুত বক্তব্যমিতি।

যাঁহা হইতে এই চরাচর জগতে মুক্ত হইতেছে যিনি অশেষ ঐশ্বর্য শালী, যিনি অজ অর্থাৎ জীবের ন্যায় জন্ম গ্রহণ না করিয়া ভক্তবাৎসল্যগু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং আবির্ভূত হন, এবং যিনি যোগেশ্বরের ঈশ্বর, সে পূর্ণাবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণে বিস্ময় করা তোমার উচিত হয় না, যেহেতু তুমি গর্ভবা হইতে শ্রীকৃষ্ণমহিমা জান।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বেষকারীদিগকে নিখিল সুরাসুরাদির দুর্ল্লভ ফল (মুক্তি) প্রদা করিয়া থাকেন, তখন ভক্তবর্গকে যে প্রদান করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি

---

* বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে [illegible] অধ্যায়ে [illegible]।

এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ?
মনের সন্তোষে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্য প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন ॥
ঈশ্বর-স্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত ঠাঁই লুকাইতে নারে হয়েত বিদিতে ॥

তথাহি—*

উল্লংঘিত-ত্রিবিধ-সীম-সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং,
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥

তবে মহাপ্রভু নিজ-ভক্ত-পাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ বলে শতমুখ হঞা ॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশ বর্ণে নাহি পায় পার ॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ ॥
সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহ কিছু কহে আপনাকে করিতে পবিত্র ॥
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ।

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরিদাস ঘরে নিত্য গৃহ ত্যাগ কৈল।
বেণাপোলের বনমধ্যে কত দিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী-সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান॥
হরিদাসে লোক পূজে সহিতে না পারে।
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়॥
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সেই কহে তিন দিনে হরিব তার মতি॥
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোঁসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥

অঙ্গ উঘাড়িয়া সেথায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে॥
ঠাকুর! তুমি পরমসুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন॥
তোমার সঙ্গ লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্তি হইলে করিব যে তোমার মন॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা॥
আজি মোরে অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি অবশ্য তাঁর সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥
আর দিনে রাত্রিকালে বেশ্যা আইলা।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিলা॥
কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লবে আমার।
অবশ্য করিব আমি তোমা অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইঁহা বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে তোমার পূর্ণ হইবে মন॥
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে, বলে "হরি হরি"॥

রাত্রিশেষ হৈল, বেশ্যা উসিপসি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তারে॥
কোটি নাম-গ্রহণ যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে॥
আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রত ভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঁঞি আইল॥
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে 'হরি হরি'॥
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥
কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রিশেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি কর মুঞি অধমে নিস্তার॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ, সেই তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেই দিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥

বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য? যাতে যায় সর্ব্ব ক্লেশ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লহ, তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল।
মাথা মুড়ি এক-বস্ত্রে রহিলা সে ঘরে।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী-সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার॥
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥
রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ রোপিল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগে ত ফলিল॥
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরি[illegible]॥

বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দে, করে বৈষ্ণব অপমান।
বহুদিনের অপরাধ পাইল পরিণাম॥
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ প্রভু আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ ভিতরে॥
অনেক লোকজন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
সেবক বলে গোঁসাঞি! মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইঁহা সংকীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার॥
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হৈলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা॥
সত্য কহে এ ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়॥
এত বলি ক্রোধে গোঁসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা॥
ইঁহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোঁসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটি খোদাইল॥
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গন।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র, রাজায় না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধি খাইল॥
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুঠে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন অমেধ্য রন্ধন॥
আর দিন সবা লঞা করিল গমন।
জাতি ধন জন খানের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় করিল॥
মহান্তের অপমান যে গ্রামে দেশে হয়।
এক জনের দোষে সব দেশ উজাড় হয়॥
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে (১)।
আসি রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার (২)।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপা পাত্র, তাতে ভক্তিমানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে নিত্য যাই করেন দর্শন॥

১। [illegible] ২। [illegible]

হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে॥
তাঁহা যৈছে হরিদাসের মহিমা কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ!
এক দিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনি দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে॥
তিনলক্ষ নাম ঠাকুর করেন গ্রহণ।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতেরগণ॥
কেহ বলে 'নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়'।
কেহ বলে 'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে 'নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥

তথাহি —*

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ১৯৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট

তথাহি—*

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

যেই মুক্তি ভক্ত না হয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

তথাহি—‡

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

গোপাল চক্রবর্ত্তি নাম এক ব্রাহ্মণ।
মজুমারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান॥
গৌড়ে রহে পাতসাহা আগে § আরিন্দাগিরি করে।
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহারে ভরে॥
পরম সুন্দর, পণ্ডিত নবীনযৌবন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন॥
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতেরগণ॥
কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি না পায়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাসমাত্র মুক্তি হয়॥
ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয়॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে ৬৭ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

‡ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১১৩ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

§ কারিন্দা এই পাঠও দেখা যায়। কারিন্দা শব্দে পার্শীভাষায় কর্ম্মচারি বিশেষ। এই পাঠই —

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥

তথাহি—*

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

এই শ্লোকের অর্থ করি পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে তুমি কহ অর্থ বিবরণ॥
হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমো হয় ক্ষয়॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ॥
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।

অংহ ইতি। হরের্নাম সকৃদুদয়াদেকবারমেব বচনশ্রবণাদিগোচরাৎ সকললোকস্যাখিলমংহঃ পাপং সংহরৎ জয়তি তৎকরণেন সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে তৎ কথম্ভূতং? জগন্মঙ্গলং ন কেবলং পাপং হরতি কিন্তু জগতাং শুভমপি দদাতীতি ব্যজ্যতে। অখিল পাপহরণে দৃষ্টান্তঃ তরণিঃ সূর্য্যস্তিমিরজলধিমিব স যথোদয়াৎ প্রাগেব সমূহঘনান্ধাকারং নাশয়ন্নুদিতঃ পুণ্যমপি জনয়তি তথেতি।

সূর্য্য যেমন অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করিয়া উদিত হয়, তদ্রূপ হরিনাম একবার মাত্র উদিত হইয়াই সকল লোকের সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ করিয়া জগতের সর্ব্ববিধ মঙ্গল উৎপাদন করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করেন।

---

* ... শ্রীপদ্যাবলিধৃতশ্লোকঃ।

তথাহি—*

ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো!॥

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়॥
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটিহ এই সুনিশ্চয়॥
শুনি সব সভা উঠে করি হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভৎর্সন।
ঘটপটিয়া মূর্খ তুই ভক্তি কাঁহা জান॥
হরিদাস ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা॥
সভা সহিতে হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে॥
তোমা সবার কি দোষ? এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব॥
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা, আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদে ১৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তবে সেই হিরণ্যদাস নিজঘরে আইলা।
সেইত ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার মানা কৈলা॥
তিন দিন মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥
চম্পককলিকা সম হস্ত-পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥
দেখি সকল লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমস্কার॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥
বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা॥
আচার্য্য মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জন তাঁরে দিলা।
ভাগবত গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইলা॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
দুই জন মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন॥
হরিদাস কহে গোঁসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন।
মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ।
নীচে আদর কর, না বাসহ লাজ॥

অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয়॥
আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করায় ভোজন॥
জগৎ নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলা॥
গঙ্গাজল তুলসী লৈয়া পূজিতে লাগিলা।
হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এই তাঁর মন॥
দুই জনের ভক্ত্যে কৃষ্ণ কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ নিস্তার॥
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকের হয় চমৎকার॥
তর্ক না করিহ তর্ক-অগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি॥
এক দিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম-সংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশদিশা সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
দ্বারে তুলসী লেপা-পিণ্ডার উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর॥

হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা॥
তাঁর অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত।
ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোফাদ্বার॥
যোড়হাতে হরিদাসের বন্দিয়া চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন॥
জগতের বন্দ্য তুমি রূপ-গুণবান্।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথায় প্রয়াণ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে এই সাধুস্বভাব হয়॥
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনি ধৈর্য্য হয় নাশ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয়।
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয়॥
সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই রাত্রিদিনে॥
যাবৎ সমাপ্তি নহে না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত্যে করিব তোমার প্রীতি আচরণ॥
এত বলি করেন তিঁহো নাম-সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ॥

কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল ॥
এইমত তিন দিন করে আগমন।
নানা-ভাব দেখায় যাহে ব্রহ্মার হরে মন ॥
কৃষ্ণ-নামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্য-রুদিত হৈল স্ত্রীর ভাব প্রকাশ ॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রি শেষ যবে হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রিদিন নহে তোমার নাম সমাপন ॥
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব ?
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব ?
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার।
আমি মায়া, করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার ॥
ব্রহ্মাদি জীব মুঞি সবারে মোহিল।
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণনাম শ্রবণে ॥
চিত্তশুদ্ধ হৈল, চাহি কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে ॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥
এই বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে তার কভু নাহিক নিস্তার ॥

পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥
মুক্তিহেতু তারক(১) হয়েন রামনাম।
কৃষ্ণনাম পারক(২) করেন প্রেম দান ॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাষায় যৈছে এই প্রেমবন্যা ॥
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥
উপদেশ লৈঞা মায়া চলিল পাঞা প্রীতি।
এ সব কথাতে কারো না হয় প্রতীতি ॥
প্রতীতি করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥

১। 'তারক'—শ্রীরামচন্দ্রের ষড়ক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম।

২। 'পারক'—শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম।

তথাচ পাদ্মে পাতালখণ্ডে ভগবদ্বাক্যং। উভৌ মন্ত্রাবুভে নাম্নী মদীয় প্রাণবল্লভে !। নানা নামানি মন্ত্রাশ্চ তন্মধ্যে সারমুচ্যতে। অজ্ঞাতমথবা জ্ঞাতং তারকং জপতে যদি। যত্র তত্র ভবেন্মৃত্যুঃ কাশ্যাস্তু ফলমাদিশেৎ। বর্ত্ততে যস্তু জিহ্বাগ্রে স পুমাল্লোঁকপাবনঃ। ছিনত্তি সর্ব্বপাপানি কাশীবাসফলং লভেৎ। ইতি তারকমন্ত্রোঽয়ং যস্ত কাশ্যাং প্রবর্ত্ততে। স এব মাথুরে দেবি বর্ত্ততেঽত্র বরাননে। অথ পারকমুচ্যতে যথা মন্ত্রং যথা ফলং।" পারকং যত্র বর্ত্তেত ঋদ্ধি সিদ্ধি সমাগমং। পূজ্যো ভবতি ত্রৈলোক্যে শতায়ুর্জায়তে পুমান। অষ্টসিদ্ধি সমাযুক্তো বর্ত্ততে যত্র পারকং। পারকং যস্ত জিহ্বাগ্রে তস্ত সন্তোষ বর্দ্ধিতা। পরিপূর্ণো ভবেৎ কামঃ সত্যসঙ্কল্পতা তথা। দ্বিবিধ প্রেম ভক্তিস্তু শ্রুতং দৃষ্টং তথৈব চ। অথণ্ড পরমানন্দ স্যন্দগাত্রো জ্ঞেয় লক্ষণৈঃ। অশ্রুপাতঃ কচিন্নৃত্যং কচিৎ প্রেমার্ত্তিবিহ্বল ইত্যাদি।

অপিচ—তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ, প্রেমভক্তিস্তু পারকাৎ।

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা ।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে ।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে ॥
লক্ষ্মী আদি করি কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হইয়া ।
নাম-প্রেম আস্বাদিল মনুষ্য জন্মিয়া ॥
অন্যের কা কথা ? আপনি ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
অবতরি করে প্রেম-রস আস্বাদন ॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময় ?
সাধুকৃপা না করিলে প্রেম নাহি হয় ॥
চৈতন্য গোসাঞির লীলার এইত স্বভাব ।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব ॥
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম ।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ॥
স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল ।
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল ॥
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া ।
চৈতন্য-কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্র জীব হঞা ॥
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমার কণ ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসঠাকুরমহিমাঃ
কথনং নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনং।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হইতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥
ঝারিখণ্ড বনপথে আইল চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥
ঝারিখণ্ডে জলের দোষ উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে ॥
নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার।
নীচজাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার ॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥

বৃন্দাবনাদিতি। শ্রীগৌরঃ পুনঃ বৃন্দাবনাৎ প্রাপ্তং পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রমাগতং সনাতনং দেহপাতাৎ রথচক্রাগ্রে শরীরত্যাগাৎ অবন্ রক্ষন্ পরীক্ষয়া শুদ্ধং আলিঙ্গনদানাদিনা ব্রণক্লেদাদি রহিত শরীরঞ্চক্রে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন হইতে পুনরাগত সনাতন গোস্বামীকে স্নেহবশতঃ রথাগ্রে দেহপাত হইতে রক্ষা করিয়া পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাকে শুদ্ধ অর্থাৎ ব্রণ-ক্লেদাদি-রহিত-করিয়াছিলেন।

মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসাস্থিতি।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥
জগন্নাথের সেবক ফিরে কার্য্য অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে॥
তাতে এই দেহ যদি ভালস্থানে দিয়ে।
দুঃখশান্তি হয় আর সদ্‌গতি পাইয়ে॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ-চাকায় এই ছাড়িব শরীর॥
মহাপ্রভুর আগে আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব এই বড় পুরুষার্থ॥
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস স্থানে উত্তরিলা॥
হরিদাসের কৈল তিঁহো চরণ বন্দন।
জানি হরিদাস তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে 'প্রভু আসিবে এখন'॥
হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা॥
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া॥
হরিদাস কহে 'সনাতন করে নমস্কার'।
সনাতনে দেখি প্রভু হৈল চমৎকার॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা॥

মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ অধম আর কণ্ডু রসা গায়॥
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডু ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সবার চরণ বন্দনে॥
সবা লঞা বসিলা প্রভুর পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডাতলে॥
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তিঁহো কহেন 'পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে'॥
মথুরার বৈষ্ণবের কুশল গোঁসাঞি পুছিল।
সবার কুশল সনাতন জানাইল॥
প্রভু কহে ইহা রূপ ছিল দশ মাস।
ইহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে তার দৃঢ় ভক্তি॥
সনাতন কহে নীচ বংশে মোর জন্ম(১)।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আর কুলধর্ম্ম॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশের মঙ্গল আমার॥

১। এখানে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ আপনার যে নীচবংশে জন্ম বলিলেন তাহা কেবল তাঁহার দৈন্যোক্তি; বস্তুতঃ তিনি কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণকুল-মুকুটমণি জগদ্‌গুরু-বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥
রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান॥
আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দুঁহার সঙ্গে তিঁহো রহে নিরন্তর॥
আমা সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাহারে পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে॥
শুনহ বল্লভ! কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্রে রহিব কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
এইমত বার বার কহি দুই জন।
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব।
দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃষ্ণভজন করিব॥
এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাই বড় ব্যথা॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥

রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়॥
তবে আমি দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
"সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার" কহি প্রশংসিল॥
যে বংশ উপজে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তার খণ্ডে সব ক্লেশ॥
গোঁসাঞি কহেন এইমত মুরারি গুপ্তে।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল তাঁর এই রীতে॥
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই প্রভু ধন্য তারে চুলে ধরি আনে॥
ভাল হৈল তোমার ইঁহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস সনে॥
কৃষ্ণভক্তি-রসে তিঁহো পরম প্রধান।
কৃষ্ণরসাস্বাদ কর, লহ কৃষ্ণনাম॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারায় দুঁহাকে প্রসাদ পাঠাইলা॥
এই মত সনাতন রহে প্রভুর স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে॥
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলি দুই জনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে॥
দিব্য প্রসাদ পায়েন জগন্নাথ মন্দিরে।
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দুঁহাকারে॥

এক দিন আসি প্রভু হুঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা॥
সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেকে ত ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥
দেহত্যাগাদি এই সব তামস ধর্ম্ম।
তমোরজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥

তথাহি—*

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম, পাতক কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ।
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, তেঁহো না পায় মারিতে॥
গাঢ়ানুরাগে বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

তথাহি—§

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ স্নপনং মহান্তো,
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৩১৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
§ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকঃ।

যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ॥

তথাহি—*

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ,
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং।
নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা,
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥

নন্থ কিমনেনানর্থকারিণা নির্ব্বন্ধেন। চৈদ্যোঽপি তাবৎ প্রখ্যাতগুণকর্ম্মা যোগ্য এব বর ইতি চেত্তত্রাহ যস্যেতি। হে অম্বুজাক্ষ! যস্য ভবতো অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোভিঃ স্নপনং আত্মন স্তমোঽপহত্যৈ উমাপতিরিব মহান্তো বাঞ্ছন্তি। তস্য ভবতো প্রসাদং যর্হি অহং ন লভেয় ন প্রাপ্নুয়াং তর্হি ব্রতরূপবাসাদিভিঃ কৃশান্ অসূন্ প্রাণান্ জহ্যাং ত্যজেয়ং। ততঃ কিমিত্যত আহ শতজন্মভিরিতি এবমেব বারংবারং জহ্যাং যাবৎ শতজন্মভিরপি তব প্রসাদঃ স্যাৎ।

সিঞ্চাঙ্গেতি। অঙ্গ হে কৃষ্ণ নঃ অস্মাকং তবাধরামৃতপূরকেণ তবৈব হাসসহিতেনাবলোকেন কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নি স্তং সিঞ্চ নোচেদ্বয়ং তাবদেকোঽগ্নিস্তথা বিরহাজ্জনিষ্যতে যোঽগ্নি স্তেন চ উপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন ইব তে পদবীমন্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্নুয়াম।

উমাপতির ন্যায় মহদ্ব্যক্তিরা নিজ তমো নাশের জন্য যাহার পাদপদ্মের রজোভিষেক অভিলাষ করেন। হে কমলনয়ন! যদি সেই আপনার প্রসাদ লাভ না করিতে পারি তবে উপবাসাদি ব্রত দ্বারা দুর্ব্বল প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে বহুতর জন্মে আপনার প্রসাদ হইবে না কি?

হে কৃষ্ণ! তোমার হাস্যযুক্ত অবলোকন এবং কলগীত জনিত আমাদিগের কামাগ্নিকে তোমার অধরামৃত পূরদ্বারা নির্ব্বাপিত কর। নতুবা হে সখে! আমরা ধ্যানে তোমার চরণসন্নিধান প্রাপ্ত হইব।

---

* তত্রৈব একোনত্রিংশাধ্যায়ে [illegible]শ্লোকঃ।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছাড়।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

তথাহি—*

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থঃ
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নানাবিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুরে না ভায় মোর মরণ বিচার॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু জানি নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে॥
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র॥

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১০ পরিচ্ছেদে ৪৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নীচ অধম দুঃখী পামর স্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ ?
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম-সমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে॥
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত-ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা, প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥
নিজপ্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥

মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা রহি ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজবলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমনে সহিব॥

তবে সনাতন কহে তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে॥
কাষ্ঠের পুতলা যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলা কিবা নাচে গায়॥
তৈছে যারে যৈছে নাচাও সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে কেবা নাচায় সেহ নাহি জানে॥

হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইঁহ করিতে চাহেন বিনাশ ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিও ইঁহায় যেন না করে অন্যায় ॥
হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে ॥
এতাদৃশ তুমি ইহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
ইহার সৌভাগ্য গোচর না হয় কাহার ॥
তবে মহাপ্রভু দুঁহারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥
সনাতনে হরিদাস কহে করি আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥
তোমার দেহ প্রভু কহে মোর নিজ ধন।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন ॥
নিজদেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে।
যে কার্য্য করাইবেন তোমায় সেহ মথুরাতে ॥
যে করিতে চাহেন ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয় ॥
ভক্তি-সিদ্ধান্ত শাস্ত্র আচার নির্ণয়।
তোমা দ্বারা করাইবেন বুঝিল আশয় ॥
আমার এই দেহ প্রভুর নিজ কার্য্যে না লাগিল।
ভারত-ভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ গেল ॥

সনাতন কহে তোমা সম কেবা আছে আন্।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্॥
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম প্রচার।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন॥
আপনি আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥
এই মতে দুই জন নানা কথা রঙ্গে।
কৃষ্ণ কথা আস্বাদয় রহি এক সঙ্গে॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈল রথযাত্রা দরশন॥
রথ অগ্রে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন॥
বর্ষা চারিমাস রহিল সব ভক্তগণ।
সবা সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর।
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর॥
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা সঙ্গে সনাতনের করাইল মিলন॥

যথাযোগ্য করাইল সবার চরণ বন্দন।
তাঁরে করাইল সবার কৃপার ভাজন ॥
সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা মৈত্রী গৌরব ভাজন ॥
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভু সঙ্গে আনন্দ বাড়িল ॥
পূর্ব্ব বৈশাখ মাসে যবে সনাতন আইলা।
জৈষ্ঠ্যমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বরে টোটা আইলা।
ভক্ত অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা ॥
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল ॥
প্রভু বোলাইল তাঁর আনন্দ বাড়িল ॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নিসম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥
'প্রভু বোলাঞাছে' এই আনন্দিত মনে।
তপ্ত বালুকাতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে ॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল তবু আইলা প্রভু স্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে ॥
ভিক্ষা অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু পাশে আইলা ॥
প্রভু [illegible] কোন্ পথে আইলা সনাতন।
তিঁহ [illegible] পথে করিল গমন ॥

প্রভু কহে তপ্ত বালু কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেন নাহি গেলা॥
তপ্ত বালুকাতে তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার কেমনে করিলে সহন॥
সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিল॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার॥
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে।
কারও সহিত স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ করে॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা॥
যদ্যপি হও তুমি জগৎ পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হৈল মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন ?
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥
বার বার নিষেধে, তবে করেন আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন॥

এই মতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা।
আর দিনে জগদানন্দ সনাতনে মিলিলা॥
দুই জন বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈল।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল॥
ইঁহা আইলাম প্রভু দেখি, দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার॥
হিত নিমিত্ত আইলাম হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে॥
পণ্ডিত কহে তোমার বাস যোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন॥
প্রভু আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস তাঁহা সর্ব্ব সুখ পাইয়ে॥
যে কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন॥
সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ।
তাঁহা যাব সেই মোর প্রভুদত্ত দেশ॥
এত বলি দোঁহে নিজ কার্য্যে উঠি গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিতে আইলা॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥

দূরে হৈতে দণ্ডবৎ করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন॥
অপরাধ ভয়ে তিঁহো মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঁই আইলা॥
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুই জনে লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে॥
হিত লাগি আইলাম হৈল বিপরীত।
সেবাযোগ্য নহোঁ, অপরাধ করোঁ নিতি নিত॥
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়॥
তাহাতে আমার অঙ্গে রক্তরসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণালেশে।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে॥
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল॥
বৃন্দাবনে যাইতে তিঁহ উপদেশ দিল॥
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে॥
কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল॥

ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য॥
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারে উপদেশে বালক, করে ঐছে কার্য্য॥
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার দৌর্ভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্॥
জগদানন্দে পীয়াও আত্মীয় সুধারস।
মোরে পীয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব নিঁষিন্দা রস॥
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান।
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটুকা নবীন॥
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঁই বুঝাঞাছ ব্যবহার ভক্তি॥
তোমায় উপদেশ করে না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভৎর্সন॥
বহিরঙ্গ জ্ঞানে তোমায় না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায়, ঐছে তোমার গুণ॥

যদ্যপি কারও মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতিস্বভাবে কাহোঁ কোন ভাবোদয়॥
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমায় লাগে অমৃতসমান॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়॥
প্রাকৃত হৈলেও তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে॥

তথাহি—*

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥

তথাহি—§

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

কিং ভদ্রমিতি। অবস্তুনঃ দ্বৈতস্য মধ্যে কিং ভদ্রং কিংবা অভদ্রং কিয়দ্ভ
কিংবা অভদ্রং কিয়দ্ভদ্রং কিয়দ্বা অভদ্রমিত্যর্থঃ। অবস্তুত্বমেবাহ—বাচেতি
বাহ্যেন্দ্রিয়োপলক্ষণং। বাচা উদিতং চক্ষুরাদিভিশ্চয়দ্ দৃষ্টং তৎ সর্ব্বমনৃতমিতি
বিদ্যেতি। তাদৃশে ব্রাহ্মণে তস্মিন্ শ্বপাকেচেতি কর্ম্মগুণাভ্যাং বিষমে

যাহাকে পৃথক্ বস্তু তাদৃশ প্রপঞ্চ মধ্যে কোন বস্তু ভদ্র ও কোন বস্তু অভ
অর্থাৎ কত বস্তু ভদ্র ও কত বস্তু অভদ্র তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না। যা
বাক্য দ্বারা কথিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত যেই সকলই অনৃত অর্থাৎ অব

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকঃ।

§ শ্রীভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥

আমিত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দনপঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম॥
এই লাগি তোমায় ত্যাগ করিতে না যুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায়॥
হরিদাস কহে প্রভু যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি॥

গবি হস্তিনি শুনিচেতি জাত্যোতে বিষমাঃ। এবং বিষমতয়া স্পষ্টেষু ব্রাহ্মণাদিষু সমদর্শিনঃ। পরমাত্মানমেব সমং পশ্যন্তি ত এব পণ্ডিতাঃ তৎকর্ম্মানুসাধিনা তেন তেষাং তথাসৃষ্টিঃ নতু রাগদ্বেষানুসারিনীতি পর্জ্জন্যবং সর্ব্বত্র সমঃ পরমাত্মা।

জ্ঞানবিজ্ঞানেতি। জ্ঞানং শাস্ত্রজং বিজ্ঞানন্তু বিবিক্তানুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তাত্মা পূর্ণমনাঃ কূটস্থঃ একস্বভাবতয়া সর্ব্বকালং স্থিতঃ। অতএব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রকৃতি বিবিক্তাত্মমাত্র সিদ্ধত্বাৎ প্রাকৃতেষু লোষ্ট্রাদিষু সমস্তলাদৃষ্টিঃ। লোষ্ট্রং মৃৎপিণ্ডং। স যোগী নিষ্কামকর্ম্মযোগী যুক্ত আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসযোগ্য উচ্যতে ইতি।

যিনি বিদ্যাবিনয়ান্বিত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর এবং চণ্ডাল সকলেতেই পরম কারণরূপে সমানভাবে বিদ্যমান পরমাত্মাকেই অনুভব করিয়া থাকেন তিনিই পণ্ডিত।

যাহার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য, যিনি ইন্দ্রিয় জয়ী এবং যিনি মৃৎশিলা ও সুবর্ণে হেয়োপাদেয় বুদ্ধি রহিত, সেই নিষ্কামকর্ম্মযোগীই আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসে যোগ্য।

---

* তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ।

আমা সম অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার ॥
দীন দয়ালু গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥
প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয় আমার যৈছে মন ॥
তোমাকে লাল্য মানি আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমা সবাকে করোঁ মুঞি বালক অভিমান ॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে আরও মহাসুখ পায় ॥
(১)লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায় ॥
হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয়।
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী, অঙ্গ কীড়াময় ॥
তাঁরে আলিঙ্গন কৈলে তারে কন্দর্পসম অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥
প্রভু কহে বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ, ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করেন আত্মসম ॥

---

১ 'লাল্যামেধ্য'—পুত্রাদির মূত্রাদি।

সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥

তথাহি—*

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিল পাঠাইয়া ॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ ঠাঁঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥
পারিষদ দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিনে পাইলাম চতুঃসোম গন্ধ ॥
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম ॥
প্রভু কহে সনাতন। না মানিও দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥
এ বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা সনে।
বৎসর রহি তোমাকে পাঠাব বৃন্দাবনে ॥
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥
দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহে এই সব ভঙ্গী যে তোমার ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে ৭০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা ।
সেই পানী লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপাজইলা ॥
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে ।
এই লীলা ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥
দুঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয় ।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময় ॥
এই মত সনাতন রহে প্রভু স্থানে ।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস সনে ॥
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা ।
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিক্ষাইলা ॥
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে ।
দুই জনার বিচ্ছেদ দশা না যায় বর্ণনে ॥
যেই বন পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন ।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥
যে পথে যে গ্রাম নদী, যাঁহা যেই লীলা ।
বলভদ্র ভট্ট স্থানে সব লিখি নিলা ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া ।
সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া ॥
যেই লীলা পথে প্রভু কৈল যে যে স্থানে ।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হৈলা সনাতনে ॥
এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা ।
পাছে আসি রূপগোসাঞি তাঁহারে মিলিলা ॥
এক বৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল
কুটুম্বেরে স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল ॥

গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল ॥
সব মনঃকথা গোঁসাঞি করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইল বৃন্দাবন ॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল ॥
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা প্রকাশ করিলা ॥
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥
সিদ্ধান্ত সার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলারসপ্রেম যাহা হৈতে জানি ॥
হরিভক্তিবিলাস কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যের যাঁহা পাই পার ॥
আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দেরে কৈল সেবাস্থাপন ॥
রূপ গোঁসাঞি কৈল রসামৃত সিন্ধু সার।
কৃষ্ণভক্তি রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর।
কৃষ্ণরাধালীলা রসের যাঁহা পাইয়ে পার ॥
বিদগ্ধ মাধব ললিত মাধব নাটক যুগল।
কৃষ্ণলীলা রস যাঁহা পাইয়ে সকল ॥
দানকেলি-কৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজরস বিচারিল ॥

তাঁর লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব গোসাই নাম॥
সর্ব্বত্যাগী তিঁহ পিছে আইলা বৃন্দাবন।
তিঁহ ভক্তি শাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥
ভাগবত সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবত সিদ্ধান্তের যাঁহা পাইয়ে পার॥
গোপালচম্পূ নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম লীলা রস সব দেখাইল॥
ষট সন্দর্ভে কৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল॥
জীব গোঁসাই গৌড় হইতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগিলা॥
প্রভু প্রীতে তাঁর মাথে ধরিল চরণ।
রূপ সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন॥
আজ্ঞা দিল শীঘ্র তুমি যাও বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা, আজ্ঞা ফল পাইল।
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিল॥
এই তিন গুরু আর রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার চরণ বন্দোঁ যার মুঞি দাস॥
এইত কহিল পুনঃ সনাতন সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে॥
চৈতন্য চরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতনসঙ্গোৎসবো
নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

বৈগুণ্যকীটকলিলঃ পৈশূন্যব্রণপীড়িতঃ ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে ॥

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য !
জয় জয় কৃপাময় প্রভু নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু ! জয় ভক্তগণ !
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন !
এক দিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর চরণে ।
দণ্ডবৎ করি কিছু করে নিবেদনে ॥
শুন প্রভু ! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম ।
কোন ভাগ্যে পাঞাছি তোমার দুর্লভচরণ ॥

বৈগুণ্যকীটৈঃ দোষকৃমিভিঃ কলিলঃ গহনঃ ব্যাপ্তইত্যর্থঃ কলিলং গহনং সমে ইত্যমরঃ । পৈশূন্যং খলত্বমেব ব্রণঃ তৈঃ পীড়িতঃ অতএব দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ অহং চৈতন্যবৈদ্যং আশ্রয়ে । তদাশ্রয় মাত্রেণ বৈগুণ্যাদে স্তিরোধানাৎ ।

আমি পৈশূন্য ব্রণে পীড়িত তাহাতে বৈগুণ্যকীটগণে ব্যাপ্ত সুতরাং দৈন্যার্ণবে নিমগ্ন হইয়া চৈতন্যবৈদ্যের আশ্রয় লইলাম ।

কৃষ্ণ কথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণ কথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ-কথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানেন, তাঁর মুখে শুনি।
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণ-কথা শুনিতে হৈল মন।
রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণ-কথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণ-কথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্॥

তথাহি—*

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলং॥

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র গেলা রামানন্দ স্থানে।
রায়ের সেবক তাঁরে বসাইল আসনে॥
রায়ের দর্শন না পাঞা মিশ্র সেবক পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল॥

ব্যতিরেকে দোষমাহ। ধর্ম্ম ইতি যো ধর্ম্ম অতিপ্রসিদ্ধঃ স যদি বিষ্বক্সেনস্য কথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ, তর্হি স্বনুষ্ঠিতোঽপ্যসম্যক্‌ শ্রমোজ্ঞেয়ঃ। নন্বমোক্ষার্থস্যাপি ধর্ম্মস্য শ্রমত্বমস্ত্যেব। অত আহ কেবলং বিফলশ্রম ইত্যর্থঃ নন্বক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদি শ্রুতের্ন তৎফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্ব মিত্যাশঙ্ক্য হি শব্দেন সাধয়তি। তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকো ক্ষীয়তে ইত্যাদি তর্কানুগৃহীতয়া শ্রুত্যা ক্ষয়স্য প্রতিপাদনাৎ।

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি হরিকথায় রতি উৎপাদন না করে তবে তাহা কেবল শ্রম মাত্র।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ।

দুই দেবকন্যা হয় পরমাসুন্দরী।
নৃত্য গীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী॥
তাঁহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিখায় নর্ত্তনে॥
তুমি ইঁহা বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন॥
তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাঁহা রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুই জন লঞা॥
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গমর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জ্জন॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন॥
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী স্পর্শে রায়ের তৈছে স্বভাব॥
সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাস্যভাব করি আরোপণ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি প্রেম সীমা॥
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥

তবে সেই দুই জনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁর মন॥
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা॥
মিশ্রে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া॥
বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাঁহা করে তোমার কিঙ্কর॥
মিশ্র কহে তোমা দেখিতে হৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দরশনে॥
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘরে গেলা॥
আর দিনে মিশ্র আইলা প্রভু বিদ্যমানে।
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে রায় স্থানে॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা। (১)
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা॥

১। এই প্রকার আচরণ করিতে শ্রীরামানন্দ রায় ব্যতীত শ্রীমহাপ্রভুর পরিকরের মধ্যেও কাহার অধিকার ছিল না। সুতরাং আধুনিক যে কেহ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহার আত্মাপাত ভিন্ন অন্য ফল হইবে না।

আমিত সন্ন্যাসী আপনাকে বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহু বিকার পায় মোর তনুমন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন॥
এক দেবদাসী আর সুন্দরী-তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয় তাঁর দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে করি এক অনুমান।
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়॥

উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম ভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

তথাহি—*

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

অথ তাদৃশলীলাশ্রবণাদেরপি প্রাকৃতকামবিরোধিত্বেন শ্রীভগবৎপ্রেমাবহ ত্বেন চ কৈমুত্যাত্তল্লীলায়াঃ পরমভক্তিফলরূপত্বং দর্শয়িত্বা পূর্ব্বসিদ্ধান্তমেবোৎ কর্ষয়ন্ তল্লীলা বর্ণনসমাপ্তৌ সুখাবেশেনোত্তরকালভাবি তৎশ্রোতৃবক্তৃজনানা শিরস্যাশিষবচ স্বাভাবিক তৎফলং কথয়তি বিক্রীড়িতমিতি। বিশিষ্টাং ক্রীড়া চকারাদীদৃশমন্যদপি। বিষ্ণোরিতি তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োরিত্যাদ্যুক্তব্যাপক ত্বাভিপ্রায়েণ। শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেনান্বিত ইতি। তদ্বিপরীতাবজ্ঞারূপাপরাধ নিবৃ ত্ত্যর্থঞ্চ নৈরন্তর্য্যার্থঞ্চ। তচ্চ ফলবৈশিষ্টার্থং। অতএব যোঽনু নিরন্তরং শৃণুয়া দথানন্তরং স্বয়ং বর্ণয়েচ্চ উপলক্ষণঞ্চৈতৎ স্মরেচ্চ। ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং পরা শ্রীগোপিকাপ্রেমানুসারিত্বাৎ সর্ব্বোত্তমজাতীয়াং। প্রতিক্ষণং নূতনত্বেন লব্ধ্বে হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়ঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ। তস্য পরমপ্রেম রূপত্বেন তদ্বৈপরীত্যাৎ। কামমত্যুপলক্ষণমন্যেষামপি হৃদ্রোগাণাং। অন্যঃ শ্রূয়তে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতে মদ্ভক্তিং লভতে পরামিতি। অত্রতু হৃদ্রোগাপহানাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তি প্রাপ্তিঃ তস্মাৎ পরম বলবদেবেদং সাধনমিতি ভাবঃ। ধীরঃ সন্নিতি ধৈর্য্যঞ্চ লভ ইত্যর্থঃ। যদ্বা কামং যথেষ্টং আশুভক্তিং প্রতিলভ্য হৃদ্রোগমাধিং শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত্যাদি কৃতমচিরেণাপহিনোতি তৎ প্রাপ্নোতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানং।

যিনি ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া বিশ্বাসযুক্ত হইয়া শ্রব কীর্ত্তন করেন, তিনিই শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ করতঃ অচিরমধ্যে ধৈর্য লাভ করিয়া হৃদয়ের রোগ কামকে পরিত্যাগ করেন।

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ঊনচত্বারিংশশ্লোকঃ।

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট সেই সেবে অহর্নিশি ॥
তার ফল কি কহিব ? কহনে না যায়।
নিত্য সিদ্ধ সেই, প্রায় সিদ্ধ তাঁর কায় ॥
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥
আমিও রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাও তথা ॥
মোর নাম লইও তিঁহ পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণ কথা শুনিবার তরে ॥
শীঘ্র যাও যাবৎ তিঁহ আছেন সভাতে।
এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥
রায় পাশ গেলা, রায় প্রণতি করিল।
আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হইল ॥
মিশ্র কহে মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥
শুনি রামানন্দ মনে হইল সন্তোষে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে ॥
প্রভু আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা ॥
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ?
এত কহি তাঁরে লঞা নিভৃতে বসিলা।
'কি কথা শুনিতে চাহ ?' মিশ্রেরে পুছিলা ॥
তিঁহ কহে যে কহিলা বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে ॥

অন্যের কি কথা ? তুমি প্রভু উপদেষ্টা।
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা॥
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখে কৃপা করি কহিবে আপনি॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা রসামৃত সিন্ধু উথলিলা॥
আপনি প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত॥
বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দোঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাঁহা জানিবে দিন শেষে॥
সেবক কহিল দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম॥
বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল।
'কৃতার্থ হইনু' বলি মিশ্র নাচিতে লাগিল॥
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইলা প্রভুর চরণ॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত মন।
প্রভু কহে 'কৃষ্ণ কথা করিলে শ্রবণ ?'
মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা॥
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায় কথা কহিলে না হয়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তি রসময়॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথা বক্তা কার না জানিও মোরে

মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণা যন্ত্র ॥
মোর মুখে কহে কথা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার ॥
যে সব শুনিল কৃষ্ণ রসের সাগর।
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর ॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি ॥
প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি ॥
মহানুভবের এইমত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয় ॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥
গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের(১) বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে ॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥

১। 'ষড়্‌বর্গ'—কামক্রোধাদি।

সন্ন্যাসী-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজরস প্রেমলীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥
শ্রীচৈতন্য লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লঞা আইলা শুনাইতে॥
ভগবান আচার্য্য সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয়॥
প্রথমে নাটক তিঁহ তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল॥
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন॥
গীত শ্লোক গ্রন্থ আদি যেই কিছু আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥

স্বরূপ শুনিলে যদি লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঞি করায় শ্রবণ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এইত মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন।
এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম॥
আদৌ তুমি শুন যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুকেও করাবো শ্রবণে॥
স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তি সিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ না জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কারে জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার॥
বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য বিহার॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করু বর্ণন।
কৃষ্ণ গৌরপাদপদ্ম যার প্রাণধন॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মায় কাব্য শুনিতেই সুখ॥

রূপ যৈছে দুই কাব্য করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ ॥
ভগবান্ আচার্য্য কহে শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল মন্দ জানিবে বিচার ॥
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল ॥
সব লঞা স্বরূপ গোঁসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী শ্লোক পড়িলা ॥

তথাহি বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য ;—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে(১)।
স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥

বিকচেতি। যো প্রকৃত্যা স্বভাবেন জড়ং অশেষঃ বিশ্বং চেতয়ন্ চেতয়ি
বিকচে প্রফুল্লে কমলেইব নেত্রে যস্য তস্মিন্। শ্রীজগন্নাথ ইতি সংজ্ঞা নামে
স্য তস্মিন্নিহ আত্মনি দেহে আত্মতাং প্রপন্নঃ সন্ আবিরাসীৎ প্রকটো বভূব
: কনককলেবররুচির্যস্য কৃষ্ণচৈতন্যদেবস্তব ভব্যং কুশলং দিশতু বিদধাতু ইতি।

যিনি স্বভাবতঃ জড় অশেষ বিশ্বের চৈতন্য উৎপাদন করিবার জন্য ক
কান্তি প্রকটন করিয়াছিল যাঁহার নয়নযুগল প্রফুল্ল কমল তুল্য সেই জগ
রূপ দেহে আত্মা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার ক
বিধান করুন।

১। 'বাখানে'—প্রশংসা করে।

কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোঁসাঞি তাতে শরীরী মহাধীর ॥
সহজ জড় জগতের চেতন৷ করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥
আরে মূর্খ! আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃতকায় ॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান ॥
দুই ঠাঁঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই রীতি ॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহদেহিভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহদেহিভেদ।
স্বরূপদেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥

তথাহি—*

দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ

দেহদেহীতি। অয়ং দেহদেহিনোর্বিভাগো ভেদ ঈশ্বরে ভগবতি ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রপঞ্চগোচরত্বেঽপি ন বিদ্যতে উভয়োরপি চিদানন্দত্বাৎ।

পরমেশ্বরে দেহ ও দেহীর বিভাগ কখনই হইতে পারে না।

---

* লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে লোকপালাগমনোত্তরে নবমাঙ্কধৃতকৌর্ম্ম্যং।

তথাহি—*

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্!
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥

তথাহি—†

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল! মঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং,
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥

তথাহি—‡

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার।
সত্য কহে গোঁসাঞি দুঁহার করেছেন তিরস্কার॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥
তাঁর দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়।
উপদেশ কৈল তাঁরে যৈছে হিত হয়॥
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৫ পরিচ্ছেদে ৮৫৬ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৫ পরিচ্ছেদে ৮৫৬ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

‡ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৮ পরিচ্ছেদে ৫১৮ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
(১)তবেত জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ॥
তবেত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থ দুঁহার লাগে দোষ॥
তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিয়া রীতি॥
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি॥
যৈছে দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভৎর্সন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন॥

তথাহি—*

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনঃ।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা যে চক্রুরপ্রিয়ং॥

বাচালমিতি। বাচালং বহুভাষিণং বালিশং শিশুং স্তব্ধং অবিনীতং পণ্ডিত-মানিনং-পণ্ডিতম্মন্যং। নিন্দয়াং প্রযোজিতাপি ইন্দ্রস্য ভারতী শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি। তথাহি বাচালং শাস্ত্রযোনিং। বালিশং শিশুবন্নিরভিমানং। স্তব্ধং অন্যস্য বন্দ্যাস্যাভাবাদনম্রং অজ্ঞং নাস্তি জ্ঞো যস্মাত্তং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। পণ্ডিতম্মানিনং ব্রহ্মবিদাং বহুমাননীয়ং। কৃষ্ণং সদানন্দরূপং। মর্ত্ত্যং তথাপি ভক্তবাৎসল্যা-মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানামাত।

বাচাল, বালিশ, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতমানী মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া, গোপ-গণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে।

১। এই সার উপদেশ জগতের প্রতি জানিতে হইবে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকঃ।

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল নাহিক সম্ভাল ॥
ইন্দ্র বলে 'মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন'।
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥
'বাচাল কহিয়ে বেদ প্রবর্ত্তক ধন্য।
(১),বালিশ' তথাপি শিশুপ্রায় গর্ব্বশূন্য ॥
বন্দ্যাভাবে অনম্র 'স্তব্ধ' শব্দে কয়।
যাঁহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সেই 'অজ্ঞ' হয় ॥
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে মনুষ্য অভিমানী ॥
জরাসন্ধ কহে "কৃষ্ণ পুরুষ অধম।
তোর সঙ্গে না যুঝিমু যাহি বন্ধুহন্" ॥
(২)যাঁহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম।
সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন ॥
বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যা, বন্ধু হয়।
অবিদ্যানাশক 'বন্ধু হন্' শব্দে কয় ॥
এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন যাতে স্তুতি ভাসে ॥

১। "বালিশ তথাপি......মনুষ্যাভিমানী" ইহা উপরোক্ত শ্লোকের সরস্বতী কৃত অর্থ।

২। "যাঁহা হইতে......পুরুষোত্তম" ইহা পুরুষাধম শব্দের সরস্বতী কৃত অর্থ।

জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইঁহ দারুব্রহ্ম স্থাবরের রূপ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
সেই কৃষ্ণ এক তত্ত্ব দুই রূপ হঞা॥
সংসারতারণহেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তারার মিলনে কহি একতা যৈছে প্রাপ্তি॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার॥
জগন্নাথ দরশনে খণ্ডায় সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গমব্রহ্ম হঞা॥
সরস্বতীর অর্থ এই কৈল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলে বর্ণন॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা॥
তবে সব ভক্ত তাঁরে অঙ্গীকার কৈল।
তাঁর গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইল॥
সেই কবি সব ছাড়ি রহিলা নীলাচলে।
গৌর-ভক্তগণ- কৃপা কে কহিতে পারে॥
এইত কহিল প্রদ্যুম্ন মিশ্র বিবরণ।
প্রভু আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণ কথার শ্রবণ॥

তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।
আপনি শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা ॥
প্রস্তাবে কহিল কবির নাটক বিবরণ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের সার।
এক লীলাপ্রবাহে বহে শত শত ধার ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে।
গৌরলীলা, ভক্তি, ভক্ত, রসতত্ত্ব, জানে ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যান নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথ দাসং।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥

যঃ কৃপাগুণৈঃ করুণারজ্জুভিঃ কুগৃহান্ধকূপাৎ রঘুনাথ দাসং ভঙ্গ্যা কৌশলেন উদ্ধৃত্য স্বরূপে ন্যস্য সমর্প্য অন্তরঙ্গং বিদধে কৃতবান্ তমমুং কৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে শরণাগতোঽস্মি।

যিনি কৃপাগুণদ্বারা কু-গৃহান্ধকূপ হইতে কৌশল দ্বারা রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া, স্বরূপে সমর্পণ করিয়া অন্তরঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হইলাম।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে ॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখভয়ে ॥
উৎকট বিরহদুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহবেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা ॥
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুইজনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদানহেতু তৈছে রামরায় ॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোঁসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ ॥
এই দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায় ॥
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি লোকে যাঁরে গায়।
এইমত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রঘুনাথ মিলন এবে শুন ভক্তগণ ॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিখাইলা ॥

প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।
মর্কটবৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ি প্রায় ॥
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখি তার মাতাপিতার আনন্দিত মন ॥
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু পাশে চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা ॥
হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্ত গ্রাম মুলুকের সেই হয় ত চৌধুরী ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোক্তা(১) করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥
বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥
রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইলা, রঘুনাথে বান্ধিল ॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎর্সনা।
'বাপ জ্যেঠা আন, নহে পাইবে যাতনা' ॥
মারিতে আনয়ে, যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে ॥
বিশেষে কায়স্থবুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর ॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিলা উপায়।
মিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছপায় ॥

১। 'মোক্তা'—চল পাশিভাষা। অন্যত্র পাঠ নকৃড়া।

আমার পিতা জ্যেঠা হন তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই কলহ কর তোমরা সর্ব্বদাই।
কভু কলহ, কভু প্রীতি, নিশ্চয় কিছু নাঞি।
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি॥
আমি যৈছে পিতার তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক॥
পালক হঞা পাল্যের তাড়িতে না যুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান, জিন্দাপীর(১) প্রায়॥
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল॥
ম্লেচ্ছ বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আজি তোমা ছাড়াইব করি কোন সূত্র॥
উজিরে কহিয়া রঘুনাথ ছাড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল॥
তোমার জ্যেঠা নির্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায়।
আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে যুয়ায়॥
যাহ তুমি তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যে মতে ভাল হয় করুন্ ভার দিল তাঁরে॥
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছসহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল॥
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল॥

১। 'জিন্দাপীর'—শক্তিসম্পন্ন পীর পার্শীভাষা'

রাত্রে উঠি একেলা চলিলা পলাইয়া।
দূরে হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া॥
এইমত বারে বারে পলায়, ধরি আনে।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা সনে॥
পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া।
তাঁর পিতা বলে তাঁরে(১) নির্ব্বিণ্ণ হইয়া॥
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিব কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহাঁরে।
চৈতন্য প্রভুর বাউল কে রাখিতে পারে॥
তবে রঘুনাথ কিছু বিচার করি মনে।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি পাশ চলিলা আর দিনে॥
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়াসেবক সঙ্গে আর বহুজন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥
দণ্ডবৎ হয়ে পড়িলা কত দূরে।
সেবক কহে 'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে'।

১। 'তাঁরে'—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মাতাকে।

শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজ তোর করিব দণ্ডন।
প্রভু ঘোলায় তিঁহ নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তাঁর শিরে ধরিল চরণ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইসে চোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে॥
দধিচিড়া ভালমতে খাওয়াও মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে॥
সেই ক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
আনি আনি প্রভুর আগে সকল ধরিলা॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি হোলনা(১) মাগাইল॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা(২) আনাইল পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি ভিজাইল তাতে॥
এক ঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥

১। 'হোলনা'—মালসা।
২। 'মৃৎকুণ্ডিকা'—নান্দা।

অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপা কলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥
ধুতি পড়ি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাত কুণ্ডি বিপ্র তার অগ্রেতে ধরিলা॥
চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী বন্ধন॥
রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ পরমেশ্বর দাস॥
মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধচিড়া, আরে দধিচিড়া কৈল॥
আর যত লোক সব চোতারা তলানে(১)।
মণ্ডলীবন্ধে বসিলা তার নাহিক গণনে॥
এক এক জনে দুই দুই হোল্‌না দেওয়াইল।
দুগ্ধচিড়া দধিচিড়া দুই ভিজাইল॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া॥

১। 'তলানে'—সমতল স্থানে।

তীর স্থান না পাইয়া আর কত জন।
জলে নামি চিড়াদধি করয়ে ভক্ষণ ॥
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঁঞি পরিবেশন করে ॥
হেনকালে আইলা তাঁহা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত ॥
(১)নিসকড়ি নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া, ভক্তগণে বাঁটি দিল ॥
প্রভুরে কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
তুমি ইহা উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল ॥
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ ॥
গোপজাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
বড় সুখ পাই আমি পুলিনভোজন রঙ্গে ॥
রাঘবে বসায়ে দুই কুণ্ডী দেয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল ॥
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥
সকল কুণ্ডা হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেয় করি পরিহাস ॥

১। 'নিসকড়ি'—অন্ন ডাল প্রভৃতি। ভিন্ন ফল মূল সন্দেশ প্রভৃতি।

হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥
কি করিয়া বেড়ায় ইঁহো কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥
তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী আরোয়াচিড়া ডাহিনে রাখিলা॥
আসন দিয়া মহাপ্রভু তাঁহা বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥
আজ্ঞা দিল "হরি বলি" করহ ভোজন।
"হরি হরি" ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥
"হরি হরি" বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিনভোজন সবার হইল স্মরণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥
নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনাপুলিন জ্ঞান কৈলা॥
মহোৎসব শুনি পসারি গ্রামে গ্রামে হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥

যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেহ চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডার অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥
আর তিন কুণ্ডিকায় যেবা অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥
চন্দন আনিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লেপিল।
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-গলে দিল ॥
সেবকে তাম্বূল লঞা করিল অর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥
মালাচন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সবারে বাঁটি দিল ॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণসাহত খাইল বাঁটিয়া ॥
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিড়াদধি মহোৎসব খ্যাত নাম যার ॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি, দিন শেষ হৈল।
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥
ভক্তগণে নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে, প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন ॥

নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারই নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে।
মহাপ্রভু আইসে যাঁর নৃত্য দেখিবারে॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা।
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া॥
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা॥
দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবে শেষে পরিবেশন কৈলা॥
নানাপ্রকার পায়স পিঠা দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়য়॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন॥
দুই ভাইকে রাঘব আনি পরিবেশে।
যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে॥
কত উপহার আনে হেন নাহি জানি।
রাঘবের গৃহে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী॥

দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিঁহ পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই খাঞা পাইল সন্তোষ অপার॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে ইঁহ পাছে করিবেন ভোজন॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন॥
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্যচন্দন॥
বিঁড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিল বিঁড়া মাল্যচন্দন॥
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভায়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তাঁরে॥
কহিল চৈতন্য প্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন॥
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে প্রভুর সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সর্ব্বত্র সদা বাস।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ॥
প্রভাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন।
রাঘব পণ্ডিতদ্বারা কিছু কৈল নিবেদন॥

অধম পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাঙ চৈতন্যচরণ॥
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥
যত বার পাইল আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জনে রাখেন বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেও পায়॥
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে চৈতন্য দাও গোঁসাঞি হইয়া সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ॥
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয়সুখ ইন্দ্রসুখসমে॥
চৈতন্যকৃপাতে সেহ নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর পাঙ চৈতন্যচরণে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥

তথাহি—*

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তাঁর মাথে পাদ ধরি কহিতে লাগিলা॥

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৩ পরিচ্ছেদে ৭৩১ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

তুমি করাইলে এই পুলিনভোজন।
তোমার কৃপা করি গৌর কৈল আগমন ॥
কৃপা করি কৈল চিড়াদুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবেন চরণে ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ ॥
সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাঁ'সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥
প্রভু আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা নৈল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল ॥
যুক্তি করি শত মুদ্রা সোণা তোলা সাতে।
নিভৃতে দিলা প্রভু ভাণ্ডারার হাতে ॥
তারে নিষেধিল প্রভুকে এবে না কহিবে।
নিজ ঘরে যাবে যবে তবে নিবেদিবে ॥
তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাঞা মালাচন্দন দিলা ॥
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবার তরে।
তবে রঘুনাথ দাস কহে পণ্ডিতেরে ॥
প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥

বিশ, পঞ্চদশ, বার, দশ পঞ্চ, দ্বয়।
মুদ্রা দেই বিচারিয়া যোগ্য যাহা হয় ॥
সব লেখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥
একশত মুদ্রা আর সোণা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয় ॥
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দকৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা ॥
সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ॥
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥
তাঁ'সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ তবহি ধরা পড়ে ॥
এইমত চিন্তিতে দৈবে এক দিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে ॥
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ ॥
বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয় পুরোহিত ॥
অদ্বৈত আচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন ॥

অঙ্গনে আসিয়া তিঁহো যবে দাঁড়াইলা ।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥
তার এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরসেবা করে ।
সেবা, ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে ॥
রঘুনাথে কহে, তারে করহ সাধন ।
সেবা যেন করে আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা ।
রক্ষক সব শেষ রাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে ।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে ॥
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে ।
আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাইব তোমার স্থানে ॥
তুমি ঘর যাহ সুখে, মোর আজ্ঞা হয় ।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয় ॥
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে ।
পলাইতে ভাল মোর এইত প্রসঙ্গে ॥
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন ।
উলটিয়া চাহে পাছে নাহি কোন জন ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ চিন্তিয়া ।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া ॥
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায় বনে বনে ।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে ॥
পঞ্চদশক্রোশ চলি গেলা একদিনে ।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥

উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা॥
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরুপাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া॥
তিঁহো কহে আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর।
পলাইল রঘুনাথ হৈল কোলাহল॥
তাঁর পিতা কহে গৌড়ের সব ভক্তগণ।
প্রভু স্থানে নীলাচলে করিয়াছে গমন॥
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইয়া।
দশজন যাহ তারে আনহ ধরিয়া॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
আমার পুত্রেরে তুমি পাঠাইবে বাহুড়িয়া॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিলা।
শিবানন্দ কহে তিঁহো এথা না আইলা॥
বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইল ঘর।
তাঁর মাতা পিতা হৈল চিন্তিত অন্তর॥
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িলা সরাণ।
কুগ্রাম দিয়া করিল প্রয়াণ॥
ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণপ্রাপ্তে মন

কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে তাতে রাখয়ে পরাণ্॥
বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিনমাত্র করিলা ভোজন॥
স্বরূপাদি সহ গোঁসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া॥
অঙ্গনে দূরে রহি করে দণ্ড প্রণিপাত।
মুকুন্দ দত্ত কহে 'এই আইল রঘুনাথ'॥
প্রভু কহে 'আইস', তিঁহো ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিলা।
প্রভু কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥
রঘুনাথ কহে আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমায়, এই আমি মানি॥
প্রভু কহেন তোমার পিতাজ্যেঠা দুই জনে।
চক্রবর্ত্তি-সম্বন্ধে আমি আজা করি মানে॥
চক্রবর্ত্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃ রূপ দাস।
অতএব আমি তারে করি পরিহাস॥
ইহার বাপজ্যেঠা বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয়, বিষয়ের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়॥

তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা ॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা আর্দ্র চিত্ত হঞা ॥
এই রঘুনাথ আমি সোঁপিলু তোমারে।
পুত্রভৃত্যরূপে ইহায় কর অঙ্গীকারে ॥
তিন রঘুনাথ নামে হয় আমা স্থানে।
স্বরূপের রঘুনাথ, আজি হৈল ইহার নামে ॥
এত কহি রঘুনাথের হস্তেতে ধরিয়া।
স্বরূপের হস্তে তারে দিলা সমর্পিয়া ॥
স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি ॥
পথে ইঁহো করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কত দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥
রঘুনাথে কহে যাই কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করিহ ভোজন ॥
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য প্রশংসন ॥

তবে রঘুনাথ যাই সমুদ্রে স্নান কৈল।
জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দপাশ আইলা ॥ ৩
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল ॥
এইমত রহে তিঁহ স্বরূপ চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চদিনে ॥
আর দিন হৈতে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন ॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঁই অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া ॥
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে ॥
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নাম সঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন ॥
কেহ ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংদ্বারে রয় ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌরভগবান্ ॥
প্রভুকে গোবিন্দ কহে 'রঘুনাথ প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায়' ॥
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈল বৈরাগির ধর্ম্ম আচরিলা ॥

বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
আর দিনে রঘুনাথ স্বরূপ চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে॥
কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য? প্রভু কর উপদেশ॥
প্রভু আগে কথা মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারা কহে নিজ বাত॥
প্রভু আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে॥
'কি মোর কর্ত্তব্য? মুঞি না জানি উদ্দেশ'।
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইহাঁর স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইহোঁ যত জানে?

তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়॥
গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম বার্ত্তা না কহিবে(১)।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁঞি ইহার পাবে সবিশেষে॥

তথাহি—*

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা আলিঙ্গন॥
পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥
হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিল মিলন॥
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন।
সবা লঞা কৈল প্রভু বন্য ভোজন॥
রথযাত্রায় সবা লঞা করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন॥

১। শ্রীমন্মহাপ্রভু ত্যক্তাশ্রমী বৈরাগ্যবান্ রাগানুগীয় সাধক ভক্তদিগের প্রতি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উপলক্ষ করিয়া এই উপদেশ দিলেন।

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে ৩০৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা॥
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহেন বিবরণ।
তোমা লইতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন॥
তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল আমারে।
ঝাঁকরা লইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে॥
চারি মাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা॥
সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা।
মহাপ্রভু স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা?
গোবর্দ্ধের পুত্র তিঁহো নাম রঘুনাথ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাত॥
শিবানন্দ কহে তিঁহো হয় প্রভু স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহো, কেবা নাহি জানে॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহো হয় প্রাণসম॥
রাত্রি দিন করে তিঁহো নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ।
পরম বৈরাগ্য তাঁর নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ॥

এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন স্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ বিবরণে॥
শুনি তার পিতা মাতা দুঃখী বড় হইলা।
পুত্র ঠাঁই দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা॥
চারি শত মুদ্রা, দুই ভৃত্য এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঁই পাঠাইলা ততক্ষণ॥
শিবানন্দ কহে তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যবে যাই তবে আমা সঙ্গে যাইবা॥
এবে সবে ঘরে যাহ, আমি যবে যাব।
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গেত লইব॥
এইত প্রস্তাবে শ্রীকবি-কর্ণপূর।
রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর॥

তথাহি—*

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক সততং স্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো,
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং॥

আচার্য্য ইতি। সুমধুর যদুনন্দন আচার্য্যঃ বাসুদেবস্য বাসুদেবদত্তস্য প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ঃ। তস্য যদুনন্দনস্য শিষ্যঃ রঘুনাথ ইতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ মাদৃশাং প্রাণাধিকঃ প্রাণতোঽপ্যধিক ইত্যর্থঃ। যতঃ অধিগুণঃ গুণৈরধিকঃ। শ্রীচৈতন্যস্য কৃপাতিরেকেণ কৃপাতিশয়েন সততং স্নিগ্ধঃ স্বরূপস্য দামোদরস্বরূপস্য প্রিয়ঃ।

বাসুদেব দত্তের প্রিয়তম প্রেমবান্ যদুনন্দন আচার্য্য শিষ্য বিবিধ গুণের আধার রঘুনাথ দাস আমাদিগের প্রাণাধিক। নীলাচলস্থিত জনগণের মধ্যে এমন

* চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক দশমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকঃ।

তথাহি—

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোহভিরুচ্যা,
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যত্রাং সমারোপণতুল্যকালং,
তৎপ্রেম-শাখিফলবানতুল্যং ॥

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥
সেই বিপ্র ভৃত্যে চারিশত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥

বৈরাগস্য একো মুখ্যো নিধিঃ নিধীয়তে অস্মিন্নিতি নিধিঃ জলনিধিবৎ বৈরাগ্য সমদ্র ইত্যর্থঃ। নীলাচলে তিষ্ঠতাং চাস্মাকং মধ্যে কস্য ন বিদিতঃ সর্ব্বৈরেব, বিদিত ইত্যর্থঃ।

য ইতি। যো রঘুনাথ দাসঃ সর্ব্বেষাং লোকানাং একা যা মনসঃ অভিরুচিঃ সর্ব্বতোহধিকা প্রীতিস্তয়া কাচিদনির্ব্বচনীয়া অকৃষ্টপচ্যা কর্ষণব্যতিরেকেণ ফলপাকজনিকা। সৌভাগ্যভূরভূৎ। যত্র যস্যাং ভুবি তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রেমশাখী প্রেমতরুঃ আরোপণতুল্যকালং বীজবপনসমকালমেব অতুল্যং যথাস্যাত্তথা ফলবান্ জাত ইতি।

কে আছেন যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাতিশয় লাভে, স্নিগ্ধ ও স্বরূপদামোদরের প্রিয় এবং বৈরাগ্যের সাগর সেই রঘুনাথকে না জানেন ?

যে রঘুনাথ দাস সকল লোকের মনের অসাধারণ প্রীতিবিষয়হেতু আকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্য ভূমি যাহাতে আরোপণ সমকালেই প্রেমতরু অনুপম ফলবান হইয়াছে।

---

* তত্রৈব দশমাঙ্কে চতুর্থশ্লোকঃ।

রঘুনাথ দাস তাহা অঙ্গীকার না করিল।
দ্রব্য লঞা দুই জনা তাঁহাঞি রহিল ॥
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন।
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
দুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঁই করে এতেক গ্রহণ ॥
এইমত মিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ॥
মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন ॥
রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ?
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল ॥
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন ॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল ॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হবে এই মূর্খ জন ॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিলা।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিলা ॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥

ইঁহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল॥
কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িলা।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিলা॥
গোবিন্দপাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা লাগি ঠারা না রহে সিংহদ্বারে॥
স্বরূপ কহে সিংহদ্বারে দুঃখ অন্ন চাঞা।
ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া॥
প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য বাক্যং ;—*

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি,
অনেন দত্তং অয়মপরঃ।
সমেষ্যত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি,
ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি॥

ছত্রে গিয়া যথালাভ উদরভরণ।
অন্য কথা নাহি সুখে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
এত বলি তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জমালা তাঁরে দিল॥
শঙ্করানন্দ-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিঁহো সেই শিলা গুঞ্জমালা লঞা গেলা॥

এই জন আসিতেছে, এই জন দান করিবে, এই ব্যক্তি দান করিয়াছে, আর একজন আসিবে সেই দান করিবে।

* অয়মিত্যাদি শ্লোকঃ সুগমঃ।

পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধন-শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা।
গোবর্দ্ধন-শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে॥
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু ধরে শিরে।
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণকলেবর॥
এই মত শিলা মালা তিন বৎসর ধরিলা।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিলা॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন।
এবে কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী॥
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি।
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী॥
এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা কৈলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥
এক এক বিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পাণী॥
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

প্রভুর হস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥
জল তুলসী সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥
এইমত দিনকতক করেন পূজন।
তবে স্বরূপ গোসাঞি তাঁরে কহিল বচন॥
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম॥
তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান॥
রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইলা।
গোঁসাঞির অভিপ্রায়ে এই ভাবনা করিলা॥
শিলা দিয়া মোরে গোঁসাঞি সমর্পিলি গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া স্থান দিল রাধিকাচরণে।
আনন্দে রঘুনাথ বাহ্য হৈল বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গচরণ॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারি দণ্ড, সেহ নহে কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞায় পালন॥

প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনা করে নির্ব্বেদবচন ॥

তথাহি—*

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ ॥

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সাড়ি যায় ॥
সিংহদ্বারে সেই ভাত গাভী আগে ডারে।
সড়া গন্ধে তেলেঙ্গা গাভী খাইতে না পারে ॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥
ভিতরের দড় ভাত মাজি যেই পায়।
নুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥
এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল ?

ননাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলো কো দোষশ্চেত্তত্রাহ আত্মানমিতি আত্মানং পরং দেহাৎ পৃথগ্‌ভূতং ব্রহ্মচেৎ জানীয়াৎ। জ্ঞানেন ধুতা নিরস্তা আশয়া বাসনা যস্য সঃ। তস্য জ্ঞানিনোলৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ;— আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু-সংজ্বরেদিতি।

জ্ঞানদ্বারা যাহার বাসনার ক্ষয় হইয়াছে তাদৃশ ব্যক্তি যদি আপনাকে ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন, তবে তিনি কি অভিলাষে কি কারণে বিষয়লোলুপ হইয়া দেহ পোষণ করিবেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকঃ।

স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবার নাহি দাও কি তোমার প্রকৃতি ॥
গোবিন্দের মুখে প্রভু যে বার্ত্তা শুনিলা।
আর দিন তাহা আসি কহিতে লাগিলা ॥
খাসা বস্তু খাও সবে আমায় না দেও কেন?
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণ ॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
'তোমার যোগ্য নহে' বলি বলে কাড়ি নিলা ॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই ॥
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে ॥
আপন উদ্ধার এই রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবককল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

তথাহি—*

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং,
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩

মহেতি। যঃ কৃপয়া কুজনং কুৎসিতমপি মাং মহাসম্পদ্দারাদুদ্ধৃত্য স্বী
স্বকীয়ে স্বরূপে ন্যস্য স্থাপয়িত্বা মুদিতো হৃষ্টোহভূৎ। কিম্ভূতং? মাং পতি
সম্পদ্দারে সাগরে নিমগ্নং স্নেহেণ পাতকিনং পতিতপদস্য স্নেহত্বেন সম্পাদ্দারা

যিনি মাদৃশ পতিত এবং কুজনকে মহাসম্পত্তি-কলত্রসাগর হইতে কৃপাপ

* স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে একাদশশ্লোকঃ।

এইত কহিল রঘুনাথের মিলন।
যেই ইহা শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩০ ॥

ত্যত্র সাগরত্বারোপঃ। পরম্পরিত রূপকেণ। মহা সম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ। যদ্বা মহাসম্পত্তিঃ সহিতোদার ইতি তৃতীয়া সমাসঃ। গুরুদারেচ পুত্রেষু গুরুবদ্‌বৃত্তিমাচরেদিতি প্রয়োগাদেকবচনান্তোঽপি দার শব্দঃ। কুজনমিতি স্বদৈন্যেনোক্তমপি সরস্বত্যর্থান্তরং কল্পয়তি তদ্‌যথা ;—কৌ পৃথিব্যাং জনং প্রাদুর্ভবন্তং মাং মহাসম্পদ্দারাদেতং পরিত্যজ্য পতিতং শ্রীপুরুষোত্তমং গচ্ছন্তং সন্তং। অন্তৎ সমানং। স গৌর ইতি সম্বন্ধঃ। অথচ উরো গুঞ্জাহারং বক্ষসো গুঞ্জামালাং। এবং গোবর্দ্ধনশিলাং মে মহ্যং দদৌ স ইতি চ সম্বন্ধঃ। মহাসম্পদ্দাবাদিতি বকারযুক্ত পাঠে মহাসম্পদেব দাবো দাবাগ্নিস্তস্মাৎ কৃপয়া উদ্ধৃত্য ইতি পরম্পরিতেন রূপয়েত্যত্র বৃষ্টিত্বারোপঃ। হেতৌ তৃতীয়া। অন্তৎ সমানং।

উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া, পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এবং পরম প্রিয় বক্ষঃস্থলের গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া পরমানন্দ সম্পাদন করিতেছেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা॥
এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেন কালে বল্লভ ভট্ট মিলিলা আসিয়া॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবত-বুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন॥
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা॥
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল, দেখিল তোমারে॥

চৈতন্যেতি। চৈতন্যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য চরণাবেব অম্ভোজে তৎ-
রন্দঃ তান্ লিহন্তি যে তান্ সতঃ সাধূন্ ভজে বন্দে। যেষাং প্রসাদেন অতি
পাষণ্ডোঽপি অমরো ভবেৎ।

যাঁহাদিগের প্রসাদে অতি পাষণ্ডও অমর হইতে পারে, সেই চৈতন্যদেবে
পাদপদ্মের মকরন্দলেহনশীল সাধুগণকে বন্দনা করি।

তোমার দর্শন যেই পায় সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্॥
তোমাকে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে কৃতার্থ হচে, ইথে কি বিচিত্র॥

তথাহি—*

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেমপরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে।

যেষামিতি কর্ত্তৃত্বেন বিষয়ত্বেন স্মরণসম্বন্ধঃ। যং সাধবঃ স্মরন্তি সাধুন্ বা যং স্মরন্তি। তেষাং পুংসাং গৃহাঃ শুদ্ধ্যন্তি। কিং পুনঃ সন্নিহিতং দেহেন্দ্রিয়াদি। পাদশৌচং চরণপ্রক্ষালনং।

যাঁহাদিগের স্মরণে গৃহ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রক্ষালন এবং উপবেশনাদি দ্বারা যে বিশুদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ?

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকঃ।

তথাহি—*

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তার সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যার সম।
অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর নাম।
যাঁহার কৃপায় ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তার বৈষ্ণবতা শক্তি॥
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর॥
ষড়্‌দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ষড়্‌দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম॥
তিঁহো দেখাইল মোরে ভক্তিযোগের পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণ ভক্তিমাত্র সার॥
রামানন্দ রায় কৃষ্ণরসের নিধান।
তিঁহো জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাঁহার॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে ৫৩ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত কেবল-ভাব আর।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি পাইয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার॥

তথাহি—*

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

'আত্মভূত' শব্দে কহে পারিষদ্‌গণ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি—॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ! উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্ব র্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং॥

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্দন॥
'মোর সখা, মোর পুত্র' এই শুদ্ধমন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন॥

তথাহি—†

ইত্থং সতাং ব্রহ্ম-সুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্য-পুঞ্জাঃ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ২৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

॥ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ১৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ১৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তথাহি—*

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

ঐশ্বর্য্য দেখিলে শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান।
ঐশ্বর্য্য হইতে কেবল-ভাব প্রধান॥

তথাহি।—‖

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজং।

যে সব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ॥
কহিল না যায় রামানন্দের প্রভাব।
যাঁর প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধভাব॥
দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর-রস-জ্ঞান॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন॥

তথাহি—†

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

গোপীগণের শুদ্ধভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভৎর্সনা করে এই তার চিহ্ন॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে ১৯৮ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
‖ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে ৫৭৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।
† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১২২ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

তথাহি—*

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা
নতি বিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদ স্তবোদগীতমোহিতাঃ
কিতব ! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তারঋণী ॥

তথাহি—†

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবল ভাব প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান ॥
তিঁহো যাঁর পদধূলা করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এসব শিক্ষণ ॥
হরিদাস ঠাকুর মহা ভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তিঁহো তিনলক্ষ নাম ॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঁই শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদে ৫৭৫ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।
† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদের ১২৬ পৃষ্ঠায় দৃশ্য।

আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ॥
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার ॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী।
আমি সে বৈষ্ণব ভক্তি-সিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি হইল সে খর্ব্ব ॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ সবারে দেখিবার ॥
ভট্ট কহে এ সব বৈষ্ণব রহেন কোনস্থানে।
কোন্‌ প্রকারে ইঁহা সবার পাইয়ে দর্শনে ?
প্রভু কহে কেহ ইঁহা, কেহ গঙ্গাতীরে।
যে সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥
ইঁহাই রহেন সবে বাসা নানাস্থানে।
ইঁহাই পাইবে তুমি সবার দর্শনে ॥
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন।
বহু দৈন্য করি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥
আর দিনে সব বৈষ্ণব প্রভু স্থানে আইলা।
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥

বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ সবার আগে ভট্ট খদ্যোত আকার॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণসহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইল॥
পরমানন্দ-পুরী সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
একদিকে বৈসে সব করিতে ভোজন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই পার্শ্বে দুই জন।
মধ্যে প্রভু বসিলা আগে পাছে ভক্তগণ॥
গৌড়ের ভক্ত যত গণিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যেক সবার পদে কৈল নমস্কার॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব, দামোদর॥
মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট বহু আনাইল।
প্রভু সহ সন্ন্যাসিগণে আপনি পরিবেশিল॥
প্রসাদ পায়, বৈষ্ণবগণ বলে "হরি হরি"।
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি॥
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সবার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস, রাঘব পণ্ডিত, আর গদাধর॥

সাত জন সাত ঠাঞি করেন কীর্ত্তন।
হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন॥
দেখি বল্লভ ভট্টের হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপনা সম্ভাল॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিলা।
পূর্ব্ববৎ আপনি নৃত্য করিতে লাগিলা॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়।
'এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' ভট্টের হইল নিশ্চয়॥
এইমত রথযাত্রা সকল দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হইল॥
যাত্রা অনন্তরে ভট্ট যাই প্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনি মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ॥
প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহে অধিকারী॥
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে॥
ভট্ট কহে 'কৃষ্ণ নামের অর্থ, ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি, তাহা করহ শ্রবণে'॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ 'নামের বহু অর্থ নাহি মানি
শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥

তথাহি—*

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥
ফল্গু বস্তুর প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানি করিল উপেক্ষা॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজঘর।
প্রভুবিষয়-ভক্তি কিছু হইল অন্তর॥
তবে ভট্ট যাই পণ্ডিত গোঁসাঞির ঠাঞি।
নানামত প্রীতি করে করি আসি যাই॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ॥
লজ্জিত হইলা ভট্ট হৈল অপমান।
দুঃখিত হইয়া গেল পণ্ডিতের স্থান॥
দৈন্য করি কহে লৈনু তোমার স্মরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥
"কৃষ্ণনাম" ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত করয়ে সংশয়।
কি করিব? ইহা করিতে না পারি নিশ্চয়॥

তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ যশোদা-স্তনপানকারী পরব্রহ্মে "কৃষ্ণশব্দ" রূঢ়ি।

---

* শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অনর্থোপশম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াংধৃতো নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ।

যদ্যপি পণ্ডিত না কৈলা অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তবু পঢ়ে করি বলাৎকার॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।
এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ লইনু শরণ॥
অন্তর্যামী মহাপ্রভু জানিব মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি কিছু দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে তাঁরে রোষ॥
প্রত্যহ বল্লভ ভট্ট আইসে প্রভু স্থানে।
উদ্গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে॥
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥
আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়॥
এক দিন ভট্ট তবে পুছিল আচার্য্যেরে।
জীব প্রকৃতি, পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥
পতিব্রতা নারী পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণ নাম লও, কোন ধর্ম্ম হয়॥
আচার্য্য কহে আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্।
ইঁহারে পুছ, ইঁহ কহিবেন ইহার প্রমাণ॥
প্রভু কহেন তুমি না জান ধর্ম্মমর্ম্ম।
স্বামীর আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতাধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥

অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায় ॥
শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হৈল নির্ব্বাচন।
ঘরে যাই দুঃখ মনে করেন চিন্তন ॥
নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষপাত।
এক দিন উপরে যদি পড়ে মোর বাত ॥
তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ?
আর দিন আসি বসিলা প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি ॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন ॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাঁহা যেই পড়ে জানি(১)।
এক বাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি ॥
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার ॥
নানা অবজানে(২) ভট্টে শোধে ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥

১। পাঠান্তর—আনি।
২। 'অবজানে'—অবজ্ঞা, পাঠান্তর অপমানে।

অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়ন ॥
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা ॥
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেন প্রভুর মোরে ফিরি গেল মন ॥
আমি জিতি এই গর্ব্বশূন্য হউক চিত্ত।
ঈশ্বর স্বভাব করে সবাকার হিত ॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান ॥
আমার হিত করেন ইঁহো, আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপর কৈল যৈছে ইন্দ্র মূর্খ ॥
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে ॥
আমি অজ্ঞ অজ্ঞোচিত যে কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল ॥
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা ॥
আমি অজ্ঞ হিত স্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা করিলা অজ্ঞান ॥
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব অন্ধ গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে এবে জ্ঞান হৈল ॥
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ ॥

প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত॥
শ্রীধর-স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর-স্বামী নাহি মান, এত গর্ব্ব ধর॥
শ্রীধরস্বামীর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
অর্থ ব্যস্ত লিখন সেই লোক না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
ভট্ট কহে যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
এক দিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ॥
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ তাঁরে সুখ দিতে॥
জগতের হিত হউক এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি করে তাঁর হৃদয় শোধন॥
স্বগণ সহ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তাঁরে তবে প্রসন্ন হইলা।
জগদানন্দ পণ্ডিতে শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামার প্রায় প্রেমের বাম্যস্বভাব॥

বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভু সনে।
অন্যোহন্যে খটপটি চলে দুই জনে॥
গদাধর পণ্ডিতে শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণী দেবীর যৈছে দক্ষিণা স্বভাব॥
তাঁর প্রণয়রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাঁর রোষ নাহি উপজায়॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাষ।
শুনি পণ্ডিতে চিত্তে উপজিল ত্রাস॥
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল॥
বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য-উপাসন।
বালগোপাল মন্ত্রে তিঁহো করেন সেবন॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর-গোপাল উপাসনায় মন হৈল॥
পণ্ডিতের ঠাঁঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে॥
আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র॥
তুমি যে আমার ঠাঁঞি কর আগমন।
তাহাতেই মহাপ্রভু দেন ওলাহন॥
এইমত ভট্টের কত দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হৈল॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতেরে বোলাইলা।
স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা॥

পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহিতে লাগিলা।
পরীক্ষিতে মহাপ্রভু তোমা উপেক্ষিলা॥
তুমি কেন তাঁরে আসি না দিলে ওলাহন।
ভীত প্রায় হঞা কেন করিলে সহন।
পণ্ডিত কহে প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করি ভাল নাহি মানি॥
যেই কহেন সেই সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনি করিবেন কৃপা দোষাদি বিচারি॥
এত বলি পণ্ডিত প্রভু স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা॥
ইষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সবা শুনাইয়া কহে মধুর বচন॥
আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিল সকলি সহিলা॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা॥
পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহন না যায়।
গদাধরপ্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
গদাইর গৌরাঙ্গ বলি যাঁরে লোকে গায়।
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে॥
পণ্ডিতের সৌজন্যতা ব্রহ্মণ্যলা গুণ।
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন॥

অভিমানপঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারায় আর সব লোক শিখাইল॥
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্য অর্থ যেই লয়, সেই নাশ যায়॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্র যার দৃঢ় ভক্তি॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লয়ে নিজগণ॥
তাঁহাঞি বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঁঞি পূর্ব্ব প্রার্থিত সব সিদ্ধি কৈলা॥
এইত কহিল বল্লভভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর প্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৭১॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্ট-মিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বয়ং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ

জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু পারাবার।
ব্রহ্মাশিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার॥
জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ!
জগত বাঁধিল যিঁহো দিয়া প্রেম-ফান্দ॥
জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত নিস্তার॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যাঁর প্রাণধন॥
এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে॥
হেনকালে রামচন্দ্রপুরী গোঁসাঞি আইলা।
পরমানন্দ-পুরী আর প্রভুরে মিলিলা॥

তমিতি। অহং তং প্রসিদ্ধং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে প্রণমামি। যো রামচন্দ্রপুরী-ভয়াৎ তন্ময়ণুরুত্য লৌকিকহারাতঃ লোক পরিমিতাহারাৎ তমপেক্ষ্যোত্যর্থঃ। স্বং স্বীয়ং ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ সঙ্কোচ মকরোদিতি।

যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে স্বীয় ভিক্ষায় সঙ্কোচ করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে প্রণাম করি।

পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরীগোঁসাঞিকে কৈল তিঁহো দৃঢ় আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দন্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তিঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি॥
তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা করিল তিঁহো নিন্দার লাগিয়া॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী শুন জগদানন্দ।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি খাওয়াইল।
আপনি আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিল॥
শুনি চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন॥
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াই ধর্ম্ম কর নাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খাও, বৈরাগ্যে নাহি ভাস॥
এইত স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া।
পাছে নিন্দা করে, আগে বহুত খাওয়াইয়া॥
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্র পুরী করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্র পুরী তবে আইলা তাঁর স্থান॥
পুরীগোঁসাঞি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি করেন ক্রন্দন॥

রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥
তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
চিদ্‌ব্রহ্ম হৈয়া কেন করহ ক্রন্দন॥
শুনি মাধবেন্দ্র মনে দুঃখ উপজিল।
'দূর দূর পাপিষ্ঠ' বলি ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপনার দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি যা যথি তথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মুই, মরোঁ আপন দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে॥
মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল॥
শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী নাহি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ।
সর্ব্বলোক নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥
ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিলেন কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন।
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব নিন্দাকর॥

মহদনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুইজন।
এই দুই দ্বারা শিখাইল জগজ্জন॥
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তিঁহো কৈল অন্তর্দ্ধান॥

তথাহি—*

অয়ি! দীনদয়ার্দ্র! নাথ! হে, মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং, দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ॥
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর।
প্রস্তাবে কহিল পুরীগোঁসাঞিের নির্যাণ।
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান্॥
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহে নীলাচলে।
বিরক্ত স্বভাব কভু রহে কোন স্থলে॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয়॥
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খায় তিন জন॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ নির্ণয়॥
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান॥

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥
সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ?
এই নিন্দা করি কহে সবলোক স্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে॥
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিঁহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম॥
যত নিন্দা করে প্রভু তাহা সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি ছদ্মে কহেন উত্তর॥

তথাহি রামচন্দ্রপুরীবাক্যং ;—

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসাৎ,
তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসীনামিয়-
মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥

প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাঁহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়॥

গত রজনীতে এই গৃহে মিষ্টান্ন ছিল, সেই হেতু এত পিপীলিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; কি আশ্চর্য্য বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এতাদৃশী জিহ্বার লালসা। এই কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সঙ্কোচিত মন।
গোবিন্দ বোলাইয়া কিছু কহেন বচন॥
আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এইত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥
ইহা বহি অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে এথা আমা না দেখিবা॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহিল এই বাত।
শুনি সবার মাথে যেন হৈল বজ্রপাত॥
রামচন্দ্রপুরীকে সবাই দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবাকার॥
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠি ভাত পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥
এতাবন্মাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দাদি পাইল॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন॥
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন।
দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ॥
এইরূপে মহাদুঃখ দিন কত গেল।
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভু পাশ আইল॥
প্রণাম করি পুরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রভুকে কহেন কিছু হাসিয়া বচন॥

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥
যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥

তথাহি—*

নাত্যশ্নতোহপি যোগোঽস্তি ন চাত্যন্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

প্রভু কহে অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার ॥

যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্য আহারাদি নিয়মমাহ নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাং অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধি র্ন ভবতি তথাতিনিদ্রাশীলস্য জাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি।
তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যাহ যুক্তাহারেতি যুক্তো নিয়ত আহারো-বিহারশ্চ গতি র্যস্য কর্ম্মষু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তৈব চেষ্টা যস্য যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি।

অতিশয় ভোজী, অথবা সর্ব্বথা ভোজনত্যাগী, অতিশয় নিদ্রাশীল এবং অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তির যোগানুষ্ঠান হইতে পারে না।
যাহার আহার, বিহার, অর্থাৎ (পাদবিক্ষেপ) কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা এবং জাগরণ নিয়মিত, তাহারই দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়।

---

* শ্রীভগবদগীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে ষোড়শসপ্তদশশ্লোকৌ।

এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে গোসাঞি শুনিলা॥
আর দিনে ভক্তগণ, পরমানন্দপুরী।
প্রভু পাশে নিবেদিল দৈন্যবিনয় করি॥
রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি কিবা হবে লাভ?
পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করিয়া।
যেই খায় তারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন।
এত অন্ন খাও? তোমার আছে কত ধন?
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়ায়, কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ত্রাস(১)।
কে কৈছে ব্যবহারে, কে বা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তিঁহো করেন সদায়॥
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার কারণ॥

তথাহি—*

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

অথ তাদৃশে ভক্তিযোগে বাহ্যদৃষ্টিং পরিত্যাজয়িতুমথবা ভক্তিযোগস্য সুগমতাং সুলভতাঞ্চ দর্শয়িষ্যন্ দুর্গমাদিরূপং সসাধনং জ্ঞানমাহ পরেতি। প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ সহ বিশ্বমেকাত্মকমিতি। আদাবন্তে জনানাং সত্ত্বহিরন্তঃ পরাবর-

---

১। পাঠান্তর—ভাস।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া ।
পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া ॥

তথাহি পাণিনিসূত্রং ;—
পূর্ব্বাপরয়ো র্মধ্যে পরবিধি র্বলবান্ ।

যাহা গুণ শত আছে না করে গ্রহণ ।
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥
ইহার স্বভাব ইহা কহিতে না যুয়ায় ।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম দুঃখ পায় ॥
ইহার বচনে কেন অন্ন ত্যাগ কর ?
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বোল ধর ॥
প্রভু কহে সবে কেন পুরীকে কর রোষ ?
সহজ ধর্ম্ম কহেন তিঁহো, তাঁর কিবা দোষ ?
যতি হঞা জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায় ।
যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে অল্পমাত্র খায় ॥
তবে সবে মিলি প্রভুকে বহু যত্ন কৈল ।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল ॥

ইত্যাদি সপ্তমস্কন্ধান্তর্ব্যাখ্যা-রীত্যা বস্তুতস্তত্ত্বং সর্ব্বাবয়বীয়ঃ পরমাত্মা স এবৈক আত্মা যস্ত তথাভূতং পশ্যন্ জ্ঞানং বিবেক ইত্যাদিভ্যাং ।

এক পরমাত্মাই যাহার আত্মা, তাদৃশ বিশ্বকে প্রকৃতি এবং পুরুষের সহিত ভিন্ন দর্শন করতঃ পরের স্বভাব ও কর্ম্মকে প্রশংসা অথবা নিন্দা করিবে না ।

পূর্ব্ববিধি ও পরবিধি এ দুয়ের মধ্যে পরবিধি বলবান্ ।

'যদধর্ম্মকৃতস্থানং সূচকস্তাপি তদ্ভবেৎ' । এই শ্লোকার্দ্ধ কতিপয় গ্রন্থে দেখা যায় ।

দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুই জন ভোক্তা, কভু তিন জনে॥
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ মূল্য লইতে আগে কাড়ি দুইপণ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে॥
পণ্ডিত গোঁসাঞি, ভগবান্ আচার্য্য, সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ।
তা সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাহি যৈছে তাঁর মন॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাঁহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার॥
কভু ত লৌকিক রীতি যৈছে ইতর জন।
কভু ত স্বাতন্ত্র্য করে ঐশ্বর্য্য প্রকটন॥
কভু রামচন্দ্রপুরীর হন ভৃত্যপ্রায়।
কভু তাঁরে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়॥
ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর বুদ্ধি আগাচর।
যবে যেই করেন প্রভু সেই মনোহর॥
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি গেলা তীর্থ করিবারে॥
তিঁহো গেলে প্রভুগণ হৈলা হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিতে॥
স্বচ্ছন্দ নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন॥

গুরুর উপেক্ষা হৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধ ঠেকয়॥
যদ্যপি গুরু-বুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল।
তাঁর ফল দ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল॥
শ্রীচৈতন্যচরিত্র যৈছে অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর॥
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন একমনে।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচন-
নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুঃ শশ্বদনূপতাং॥

অগণ্যেতি। অগণ্যানাং গণয়িতুমশক্যানাং তথাধন্যানাং প্রাপ্ত প্রেমধনানাং চৈতন্যগণানাং চৈতন্য ভক্তানাং প্রেমবন্যয়া প্রেমরূপজলসমূহেন অধন্যজনানাং ভক্তিহীনজনানাং স্বান্তং মানসমেব মরুঃ নির্জ্জল প্রদেশঃ স শশ্বন্নিরন্তরং অনূপতাং জলপ্রায়ত্বং নিন্যে প্রাপিতঃ।

অসংখ্য ধন্য চৈতন্যগণের প্রেমবন্যা ভক্তিহীন জনের অন্তঃকরণ রূপ মরু-ভূমিতে নিরন্তর প্লাবিত করিয়াছিল।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় !
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয় !
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় ! জয় ! দয়াময় !
জয় গৌরভক্তগণ ! সব রসময় ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে ॥
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণবিরহ তরঙ্গ ।
নানাভাবে ব্যাকুল হয় মন আর অঙ্গ ॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন ।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ॥
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন ।
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
মনুষ্যের বেশে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য বিষধর ॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন ।
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন ॥
প্রহ্লাদ বলি, ব্যাস শুকাদি মুনিগণ ।
আসি প্রভু দেখে, প্রেমে হয় অচেতন ॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা ।
'কৃষ্ণ কহ' বলে প্রভু বাহির হইয়া ॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে ।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে ॥
একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল ।
গোপীনাথে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল ॥

তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥
সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়।
তাঁর পুত্র তোমার সেবক রাখিতে যুয়ায়॥
প্রভু কহে 'রাজা কেন কররে তাড়ন।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম রায়ের ভাই।
সর্ব্বকাল হয় তিঁহো রাজ বিষয়ী॥
মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তার অধিকার।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দেন রাজদ্বার॥
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥
তিঁহো কহে স্থূল দ্রব্য নাহি যেই দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব॥
ঘোঁড়া দশ বারো হয়, লহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোঁড়া আনি রাজদ্বারে ধরি॥
এক রাজপুত্র ঘোঁড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র মিত্র সনে॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়।
ঊর্দ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায়॥
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে তাতে ভয় নাহি মানে॥

আমার ঘোড়ার গ্রীবা উচ্চ, ঊর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার মাটি মূল্য করিতে না যুয়ায়॥
শুনি রাজপুত্রে মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঁই যাই বহু লাগানি করিল॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা কর চাঙ্গে চড়াইয়া লই কৌড়ি॥
রাজা বলে যেই ভাল কর সে উপায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়॥
রাজপুত্র আসি তাঁরে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়্গে ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল॥
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ।
রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ॥
রাজবিলাত সাধি খায় নাহি রাজভয়।
দারী(১) নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়॥
যেথ চতুর সেই করুক রাজবিষয়।
রাজ দ্রব্য শোধি যে পায় তাহা করে ব্যয়॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সংবশে লঞা গেল বাঁধিয়া॥
প্রভু কহে 'রাজা আপন লেখার দ্রব্য লইব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাঁহা কি করিব?
তবে স্বরূপাদি যত গোঁসাঞির ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন॥

১। 'দারী'—পরস্ত্রী-লম্পট।

রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাই রাজস্থানে ?
তোমা সবার এই মত রাজঠাঁই যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই আমি আঁচল পাতিয়া ॥
পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেন দিবে দুই লক্ষ কাহন ॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
খড়্গোপড়ে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া ॥
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয় ॥
তবে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি যাহ জগন্নাথের চরণে ॥
ঈশ্বর জগন্নাথ যার হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ ॥
ইঁহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল।
হরিচন্দন মহাপাত্র যাই রাজারে কহিল ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার ॥
বিশেষে তাহার স্থানে কৌড়ি বাকি হয়।
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ ? নিজ ধন ক্ষয়।
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ যেবা বাকি হয়
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেন লয় ?

রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেন লব ? তার দ্রব্য চাহি আমি॥
তুমি যাই কর তাঁহা সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে আর রাখ তার প্রাণ॥
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল॥
'দ্রব্য দেহ, রাজা মাগে' উপায় পুছিল।
'যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ' তিঁহোত কহিল॥
ক্রমে ক্রমে দিব আমি যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি ?
যথার্থ মূল্য করি ঘোড়া মূল্য সব লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল॥
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
'বাণীনাথ কি করে, যবে বাঁন্ধিয়া আনিল॥
বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় "কৃষ্ণনাম"।
"হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ" কহে অবিশ্রাম॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতের অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈল অঙ্গে কাটে রেখা॥
শুনি মহাপ্রভু হৈল পরম আনন্দ॥
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপার ছন্দবন্ধ॥
হেন কালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগ বচনে॥
রহিতে নারিয়ে ইহা যাই আলালনাথ।

ভবানন্দরায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥
রাজার কি দোষ ? রাজা নিজ দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য দণ্ড আমারে জানায় ॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি মোরে জানাইল ॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী।
আমায় দুঃখ দিতে নিজ দুঃখ কহে আসি ॥
আজি তাঁরে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে ? যদি না দিবে রাজধন ॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাতে ইহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন ॥
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে ॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত তুমি কার সনে সম্বন্ধ।
ব্যবহার লাগি যে তোমা ভজে সে জ্ঞান অন্ধ ॥
তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি যে তোমা ভজে সেই মূঢ় জন ॥
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল।
তোমা লাগি রঘুনাথ সব ছাড়ি আইল ॥
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে ॥

রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হইতে বিষয়-বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয়॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্যশরণ॥
সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি॥
আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগভাগী।
তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ

তথাহি—*

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভি র্বিদধন্নমস্তে ;
জীবেত যো মুক্তিপদে দায়ভাক্॥

তাতে যদি রহ কেন যাবে আলালনাথ।
কেহো তোমাকে না শুনাবে বিষয়ের বাত॥
যদি বা তোমার তাকে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল সেই করিব রক্ষণ॥
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তাঁর ঘরে॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যত দিন রহো তিঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে॥
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদসম্বাহন।
জগন্নাথের সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৫৯ পৃষ্ঠায়।

মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ইঙ্গিতে কহিলা॥
দেব! শুন আর এক অপরূপ বাত!
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ॥
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা' পুছেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ॥
গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সব সেবক আসি প্রভুরে কহিলা॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভৎর্সন॥
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥
ব্রহ্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপীজন॥
রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজার মহাধার্ম্মিক, এই পাপী ভণ্ড॥
রাজার কৌড়ি না দেয়, আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে?
আলালনাথে যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব॥
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়ো যদি প্রভু রহে এথা॥

এক ক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম ॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণরাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন ॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায় ইহা না যায় সহন।
রাজা কহে আমি তারে দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে ॥
পুরুষোত্তম জানারে তিঁহো কৈল পরিহাস।
সেই জানা তারে মিথ্যা দেখাইল ত্রাস ॥
তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িল সব কৌড়ি ॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ দুঃখ মানে ॥
রাজা কহে তাঁর লাগি কৌড়ি ছাড়ি ইহা না কহিবা
সহজে মোর প্রিয় তাহা ইহা জানাইবা।
ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তার পুত্রগণে মোর সহজেই প্রীত।
এব বলি মিশ্রে রাজা নমস্করি ঘর গেলা।
গোপীনাথের তবে ডাকিয়া আনিলা ॥
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সেই মালজ্যেঠাপাটে তোমারে বিষয় দিল ॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥

এত বলি নেতধটি তারে পরাইল।
প্রভু আজ্ঞা লৈঞা যাহ, তারে বিদায় দিল।
পরমার্থে প্রভু কৃপা সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে ?
রাজ্য বিষয় ফল এই কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কার মনে না আইসে॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধনপ্রাণ।
কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি, লয় দেয় না যায় কৌড়ি।
কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পরায় নেতধটি॥
প্রভু ইচ্ছা নাহি তারে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিব॥
তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল মহাপ্রভুর মন।
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদন-প্রভাবে তবু ফলে এত ফল॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভা
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁর না পায় অন্তর্ভাব॥
এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে॥
প্রভু কহে কাশীমিশ্র! কি তুমি করিলে।
রাজাপ্রতিগ্রহ তুমি মোরে করাইলে॥
মিশ্র কহে শুন প্রভু রাজার বচন।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন॥

প্রভু যেন নাহি জানে আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেন ছাড়িয়া॥
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইঁহা সবাকারে আমি দেখোঁ আত্মসম॥
অতএব যাঁহা যাঁহা দেই অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায় না করোঁ বিচার॥
অতএব যাঁহা যাঁহা দেই অধিকার।
রাজমহীন্দ্রের রাজা কৈনু রামরায়।
যে খাইল, যে বা দিল, নাহি তার দায়॥
গোপীনাথ এই মত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইয়া॥
কিছু দেয় কিছু না দেয় না করি বিচার।
জানা সহ অপ্রীতে দুঃখ পাইল এবার॥
জানা এত কৈল ভুঞি ইহা মুঞি জানোঁ।
ভবানন্দের পুত্র সব আত্মসম মানো॥
তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতি মানে॥
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাঁর সনে॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ॥
পঞ্চপুত্র সঙ্গে আসি পড়িল চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।
রামানন্দ রায় আসি সবেই মিলিলা।
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা॥
তোমার কিঙ্কর এই মোর সব কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল॥

ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে।
পূর্ব্বে যৈছে পঞ্চপাণ্ডব বিপদে তারিলে॥
নেতধটি মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা বৃত্তান্ত সকলই কহিলা॥
বাকী কৌড়ি বাদ, দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেনধটি পরাইল॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ?
কাঁহা নেতধটি এই এ সব প্রসাদ?
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণ স্মরণ প্রভাবে এই ফল পাইল॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাইয়া॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই ফল।
ফলাভাস এই যাতে, বিষয় চঞ্চল॥
রামরায় বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা মোরে নাই যাতে ঐছে হয়॥
শুদ্ধকৃপা কর গোঁসাঞি! ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইলে মোতে বিষয় না রয়॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ব বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ॥
মহাবিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি মোর সব নিজ দাস॥
কিন্তু এক করিহ মোর আজ্ঞার পালন॥
ব্যয় না করিহ কভু রাজার মূলধন॥

রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সে ধন করিহ নানা ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুই লোক যায়।
এত বলি সবারে প্রভু দিলেন বিদায়॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল॥
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা।
"হরিধ্বনি" করি সব ভক্ত উঠি গেলা॥
প্রভুকৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার॥
তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল।
'আমা হৈতে কিছু নহে' প্রভু তবে কৈল॥
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ।
এইমাত্র কৈল, ইহার কে বুঝিবে ভেদ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল।
উদ্যোগ বিনা এতদূর ফল তারে দিল॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে তাঁর পদে মন যার স্থির॥
যেই ইহা শুনে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১১৭॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধার-
নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকাতরং ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে ।
পরম আনন্দে সবে নীলাচলে যাইতে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাঞি সব অগ্রগণ্য ।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাসাদি ধন্য ॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে ।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥
অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে ।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গের কারণে ॥
রাসে যৈছে ঘরে যাইতে কৃষ্ণ গোপীরে আজ্ঞা দিলা ।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা ॥

তমিতি । ভক্তেষু অনুগ্রহায় অনুগ্রহং কর্ত্তুং কাতরং ব্যাকুলং তথা শ্রদ্ধয়া প্রীত্যা ভক্তেন দত্তেন অর্পিতেন যেন কেনাপি বস্তুনা সন্তুষ্টং তং ভক্তবৎসলতয়া প্রসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহং বন্দে প্রণমামি ।

যিনি ভক্তবর্গকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তদত্ত সামান্য বস্তু দ্বারা যিনি পরম সন্তুষ্ট হন, সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি ।

আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যত পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে কোটিগুণ সুখ পোষ॥
বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্ সেন, শ্রীমান্ পণ্ডিত, অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস॥
মুরারি পণ্ডিত, গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান্।
সঞ্জয়, পুরুষোত্তম, পণ্ডিত ভগবান্॥
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা, নাম না যায় গণন॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ সেন চলিলা সবারে লইয়া॥
রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্যভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপভোগ॥
আম্রকাসুন্দি, আদাকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি আর।
নেম্বু আদা, আম্রকলি বিবিধ প্রকার॥
আমসি, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র, আমতা।
যত্ন করি দিল গুণ্ডা পুরাণ সুকুতা॥
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুকুতায় যে প্রীতি প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুক্তাপাতা কাসুন্দিতে মহাসুখ হয়॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরুভোজনে উদরে প্রভুর আম হঞা যায়॥

স্মুক্তা খাইলে আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥

তথাহি—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি॥

ধনিয়া মহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
নাড়ু বাড়িয়াছে চিনির পাক করিয়া॥
শুণ্ঠীখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্ত হর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধিয়াছে কুথলী ভিতর॥
কোলিশুণ্ঠী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড(১) আর।
কত নাম লব যত প্রকার আচার॥

প্রিয়েণেতি। কাচিৎ প্রিয়েণ সংগ্রথ্য স্বয়মেব রচয়িত্বা বিপক্ষসন্নিধৌ সপত্নীসমক্ষং পীবরস্তনে বক্ষসি উপাহিতাং স্রজং মালাং জলাবিলাং মৃদিতাং ইত্যর্থঃ। তাং ন বিজহৌ ন তত্যাজ। নচ নির্গুণায়াং তত্র কা প্রীতি বাচ্যং ইতি অর্থান্তরন্যাসেনাহ। গুণাঃ প্রেম্ণি বসন্তি বস্তুনি ন বসন্তি বং প্রেমাস্পদং তদেব গুণবৎ অস্তু গুণবৎ অপি নির্গুণমেব। প্রেম বস্তুপরীক্ষাং অপেক্ষতে ইতি ভাবঃ।

প্রিয়তম স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া বিপক্ষ সন্নিধানে পীনস্তনে স্বয়ং অর্পন করিলে কামিনী জলে মৃদিতা হইলেও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই, যেহেতু গুণ প্রেমেই থাকে বস্তুতে থাকে না।

১। 'কোলিখণ্ড'—কুল ও চিনি মিশ্রিত দ্রব্যবিশেষ।

মাঘবৌ অষ্টমসর্গে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ।

নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃতকর্পূর আদি অনেক প্রকার॥
শালি কাচুটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় বড় কুথলী ভরি॥
কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি-তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস॥
শালি ধান্যের খই ঘৃতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল॥
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া নিল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥
পাতল মৃৎপাত্রে সোন্ধাইয়া নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী॥

সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটী করি সব ঝালি সাজাইল ॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া ॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির প্রকার।
রাঘবের ঝালি বলি বিখ্যাত যাহার ॥
ঝালি উপর মুনসব(১) মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥
এই মতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে সেই দিন জগন্নাথের জললীলা ॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা।
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে ॥
সেই কালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভুসঙ্গে হইল মিলন ॥
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে ॥
গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥
জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥

১। 'মুনসব'—তত্ত্বাবধারক।

গৌড়িয়ায় কীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলা সেই জলে।
সবা লয়ে জলক্রীড়া করে কুতূহলে॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন॥
পুনঃ ইহা বর্ণিলে ত পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য়॥
জললীলা করি গোবিন্দ গেলা নিজালয়।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয়॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজঘর আইলা॥
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ সবা লঞা কৈল।
নিজ নিজ পূর্ব্ব বাসায় সবা পাঠাইল॥
গোবিন্দ ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিল।
ভোজন গৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিল॥
পূর্ব্ববৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য ঘরে লৈঞা।
আর দিনে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা॥
বেড়া কীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল।
সাতসম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল॥
সাতসম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥

বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীবাস।
সত্যরাজ খান্ আর নরহরি দাস ॥
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
'মোর সম্প্রদায়ে প্রভু' ঐছে সবার মন ॥
সংকীর্ত্তন কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নীগণ দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥
কীর্ত্তন আবেশে পৃথ্বী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল ॥
এইমত কতক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনি নাচিতে প্রভুর তবে হৈল মন ॥
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌররায় ॥
উড়িয়া পদ মহাপ্রভুর স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥

তথাহি পদং।—

'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ'। (১)

এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে।
সব লোক চৌদিকের প্রেমজলে ভাসে ॥
'বোল্ বোল্' বলে প্রভু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥

১। 'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ"—হে জগমোহন! তোমার নির্মঞ্ছন হই।

কভু পড়ি মূর্চ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার॥
সঘন পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু॥
প্রতি রোমে রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জ জ' 'গ গ' "পরি" "পরি" গদ্গদ বচন॥
এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
তৈছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ।
তৃতীয় প্রহরে নহে নৃত্য অবশেষ॥
সব লোকের উথলিল আনন্দ সাগর।
সব লোক পাশরিল দেহ আত্ম পর॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায়॥
প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে দেহ মন্দস্বরে গায়॥
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল॥
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাধান।
সবা লঞা আসি কৈল সমুদ্রেতে স্নান॥
সবা লঞা আসি প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥
গম্ভীরার দ্বারে কৈলা আপনি শয়ন।
গোবিন্দ আইলা করিতে পাদসম্বাহন॥

সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন॥
গোবিন্দ আসিয়া করেন পাদ সম্বাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করায় ভোজন॥
সব দ্বার যুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন॥
ভিতর যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন॥
এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতর যাইতে।
প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥
বার বার গোবিন্দ কহে এক দিক হৈতে।
প্রভু কহে অঙ্গ আমি নারি চালাইতে॥
গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদসম্বাহন।
প্রভু কহে কর না কর যেই তোমার মন॥
তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর উপর দিয়া।
ভিতর ঘরেতে গেলা প্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥
পাদসম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড দুই বই প্রভুর হৈল নিদ্রাভঙ্গ॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
(১)আদিবস্যা! কেন এতক্ষণ আছিস বসিয়া?
নিদ্রা হৈলে কেন নাহি গেলা প্রসাদ পাইতে?
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে॥

১। 'আদিবস্যা'—আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিকে বলে।

প্রভু কহে ভিতরে তবে আইলে কেমনে।
তৈছে কেন প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে॥
গোবিন্দ মনে কহে আমার সেবার নিয়ম।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা।
প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রা গেলে যায় প্রসাদ লইতে।
সে দিবস শ্রম জানি লাগিলা চাপিতে॥
যাইতেছ পথ নাহি যাইবে কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে॥
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্মধর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই সব মর্ম্ম॥
ভক্তগণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী॥
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা নৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
গুণ্ডিচা গৃহের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটাতে কৈল বন্য-ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ রথ আগে করিল নর্ত্তন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন॥

চারিমাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন॥
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুকে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈলা॥
কেহ কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দ ঠাঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি॥
কেহ পৈড়া, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা।
বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ যার নানা॥
'অমুক এই দিয়াছে' গোবিন্দ করে নিবেদন।
'ধরি রাখ' বোলে প্রভু না করেন ভক্ষণ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভোক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
'আমার দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ'?
কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করয়ে বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদ বচন॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥
তুমি সে না খাও তাঁরা পুছেন বার বার।
বঞ্চনা করিব কত, কেমতে আমার নিস্তার॥
প্রভু কহে আদিবস্যা! দুঃখ কাহে মনে।
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে'॥
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে॥

আচার্য্যের এই পৈড় পানা সর চূপী।
এই অমৃতগুটিকা মণ্ডা, এই কর্পূরকুপী॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠাপানা, অমৃতমণ্ডা পদ্মচিনি আর॥
আচার্য্য রত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্য নিধির এই অনেক প্রকার॥
বাসুদেব দত্তের, মুরারি গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার॥
শ্রীমান্ সেনের এই বিবিধ উপহার।
মুরারি পণ্ডিতের এই বিবিধ প্রকার॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত, আর আচার্য্য নন্দন।
তাঁ সবার দত্ত এই করহ ভোজন॥
কুলীন-গ্রামীর এই যত দেখ আগে।
খণ্ডবাসীর তত এই দেখ অগ্রভাগে॥
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভু আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখকরা নারিকেল।
অমৃত গুটিকা আদি পানাদি সকল॥
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদু নহে, মহাপ্রভুর প্রসাদ॥
শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
'আর কিছু আছে'? বলি গোবিন্দে পুছিল॥
গোবিন্দ বলে 'রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে 'আজি রহুক তাহা দেখিব পাছে'॥

আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
স্বাদু-সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল ॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজন কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া ॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করে উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে ভোগ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ববার্ত্তাকু আর ভৃষ্টপটোল ॥
ভৃষ্ট ফুলবড়ি ভাজা মুদ্গাদি সূপ।
জানি ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি অনুরূপ ॥
মরিচের ঝাল অম্ল মধুরাম্ল আর।
আদা লবণ লেবু দুগ্ধ দধি খণ্ডসার ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যান, কাঁহা গণের সহিত ॥
আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীবাস আদি যত বিপ্রভক্ত সব ॥
এইমতে নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব, গদাধর দাস, গুপ্ত মুরারি ॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥

শিবানন্দের শুন নিমন্ত্রণের আখ্যান ॥
শিবানন্দের বড় পুত্র চৈতন্যদাস নাম ॥
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিলা।
মিলাইলে প্রভু তার নাম পুছিল ॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌর রায়।
কিবা নাম ধরিয়াছ ? বুঝান না যায়'॥
সেন কহে 'যে জানিল সেই সে ধরিল'
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥
জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ আনাইলা।
স্বগণ সহিত প্রভুকে ভোজন করাইলা ॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন ॥
আর দিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥
দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়ি লবণ।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥
প্রভু কহে এ বালক মোর মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥
চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায় ॥
গদাধর পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস নিয়ম ॥

গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর।
ভগবান্, রাম ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥
মধ্যে মধ্যে ঘরভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে লাগে কৌড়ি দুই
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি গণ।
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইলা দুই পণ ॥
চারিমাস রহি গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥
এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন ॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি বিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের কথন ॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা ॥
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥
শুনিতে অমৃত যব জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান্ যেই করে আস্বাদন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬০ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুং।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় দয়াময়!
জয়াদ্বৈত-প্রিয়! নিত্যানন্দপ্রিয় জয়!
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর! হরিদাস-নাথ!
জয় গদাধর-প্রিয়! স্বরূপ প্রাণনাথ!
জয় কাশীশ্বর-প্রিয়! জগদানন্দ-প্রানেশ্বর!
জয়-রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর!
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্!
কৃপা করি দেহ প্রভু! নিজ পদ দান॥
জয় জয় নিত্যানন্দ! চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র! চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য?

নমামীতি। তং প্রসিদ্ধং হরিদাসং তস্য হরিদাসস্য প্রভুং তং চৈতন্যং অহং নমামি। য শ্চৈতন্যদেবঃ সংস্থিতাং মৃতামপি যস্য হরিদাসস্য মূর্ত্তিং কলেবরং স্বাঙ্কে নিজক্রোড়ে কৃত্বা নিধায় ননর্ত্ত।

সেই প্রসিদ্ধ হরিদাস এবং তাঁহার প্রভু চৈতন্যদেবকে আমি প্রণাম করি যে চৈতন্যদেব হরিদাসের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

জয় গৌরভক্তগণ ! গৌর যার প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥
জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ।
রঘুনাথ গোপাল জয় ! ছয় মোর নাথ ॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপনা পাবন ॥
এইমতে মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে সব ভক্ত লঞা কীর্ত্তন বিলাস ॥
দিনে নৃত্য, কীর্ত্তন, ঈশ্বর দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রিদিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হঞা ॥
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছে শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন ॥
গোবিন্দ কহে 'উঠ আসি করহ ভোজন'।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন ॥
সংখ্যা কীর্ত্তন নাহি পূরে কেমনে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব ॥

এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ॥
আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঁই আইলা।
'সুস্থ হও হরিদাস' ? তাঁহারে পুছিলা॥
নমস্কার করি তিঁহ কৈল নিবেদন।
শরীর অসুস্থ নহে মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন॥
প্রভু কহে কোন্ ব্যাধি ? কহত নিশ্চয়।
তিঁহো কহেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন না পূরয়॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর॥
লোক নিস্তারিতে তোমার এই অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি করহ কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন।
হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব হৈতে কাঢ়ি বৈকুণ্ঠে চড়াইলে॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলু ম্লেচ্ছ হইয়া॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি মোর লয় চিত্তে॥

সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা ।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমলচরণ ॥
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদবদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম ।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥
মোর ইচ্ছা এই, যদি তোমার প্রসাদ হয় ।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ।
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমার আগে ।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥
প্রভু কহে হরিদাস তুমি যে মাগিবে ।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা ।
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥
চরণে ধরি হরিদাস কহে না করিহ মায়া ।
অবশ্য অধমে প্রভু করিবে এই দয়া ॥
মোর শিরোমণি হয় কত মহাশয় ।
তোমার লীলার সহায় কোটিভক্ত হয় ॥
আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল ।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ॥
ভক্তবৎসল তুমি মুঞি ভক্তাভাস ।
অবশ্য পূরাবে প্রভু মোর এই আশ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলেন আপনে ।
ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবেন দরশনে ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা।
হরিদাস দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া॥
হরিদাস আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভু আর বৈষ্ণবচরণ॥
প্রভু কহে হরিদাস! কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে কৃপা তোমার॥
অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহাসংকীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
স্বরূপ গোঁসাঞি আদি প্রভুর যত গণ।
হরিদাসে বেড়ি করে নাম সংকীর্ত্তন॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা শতমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভু বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্ব ভক্ত-পদরেণু মস্তকে ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলে বার বার।
প্রভুমুখমাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করি উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ ॥
মহাযোগীশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দ মরণ।
ভীষ্মের নির্যাণ সবার হইল স্মরণ ॥
হরেকৃষ্ণ শব্দ সবে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইল বিহ্বল।
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে লৈলা উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণে।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তনে ॥
এইমত নৃত্য প্রভু করে কতক্ষণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে কৈল সাবধান ॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লঞা গেল কীর্ত্তন করিয়া ॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে ॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল ॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন।
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল ॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে,কীর্ত্তন ॥

"হরিবোল হরিবোল" বলে গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়॥
তাঁরে বালু দিয়া আর উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিল স্নান জলকেলি-রঙ্গে॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারীর ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে॥
শুনি পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হঞা॥
স্বরূপ গোঁসাঞি পসারারে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারী পসারে বসিল॥
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চার বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গে রাখিল॥
স্বরূপ গোঁসাঞি কহিলেন সব পসারীরে।
এক এক দ্রব্যের এক এক পুয়া আনি দেহ মো
এইমতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লঞা আইলা চারি জনের মস্তকে চড়াইয়া॥
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥

সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনি পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
এক এক পাতে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশে॥
স্বরূপ কহে প্রভু! বসি কর দরশন।
আমি ইঁহা সবা লঞা করি পরিবেশন॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
চারি জন পরিবেশন করে নিরন্তর॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ॥
আপনি কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া॥
পুরী ভারতী সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈলা।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিলা॥
আকণ্ঠ পুরিয়া সবায় করাইল ভোজন।
'দেহ দেহ' বলি প্রভু বলেন বচন॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বর দান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন কাণ॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যেই তাঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যেই তাঁরে বালু দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেবা করিলা ভোজন॥

অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যে শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদনী॥
জয় হরিদাস! বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় 'জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিলা প্রকাশ'॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা॥
এইত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসী-শিরোমণি॥
শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনি নর্ত্তন॥
আপনি শ্রীহস্তে কৃপায় বালু তাঁরে দিল।
আপনি প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥

মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্।
এই সৌভাগ্য লাগি আগে করিলা প্রয়ান ॥
চৈতন্যচরিত এই অমৃতে সিন্ধু।
কর্ণমন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু ॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত্র ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস নির্যাণবর্ণনং
নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় কৃপাময়!
জয় জয় নিত্যানন্দ! কৃপাসিন্ধু জয় ॥

শ্রূয়তামিতি। হে ভক্তা যুষ্মাভিঃ চৈতন্যচরিতামৃতং মুদা হর্ষেণ নিত্যং শ্রূয়তাং গীয়তাং চিন্ত্যতাঞ্চেতি। অত্যাদরে বীপ্সা।

হে ভক্তগণ! তোমরা বারংবার চৈতন্যচরিতামৃত পরমানন্দে শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ কর।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় করুণাসাগর।
জয় গৌরভক্তগণ ! কৃপাপূর্ণান্তর ॥
অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ন অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ দশা স্ফুরে নিরন্তর।
হাহা কৃষ্ণ ! প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাও ? কাঁহা পাও ? মুরলীবদন ॥
রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ পরমানন্দ সনে ॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সব করিল গমন ॥
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্য গোঁসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈল এক ঠাঁঞি॥
কুলীন গ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিলা সবে নবদ্বীপে আসি ॥
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোঁসাঞি ॥
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥
শিবানন্দ পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ॥
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত কে করে গণন ॥
শচীমাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া ॥

শিবানন্দ সেন করে ঘাটী সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
সবার সব কার্য্য করেন দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান॥
একদিন সব লোকে ঘাটিতে রাখিলা।
সবা ছোড়াই শিবানন্দ একেলা রহিলা॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসাস্থান নাহি মিলে॥
নিত্যানন্দ প্রভু ভোখে ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া॥
তিন পুত্র মরুক শিবার, এবেও না আইল।
ভোখে মরি গেলু মোরে বাসা না দেওয়াইল॥
শুনি শিবানন্দের পত্নী কাঁদিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কাঁদিয়া।
পুত্রে শাপ দিছেন গোঁসাঞি বাসা না পাইয়া॥
তিঁহো কহে বাউলি! কেন মরিস্ কান্দিয়া।
মরুক তিন পুত্র মোর তাঁর বালাই লঞা॥
এত বলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তাঁরে লাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ॥
আনন্দিত হৈল শিবাই পাদ-প্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড়ঘরে যাঞা॥
চরণে ধরি প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা॥

আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যৈছে অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা॥
শাস্তি ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি সফল হৈল মোর জন্মকুলকর্ম্ম।
আজি পাইলু কৃষ্ণভক্তি অর্থ কাম মর্ম্ম॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসাস্থান॥
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্তসেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান॥
চৈতন্য পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালি করে গোঁসাঞি তাঁরে মারি লাথি॥
এত বলি শ্রীকান্ত বালক অজ্ঞান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান॥
পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত! আগে পেটাঙ্গি উতার॥
প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক যাতে উহার সুখ॥

তবে সবা সমাচার গোঁসাঞি পুছিল।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল॥
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে' এই প্রভু বাক্য শুনি।
জানিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানি॥
শিবানন্দে লাথি মারিলা ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন।
স্ত্রীসব দূর হৈতে কৈল প্রভু দরশন॥
বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেয়াইলা।
মহাপ্রসাদ ভোজনে সবারে বোলাইলা॥
শিবানন্দ তিনপুত্র গোঁসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দ দাস নাম, সেন জানাইল॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিবে তাহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেল জন্ম হৈল তার॥
প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
পুরীদাস বলি প্রভু করে পরিহাস॥
শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল॥

প্রভুর বচনে সবার দ্রবীভূত মন।
অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন॥
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে কৈল সবারে আলিঙ্গন॥
সবাই রহিল যাই কেহ যাইতে নারিল।
আর দিন পাঁচ সাত এই মতে গেল।
অদ্বৈত, অবধূত কিছু কহে প্রভু পায়।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপাবাক্য ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কাঁহা যাইবারে পারে॥
তবে মহাপ্রভু সবাকারে প্রবোধিয়া।
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া॥
নিত্যানন্দে কহে তুমি না আসিহ বার বার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার॥
চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা তবে বিষণ্ণ হইয়া॥
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে।
মহাপ্রভু কৃপা ঋণ কে শোধিতে পারে॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তবু তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝনে না যায়॥
পূর্ব্ব বর্ষ জগদানন্দ আই দেখিবারে।
প্রভুর আজ্ঞা লয়ে আইলা নদীয়া নগরে॥

আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র কৈল নিবেদন ॥
প্রভুর নাম করি মাতারে দণ্ডবৎ হৈলা।
প্রভুর মিনতি স্তুতি মাতারে কহিলা ॥
জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে।
তিঁহো প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রি দিনে ॥
জগদানন্দ কহে মাতা! কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে ॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ ভরিয়া ॥
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাৎ আমি খাই তিঁহো স্বপ্ন করি মানে ॥
মাতা কহে ভোগ রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাই ইহা খায় ইচ্ছা হয় মোর মন ॥
নিমাই খায়েন ঐছে হয় মোর মন।
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন ॥
এইমত জগদানন্দ শচীমাতা সনে।
চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্রি দিনে ॥
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা ॥
আচার্য্যে মিলিতে তবে গেল জগদানন্দ।
জগদানন্দে পাঞা আচার্য্যের হইল আনন্দ ॥
বাসুদেব, মুরারিগুপ্ত, জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখেন ঘরে না দেন ছাড়িয়া ॥

চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্যকথা সুখে॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্তঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে পাইল চৈতন্য॥
শিবানন্দ-সেন গৃহে যাইয়া রহিলা।
চন্দনাদি তৈল তাঁহা এক মাত্রা কৈলা॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইল যতন করিয়া॥
গোবিন্দেয় ঠাঁই তৈল ধরিয়া রাখিল।
'প্রভু অঙ্গে দিও তৈল' গোবিন্দে কহিল॥
তবে প্রভু ঠাঁই গোবিন্দ নিবেদন কৈল।
জগদানন্দ আনিয়াছেন চন্দনাদি তৈল॥
তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত বায়ু ব্যাধি প্রকোপ শান্তি হঞা যায়॥
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া।
ইঁহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিলা পণ্ডিত কিছু না কহিল॥

দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার ।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল করেন অঙ্গীকার ॥
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন ।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন ॥
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ।
আমার সর্ব্বনাশ তোমা সবার পরিহাস ॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে ।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে ॥
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা ।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু স্থানে আইলা ॥
প্রভু কহে পণ্ডিত ! তৈল আনিলা গৌড় হৈতে ।
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল নারিব লইতে ॥
জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জ্বলে ।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥
পণ্ডিত কহে কে তোমারে কহে মিথ্যাবাণী ।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥
এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলস আনিয়া ।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজঘরে গিয়া ।
শুইয়া রহিল ঘরে কপাট মারিয়া ॥
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা ।
'উঠহ পণ্ডিত' ! করি কহেন ডাকিয়া ॥
আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে ।
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশনে ॥

এত বলি প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ-প্রক্ষালন করাই দিলেন আসনে॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলাদ্রোণি ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল॥
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী।
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আগে ধরি॥
প্রভু কহে দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন ব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় একত্র আজি করিমু ভোজন॥
হস্ত তুলি রহিলা প্রভু, না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন॥
আপনি প্রসাদ লও পাছে মুঞি লইব।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব?
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা॥
ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় এত স্বাদ?
এইত জানিয়ে তোমারে কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আপনি খাইবে কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন॥
পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা।
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী আহর্ত্তা॥

পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে॥
আগ্রহ করি পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ॥
বার বার প্রভুর হয় উঠিবারে মন।
পুনঃ সেই কালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন॥
কিছু বলিতে নারে প্রভু খায় সব ত্রাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে॥
তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান।
দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান॥
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্য চন্দন॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
'আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে॥
পণ্ডিত কহে প্রভু যাই করুন বিশ্রাম।
মুঞি এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান॥
রসুয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ।
ইঁহা সবারে দিতে চাহেঁা কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥
প্রভু কহে গোবিন্দ! তুমি ইঁহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দের পণ্ডিত কিছু কহেন বচন॥
তুমি শীঘ্র যাই কর পাদসম্বাহনে।
কহিও পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে॥

তোমার তরে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া॥
রামাই নন্দাই গোবিন্দ আর রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া পণ্ডিত দিল ব্যঞ্জন ভাত॥
আপনি প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ॥
দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র সমাচার জানি কহত আমায়॥
গোবিন্দ দেখি আসি কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিলা শয়ন॥
জগদানন্দে প্রভুর প্রেম চলে এই মতে।
সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা॥
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৫৫॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীজগদানন্দতৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈ র্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানাবিধ আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখে ক্ষীণ মনঃকায়।
ভাবাবেশে কভু প্রভু প্রফুল্লিত হয়॥
কলার শরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়॥
দেখি সব ভক্তগণের মহাদুঃখ হৈল।
সহিতে না পারি জগদানন্দ উপায় সৃজিল॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রঙ্গাইল।
শিমুলের তুলা দিয়া তাহা ভরাইল॥

কৃষ্ণ বিচ্ছেদেতি। যস্য মনশ্চ তনুশ্চ তে মনস্তনূ তে কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদ এব [দাবঃ] বনানলঃ তেন যা আর্ত্তি কাতরতা তয়া ক্ষীণে অপি প্রাপ্তকার্শ্যে ভাবৈঃ [সা]ত্ত্বিকাদিভিঃ ফুল্লতাং স্ফীততাং দধাতে ধারয়তঃ তং গৌরং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং আশ্রয়ে শরণং ব্রজামীত্যর্থঃ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদ দাবানলে যাঁহার মন এবং তনু ক্ষীণ হইয়াও, ভাব সকল দ্বারা স্ফীততা অবলম্বন করে, আমি সেই গৌরের শরণাগত হইলাম।

এই তুলীবালোশ গোবিন্দের হাতে দিল।
'প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়' তাহারে কহিল॥
স্বরূপ গোঁসাঞিকে কহে জগদানন্দ।
'আজি আপনি যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন'॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তুলীবালীস দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা॥
গোবিন্দেরে পুছে 'ইহা করাইল কোন্ জন'।
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন॥
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলার উপর শয়ন করিল॥
স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি॥
প্রভু কহে খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট তুলী বালীশ মস্তক মুণ্ডন॥
স্বরূপ গোঁসাঞি সব পণ্ডিতে কহিল।
শুনিয়া জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইল॥
স্বরূপ গোঁসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্ব্বাস দুইয়ে সে সব ভরিল॥
এইমত দুই কৈল পড়ন পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে॥

তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী।
জগদানন্দ ভিতর বাহিরে মহাদুঃখী॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাতে না পারে চলিতে॥
ভিতরে ক্রোধ দুঃখ বাহে প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভু স্থানে আজ্ঞা মাগিল॥
প্রভু বোলে মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাইঞা হইবে ভিখারী॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন॥
প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারেঁ। যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেন অবশ্য চলিব নিশ্চিতে॥
প্রভু প্রীতে তার গমন না করে অঙ্গীকার।
তিঁহো প্রভু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগে বার বার॥
স্বরূপের ঠাঁঞি পণ্ডিত কৈল নিবেদন।
পূর্ব্বে হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন॥
প্রভুর আজ্ঞা বিনা তাতে যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা দেন মোরে ক্রোধে "যাহ বলি"॥
সহজেই তাঁহা মোর যাইতে না হয়।
প্রভুর আজ্ঞা লঞা দেহ করিঞা বিনয়॥
তবে স্বরূপগোঁসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে॥
তোমার ঠাঁঞি আজ্ঞা এহো মাগে বার বার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার॥

আই দেখিবারে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়॥
স্বরূপগোসাঞি বোলে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
জগদানন্দে বোলাইঞা তারে শিখাইলা॥
বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ যাবে পথে।
আগে সাবধান যাইহ ক্ষত্রিয়াদি সাথে॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি লয় রাখে বড়ই প্রমাদে॥
মথুরা গেলে সনাতনের সঙ্গে সে রহিবা।
মথুরার স্বামী সবার চরণ বন্দিবা॥
দূরে রহি ভক্তি করিবা সঙ্গে না রহিবা।
তা সবার আচার চেষ্টা লইতে নারিবা॥
সনাতন সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা একক্ষণ॥
শীঘ্র আসিহ তথা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল॥
আমিও আসিতেছি কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান করে বৃন্দাবনে॥
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিঞা চরণ॥
সব ভক্ত ঠাঞি তবে আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা॥
তপনমিশ্র চন্দ্রশেখর দুঁহাকে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর পূর্ব্ব কথা সকলি শুনিলা।

মথুরা আসিয়া মিলিলা সনাতনে।
দুই জন সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে ॥
সনাতন করাইল তারে দ্বাদশাদি বন।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি মহাবন ॥
সনাতনের গোফাতে দুঁহে রহে এক ঠাঁঞি।
পণ্ডিত করেন পাক দেবালয়ে যাই ॥
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণ সদনে ॥
সনাতন পণ্ডিতেরে করি সমাধান।
মহাবনে মাগি আনি দেন অন্নপান ॥
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তাহা পাক চড়াইল ॥
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্ব্বাস তিঁহ দিল সনাতনে ॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দ বাসাদ্বারে বসিলা আসিয়া ॥
রাঙ্গা বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাহারে পুছিলা ॥
কোথায়ে পাইলে এই রাতুল বসন।
মুকুন্দ সরস্বতী দিল কহে সনাতন ॥
শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিলা।
ভাতের হাঁড়ি লঞা তাঁরে মারিতে আইলা ॥
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইলা।
চুলাতে হাঁড়ি ধরি পণ্ডিত কহিতে লাগিলা ॥

তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।
তোমা সব মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥
অন্য সন্ন্যাসির বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে ॥
সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয় ॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে ॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল ॥
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবে পরিতে না যুয়ায়।
কোন প্রদেশিকি দিব কি কাজ ইহায় ॥
পাক করি জাগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুইজনে বসি তবে প্রসাদ পাইল ॥
প্রসাদ পাঞা অন্যোহন্যে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্যবিরহে দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥
এইমত মাস দুই রহি বৃন্দাবনে।
চৈতন্যবিরহ দুঃখ না যায় সহনে ॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে।
আমিহ আসিতেছি রহিতে করিহ এক স্থানে ॥
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিল।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেট বস্তু দিল ॥
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধন শিলা।
শুষ্ক পক্ক পিলুফল আর গুঞ্জামালা ॥

জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা ।
ব্যাকুল হইলা সনাতন তারে বিদায় দিঞা ।
প্রভু নিমিত্ত স্থান এক মনে বিচারিল ।
দ্বাদশ আদিত্যটীলায় মঠ এক পাইল ॥
সেই স্থান রাখিল গোঁসাঞি সংস্কার করিয়া ।
মঠের আগে রাখিল এক চালি বান্ধিয়া ॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ ।
সব ভক্ত সহ গোঁসাঞি পরম আনন্দ ॥
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা ।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥
সনাতন নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল ।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল ॥
সব দ্রব্য রাখি পিলু দিলেন বাঁটিয়া ।
বৃন্দাবনের ফল বলি খায় হৃষ্ট হঞা ॥
যেই জানে সেই আঁঠি সহিত গিলিল ।
যে না জানে গৌড়িয়া পিলু চাবায়া খাইল ॥
মুখে তার ছাল গেল জিহ্বায় বহে লালা ।
বৃন্দাবনের পিলু খায় এই এক লীলা ॥
জগদানন্দ আগমনে সবার উল্লাস ।
এইমত নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥
একদিন প্রভু যমেশ্বরটোটায় যাইতে ।
সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥
গুজ্জরী রাগ লঞা সুমধুর স্বরে ।
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগমন হরে ॥

দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানে বিশেষ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথেতে শিজের বাড়ি ফুটিয়া চলিলা॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল ইহা কিছুই না জানিলা।
আস্তে ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা॥
ধাঞা যায় প্রভু স্ত্রী আছে অল্পদূরে।
স্ত্রী গায় বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে॥
স্ত্রী নাম শুনিতেই প্রভুর বাহ্য হৈলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা॥
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রীস্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন ছার॥
প্রভু কহে তুমি মোর সঙ্গে রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা॥
এত বলি উঠি প্রভু গেলা নিজ স্থানে।
শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদি মনে॥
তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
কাশী হৈতে চলিলা তিঁহো গৌড় পথ দিঞা।
সঙ্গে সেবক চলে তার ঝালি বহিঞা॥
পথে তার মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বসথানার কায়স্থ তিঁহো রাজবিশ্বাস॥

সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্য-প্রকাশ অধ্যাপক।
পরমবৈষ্ণব, রঘুনাথ উপাসক ॥
অষ্টপ্রহর রাম নাম জপে রাত্রি দিনে।
সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথ দরশনে ॥
রঘুনাথ ভট্ট সনে পথেত মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথায় করি বহিয়া চলিলা ॥
নানা সেবা করি করে পদসম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন ॥
তুমি বড় লোক পণ্ডিত মহাভাগবত।
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথ ॥
রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজধর্ম্ম ॥
সঙ্কোচ না করিহ তুমি আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপে রাত্রদিনে ॥
এইমত রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে মিলিলা কুতূলে ॥
দণ্ড প্রমাণ করি ভট্ট চরণে পড়িলা।
প্রভু রঘুনাথ জানি আলিঙ্গন কৈলা ॥
মিশ্র আর শেখরে দণ্ডবৎ জানাইল।
মহাপ্রভু তাহা সবার বার্ত্তা পুছিল ॥
ভাল হৈল আইলে, দেখ কমললোচন।
আজি আমার ইহাঁ করিবা প্রসাদ ভোজন ॥

গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইল ।
স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইল ॥
এইমত প্রভুর সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস ।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস ॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ ।
ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম ॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন ।
প্রভুর অবশেষ পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা ।
মহাপ্রভু তারে অতি কৃপা না করিলা ॥
অন্তরে মুমুক্ষু তিঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্ ।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ॥
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস ।
পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ ॥
অষ্টামাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল ।
'বিবাহ না করিহ' বলি নিষেধ করিল ॥
'বৃদ্ধ মাতা পিতা যাই করহ সেবনে ।
বৈষ্ণবস্থানে ভাগবত করহ অধ্যয়নে ॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে' ।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে ॥
আলিঙ্গন করি প্রভু তারে বিদায় দিলা ।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥

স্বরূপাদি ভক্ত ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু আজ্ঞা পাঞা॥
চারি বৎসর ঘর পিতা মাতা সেবা কৈল।
বৈষ্ণব পণ্ডিত স্থানে ভাগবত পড়িল॥
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভু ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িঞা॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু পাশে ছিলা।
অষ্টমাস রহি প্রভু পুনঃ আজ্ঞা দিলা॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবন।
তাঁহা যাই রহ যাঁহা রূপ সনাতন॥
ভাগবত পড় সদা লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবে কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥
চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা পানবিড়া মহোৎসবে পাঞা ছিলা॥
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তারে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা॥
প্রভু ঠাঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন।
আশ্রয় করিলা আসি রূপ সনাতন॥
রূপগোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে তার প্রেমে আউলায় মন॥
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠরোধ বাষ্প না পারে পড়িতে॥

পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে ॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যাহার প্রাণ ধন ॥
(১)নিজশিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে নাহি কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি শুনে কানে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে এই মাত্র জানে ॥
মহাপ্রভুর দত্ত মালা স্মরণের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধিলেন গলে ॥
প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এইত কহিল ভাতে চৈতন্য কৃপাফল ॥
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা প্রেমফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥
এই কথা যেই জন শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥

১। শ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমান শ্রীগোবিন্দের পুরাণ মন্দির শ্রীরঘুনাথ ভ[illegible] গোস্বামির শিষ্য জয়পুর রাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবনগমনং
নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদযদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ প্রাণ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরপ্রিয়তম !
জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ !
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর ॥

কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদেন যা বিভ্রান্তিঃ বিভ্রমঃ তয়া হেতুভূতয়া মনসা বপুষা শরীরেন ধিয়া বুদ্ধ্যা গৌরাঙ্গঃ যৎ যৎ ব্যধত্ত কৃতবান্ তল্লেশঃ অধুনা কথ্যতে কল্প্যেন কথনাসামর্থ্যাৎ।

শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ বিভ্রমহেতু শ্রীগৌরাঙ্গ মন শরীর ও বুদ্ধিদ্বারা যাহা যাহা করিয়াছিলেন তাহার লেশ অধুনা বলিতেছি।

বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥
স্বরূপগোঁসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এ দুইর কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥
সেই কালে এই দুই রহে প্রভুপাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে কৈল কড়চা গ্রন্থন ॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তাহার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার ॥
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাব বর্ণন।
হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেমধন ॥
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার প্রলাপ।
ক্রমে ক্রমে হইল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান ॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয় ॥

তথাহি—*

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ॥

---

* উজ্জ্বলনীলমণি স্থায়িভাবপ্রকরণে ১৩৭ অঙ্কে যথা।

উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যা স্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ।

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছে শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখিল স্বপন॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালী মদনমোহন॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে বাহ্যজ্ঞান হৈল প্রভু দুঃখী হৈলা॥
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই জগন্নাথ কৈল দরশ॥
যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভু আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর কান্ধে পদ দিঞা॥
দেখি গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥

কানপি নির্ব্বক্তুমশক্যাং গতিং বৃত্তিমুপেয়ুষঃ প্রাপ্তস্ত কাপি অদ্ভুতা বৈচিত্রী বোন্মাদঃ।

কোন অনির্ব্বচনীয়বৃত্তি প্রাপ্ত মোহন নামক ভাবের ভ্রমাভ অদ্ভুত বৈচিত্রীর নাম দিব্যোন্মাদ। উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্প প্রভৃতি তাহার বহুতর ভেদ।

আদিবস্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥
আস্তেব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা।
মহাপ্রভু দেখি তাঁর চরণ বন্দিলা॥
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা।
এ আর্ত্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে।
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে ইহা নাহি জানে॥
অহো! ভাগ্যবতী এই বন্দ ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আমার বা হয়॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
স্বপ্নদর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥
এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ সুভদ্রা রামের স্বরূপ দেখিল॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন।
কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম কাঁহা বৃন্দাবন॥
প্রাপ্তরত্ন হারাইলা ঐছে ব্যগ্র হৈলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজবাসা আইলা॥
ভূমির উপরে বসি নখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥
পাইয়া বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুঞি আইনু॥

স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন।
বাহ্য পাইলে হয় যেন হারাইলুঁ ধন॥
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য॥
রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দ লঞা।
আপন মনের কথা কহে উঘাড়িয়া॥

তথাহি—*

প্রাপ্ত প্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিশাদোজ্ঝিত দেহগেহঃ।
গৃহীত কাপালিকধর্ম্মকো যো বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥

যথা রাগঃ—

প্রাপ্তরত্ন হারাইঞা,　　তার গুণ সোঙরিঞা,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি,　　কহে হা হা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চাপল॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী॥
যার লোভে মোর মন,　　ছাড়ি লোক বেদধর্ম্ম,
যোগী হইয়া হইব ভিক্ষারী॥

মে, আত্মা মনঃ গৃহীতঃ কাপালিকানাং যোগিবিশেষানাং ধর্ম্মো যেন তথা
ভূতঃ সন্ বৃন্দাবনং যযৌ। কিম্ভূতঃ? আদৌ প্রাপ্তং ততঃ প্রণষ্টং হারিতং অচ্যুত
রূপং বিত্তং ধনং যেন স। অতএব বিশাদেন দুঃখেন উজ্ঝিতঃ ত্যক্তঃদেহরূপঃ
গেহঃ যেন সঃ পুনঃ কিম্ভূতঃ? ইন্দ্রিয় শিষ্যবৃন্দেন সহ বর্ত্তমানঃ।

আমার মন কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত ধন হারাইয়া বিষাদে দেহরূপ গৃহ পরিত্যাগ
করিয়া কাপালিক যোগিধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবনে
গয়াছে।

(১)"কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কানে পরি, তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি,
আশা ঝুলি কান্ধের উপর॥
চিন্তা কাঁথা উড়ি গায়, ধূলা বিভূতি মলিন কায়,
হা হা!! কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর॥
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলণী নিল মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥
ব্যাস শুকাদি যোগিজন, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তার যত লীলাগণ।
ভাগবতাদিশাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন॥

কাপালিক যোগিগণের নৃকপলাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডল কর্ণে হা[illegible] অলাবুমাত্র; কন্থাধারণ, ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত, এবং গুরুদত্ত দ্বাদশ গুণ সূ[illegible] হাতে বাঁধা ও মাথায় বস্ত্রখণ্ডের ঝুলনা থাকে। এবং তাঁহারা একান্তে নির[illegible] আত্মার চিন্তা করিয়া থাকেন ও তাঁহাদের শিষ্যগণ গৃহস্থাশ্রম হইতে যাহা ভি[illegible] করিয়া আনয়ন করে তাহাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। এই কাপালিক [illegible] মন গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ মন আমার কাপালিক যোগী হইয়াছে ই[illegible] রূপকের দ্বারা দেখাইতেছেন; "কৃষ্ণলীলা মণ্ডল......ধ্যানে রাত্রি ক[illegible] জাগরণ।"

বৃন্দাবনে প্রজাগণ,　　যত স্থাবর জঙ্গম,
　　বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে ।
তার ঘরে ভিক্ষাটন,　　ফল মূল পত্রাশন,
　　এই বৃত্তি করি শিষ্যগণে ॥
কৃষ্ণগুণ রূপরস,　　গন্ধ শব্দ পরশ,
　　যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ ।
তা সবার গ্রাস শেষে,　　আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
　　সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন ॥
শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ কোণে,　　যোগাভ্যাস কৃষ্ণ ধ্যানে,
　　তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,　　সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
　　ধ্যানে রাত্রে করি জাগরণ ॥
মন কৃষ্ণবিয়োগী,　　দুঃখে মন হইল যোগী,
　　সে বিয়োগে দশদশ হয় ।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা,　　মন গেল পলাইঞা,
　　শূন্য মোর শরীর আলয় ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশদশা হয় ।
সেই দশদশা প্রভুর শরীর উদয় ॥

তথাহি—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা ।
প্রলাপোব্যাধিরুন্মাদোমোহোমৃত্যুর্দ্দশা দশঃ ॥

এই দশদশায় প্রভুর ব্যাকুল রাত্রি দিন ।
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মন ॥

এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥
স্বরূপগোঁসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান।
দুইজনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্য জ্ঞান ॥
এইমত অর্দ্ধ রাত্রি কৈল নির্ব্বাহণ।
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইল শয়ন ॥
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ দুঁহে শুইল দুয়ারে ॥
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ॥
শব্দ না পাইঞা স্বরূপ কবাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেয়া আছে প্রভু নাঞি ঘরে ॥
চিন্তিত হইয়া সবে প্রভু না দেখিঞা।
প্রভু চাহি বলে সবে দেউটি জ্বালিঞা ॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্যগোঁসাঞি ॥
দেখি স্বরূপ গোঁসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥
পড়িয়াছে প্রভু দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাশায় শ্বাস নাহি বয় ॥
এক এক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন তিন হাতে।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম মাত্র আছে তাতে ॥
হস্ত পাদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥

চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা ॥
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিঞা ॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখি সব ভক্তের ছাড়য়ে দেহে প্রাণ ॥
স্বরূপগোঁসাঞি তবে অত্যুচ্চ করিয়া।
প্রভুর কানে কৃষ্ণ কহে ভক্তগণ লঞা ॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবাল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥
চেতন হইলে অস্থিসন্ধি সকল লাগিল।
পূর্ব্ব প্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল ॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

তথাহি—*

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকল বিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ইতি ॥

আবির্ভবন্তং শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা পুনঃ পরমোৎকণ্ঠাবত্যাঃ শ্রীরাধিকায়া স্তাদৃগ্‌ভাবকলুষিতান্তঃকরণ স্তাদৃগবস্থং হৃদি অনুভবন্ স্তৌতি কচিদিত্যাদি ষষ্ঠশ্লোকেন। কচিৎ কুত্রচিৎ মিশ্রাবাসে কাশিমিশ্রগৃহে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য অত্যন্তবিরহাৎ বিকলাদপি বিকলং যথাস্যাত্তথা কাক্বা অতিকাতর্য্যেণ

কোনদিন কাশিমিশ্র গৃহে ব্রজপতিনন্দনের উৎকট বিরহে যাঁহার শরীরের সন্ধি শ্লথ হওয়ায় ভুজ ও পদ অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল ; এবং তদবস্থায় ভূমি লুণ্ঠিত

* দাসগোস্বামিকৃত স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৪ শ্লোকঃ।

সিংহদ্বার দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
কাহা কর কিবা এই স্বরূপে পুছিল॥
স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজঘর।
তথাই তোমারে সব করিব গোচর॥
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা॥
শুনি মহাপ্রভুর হৈল বড় চমৎকার।
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান॥
হেনকালে জগন্নাথের পানিশঙ্খ বাজিলা।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেলা॥
এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি॥
শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতরলোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥

হা হরে! প্রাণনাথ! ত্বদ্বিচ্ছেদগতপ্রায়প্রাণং মাং ভাবয়িত্বা পুনর্বিরহার্ণবে ক্ষিপ[illegible] কীদৃক্ প্রাণস্তবেতি প্রকারয়া বাচা রুদন্ শ্লথচ্ছ্রী সন্ধিস্বাম্বুজ পদোর্বাহুচরণয়ো[illegible] রতিদৈর্ঘ্যাং দধৎ ধারয়ন্ শ্লথন্ স্বাশ্রয়ং ত্যজন্ শ্রীঃ শোভা সন্ধিশ্চ যয়ো স্তত্বাদি[illegible] প্রলয়রূপ সাত্ত্বিকভাবঃ। ভূমৌ লুঠন্ বভূব স ইত্যন্বয়ঃ।

হইতে হইতে গদগদ কাকুবাক্যে যিনি রোদন করিয়াছিলেন; সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তার মুখে শুনি লেখি করিয়া প্রতীতি॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটক পর্ব্বত তাঁহা দেখিল আচম্বিতে॥
গোবর্দ্ধনশৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইঞা চলিলা॥

তথাহি—*

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইলা পাছে নাহি পায় লাগে॥
ফুকার পড়িল মহাকোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিঞা ধাইল॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর।
পুরী ভারতী গোঁসাঞি আইলা সিন্ধু তীরে।
ভগবান্ আচার্য্য খঞ্জ চলে ধীরে ধীরে॥
প্রথম চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভ-ভাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৮ পরিচ্ছেদে ৫০৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট।

প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গাযমুনারধার॥
বৈবর্ণ্য, শঙ্খের প্রায় হৈল শ্বেত অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবেত গোবিন্দ প্রভু নিকট আইলা॥
করোয়ার জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গসংব্যজন॥
স্বরূপাদি তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার॥
উচ্চসংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতলজলে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনে॥
এইমত বহুবার করিতে করিতে।
হরিবোল বুলি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥
আনন্দে বৈষ্ণব সব বলে "হরি হরি"।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চাহে তাহা দেখিতে না পায়॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
স্বরূপগোঁসাঞিকে কিছু কহিতে লাগিল॥

গোবর্দ্ধন হৈতে ইহাঁ মোরে আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল।
ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেলু গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধনচারণ॥
গোবর্দ্ধন চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে বেড়ি চরে সব ধেনু॥
বেণুধ্বনি শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর রূপ ভাব সখি! বর্ণিতে না জানি॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখিগণ চাহে কেহ ফল উঠাইতে॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলু দেখিতে॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন।
হেনকালে আইলা পুরী ভারতী দুইজন।
দুঁহে দেখি প্রভুর সংভ্রম হৈল মন॥
নিপট্ট বাহ্য হৈল প্রভু দুঁহারে বন্দিলা।
প্রভুকে প্রেমে দুইজন আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রভু কহে দুঁহে কেনে আইলা এতদূরে।
পুরীগোঁসাঞি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে॥
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রের ঘাটে আইলা সব বৈষ্ণব সনে॥

স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥
এইত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব।
ব্রহ্মাণ্ড কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥
চটকগিরি গমন লীলা রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তব কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

তথাহি—*

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে! গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্তা প্রমদইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

এবে যত কৈল প্রভু অলৌকিক লীলা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ॥
সংক্ষেপ করিয়া কহি দিগ্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

পুনঃ কিম্ভূতঃ? সন্ নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনাদ্দর্শনাৎ প্রম[illegible] প্রমত্ত ইব ধাবন স্বৈর্গণৈঃ স্বরূপাদিভিরবধৃতো নিশ্চিত আবৃত ইতি [illegible] কিং কৃত্বা ধাবন্ গোষ্ঠে ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং দ্রষ্টুং ইতঃ ক্ষেত্র[illegible] অয়ে! গচ্ছামীত্যস্মি ইত্যুক্ত্যা ব্রজন্। যথা অয়ে বান্ধবান্ লোকিতুং ব্রজন্নস্মি গচ্ছ[illegible] ভবামীতি।

নীলাচলের নিকটে চটকপর্ব্বত দেখিয়া যিনি গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতি[illegible] দেখিতে যাইতেছি বলিয়া প্রমত্তের ন্যায় ধাবমান অবস্থায় নিজগণ কর্ত্তৃক [illegible] হইয়াছিলেন; সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে [illegible] করিতেছেন।

---

* রঘুনাথদাস গোস্বামিকৃত স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ অষ্টমাঙ্কে!

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরিগমনরূপ-দিব্যোন্মাদ-
বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলেবর ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয়তম!
জয় জয় শ্রীনিবাস আদি ভক্তগণ!
এইমতে মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥

দুর্গমে ইতরজন দুর্ব্বোধে কৃষ্ণে ভাবঃ প্রেমা এব অব্ধিঃ সাগরঃ অপারত্বা-গাধত্বাচ্চ তস্মিন্ তেন নিমগ্নং উন্মগ্নং চেতঃ মনো যস্য তেন গৌরেণ হরিণা প্রেম্ণঃ মর্য্যাদা সীমা ভূরি যথা স্যাৎ তথা দর্শিতা।

যাঁহার চিত্ত ইতরজন দুর্ব্বোধ কৃষ্ণপ্রেমসাগরে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন, সেই গৌর-হরি কৃষ্ণপ্রেমের সীমা দেখাইয়াছেন।

কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধবাহ্য স্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি ॥
স্নান ভোজনকৃত্য দেহস্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরায় ॥
একদিন করে জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথ দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
একবারে স্ফুরে প্রভুকে কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥
এক মন পঞ্চগুণে পঞ্চদিকে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল আগেয়ানে ॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইল ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠ ধরিয়া ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহেন আপন উৎকণ্ঠা কারণ ॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকার্থ শুনায় দুঁহাকে করিয়া বিলাপ ॥

তথাহি—*

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দি সনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।

ইন্দ্রিয়ৈরিতি যদুক্তং তদেব ব্যক্তমাহ। হে আলি মে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি [illegible]
আকর্ষতি। কীদৃশঃ? সৌন্দর্য্যরূপামৃতসমুদ্রস্য তরঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং চিত্ত[illegible]

---

* গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৩য় শ্লোকঃ।

সৌরভ্যামৃতসংপ্লাবাবৃতজগৎ-পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণ রূপ শব্দ স্পর্শ, সৌরভ্য অধররস,
যার মাধুর্য্য কথন না যায়।
দেখি লোভী পঞ্চজন,(১) এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পাঁচে পাঁচ দিকে ধায় ॥
সখি হে ! শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুপন,(২)
সবে করে হরে পরধন ॥ ধ্রু ॥
এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচে পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে যায়।
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এত দুঃখসহনে না যায় ॥

সংপ্লাবকঃ ইত্যনেন নেত্রেন্দ্রিয়ং, কর্ণমানন্দয়িতুং শীলং যস্য তাদৃশ নর্ম্মসহিতং বচনং যস্যেতি কর্ণং। কোটিন্দুশীতাঙ্গকঃ ইতি স্পর্শেন্দ্রিয়ং। সৌরভ্যেত্যাদিনা ঘ্রাণঃ পীযুষেত্যাদিনা রসনাং।

হে সখি ! যিনি সৌন্দর্য্যামৃত সাগরের তরঙ্গদ্বারা ললনা চিত্ত-পর্ব্বত প্লাবন করেন। যাঁহার কর্ণানন্দ সনর্ম্ম রম্যবচন, যাঁহার কোটিচন্দ্র হইতেও অঙ্গ শীতল, যিনি স্বীয় সৌরভ্য বন্যাদ্বারা জগৎ সংপ্লাবিত করেন এবং যাঁহার অমৃত হইতেও রম্য অধর, সেই গোপেন্দ্রনন্দন বলপূর্ব্বক আমার পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ করিতেছেন।

১। 'পঞ্চজন—অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, নাসিকা এবং জিহ্বা।

২। 'দস্যুপন'—দস্যুত্ব; গ্রাম্যভাষা।

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সবার কাহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে(১) টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন॥
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহে ডুবায় আগে উঠি ধায়॥
কৃষ্ণবচন মাধুরী, নানা রস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কথন না যায়।
জগত নারীর কানে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কানের প্রাণ যায়॥
কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন॥
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন॥
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্য ভর, মৃগমদ মদ(২) হর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।
জগত নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।

১। 'পাঁচে'—পঞ্চেন্দ্রিয়ে। ২। 'মদ'—গর্ব্ব।

অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥
এত কহি গৌরহরি, দুই জনের কণ্ঠে ধরি,
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাহা করোঁ কাঁহা যাও, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥
এইমত গৌরপ্রভু প্রতিদিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥
সেই দুই জনে প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায় রায় করে শ্লোক পঠন ॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
দুঁহে শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র স্নান যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাঁহা দেখে আচম্বিতে ॥
বৃন্দাবনভ্রমে তাঁহা পশিলা ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥
রাসে কৃষ্ণ রাধা লঞা অন্তর্দ্ধান কৈল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বলে যথা তথা ॥

তথাহি—*

চূতপ্রিয়াল পনসাসনকোবিদার
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্র কদম্বনীপাঃ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকঃ।

বেহস্মে পরার্থভবিকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥

তথা তত্রৈব ৭।৮ শ্লোকঃ।

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥

চূতো লতাজাতিঃ। আম্রো বৃক্ষজাতিঃ। নীপশ্চ তয়া খ্যাতঃ ভুজ্যতে। পনসঃ নীপো ধূলীকদম্বে স্যাদিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। প্রিয়ালঃ অস্যৈব বীজং চারবিজ-কণ্টকীফলং। আসনঃ পীতসারঃ। কোবিদারো যুগপত্রকঃ। কৈইলার ইতি বিন্ধ্যাদৌ প্রসিদ্ধঃ। কাঞ্চনারতুল্যঃ কাঞ্চনারভেদোঽয়ং। অর্কোঽতিনিকৃষ্টোঽপি পৃষ্ট ইতি তাসামুৎকণ্ঠাতিশয়ঃ স্পষ্টীকৃতঃ। ভবিকং মঙ্গলং অভ্যুদয় ইত্যর্থঃ। তত্রাপি যমুনোপকূলা ইতি তীর্থবাসিত্বেন সত্যবাদিত্বাৎ কৃপালুত্বাচ্চ সত্যমেব শংসনীয়ং নতু বঞ্চনীয়মিতি ভাবঃ। উপসমীপে কূলং যেষাং তে উপকূলাঃ। যমুনায়া উপকূলা ইতি তু বিগ্রহঃ। রহিতাত্মনাং বিরহহতজ্ঞানানামিত্যর্থঃ।

কল্যাণি হে জগন্মঙ্গলকারিণি! পরমসৌভাগ্যবতীতি বা। তত্র হেতুঃ। গোবিন্দেতি। গোবিন্দঃ গোকুলেন্দ্রঃ। তৎপ্রিয়ত্বে হেতুঃ। সহেতি। নচ তত্র তবানবধানং সম্ভবেৎ। যতঃ তেঽতিপ্রিয় ইতি। অলিকুলৈঃ সহেতি তস্যাঃ সদ্গুণং দর্শিতং। অলীনামনিবার্য্যত্বসূচনাৎ। অতোঽবশ্যং তদন্তিকমাগতস্ত্বয়া দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। অচ্যুত ইতি শ্লেষেণ কদাপি ত্বত্তো ন বিচ্যুতো ভবিষ্যতীতি তদেব দৃঢ়ীকৃতং।

কৃষ্ণবিরহ-কাতরা গোপীগণ কহিলেন, হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্ব! হে অর্ক! হে বিল্ব! হে বকুল! হে আম্র! হে নীপ! হে কদম্ব! হে যমুনাতীরবাসী অন্যান্য তরুগণ! তোমরা পরার্থই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কৃষ্ণবিরহে রহিতাত্মা আমাদিগকে কৃষ্ণের পথ অর্থাৎ কৃষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন বলিয়া দাও।

হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে! তোমার অতিপ্রিয় ভগবান্ অচ্যুত অলিকুলের সহিত তোমাকে বহন করিয়া এই পথে গমন করিয়াছেন, তাঁহাকে কি তুমি দেখিয়াছ?

মালত্যাদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে ।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥

আম্র ! পনস ! প্রিয়াল ! জম্বু ! কোবিদার !
তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার ॥
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা পাইলে দর্শন ।
কৃষ্ণের উদ্দেশ করি রাখহ জীবন ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান ।
এসব পুরুষ জাতি কৃষ্ণসখার সমান ॥
এ কেন কহিবে কৃষ্ণোদ্দেশ আমায় ।
এই স্ত্রীজাতি লতা আমার সখাপ্রায় ॥
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণ পাইয়াছে দর্শনে ।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে ॥
তুলসী ! মালতী ! যুথি ! মাধবী ! মল্লিকে !
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ॥
তুমি সব হও আমার সখার সমান ।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে ।
এই কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে ॥
আগে মৃগীগণ কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ লঞা ।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিঞা ॥

তাসাং তদ্দর্শনং সম্ভাবয়ন্তি প্রীতিমিতি। করস্পর্শচিহ্নদর্শনাদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুশ্চ পুষ্পপ্রিয়ত্বান্মাধবো বসন্তইব মাধব ইতি।

হে মালতি ! হে মল্লিকে ! হে জাতি ! হে যূথিকে ! মাধব করস্পর্শদ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া এই পথে গিয়াছেন ; তাঁহাকে কি তোমরা দেখিয়াছ ?

তথাহি—

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তম্বন্ দৃশাং সখি ! সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ।

কহে মৃগী রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইল না করে অন্যথা॥
দূরে হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গগন্ধ।
রাধা-প্রিয়া মোরা নহি বহিরঙ্গ।
দূরে হইতে যানি তাঁরে যৈছে অঙ্গগন্ধ॥
রাধাসঙ্গমে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত।
কৃষ্ণকুন্দমালাগন্ধে বায়ু সুবাসিত॥
কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেলা এহো বিরহিণী।
কি উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী॥

অত্র খণ্ডস্থ বাক্যস্থ নিখিলপদানামপ্যনুমোদন* ব্যঞ্জক এবার্থঃ প্রতিপন্নতে ততঃ সখ্যমেব তাসাং তন্মিথুনমনুলক্ষ্যতে। তদ্দর্শনোৎকণ্ঠাচ। তত্র বাক্যার্থ অপীতি সম্ভাবনায়াং। তদিদং সম্ভাবনায়ামিত্যর্থঃ। অর্থবাপীতি প্রশ্নে। তদে পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। কিং তৎ ? তত্রাহঃ। হে সখি ! অচ্যুতো বো যুষ্মাকং উপগ সমীপপ্রাপ্তঃ। নম্বু বনবিহারিণ স্তস্ত বন্তানামস্মাকং সমীপপ্রাপ্তৌ কিমাশ্চ তত্রাহঃ। প্রিয়য়া সহেতি।

কৃষ্ণবিরহকাতরা গোপীগণ কহিলেন, হে সখি ! মৃগবধূ ! প্রিয়াসহ মি হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের নয়নযুগলের পরমানন্দ বিধান করতঃ এই পথে গ করিয়াছেন, বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ ? যেহেতু বায়ু তাঁহার কান্তার নিমিত্ত কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালার গন্ধ বহন করিতেছে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকঃ।

আগে দেখে বৃক্ষগণ পুষ্প ফল ভরে।
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে ॥
কৃষ্ণ দেখি এই সব করি নমস্কার।
কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥

তথাহি —*

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ †

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হয় অন্য চিত্তে ॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান।
কিবা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কি উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিত ॥
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥
কোটিমন্মথমথন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগনেত্র-মন ॥

ইহাপি তদ্বৎ প্রশ্নঃসবানুমোদনং ব্যঙ্গং। তুলসিকালিকুলৈরন্বীয়মানঃ সন্ গৃহীতপদ্মঃ প্রিয়ায়া স্তান্নিবারয়িতুং দক্ষিণেন ভুজেন লীলাপদ্মধূনাসক্ত ইত্যর্থঃ তথাচ বক্ষ্যতে দিব্যগন্ধতুলসী মধুমত্তৈরিতি।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে তরূন্ প্রতি গোপীগণবাক্যং।

† এই শ্লোকের অর্থ পয়ারেই করা হইয়াছে, তজ্জন্য অনুবাদ দেওয়া হইল না।

সৌন্দর্য্য দেখি ভূমে পড়িলা মূর্চ্ছিত হইয়া।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিঞা॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ স্বাদু বাহিরে বিহ্বল॥
পূর্ব্ববৎ সবে মেলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন॥
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইলু দর্শন।
তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরে নেত্র মন॥
পুনঃ কেন না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাঁর দরশন লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥
বিশাখাকে রাধা যেই শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—*

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীমুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি নেত্রস্পৃহাং॥: †

যথা—রাগঃ

নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমার গণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥

---

* গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৪র্থ শ্লোকঃ।
† এই শ্লোকের অর্থ ত্রিপদীতে করা হইয়াছে।

কহ সখি ! কি করি উপায় ।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ ধ্রু ॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল ।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল ॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয় ;
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্যজ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্রের তাহাতে উদয় ॥
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল ।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্জা পবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে,
মরে চাতক পীতে না পাইল ॥
পুন কহে হায় হায় ; পড় পড় রামরায়,
কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে ।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক,
আপনি প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥

তথাহি—*

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং ।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষশ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ৭৬৯ পৃষ্ঠায় দৃশ্য ।

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণজিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখফাঁদ,
তাহে অধর মধুস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি, ফাঁদে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি লাজ পতি ঘরদ্বার॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগীমর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষবাণে, তা সবার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মনোবক্ষ,
(১)হরি দাসী করিবারে দক্ষ॥
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজ যুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায়॥
কৃষ্ণ কর পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
জিনি কর্পূর বেণামূল চন্দন।

১। হরি—হরণ করিয়া।

একবার যারে স্পর্শে,　　স্মরজ্বালা বিষনাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীগণ ॥
এতেক বিলাপ করি,　　প্রেমাবেশে গৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।
এই শ্লোক পাঞা রাধা,　　বিশাখাকে কহে বাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥

তথাহি—*

হরিন্মণিকবাটিকা প্রকরহারি-বক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃ কলুষহারি-দোরর্গলঃ।
সুধাংশু-হরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে দেনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাং ॥

প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞি এখনে পাইনু।
আপনার দুর্দ্দৈবদোষে পুনঃ হারাইনু ॥

স্বস্পর্শেণ বক্ষঃস্পৃহাং তনোতি। কীদৃশঃ? ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত-কবাটিকে ইব প্রততং বিস্তীর্ণং হারি মনোহরং বক্ষঃস্থলং যস্য সঃ। স্মরার্ত্ততরুণীনাং মনসঃ কলুষং মনস্তাপ স্তস্য হন্তৃণী নাশকে দোসৌ বাহূ তদ্রূপার্গলে যস্য সঃ। অর্গলাভ্যাং রোধেনেব বাহুভ্যামালিঙ্গনেন মনস্তাপং নাশয়তীত্যর্থঃ। সুধাংশুশ্চন্দ্রশ্চ হরিচন্দনমুত্তমচন্দনঞ্চ উৎপলং পদ্মঞ্চ সিতাভ্রঃ কর্পূরশ্চৈতেভ্যোঽপি শীতং শীতলমঙ্গং যস্য সঃ। অথ কর্পূরমস্ত্রিয়াং ঘনসারশ্চন্দ্র সংজ্ঞঃ সিতাভ্রোহিম বালুকমিত্যমরঃ।

শ্রীরাধা বিশাখাকে কহিলেন, হে সখি! যাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ ইন্দ্রনীলমণি-কবাটিকার ন্যায় মনোহর, যাঁহার অর্গল সদৃশ বাহুদ্বয় কন্দর্পপীড়িত যুবতীগণের মনস্তাপ বিনাশে সমর্থ এবং চন্দ্র চন্দন উৎপল ও কর্পূর সদৃশ যাঁহার অঙ্গ সুশীতল, সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্থলের স্পৃহা উৎপাদন করিতেছেন।

---

* শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৭ম শ্লোকঃ।

চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রহে এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্দ্ধানে॥

তথাহি—†

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

তাসামিতি। তাসাং তাদৃশীনাং তদিতি তং সৌভগমদং সৌভাগ্যহেতুকং গর্ব্বং। তথাচ বিশ্বঃ। মদো রেতসি কস্তূর্য্যাং গর্ব্বে হর্ষেভদানয়োরিতি। তং মানঞ্চ বীক্ষ্য বিশেষণ দৃষ্ট্বা। তত্র গর্ব্বপক্ষে যুক্ত্যান্তরাসাধ্যং মত্বা। মানপক্ষে কৃতৈরপ্যনুনয়াদিভিরসাধ্যং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। গর্ব্বং প্রতি প্রশমায় মানস্তু প্রতিপ্রসাদায় তত্রৈবান্তরধায়ত অন্তরধাৎ। ধীঞ অনাদরে দৈবাদিকঃ। নত্বন্যত্র গচ্ছন্ দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অত্র বক্ষ্যমাণানুসারেণ শ্রীরাধয়ৈব সহান্তর্দ্ধানং জ্ঞেয়ং তচ্চ তস্য তদিচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়য়ৈব সম্পাদিতমিতি। যদ্যপি সহেতুকস্যের্ষামানস্যৈব শান্তয়ে কচিন্নায়কোপেক্ষাপেক্ষ্যতে। হেতুজোঽপি শমং যাতি যথাযোগং প্রকল্পিতৈঃ। সামভেদক্রিয়াদানে নত্যুপেক্ষা রসান্তরৈরিত্যুক্তেঃ। নির্হেতুকস্য প্রণয়মানস্য তু বিনৈব প্রতীকারেণ বা। তথাপি তচ্ছাস্ত্রার্থমুপেক্ষেয়ং পরস্পরগর্ব্বসম্বন্ধেন গাঢ়তাপত্তেঃ। তত উভয়ভাবশাস্ত্রার্থমেব সা। প্রেমবিকারয়োরপি তয়োঃ শমনেচ্ছা চ সেচ্ছাময়লীলাচ্ছেয়া যুগপদেব সর্ব্বা এব প্রতি মহারসদানময় রাসেচ্ছয়া চ। তথাচায়ং বিপ্রলম্ভঃ পরমপ্রেমার্থমেব যোক্ষ্যতীতি। বক্ষ্যতে চ। নাহন্তু সখ্য ইত্যাদি। অন্তর্দ্ধানে মূলং কারণং স্বৈকয়ৈব তয়া সহলীলায়া লালসৈব। অত্র কেশব ইমি। অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তমেতি ভারতীয়তৎবাক্যাৎ। পরমদীপ্তিমানিত্যর্থঃ। ততশ্চ তদন্তর্দ্ধানে সর্ব্বাসু শোভাসু বিদ্যমানাস্বপি তত্র সহৈব শোভাঽয়াহিত্যং ব্যক্তিতমিতি।

শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণের সৌভাগ্যমদ এবং মানবতী শ্রীরাধার মান নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাদের সৌভাগ্যমদ প্রশমন ও মানবতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন।

† শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকঃ।

স্বরূপগোঁসাঞিকে কহে গাও এক গীত।
যাহাতে আমার চিত্ত হয়েন সম্বিত ॥
শুনি স্বরূপগোঁসাঞি মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া ॥

তথাহি—*

রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং ॥

স্বরূপগোঁসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥
অষ্টসাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষ আদি ব্যভিচারি সব উথলিল ॥
ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য ॥
এক এক পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে বাড়য়ে নর্ত্তন ॥
এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপগোঁসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥

হে সখি! মম মনঃ ইহবিহিত বিলাসং হরিং তত্র যত্রোচিতক্রিয়াভিঃ স্ববিহরণশীলং স্মরতি পূর্ব্বানুভূতমেব প্রমাণয়তি। কীদৃশং? রাসে শারদীয়ে কৃতো পরিহাসো যেন তং।

শ্রীরাধিকা কহিলেন, হে বিশাখে! আমার মন শারদীয় রাসলীলায় বিহরণ শীল ও পরিহাসবিশারদ কৃষ্ণচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছে।

---

* শ্রীগীতগোবিন্দে ২য় সর্গে ৩য় শ্লোকঃ।

বোল বোল বলি প্রভু বলে বার বার।
না গায় স্বরূপগোঁসাঞি শ্রম জানি তাঁর॥
বোল বোল প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিকে সবে মিলি করি হরিধ্বনি॥
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল॥
প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইল ঘরে॥
ভোজন করাই প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ আদি যত গেলা নিজস্থান॥
এইত কহিল প্রভুর উদ্যানবিহার।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা আবেশ তাঁহার॥
প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ বর্ণন।
শ্রীরূপগোঁসাঞি ইহা করিয়াছে বর্ণন॥

তথাহি—*

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ।
কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনোভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥

স চৈতন্যঃ কীদৃশঃ? পয়োরাশেঃ সমুদ্রস্য তীরে স্ফুরন্তী যা উপবনশ্রেণী তস্যাঃ কলনয়া দর্শনেন মুহুর্যৎ বৃন্দাবনস্মরণং তেন জনিতো যঃ প্রেমা তেন বিবশঃ। পুনঃ কীদৃক্ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণস্য তন্নাম্না যা আবৃত্তিঃ পুনঃ পুনরুচ্চারণং

---

* স্তবমালায়াং চৈতন্যদেবস্তবে ৬ষ্ঠশ্লোকঃ।

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৭৫॥

তয়া তদর্থং বা প্রচলা রসনা যস্য সঃ। নমু, তাদৃশস্য ভগবতঃ কথমত্রাসক্তিরিত্যাহ ভক্তৌতি ভক্তৌ যো রস আস্বাদনমাস্বাদনাচ তদর্হঃ।

যিনি সমুদ্রতীরে উপবনশ্রেণী দেখিয়া বারম্বার বৃন্দাবন স্মরণজনিত প্রেমে বিবশ হইয়াছিলেন ও কোন সময় কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে যাঁহার রসনা প্রচলিত হইয়াছিল সেই ভক্তরসিক চৈতন্য কবে আমার নয়নগোচর হইবেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতাচার্য্য! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এইমতে মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রেমেত বিহ্বলে ॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন ॥
তা সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল ॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল ॥
তাসবার সঙ্গে আইলা কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তিঁহো নাহি কহে আন ॥
মহাভাগবত তিঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥
কৌতুকেতে তিঁহ যদি পাশক খেলায়।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহি পাশক চালায় ॥

যঃ কৃষ্ণভাবামৃতং স্বয়ং আস্বাদ্য ভক্তান্ আস্বাদয়ন্ প্রেমদীক্ষাং অশিক্ষয়ৎ শিক্ষয়ামাস। তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং নমামি।

যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া ছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

রঘুনাথদাসের তিঁহ হয় জ্ঞাতি খুড়া ।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইতে তিঁহ হৈল বুড়া ॥
গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ ।
সবার উচ্ছিষ্ট তিঁহ করিয়াছে ভক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয় ।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তার ঠাঞি যায় ॥
তার ঠাঞি শেষ পাত্র লয়েন মাগিয়া ।
কাঁহাও না পায় যবে রহে লুকাইয়া ॥
ভোজন করিলে পত্র ফেলাইয়া যায় ।
লুকাইয়া সেই পত্র আনি চাটি খায় ॥
শূদ্রবৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা ।
এইমত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥
ভূমিমালি জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম ।
আম্রফল লঞা তিঁহো গেলা তার স্থান ॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল ।
তাহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ।
পত্নী সহিত তিঁহো আছেন বসিয়া ।
বহু সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাহা সনে ।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তারে মধুর বচনে ॥
আমি নীচজাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম ।
কোন্ প্রকারে করিব তোমার সেবন ॥
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে ।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে ॥

কালিদাস কহে ঠাকুর কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু পতিত পামরে॥
পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন।
কৃতার্থ হইনু মোর সফল জীবন॥
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পদরজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর॥
ঠাকুর কহে ঐছে বাত কভু না জুয়ায়।
আমি অতি নীচজাতি তুমি সজ্জন রায়॥
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
শুনি ঝড়ু ঠাকুরের সুখ উপজিল॥

তথাহি—*

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং॥

তথাহি—†

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং,
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

তথাহি—§

অহো বত! শ্বপচোঽতোগরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা,
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদ ৫৩৪ পৃষ্ঠায় দৃশ্য
† এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদ ৫৮৯ পৃষ্ঠায় দৃশ্য
§ এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১১ পরিচ্ছেদে ৩৩৭ পৃষ্ঠায় দৃশ্য

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য হয়।
সেই নীচ ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি নয়॥
আমি নীচজাতি আমায় নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্যে ঐছে হয় আমার নাহি ঐছি শক্তি॥
তাঁরে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তাঁরে অনুব্রজি আইলা॥
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘর আইলা।
তাঁহার চরণচিহ্ন যে ঠাঞি পাড়িলা॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা।
তাঁর নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিলা॥
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল॥
কলাপাটুয়াডোঙ্গা হৈতে আম্র নিকষিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া॥
চুষি চুষি চোকা আঠি ফেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে॥
আঠি চোকা সেই পাটুয়াডোঙ্গাতে ভরিয়া।
বাহির উচ্ছিষ্টগর্ত্তে ফেলাইল লৈয়া॥
সেই খোলার আঠি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তার উপর বহু কৃপা কৈলা।

প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু সনে॥
সিংহদ্বার উত্তরদিকে কবাটের আড়ে।
বাইশপশার তলে আছে নিম্নগাড়ে॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদপ্রক্ষালন।
তবে করিবারে যান ঈশ্বর দর্শন॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন॥
প্রাণিমাত্র লৈতে পায় সেই পদজল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল॥
একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তলে পাতিলেন হাতে॥
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল॥
ইতঃপর আর না করিহ বার বার।
এতাবতা বাঞ্ছাপূর্ণ করিল তোমার॥
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥
বাইশপশার পাছে উত্তর দক্ষিণ ভাগে।
এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছে উঠিতে বামদিকে॥
প্রতিদিন প্রভু তারে করে নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণম্ ॥

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে ।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ ॥
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ।

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন ।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিল ভোজন ॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া ।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥
মহাপ্রভু ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে ।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥

নরসিংহায় নৃসিংহরূপায় ভগবতে নমঃ। কিম্ভূতায়? প্রহ্লাদায় আহ্লাদং দাতুং শীলমস্যেতি প্রহ্লাদাহ্লাদদায়ী তস্মৈ। পুনঃ কিম্ভূতায়? হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ এব শীলা তস্যাং টঙ্কঃ পাষাণদারণাস্ত্রবিশেষঃ তৎসদৃশা নখালী নখশ্রেণী যস্য তস্মৈ।

ইতঃ অস্মিন্ স্থানে নৃসিংহো পরতো নৃসিংহো। যতো যতো যামি ততঃ তস্মিন্ স্থানে নৃসিংহঃ। বহির্হৃদয়স্যেতিশেষঃ হৃদয়ে হৃদয়াভ্যন্তরে, নৃসিংহো :তং আদিং নৃসিংহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি।

হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃরূপ শীলাছেদে টঙ্ক সদৃশ যাঁহার নখশ্রেণী সেই প্রহ্লাদাহ্লাদায়ি নরসিংহকে আমি নমস্কার করি।

আমার এখানে নৃসিংহ অন্য স্থানে নৃসিংহ এবং যেখানে যেখানে যাই সেই খানেই নৃসিংহ। আমার হৃদয়ের বাহিরে নৃসিংহ ও হৃদয়মধ্যে নৃসিংহ আমি নৃসিংহের শরণাগত হইলাম।

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥
তাতে বৈষ্ণব-ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদাখ্যান ॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্ত ভুক্তশেষ এই তিন মহাবল ॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এতেক সেবন ॥
এই তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এই মতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে ॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেত আনিলা ॥
পুত্র সঙ্গে লঞা, তিঁহো আইলা প্রভু স্থানে।
পুত্রে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥
কৃষ্ণ কহ করি প্রভু বোলে বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল ॥

প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণ নাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপগোঁসাঞি কহেন হাসিতে॥
তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাইয়া কার আগে না করে প্রকাশে॥
মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥
আর দিন প্রভু কহে পড় পুরীদাস।
এক শ্লোক করি তেঁহো করিল প্রকাশ॥

তথাহি কবিকর্ণপূরকৃত শ্লোকঃ।

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জন মুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

সাত বৎসরের পালক নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন॥
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা॥
ভক্তগণ প্রভু সঙ্গে রহিলা চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে॥

বৃন্দাবনরমণীনাং ব্রজাঙ্গনানাং অখিলং' মণ্ডনং ভূষণং হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জয়তি। ...দব দর্শয়তি শ্রবসোঃ কর্ণয়োঃ কুবলয়ং অক্ষোরঞ্জনং, উরসো বক্ষসঃ ইন্দ্রনীল-...মণিহারঃ।

যিনি বৃন্দাবনতরুণীগণের শ্রবণযুগলের কুবলয়, নয়নের অঞ্জন, এবং বক্ষঃ-...লের ইন্দ্রনীলমণি হার, প্রভৃতি নিখিলভূষণ সেই হরির জয় হউক।

তা সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তারা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান॥
রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস।
সাক্ষাৎ অনুভবে যেন কৃষ্ণের পরশ॥
এত দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে।
সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে॥
তারে বোলে কাঁহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বুলি ধরে তার হাত॥
সেই বোলে ইহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাও দর্শন॥
তুমি মোর সখা দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত॥
সেই বোলে এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিঞা তুমি করহ দর্শন॥
গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন॥
দেখ জগন্নাথ হয় মুরলীবদন।
এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥

তথাহি—*

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে!
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মাদ ইব।

ক মে কান্তেতি। মে মম কান্তঃ কৃষ্ণঃ ক কুত্র, হে সখে! ত্বং ত্বরিতং যথ

---

* শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিকৃত-স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৭ শ্লোকঃ।

ক্ষেত্রং গচ্ছন্ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃতত-
ভুজান্ত গৌরাঙ্গহৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

হেনকালে গোপালবল্লভ ভোগ লাগিল।
শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল ॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভু ঠাঁঞি কৈল আগমন ॥
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ রহুক যার গন্ধে মন মাতে ॥
বহুমূল্য প্রসাদ যেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাইতে সেবক করিল যতন ॥
তার অল্প প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল ॥
কোটি অমৃত স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদু কোথা হৈতে হৈল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইহায় সঞ্চারিল ॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথসেবক দেখি সম্বরণ কৈল ॥

ভব্বতি তথা লোকয় দর্শয়েত্যন্বয়ঃ। এবম্ভূতো গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ মাং মদয়তি।

হে সখে! আমার কান্ত কৃষ্ণ কোথায় তাঁহাকে শীঘ্র দর্শন করাও, এই কথা উন্মত্তের ন্যায় দ্বারাধিপকে বলিয়া তাহার করধারণপূর্ব্বক যিনি জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন।

সুকৃতিলভ্য ফেলালব কহে বার বার।
ঈশ্বরসেবক পুছে কি অর্থ ইহার॥
প্রভু কহে এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত॥
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥
সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণকৃপা হেতু পুণ্য।
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য॥
এত বলি প্রভু তাসবারে বিদায় দিলা।
উপলভোগ দেখি প্রভু নিজ বাসা আইল॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্ফুরণ॥
বাহ্য কৃত্য করে প্রেমে গর গর মন।
কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন॥
সন্ধ্যাকৃত্য করি প্রভু নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথারঙ্গে॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিল।
পুরী ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইল॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদি গণ।
সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন॥
প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন॥

প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লঙ্গ গব্য॥
রসবাস(১) গুড়ত্বক্(২) আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব॥
সে সে দ্রব্য এত স্বাদ গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত॥
আস্বাদ দূরে রহু গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাঁ সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্য বিস্মারণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ।
অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সংপ্রাপ্তি।
সবে ইহা আস্বাদ কর করি মহাভক্তি॥
হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—*

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর! নস্তেঽধরামৃতং॥

অধরামৃতং অধর এবামৃতং, সুরতং প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়ত[illegible]

১। 'রসবাস'—কাবাবচিনি। ২। 'গুড়ত্বক্'—দারুচিনি।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকঃ।

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহামত্ত হৈলা।
শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—*

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর রসালি তৃষ্ণাহর
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।

তথা তৎ। ইতি মত্তাদিবন্মাদকত্বমুক্ত্বা মুহুর্ভ্ভেহপি তস্মিন্ ন তৃপ্তিঃ সূচিতা। নিজধার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ পরিহৃতং শোকং তদপ্রাপ্তি দুঃখস্তানুভবমপি নাশয়তি বিস্মারয়তীতি তথা তদিতি চোক্তং। ইতররাগবিস্মারণত্ব নৃণামপি কিমুত নারীণাং তাস্বপ্যস্মাকন্তু তদ্বিস্মারণত্ব কিং বাচ্যং শাশ্বত স্বস্পৃহয়া তদত্যন্তাভাবস্ত সম্পাদকমিত্যর্থঃ। তাসাং তৎপ্রাপ্তি স্তাম্বূল চর্ব্বিতাদি সম্বন্ধেন তদীয় রসে তদুপচারাৎ। ক্রমতস্বরেণ স্বেচ্ছাবর্দ্ধন দুঃখান্তরস্ফূর্ত্তিনাশন বিষয়ান্তর বিস্মরণান্যুক্ত্বা তস্ত পরমপুরুষার্থত্বং দর্শিতং। এবমর্থ ত্রয়মেব পূর্ব্বপত্তেহপি দর্শিতমিত্যোকার্থ্যঞ্চ জ্ঞেয়ং। নচ তবাদেয়ং কিঞ্চিদস্তীত্যাশয়েনাহঃ। বীর! হে দানশূরেতি। অস্তত্তেঃ। যথা স্বরিতেন সংজাতষড়্জাদিস্বরেণ বেণুনা চুম্বিতমিতি তস্ত মাদকত্বমেব দর্শিতং। বেণোস্তচ্চুম্বন গান পৌনঃপুন্যেন বৈজাত্যাভিব্যক্তে স্তৎসম্পর্কজস্বরেণাপি জগতোহপ্যুন্মাদকত্বাভিব্যক্তেশ্চ।

স্বাধরামৃতরসেন জিহ্বাস্পৃহাং তনোতি। কীদৃশঃ? ব্রজস্যাতুল কুলাঙ্গনাস্বলনারহিত-ব্রজসুন্দর্য্যা স্তাসামিতররসশ্রেণিষু যা তৃষ্ণা তাং হরতীতি তথাভূতং সৎ প্রদীব্যদধরামৃতঃ যস্য সঃ। কিন্তুদিতি ব্যঞ্জয়ন্তি তস্য দুর্ল্লভতামাহ সুকৃতীতি সুকৃতিভিঃ সুষ্ঠু চ তৎ কৃতং কর্ম্ম চেতি সুকৃতং তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যদিত্যাহ্যুক্ত শুদ্ধভক্তি স্তদ্যুক্তৈরেব লভ্যঃ ফেলায়াঃ ভক্ষ্যপেয়াদীনাং ভুক্তাবশেষস্ত লবো যস্য সঃ। এবং সামান্যতঃ কৃষ্ণাধরামৃতমাত্রং সম্পৃহং শংসন্তী সতী

হে বীর! সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশন এবং স্বরিতবেণুর দ্বারা চুম্বিত, ও মনুষ্যমাত্রের ইতররাগ-বিস্মরণকারী তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর।

যাঁহার অধরামৃত ব্রজের অতুল কুলাঙ্গনাগণের অন্য তৃষ্ণাহরণ করেন

---

* গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৮ম শ্লোক॥

সুধাজিদাহিবল্লিকা সুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি জিহ্বাস্পৃহাং ॥

এত কহি গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥

যথা—রাগঃ।

তনু মন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরতলোভ,
হর্ষ আদি ভাব বিলাসয়।
পাশরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥
নাগর! শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥ ধ্রু ॥
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্য রস সব পাশরায় ॥
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজীকর।

বিশেষতঃ কৃষ্ণেন স্বমুখাৎ স্বমুখে পূর্ব্বমর্পিতং তাম্বূলচর্ব্বিতং স্পৃহয়ন্তী সতী পুনস্তং বিশিনষ্টি সুধাজিদিতি। সুধাজিতা অহিবল্লিকা তাম্বূলবল্লী তস্যাঃ সুদলৈঃ শোভনপত্রৈঃ নির্ম্মিতা যা বীটিকা তাসাং চর্ব্বিতং চর্ব্বণং যস্য সঃ।

যাঁহার ফেলালব সুকৃতলভ্য, যাঁহার তাম্বুলচর্ব্বিত সুধাজয়ী, হে সখি! সেই মদনমোহন আমার জিহ্বাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥
বেণুধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা,
গোপীগণে জানায় নিজ পান।
অয়ে! শুন গোপীগণ! বলে পিঞো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জাধর্ম্ম ভয় ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু আসি কর পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥
অধরামৃত নিজ স্বরে,(১) সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগৎ মন।
আমরা ধর্ম্ম ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥
নীবী খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করে তোমার দাসী, শুনি লোক করে হাসি,
এই মত নারীরে নাচায় ॥
শুষ্কবাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিলে গোসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাঞি ॥

---

(১)। নিজস্বরে—বংশীস্বরে

অধরের এই রীত, আর শুনহ কুনীত,
সে অধর সনে যায় মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় কৃষ্ণ ফেলা॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সেই জন তার লব পায়॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাতে আর দম্ভ পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃত সার,
গোপীমুখ করে আলবাটী॥
এ তোমার কুটীনাটী, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ?
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী?
দেহ নিজাধরামৃত দান॥

কহিতে কহিতে প্রভুর ভাব ফিরি গেল।
ক্রোধাবেশ শান্ত হঞা উৎকণ্ঠা বাড়িল॥
পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
ইহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥
যোগ্য হঞা তাহা না করিতে পারে পান।
তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ॥
অযোগ্য হঞা কেহো তাহা সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে॥

তাতে জানি কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল॥
কহ রামরায় কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি কহে রায় গোপিকাবচন॥

তথাহি—*

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥

অতোঽবতারিতত্বাৎ গোপানাং ভাগ্যং বেণোরপি ভাগ্যং কিং বক্তব্যং মহাভাবস্য রসাস্বাদনতয়া মিথ্যা কল্পনাপূর্ব্বকং সের্ষ্যাভিলাষমাহুঃ গোপ্য ই অয়মস্মাভি দৃশ্যমান ইব নীরস-দারুময় বেণুঃ অস্মিন্ জন্মনি পূর্ব্বস্মিন্ বা কিং যৎ পুণ্যং কৃতবান্ তৎপুণ্যে জ্ঞাতে বয়মপি তদর্থং যত্নামহে ইতি ভাবঃ। বিস্ময়ে। তল্লিঙ্গমাহুঃ। যদযস্মাদ্দামোদর ইত্যাদি। দমোদরশব্দেন তস্যাম্ তাদৃশ বাল্যমারভ্য জাতেদৃশ ভাবাঙ্কুরতয়া স্বাভাবিকং সম্বন্ধবিশেষং সূচ অতএব গোপিকানামেব ভোগ্যাঃ। অয়মিতি পুংস্বনির্দ্দেশেন তস্য তদ্ভোগাযো চোক্তা। তথাপি ভুঙ্ক্তে। তদেকোপভোগাত্বেন সদা পিবতি তস্য ভোগাদর্শনাৎ। ননু দামোদরাধর স্বসম্বন্ধানন্তরমপি সরস এব দৃশ্যতে। শুষ্ক তস্মাদসৌ ন কিঞ্চিদপি ভুঙ্ক্তে তত্রাহুঃ। অবশিষ্টো রসো রসমাত্র তদবস্থা স্যাৎ। সুধা ভুঙ্ক্তে কেবলং দ্রবমাত্রমেবাবশিষ্যেতেত্যর্থঃ। হে ইতি তস্যাবেণুজন্মনৈব সৌভাগ্যং নতু গোপীজন্মনেতি কুতো যূয়ঃ গোপ্যেঃ

শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুরী শ্রবণে কোন ব্রজললনা কহিলেন, হে গোপীগণ! নীরস দারুময় বেণু পূর্ব্বজন্মে কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল? যে বেণু কেবলমাত্র গোপীদেরো শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্বতন্ত্র হইয়া বলে

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকঃ।

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥

ইতি ভাবঃ। অস্মাকমিতি বক্তব্যে গোপিকানামিত্যুক্তি র্গোকুলবাসিত্বেনাস্মৎকোটীপ্রবেশেঽপি গোপিকাবিশেষত্বাভাবান্ন তদ্বিধস্তাধিকার ইতি নিজাভিমানবিশেষাৎ বৈদগ্ধ্যরসবিশেষাচ্চ। স্নেহেন তদেকাশয়ৈব দেহাদিরক্ষিকাণামিতি। কিঞ্চ তস্য যুষ্মদীয় কান্তস্য করে হৃদয়ে বদনে চ সদা বর্ত্ততাং নাম। অধরসুধামপি স্বয়ং যুষ্মৎসম্মতিং বিনৈব ভুঙ্ক্তে ইতি ভাবান্তরং। অথবা। তচ্চ কথং ভুঙ্ক্তে তত্রাহুঃ। অবেতি। বশিষ্টং অবশিষ্টং। বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমিত্যাদেন বলিষ্ঠং অবশিষ্টং অনবশিষ্টমিত্যর্থঃ। তাদৃশো রসো যত্র তথাভূতং যথাস্যাৎ রসমাত্রমপি নাবশেষয়তীত্যর্থঃ। যদ্বা সুধাং কপস্ত,তামপি গোপিকানামবশিষ্টে যো রসঃ ? তদেকাপেক্ষয়া তদিতরাশেষরস পরিত্যাগাৎ। গন্ধ্রণামপি। অথবা কুশলাচরণে লক্ষণান্তরমপ্যাহুঃ হ্রদিন্যো হ্রদ্যাশ্চ ইতি তস্য তাদৃশং ভোগং দৃষ্ট্বা পরমপুণ্যা হ্রদিন্যোঽপি লোভাৎ বিকসিতকমলমিষেণ হৃষ্যত্বচো জাত রোমহর্ষা বভবুরিত্যর্থঃ। অথবা যদবশিষ্টরসমিতি তত্রৈব যোজ্যং। যচ্ছন্দং বিনৈব পূর্ব্বত্র হেতুত্বমস্য চ প্রাগেঃ। যস্য বেণোরবশিষ্ট উচ্ছিষ্টো যো রসো নাদরূপ স্তং হ্রদিন্যোঽপি ভুঞ্জতে আস্বাদয়ন্তি। যতশ্চ হৃষত্বচো ভবন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ। যস্য স্বজাতি সম্ভবস্য বেণো স্তাদৃশং সৌভাগ্যং দৃষ্টা সর্ব্বে স্থাবরজাতয়োঽপি মধুমিষেণাশ্রু মুমুচুঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। যথার্য্যাঃ পিতরঃ স্বকুলসম্ভবস্য তাদৃশং সৌভাগ্যমত্যুক্তাশ্রু মুঞ্চন্তীত্যর্থঃ। ঈর্ষ্যাপক্ষে তস্মাৎ সমাজ এব তাদৃশস্তস্যৈকস্য বা কো দোষঃ। অতোঽয়ং গোপ্যঃ নিভৃতং কুত্রাপি সঙ্গোপ্য রক্ষণীয় ইত্যর্থঃ।

করিতেছে। আরও দেখ যদ্রূপ আর্য্য কুলবৃদ্ধগণ স্ববংশে ভগবদ্ভক্তের জন্ম দেখিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ ও রোমাঞ্চিত হন; তদ্রূপ এই বেণুর সৌভাগ্য দেখিয়া যাহাদের জলে উহা পুষ্ট সেই মাতৃতুল্য হ্রদিনীসকল বিকসিত কমলচ্ছলে রোমাঞ্চিত লক্ষিত হইয়াছে; এবং এই বেণু আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মনে করিয়া তরুগণও মধুধারাচ্ছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে।

যথা রাগঃ।

এই ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন,
সেই সুধা অন্য লভ্য হয়॥
গোপীগণ! কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধমন্ত্র, জপ
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে? ধ্রু॥
হেন কৃষ্ণাধর সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা,(১)
যার আপায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর পুরুষ জাতি,
সেই সুধা সদা করে পান॥
যার ধন কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়॥
মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণুঝুটাধররস, হৈয়া লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান॥
এ ত নদী রহু দূরে, কৃষ্ণ সব তার তীরে,
তৃণ করে পর উপকারী।

১। 'মুধা'—[illegible]

নদীর শেষ রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে ? বুঝিতে না পারি ॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু মিষে(১) বহে অশ্রুধার ।
বেণুকে মানি নিজজাতি আর্য্যের যেন পুত্র নাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ বিকার ॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এত অযোগ্য আমরা যোগ্য নারী ।
যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥
এতেক বিলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায় ।
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি দিন যায় ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি করি যার আশ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥১৪০॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ বিরহোন্মাদ প্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ।

১। 'মিষে'—ছলে ।

সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকং।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদচেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥
একদিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথারঙ্গে॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া॥

অত্যদ্ভুতং অতিবিস্ময়জনকং অলৌকিকং লোকাতীতং শ্রীল গৌরেন্দোঃ দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং ব্যবহারং চরিতমিতি যাবৎ যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা লিখ্যতে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনো মুখাৎ শ্রুত্বা লিখিতমিতি স্বয়ং বক্ষ্যতি।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অত্যদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদোক্ত চরিত ১।৫

এইমত নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হইল।
গোঁসাঞিরে শয়ন করাই দুঁহে ঘর গেল॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ॥
তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছেত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥
সিংহদ্বার দক্ষিণে আছে তেলেঙ্গা গাভীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন॥
হেথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইরা।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া॥
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।
দেউটি জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥
পেটের ভিতর হস্ত পদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেণ, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন্ পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা, ভিতরে আনন্দে বিহ্বল॥
গাভী সব চৌদিকে স্থকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূরে কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গসঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥

উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্তন।
বহুক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥
চেতন পাইলে হস্ত পদ বাহির হইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হৈল॥
উঠিয়া বসিলা প্রভু চাহে ইতি উতি।
স্বরূপে কহেন আমা আনিলে তুমি কতি॥
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
ভূষণ ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
গোপীগণ সহ বিহার হাস্য পরিহাস॥
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইঁহা লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃত সম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদগদ বাণী।
কর্ণ তৃষ্ণায় মরি, পড় রসায়ন শুনি॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া॥

তথাহি—*

কাস্ত্র্যঙ্গ ! তে কলপদামৃত বেণুগীত
সংমোহিতার্য্যচরিতান্নচলে ত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা।

যথা রাগঃ—

হৈল গোপীভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন।
কৃষ্ণের পরিহাস বাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥
"নাগর ! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয় ? ধ্রু ॥
কৈলে জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারী মন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমার করে সমর্পণ ॥
ধর্ম্ম হরি বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও।
এবে মোরে করি রোষ, কহ পরিত্যাগে দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও ॥

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদে ৭৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ পরিপাটি।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্ব নাশ,
ছাড়হ এসব কুটিনাটি ॥

বেণুনাদ অমৃত ঘোলে,(১) অমৃত সব মিঠা বোলে,
অমৃত সম ভূষণ শিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত" ॥

এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠাসাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, পড়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥

তথাহি—

নবজলদনিস্বনঃ শ্রবণহারিসংশিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষর পদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।

অথ শব্দং স্পষ্টয়তি নবজলদেত্যেকেন। হে সখি! স কৃষ্ণো মম কর্ণস্পৃহাং তনোতি। স্ব শব্দেনেতি শেষঃ। কীদৃশঃ? নবজলদেতি। নবতো জলদস্য নিঃস্বন ইব নিঃস্বনঃ কণ্ঠধ্বনির্যস্য গম্ভীর ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ? শ্রবণহারি কর্ণাকর্ষি সম্যক্তমং শিঞ্জিতং ভূষণানাং ধ্বনির্যস্য সঃ। ভূষণানান্তু শিঞ্জিতমিত্যমরঃ। পুনঃ নর্ম্মণা পরিহাসেন সহ বর্ত্তমানৈরতএব সরস সূচকৈঃ। কিম্বা

শ্রীরাধা কহিলেন, হে সখি! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি নবজলদগম্ভীর, যাঁহার ভূষণ

১। 'ঘোলে'—[illegible]

[illegible] বংশীকলঃ

স মে মদনমোহনঃ সখি ! তনোতি কর্ণস্পৃহাং ॥

অস্যার্থঃ। যথা রাগঃ—

নবঘন ধ্বনি জিনি, কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি,
যার গানে কোকিল লাজায়।
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবায় জগতের কানে,
পুনঃ কান বাহুড়ি(১) না যায় ॥
কহ সখি ! কি করি উপায়।
কৃষ্ণ রস শব্দগুণে' হরিল আমার কানে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ ধ্রু ॥
নূপুর কিঙ্কিনি ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কনধ্বনি চটক লাজায়।

সনর্ম্মরসস্য সূচকৈরক্ষরৈঃ। অনেন জ্ঞাতং অন্যেষাং বচনানি বা রসসূচকানি স্যুঃ, কৃষ্ণস্য বচনানামক্ষরাণ্যপি রসসূচকান্যেবেতি। তৈর্জাতানাং পদানাং বিভক্ত্যন্ত শব্দানাং বা অর্থভঙ্গী অর্থকৌশলং। যস্য রসসূচকাক্ষর পদার্থভঙ্গ্যা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যস্য। যদ্বা সনর্ম্ম রস সূচকাক্ষর পদার্থানাং ভঙ্গী ভঙ্গবান্ লহরীমান্ সম্পদঃ অর্থান্নর্ম্ম রস সমুদ্রঃ তজ্জল্পোক্তি র্যস্য সঃ। পুনঃ রমাদিকাঙ্গানামুত্তমস্ত্রীণাং হৃদয়হারী বংশ্যাঃ কলো মধুরাস্ফুটধ্বনি র্যস্য সঃ। যদ্যপি মানুষ্যস্তত্রাপি যুবত্যঃ। অর্ব্বাচীনাঃ তত্রাপি সজাতীয়াঃ তত্রাপি তস্য সম্ভোগ্যাঃ। তস্য বাহুনীয়াঃ প্রিয়াশ্চ। অতস্তৎ কর্ত্তৃকমস্মাচ্চেতআকর্ষণং কিং বিচিত্রমিতি।

শিক্ষিত ক্রীড়িবারী, যাঁহার সপরিহাস মধুরাক্ষরযুক্ত পদার্থভঙ্গিময় বাক্য এবং যাঁহার মুরলীরব রমাদি বরাঙ্গনাগণের হৃদয়হারী, সেই মদনমোহন আমার কর্ণস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

১। বাহুড়ি—[illegible]।

একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কানে,
অন্য শব্দ সে কানে না যায় ॥
সেই শ্রীমুখ ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত ।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানারস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত ॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ চকোর জীবন,
কর্ণচকোর জীয়ে সেই আশে ।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু নাহি পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥
যেবা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায় ।
নিবীবন্ধ পড়ে খসি, বিনামূল্যে হয় দাসী,
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥
যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তিঁহ যে কাকলি শুনি,
কৃষ্ণপাশ আইসে প্রত্যাশায় ।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায় ॥
এই শব্দামৃতচারী,(১) যার হয় ভাগ্য ভারী,
সেই কর্ণ ইহা করে পান ।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি সম সেই কাণ ॥

---

(১) চারী — বিহরণশীল ।

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিলে উদ্বেগভাব,
মনে কাহোঁ নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি,
নানাভাব হইল মিলন॥
ভাবশাবল্যে রাধা উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাব পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
সে অর্থ না জানে সব লোক॥

উদ্বেগঃ।

উজ্জ্বলনীলমণির বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ১৩ অঙ্কে।
উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভচিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্য স্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥

অস্যার্থঃ। মনের উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে।

অথ বিষাদঃ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৪ লহরীর ৮ অঙ্কে।
ইষ্টানবাপ্তিঃ প্রারব্ধ কার্য্যাসিদ্ধি বিপত্তিতঃ।
অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা॥
তত্রোপায় সহায়ানুসন্ধি শ্চিন্তাচ রোদনং।
বিলাপশ্বাস বৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপিচ॥

অস্যার্থঃ। ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে তাহার নাম বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে।

অথ মতিঃ।

তত্রৈব ৩২ অঙ্কে।

শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্থমর্থ-নির্দ্ধারণং মতিঃ।
অত্র কর্ত্তব্যকরণং সংশয়ভ্রময়োশ্ছিদা।
উপদেশশ্চ শিষ্যাণামূহাপোহাদয়োঽপি চ।

শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থ নির্দ্ধারণকে মতি কহে। ইহাতে সংশ[য়]
ভ্রমের ছেদন হেতু কর্ত্তব্যকরণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওন এবং তর্ক বি[তর্ক]
প্রভৃতি হইয়া থাকে।

অথ ঔৎসুক্যং।

তত্রৈব ১৯ অঙ্কে॥

কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তি স্পৃহাদিভিঃ।
মুখশোষ ত্বরা চিন্তা নিঃশ্বাসস্থিরতাদিকৃৎ॥

অভীষ্ট বস্তুর দর্শনস্পৃহা ও প্রাপ্তিস্পৃহা নিমিত্ত যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণু[তা]
তাহাকে ঔৎসুক্য বলে। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘনিঃশ্বাস [ও]
স্থিরতাদি হইয়া থাকে।

অথ ত্রাসঃ।

তত্রৈব ২৭ অঙ্কে।

ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্ঘোরসত্বোগ্রনিঃস্বনৈঃ।
পার্শ্বস্থালম্বরোমাঞ্চ কম্পস্তম্ভ-ভ্রমাদিকৃৎ।

অস্যার্থঃ। প্রাণিদিগের বিদ্যুৎ, ভয়ানক শব্দবৎ প্রখর [illegible] হইতে হ[ৃদয়ে]
যে ক্ষোভ জন্মে তাহার নাম ত্রাস। এই ত্রাসে পার্শ্বস্থ বস্তুর আলম্বন, রো[মাঞ্চ]
কম্প স্তম্ভ এবং ভ্রমাদি হইয়া থাকে।

অথ ধৃতিঃ।

তত্রৈব ১৫ অঙ্কে।

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞান দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ॥

অস্যার্থঃ। জ্ঞান, দুঃখাভাব ও উত্তম বস্তু প্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎ স[ম্বন্ধী]

[illegible] তথাহি—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ ,

প্রেমলাভ দ্বারা মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য) তাহার নাম ধৃতি। ইহা অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হয় না।

অথ স্মৃতিঃ।

তত্রৈব ৬৫ অঙ্কে।

যাস্যাৎ পূর্ব্বানুভূতার্থ প্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়া।
দৃঢ়াভ্যাসাদিনা বাপি সা স্মৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রূবিক্ষেপাদয়োঽপিচ ॥

অস্যার্থঃ। সদৃশ বস্তু দর্শন অথবা দৃঢ়াভ্যাসজনিত পূর্ব্বানুভূত অর্থের প্রতীতি হয় তাহার নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রূবিক্ষেপ হইয়া থাকে।

অথ ভাবশাবল্যং।

তত্রৈব ১১৬ অঙ্কে।

শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরং।

অস্যার্থঃ। ভাব সকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম শাবল্য ॥

অথ উন্মাদঃ।

তত্রৈব ৩৯ অঙ্কে।

উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।
অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং ॥
প্রলাপ ধাবনক্রোশ বিপরীত ক্রিয়াদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় আনন্দ, আপদ্ এবং বিরহাদি জনিত হৃদ্ভ্রমকে উন্ম বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস্য, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে।

* কৃষ্ণকর্ণামৃত ৪২ অঙ্কে বিল্বমঙ্গলবাক্যং।

মধুর মধুরস্মেরাকারে মনো নয়নোৎসবে,
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত বর্দ্ধতে ॥

যথা রাগঃ।

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।

অথোদ্বেগেন পুনর্ভাবশাবল্যোদয়াৎ প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবাদং বদন্নাহ— প্রথমমাবেগোদয়াদাহ। হে সখ্যঃ! ইহ বৈশসে তৎ কিং কুর্ম্মঃ যেন তদ্দর্শনং স্যাৎ। ততস্তা অপি ব্যগ্রা দৃষ্ট্বা চিন্তোদয়াদাহ। কস্ত ক্রমঃ যূয়মপি মত্তুল্যাবস্থা এব তদন্যং কং যেন ভদ্রং স্যাত্তৎ পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তদৈব তামাচ্ছাদ্য মত্যাখ্য ভাবোদয়াদাশা হি পরমং দুঃখ মিত্যাদি বদাহ। আশয়া তদাশয়া যৎকৃতং তৎকৃতমেবাস্তম কর্ত্তব্যং। কিম্বা তয়া যৎকৃতং তৎ কৃতং ব্যর্থ তস্তাং ত্যজতেত্যর্থঃ। তদৈবামর্ষোদয়াদাহ। অতস্তস্যাকৃতজ্ঞস্য বার্ত্তাং ত্যক্ত্বান্যাং কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথাং কথয়ত। কথয়স্থিতি পাঠে একাং সখীং প্রত্যুক্তিঃ। ভবতীত্যর্থাৎ তদৈব হৃদিস্ফুরন্তং কৃষ্ণং শরৈর্বিধ্যৎ কামং মত্বা তমাচ্ছাদ্য ত্রাসোদয়াৎ সবৈক্লব্যমাহ। অহো কষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শত্রুরয়ং মারয়তি কিং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। কিম্বা হৃদি কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যা সাশ্চর্য্যমাহ। অহো যৎকথামপি ত্যক্তুমিচ্ছামঃ স এব হৃদি বর্ত্ততে। তৎ কথং তৎত্যাগঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তত স্তমাচ্ছাদ্য সহজোৎসুক্যোদয়াত্তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে ইত্যাদিবৎ সবিষাদমাহ মধুরেতি। বত ইতি খেদে। অস্ত তাবত্ত্যাগঃ প্রত্যুত কৃষ্ণে চিরং তৃষ্ণা লঘতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে। কীদৃশী? কৃপণাদপি কৃপণা উৎকণ্ঠয়াদিতীনেত্যর্থঃ। কীদৃশে? মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরো মন্দহসাদিতিকৃৎফুলশ্চাকারঃ আকৃতি র্যস্য তস্মিন্ অতএব মন নয়নয়োরুৎসবো যস্মিন্। শার্দ্দ্বদশায়াং তু পূর্ব্ববদর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।

আমি এখন কি করিব কাহাকে কহিব আশা করিয়া প্রয়োজন নাই কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা কহ। হায়! হায়! যাহাকে ছাড়িব বলিয়া মনে করিতেছি সে যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়াছে মধুর মধুর ঈষৎ হাস্যযুক্ত যাঁহার আকার যিনি মনোনয়নের উৎসব তাঁহাতে আমার উৎকণ্ঠা নিতান্ত অতিদীনা তৃষ্ণা প্রকাশিত হইয়াছে।

এবে তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ কে কহে উপায় ॥
হা হা সখি ! কি করি উপায় ।
কাঁহা করোঁ ? কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ ?
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল মতি ভাবোদ্গম ।
পিঙ্গলা বচন স্মৃতি, করাইল ভাব মতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ ॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হবে মন ।
ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ ॥
কহিতেই হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে ।
চাহি যারে ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥
রাধা ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,
কাম জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে ।
কহে যে জগত মারে, সেই পশিল অন্তরে,
এই বৈরি না দেয় পাশরিতে ॥
ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অন্য ভাবসৈন্যে,

মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখ মনে করেন ভৎসনে ॥
মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্যবদন, মন নেত্র রসায়ন,
কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥
হা হা কৃষ্ণ! প্রাণধন! হা হা পদ্মলোচন!
হা হা দিব্য সদ্গুণসাগর!
হা হা শ্যামসুন্দর! হা হা পীতাম্বর ধর!
হা হা রাসবিলাস নাগর!
কাঁহা গেলে তোমা পাই? তুমি কহ তাঁহা যাই
এই কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধা
নিজ স্থানে বসাইল লঞা ॥
ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দি
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ গা
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥
এইমত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি দিনে।
উন্মাদ চেষ্টিত সদা প্রলাপ বচনে ॥
এক দিন যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্রমুখে বর্ণে যদি নাহি পায় পার ॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
... [illegible] ... ॥

ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেম চেষ্টার হয় জ্ঞান ॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেম মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা ॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য ॥
সর্ব্বভাবে ভজ লোকে চৈতন্যচরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত ধন ॥
এইত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি অনুভাব।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥
এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্য-স্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

তথাহি—*

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো!
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহা-
দ্বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

সঙ্কীর্ত্তনানন্তরং শ্রমাপনোদনায় গৃহান্তঃ শায়িতমাপ পরমোৎকণ্ঠয়া তত্র স্থাতুমশক্নুবন্তং নির্গমদ্বারাপ্রাপ্ত্যা উর্দ্ধদ্বারেণ গৃহাৰ্দ্ধদেশং গত্বা তাদৃক্ চেষ্টমানং শ্রীগৌরাঙ্গং স্মরন্ স্তৌতি অনুদ্ঘাট্যেতি। ত্রো দ্বারত্রয়মনুদ্ঘাট্য অনুন্মুচ্য উরুচ উচ্চৈরেব মহদেব ন তুচ্ছনীচং ভিত্তিত্রয়মপি সংলঙ্ঘ্য কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে

সঙ্কীর্ত্তনানন্তর শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যদেব গৃহমধ্যে শায়িত হইয়াও পরম উৎকণ্ঠায় গৃহমধ্যে থাকিতে না পারিয়া, তিনটী বহির্নির্গমদ্বার অনুদ্ঘাটন

---

* স্তবমালায়াং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৫ম শ্লোকঃ।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৮ ॥

কলিঙ্গদেশোদ্ভব গোমধ্যে নিপতিতঃ। অথচ কৃষ্ণস্য উরু বিরহেণ তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ খর্ব্বতা তস্মাৎ কমঠ ইব কচ্ছপ ইব বিরাজন্ বভূব স ইতি সম্বন্ধঃ। চাবাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যোঽন্বার্থে সমুচ্চয়ে। পক্ষান্তরে তথা পাদপূরণে ঽপ্যবধারণে। অতো প্রশ্নে বিতর্কে চ সহসা কল্য ইষ্যতে ইত্যাদি চ মেদিনী

করিয়া অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কলিঙ্গদেশোদ্ভব গোগণমধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন; এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের মহাবিরহে কূর্ম্মের ন্যায় খর্ব্বাকার হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ প্রলাপো নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছানঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয়নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এইমত মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে॥
শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
নিজগণ লঞা প্রভু বেড়ায় রাত্রি সকল॥

যঃ শরজ্জ্যোৎস্নাযুক্ত সিন্ধোঃ অবকলনয়া বিলোকনেন জাতঃ যো যমুনাভ্রমঃ ইয়ং যমুনাইত্যাকারক ভ্রমঃ তস্মাৎ হেতোঃ ধাবন্ দ্রুতং গচ্ছন্ হরিবিরহতাপার্ণবে ইব। অস্মিন্ সমুদ্রে নিমগ্নঃ। অস্মিন্নীতি তল্লীলাস্ফূর্ত্ত্যা অঙ্গুলিনির্দ্দেশেন ইদং শব্দঃ প্রয়োগঃ। ততো মূর্চ্ছানঃ অখিলাং রাত্রিং পয়সি সমুদ্রস্থেতি শেষঃ। নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ স্বরূপাদিভিঃ প্রাপ্তঃ স শচীসূনুঃ ইহ নঃ অস্মান্ অবতু প্রেমামৃতদানেন রক্ষতু।

যিনি শরৎজ্যোৎস্নাযুক্ত সিন্ধু অবলোকন করিয়া যমুনাভ্রমে দ্রুতবেগে গমন করিয়া হরিবিরহতাপ-সমুদ্রবৎ সমুদ্রে পতিত হইয়া, অখিল রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে স্বরূপাদি কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই শচীনন্দন আমাদিগকে রক্ষা করুন।

উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীতশ্লোক পড়িতে শুনিতে॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা গড়াগড়ি যায়॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে॥
এইমত রাসলীলার হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করি প্রভু পায় হর্ষ শোক॥
সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয়েতে বিস্তার॥
দ্বাদশ বৎসর যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
অতি বাহুল্য গ্রন্থ ভয়ে না কৈল লিখনে॥
পূর্ব্বে যেই দেখাইয়াছি দিগ্‌দরশন।
তৈছে জানিল বিকার প্রলাপ বর্ণন॥
সহস্র বদনে যদি কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার তবু নাহিপায় অন্ত॥
কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখেন গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ॥
ভক্তের প্রেম বিকার দেখি কৃষ্ণ চমৎকার।
কৃষ্ণ যার অন্ত না পায়, জীব কোন ছার॥
ভক্তপ্রেমার যে দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥

কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকার তাহা আস্বাদিতে॥
কৃষ্ণের নাচাই প্রেমা ভক্তেরে নাচাই।
আপনি নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঁঞি॥
প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে যৈছে হইয়া বামন॥
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেমার কণ তৈছে জীবের স্পর্শন॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ॥
জীব হইয়া করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ॥
এইমত রাসের শ্লোক সকল পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি—*

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ
ঘৃষ্টস্রজঃ স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।

তাভিরিতি। শ্রমস্তাসামপোহিতুং অপনেতুং। তাদৃশ প্রেমময় মধুর নরলীলা-স্বাদাস্বনশ্চেত্যর্থঃ। অঙ্গসঙ্গেতানেন পদ্মিনী স্ত্রীবর্গ পূজাপাদানাং তাসামঙ্গতঃ ভাবিকামোদসঞ্চারোঽভিপ্রেতঃ। কিঞ্চ স্বকুচেতি। স্বশব্দোঽত্রাসাধারণার্থঃ। তএবানুক্রতঃ স্রক্ কৌন্দী জ্ঞেয়া, পরম ভদ্রত্বেন কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতত্ব সম্পত্তেঃ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকঃ।

গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হইতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥
চন্দ্রকান্তি উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥
পড়িতে হইলা মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥
তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥

এবং জলক্রীড়ায়াং কামোদ্দাপনসামগ্রীচ দর্শিতা। বাঃ যামুনং আবিবেশ আসক্তা প্রাবিশৎ। দৃষ্টান্তো গজেন্দ্রস্ত বহ্বীভিঃ গজীভিঃ সহ জলবিহারশক্ত্যানুসারেণ অন্তরৈঃ। যথা, গন্ধর্ব্বাঃগোয়নশ্রেষ্ঠাঃ গন্ধর্ব্বোমৃগভেদে গাদগায়নো খেচরেঃ পিচেতি বিশ্বঃ। তে চ তে অলয়শ্চ তৈঃ। ইতি জলক্রীড়াযোগ্যমুত্তমগীত মুক্তং। তাসাং শ্রমমপনেতুং। ন কেবলং তাসামেব স্বস্যাপীত্যাহ। শ্রা ইতি। ভিন্নেত্যুপমানেঽপি শ্রান্তে হেতুঃ। ভিন্নসেতুরিব কৃতলীলাকৃত ইত্যর্থঃ স কুচেতি খানিসরুঃ পাঠঃ। স [illegible] ইতি ব্যাখ্যানাৎ যেত্যস্য ব্যাখ্যানাচ্চ

গোপিকাদিগের অঙ্গসঙ্গে মর্দ্দিত মালায় সংলগ্ন তাহাদের যে কুচকুঙ্কুম তাহাদ্বারা রঞ্জিত হইয়া অলিদিগের সহ বিচরণ গজপতির ন্যায় গোপিকা শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

(১) কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু বা ভাসায় ॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥
ইহাঁ স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিঞা।
কাঁহা প্রভু গেলা কহে চমকিত হৈয়া ॥
মনোবেগে গেলা প্রভু লখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্যোদ্যানে প্রভু কিবা উন্মাদে পড়িলা ॥
গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে।
চটক পর্ব্বতে কিবা গেল কোনার্কেরে ॥
এত বলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কতজন লঞা ॥
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন ॥

তথাহি—*

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥

বন্ধুদিগের হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কাই উদয় হইয়া থাকে।

১। 'কোণার্ক'—কোণারক ; পুরীর সমীপস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানবিশেষ।

---

* অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে ৪র্থ অঙ্কে শকুন্তলাং প্রতি প্রিয়ম্বদাবাক্যং।

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরায়ু পর্ব্বত দিকে কতজন গেলা ॥
পূর্ব্বদিশা চলে স্বরূপ লঞা কতজন
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভু অন্বেষণ ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
তবু প্রেমে বুলে করি প্রভু অন্বেষণ ॥
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে "হরি হরি" ॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবে চমৎকার।
স্বরূপ গোসাঞি তারে পুছিল সমাচার ॥
কহ জালিক এদিকে দেখিলে একজন।
তোমার এ দশা কেন কহত কারণ ॥
জালিয়া কহে ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥
বড় মৎস্য বলি মুঞি উঠাইনু যতনে।
মৃতক দেখিয়া মোর ত্রাস হৈল মনে ॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী রোম উঠিল সকল ॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্ত পাদ তার তিন তিন হাত ॥

অস্থিসন্ধি ছাড়ি চর্ম্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কারো নাহি রহে ধড়ে॥
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু হয় অচেতন॥
সাক্ষাৎ দেখিনু মোরে পাইল সেই ভূত।
মুঞি মরিলে মোর কৈছে জীবেক স্ত্রীপুত॥
সেইত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা ঠাঞি যাই যদি সে ভূত ছাড়ায়॥
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারি যে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ স্মরণে॥
এ ভূত নৃসিংহ নামে লাগয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে॥
হোথাকারে না যাইও নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে॥
এত শুনি স্বরূপ গোসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী॥
আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি হস্ত দিল তাহার মাথাতে।
তিন চাপড় মারি বলে ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল॥
একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল সেই কিছু হৈল ধীর॥
স্বরূপ কহে তুমি যারে কর ভূত জ্ঞান।
ভূত নহে তেঁহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥

প্রেমাবেশে পড়িলা তিঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁহারেই তুমি উঠাঞাছ নিজজালে॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূতজ্ঞানে তোমার মনে হৈল মহাভয়॥
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ দেখাও আমারে॥
জালিয়া কহে প্রভুকে মুঞি দেখিয়াছো বার বার।
তিঁহো নহে এই অতি বিকৃত আকার॥
স্বরূপ কহে তাঁর প্রেমের বিকার।
অস্থিসন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার॥
শুনি সে জালিয়া আনন্দিত মন হৈল।
সবা লঞা সেই স্থানে প্রভু দেখাইল॥
ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ মহাকায়।
জলে শ্বেততনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতিদীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূরপথ উঠাইয়া ঘরে আনন না যায়॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া॥
সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিলা।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিলা॥
উঠিতেই অস্থিসন্ধি লাগিল নিজস্থানে।
অর্দ্ধবাহ্য ইতি উতি করেন দরশনে॥

তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য আর ॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম ॥
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচন।
আকাশে কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণ ॥
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি ॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী দেখায় মোরে সেই সব রঙ্গে ॥

যথা রাগঃ—

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠান।
সখি হে! দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণ মত্ত-করিবর, চঞ্চল কর পুষ্কর,
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোহন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার ॥
কভু জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥

বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িত উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ,
সে অমৃত সুখে পান করে॥
প্রথম যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ রদারদি,(১) তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি,
তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি॥
সহস্রকর-জলসেকে, সহস্রনেত্রে গোপী দেখে,
সহস্রপদে নিকট গমনে।
সহস্রমুখে চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপীনর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে॥
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন(২) জলে,
ছাড়ি দিল যাঁহা অগাধ পানি।
তিঁহ কৃষ্ণ কণ্ঠধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী॥
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণ।
যমুনাজল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন॥
পদ্মিনীলতা সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।

১। 'রদারদি'—দন্তাদন্তি। ২। 'কণ্ঠদঘ্ন'—কণ্ঠপরিমিত।

কেহ মুক্তকেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,

স্বহস্তে কেহো কাঁচলি করিল ॥

কৃষ্ণকলহ রাধা সনে, গোপীগণ সেই ক্ষণে,

হেমাব্জবন গেলা লুকাইতে।

আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,

পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে ॥

হেথা কৃষ্ণ রাধা সনে, কৈল যে আছিল মনে,

গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।

তবে রাধা সূক্ষ্মগতি, জানিয়া কার্য্যের স্থিতি,

সখি মধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥

যত হেমাব্জ(১)জলে ভাসে,তত নীলাব্জ(২)তার পাশে

আসি আসি করয়ে মিলন।

নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় পরতেকে,

কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ ॥

(৩)চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,

জল হৈতে করিল উদ্গম।

উঠিল পদ্মমণ্ডল,(৪) পৃথক্ পৃথক্ যুগল,

চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥

উঠিল বহু রক্তোৎপল,(৫) পৃথক্ পৃথক্ যুগল,

পদ্মগণে করে নিবারণ।

১। 'হেমাব্জ'—শ্রীগোপীবদন।

২। 'নীলাব্জ'—শ্রীকৃষ্ণের বদন।

৩। 'চক্রবাকমণ্ডল'—গোপীস্তনমণ্ডল।

৪। 'পদ্মমণ্ডল'—শ্রীকৃষ্ণকর। ৫। 'রক্তোৎপল'—শ্রীগোপীকর।

পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল(১) চাহে রাখিতে,
চক্রবাক্ লাগি দুঁহার রণ ॥
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক্ সচেতন,
চক্রবাক্ পদ্ম আস্বাদয়(২)।
ইহা দুঁহার উলটা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥
(৩)মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে পদ্ম লুটে আসি,
কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
(৪)অপরিচিত শত্রু মিত্রে, রাখে উৎপল বড় চিত্র,
এ বড় বিরোধ-অলঙ্কার ॥
* অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।

অথ অতিশয়োক্তিঃ।

সাহিত্যদর্পণে ১০ পরিচ্ছেদে।

সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।

অস্যার্থঃ। অধ্যবসায়ের অর্থাৎ উপমানের উক্তিতে উপমেয়ের সহিত অভেদজ্ঞানের সিদ্ধি হইলে, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা যায়।

১। 'উৎপল'—রক্তোৎপলরূপ গোপীকর চক্রবাকে রক্ষা করিতে চাহে।

২। অচেতন পদ্ম সচেতন চক্রবাকে আস্বাদন করে ইহাই বিপরীত।

৩। চক্রবাক্ সূর্য্যোদয়ে সংযোগী হয় বলিয়া পদ্মের মিত্র সূর্য্যের মিত্র তাহাতে যে জলে পদ্ম বাস করে সেই জলে চক্রবাক্ বাস করে বলিয়া পদ্মের সহবাসী তাহাকে লুট করিতেছে ইহা অন্যায় ব্যবহার।

৪। উৎপল রাত্রিতে বিকসিত হয় এই নিমিত্ত উৎপলের শত্রু সূর্য্য তাহার মিত্র চক্রবাক্ তাহাকে রক্ষা করিতেছে এটি আশ্চর্য্য। যেহেতু শত্রুর মিত্রকে রক্ষা করা উচিত হয় না। * উৎপল—[illegible]।

যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র কর্ণযুগ যুড়াইল ॥
ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তারে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধতৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তাঁরে সখীজন ॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্নমন্দির কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধপুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥

ভেদেঽপ্যভেদঃ সম্বন্ধেঽসম্বন্ধ স্তদ্বিপর্য্যয়ৌ।
পৌর্ব্বাপর্য্যাত্যয়ঃ কার্য্যহেত্বোঃ সা পঞ্চধা ততঃ ॥

সেই অতিশয়োক্তি পাঁচ প্রকার যথা, ১ম ভেদে অভেদবর্ণন ও ২য় সম্বন্ধে অসম্বন্ধ বর্ণন, ৩য় অভেদে ভেদ বর্ণন ও অসম্বন্ধে সম্বন্ধ বর্ণন, ৪র্থ কার্য্যে পৌর্ব্বাপর্য্যব্যত্যয়, ৫ম হেতুর পৌর্ব্বাপর্য্যব্যত্যয়।

অথ বিরোধাভাসঃ।

জাতিশ্চতুর্ভির্জাত্যাদ্যৈ র্গুণো গুণাদিভিস্ত্রিভিঃ।
ক্রিয়া ক্রিয়াদ্রব্যাভ্যাং যদ্দ্রব্যং দ্রব্যেণ বা মিথঃ।
বিরুদ্ধমিব ভাসেত বিরোধোঽসৌ দশাকৃতিঃ ॥

জাতি গুণ ক্রিয়া বা দ্রব্যদ্বারা যদি জাতি বিরুদ্ধ তুল্য বুঝায় তবে বিরোধাভাস হয় এবং গুণ ক্রিয়া বা দ্রব্যদ্বারা যদি গুণবিরুদ্ধ তুল্য হয় তাহাকেও বিরোধাভাস বলা যায়। এবং ক্রিয়া বা দ্রব্যদ্বারা যদি দ্রব্য বিরুদ্ধতুল্য বুঝায় তাহাও বিরোধাভাস। এবং দ্রব্যদ্বারা যদি বিরুদ্ধ তুল্য হয় তাহাও বিরোধাভাস হইয়া থাকে। এইরূপে বিরোধাভাস দশবিধ হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিল সকল ॥
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি
রত্ন মন্দির পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥
এক নারিকেল নানা জাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলা কোলি বিবিধ প্রকার।
পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতারা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর ॥
খরমুজ খিরণী তাল, কেশর পানিফল মৃনাল,
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।
কোন দেশে কারো খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি,
সহস্র জাতি লেখা যায় কত ॥
গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি কর্পূরকেলি,
সরপুপী অমৃত পদ্মচিনি।
খণ্ডক্ষীরসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥
ভক্ষ্য পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি কৈল বন্যভোজন।
সঙ্গে লইয়া সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দুঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥

কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধা কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখাগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন॥
হেনকালে মোরে ধরি, মহাকোলাহল করি,
তুমি সব ইহাঁ লঞা আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন? কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ?
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা।
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোঁসাঞি দেখি তাহারে পুছিল॥
ইহাঁ কেন তোমরা সব আমা লঞা আইলা।
স্বরূপগোঁসাঞি তবে কহিতে লাগিলা॥
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্রে ভাসিয়া তুমি এত দূর আইলা॥
এই জালিয়া জালে করি তোমা উঠাইল।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈল॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমা অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলাম আসিয়া॥
তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পাই পীড়া॥
"কৃষ্ণনাম" লইতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহাও শুনিল॥
প্রভু কহে স্বপ্ন দেখি গেলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে॥

জলক্রীড়া করি কৈল বন্যভোজন।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মন ॥
তবে স্বরূপগোঁসাঞি তারে স্নান করাইয়া।
প্রভু লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা ॥
এইত কহিল প্রভুর সমুদ্রে পতন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নামাষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ

ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিং।
প্রলপ্য মুখসঙ্ঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !

অহং তং মাতৃভক্তশিরোমণিং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে ; যঃ চৈতন্যদেবঃ মুখসঙ্ঘর্ষী মুখং সঙ্ঘর্ষয়তি স্ম তাদৃশঃ সন্ প্রলপ্য মধূদ্যানে জগন্নাথবল্লভনামোপবনে ললাস বিররাজ।

আমি সেই মাতৃভক্তশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে বন্দনা করি ; যিনি মুখ সংঘর্ষণ ও প্রলাপ করিয়া মধূদ্যানে বিরাজ করিয়াছিলেন।

এইমত মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ।
উন্মাদে বিলাপ করেন রাত্রি দিবসে ॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ ।
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে ।
বিচ্ছেদদুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে ॥
নদীয়া চলহ মাতারে কহিও নমস্কার ।
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥
কহিও মাতারে তুমি করহ স্মরণ ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন ।
সেদিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস ।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার ।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার ॥
নীলাচলে আমি আছি তোমার আজ্ঞাতে ।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে ॥
গোপলীলায় পাইল যেই প্রসাদ বসনে ।
মাতাকে পাঠায় তাহা পুরীর বচনে ॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে ।
মাতাকে পৃথক্‌ পাঠায় আর ভক্তগণে ॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি ।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥

জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতার ঠাঞি আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিল॥
তরজা প্রহেলি আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভুরে কহিও "আমার কোটি নমস্কার।"
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি সব প্রভুকে কহিলা॥
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তার যেই আজ্ঞা করি মৌন করিলা॥
জানিয়া স্বরূপগোঁসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধিবিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন॥

পূজা নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপগোঁসাঞি কিছু হইল বিমন।
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা গমন।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলপন।
স্বরূপে পুছয়ে জানি নিজ সখিজন॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে শ্রীরাধা পুছিলা।
সেই শ্লোক করি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥

তথাহি—*

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্রমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।

---

* অথ উদ্‌ঘূর্ণা।

উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ১৩৭ অঙ্কে।

স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানা বৈবশ্যচেষ্টিতং।

অস্যার্থঃ। নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকেই উদ্‌ঘূর্ণা বলে।

---

* ললিতমাধবে ৩ অঙ্কে ২৫ শ্লোকঃ।

ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি-
নির্ধিমম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিগ্বিধিং ॥

যথা রাগঃ—

ব্রজেন্দ্রকুল দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগত উজোর।
যার কান্ত্যামৃত পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে,
ব্রজজনের নয়ন চকোর ॥
সখি হে! কোথা কৃষ্ণ? করাও দর্শন।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী,
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই?
দেখাও সখি! রাখ মোর প্রাণ ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম? কাঁহা শিখিপুচ্ছের উড়ান?
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।

ক নন্দেতি। শ্রীরাধাহ অত্যুৎকণ্ঠয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্নঃ। উত্তরমনবাপ্য বিয়োগজনকং বিধিং নিন্দতি।

শ্রীরাধা কহিতেছেন, হে সখি! নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? শিখিশিখণ্ডভূষণ কোথায়? যাঁহার মন্দ্রমুরলীর ধ্বনি তিনি কোথায়? যাঁহার ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলদ্যুতি তিনি কোথায়? রাসরসতাণ্ডবী কোথায়? হে সখি! আমার প্রাণ রক্ষার ঔষধি কোথায়? হায় হায়! আমার সুহৃত্তম কোথায়? হা হা! এতাদৃশপ্রিয়তমের সহিত আমার যে বিয়োগ উৎপাদন করিল সেই বিধিরে ধিক্।

পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি,   মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥
একবার যে হৃদয়ে লাগে,   সদা সে হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা ।
নারীর মনে পশি যায়,   যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা ॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি,   ইন্দ্রনীল সম কান্তি,
যেই কান্তি জগৎ মাতায় ॥
শৃঙ্গাররস সার ছানি,   তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না ছানি,
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি ?   নবাম্বুদ গর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাঁহার ।
উঠি ধায় ব্রজজন,   তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ।
মোর সেই কলানিধি,   প্রাণ রক্ষার মহৌষধি,
সখি ! মোর তিঁহো সুহৃত্তম ।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে,   ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥
যে জন জীতে নাহি চায়,   তারে কেনে জীয়ায়,
বিধি প্রতি উঠে * ক্রোধ শোক ।

---

* অথ ক্রোধঃ ।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৫ লহরীর ৩৬ অঙ্কে ।
প্রাতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে ।
পারুষ্যভ্রুকুটীনেত্রলৌহিত্যাদিবিকারকৃৎ ॥

বিধিকে করে ভৎ'সন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥

তথাহি—*

অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥

অহো খেদে। হে বিধাতরিতি সর্ব্বং ত্বমেব বিদধাসীতিভাবঃ। অতঃ সর্ব্বেষপি জীবেষু দয়াং কর্ত্তুমর্হস্যপি তব কস্মিংশ্চিদ্দয়া নাস্তি। বিধাতৃত্বমেব দর্শয়ন্ নির্দয়ত্বঞ্চ দর্শয়তি। সংযোজ্যেত্যাদিনা। দেহিনঃ দেহাভিমানবশেনে-তস্ততো বর্ত্তমানানপি জীবান্ অকস্মাদন্যোহন্যং মৈত্র্যা ন কেবলং তয়া প্রণয়েনচ সংযোজ্যেতি বিধাতৃত্বং দর্শিতং এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতৌ নিজগুণাদিরাহিত্যং সূচিতং। অপ্যর্থে চকারঃ। সংযোজ্যাপি অকৃতার্থানপি বিয়োজয়সি। বিবিধচেষ্টিতং অপার্থকং। অপগতো অর্থো হেতুপ্রয়োজনে যস্মেতি। কেন হেতুনা কিমর্থং বা সংযো-জয়সি অকৃতার্থানপি পশ্চাৎ কেন হেতুনা কিমর্থং বা বিযোজয়সীতি নাবগচ্ছা-

---

গোপীগণ কহিলেন, হে বিধাতঃ! তোমার লেশমাত্র দয়া নাই; যেহেতু দয়া থাকিলে জীবগণকে মৈত্রী ও প্রণয়দ্বারা সংযুক্ত করিয়া তাহাদের মনোরথ

অস্যার্থঃ। প্রতিকূল ভাবদ্বারা চিত্তের যে জ্বলন তাহাকে ক্রোধ কহে। ইহাতে কঠোরতা, ভ্রুকুটী এবং নেত্র লৌহিত্যাদি বিকার হইয়া থাকে।

অথ শোকঃ।

উক্ত প্রকরণের ৩৫ অঙ্কে।

শোকস্থিষ্ট বিয়োগাদ্যৈশ্চিত্তক্লেশভরঃ স্মৃতঃ।
বিলাপ পাত নিশ্বাস মুখশোষ ভ্রমাদিকৃৎ॥

অস্যার্থঃ। ইষ্টবিয়োগ নিমিত্ত চিত্তের যে ক্লেশাতিশয় তাহাকে শোক বলে, ইহাতে বিলাপ, পতন, নিশ্বাস মুখশোষ ও ভ্রমাদি উৎপন্ন হয়।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৯ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক।

যথা রাগঃ।

না জানিস্ প্রেম মর্ম্ম,　　যথা করিস্ পরিশ্রম,

তোর চেষ্টা বালক সমান।

তোর যদি লাগি পাইয়ে,　　তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,

আর যেন না করিস্ বিধান॥

আরে বিধি! তো বড় নিঠুর।

অন্যান্য দুর্ল্লভ জন,　　প্রেমে করায় সম্মিলন,

অকৃতার্থান কেনে করিস্ দূর॥ ধ্রু॥

আরে বিধি! অকরুণ,　　দেখাইয়া কৃষ্ণানন,

নেত্র মন লোভাইলি আমার।

ক্ষণেক করিতে পান,　　কাড়ি নিলে অন্য স্থান,

পাপ কৈলে দত্ত অপহার॥

অক্রূর করে তোর দোষ,　　'আমায় কেন কর রোষ?

ইঁহো যদি কহ দুরাচারা।

তুই অক্রূর রূপ ধরি,　　কৃষ্ণ নিলি চুরি করি,

অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥

গীতার্থঃ। হেতৌ প্রয়োজনেচ সতি সংযোজিতানামকস্মাদ্বিয়োজনমযুক্তমেবেতি ভাবঃ। অপার্থকত্বে দৃষ্টান্তঃ অর্ভকেতি। তচ্চেষ্টিতং। যথা হেতুং প্রয়োজনঞ্চ বিনা কেবলং মৌঢ্যাদেব তদদিতার্থঃ। অস্তত্বেঃ। অত্র হিতাচরণেন তৎকৃত প্রীত্যা স্নেহেন সম্বন্ধাদিকৃত প্রীত্যেতার্থঃ। যথা স্বয়ং মৈত্র্যোপলক্ষিতঃ সন্ প্রণয়েন মিথো বিশ্রব্ধ প্রেম্না সহ সংযোজ্যতে যোজ্যং।

পূর্ণ হইতে না হইতেই কেন বিযুক্ত করিবে? জানিলাম তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় অর্থশূন্য।

তোরে কিবা করি রোষ, আপনার কর্ম্মদোষ,
তোর আমার সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর ॥
সব তেজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি, উলটি না চায় হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥
কৃষ্ণে কেন করি রোষ? আপন দুর্দ্দৈব দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তাঁরে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥
এইমত গৌরারায়, বিষাদ করে হায়! হায়!
হা হা কৃষ্ণ! তুমি গেলে কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥
তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন মঙ্গল গীত, প্রভু ফিরাইতে চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥

এইমত বিলাপেতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল ॥
প্রভু শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥

প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নামসঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরার ভীতে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥
সব রাত্রি করে ভিতে মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন॥
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দুহাঁর হইল মহাদুঃখ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল।
কাঁহা কৈলে এই তুমি? স্বরূপ পুছিল॥
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহিরে যাইতে॥
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে।
উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যে বলে যে করে সব উন্মাদ লক্ষণ॥
স্বরূপগোঁসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে॥
সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল॥
প্রভুপাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তাঁর উপরে করে পাদপ্রসারণ॥

প্রভুপাদোপধান বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল॥

তথাহি—*

ইতি-ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানং।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসম্বাহন।
ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥
উঘার অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাঁহারে জড়ায়॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ॥
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে প্রভু মুখাব্জ ঘষিতে॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

সহস্রণামনন্তসংখ্যানাং তৎ প্রাদুর্ভাবানাং শীর্ষ্ণঃ শ্রেষ্ঠরূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণোপধানমিতি মহাভারতে শ্রীভগবত্তস্তদগ্রচক্তোজনে প্রসিদ্ধং। শীর্ষস্য শীর্ষা ছন্দসীতি ভগবান্ পাণিনিঃ।

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ক্রোড়ে প্রীতিপূর্ব্বক পাদ-প্রসারণ করিতেন, সেই বিদুর বিনীত হইয়া ঐরূপ কহিলে, মৈত্রেয় মুনি আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকঃ।

তথাহি—¶

স্বকীয়স্য প্রাণার্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ।
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে॥
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে।
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক-শারা পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥

ভক্তাবতারতয়া শ্রীকৃষ্ণভাবাবিষ্টং প্রলপন্তং শ্রীগৌরাঙ্গং স্তৌতি। স্বকীয়স্যেতি। প্রাণার্ব্বুদ ইত্যাদিকং স্বকীয়স্য বিশেষণং প্রাণানামর্ব্বুদং প্রাণার্ব্বুদ স্তস্য সদৃশো গোষ্ঠঃ গোষু তিষ্ঠতীতি গোষ্ঠস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহাদুন্মাদাদ্ধেতোঃ সততঃ অতিপ্রলাপান্ কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ভিত্তৌ শশ্বৎ বদনবিধুঘর্ষণেন ক্ষতোত্থং ক্ষতজন্যং রুধিরং দধৎ হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ গৌরাঙ্গঃ মাং মদয়তি মদি হর্ষ গ্লপনয়োঃ হর্ষয়তি ক্ষেদয়তি বা ইত্যর্থঃ।

যিনি স্বকীয় প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ গোষ্ঠের বিরহে উন্মত্ত হইয়া সতত প্রলাপ করতঃ বিকলধী হইতেন এবং যাঁহার ভিত্তিতে নিরন্তর মুখসংঘর্ষণজনিত ক্ষতজনিত রুধিরধারা নির্গত হয়; সেই গৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিতেছেন।

¶ স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পতরৌ ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ।

পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন।
গুরু হৈয়া তরুলতায় শিখায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাগণ জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্॥
"ললিত লবঙ্গলতা" পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥
প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখে হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তাঁরে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিল উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈল অচেতন॥
নিরন্তর নাশায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥
কৃষ্ণগন্ধ লুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিল।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিল॥

তথাহি—*

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।

---

*গোবিন্দলীলামৃতে ৯ম সর্গে ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ।

যদেন্দুবর চন্দনাগুরু সুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি নাসাস্পৃহাং ॥

যথারাগঃ।

কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥
সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণপাশ ধরি লঞা যায় ॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যেই পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম সঙ্গে ॥

কুরঙ্গমদজিদিতি। কুরঙ্গমদং মৃগমদং জয়তীতি জিচ্চ তদ্বপুশ্চেতি তস্য পরিমলোর্ম্মিণা গন্ধপ্রবাহেনাকৃষ্টা ব্রজাঙ্গনা যেন সঃ মদনমোহনঃ মেমম নাসা-স্পৃহাং তনোতি বিস্তারয়তি।

শ্রীরাধা কহিলেন, হে সখি বিশাখিকে! যিনি মৃগমদজয়ী শ্রীঅঙ্গের পরিমলোর্ম্মিদ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি আপনার অঙ্গরূপ অষ্ট পদ্মে (নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয় নাভি ও মুখ) কর্পূরযুক্ত পদ্মের গন্ধ বিস্তার করিতেছেন; আর যিনি মৃগমদ কর্পূর, বরচন্দন, ও কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতির সুগন্ধি দ্বারা অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়াছেন; সেই মদনমোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

হিমকালত(১) চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী।
কর্পূর সঙ্গে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গগন্ধ সঙ্গে,
মিলি ডাকাতি যেন করে চুরি॥
হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী, ছুটায় কেশবন্ধ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগত নারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ॥
সে গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাঞা পিয়া পেট ভরে, তবু পিঙ পিঙ করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥
মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাঠ,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনামূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥
এইমত গৌরহরি, মন কৈল গন্ধে চুরি,
ভৃঙ্গ প্রায় ইতি উতি ধায়।
যায় লতা বৃক্ষপাশে, কৃষ্ণ স্ফূরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায়॥
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।

১। 'হিমকলিত'—কর্পূরমিশ্রিত।

স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥
মাতৃভক্তি প্রলপন, ভিত্তে মুখ সঙ্ঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধে স্ফূর্ত্তে দিব্য নৃত্য।
এই চারি লীলাভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য ॥

এইমত মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥
এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥

তথাহি—*

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিঞা ॥
ইহার সত্যের প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেম প্রলাপ ভ্রমর গীতাতে ॥
মহিষীর গীত যৈছে দশমের শেষে।
পণ্ডিত না বুঝে যার অর্থ বিশেষে ॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দুঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৩ পরিচ্ছেদে ১৩৮ পত্রে দৃষ্ট।

শ্রদ্ধা করি শুন এই শুনিতে পাবে সুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয় শ্রবণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহ প্রলাপমুখজ্ঘর্ষণাদি
বর্ণনং নামৈকোনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগ দৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলে॥

প্রেমোদ্ভাবিতেতি। গৌরচন্দ্রস্য লপিতং ভাষিতং বচনমিত্যর্থঃ। ভাগ্যবদ্ভিঃ পরমসুকৃতিভির্নিষেব্যতে। কিম্ভূতং? প্রেম্ণঃ উদ্ভাবিতা জাতা হর্ষং চেতঃ প্রফুল্ল ঈর্ষা অসহিষ্ণুতা উদ্বেগো মনশ্চঞ্চলতা দৈন্যং অতিনিকৃষ্টতয়া আত্মনি মন আর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণবিয়োগময় দুঃখং তাভির্মিশ্রিতং যুক্তমিত্যর্থঃ।

স্বরূপ রামানন্দ এই জন সনে।
রাত্রিদিনে রস গীত শ্লোক আস্বাদনে॥
নানাভাব উঠে প্রভুর হর্ষশোক রোষ।
দৈন্য উদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোক অর্থ আস্বাদয় দুই বন্ধু লৈয়া॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥
হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

তথাহি—*

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

নাম সংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥

তথাহি—‡

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং॥

---

* এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
‡ পদ্যাবল্যাং নামমাহাত্ম্য প্রকরণে ২২ অঙ্কে শ্রী[illegible]

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥

তথাহি—*

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরনে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার॥

ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নাম্নাং স্বস্বরূপভূতানামনন্তপ্রভাবং বিলাসাঞ্চ দৃষ্ট্বা ভক্তভাবাঙ্গীকারত্বেনাত্মনস্তত্তিনিকৃষ্টতয়া মননেন চ ইষ্টানবাপ্তেরনুতাপেন তন্মাহাত্ম্যং সাধ্যসাধনরূপং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ স্বয়মেবাহ। নাম্নামকারীতি। ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন নাম্নাং বহুধা বহুপ্রকারাঃ মুকুন্দগোবিন্দ হরি পূতনারীত্যাদি সহস্রশঃ অকারি কৃতাঃ। তত নামসু নিজস্য স্বস্য সর্ব্বশক্তিঃ অর্পিতা সমর্পিতা। তথাচ স্কান্দে। দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যা স্থিতাঃ। রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। শক্তয়ো দেব-মহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ। আকৃষ্টা হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু। তত্র নামসু স্মরণে কালঃ সময়ো ন নিয়মিতঃ নিয়মাভাবঃ কৃতঃ। তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নাম্নি লুব্ধক। পুনর্নির্ব্বেদদৈন্যাভ্যামাহ হে ভগবন্! জনেষু তব এতাদৃশী কৃপা মমাপীদৃশং দুর্দ্দৈবং স্যাৎ ইহ নাম্নঃ অনুরাগঃ শ্রীভগবন্নাম্নি নাজনি ইত্যর্থঃ।

* [illegible] ৩১ অঙ্কে শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃতশ্লোকঃ।

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥
যেরূপে লইলে নামে প্রেম উপজয় ।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ।

তথাহি—*

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন ।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

হে স্বরূপরামানন্দৌ ! যেন প্রকারেণ নামগ্রহণং সৎপ্রেম সম্পাদিতে তল্লক্ষং শৃণুতমিত্যাহ তৃণদাপীতি । অমানিনা মানশূন্যেন জনেন হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ অমানিত্বং কিন্তৎ ? উৎকৃষ্টত্বেঽপ্যমানিত্বং কথিতামানশূন্যতেতি পুনঃ কীদৃশেন তৃণাদপি সুনীচেন তৃণাদাত্মানাং অতিতুচ্ছতয়া মননেন । পুনঃ কীদৃশেন তরোরপি সহিষ্ণুনা তরু যথা সর্ব্বাম্বুপত্রবাদীন্ সহতে কস্মাৎ কিঞ্চিদপি ন যাচতে তস্মাদপি সহনেনাযাচকশীলেনেত্যর্থঃ ? পুনঃ কীদৃশেন । মানদেন মানং পূজা সর্ব্বভূতেভ্যো দদাতি য স্তেন সর্ব্বত্র ভগবদ্দৃষ্ট্যা ইতি ভাবঃ ।

পদ্যাবল্যাং নামসংকীর্ত্তন প্রকরণে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত ৩২ শ্লোকঃ ।

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥
প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণের মোর নাহি ভক্তগন্ধ॥

তথাহি—*

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি॥
অতিদৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনাকে করি সংসারী জীব অভিমান॥

তথাহি—ণ

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

পুনরতিদৈন্যেনাহ ন ধনমিতি। হে জগদীশ! অহং ধনং ন যাচে আঢ্যত্বাৎ জনং ন যাচে মিথ্যাভিনিবেশত্বাৎ, সালঙ্কারাং কবিতাং ন যাচে গর্ব্বত্বাৎ, কিং যাচসে? তত্রাহ ত্বয়ি ঈশ্বরে সর্ব্বার্থদাতরি মম জন্মনি জন্মনি অহৈতুকী হেতুশূন্যা-ভক্তির্ভবতাৎ ভূয়াদিত্যর্থঃ।

পুনঃ কাকা রীত্যা দাস্যভক্তিং প্রার্থয়তে। অয়ীতি। অয়ি কোমলামন্ত্রণে হে নন্দতনুজ! হে নন্দাত্মজ! ভবাম্বুধৌ জন্মমৃত্যুপ্রবাহে বিষমে দুস্তরত্বে পতিতং

---

* পদ্যাবল্যাং ভক্তোৎসুক্যপ্রার্থনা প্রকরণে ৯৫ অঙ্কে।

ণ পদ্যাবল্যাং ভক্তগণস্য দৈন্যোক্তপ্রকরণে ৩৯ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ শ্লোকঃ।

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া ।
পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া ॥
কৃপা করি কর তুমি পদধূলী সম ।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গম ।
কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন (১) ॥

তথাহি—*

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ ।
উদ্বেগে বিষাদ দৈন্য করে প্রলপন ॥

কিঙ্করং অধীনং কৃপয়া দুঃখনাশেচ্ছয়া তব চরণপদ্মস্থিতরেণু :সদৃশং :তুল্যং বিভা-
বয় বিচিন্তয়েত্যর্থঃ ।

তদনুসারং হৃদয়ং বস্তেদমিত্যাদিরীত্যা অত্যুৎকণ্ঠয়া দৈন্যেনাহ নয়নমিতি ।
অর্থাৎ হে ভগবন্! তব নামগ্রহণে গলদশ্রুধারয়া গলন্তী অশ্রুধারা যত্র তয়োপ-
লক্ষিতেন নয়নং গিরা গদ্গদরুদ্ধয়া গদ্গদকণ্ঠরোধং অব্যক্তশব্দং তেন যা রুদ্ধা
তয়োপলক্ষিতেন বদনং পুলকৈরোমোচ্ছ্বাসৈর্নিচিতং ব্যাপ্তং বপুঃ কদাভবিষ্য-
তীত্যর্থঃ ।

১। 'প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন'—প্রেমের সহিত নামসঙ্কীর্ত্তন ।

---

* পদ্যাবল্যাং উক্ত প্রকরণে ৯৪ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তিঃশ্লোকঃ ।

তথাহি—*

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুসা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণযুগ সম।
বর্ষা মেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥
এতেক চিন্তিয়া রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমস্বভাব করিল উদয়॥
হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এক ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি যে শ্লোক পড়িল॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল॥

তথাহি—‡

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

পুনর্বিয়োগস্ফুর্ত্তের্জ্জাবশাবল্যোনাহ যুগায়িতমিতি। হে গোবিন্দ! তব বিরহেণ মে মম নিমেষেণ যুগায়িতং যুগমিবাচরতীত্যর্থঃ। চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং প্রাবৃষং বর্ষাকালং তদিবাচরতি। সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং শূন্যমিবাচরতীত্যর্থঃ।

---

* পদ্যাবল্যাং ৩২৯ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তঃ শ্লোকঃ।

‡ পদ্যাবল্যাং শ্রীরাধায়া বিলাপপ্রকরণে ৩৪১ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্ত শ্লোকঃ।

যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ *

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে তাঁর নাহি পাই পার॥

যথা রাগঃ—

আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তিঁহো রস সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দর্শন, জারে আমার তনু মন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥

সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ধ্রু॥

উদ্বেগাতিশয়েন শ্রীরাধায়া হর্ষোৎকণ্ঠা দৈন্যপ্রৌঢ়িবিনয়ানামনুকরণং করে
আশ্লিষ্য বেতি। যো লম্পটো রসসুখরাশিঃ কৃষ্ণঃ পাদরতাং দাসীং মাং আ
আলিঙ্গনং কৃত্বা পিনষ্টু আত্মসাৎকরোতু। কিম্বা অদর্শনাৎ মাং মর্ম্মহ
মনস্তনু ভস্তাপিতাং করোতু। যথাতথা মাং বিদধাতু স্বাভিপ্রেতং করোতু•
মম সাম্যং স্বাভিপ্রেতং তৎসুখত্বাৎ সুখতাৎপর্য্যত্বাৎ স্বাভিপ্রেতমেব তথাপি
এব মৎপ্রাণনাথঃ পরমপ্রিয়তমঃ অপরঃ অন্যোদেহগেহাদি ন ইত্যর্থঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য রসসুখরাশিত্বং দর্শয়ন্ত্যাহ মাং আশ্লিষ্য আত্মস্থ অন্যয়া সহ ক্রী
কিম্বা অন্যাং আশ্লিষ্য মম সৌভাগ্যং প্রকটয়তু। কিম্বা মাং আশ্লিষ্য বিনয়া
বশীকৃত্য অনয়া সহ ক্রীড়াং প্রার্থয়তে প্রার্থয়তু। যতঃ করোতেরস্য
ধাত্বর্থানুগতত্বাৎ ধাতূনামনেকার্থত্বাচ্চেত্যর্থঃ।

---

* উক্ত শ্লোকগুলির অর্থ পয়ারেই করা হইয়াছে, তজ্জন্য ব্যাখ্যা দে
হইল না।

ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥
কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট,
অন্য নারীগণ করি সাত।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোরে আগে করে ক্রীড়া,
তবু তিঁহ মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তার সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হয় মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁর রূপে সতৃষ্ণ,
তাঁরে না পাইয়া হয় দুঃখী।
মুঞি তাঁর পায় পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাইঞা করোঁ সুখী ॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভৎর্সনে।
যথাযোগ্য করে মান; কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অলাপ সাধনে ॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণমর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥

যে গোপী করে মোর দ্বেষে,　　কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
　　কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা,　　তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
　　তবে মোর সুখের উল্লাস॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী,　　পতিব্রতা শিরোমণি,
　　পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি,　　জীয়াইল মৃত পতি,
　　তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা(১)॥
কৃষ্ণ আমার জীবন,　　কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
　　কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ,　　সেবা করি সুখী করোঁ,
　　এই মোর সদা রহে ধ্যান॥
মোর সুখ সেবনে,　　কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
　　অতএব দেহ দেঙ দান॥
কৃষ্ণ কহে কান্তা করি,　　কহে তুমি 'প্রাণেশ্বরী',
　　মোর হয় দাসী অভিমান।
কান্তা সেবা সুখপূর,　　সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
　　তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি,　　তবু পাদসেবায় মতি,
　　সেবা করে দাসী অভিমানী॥
এই রাধার বচন,　　বিশুদ্ধপ্রেম লক্ষণ,
　　আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়।

১। তিন দেবা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

[illegible]তে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন দেহ ধরণ না যায়॥

[illegible] বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ।

সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ॥

এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল প্রভু শ্লোক পড়িয়া॥
পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক করি লোক শিক্ষাইল।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥
যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্রগম্ভীর।
নানাভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটক যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥
[illegible]দশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিনে।
[illegible]রস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু[illegible]॥
সেই [illegible] লীলা সব [illegible] অনন্ত।
সহস্র বদনে, বর্ণি নাহি পায় অন্ত॥
[illegible] তাহা কে পারে বর্ণিতে।
[illegible] আপনা শোধিতে॥

যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥
অতএব সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে ॥
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।
সে অনুসারে হবে তার আস্বাদন ॥
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত বর্ণন কৈল সমাপন ॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
জীব হৈঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয় আদি ব্যাস ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥

পূর্ব্বগ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখয়ে পুনঃ ইহার কারণ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত শ্রোতাবৃন্দ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ॥
ইহা সবার চরণকৃপায় লিখায় আমারে।
আর এক হয় তিঁহো অতি কৃপা করে॥
মদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি কহি শ্রোতা না করিহ রোষ॥
তোমা সবার চরণধূলা করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন॥
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ॥
তার মধ্যে শিবানন্দ সঙ্গে কুক্কুর আইলা।
প্রভু তারে কৃষ্ণ করাইয়া মুক্ত কৈলা॥
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।
তাহি মধ্যে শিবানন্দের আচার্য্য দর্শন॥
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুরে বাক্যদণ্ড।

তার মধ্যে গোবিন্দেরে কৈল পরীক্ষণ।
তারি মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন ॥
একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্যান।
ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইলা গৌর ভগবান্ ॥
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন ॥
ত্রয়োদশ জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীতশুনিলা ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন।
শরীর এথ প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন ॥
তারি মধ্যে সিংহদ্বারে প্রভুর পতন।
অস্থিসন্ধি ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম ॥
চটকগিরি দেখি তাঁহা প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন ॥
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানবিলাস।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশ ॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
তার মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ ॥
ষোড়ষে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা ॥
শিবানন্দ বালকেরে শ্লোক করাইল।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল ॥